ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

সম্পাদক

ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

শ্রীহরিবন্ধু মুখটী

দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৬১ বঙ্গাব্দ

নবীনচন্দ্র গ্রন্থপ্রচার সমিতির পক্ষে শ্রীসঞ্জীব দত্তচৌধুরী কর্তৃক সমিতির কার্যালয় ১৩৬ রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ, দমদম, কলিকাতা-২৮ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

চরিতকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ইতিহাস-চেতনা

(শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে (ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড) কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছি, উহাতে তাঁহার প্রতিভা ও সাহিত্য-কীর্ত্তির সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। তিনি মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর কাল এই ধরাধামে জীবিত ছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের দানের পরিমাণ যে শুধু সামান্য নহে, তাহা নয়, তিনি ছিলেন প্রতিভাশালী তরুণ লেখকদের সাহিত্যগুরু ও উৎসাহদাতা—সর্ব্বোপরি, বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রীতি কত গভীর ছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় কবিজীবনী সংগ্রহে তাঁহার অক্লান্ত প্রয়াসের মধ্যে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র, রামনিধি গুপ্ত, রাম বসু, রাসু নৃসিংহ, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবি ও কবিওয়ালাগণের জীবনী ও রচনা সংগ্রহের জন্য একরূপ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট যতখানি উপকরণ পাইয়াছেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালী কবিদের ভিতর একমাত্র ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম এই ঐতিহাসিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ হইয়াছিল। তিনি যদি সে যুগে এই দুরূহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপকরণ হইতে বঞ্চিত হইতাম। এই জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত চিরকাল বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন। অবশ্য, আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের এই কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করি নাই।

তাঁহার অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে 'প্রবোধপ্রভাকর' (এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল), 'হিত-প্রভাকর' ও 'বোধেন্দু বিকাসে'র নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে লোকশিক্ষকরূপে দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া তিনি 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও রচনা করেন।

শ্রীরামপ্রসাদ

ঈশ্বর গুপ্ত যে সকল কবির জীবনী ও রচনাবলী সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। এই দুইজন কবির কথা স্মরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'অবনত অবস্থায়ও বঙ্গভূমি রত্নপ্রসবিনী।' এই দুই জন কবির কীর্ত্তিকে ঈশ্বর গুপ্তই সর্ব্বপ্রথম বিলুপ্তির হস্ত হইতে রক্ষা করার প্রয়াস পাইয়াছেন।

রামপ্রসাদ সম্পর্কে কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন—

'বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ, তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন।'

বাস্তবিক, শ্রীরামপ্রসাদের পদাবলী ছিল মাতৃভাবাসক্ত সন্তানের ভক্তি-বিলসিত হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, আত্ম-সমাহিত সাধকের দিব্য অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ। রাম-প্রসাদের রচনাবলীর মাধুর্য্য ও ভাবের গভীরতা প্রত্যেক ভাবুক ও রসিক বাঙ্গালীর জানা

ঈশ্বর গুপ্তও আস্বাদন করিয়াছেন; কিন্তু এই সাধক কবির পদাবলীর পরিচয় দিতে গিয়াও ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার স্বাভাবিক অনুপ্রাসপ্রিয়তাকে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। যেমন শ্রীরামপ্রসাদের একটি প্রসিদ্ধ গানের সম্পর্কে।

'তুমি এ ভাল করেছ মা
আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু
আমারে দিলে না।
কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না, পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর।
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজী,
এবার এ বাজী ভোর গো।'

ঈশ্বর গুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন—

'কোন বিষয়ের অভাবকালে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া সেই অভাবের অভাব করা অথবা সেই অভাবকে অভাবে রাখিয়া স্বভাবে রাখা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যে কেহ হউন, এই সহজ তখন তাঁহার পক্ষে অতি সহজ হইবে যখন তিনি সহজকে জানিতে পারিবেন।'

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সমালোচক ঈশ্বর গুপ্ত সমালোচনার ক্ষেত্রেও কখনও কখনও শব্দালঙ্কার-প্রিয়তা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদ সেনের রচিত বহু গান উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও পরমার্থ-রস-রসিকতার প্রমাণ দিয়াছেন। অনেক সময় তিনি অতি সাধারণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন এবং গানের মধ্য দিয়া তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতেন।

বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রসাদ-রচিত শাক্ত পদাবলী, কালী কীর্ত্তন এবং বিদ্যা সুন্দরের কবিতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রদান করেন এবং নিষ্কর ভূমি দান করেন।

ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই-এর সংগীত-যুদ্ধের নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন। রামপ্রসাদ আত্ম-সমাহিত হইয়া যে গান রচনা করিতেন এবং আজু গোঁসাই মুখে মুখে তাহার যে উত্তর দিতেন, তাহাতে শ্রোতারা যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেন। সুযোগ পাইলেই কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহাদের সংগীত-যুদ্ধের কৌতুক উপভোগ করতেন। ঈশ্বর গুপ্ত বলেন, 'রামপ্রসাদ সেন কবীন্দ্র ছিলেন, আজু গোঁসাই আধ্‌পাগলা ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্য কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

মনে হয়, আজু গোঁসাইও উচ্চ স্তরের সাধক ছিলেন, তবে রামপ্রসাদ ছিলেন শাক্ত, আর আজু গোঁসাই ছিলেন বৈষ্ণব। কিন্তু শ্রীরামপ্রসাদের মতো আজু গোঁসাই-এর ধর্ম্মমত ছিল অত্যন্ত উদার যদিও তিনি ছিলেন পরিহাস-নিপুণ।

শ্রীরামপ্রসাদের ধর্ম্মমত-সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা যায় না। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন—

'ইনি (রামপ্রসাদ) ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই মান্য করিতেন না, ইঁহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ হইয়াছে। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগ-

বিরাগী হইয়া সুপবিত্র প্রীতিচিত্তে গীতচ্ছলে পরম পূজ্য পরমেশ্বরের পূজা করিতেন। রাম-প্রসাদী পদের অধিকাংশই জ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তিরসে পরিপূরিত। নিরাকারবাদীরা ব্রহ্ম শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক যাঁহার উপাসনা করেন, ইনি কালী নাম উচ্চারণ করতঃ তাহারি আরাধনা ও উপাসনা করিতেন, ইহাতে পুরুষ আর প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী এই নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না, কারণ, উভয় পক্ষেরই উদ্দেশ্য এক এবং যথার্থ পক্ষে উভয়েরই মর্ম্ম ও অভিপ্রায় এক হইতেছে।'

বাস্তবিক, রামপ্রসাদ নিরাকার ব্রহ্মবাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। সম্ভবত, ইনি বীর ভাবের সাধনার মধ্য দিয়াই দিব্যভাবে উন্নীত হইয়াছিলেন। তান্ত্রিক সাধকের নিকট জগন্মাতা একই সঙ্গে সগুণা ও নির্গুণা সাকার ও নিরাকারা। তিনি জানেন—

'উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোহধমো ভাবো বহিঃ পূজাধমাধমা॥'

শ্রীরামপ্রসাদ বা শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় দিব্যভাবের সাধকই বলতে পারেন—'তারা আমার নিরাকারা।' তাঁরাই বলতে পারেন—

'মন তোমার এই ভ্রম গেল না,...
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা,
কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস তায় আলোচাল
আর বুট ভিজানো।'

কিন্তু নীরাকারবাদীরা 'ব্রহ্ম' নামে যাঁহার উপাসনা করেন, শ্রীরামপ্রসাদ 'কালী' নামে তাহারই উপাসনা করিতেন, এরূপ উক্তি বিভ্রান্তিকর। কারণ, তান্ত্রিক সাধকের দৃষ্টিতে 'অন্তর্যাগ' বা 'মানসপূজা' এবং বহিঃপূজা উভয়ই সমান সত্য। ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্য তাঁহার উক্তির সমর্থনের জন্য কোন আত্মীয় বন্ধুর যে পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে রামপ্রসাদ সম্পর্কে আপত্তিকর কথা আছে। তাহার আত্মীয় বন্ধু লিখিয়াছেন—

'যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি গানেই কালী, দুর্গা, তারা, শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ঐ নাম বদনে অহর্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলতঃ তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, পরমেশ্বরের কাল্পনিক মূর্ত্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন, তবে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনানুসারে বাহ্যে কালী কালী শব্দ করিতেন, তেঁও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ী প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতন্নিমিত্ত তিনি জগদীশ্বরের নিকট দোষী হইতে পারেন নাই, কারণ জগদন্তরাত্মা তাঁহার আন্তরিক ভাব জানিতেন, লোকে দুর্গাই বলুক বা ঈশ্বরই বলুক বা খোদাই বলুক অথবা গডই বলুক, সকলই তাঁহারই উদ্দেশে বলিয়া থাকে, ইহাতে প্রকৃত ধর্ম্মের হানি হয় না।'

আমরা এইরূপ উক্তি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে বিরত হইলাম।

*

রামপ্রসাদের পদাবলী যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ কিন্তু তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া যে সব গান গাহিয়াছেন, তাহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্তই সর্ব্বপ্রথম এই গানগুলি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অবশ্য, শ্রীরামপ্রসাদ স্বয়ং তিন

খানি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন—কবিরঞ্জন, কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন—

'এই মহাশয় (শ্রীরামপ্রসাদ) আগমনী, সপ্তমী, বিজয়া, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, শিব-লীলা, যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহাই অতি সুন্দর হইয়াছে, বিশেষতঃ বীররসের কবিতা অর্থাৎ ভগবতীর রণ বর্ণনা-ঘটিত পদাবলীর তুলনা দিবার স্থান দেখিতে পাই না।

রামপ্রসাদ যে শ্যাম ও শ্যামার অভেদ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁর রচিত কোন কোন গানে তার প্রমাণ আছে। একটি পদে ভগবতীর রণ-বর্ণনা করিতে গিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

'ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা যার
চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্মমহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা আকারে আকারে বামা
আকার করিয়া লোপ অসি ভাব বাঁশি॥'*

ভগবতীর রূপ-বর্ণনায়ও শ্রীরামপ্রসাদ অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে আগমনী ও বিজয়ার গানের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, পরবর্ত্তী কালে অনেক কবি ও সাধক সেই গানের ধারাকে পরিপুষ্ট করিয়া ছেন। বাৎসল্যরসের সৃষ্টিতে রামপ্রসাদের অপূর্ব্ব দক্ষতা ছিল। গুপ্ত কবির সংকলিত এই বিজয়ার গানটি আমাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত ও হৃদয় বেদনার্দ্র করে।

'ওহে প্রাণনাথ। গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার।
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল
বেরোও গণেশমাতা, ডাকে বারবার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ-প্রাণ
এই হেতু এতক্ষণ না হোলো বিদার।
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় এ কি বিড়ম্বনা বিধাতার॥
প্রসাদের এই বাণী হিমগিরি রাজরাণী
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা সুধার।

শ্রীরামপ্রসাদের নানা ভাবের বহু গান ঈশ্বর গুপ্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন কোন গানে শ্রীরামপ্রসাদের গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির পরিচয় আছে। মাতৃচরণে শরণ গ্রহণ করিয়া তিনি যে মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিয়া ছিলেন, কোন কোন গানে তাহার পরিচয় আছে, যেমন—

'আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা।
চেননা আমারে শমন চিনলে হবে সোজা।'
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি অভয় পদের বইয়ে বোঝা।

অথবা—

---

* এই ভাবের আর একটি প্রসিদ্ধ গান—
'নটবর বেশ বৃন্দাবনে কালী হোলে রাসবিহারী।'

'মন কেনরে ভাবিস্ এতো।
যেন মাতৃহীন বালকের মত ॥'

*

'ফণী হয়ে ভেকে ভয় এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী-সুত ॥'

রামপ্রসাদ ধর্ম্ম সাধনায় সমন্বয়-বাদী হলেও ইষ্ট দেবীর প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ছিল গভীর, তাই তিনি গাহিয়াছেন—

'কালী ব্রহ্মময়ী গো। বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তলাসি।
মহাকালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী।
ও মা রামরূপে ধর ধনু কালীরূপে করে অসি।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেছেন,—'হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।' যিনি ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁর সেবার নাম ভক্তি। শ্রীরামপ্রসাদের একটি গানেও এই ভাবটি পরিস্ফুট হইয়াছে। গানটি পড়িতে পড়িতে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের 'বংশীনামামৃতধাম' প্রভৃতি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলি মনে পড়িয়া যায়। শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

'এ শরীরে কাজ কি রে ভাই দক্ষিণাপ্রেমে না গলে।
ওরে এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালীনাম নাহি বলে ॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপচক্ষু বলি তারে।
ওরে সেই সে দুরন্ত মন না ডোবে চরণতলে ॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ থেকে তার কিবা কাজ
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে ॥' ইত্যাদি

মাতৃসাধক রামপ্রসাদ ব্রহ্ম-সাযুজ্য চাহেন নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যিনি মাতৃচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার তীর্থদর্শনের প্রয়োজন নাই। তিনি গাহিয়াছেন—

'কাশীতে মোলেই মুক্তি বটে সে শিবের উক্তি
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল
চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।'

ঈশ্বর গুপ্ত সত্যই লিখিয়াছেন, 'রামপ্রসাদী পদসকল রত্নাকরবৎ, যত্নপূর্ব্বক তাহার ভিতরে যত প্রবেশ করা যায়, ততই অমূল্য রত্ন লাভ হইতে থাকে।'

ঈশ্বর গুপ্ত আকর স্থান হইতে রামপ্রসাদকৃত কালী কীর্ত্তনের পুঁথি আনয়ন পূর্ব্বক উহা সংশোধন করিয়া প্রচার করেন। এই গ্রন্থে যেমন তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় আছে, তেমনি শব্দচয়ন-নৈপুণ্যেরও নিদর্শন আছে। রামপ্রসাদের কবিত্ব-শক্তি ছিল অসাধারণ। আবার এই দিব্যভাবের সাধকের যে সকল ভেদ-বুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্ব্বে তিনি যে 'ধর্মসমন্বয়ে'র আদর্শ দ্বিধাহীনকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন, 'কালীকীর্ত্তনে' তাহারও নিদর্শন আছে। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে সাধক কবি 'কালীতত্ত্ব' ব্যক্ত করিয়াছেন।

'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বটে নাশ করে কাল।
সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল॥
এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণী।
তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুধ্যান করে সব জীব।
কালীমূর্ত্তি ধ্যানে মহাযোগী সদাশিব॥
পঞ্চাসৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার।
কিন্তু যোগীর কঠিন তারা রূপ নিরাকার॥
আকার তোমার নাহি অক্ষর আকার।
গুণভেদে গুণময়ী হয়েছে সাকার॥
বেদবাক্যে নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদ বলে কালো রূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে চায়॥'

আমরা বর্ত্তমান কালে 'প্রসাদ', 'রামপ্রসাদ' বা 'শ্রীরামপ্রসাদ', 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ও 'রামপ্রসাদ দাস' ভণিতাযুক্ত শাক্ত পদাবলী প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এ কালের কোন কোন গবেষক মনে করেন, বাংলাদেশে রামপ্রসাদ নামে একাধিক শাক্ত পদকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। আমরা এখানে এই বিতর্কিত বিষয়ের আলোচনা করিব না। আমরা শুধু এই কথাই বলিব যে ঈশ্বর গুপ্তের মনে এরূপ কোন প্রশ্নের উদয় হয় নাই এবং এজন্য তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

ঈশ্বর গুপ্ত যে আধুনিক বাংলার প্রথম সমালোচক ছিলেন, তাঁহার রচিত 'কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী' পাঠ করিলে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। তবে এ কথাও সত্য যে তাঁহার সমালোচনায় যুক্তির চেয়ে ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ছিল। তিনি যে সহৃদয় সমালোচক ছিলেন এবং আদি ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও তাঁহার ধর্ম্মমত যে অত্যন্ত উদার ছিল, রামপ্রসাদ-সম্পর্কে আলোচনায় তাহার প্রমাণ আছে।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদগ্ধ ও শব্দচয়নকুশলী কবি, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা, ব্যঙ্গকুশলী ভারতচন্দ্র সম্পর্কে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন—

'ইঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব বিষয়ের গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। বঙ্গ ভাষার কবিতা-পাঠে এই মহাশয়কে অদ্বিতীয় কবি বলিয়াই মান্য করিতে হইবে। ভারতের বিরচিত কাব্য এ পর্য্যন্ত পুরাতন হইল না, চিরকাল নূতন রহিল,—সকল সময়েই নূতন বোধ হয়, প্রত্যেক বিষয়েই মনকে মোহিত করে। কোকিল বসন্ত-আগমনে, মধুকর প্রফুল্ল পঙ্কজ-মধু-পানে, চাতক নব-নীল নীরদ-নির্গত-নীর-পানে, চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু-সুধাপানে, ভুজঙ্গ সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ-সেবনে, সাধ্বী স্ত্রী পতিসুখ-সম্ভোগে, রসিক জন রসালাপ-আস্বাদনে এবং দরিদ্র ব্যক্তি প্রচুর ধন-প্রলাভে যে প্রকার সুখানুভব না করে, ভাবগ্রাহী

অনুরক্ত জনেরা ভারতচন্দ্রের প্রণীত রসভেদের কবিতা-পাঠে ততোধিক সুখাস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন।'

ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত ঘটনাবহুল ও নাটকীয়, তিনি যদিও পরিণত বয়সে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি হইবার গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি নানারূপ দুঃখ-কষ্ট ও বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে মাতুলালয়ে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করিয়াছিলেন, তারপর সহোদরদের ভর্ৎসনায় বৈষয়িক উন্নতির জন্য পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করেন। অসামান্য প্রতিভাবান ভারতচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই গোপনে কবিতা রচনা করিতেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি 'সত্যনারায়ণে'র পূজা উপলক্ষ্যে স্বরচিত পুঁথি পাঠ করিয়া সমবেত সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন, সত্যনারায়ণের পূজায় মুসলমানদের সত্যপীর ও হিন্দুর নারায়ণকে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার পাঁচালিতে স্থানে স্থানে ফারসী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কোথাও কোথাও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি দুইখানি সংক্ষিপ্ত সত্যনারায়ণের পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন—একখানি ত্রিপদী ছন্দে ও একখানি চৌপদী ছন্দে।

পরবর্ত্তী কালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এই গুণগ্রাহী মহারাজের আদেশেই তিনি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ছন্দে গ্রথিত করিয়া কৌশলে অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করেন। মহারাজ তাঁহাকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন এবং তিনি যাহাতে নিশ্চিন্ত মনে কাব্যসাধনা করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন—

'অন্নদামঙ্গল'. এবং 'বিদ্যাসুন্দরে'র গুণের ব্যাখ্যা আমি কি করিব? তাহার উপমার স্থল নাই, বলিলেই হয়, এই ভারতে ভারতের ভারতীর ন্যায় ভারতের ভারতী সমাদৃত ও প্রচলিত হইয়াছে। এই চারু গ্রন্থের পর 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন, তাহাও সর্ব্বপ্রকারের উৎকৃষ্ট হইয়াছে।'

ভারতচন্দ্রের রচিত বসন্ত ও বর্ষাবর্ণন কবি ঈশ্বর গুপ্তই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত করেন। তাঁহার আরও দুইটি কবিতা কৃষ্ণ-রাধিকার উক্তি-প্রত্যুক্তিও ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম প্রচার করেন। এই উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে দিয়া ব্যঙ্গকুশলী ভারতচন্দ্র রাজ-সভাসদ্ কোন ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র-রচিত হিন্দী ভাষার কবিতা এবং চারি ভাষা মিশ্রিত (সংস্কৃত, বাংলা, পারস্য ও হিন্দী) কবিতাও ঈশ্বর গুপ্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাদপূরণেও যে ভারতচন্দ্রের অসাধারণ দক্ষতা ছিল, গুপ্ত কবি তাহারও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যঙ্গ কবিতা বা স্যাটায়ার রচনায় ভারতচন্দ্রের বিশেষ দক্ষতা ছিল। অত্যাচারী পত্তনিদার রামদেব নাগকে কটাক্ষ করিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'নাগাষ্টকং' নামে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। 'নাগাষ্টক' সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন—

'ঐ কবিতার প্রসাদ গুণ, ছন্দের পরিপাট্য, বাক্যের মাধুর্য্য এবং ভাব ও রসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে আমরা সম্পূর্ণ রূপেই অক্ষম হইলাম।'

ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্র রচিত রসমঞ্জরীর কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। এই

অসাধারণ প্রতিভাবান কবি দীর্ঘকাল ভাগ্য বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, তারপর অল্প কয়েক বৎসর কাব্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন,—চরিতকার ঈশ্বর গুপ্ত এই সকল কথা গভীর ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিতে 'চণ্ডী নাটক' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু নাটকখানি অসমাপ্ত রাখিয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই নাটকের ভাষা ছিল সংস্কৃত ও হিন্দী মিশ্রিত বঙ্গভাষা।

ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দরের' কোন কোন দুর্ব্বোধ্য অংশ টীকা টিপ্পনী সহ প্রকাশ করিয়া সাধারণ পাঠকের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। যেমন 'অন্নদামঙ্গলে' দক্ষ কর্ত্তৃক শিবনিন্দা—

'সভাজন শুন জামাতার গুণ বয়সে বাপেরো বড়ো।
কোন গুণ নাই, যথা তথা ঠাঁই সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান সুস্থান কুস্থান, অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম নাহি মানে কর্ম্ম, চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥' ইত্যাদি

এই অংশটি দ্ব্যর্থবোধক কবিতার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে কবি যে ছন্দোবৈচিত্র্য ও রস বৈচিত্র্যের, যে বৈদগ্ধ্য ও কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। এই কাব্যে সামান্য দুই একটি দোষ দৃষ্ট হইলেও ঈশ্বর গুপ্ত যেন ভারতচন্দ্র সম্পর্কে কালিদাসের ভাষায় বলিতে চাহিয়াছেন—'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ।' পরিশেষে ভারতচন্দ্রের গুণমুগ্ধ কবি বিনয় সহকারে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাকে অতিশয়োক্তি বলিয়াই মনে করিতে পারি। অনুপ্রাসপ্রিয় কবি লিখিয়াছেন—

'যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ, পর্ব্বত সম্বন্ধে রেণু, মহাকাশ সম্বন্ধে ঘটাকাশ, সূর্য্য সম্বন্ধে খদ্যোত, হস্তী সম্বন্ধে মশক, এবং সিংহ সম্বন্ধে শৃগাল, সেইরূপ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমি। অতএব এই মহাপুরুষের জীবন-চরিত সূত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, বিদ্যা ও গুণাকরের আর আর গুণের বিষয়ে আমি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, অনবধানতা, অজ্ঞানতা এবং ভ্রান্তি বশতঃ যদি তাহাতে কোনরূপ দোষ হইয়া থাকে, তবে গুণাকর পাঠক মহাশয়েরা এই দোষাকর প্রভাকর প্রকাশকের প্রতি ক্রোধাকার না হইয়া ক্ষমাকর ও কৃপাকর হইবেন।'

এ উক্তি নিশ্চয়ই গুণদোষদর্শী সহৃদয় ও নিরপেক্ষ সমালোচকের উক্তি নয়।

রামনিধি গুপ্ত

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু বাংলা সাহিত্যে টপ্পা গানের প্রবর্ত্তক। তাঁহার জীবনচরিত ঈশ্বর গুপ্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা উহার পুনরুক্তি করিব না। আমরা দেখিতে পাই, ছাপরায় অবস্থান কালে তিনি একজন মুসলমান গায়ককে বেতন দিয়া তাঁহার নিকট সংগীত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু সেই শিক্ষক শিক্ষাদান বিষয়ে কৃপণ ছিলেন ইহা বুঝিতে পারিয়া নিধুবাবু তাঁহাকে বিদায় দিলেন। অতঃপর তিনি বাংলা ভাষায় হিন্দী গীতের তর্জ্জমা করিয়া রাগ-রাগিণী সংযোগে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিধুবাবু দেবদ্বিজে ভক্তিমান্, শান্ত ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি তাঁহার গুরু ভিখনরাম স্বামিজীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। নিধুবাবু ছিলেন সদানন্দ পুরুষ কিন্তু পত্নীবিয়োগ, পুত্র বিয়োগ ও স্বজন বিয়োগের বেদনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

সেকালে আখড়াই গানের খুব প্রচলন ছিল। নিধুবাবুর মাতুল কুলুইচন্দ্র সেনকে এই গানের প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই আখড়াই দলে দুই পক্ষে লড়াই হইত এবং উভয় পক্ষই জয়ী হইবার জন্য যত্নবান হইত। কাল ও রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আখড়াই গানের বিলোপ ঘটিয়াছে, ঈশ্বর গুপ্ত ক্ষোভের সহিত এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'কালসহকারে মানুষের মনের অবস্থার যত পরিবর্ত্তন হইতেছে ততই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন আমোদ-প্রমোদের উচ্ছেদ হইতেছে।' নিধুবাবু সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—

'রামনিধি গুপ্ত মহাশয় এই আখড়াইয়ের বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার প্রণীত সংশোধিত পদ্ধতিই প্রচলিত হইয়াছিল।'

নিধুবাবুর টপ্পা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন—

'নিধুবাবু যে প্রকার রাগ, সুর এবং ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, মিলের প্রতি সেপ্রকার দৃষ্টি করিতেন না। এ কারণ তাঁহার কোন কোন গান সুর করিয়া গাহিলে মানুষের মনকে যে প্রকার আর্দ্র করে, মুখে পাঠ করিলে সে প্রকার চিত্তসুখকর হয় না।'

নিধুবাবু মিতাহারী ও মিতাচারী ছিলেন, তিনি কখনও স্বাস্থ্যের বিধি লঙ্ঘন করেন নাই, ফলে তিনি নীরোগ দেহ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। সাতানব্বই বৎসর বয়সে তিনি জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে জাহ্নবী নীরে দেহ বিসর্জ্জন দেন।

আমরা নিধুবাবুর রচিত ভবানী বিষয়ক একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম।

'ত্বমেকা ভুবনেশ্বরী, সদাশিবে শুভকরী,
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী।
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞানবোধে সাকারা
তত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিণী॥
প্রণতে প্রসন্না ভাব, ভীমতর ভবার্ণব
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানী।
কৃপাবলোকন করি, তরিবারে ভববারি
পদতরী দেহি গো তারিণী॥'

রাম বসু

আমরা বলিয়াছি, খাঁটি বাঙ্গালী কবিতা ও গানের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়াই তিনি এই সকল লুপ্তপ্রায় রত্ন উদ্ধারের জন্য বিপুল পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই সকল গীত রচয়িতাদের মধ্যে অনেকে প্রায় নিরক্ষর ছিলেন, অনেকে তথাকথিত হীনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত গোঁজলা গুঁই ও কেষ্টা মুচির যে পদ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার রচনাভঙ্গী এ যুগের সহৃদয় পাঠককেও মুগ্ধ করে। রাম বসুর সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—

'রাম বসু যেমন সরল শব্দে অতি সহজে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তেমন কেহই পারেন নাই।'

ঈশ্বর গুপ্ত এই সকল বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন কবিদের পদলালিত্য ও বাণী-ভঙ্গিমার দিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ভদ্রকুলোদ্ভব কুলীন কায়স্থ রামমোহন বসু বা রাম বসু কবিওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম হয় শালিখা গ্রামে কলিকাতার পশ্চিম পারে। তিনি ছিলেন একজন 'স্বভাব কবি', পাঁচ বৎসর বয়সেই কলার পাতে কবিতা লিখিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন।

রাম বসুর কবি-প্রতিভার ধীরে ধীরে স্ফুরণ হইতে থাকে। প্রথমে তিনি অপরের দলে গান দিলেও পরে স্বয়ং দল গঠন করেন।

কাব্যরসিক ও সুহৃদয় কবি ঈশ্বর গুপ্ত রাম বসুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বলিয়াছেন—

'যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু, যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্র সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বরৎপ্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।'

বাৎসল্য রসের সৃষ্টিতে রাম বসুর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন, তাঁহার 'সপ্তমী' ও 'বিরহ বিষয়ক' গান তুলনারহিত। আমরা তাঁহার রচিত সপ্তমী বা আগমনী গান উদ্ধৃত করিলাম।

'তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে। গিরিরাজ।
ওহে শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে॥
নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বলে।
এসে বলতে মেনকা, তোমার দুঃখের কথা, উমা সব শুনেছে।
তোমায় দেখতে পাষাণী, আপনি ঈশানা, আসতে চেয়েছে।'
তুমি গিয়েছিল কই, উমা বলে ঐ হে, আমি আপনি এসেছি জননী বলে॥

এই একটি গানের ভিতর দিয়া গিরিরাজ, মেনকা ও উমার চরিত্র কেমন সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। রামপ্রসাদের মত রাম বসুও তাঁহার রচিত আগমনী গানে একটা ঘরোয়া পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাঁহার রচিত 'সখীসংবাদের পদও উৎকৃষ্ট। আমরা এইরূপ একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম।

'মান কোরে মান রাখতে পারিনে।
আমি যেদিগে ফিরে চাই, সেই দিগেই দেখতে পাই
সজল আঁখি জলধর-বরণে, অতএব অভিমান মনে করিনে।
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা। কৃষ্ণপ্রেমডোরে প্রাণ বাঁধা।
হেরি ঐ কালো রূপ সদা॥
হৃদয় মাঝে, শ্যাম বিরাজে, বহে প্রেমধারা দু'নয়নে।'

রাম বসু অজস্র প্রেমের কবিতা-রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনায় বিষয়বস্তুর তেমন বৈচিত্র্য নাই। একটি গানে তিনি বলিয়াছেন—

'হায়রে পিরীতি তোর গুণের বালাই নে মরি।
যখন যারে পাও, তার সুখ দুখ সব ঘুচাও
তুল সিংহাসনে, কর পথের ভিখারী।...

এক বার যার সঙ্গে যার পিরীত হয়।
সে তার নয়ন-তারা আর কিছুই কিছু নয়।
ভাবি জন্মে যার মুখ না দেখিব আর,
আবার দেখা হলে তার সেই চরণে ধরি॥'

বৈষ্ণব পদাবলীর 'মানভঞ্জন', 'নৌকাবিলাস', 'দান' প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে রাম বসু বহু পদ রচনা করিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্ত রাম বসুর কবিতার যেরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, এ কালের পাঠক সে বিষয়ে তাহার সহিত একমত হইতে পারিবেন না। তবে তাঁহার শব্দচয়ননৈপুণ্য প্রশংসনীয়। প্রয়োজনবোধে তিনি ফারসী ও আরবী শব্দের এবং বাংলা 'ইডিয়ম্' বা চলতি বুলির প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

'বোলো প্রাণনাথেরে বিচ্ছেদকে তার
ডেকে নে যেতে।
থাকে আরো ধার আমি শুধে আসবো তার
এত তসিল করে কেন মসিল বরাতে॥

*

দিয়ে উদোর ঘাড়ে তুলে বুদোর ঘাড়ের মোট,
আমায় ফেলে গেল ফাঁকের শাঁখের করাতে॥
দিয়ে মনের বনে আগুন প্রাণ জ্বালালে সে,
তবু পাল্লে না বিচ্ছেদের বাসা পোড়াতে॥
আপনি শাসন না করে এই যৌবনের তালুক,
আমি তার কি বলেছি পত্তনি দিতে॥'

যাহা হউক, রাম বসু যে সেকালের শক্তিশালী কবিওয়ালাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী বা নিতে বৈষ্ণব কবিওয়ালাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১১৫৮ বঙ্গাব্দে তিনি চন্দননগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সুকণ্ঠ ও ভাবুক ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু রসিক ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন —

'নিতাই দাস যদিও কোন শাস্ত্রাভ্যাস করেন নাই, তথাচ সভ্যতা ও বক্তৃতাগুণে কেহই তাঁহাকে অশাস্ত্রিক জ্ঞান করিতে পারিত না. কারণ বাক্‌পটুতা ভাল ছিল, এবং নিজে যে-যে কবিতা রচনা করিতেন, তাহা নিতান্ত মন্দ হইত না।'

বিরহ ও খেউর গানে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁহার দলে তিনি যে সব গান গাহিতেন, তাহার মধ্যে যেমন তাঁহার স্ব-রচিত সংগীত আছে, তেমনি অপরের রচিত সংগীতও আছে।

তিনি জীবনে যেমন প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন, তেমনি অতিথি সেবা, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা এবং রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসবে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। তিনি যে খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন এ কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তিনি গাহিয়াছেন—

'জানি রাধা-কৃষ্ণ একই আত্মা
ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি।'

অথবা —

'জানি শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম
প্রধানা রাই প্রকৃতি।'

তাহার দৃষ্টিতে সীতা ও রাধা অভিন্ন, কেননা, উভয়েই ব্রহ্মরূপিণী।

'যে সীতে, সে রাধা ব্রহ্মরূপিণী,
একই জানি দু'জনা।
জগতো মণ্ডলে, সীতারে সকলে,
মা বোলে করে সাধনা।'

আমরা ভক্ত নিতাই দাসের আরও কয়েকটি সংগীত উদ্ধৃত করিলাম।

'ঐ কালো রূপে এত রমণী ভোলে।
না জানি কি হোতো আরো বাঁকা না হোলে॥
হরি তোমার আশ্চর্য্য লীলে॥
যারো কাছে যাও নারায়ণ।
পতিরূপে সে তোমায় করে আরাধন॥
নারী নাহি পারে ধৈর্য্য হোতে এই ব্রজমণ্ডলে॥'

মনে হয়, লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ যে অখিলরসামৃতসিন্ধু, তিনি যে 'মধুরং মধুরং',—এই অনুভূতি নিতাই দাস লাভ করিয়াছিলেন। আর ইহার মূলে ছিল ভগবৎকৃপা ও সম্ভবত গুরুকৃপা।

তাঁহার দলে গীত আর একটি গানে রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মধ্য দিয়া বৃন্দাবনে তাহার গোচারণলীলার কারণটি সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

'তোমারি প্রেম কারণে।
আমি অবতার ব্রজ ভবনে॥
রাই বুঝিয়ে দেখ মনে।
রাধা রাধা বলি, বাজায়ে মুরলী,
গোচারণ করি বিপিনে॥'

*

'বংশীধারী কহে কিশোরি
এত বিনয় কর কেনে।
রাধে বিনোদিনি, জানতো আপনি
যত লীলা করি যেথানে॥'

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর গান আমাদিগকে বাংলা দেশের কবি হরি আচার্য্যের গানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

রাম্ নৃসিংহ

বয়রাভাজার নিকটস্থ কোন গ্রামে কায়স্থকুলোদ্ভব রাম্ ও নৃসিংহ (বা নরসিংহ) নামে দুই সহোদর বাস করিতেন। এককালে তাঁহারা কবিওয়ালা হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি

লাভ করিয়াছিলেন। এই দুই সহোদরের মধ্যে কাহার রচনা কাব্যগুণে উৎকৃষ্টতর ছিল বা কে সংগীত রচনায় অধিকতর দক্ষ ছিলেন, গুপ্ত কবি বহু অনুসন্ধানেও তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—'ইঁহারা সখীসংবাদ ও বিরহগান যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট।' আমরা একটি উৎকৃষ্ট গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি—

'হায়, কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে ভগীরথ জনে
ভাগীরথী আনে ভারতভূমে॥
কোন্ প্রেমে হরি, বোধে ব্রজনারী
গেল মধুপুরী, কোরে অনাথা।
কোন্ প্রেম ফলে, কালিন্দীর কূলে
কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা॥

হরু ঠাকুর

ঈশ্বর গুপ্ত যে সব কবি ও সংগীত-রচয়িতাদের রচনা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কলিকাতার সিমুলা নিবাসী হরেকৃষ্ণ ঠাকুর বা হরু ঠাকুর তাঁহাদের অন্যতম। ইনি পণ্ডিত ছিলেন না কিন্তু দৈবী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তি ও সুমধুর কণ্ঠস্বরের গুণে তাঁহার যশ এককালে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন—

'ইনি সংস্কৃত অথবা ইংরাজি কিছুই অভ্যাস করেন নাই, অথচ বুদ্ধির কৌশলে এরূপ ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিতেন যে সেই বাহ্য ব্যাপার দৃষ্টে ভাবতেই তাঁহাকে উক্ত উভয় বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বলিয়া জ্ঞান করিতেন।'

হরু ঠাকুর স্বরচিত সংগীতে তাঁহার গুরু রঘুর নামে ভণিতা দিয়াছেন। হরু ঠাকুর এক সময়ে 'সৌখীন' ছিলেন অর্থাৎ কাহারও নিকট কপর্দ্দকমাত্র গ্রহণ না করিয়া অপরের চিত্তবিনোদনের জন্য গান করিতেন। তাঁহার গুণগ্রাহী মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের আগ্রহাতিশয্যে তিনি সংগীতকে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। পাদপূরণে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ভবানী বিষয়, সখীসংবাদ, বিরহ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তিনি সংগীত রচনা করিয়াছেন। কিন্তু খেউর ও লহর গানেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তবে, সে যুগের রুচি অনুযায়ী তিনি যে সময়ে সময়ে অশ্রাব্য ও জঘন্য সংগীতও রচনা করিয়াছেন, একথা ঈশ্বর গুপ্তও স্বীকার করিয়াছেন। আবার তিনি যে ভক্তি ও বৈরাগ্যমূলক গান রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার হৃদয় হইতে স্বতঃ-উৎসারিত হইয়াছে, যথা—

'হরিবোল বলিয়ে প্রাণ যাবে।
আমার এমন দিন কি হবে॥
অন্তিম সময়ে বন্ধুগণে,
আমার শ্রবণে হরিনাম শুনাবে।
পুরাণে শুনেছি করুণাময়
হরি আমায় কি করুণা করিবে॥'

হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিগণ সখীসংবাদ, বিরহ প্রভৃতি অবলম্বনে যে সকল গান রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বৈষ্ণব মহাজন-রচিত পদাবলীর ন্যায় অনুভূতির গভীরতা প্রায়ই

অনুপস্থিত। তাঁহাদের চোখে রাধাকৃষ্ণও অনেক স্থলে প্রাকৃত নায়িকা ও নায়ক মাত্র, তথাপি হরু ঠাকুর যে একজন সুদক্ষ সংগীত রচয়িতা ছিলেন, তাঁহার রচিত বহু গানে তাহার প্রমাণ মেলে। তাঁর রচিত একটি গীতের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি শুনুন—

'আর রাধার অভিমান কে সবে, বিনে কেশবে।
হরি পরিহরি এ কি অন্যে সম্ভবে।
আমি যে সেই গৌরবিণী, তারি গৌরবে।'

কখনো কখনো হরু ঠাকুর শ্রীমতী রাধার মহিমা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—রাধা সামান্যা নারী নন, কারণ, তাঁহার প্রেমে বংশীধারী বাঁধা পড়িয়াছেন। রাধা পূর্ণ ব্রহ্মময়ী ও গোলোকধামের ঈশ্বরী। হরু ঠাকুরের রচিত কোন কোন গানে ভক্তিভাব পরিস্ফুট, যেমন—

'তব হৃষীকেশ কেশব দামোদর
মুকুন্দ মধুসূদন নাম।
বিপদে পড়িয়ে যে ডাকে তোমায়
হেলে পায় সুখ মোক্ষধাম।'

হরু ঠাকুরের রচিত কোন কোন সংগীত ব্যঙ্গরচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেমন—

'বুঝেছি মনেতে।
রমণীর প্রেম কেবল ধন।
মিছে মিছে সে মিলন।
তাদের ধন লোয়ে কথা,
পিরীতি বা কোথা, কাকস্য পরিবেদন।'

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস

যাঁহারা পেসাদারি পাঁচালির দল গড়িয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার ঠনঠনে নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস বা লোকেকাণা কবিত্ব-শক্তি, পরিহাস-রসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির গুণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

'লক্ষ্মীকান্ত শুদ্ধ কবি ছিলেন, এমত নহে। সংগীতবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন, খেয়াল ও ধ্রুপদ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া যে সমস্ত পাঁচালির সুর প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অত্যাশ্চর্য্য। বিশ্বাস অতি সুগায়ক, সৎকবি এবং সুবক্তা ছিলেন। শ্লেষ ও খেউর বর্ণনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।'

লক্ষ্মীকান্ত তাঁহার রচিত কোন পদে ভক্তিরসের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। পারমার্থিক কবিতা রচনা করিতে গিয়াও তিনি শুধু হাস্যরসেরই অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা কোন কোন স্থলে অশ্লীলতা-দোষে এমন দুষ্ট হইয়াছে যে, ঈশ্বর গুপ্তও তাহা সংবাদ-প্রভাকরে মুদ্রণের অযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্মীকান্তের প্রতিভাকে যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দান করিয়াছেন।

প্রবোধপ্রভাকর

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংকলিত কবিজীবনী সম্পর্কে আলোচনা করার পর আমরা তাঁহার 'রচিত প্রবোধপ্রভাকর', 'হিত-প্রভাকর' ও 'বোধেন্দু বিকাস নাটক' সম্পর্কে কিছু বলিব। যদিও

গুপ্ত কবির কোন কোন রচনার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নাই, তথাপি তাঁহাব বহু রচনারই উদ্দেশ্য ছিল লোককল্যাণ সাধন। তিনি তাঁহার দেশবাসিগণকে প্রেয়ের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'প্রবোধ-প্রভাকর' গদ্যে এবং পদ্যে গ্রথিত। গদ্যভাগে সে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, পদ্যভাগে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি নানা ছন্দে তাহাই পুনরুক্ত হইয়াছে। লেখক একটি কাহিনীর অবতারণা করিয়া পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিয়াছেন। বহু শাস্ত্রজ্ঞ পিতা জিজ্ঞাসু পুত্রের প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই—

(১) মানুষের দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী (অর্থাৎ চিরকালের জন্য) নিবৃত্তিই মানুষের কাম্য।

(২) যাগযজ্ঞাদির দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে এবং দীর্ঘকাল স্বর্গসুখ ভোগ করা যায় কিন্তু চিরকালের জন্য দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

(৩) একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই চিরকালের জন্য দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে। (জ্ঞানান্মুক্তিঃ—সাংখ্য দর্শন।)

(৪) জীব নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। প্রাক্তন সংস্কার অনুসারেই জীবের জন্ম হইয়া থাকে। ঈশ্বর আমাদের কর্ম্মফলবিধাতা। জগৎ কার্য্যকারণ সূত্রে গ্রথিত। ঈশ্বরে পক্ষপাতদোষের লেশমাত্র নাই।

(৫) জগৎ অনাদি কিন্তু নিত্য নয়।

(৬) জীব ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব কিন্তু বিম্ব আর প্রতিবিম্বে বিস্তর প্রভেদ।

'প্রবোধপ্রভাকরে'র গদ্যাংশ কিছু জটিল, পদ্যাংশ অপেক্ষাকৃত সরল। আমরা নিম্নে এই গ্রন্থের গদ্যাংশের কিছু দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) শাস্ত্রীয় তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বক নিত্য সুখলাভের অন্য কোন উপায়ই নাই, অতএব পরমেশ্বর আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের অধিকারী করিতেই দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(২) কারণ বিনাশ হইলে কার্য্যের ক্ষণকাল স্থিতিরও সম্ভাবনা নাই, যেমত রজ্জুখণ্ডে সর্পভ্রম হইলে পরে যখন রজ্জু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন যেমন রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানজন্য সর্প ও ভয়কম্পাদি জন্য দুঃখেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

(৩) এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত না হইয়া বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে কালক্ষেপ করিতে পারিলেই চরমে জ্ঞান লাভ করিয়া পরম শিব লাভ করিতে পারা-যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৪) জীবের মনঃকল্পিত মনোরম সংসারই সুখদুঃখ ভোগের কারণ হইয়াছে।

(৫) জীবগণ কেবল একমাত্র জগদীশ্বরের প্রতিবিম্বস্বরূপ, সুতরাং যে বস্তু যাহার প্রতিবিম্ব হয়, সেই বস্তু অবশ্যই তাহার সমানস্বভাব লাভ করে, তাহাতে কিছুই সন্দেহ নাই, অথচ ইহাও জানা আবশ্যক যে, প্রতিবিম্ব মাত্রেই স্ব-স্ব বিম্বের অধীন।

এবার 'প্রবোধপ্রভাকরে'র পদ্যাংশের কিছু নমুনা দিতেছি।

(১) এই দুখ দুখ নয়, সুখের আবার।
বিনা দুখে সুখলাভ কবে হয় কার?

এ জগতে না থাকিলে দুখের প্রচার।
সুখের সন্ধান তবে কে করিত আর ?

*

জগতে দুখের সৃষ্টি করিলেন যিনি।
ভেবে দেখ কত বড় জ্ঞানগুরু তিনি ॥

(২) স্বপনের সুখদুঃখ স্বপন সময়।
স্বপন ভাঙ্গিলে আর সে ভাব কি রয়?

(৩) যেমন বরষাকালে জলদ জলদ জালে
নভো ঢাকে এক একবার।
এক এক বার রবি প্রকাশ করিয়া ছবি,
নাশ করে সেই অন্ধকার ॥
তোয়ধি-তরঙ্গ-ভরে সময়ে যেরূপ ধরে
বৃদ্ধি, হ্রাস, জোয়ার, ভাঁটায়।
মায়ার সাগর-নীরে সুখ-দুঃখ ফিরে ফিরে
সেইরূপ সংসার-দশায় ॥

(৪) বিবেক বৈরাগ্য আদি না হোলে প্রকাশ।
কাম আদি বৃত্তি-পাপ কে করিবে নাশ ॥
বিবেক-বৈরাগ্য-বল হোলে বলবান্।
দেহে আর থাকিবে না আত্ম-অভিমান।
আত্ম-অভিমান গেলে ভ্রম নাহি রয়।
তখন সে জীব পায় আত্ম পরিচয় ॥
সেই আত্ম পরিচয়-বিবেকের বলে।
শাস্ত্র মতে তারেই তো তত্ত্বজ্ঞান বলে ॥
সেই জ্ঞান একেবারে সর্ব্ব দুঃখ হবে।
বাসনা বাস না করে জীবের অন্তরে ॥

(৫) বাহিরে যে সমুদয়, বিশ্বরূপে দৃশ্য হয়,
তাহা নয় বন্ধের কারণ।
মনোময় বিশ্ব যাহা, বন্ধের কারণ তাহা,
জেনো এই নিশ্চয় বচন ॥

সুখ-দুঃখ ভোগাভোগ, কেবল মনের রোগ,
মন করে এ সব প্রসব।
যত দিন মন রবে, ততদিন আছে সবে,
মন গোলে ফুরাইবে সব ॥

'প্রবোধ প্রভাকর' পাঠ করিলে মনে হয়, হিন্দু শাস্ত্র ও ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বর গুপ্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহাকে শাস্ত্রজ্ঞ বলা চলে না, যেহেতু, তাহাকে এই

জাতীয় গ্রন্থরচনার জন্য শাস্ত্র নিপুণ পণ্ডিতদের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। 'প্রবোধ-প্রভাকরে'র আখ্যাপত্রে আছে—

জ্ঞানগুরু সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ
শ্রীযুত পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃপায়
সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক
কলিকাতা
প্রভাকর-যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

হিত-প্রভাকর

'হিত-প্রভাকর' কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'প্রবোধ-প্রভাকরে'র ন্যায় ইহাও গদ্যে-পদ্যে রচিত। কিন্তু এই গ্রন্থে 'প্রবোধপ্রভাকরে'র ন্যায় দার্শনিক জটিলতা নাই, আছে নীতিগর্ভ সরস আখ্যায়িকা। ঈশ্বর গুপ্তের অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন—

'এই অতি চমৎকার রসভারপূর্ণ গদ্যপদ্যময় চম্পূকাব্য বঙ্গীয় নব্য কবিগণের কণ্ঠভূষণ স্বরূপ, বিদ্যার্থিগণের উপদেশস্বরূপ এবং বাঙ্গালা পুস্তকালয়ের অলঙ্কার স্বরূপ। 'হিত-প্রভাকর' পাঠ করিলে সহৃদয় কাব্যরসজ্ঞেরা বুঝিতে পারিবেন, কবিবর এই কাব্য মধ্যে কি চমৎকার অলৌকিক কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এই চমৎকার চম্পূ কাব্য মধ্যে কবির সহজ শব্দ চাতুর্য্য, অলঙ্কৃত রচনামাধুর্য্য, এবং সরস ভাব-গাম্ভীর্য্য পদে পদেই পাঠকগণের মনোহরণ করিবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।'

ভারতীয় রসবাদী আলঙ্কারিকদের মতে রসই কাব্যের আত্মা, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। আমরা সাধারণতঃ কাব্যের এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়া থাকি। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে ছন্দোবদ্ধ বাক্য হইলেই কাব্য হয় না, আবার গদ্যে রচিত হইলেই অকাব্য হয় না। তাঁহারা বলেন, কাব্য ছন্দে গ্রথিত হইতে পারে, যেমন রামায়ণ, রঘুবংশ, মেঘদূত, ঋতুসংহার প্রভৃতি, আবার গদ্যের রচিত' হইতে পারে, যেমন—দণ্ডীর দশকুমার চরিত, সুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণভট্টের কাদম্বরী প্রভৃতি। সংস্কৃতে অল্পসংখ্যক কাব্য আছে যাহা গদ্য ও পদ্যে গ্রথিত, উহাদিগকে বলা হয় চম্পু কাব্য, যেমন গোপালচম্পূ। আমরা কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের 'হিত-প্রভাকর'কে চম্পূ কাব্য বলিতে প্রস্তুত নহি। কারণ, ইহার রচনা গদ্যপদ্যময়ী হইলেও এবং কবি ইহাতে স্থানে স্থানে শব্দ চয়নৈপুণ্য বা বাক্‌চাতুর্য্যের পরিচয় দিলেও ইহা মূলতঃ নীতিগর্ভ কবিতা বা didactic poems, এখানে কবির লক্ষ্য রসসৃষ্টি নয়, আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া সুকুমার মতি কিশোরদের নীতিশাস্ত্র (Ethics and Politics) সম্পর্কে শিক্ষা দান। কবি পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের অনুসরণে নানা কথার মধ্য দিয়া যে সকল হিতকর উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রকারদের ব্যবহারিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক গদ্যে ও পদ্যে পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'হে নাথ! আমি, আমি আমি কেন কই হে।
জেনেছি জেনেছি সখা, আমি আমি নই হে॥

আমি কভু নই আমি, এ আমির তুমি স্বামী,
তবে কেন মিছে আমি, আমি হয়ে রই হে ॥'

কখনো ভক্ত ও তত্ত্বদর্শী কবি বলিয়াছেন—

'অহংকার বোধ হোলে অহঙ্কার যায়।'

কখনো বা বলিয়াছেন—

'যতদিন এই মন না হইবে বশ।
ততদিন পাইব না তত্ত্বসুধারস ॥'

কবি বলেন—যাহারা পাশ বদ্ধ, তাহারাই জীব, আর যাঁহারা পাশমুক্ত, তাঁহারাই শিব। জীবের কর্ত্তব্য হইতেছে—সাধনার দ্বারা শিবত্ব লাভ করা। লেখক কোথাও কোথাও লোকাচার ও দেশাচারকে কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন—

'কৃপা কর, কৃপাকর, মানবে মানব কর।
হর হর মনের বিকার।
আমিও মানুষ হই, মানুষে মানুষ কই
ধরি মানুষের ব্যবহার ॥'

'হিত প্রভাকর' প্রথম খণ্ড

চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা—মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। এক একটি অধ্যায়ে বহু আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত সংস্কৃত হইতে বহু শ্লোক প্রাঞ্জল ভাষায় পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন। যথা—

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্ ॥'

অনুবাদ—

'বিদ্যা করে বিদ্যাবানে বিনয় বিধান।
বিনয় বিদ্বানে করে ক্ষমতা প্রদান ॥
ক্ষমতায় ধন হয়, নাহি রয় দুঃখ।
ধন হোলে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্মে হয় সুখ ॥'

কিন্তু যাদের পাণ্ডিত্য শুধু পরোপদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহাদের উদ্দেশ্যে কবি বলিয়াছেন—

'বিদ্যার সাগর বটে, গুণের আধার।
ফলে দেখি কারো নাই ধর্ম্মে অধিকার ॥'

এখানে কি নানা বিষয়ে প্রাচীনপন্থী কবি যুগ-মানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি কোন কটাক্ষ করিয়াছেন?

'হিত-প্রভাকরের' বহু পঙ্‌ক্তি বালক বলিকাদের কণ্ঠস্থ রাখিবার যোগ্য। যেমন—

'দাতার অন্তরে নাহি থাকে অভিমান।
প্রিয় বাক্যে দান করে, সেই দান দান ॥
অহঙ্কার নাহি যার, জ্ঞানী বলি তারে।
অহঙ্কারে গুণ জ্ঞান যায় ছারে খারে ॥

বীর হয়ে ক্ষমাশীল, সেই বীর বীর।
বীর হয়ে কার্য্য করে, সেই বীর বীর॥'

কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় সুহৃদ্ভেদের মূল সূত্র—

'বিষধর ধরে বিষ, বিষে হয় হিত।
খলের তুলনা শুধু খলের সহিত॥'

'হিত-প্রভাকরের' 'বিগ্রহ' ও 'সন্ধি' এই দুইটি অধ্যায়ে গুপ্ত কবি আমাদিগকে প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির মূলসূত্র শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা হিন্দু রাজনীতি সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করিতে চান, তাঁহারা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মহাভারত, মনুসংহিতা, কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থের আলোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতের বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ জীবজন্তুর আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া নীতিশাস্ত্র শিক্ষাদানের যে সরস পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। (গ্রীক পণ্ডিত ঈশপের গল্প যে হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।) 'হিত-প্রভাকর' হিতোপদেশেরই অনুসরণ, কিন্তু এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে কবির মৌলিকতারও পরিচয় আছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার যে দুইটি প্রধান দোষ, তাহা 'হিত-প্রভাকরেও' লক্ষ্য করা যায়,—একটি অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষ এবং অপরটি অনুপ্রাস-প্রিয়তা। 'হিত-প্রভাকরের' 'বিগ্রহ' নামক অধ্যায়ে একটি অশ্লীল উপাখ্যান আছে, 'সন্ধি' নামক অধ্যায়েও সুন্দ ও উপসুন্দের কাহিনী গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে। কবি এই কাহিনীতে প্রাচীন ইতিহাসেরও সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নাই। (সংস্কৃতে ইতিহাস বলিতে History বোঝায় না, tradition বোঝায়।) অথচ কবি শ্রীমধুসূদন সুন্দ ও উপসুন্দের কাহিনী অবলম্বনে 'তিলোত্তমাসম্ভব' নামে এক উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাই, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মধুসূদনের শিল্প-চাতুর্য্য ঈশ্বর গুপ্তের ছিল না। অবশ্য এ কথা সত্য যে,—যে পঞ্চতন্ত্র তথা হিতোপদেশ অবলম্বনে ঈশ্বর গুপ্ত 'হিত-প্রভাকর' রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও 'কয়েকটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। ঋজুপাঠের ভূমিকায় (বিজ্ঞাপনে) স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় পঞ্চতন্ত্রের কতিপয় দোষের মধ্যে এই দোষেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

'হিত-প্রভাকরের' রচনা সরস ও প্রাঞ্জল এবং স্থানে স্থানে কবিত্ব-পূর্ণ, তথাপি ইহারও কোন কোন অংশ শব্দালঙ্কারের গুরুভারে যেন চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন—

'করটক-দমনক-কথায়' শঠরাজ-শিরোমণি দমনকের উক্তি—

'বলী বলে আমি বলী, বলে কভু নই বলী,
বলি কভু করিনে ভক্ষণ।
হিত কথা সদা বলি, রীতিমত দিই বলি,
নাহি করি বলির বারণ॥
আমার কি আছে বল, আমার কি আছে বল,
রাজবলে বলে বল ধরি।
কখন করিনি বল, শুনে বল হোল বল,
কেন হরি বল লবে হরি॥'

আমাদের মনে হয়, 'হিত-প্রভাকর' সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত এবং ইহার অংশবিশেষ

পরিত্যক্ত হইলে বালক বালিকাদের পাঠোপযোগী একখানি চমৎকার গ্রন্থ হইতে পারে। নানা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও ঈশ্বর গুপ্ত যে লোক কল্যাণের জন্যই (শিবেতর-ক্ষতয়ে) এইগ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার তাঁহার রচনা যুগ-প্রভাবে অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট হইলেও তিনি যে অন্তরে বিশুদ্ধাত্মা ও ধর্ম্মশীল ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

সত্যনারায়ণের ব্রতকথা

ভারতচন্দ্রের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেও 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা' রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মৃত্যুর পর মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি 'ষষ্ঠীর কথা', 'লক্ষ্মীর কথা', 'সুবচনীর কথা' প্রভৃতিও রচনা করিয়াছেন। এই সব রচনার মধ্য দিয়া আমরা খাঁটি বাঙ্গালী কবি ঈশ্বর গুপ্তকে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তকে পাই। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' অবলম্বনে তিনি পয়ারাদি নানা ছন্দে শকুন্তলা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার এই অসম্পূর্ণ রচনাটিও তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর প্রকাশিত হইয়াছে।

'সত্যনারায়ণের ব্রতকথার' ভূমিকায় 'বহুদর্শী' সম্পাদক ব্রজবল্লভ রায় লিখিয়াছেন —

'ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে মহা মহীরুহের অস্তিত্বের মত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরবাদ লুক্কায়িত আছে।'

বাস্তবিক ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম্মমত যে অত্যন্ত উদার ছিল, আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াও বাংলার ব্রত-পার্ব্বণকে যে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, রামপ্রসাদের ন্যায় তিনিও যে শ্যাম ও শ্যামার অভিন্নতা উপলব্ধি করিরাছিলেন, 'বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু তর্কে বহুদূর,' ইহাই যে তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা' পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি করা যায়। কবি লিখিয়াছেন—

'নিজে শ্যাম, নিজে শ্যামা, আকারে প্রকারে বামা,
একাকার একাকার নয়।
শিব রাধা অনুপম, কালী বিষ্ণু তারা রাম
সার তত্ত্ব ব্যক্ত করে বেদ।
দশ মহাবিদ্যা অঙ্গ, দশ অবতার তত্ত্ব
ঐক্য মন্ত্র, তন্ত্র ভেদাভেদ॥'

বোধেন্দু বিকাস নাটক

সংস্কৃতের প্রসিদ্ধ রূপক নাট্য (allegorical drama) শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র অনুসরণে ঈশ্বর গুপ্ত শান্তরসাত্মক ও সংগীতবহুল 'বোধেন্দু বিকাস' নাটক রচনা করেন। এই নাটকে যাত্রার প্রভাব সুস্পষ্ট হইলেও এবং সংগীত রচনায় গুপ্ত কবির দক্ষতার পরিচয় থাকিলেও ইহা সাধারণ পাঠক বা দর্শকের কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। এই নাটকটি রচনার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল লোককল্যাণ সাধন। ধর্ম্ম সম্পর্কে উদারপন্থী হইলেও ধর্ম্মের বিকৃতিকে তিনি ক্ষমা করেন নাই। তাই তিনি শুধু চার্ব্বাক শিষ্যদেরই কটাক্ষ করেন নাই। বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জৈন দিগম্বর সম্প্রদায়, ও কোন কোন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়াছেন। কোথাও কোথাও তিনি যাত্রার অনুসরণে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের

মধ্য দিয়া গভীর তত্ত্বকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন 'বোধেন্দু বিকাসে' মতি ও বিবেকের কথোপকথন শুনুন—

'মতি। বল নাথ, এ জগতে ধার্ম্মিক কে হয় ?
বিবেক। সর্ব্বজীবে দয়া যার, ধার্ম্মিক সে হয়।
মতি। বল, নাথ. এ জগতে সুখী বলি কারে ?
বিবেক। মনোরোগে রোগী নয়, সুখী বলি তারে।
মতি। বল, নাথ. এ জগতে বিজ্ঞ বলি কারে ?
বিবেক। হিতাহিত বোধ যার, বিজ্ঞ বলি তারে।
মতি। বল, নাথ, এ জগতে ধীর বলি কারে ?
বিবেক। বিপদে যে স্থির থাকে, ধীর বলি তারে।
মতি। বল, নাথ, এ জগতে বীর বলি কারে ?
বিবেক। জিতেন্দ্রিয় যেই জন, বীর বলি তারে।
মতি। বল, নাথ, এ জগতে বদ্ধ বালি কারে ?
বিবেক। আশার অধীন যেই, বদ্ধ বলি তারে।
মতি। বল, নাথ, এ জগতে মুক্ত বলি কারে ?
বিবেক। মায়ায় যে মুগ্ধ নয়, মুক্ত বলি তারে। *

এই নাটকখানি রচনার পশ্চাতে ঈশ্বর গুপ্তের অভিপ্রায় ছিল—তাঁহার দেশবাসী সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা আশ্রয় করিয়া জ্ঞানের আলোকে সত্যের পথে অগ্রসর হউক, নাস্তিক্যবুদ্ধি এবং ধর্ম্মের নামে অনাচার ও ব্যভিচার পরিহার করুক এবং শাশ্বতী শান্তিরূপ সম্পদ লাভ করুক। অবশ্য, ঈশ্বর গুপ্ত নানা দার্শনিক সম্প্রদায় বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর সুবিচার করিয়াছেন কিনা, তাহা বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তবে, এ কথা সত্য যে, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' হইতে ঈশ্বর গুপ্ত এই নাটকখানি রচনার প্রেরণা লাভ করিলেও ইহা শুধু অনুকরণ ও অনুসরণ নয়, ইহা অনেকাংশে মৌলিক সৃষ্টি।

ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র

ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য রচনার মধ্যে 'ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় পাঁচ মাস কাল ঈশ্বর গুপ্ত জলপথে বাংলার নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া যে সমস্ত মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য আজও অনস্বীকার্য্য। ঈশ্বর গুপ্তের তথ্যনিষ্ঠা ও জ্ঞানস্পৃহা যে অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং দেশভ্রমণকালেও তাঁহার ঐতিহাসিক চেতনা যে সর্ব্বদা জাগ্রত ছিল, 'ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্রে' তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্তের বাঙ্গালী-প্রীতি যে শুধু গভীর ছিল, তাহা নহে, বাংলার নানা অঞ্চলের মানুষের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার, অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, ভৌগোলিক বিবরণ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার যে কৌতূহল সদা জাগ্রত ছিল, এ কালের বাঙ্গালীর মধ্যেও সে কৌতূহল কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এই রচনাবলীর মধ্যে মানুষ ঈশ্বর গুপ্তেরও একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে। এই মানুষ ঈশ্বর ছিলেন সাহিত্যিক-ঈশ্বর গুপ্তের চেয়েও বড়। এই ঈশ্বর ছিলেন পরম ভক্ত, শ্রীভগবানের করুণায় একান্ত বিশ্বাসী, বিপদে অবিচলিত। 'সম্পাদকীয়' স্তম্ভে ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন—

* কৌতূহলী পাঠক এই প্রসঙ্গে আমার লিখিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 'প্রশ্নোত্তরে মুক্তিমার্গ' পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

(১) তুমি শিবময় স্বয়ং শিব, যে জীব অশিব সময়ে একান্ত চিত্তে তোমাকে ভজনা করে, তাহার অশিবের বিষয় কি আছে? তুমি শিব সম্পাদন করিয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান কর, তাহার সমুদয় মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রণা হরণ কর, তাহাকে মহানন্দে মুগ্ধ কর, তাহাকে সর্ব্বপ্রকারেই চরিতার্থ কর।

(২) যে ব্যক্তি এই সংসারে বিপদ্‌গ্রস্ত না হইল, সে ব্যক্তি কখনই তোমার যথার্থ মহিমা ও অনন্ত গুণগরিমা এবং অসীম কাণ্ড কিছুই জানিতে পারিল না, বিপদ্‌কালে যে তোমাকে স্মরণ করে, সেই মনুষ্যই যথার্থ প্রেম ও ভক্তিরসের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকে।

(৩) তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্রস্বরূপ, যেরূপ চালাও, সেইরূপ চলি, যেরূপ বলাও, সেইরূপ বলি, যেরূপ করাও, সেইরূপ করি।

(৪) সুখের সময় তোমায় এক কালে বিস্মৃত হই। এ দিকে দুঃখের কালে স্ব-কর্ম্মের ফলভোগ কখনই স্বীকার করি না, কেবল তোমার প্রতি অভিমানপূর্ব্বক অন্যায়ের দোষারোপ করিয়াই থাকি।

(৫) বিশ্বনাটকের নিগূঢ় মর্ম্ম না বুঝিয়া মায়ায় মুগ্ধ হওয়াই অজ্ঞানতার কর্ম্ম।

(৬) এই জগতে আমি আর কাহাকেও ভয় করিব না, কেবল তোমাকেই ভয় করিব, কারণ, তোমাকে ভয় করিলে অপর কাহাকেও ভয় করিতে হয় না, ভয় ভয় পাইয়া কদাচ এ পথে আগমন করিবে না।

(৭) হে প্রভো! আমি অনেক পাপ করিয়াছি। আমার সেই পাপ তৃণের ন্যায় হইয়াছে, তোমার নামাগ্নিতে এখনই দগ্ধ হইবেক, আমি মনের সকল দ্বিধা দূর করিয়া নির্ভয়ে তোমার নিকট সমুদয় প্রকাশ করিলাম। তুমি ক্ষমাকর হইয়া আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর এবং শান্তি সলিলে অভিষিক্ত করিয়া পবিত্র কর।

*　　　*

পরিশিষ্ট

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়

নায়ক—বিবেক।
নায়িকা—উপনিষদ্‌দেবী।
স্থায়ি ভাব—নির্ব্বেদ।
উদ্দীপন বিভাব—তপোবনরাম কথাদি।
সাত্ত্বিক—হর্ষপুলকাদি।
ব্যভিচারী—মতিধৃতি হর্ষাদি।
রস—শান্ত।
গুণ—প্রসাদ্‌ ও মাধুর্য্য।

পুরুষপাত্র

সূত্রধার। বিবেক, বস্তুবিচার, পুরুষ, প্রবোধোদয়, বৈরাগ্য-নিদিধ্যাসন-সংকল্প, মহামোহ, চার্ব্বাক, কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও অহঙ্কার (মোহের অমাত্যগণ), মন, দিগম্বর ভিক্ষু, কাপালিক।

স্ত্রীচরিত্র

নটী। মতি, শ্রদ্ধা, শান্তি, করুণা, মৈত্রী, উপনিষৎ, সরস্বতী, ক্ষমা, মিথ্যা দৃষ্টি (মোহের পত্নী), বিভ্রমাবতী, রতি (কামপত্নী), হিংসা (ক্রোধ পত্নী), তৃষ্ণা (লোভ পত্নী)।

HIT PROBHAKUR.

●

BY THE LATE.

Baboo Issurchunder Goopto.

●

হিত-প্রভাকর

●

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক

শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত হইয়া

কলিকাতা।

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ
মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নং ভবনে

১১ চৈত্র ১২৬৭।

ভূমিকা।

আমার অগ্রজ মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রণীত হিত-প্রভাকর মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই অতি চমৎকার রসভাবপূর্ণ গদ্যপদ্যময় চম্পূ কাব্য বঙ্গীয় নব্য কবিগণের কণ্ঠভূষণ স্বরূপ, বিদ্যার্থিগণের উপদেশ স্বরূপ এবং বাঙ্গলাপুস্তকালয়ের অলঙ্কার স্বরূপ। হিত-প্রভাকর পাঠ করিলে সহৃদয় কাব্য রসজ্ঞেরা বুঝিতে পারিবেন কবিবর এই কাব্য মধ্যে কি চমৎকার অলৌকিক কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এই চমৎকার চম্পূ কাব্য মধ্যে কবির সহজ শব্দচাতুর্য্য, অলঙ্কৃত রচনা মাধুর্য্য এবং সরস ভাব গাম্ভীর্য্য পদে পদেই পাঠকগণের মনোহরণ করিবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

কালে সকলেই হয়, এক্ষণে সেই মহাকবির এই অদ্ভুত কাব্য মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল কিন্তু তিনি এই সম্ভাবিত লৌকিক সুখকে সামান্য জ্ঞান করিয়া পুণ্যলোকে অবস্থান করিতেছেন। দাদা মহাশয় অসময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলিতে হইবে, যে বয়সে কবিগণ যথার্থ শক্তি সম্পন্ন হইয়া নিজ নিজ কাব্য প্রচার করেন, যে বয়সে কবিগণ সম্ভ্রমের সিংহাসনে আরোহণ করিবার যোগ্য হন, যে বয়সে কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন, ইনি সেই বয়সেই নিজ কবিত্বশক্তি বলে স্বদেশের প্রধান কবি, প্রধান সম্ভ্রান্ত, এবং প্রধান কাব্যকর্ত্তা রূপে পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়া সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় এতবড় মহাকবি কি আর এদেশে জন্মগ্রহণ করিবেন !!!

সকল দেশেই মহাকবিদিগের মহাকাব্য আদরপূর্ব্বক পরিগৃহীত ও অনুশীলিত হইয়া থাকে, বঙ্গদেশের মহাকবির কাব্যকদম্বও কি সেইরূপ পরিগ্রহণের ও অনুশীলনের যোগ্য হইবে না? তাহা না হইলে বরং স্বদেশের অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হয়। দেশীয় কবি ও পণ্ডিতেরা যদি দেশীয় কবির কাব্যের প্রচারণবিষয়ে যথাশক্তি মনোযোগ না করেন, তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি অবহেলন করা হয়। এক্ষণে বঙ্গদেশীয় কোন বিদ্যালয়েই বাঙ্গালাকাব্য পাঠনীয় রীতি নাই? এ রীতি কেন নাই? পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্টই বোধ হইবে, বাঙ্গালা সৎকাব্যের অন্যথা ভাবই এই কদর্য্য রীতির মূলকারণ। বঙ্গীয় কোন কবির বিশুদ্ধ রসভাব পূরিত কাব্য নাই, তাহাতেই বিদ্যালয়ে কাব্য বা কবিতা পাঠনার রীতি দেখা যায় না। এক্ষণে দেশীয় সকল সামাজিকগণের এই মহাকবির কাব্য কদম্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, এক্ষণে বাঙ্গালা সৎকাব্যের অসৎভাব দূরীভূত হইয়াছে। এই মহাকবি হিত-প্রভাকর প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পাঠযোগ্য চারি পাঁচখানি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। বিদ্যালয় ও স্ত্রীবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা যদি এই কাব্য স্ব স্ব বিদ্যালয়ে পরিগৃহীত ও প্রবর্ত্তিত করেন, তবে অবশ্যই নির্দ্দোষরূপে বালক বালিকাবৃন্দের কাব্য শিক্ষার উপায় বিধান হইতে পারে।

মহাকবি দাদামহাশয়ের খ্যাতি বিষয়িণী চেষ্টা ছিল না। এ নিমিত্ত তিনি জীবিতকালে একটি প্রধান সুযোগ নষ্ট করিয়াছেন। প্রভূত ক্ষমতাবান্ বিদ্যোৎসাহী বীটন সাহেব তাঁহাকে বঙ্গদেশের প্রধান কবি জানিয়া ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা বিদ্যালয়সমূহের পাঠোপযোগি কয়েকখানি কাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরে খ্যাতিবিষয়িণী প্রবৃত্তি তাদৃশী বলবতী না থাকাতে তখন তিনি তদ্বিষয়ে তাদৃশ যত্ন বা উদ্যোগ করেন নাই। তৎকালে কেবল প্রভাকরের নিত্য পাঠকগণের মনোরঞ্জন ও চিত্তবিনোদনেই কালযাপন করিয়া গিয়াছেন।

ফলতঃ তিনি তৎকালে না করুন, ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ কাব্য কলঙ্ক লিখিয়া মহাত্মা বীটন সাহেবের মহান উদ্দেশ্য ও অনুরোধ পালন—বঙ্গদেশের মলিন মুখ উজ্জ্বল—এবং কবিত্বের অসীম কৌশল প্রকাশ করিয়া পরম সুখে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আহা অদ্য তিনি বর্ত্তমান থাকিলে কি অনির্ব্বচনীয় সুখের—নির্ম্মল প্রীতির—বিশুদ্ধ আনন্দের বিষয় হইত তাহা বলিতে পারি না।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৭ জুলাই দিবসে অনরেবল বীটন সাহেব প্রভাকর যন্ত্রালয়ে দাদা মহাশয়ের নিকট ইংরাজী ভাষায় স্বহস্তে যে একখানি পত্র লেখেন, আমরা নিম্নভাগে সেই পত্র অবিকল উদ্ধৃত করিয়া তন্মর্ম্মানুবাদ করিলাম।—

বিদেশীয় বিদ্যোৎসাহিরা যে কিরূপ কবিমর্য্যাদক ও কাব্যপ্রিয়, পাঠকবর্গ বীটন সাহেবের পত্র পাঠ করিয়া তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এইক্ষণে যে সকল মহাশয়েরা বীটন সাহেবের বা অন্যকোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এই কাব্য সমুদায় বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি না তাঁহারাই বিবেচনা করুন।

আমি সংকল্প করিয়াছি, এক্ষণ অবধি এইরূপে অগ্রজ মহাশয়ের যাবতীয় পুস্তক ও রচনাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবনী সহিত ক্রমে ক্রমে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিব।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্র
১২৬৭, ১লা ফাল্গুন

শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

7th July, 1851

Sir,

I receive many complaints from the conductors of female schools that there is no simple Bengali poetry fit for their use.

There is no doubt that much Knowlege, both in the way of moral precept and of general description, can be given in verse, in a form which is both more attractive to Children to learn, and more easy for them to remember, than in prose.

I have heard from many person that you are one of the best living writers of Bengali poetry, and you could not well be more usefully employed than in preparing a few poems for this express purpose. In England, many distinguished writers, have not thought it beneath them to compile works for the use of young indeed it is a far more difficult task than to write for those of full age, as will be readily acknowledged by any who have tried it, the object being to convey sound sterling sence or else beautiful and poetical ideas in simple language, suited to the comprehension of the young minds for whom they are intended. If you will devote some time to this task, and succeed in producing such a book as is wanted, your Countrymen will have much

reason to be obliged to you, and to their gratitude I shall readily add mine. If you will call on me, I will shew you some specimens of English poems written for children, which might be of use to you. I need hardly remark on the necessity of excluding rigorously every loose or impure thought, or indecent word from such a collection. I mention this, however because it is fault from which I understand some of your most admired writers are not wholly free.

Baboo: Your Sincerely,
Issurchunder Goopto. J. D. W. Bethune.

৭ই জুলাই ১৮৫১ ইংরেজী পত্রের অনুবাদ নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

মহাশয়

স্ত্রী বিদ্যালয় সকলের অধ্যক্ষগণ সর্ব্বদাই আমার নিকটে এই অভিযোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারদিগের অধীনস্থ বিদ্যালয় সকলের ব্যবহারার্থ সরল বঙ্গভাষায় এপর্যান্ত একখানিও কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।—

নীতিশিক্ষা ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের পরিজ্ঞান শিক্ষা কবিতার দ্বারা বালক বালিকা দিগকে অনায়াসে প্রদান করা যায়, গদ্য অপেক্ষা পদ্যচ্ছন্দে তত্তাবৎ পাঠ করণেও তাহারদিগের লালসা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং তাহারা তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে ও স্মরণ রাখিতে পারে।

আমি অনেক লোকের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, বাঙ্গালা বর্ত্তমান কবিতালেখকদিগের মধ্যে আপনিই একজন প্রধান ও সুকবি, আপনি যদ্যপি উক্ত অভাবমোচন নিমিত্ত কবিতাবলী প্রস্তুত করেন তবে আপনার সেই শ্রমদ্বারা বিশেষ উপকার করা হয়।

বিলাতের সুবিখ্যাত সুলেখকগণ বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী পুস্তকাদি প্রস্তুত করণের কার্য্যকে আঁপনাপন প্রভূত মহিমার হানিজনক বোধ করেন না। ফলতঃ ইহা যথার্থ বটে, যাঁহারা এই প্রকার লেখার চালনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, বয়োধিক্য লোকদিগের অনুশীলনোপযোগী পুস্তক বিরচনাপেক্ষাও সরল ভাষায় সদুপদেশ ব্যবহারোপযোগী সদভিপ্রায় এবং সুন্দর পরিজ্ঞান পূরিত পুস্তক যাহা বালক বালিকাগণের অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে, তাহা রচনা করা অতি কঠিন। আপনি যদ্যপি এই সৎকার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত আপনার সময়ের কিঞ্চিদংশ ক্ষেপণ করিয়া উল্লিখিত প্রকার এক খানি পুস্তক রচনা করেন, তবে আপনার দেশীয় ব্যক্তিগণ আপনার দ্বারা বিশেষোপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইবেক এবং সেই কৃতজ্ঞতার সহিত আমি আমার কৃতজ্ঞতার সংযোগ করণে আনন্দিত হইবে।

আপনি যদ্যপি আমার সহিত একবার সাক্ষাত করেন তবে ইংরাজী ভাষায় বালক বালিকাগণের শিক্ষাপযোগী কতকগুলীন কবিতা দেখাই যাহা উদ্দেশ্য কার্য্য সম্পাদন জন্য আপনার পক্ষে উপকারজনক হইবেক, যে কবিতা পুস্তক বিরচিত হইবেক, তাহাতে কোন অসৎ অভিপ্রায় নীতিজ্ঞান বিরুদ্ধভাব এবং অশ্লীলবাক্য লিখিত হইবেক না, একথা আমার পক্ষে বলা বাহুল্য, কিন্তু এইস্থলে উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গ ভাষায় উত্তমোত্তম কবিতা লিখিয়া যাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ ২ ঐ দোষকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

আপনার

ডবলিউ. জে. ডি. বিটন।

হিত-প্রভাকর

:-:

পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন।

হে নিত্য সত্য সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বময় সর্ব্বজ্ঞ!—হে পরমপিতঃ পরমাত্মন্ পরমেশ্বর!—তুমি নিষ্ক্রিয় নির্লেপ নির্গুণ নিরাকার; পূর্ব্বতন জ্ঞানযুক্ত আচার্য্যগণ এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।—হে নাথ! তুমি, যে, এক কি পদার্থ, নিশ্চিতরূপে তাহা নিরূপণ করেন এমত ব্যক্তি এই মানব মণ্ডলে কাহাকেই দেখিতে পাই না।—তুমি অরূপ, স্বরূপ, কিরূপ? আমি তদ্বিশেষ কিরূপে জানিতে পারিব?—তোমাকে তুমি আপনিই জান কি না, তাহাও কেহ জানিতে পারেন না।—কারণ কোনোমতেই ইহা জানিবার বিষয় নহে।—তোমাকে "তুমি" এই বচন ভিন্ন আর কি বচনে ডাকিব? আর কি বলিব?—তোমাকে নির্গুণ বলিব? কি সগুণ বলিব? তোমাকে নিষ্ক্রিয় কহিব? কি সক্রিয় কহিব?—তোমাকে অকর্ত্তা কহিব? কি কর্ত্তা কহিব? তোমাকে বহুবিধ বিশেষণবিশিষ্ট কহিব? কি বিশেষণবিহীন কহিব? তোমাকে অসঙ্গ কহিব? কি সসঙ্গ কহিব?–কি কহিব? কি কহিব?—তোমাকে কি কহিব?—ইহার সার কথাটি আমাকে কে কহিবে- কি প্রকারেই বা নিশ্চিত নিদর্শন প্রদর্শন হইবে? কেননা দর্শন তোমার দর্শন পান নাই, শাস্ত্র সকলের মধ্যে পরস্পর বিষমতর বিবাদ দেখিতেছি, এক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত একরূপ, অপর এক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আর একরূপ।—কেহ কেহ কহেন "তুমি প্রণব" মন্ত্রময় "কর্ম্মস্বরূপ"—কেহ কেহ কহেন "তুমি নির্গুণ নির্ব্বিশেষ"।—কেহ কেহ কহেন "তুমি সগুণ সর্ব্বব্যাপক"!—কেহ কহেন "তুমি পুরুষ" কেহ কহেন তুমি "প্রকৃতি"।—কেহ বা কহেন তুমি "স্বভাব"—কেহ কেহ কহেন "তুমি নিত্য-জগৎ অনিত্য"—এবং কেহ কেহ কহেন "তুমিও নিত্য এবং এই সংসারো নিত্য"—এইরূপ যাহার যতদূর পর্য্যন্ত জ্ঞানের সীমা, তিনি ততদূর পর্য্যন্তই নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তুমি, যে, কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ, তাহা কখনই বচনীয় হইবার নহে, এবং তুমি, যতদূর রহিয়াছ ততদূর পর্য্যন্ত কেহই বোধনেত্র বিস্তার করিতে পারেন না।

হে বপ্ত!—এই, যে "আমি" আমি আমি করিতেছি, এই "আমিটি" কি? যখন তাহাই জানিতে পারি নাই, তখন আমি "নিজবোধনেত্র বিহীন" হইয়া তোমাকে জানিব ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?—এই "আমি" কে?—আমি আমাকে কেনই বা আমি বলি?—এবং এই আমাকে এই "আমি" কে বলায়?—আমি, যে "আমি" বলি, এ বলের কি আমিই "বলী"?—না "তুমি" বল? তুমিই "বলী"?—বল বল, এই "আমি" বলিবার বল, কাহার বল?—আমার বল? কি তোমার বল?–এ কথাটি কে বলে?—এ কথাটি কে বলে?—আমি বলি? কি তুমি বল? তাহাই বল।

আমার এই দেহ পরিগ্রহ কেন হইল?—আমিই কি এই দেহ?—না, আমার এই দেহ?—আমি দেহধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া কেন দেহী হইলাম? এই দেহে আমার "আমি" বোধই বা কেন হইল?—এই শরীরটিই বা কি?—এই শরীর মধ্যে শরীরিরূপে আমিই বা কি?—আমি এই শরীরে এই "আমি" অধুনা যেরূপ আমিই রহিয়াছি, এই আমি কি এই "আমিত্ব" প্রথম পাইলাম? যদিস্যাৎ আমি ইহার পূর্ব্বে শত শতবার এইরূপে দেহধর্ম্মে আমি আমি করিয়া

এইক্ষণে আবার বর্ত্তমান এই দেহে আমি আমি করিতেছি, তবে ইহার পরেই বা ভবিষ্যতে আর কতবার এবম্প্রকার "আমার আমার" "আমি আমি" করিতে হইবে?—আহা!—এই আমি কি এই ভাবেই আমি থাকিব?—আমার এই "আমিত্ব" আর কতকাল রাখিব?—মোহ-জালে নিজবোধরূপ জ্যোতিঃ আর কতকাল ঢাকিব?—আর তোমাকে এইভাবেই বা কতকাল ডাকিব?—হে তুমি! তুমিই কি আমাকে এই "আমিত্ব" প্রদান করিয়াছ? অথবা আমি স্বয়ং "আমিত্ব", পাইয়া আমি হইয়াছি?—যদি তুমি আমাকে আমার "আমিত্ব" প্রদান করিয়া থাক, তবে আমি কখনই আমি নহি, যেহেতু তোমার প্রদত্ত এতৎ "আমিত্বধনে" কিছুতেই আমার কর্তৃত্ব হইতে পারে না, অপিচ যদিস্যাৎ আমিই আমার এই "আমিত্ব" স্বয়ং সঞ্চয় করিয়া থাকি, তথাচ আমি স্বয়ং শব্দের অভিমানে আমিত্বলাভে আমার কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাই না:—কারণ আমি আমার "আমিত্ব" দানের কর্ত্তা হইতে পারি না।—গৃহীতা হইলেও হইতে পারি।—তুমি দিয়াছ, আমি পাইয়াছি কিন্তু হে প্রভো।—এবিষয়ের কে দাতা? কে গৃহীতা এই সংশয়চ্ছেদন কর।—তুমিই দাতা? তুমিই গৃহীতা? না, আমিই দাতা, আমিই গৃহীতা? —তুমি আদি? কি আমি আদি?—আগে আমি "তুমি" বলিব? না, আগে আমি "আমি" বলিব?—স্বিরূপে প্রণিধান করিলে যদিও তুমিই তুমি, আমিই আমি, এবং তুমিই আমি, আমিই তুমি, তথাচ তুমিই আদি, আমি কখনই আদি নহি।—তুমিই "আমি" আমি কখনই "তুমি" নহ!—তোমার "তুমিত্ব" তোমাতেই আছে, তোমার দত্ত আমার "আমিত্ব" আমাতেই রহিয়াছে। যদিও তোমায় আমায় চৈতন্যরূপে অভেদ পদার্থ, তথাচ তোমার সম্বন্ধেই আমি হইব, আমার সম্বন্ধে তুমি হইবে না, যেমত চন্দ্রের জ্যোৎস্না তাবতেই কহে, জ্যোৎস্নার চন্দ্র কেহই কহে না, অনলের দাহিকা তাবতেই কহে, দাহিকার অনল কেহই কহে না, জলের শীতলতা সকলেই কহে, শীতলতার জল কেহই কহে না, এবং যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সকলেই কহে, তরঙ্গের সমুদ্র কেহই কহে না, সেইরূপ তোমারি "আমি" সকলেই কহিবে, আমার "তুমি" কেহই কহিবে না।

হে নাথ! যদিও আমি, তোমার অর্থাৎ "তুমিরূপ" বিশুদ্ধ বিম্বের "প্রতিবিম্ব" কিন্তু তুমি আমাকে দেহেন্দ্রিয় সংসর্গের অধীন করিয়া এরূপ মলিন ও ক্ষীণ করিয়াছ, যে, আমি "অহং অভিমানে" অন্ধ হইয়া আপনাকেই আপনি দেখিতে পাই না, আপনাকেই আপনি জানিতে পারি না, অতএব তোমাকে কি উপায়ে জানিতে পারিব? এবং কি উপায়ে দেখিতে পাইব? করুণাময়! তুমি করুণা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আত্মতত্ত্বজ্ঞান বিতরণ কর, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইয়া আপনাকে জানিতে পারিব। আমায় আমি জানিতে পারিলে তোমায় জানিবার আর অপেক্ষা থাকিবে না। কিন্তু তোমার পরিপূর্ণ প্রসন্নতা ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত আমি, আমি অভিমান করিব এবং অহঙ্কারের অধীন থাকিব, সে পর্য্যন্ত কিছুই হইবে না, কেবল ঘোরতর অজ্ঞানময়-অন্ধকারে আবৃত থাকিয়া অনবরতই হাহাকার করিব।

তুমি স্বরূপ-বিরূপ। আমি সেই স্বরূপে-বিরূপে বিরূপ করত অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এতকাল পর্য্যন্ত ভজনা সাধনা উপাসনা বিষয়ে তোমার নিকট যে সকল অপরাধ করিয়াছি, হে অপরাধ ভঞ্জন ক্ষমাকর!—অনুকম্পা পূর্ব্বক আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর।—যেরূপে তোমার আরাধনা করিতে হয়, আমি তাহার কিছুই করি নাই, একাগ্রচিত্তে তোমায় কখনই স্মরি নাই, —যথার্থরূপে তোমার ধ্যান ধারণা কখনই ধরি নাই। তোমার ভক্তিক্ষেত্রে কখনই চরি নাই,—

বিষয়বাসনাবারিধি হইতে ক্ষণকালের জন্য কখনই তরি নাই। "অহং-ভ্রম" ভ্রমেও কখনই হরি- নাই।—বৈরাগ্যের বস্ত্র কখনই পরি নাই।—যাহা করিতে হয়, তাহার তো কিছুই করা হয় নাই —হে নাথ!—কিছুই করা হয় নাই।—হায় কি আশ্চর্য্য!—আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য! এই ভৌতিক-ভবরাজ্য-ঘটিত-কার্য্য-তাৎপর্য্য মিথ্যারূপে অবধার্য্য হইতেছে, তথাচ মন তাহা গ্রাহ্য করে না।—আহা মায়ার প্রভাব কি অনিবার্য্য!—হে নাথ মায়ার প্রভাব কি অনিবার্য!—হে কান্ত!—অশান্তসান্ত নিতান্তই ভ্রান্ত।—এই সান্ত ক্ষণ-কাল শান্ত হয় না।—ধ্বান্তময়-পাপ-পথের পান্থ হইয়া ভ্রমণে আর শ্রান্ত হয় না,—ক্লান্ত হয় না,—ক্ষান্ত হয় না! নিবৃত্তির নিকেতনে আর ক্ষণকাল রয় না।—"বিরতি" বালাবধূর অঙ্গ সঙ্গ আর লয় না।—সত্যের ভার এক বারো আমার মস্তকে বয় না।—অবিনাশি নিত্যসুখ সঞ্চয় বিষয়ে আর কোনো কথাই কয় না। বারম্বার ত্রিতাপের যাতনা আর সয় না।—হে নাথ যাতনা আর সয় না।

সংগীত।

রাগিণী সুহিনী বাহার। তাল মধ্যমান

হে নাথ! আমি আমি, আমি, কেন, কই হে।
জেনেছি, জেনেছি, সখা, আমি, আমি, নই হে॥
আমি, কভু নই, আমি, এ আমির, তুমি স্বামী,
তবে কেন মিছে আমি, আমি হোয়ে রই হে।
আমি আমি, এই ভাষ, এ, যে, আমি, চিদাভাস
ভাসেতে মিশালে ভাস, আমি তবে কই হে॥
না জেনে পড়েছি ফাঁদে, ছাঁদিয়াছে ঘোর-ছাঁদে,
যাতনায় প্রাণ কাঁদে, কিসে মুক্ত হই হে?।
হোয়ে গেল, যা, হবার, উপায় ছিল না তার,
বারবার কেন আর, করি হই হই হে?।
লেগেছে বিষম ফাঁস, নিজ-অস্ত্রে কাটো পাশ,
আশাবাস, কর নাশ, বলি পই পই হে॥
এমন কে আর আছে, বলিব কাহার কাছে,
আপনি তুলিয়া গাছে, কেড়ে নিলে মই হে॥
তরঙ্গ প্রখর অতি, বেগবতী স্রোতস্বতী,
ত্রিবেণীতে তিনধার, জল তই তই হে।
হও হও অনুকূল, দেও দেও, দেও কূল,
অকূল-পাথারে পোড়ে পাবনা কো থই হে॥
সকলি তো গেল বোঝা, থাকিতে সুপথ-সোঝা
এ পাপ ভূতের বোঝা, কেন আর বই হে?।
এদিগে হয়েছি দীন, খেটেছি অনেক দিন,
এখনিই দিন দিন, হোলো, দিন-সই হে॥
মিটে গেল আশাবাই, থেকে আর কাজ নাই,
আপনার দেশে যাই, হোয়ে রিপুজই হে।
সমুদ্রের বিম্ব যাহা, সমুদ্রের বস্তু তাহা,
মাটির নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটি বই হে॥
রাখিব না "আমি নাম" ছেড়ে এই "পঞ্চগ্রাম",
আমার, যে, "নিজধাম" তাই আমি লই হে।
"তুমি বিম্ব, প্রভাকর, প্রতিবিম্ব প্রভা হর,
তোমার "তোমাতে" নাথ, লয় আমি হই হে

পদ্য।

তুমি কেবা, আমি কেবা, না পাই সন্ধান।
তোমা ছাড়া "আমি" হোয়ে "আমি" অভিমান
এই তুমি, এই আমি, এক যদি হয়।
তুমি তুমি আমি আমি, ভেদ নাহি রয়॥
আমায় জানিলে আমি, আর নাহি দায়।
অহং-কার বোধ হোলে, অহঙ্কার যায়॥
বল বল, তত্ত্ব কথা, শুনি সবিশেষ।
দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ॥
তুমি, আমি, এই যদি, হোলো নিরূপণ।
তুমি, আমি, দুই ছাড়া, কারে বলি মন?॥
কে—মন?—কেমন সেই, সে মন কিরূপ?
কেমনে জানিব সেই, মনের স্বরূপ?॥
হায় হায়, কারে আমি, সুধাইব আর,?।
বুঝতে না পারি কিছু, মনের ব্যাপার॥
তুমি, আমি, এক ঘরে, থাকি দুই জন,।
কোথা হতে এ আবার, আসিয়াছে মন?॥
এক ঘরে বাস বটে, কিন্তু একা একা।
গুপ্তভাবে থাক তুমি, নাহি দেও দেখা॥

তোমায় না দেখে একে, বিষম ব্যাকুল।
তাহাতে আবার মন, করিল আকুল॥
না দেখি, না দেখি, নাথ, না দেখি তোমায়।
মনের না দেখা পেয়ে, ঘটিয়াছে দায়॥
কোনোমতে নাহি হয়, বাধ্য সে আমার।
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর॥
বায়ুবৎ গতি করি কোথা যায় উড়ে?।
কার সাধ্য ধরে তারে, ত্রিভুবন ঢুঁড়ে॥
কবে বা, এ মন হবে, মনের মতন?।
কেমন মনের বেগ, করিব বারণ?॥
যতদিন এই মন, না হইবে বশ।
ততদিন পাইব না, তত্ত্ব-সুধারস॥
মন যদি বশে আসে, তবে কারে ভয়।
একেবারে করি আমি সমুদয় জয়॥
তখন এরূপভেদ, আর নাহি রবে।
দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে॥
কর কর কর প্রভু, কল্যাণ আমার।
হর হর হর সব, মনের বিকার॥
মনের ঘুচিলে রোগ, ভোগ হবে শেষ।
রহিবে না, কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, দ্বেষ॥
দূর হবে অহঙ্কার, আত্ম-অভিমান।
বিবেক বৈরাগ্য দোঁহে, মনে পাব স্থান॥
ভ্রম-তম নাশ কর তাপন হইয়া।
রেখ না আপন ভাব, গোপন করিয়া॥

রাগিণী সুহিনী বাহার। তাল মধ্যমান

হে নাথ! মন্, আমার্, বশ কেন হয় না?।
এ মন্, কেন এমন্ হোলো হে?।
মন্, আমার্ বশ কেন হয় না?।
চঞ্চল চপল প্রায়,—কোথা থাকে কোথা যায়,
ক্ষণমাত্র স্থির হোয়ে, ঘরে কভু রয় না।
আমিই সকলি হই,—আমা ছাড়া বস্তু কই,
আমি আমি, "আমি" বই, কোনো কথা কয় না
ভবভারে ভারি হোয়ে, মরিতেছে ভার বোয়ে,
একবার ভ্রমে কভু, তব-ভার বয় না।
স্বদেশে করিয়া দ্বেষ, ভ্রমিতেছে দেশ দেশ,
নিজ-হিত-উপদেশ, কখনই লয় না॥
মনের না পেয়ে দেখা, ঘরে পোড়ে কাঁদি একা
বার বার, কারাগার, কষ্ট আর সয় না॥

হে ভক্তাধীন ভগবন্—শরণাগতবৎসল! আমি নিরতিশয়—আনন্দ লাভের সাধন-সামগ্রী কিছুই সঞ্চয় করিতে পারি নাই, সেই অমূল্য মহানিধি আমার নিকটেই রহিয়াছে, আমি দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহা দেখিতে পাই না। হে নাথ! আমায় দেখাও দেখাও। আমি সেই ঘরের সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হইয়া পরের নিকট অন্বেষণ করিতেছি, হে নাথ! কৃপা পূর্ব্বক ঘরের কপাট খুলিয়া দেও, আমি প্রবেশ করিয়া মহারত্ন গ্রহণ করি,— গ্রহণ করি। হে সর্ব্ব-কালেশ্বর-মহাকাল! আমার সেই শৈশবকাল এখন গত হইয়াছে, যে কালে, কাল কাহাকে বলে, তাহাই জানিতাম না।—তোমাকেও জানিতাম না,—কিছুই মানিতাম না। মনের মধ্যে কোনো বিষয়ের চিন্তাই আনিতাম না।—বাসনার-রথ কখনই টানিতাম না।—অভিমানের বাণ কখনও হানিতাম না।—শঠতারূপ-শানে কখনই হিংসা-অস্ত্র শাণিতাম না।—হে নাথ! হিংসা-অস্ত্র শাণিতাম না।—তখন জলে ভয় করি নাই, অনলে ভয় করি নাই, সর্পে ভয় করি নাই, কিছুতেই ভয় করি নাই, যমকেও ভয় করিনাই, হে নাথ! তোমাকেও ভয় করি নাই।—সদা ধূলায় চরিতাম—কেবল খেলাই করিতাম,—পথের একটি ঢেলা ধরিতাম, তাহাই লইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে হেলা করিতাম।—ছাই ভস্ম উদরে ভরিতাম,—কটির কাপড় মাথায় পরিতাম, কেবল ইচ্ছা-সুখেই কাল হরিতাম, হে নাথ কেবল ইচ্ছা-সুখেই কাল হরিতাম।—তখন কেবল মাত্র আহার চাইতাম,—যা পাইতাম, তাই খাইতাম—যে স্নেহ করিত তাহারি কোলে যাইতাম,—কেবল স্নেহকারীর গুণ-গাইতাম, হে নাথ! —চাঁদের উদয় দেখিয়া আহ্লাদে

গলিতাম,—"আয় চাঁদ্‌, আয় চাঁদ্‌, চি, দিয়ে, যারে" এই কথা বলিতাম। মুখের সকল কথা ফুটিত না,—মনের সকল ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিত না। আমার মনে কি আছে?—কেহই তাহা বুঝিত না,—আমি সেই মনের দুঃখে কেঁদে উঠিতাম,—ধূলায় লুটিতাম,— মাথা কুটিতাম, পথে ছুটিতাম। —আমার সেই সে কালের অজ্ঞাত-অভিমানে আপনিই কাটিতাম।—দাঁতে করিয়া আপনার হাত আপনিই কাটিতাম। - হিতাহিত কিছুই বুঝিতাম না, হে নাথ! কিছুই বুঝিতাম না।

হে নাথ! এখন আমার সেই যৌবনকাল আর কি আছে? যে যৌবন মধ্যাহ্নকালের প্রভাকরের ন্যায় প্রভা ধারণ করিয়াছিল,—যাহার অভিমানে আমি ম.ণকে স্মরণ করি নাই,—আপনাকে আপনি অমর এবং এই ক্ষণবিধ্বংসি মল-মূত্র মাংসময়-অনিত্য—ভৌতিক-দেহকে নিত্য ভাবিয়া যথেচ্ছাচারে অশেষবিধ অপকৃষ্ট কর্ম্মে কেবল ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিয়াছি। না করিয়াছি, এমত কুকর্ম্মই নাই,—অসৎ সঙ্গে বসৎ করিয়া সাধু-সমাজের সমীপস্থ হই নাই, নিত্য-সুখের নিকেতনে এক দিনো রই নাই।—তোমার নাম কখনই লই নাই,—কোথা অধমতারণ-অনাথ-বন্ধো, এই মধুর "ধ্বনি" একবারো কই নাই, হে নাথ! একবারো কই নাই।—আমার অজ্ঞান-মানস মদমত্ত মাতাল মাতঙ্গ-বৎ কেবল পরমার্থ পঙ্কজবন দলন করিয়াছে,—এই পদে কখনই সুপথে সুজন সমীপে গমন করি নাই। পদ, শুদ্ধ বিপদ এবং দুর্গতির পথেই গতি করিয়াছে।—এই কর কেবল অনর্থকর কুকার্য্যই করিয়াছে,—মহামঙ্গলকর, কোনো কর্ম্মই করে নাই। তোমার গুণ-সংগীত রচন করে নাই, সে বিষয়ে লেখনী ধরে নাই। —এই নাসিকা সুগন্ধি-কুসুমের সুবাস লইয়া কেবল অশেষ-প্রকার অলীক আমোদেই আমোদ করিয়াছে, কিন্তু সেই আঘ্রাণ গ্রহণ-সময়ে মনকে এমন কথাটি একবারো বলে নাই—"রে মন! যে, পরম-প্রেমিক-পরমপূজ্য পরম-পুরুষ এই প্রফুল্ল-পুষ্পটিকে সুবাসে বাসিত করিয়া তোমাকে এতদ্রূপ আমোদ প্রদান করিতেছেন, এই আঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই পরম-পুরুষের পরমপবিত্র-প্রেম-পুষ্পের আমোদের আঘ্রাণ একবার নে-রে—একবার নে-রে"।—এই নেত্র-ক্ষেত্র নিরন্তর কেবল কুদৃষ্টিরূপ কুশস্য প্রসব করিয়াছে. তাহাতে কোনো সুফল ফলে নাই। জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থে কখনই কটাক্ষ করে নাই, তোমার পরম প্রসঙ্গে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে নাই, এই নেত্র যখন কোনো বিচিত্র বিনোদ-ব্যাপার বিলোকনে প্রফুল্লিত হইয়াছে তখন মনকে এমত উপদেশ কদাচই করে নাই, "ওরে মন! এই অনিত্য ভূতের ব্যাপারে জড়ীভূত হইয়া কেন অভিভূত হোস্‌? সেই নিত্য অতি অদ্ভুত ভূতাতীত ভূতের কর্ত্তা ভূতনাথকে একবার দেখ রে, একবার দেখ রে" আমার এই শ্রবণ সতত শুদ্ধ অসাধু শব্দই শ্রবণ করিয়াছে, তাহাতেই উৎসুক হইয়াছে। সুধাময়-সাধু-শব্দ বিষ-বোধ করিয়াছে,—যখন কোনো সাধু-ভক্ত অনুরক্ত-পুরুষ বাহ্যজ্ঞানবিহীন হইয়া প্রেমাশ্রুপাত করিতে করিতে তোমার গুণ-সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন তচ্ছ্রবণে পুলকিত হইয়া এমত বলে নাই।—"মন্‌ রে, মন্‌ রে, শোন্‌ রে-শোন্‌ রে" এই সাধু কি মধুর গীত গাহিতেছেন?—ও মন! এই সাধক সাধুর সঙ্গি হইয়া ব্রহ্মকথা বল্‌-রে, বল্‌-রে! ও মন! "ব্রহ্মরসে গল্‌ রে, গল্‌ রে গল্‌ রে"।—এই রসনা তোমার গুণ কখনই গান করে নাই, তোমার নামামৃত কখনই পান করে নাই। রসনা কখনই পীযুষ-বচন ঘোষণা করে নাই,—যখন কোনো সুমিষ্ট-মধুর-রসের আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়াছে, তখন মনকে অনুরোধ করে নাই, "ও চিত্ত! এই লৌকিক সামান্য রস রাখরে, রাখ রে, রাখ রে। যিনি এই রসদাতা-রসাতীত সর্ব্বরসের রসিক রসময়, তাঁর প্রেমরস চাক্‌ রে, চাক্‌ রে, চাক্‌ রে। তাঁর ভক্তিরস মাখ রে, মাখ রে, মাখ রে। ও মন! তাঁরে ডাক্‌ রে, ডাক্‌ রে, ডাক্‌ রে। ওরে কি খাস্‌-রে।—ইথে কি

তোর ক্ষুধা যাবে ? রাম নামামৃত পান কর্ রে। ওরে এমন সুধা হবে না হবে না,—একবার পান করিলে আর ভব-ক্ষুধা রবে না রবে না" ।—হে নাথ ! যৌবন সময়ে মন আমার বশ হয় নাই, মন আপন-বশে ইন্দ্রিয় চালিয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়-বশে আপনি চলিয়াছে।

হে প্রাণনাথ ! অধুনা আমি বার্দ্ধক্যকূপে পতিত হইয়াছি, চরমকাল উপস্থিত। আমার সেই দেহ, এই দেহ, –কিন্তু, হে অশরীর !—জরা অরির হস্তে পড়িয়া প্রহারে শরীর শীর্ণ, জীর্ণ, চূর্ণ, হইতেছে।—আমার সেই পদ, এই পদ, কিন্তু, হে সর্ব্বপদ ! এখন এই পদে দুই পদ গমন করিতে হইলেই বিষমতর বিপদ ঘটিয়া উঠে। আমার সেই কর, এই কর:কিন্তু, হে সর্ব্বকরকর ! এই কর এখন আর কার্য্যকর নহে। অধুনা এই করে, এই করে,—কার্য্য সাধনে অশক্ত হইয়া কেবল কপালেই আঘাত করে।—আমার সেই নাসা, এই নাসা। কিন্তু, হে ঘ্রাণহীন—ঘ্রাণ-দাতা ! এই নাসা এখন আর আঘ্রাণের বাসা নহে। কেবল আপনার গাত্র গলিত দুর্গন্ধের আমোদেই মত্ত হইয়া রহিয়াছে। –আমার সেই নয়ন, এই নয়ন, কিন্তু, হে নয়ন-নয়ন, সর্ব্বনয়ন ! এই নয়ন, আর দৃষ্টি-বৃষ্টির সৃষ্টি করিতে পারে না। লোচনের জ্যোতিঃ গিয়াছে, তথাচ বার্দ্ধক্যধর্ম্মে আর একখানি চমৎকার নূতন জ্যোতিঃ হইয়াছে। বস্তু কিছুই তো দেখিতে পায় না। কাহারো গুণ কিছুই তো দেখিতে পায় না। কিন্তু দৃষ্টিহীন হইয়াও লোকের দোষ-দর্শনে বিলক্ষণ পটু হইতেছে।—আমার সেই শ্রবণ, এই শ্রবণ, হে শ্রুতির শ্রুতি ! এখন এই শ্রুতি, তোমার গুণ-সংকীর্ত্তন শুনিতে পায় না, বজ্রনাদ শুনিতে পায় না। কিন্তু পরনিন্দা ও পরকুৎসা শুনিবার জন্য বিলক্ষণরূপেই ব্যাকুল ও তৎপর হইতেছে। আমার সেই মুখ, এই মুখ, কিন্তু, হে সর্ব্বমুখ ! মুখের সে শোভা নাই, শ্রী নাই, দন্ত নাই, মুখে কথা স্বরে না। আশ্চর্য্য এই, যে, মুখ বাক্য ব্যদনে বিমুখ হইয়াও দিন দিন কেবল দারুণতর দুর্মুখ হইতেছে। কর্ণ আর শব্দ শুনিতে পায় না। বৃদ্ধ হওয়াতে কেহই আর আদর পূর্ব্বক আমার কথা শুনিতে চাহে না, এই দুঃখে আমার "মুখের বাক্য" কোথায় প্রবেশ করিবে, এই জন্য নিরন্তর কেবল ছিদ্রই অন্বেষণ করিতেছে।—হে নাথ ! আমার স্বরূপ অবস্থা তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, এ অবস্থায় যাহা করিতে হয় তাহাই কর। আমার মরণের দিন যদি নিকট হইয়া না আসিত, তবে কদাচই তোমার নিকট এতদ্রূপ কাতরতা প্রকাশ করিতাম না, কি চমৎকার ! এখনো আমার চৈতন্য হইল না,—যতই মৃত্যুর সমীপবর্ত্তি হইতেছি, ততই আমাকে অধিক মোহে আচ্ছন্ন করিতেছে,—দেহের প্রতি এবং প্রাণের প্রতি ততই অধিক মায়া জন্মিতেছে। হে মায়াতীত মহাদেব ! এই সময়ে আমার প্রতি মায়া করিয়া এই মায়ার গ্রন্থি ছেদন কর। এখন যেন আর অজ্ঞান না হই।—মরিলে পর কি হইব ? একেবারেই কি শেষ হইব ? না, আবার আর একটা নূতন দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্ম-ভোগ ভোগ করিব ? হে নাথ কি করিব ?।

সংগীত।

রাগিণী পরজ। তাল কাওয়ালি।

মোলে কি হে, সকলি ফুরায় ?।
বল বল, নাথ।
মোলে কি হে, সকলি ফুরায় ?।
এই জীব আর নাহি, আসে পুনরায়।

ধুয়া।

এই দেহ এ প্রকারে, নাহি হয় বারে বারে,
কর্ম্মভোগ একেবারে, সব ঘুচে যায়।
এই দেখি এই এই, দেখিতে দেখিতে নেই,
এই এই, সেই সেই, শুনি পরম্পরায়॥
এই সব, এই শব, এইরূপ এই ভব,
কে মরে, কে বেঁচে থাকে, বোঝা বড় দায়।
নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস,
ঘটের হইলে নাশ, পাঁচ পাঁচ পায়॥
অবিনাশি চিদাভাস, তার কভু নাহি নাশ,
দেহ নাশে কেন লোক, করে হায় হায় ?।

কে, মরে, কে পায় মুক্তি, বুঝিতে না পারি যুক্তি,
নানা জনে নানা উক্তি, শুনে হাসি পায়॥

এই বলো,হোলো হোল্লো,এই বলে মোলো মেলো
কেবা হোলো, কেবা মোলো, সুধাইব কায় ?।

যত নরে পরস্পরে, বিচার বিতর্ক করে,
ঠিক যেন সম্ভাষণ. কালায় কালায়।

কেহ কয়, এই হয়, কেহ কয়, নয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ যেন, কাণায় কাণায়।

সার কথা বলি যারে, সেই গালে চড় মারে,
বিচারেতে নাহি হারে, হাসিয়া উড়ায়॥

ডাক্‌ছাড়ে চোটে চোটে, মুখে যেন খই ফোটে,
কার সাধ্য এঁটে ওঠে, কথার ছটায়॥

কত ছাঁদে করি ছাঁদ, বাদি হোয়ে তুলে বাদ,
যুক্তিহীন তর্কবাদ, কতই ঘটায়।

উপাসক এক দল, প্রকাশিয়া বুদ্ধি বল,
মোলে পর জন্ম নাই, বলিয়া বেড়ায়।

এই কথা ব্যক্ত করে, নরলোক যত মরে,
তাদের সকল আত্মা, ভোগ নাহি পায়॥

আছে তোলা, গাছে ঝোলা, বাতাসে খেতেছে
দোলা, গগণে ঘুরিয়া সব, এখন খেলায়।

ভবিষ্যতে একদিন, হবে তারা ভোগাধীন,
বিচার হইবে শেষ, বিভুর সভায়॥

পুণ্যবান লোক যারা, চিরস্বর্গ পাবে তারা,
পাপি রবে চিরকাল, নরক বাসায়॥

জন্ম এই হোলো সবে, পরে নাহি জন্ম হবে,
এ কথাটি স্থির কোরে, কে এসে শুনায় ?

কবে কোন্ নরলোক, গিয়ে সেই পরলোক,
ফিরে আসিয়াছে পুন, পুরাতন কায় ?॥

পূর্ব্বজন্মে ছিল যাহা, প্রকাশ করিয়া তাহা,
কেবা সব হৃদয়ের, সংশয় কাটায় ?।

স্থির যার আছে মন, সেই করে নিরূপণ,
কিছু মাত্র প্রয়োজন, নাহি জিজ্ঞাসায়॥

জন্ম আর স্থিতি, নাশ, স্বভাবেতে সুপ্রকাশ,
বারবার সাক্ষ্য দিয়ে, প্রমাণ দেখায়।

ভূতের না হয় ধ্বংস, ভূতে ভুক্ত ভূত-অংশ,
সমবেত হোয়ে ভূত শরীর গড়ায়॥

জড়দেহ ভূতময় ভূতে হয় ভূতে লয়,
সকলেই অভিভূত ভূতের খেলায়।

যদি বল দেহ "জড়", "চার্ব্বাকেতে মারে চড়",
তখনি চেতন বোলে, লাঠি নিয়ে ধায়॥

ভক্তি-রথ টানেনা কো, পরকাল মানেনা কো,
তব-তত্ত্ব জানেনা কো, আসিয়া ধরায়।

ভবতত্ত্বি যারা হয়, তাদের পাগল কয়,
অনল নিবাতে চায়, তৃণের শাখায়॥

তৃপ্ত নয় তত্ত্বরসে, রত সদা অপযশে,
নাস্তিক বলিয়া বসে, গায়েরই জ্বালায়।

আত্মার শরীর ধরা, বস্ত্রছেড়ে বস্ত্র পরা,
জোঁক সব, তৃণে তৃণে যেমন বেড়ায়॥

প্রবৃত্তির বশ হোয়ে প্রাক্তনের ক্রিয়া লোয়ে,
দেহ ঘরে ঢোকে জীব, তোমার ইচ্ছায়॥

দেহ ঘটে আত্মা রন, কিন্তু তিনি দেহ নন,
সচেতন অচেতন, মায়ার মায়ায়॥

স্থিতি নাশ, নাশ স্থিতি সংসারের এই রীতি,
কেমনে কহিব তবে মোলেই ফুরায়।

কেমনে ঘুচিবে রোগ, না হয় সুযোগ যোগ,
নাশিতে কর্ম্মের ভোগ সম্ভোগ বাড়ায়॥

ভোগেতে কি ভোগ ছাড়ে কর্ম্মেতেই কর্ম্ম বাড়ে,
ঘুচাতে গায়ের মলা ধূলা মাখে গায়।

ঔষধ না খেলে পরে শরীরে কি রোগ মরে,
কুপথ্যে রোগের নাশ হয়েছে কোথায়।॥

বিনা আলোকের ভাস, কিসে হবে তম নাশ,
অন্ধকার, অন্ধকার কেমনে ঘুচায় ?।

কাটিতে দড়ির ফাঁস, অস্ত্রের না করে আশ,
সুতা দিয়ে সেই "গেরো" কেবল জড়ায়॥

মিছে করি পরিক্রম, কিছুই হোলো না ক্রম,
ঘোচে না মনের ভ্রম, অজ্ঞান দশায় ?॥

মিথ্যায় সত্যের ভান, মনে নাহি পায় স্থান,
তত্ত্ব নিরূপণ হয়, জ্ঞান-অবস্থায়।

"আমি" যদি "তুমি" হই, আত্মার বিনাশ কই,
এ কথাটি কারে কই, কে বলে আমায় ?॥

ছিল শিব; হোলো জীব, আছি জীব, হব শিব,
এইরূপ জীব শিব, আমায় তোমায়।
পাশভুক্ত হোলে জীব, পাশমুক্ত হোলে শিব,
জীব ঘুচে শিব হব, কোথা সদুপায়॥
যখন কাটিব ডোর, ঘুচে যাবে কর্ম্মঘোর,
জীব ঘুচে শিব হব, সন্দেহ কি তায়।
যে জীবেতে দয়াময়, তোমার না দয়া হয়,
সেই জীব জীব রয়, শিবত্ব না পায়॥
তুমি কৃপা কর যারে, ত্রিতাপে তরাও তারে,
সেই জীব একেবারে, শিব হোয়ে যায়।
ফলত তোমার তাত, কিছুমাত্র নাহি হাত,
নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ, করে সমুদায়॥
কর্ম্ম যার যে প্রকার, তব ইচ্ছা সহকার,
সে প্রকার ভোগ তার, ঘটায় ঘটায়।
ক্রিয়াসাক্ষী সচেতন, ফলদাতা-সনাতন,
অথচ নির্লেপ তুমি আকাশের প্রায়॥
নিজকর্ম্ম উপসর্গ, তাতেই নরক স্বর্গ,
পুণ্য পাপে সুখ দুখ, ভোগায় ভোগায়।
তব তত্ত্বহত যত, প্রবৃত্তির পথে-রত,
দুখে সুখে অবিরত, দোষ গুণ গায়॥
মরি মরি; আহা আহা, তোমার বিচার যাহা,
কেহই জানেনা তাহা, হায় হায় হায়।
কিন্তু নাথ! স্থির জানি, ঘোরতর অভিমানি,
কেবল অধর্ম্ম করে, মানব সভায়॥
রিপু-পিশাচের মতে; পাপাচার নানামতে,
তোমার পবিত্রপথে, ভ্রমে নাহি ধায়।
এমন যে মূঢ় জন যদি স্থির করি মন,
ক্ষণকাল চোখ বুজে তোমা পানে চায়॥
মনে মুখে এই কয় হর মম পাপ-চয়,
দীনদয়াময় তুমি, রয়েছ কোথায়?।
কটাক্ষেতে একবার সে পাপ থাকে না আর,
কর্ম্মপাশ কাটে তার তোমার কৃপায়॥
কিন্তু ওহে কৃপাময় এ বড় সহজ নয়,
অকস্মাৎ এ প্রবৃত্তি কেবা দেয় তায়?।
ভিতরের ভাব তার সাধ্যকার বুঝিবার,
তবেই বুঝিতে পারি বুঝালে আমায়॥

এ বোঝা তো সোজা নয় বক্তা হোয়ে কেবা কয়,
কে বোঝাবে কে বুঝিবে তব অভিপ্রায়।
বুঝিবার নাহি পুজি কাজ নাই বোঝাবুজি,
এই বুঝি সোজাসুজি স্থান দেহ পায়॥
তুমি প্রভু আমি দাস, পদ মাত্র অভিলাষ,
ফিরিনে কো আর কোনো, পদের আশায়।
এই ঘরে ঢুকাইয়া, আছ তুমি লুকাইয়া,
দেখা যদি নাহি দেও কি কাজ দেখায়?॥
এখন রয়েছি একা, পাবই পাবই দেখা,
চাতকেরে জলধর, কদিন ভাঁড়ায়?॥
পূর্ণিমার নিশি হোলে, আপনি টানিবে কোলে,
চকোর চাঁদের সুধা, প্রভাতে কি পায়?॥
যখন সময় হবে, আপনিই কোলে লবে,
আপনিই দেখাইবে, বিহিত উপায়।
অঙ্কুর হয়েছে সবে, সময়ে সুফল হবে,
অঙ্কুরে ফলের আশা, বৃথায় বৃথায়॥
শুন ওহে মম-মূল, হও হও অনুকূল,
যেন নাহি হয় ভুল দশম দশায়।
ভাঙো ভাঙো হয় মেলা, এখন কোরো না হেলা,
যায় যায় যায় বেলা, খেলা হোলো সায়॥
পার যেন হই অল্পে, আর যেন কোনো কল্পে,
মায়ার মাতালে, গল্পে নাহি পাড়ি সায়।
পূজা হোম জপ মন্ত্র, নাহি জানি বেদ, তন্ত্র,
স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পুঁতি, প্রকৃতি পড়ায়॥
কখনো পোড়িনি শ্রুতি, পেয়েছি যুগল শ্রুতি,
শ্রুতির অধীন স্মৃতি স্মৃতি কেবা চায়?।
রসনা আচার্য্য হয়, শ্রুতিমূলে সদা কয়,
জয় জগদীশ জয়, মধুর ভাষায়॥
এই ধ্বনি প্রতিক্ষণ, ধ্বনি ধনে ধনি মন,
আপনি আপন ভাবে, হাসায় কাঁদায়।
শুনেছি দর্শন ছয়, নয়ন দর্শন দ্বয়,
সমুদয় ব্রহ্মময়, নিয়ত দেখায়॥
কাজ-নাই দরশন, যাহা করি দরশন,
তাতেই মোহিত মন, তব মহিমায়।
ধরা, জল, বহ্নি, বাত, দিবা নিশি সন্ধ্যা, প্রাত,
সকলেই প্রতিভাত, তোমার প্রভায়॥

যত কিছু রমণীয়,   যত কিছু কমনীয়,
সকলিই শোভনীয়, তোমার শোভায়।
প্রভাকর প্রভাকর,   তুমি তার প্রভাকর,
নতুবা এ রবি ছবি, কোথায় লুকায়॥
এই ভব চরাচর,   বটে বটে মনোহর,
কিন্তু নহে স্থিরতর, রচিত মায়ায়।
বিবেকী বিবেকে কয়,   নিত্য নয়, নিত্য নয়,
সমুচয় ভূতময়, ভূতের মেলায়॥
ভূতাতীত নিরঞ্জন,   তুমি মাত্র নিত্যধন,
এ ধনের মদে মত্ত, কর হে আমায়।
তোমায় চিনেছে যেই,   তোমায় কিনেছে সেই,
না চায় কিছুই আর, তোমায় না চায়॥
একেবারে স্থির হয়,   কোনো কথা নাহি কয়,
সে, কি, আর ভবঘোরে, ঘুরিয়া বেড়ায়?
কিছু আর নাহি চায়, কোনোখানে নাহি যায়,
বোসে থাকে, ভবতত্ত্ব-তরুর ছায়ায়॥
সন্তোষের সরোবরে,   মগ্ন হোয়ে স্নান করে,
নাহি থাকে তৃষ্ণা ক্ষুধা, শান্তিসুধা খায়।
সদানন্দ ভাব ধরে,   নিত্যসুখে কাল হরে,
কর্ণপাত নাহি করে,কাহারো কথায়॥
নিজভাবে নিজে গলে,   নিজবোধ-পথে চলে,
দেহ মাত্র গেহ তার, বাস করে যায়।
ভেদাভেদ কিছু নাই,   সমভাব সব ঠাঁই,
সতত সমান সুখ, যথায় তথায়॥
বিকারবিহীন-মন,   তৃণ দেখে ত্রিভুবন,
কোটি কোটি ইন্দ্র এলে, ফিরে নাহি চায়।
মুচি নাই, শুচি নাই,   তুল্য দেখে সোণা ছাই,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে, পড়িয়া ধুলায়॥
সে সময়ে তুমি তার,   দেহ কর অধিকার,
রাজা হোয়ে বোসো গিয়ে, মনের সভায়।
অন্তরে বিরাজ কর,   ধীরাজের ধর্ম ধর,
যত সব, দুষ্ট চোর, ভয়েতে পলায়॥
অভেদে হইয়া এক,   কর আত্ম-অভিষেক,
উপসর্গ আদি ভেক, আসিতে না পায়।
বিষম বিপক্ষ যারা,   কেমনে আসিবে তারা,
প্রবোধ প্রহরি হোয়ে, বোসে প্রহরায়॥

ত্রিপদী।

তুমি ধাতা, তুমি পাতা, ফলদাতা, তুমি ত্রাতা,
তুমি নাথ সর্ব্ব-মূলাধার।
সৃজিয়াছ শত শত,   অচল সচল যত,
চলাচল অখিল-সংসার॥
তৃণ আদি ধরাধর   এই সব চরাচর,
অপরূপ শোভার ভাণ্ডার।
আহা, কিবা, মরি মরি,   স্বভাব স্বভাব ধরি,
দেখাতেছে মহিমা তোমার॥
জলে, স্থলে, শূন্য পরে,   পরস্পরে সুখে চরে,
সকলেরি সরস-অন্তর।
অহঙ্কার সুরাপানে,   মেতে ঘোর অভিমানে,
কেবল অসুখি যত নর॥
বাসনার হোয়ে বশ,   খেতেছে বিষয়-রস,
পেতেছে তাহাতে কত সুখ।
আশা নাহি হয় নাশ,   ক্রমে বাড়ে অভিলাষ,
কেহ নাহি পায় সত্য-সুখ॥
যত ভোগ বাড়ে যার, তত রোগ বাড়ে তার,
কিছুতেই শেষ নাহি হয়।
কিবা দীন, কিবা ভূপ,   সকলেরি একরূপ,
সব ঘরে হাহাকারময়॥
যার যত বাড়ে পদ,   তার তত বাড়ে মদ,
মদে পদ স্থির রাখা দায়।
শত, লক্ষ, কোটীশ্বর,   সম্রাট ভূপতিবর,
তায় পর ব্রহ্মপদ চায়॥
কতই কল্পনা জানে, ইন্দ্র,   চন্দ্র, বেঁধে আনে,
শমনেরে করে ছত্রধারী।
স্বর্গ, মর্ত্য আদি স্থল,   সব দেয় রসাতল,
তোমারে করিয়া আজ্ঞাকারী॥
কখনো, এ, ভাব ধরে, তোমার "তুমিত্ব" হরে,
একেবারে মানে না তোমায়।
যে বলে "ঈশ্বরো নাস্তি"   কেবা দেয় শাস্তি
তুমি কিছু বল না তো তায়॥
এখন, না, বল বল,   পরে দিব প্রতিফল,
এ, কথাটি, বুঝাইব কারে।
এই দেহ অন্তে তার,   দণ্ড হবে কি প্রকার
তথ্য তার কে কহিতে পারে?॥

দুরাচার বলী যত, পরের পীড়নে রত,
প্রকাশিয়া প্রবল প্রতাপ।
নির্দ্দোষ অধীন যারা, তাদের করিছে সারা,
পদে পদে দিয়ে পরিতাপ॥
এমন্ নিদয় নর, তাদেরি উন্নত কর,
দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই।
মনোদুখে তাই কই, দণ্ডদাতা বিভু কই,
নাই নাই নাই, "তুমি" নাই॥
ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার, করি এই সুবিচার
তোমার কৃপার উপদেশে।
যুক্তি আছে স্থির করা, প্রবল পাপের "ভরা"
ডোবেই ডোবেই, ডোবে শেষে॥
দোষহীন দীনচয়, পীড়া পেয়ে এই কয়,
মুখফুটে কিছু কবনা কো।
"ব্যথা পাই যে প্রকার, কর তার প্রতীকার,
হে ঈশ্বর। যদি তুমি থাকো॥"
আত্মনাদ শুনে তার, না করিয়া সুবিচার,
তুমি আর, কিরূপেতে বাঁচো ?।
সোয়ে সোয়ে বারে বারে, দণ্ড দেও একেবারে,
আছ আছ, আছ, তুমি, আছো॥
দণ্ডদাতা নাম ধর, দোষি-জনে দণ্ড কর,
হর, হর হর পাপভার।
ক্রিয়াসাক্ষী দয়াময়, বিচারে যেমন হয়,
সাধুজনে দেও পুরস্কার॥
"কর্ত্তা নাই কেহ আর, এইরূপ, এ সংসার,
নিজে হয়, নিজে পায় নাশ।"
একথা-তো, শুনিব না, "যুক্তি" বোলে গুণিব না,
এখনি করিব উপহাস॥
"স্বভাবে" যদ্যপি হয়, সে "স্বভাব" অন্য নয়,
সে "স্বভাব" তুমিই তো হও।
স্ব-ভাবে স্বভাব লোয়ে, ধাতা পাতা, ত্রাতা,
হোয়ে, "কারণ-রূপেতে" সদা রও॥
আমারে, এসব লোক, আস্তিক, নাস্তিক, কোক্,
যে প্রকার ইচ্ছা যার হয়।
অস্তি, নাস্তি, নাহি জানি, কেবল তোমায় মানি
তোমাতেই মন যেন রয়॥

প্রাণাধিক, প্রিয়তম। হর হর হর ভ্রম,
কর কর কৃপা বিতরণ।
গুরু বোলে কারে ধরি, কার কাছে শিক্ষা করি,
মানবের ধর্ম্ম-আচরণ ?॥
অনেকেরি কাছে যাই, গুরু না দেখিতে পাই,
মিছেমিছি, তর্কবাদ করা।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু একি বিপরীত,
ভিতরেতে অভিমান ভরা॥
বিদ্যার, যে, সার মর্ম্ম, নাহি দেখি তার মর্ম্ম,
কর্ম্মে নাই শর্ম্মের সঞ্চার।
আমি "স্বামি" বড়, কত, চলিবে আমার মত,
বিদ্বানের এই অহঙ্কার॥
পৃথিবীর সব ঠাঁই, সমান দেখিতে পাই,
অভিমানে সাধিতেছে ক্রিয়া।
দেখ দেখ, দেখ, পিতে, ধর্ম্ম, মত, চালাইতে,
দলাদলি করে "তোমা" নিয়া॥
কত মতে চলিতেছে, কত কথা বলিতেছে,
কত ছলে ছলিতেছে কত।
এইরূপ দেষাদ্বেষে, পরস্পর দেশে দেশে,
মতগর্ব্বে সবে অনুরত॥
একের সন্তান হোয়ে, একের "দোহাই" লোয়ে
বিচারেতে বিবাদ বাড়ায়।
তবতত্ত্ব ছোঁবেনা কো, ভিতরেতে ডোবে না কো
ভেসে ভেসে কেবল বেড়ায়॥
ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধ করি, পরস্পর অস্ত্র ধরি,
কাটাকাটি, এতে ওতে, তোতে।
প্রকৃতিরে, হাসাতেছে, পৃথিবীরে ভাসাতেছে,
স্বজাতির শোণিতের স্রোতে॥
ধর্ম্মের আচার্য্য যারা, এই তো ধার্ম্মিক তারা,
বুঝিলাম ধর্ম্ম-আচরণে।
দেখেশুনে সাধু যত, বিরলে হাসিছে কত,
তুমিও হাসিছে মনে মনে॥
সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ে যেই, তোমারেই পায় সেই,
অনুকূল তুমি হও তায়।
অহঙ্কার অভিমান, যতক্ষণ বলবান,
ততক্ষণ তোমায় কি পায় ?॥

শিখে, "বিদ্যাঅর্থকরী", গৃহস্থের ধর্ম্ম ধরি,
অর্থ এনে চালিব সংসার।
কিরূপেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা যাই,
সে তো নয়, সহজ ব্যাপার ?॥
জানে উপার্জ্জন ধারা, বিষয়ি-পুরুষ যারা,
"অর্থকরী" বিদ্যা শিখিয়াছে।
বড় বোলে নিজে জানে, নিজে থাকে নিজমানে,
কারে নাহি যেতে দেয় কাছে॥
সভ্য-অভিমানি যারা, মরি কিবে সভ্য তারা,
সভ্যতার কি কব ব্যাভার ?।
কার্য্য কোরে দেখিয়াছি পরীক্ষায় জানিয়াছি,
সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার॥
কত কাণ্ড ঘরে করে, ভিতরে সকলি করে,
গোপনে পাপের নাহি ভয়।
চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধান,
দেখো যেন প্রকাশ না হয়॥
যাঁরা কিছু সভ্য হন, অনাসেই এই কন,
উহু উহু, বাপ্ বাপ্ বাপ্।
'আড়ালে যা কর ভাই, তাহে কোনো পাপ নাই,
প্রকাশ হোলেই বড় পাপ॥
কোথা নাথ দয়াময়, দেখ দেখ সমুদয়,
মজিল মজিল সব দেশ।
পরস্পর পরস্পরে, পাপাচারে রত করে,
করিয়া মিথ্যার উপদেশ॥
দেখিতেছি এই "ধরা", ছলনা চাতুরি ভরা,
ন্যায়পথে ধন নাহি আসে।
ন্যায়েতে, যে, ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়,
নির্ব্বাহ না হয় অনায়াসে॥
বিনা ধনে কি প্রকারে, উদর চলিতে পারে,
পরিবার কিসে থাকে বশ ?।
যাই আমি যার বাসে, দুখি বোলে সেই হাসে,
কয় কত বচন কর্কশ॥
কিঞ্চিৎ ধনের পতি, তারা নয় শান্তমতি,
মানমদে মেতে সদা রয়।
নম্র হোয়ে প্রতিক্ষণ, যতই যোগাই মন,
তথাপিও তুষ্ট নাহি হয়॥

কত উপাসনা করি, কতরূপ ভেক ধরি,
নর প্রভু না হন সদয়।
যে সময়ে চাই টাকা, তখনি বদন বাঁকা,
আর নাহি হেসে কথা কয়॥
ব্যবসা বাণিজ্য করি, যদ্যপি উদর ভরি,
বিঘ্ন কত, সহজ সে নয়।
ভেবে করিলাম স্থির, কোনমতে সংসারির,
কিছুতেই সুখ নাহি হয়॥
পাইতে রাজার প্রীতি, যদি শিখি রাজনীতি,
রাজনীতি অতি সুকঠিন।
রাজা রন রাজপাটে, ফিরিতেছি হাটে ঘাটে,
আমি নিজে দীনহীন ক্ষীণ॥
তুমি অতি অপরূপ, সকল ভূপের ভূপ,
দেখিতেছ রাজ-আচরণ।
রাজাদের রাজ্য পাট, হেন নাটুয়ার নাট,
ব্যবহার বেশ্যার মতন॥
ভূপতির শুভদৃষ্টি, কাণামেঘে যেন বৃষ্টি,
রুষ্টি, তুষ্টি, পারিনে বুঝিতে।
তোষে কত পোরে আশ, রোষে হয় সর্ব্বনাশ,
নাহি দেয় দেখিতে শুনিতে॥
লোচন, যাঁহার কাণ, চোখে না দেখিতে পান,
শুনে শুধু করেন বিচার।
ইতে যত হোতে পারে, সে কথা কহিব কারে
মন্ত্রির চরণে নমস্কার॥
বচনেতে কার্য্য নাই, রাজদ্বারে অর্থ চাই,
কিসে হয় সংঘটনা তার।
"মান" আর "অপমান" দ্বারি দুই বলবান,
রক্ষা করে ভূপতির দ্বার॥
এই কথা কহে "মান" থাকে মান, পাবে মান,
এসো এসো খোলা আছে পুর।
"অপমান" ডেকে কয়, অপমানে থাকে ভয়,
এসোনা রে দূর দূর দূর॥
মানবের অভিমান, কত তার, পরিমাণ,
অনুমান কিছুতে না হয়।
কিসেই, বা, বাড়ে মান, কিসে হয় অপমান,
ব্যবহারে মনে করি ভয়॥

ধনি আর রাজাগণ, কি বলিলে তুষ্ট হন,
নিরূপণ করিতেছি তাই।
মানময়-সম্ভাষণ, মহিমা'র সম্বোধন,
"বিশেষণ" খুঁজে নাই পাই॥
যখন যে ভাবে রই, তোমারে হে "সর্ব্বজ্ঞই"
"তুমি" বোলে "তুই" বোলে ডাকি।
যা বলি, তাতেই তুষ্ট, কিছুতে না হয় রুষ্ট,
মনে কিছু ভয় নাহি রাখি॥
মানুষের সম্বোধনে, বড় ভয় হয় মনে,
তুমি "তুই" সাধ্য কার কয়?।
"মহামান্য গুণমণি" "শিরোমণি নৃপমণি"
মহারাজ "বাবু" মহাশয়॥
যত কর সম্বোধন তবু নাহি উঠে মন,
কি বলিব, ভেবেমরি দুখে।
তোমারে হে দয়াময়, যদি বলি "মহাশয়"
বাধো বাধো যেন হয় মুখে॥
যেখানে দ্বিপদ যত, প্রায় সব এই মত,
দুই এক সাধু লোক যাঁরা।
স্বজাতির দেখে গতি, হোয়ে অতি শুদ্ধমতি,
লোকালয় ছেড়েছেন তাঁরা॥
বান্ধব, কুটুম্ব-গণ, আর আর আর নিজ জন,
সুখে রব সকলের সহ।
নাহি সুখ একটুক, দিন দিন ঘটে দুখ,
বৃদ্ধি হয় কেবল কলহ॥
লোকাচারে দেশাচারে, জাতি-প্রথা-ব্যবহারে,
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস, এ সকল হয় নাশ,
সমাজেতে করে উপহাস॥
সমাজেতে যদি রই, সত্য-সভা ছাড়া হই,
তোমা ছাড়া হোতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার, আলো আর অন্ধকার,
একাধারে কেমনেতে রয়?॥
যদ্যপি তোমায় স্মরি সত্যের সাধনা করি,
দেশ তায় দ্বেষ করে কত।
অনাচারি নিজে যারা অনাচারি বলে তারা,
হরি হরি, ভেবে জ্ঞানহত॥
স্বভাবে বিকারে মরে, হরি-বলে ভাস ধরে,
মিথ্যাময় জগৎ-অসৎ।
আপনি অসৎ হয়, সতেরে অসৎ কয়,
হায় হায় হায় রে, জগৎ॥
জগতের এই গতি, নর নহে মহামতি,
সুখ নাহি হয় ধনে জনে।
পূর্ব্বতন সাধু যত, তপস্যায় হোয়ে রত,
সাধ্ কোরে গিয়াছেন বনে॥
রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার, অভিমান, পাপাচার,
ধনের বিকার নাই যথা।
বনচর সঙ্গি হোয়ে, কেবল সাধনা লোয়ে,
নিত্যসুখে রয়েছেন তথা॥
সে সাধুর সঙ্গ-যোগ, কপালে হোলো না ভোগ
মিছে কেন নরদেহ ধরি?
যথা যোগি যোগাসনে গিয়ে আমি সেই বনে,
পশু কিম্বা পাখি হোয়ে চরি॥
ওহে পশু, পক্ষিগণ! শুন মম নিবেদন,
যাতনা সহে না প্রাণে আর।
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া,
কর রে আমার উপকার॥
সাধু-রে তোরই সাধু, সাধু, সাধু, সাধু, সাধু,
বিষয়ে না হও ঝালাপালা।
যথা রুচি তথা যাও, যথা রুচি খাও দাও,
ভুগিতে না হয় কোনো জ্বালা॥
কুল, মান, জাতি ধর্ম্ম, নাহি জানে কোনোকর্ম্ম,
নাহি থাক দলাদলি ঘোঁটে।
পরকাল নাহি মানো, রাজপীড়া নাহি জানো,
তাই খাও, যখন্ যা জোটে॥
নাহি জান জুয়াখেলা, নাহি জান গুরু, চেলা,
নাহি জান মন্ত্র, পূজা, স্তব।
নাহি জান প্রবঞ্চনা, তোষামুদি, উপাসনা,
কেবল শিখেছ নিজ-রব॥
অভিমান কিছু নাই, একভাব সব ঠাঁই,
একভাবে থাক চিরদিন।
সদাই আনন্দময়, সুখময় সদাশয়,
নাহি মানো মৌলিক কুলিন॥

নাহি দেও রাজকর,   রাজারে না কর ডর,
ঠেকনি কো রাজনীতি-দায়।
দেওনি হাটের কড়ি,   খাওনি গুরুর ছড়ি,
নাহি জান ব্যয় আর আয়॥
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পর জামা জোড়া,
নাহি পর বস্ত্র, অলঙ্কার।
আপনি না বাবু হও,   কাহারে না বাবু কও,
নাহি বও "যে আজ্ঞার" ভার॥
কিছুই বালাই নাই,   সম-সুখে আছ ভাই,
নাহি চাও বালিস, মাজুর।
স্বভাবে হয়েছে রাজা, নাহি আর রাজাসাজা,
নাহি কর "হুজুর হুজুর॥"
কেহ নও হাড়ি, মুচি,   সবাই সমান শুচি,
কখনই না হও মলিন্।
ধুলা, কাদা, কাঁটাবন, তাহাতে প্রফুল্ল মন,
নাহি করে গাত্র ঘিন্‌ঘিন্॥
নাহি-দান, প্রতিগ্রহ,   ভোগকর শুভগ্রহ,
ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে।
স্থিতি, নাশ, কি প্রকারে, কি হতেছে এসংসারে,
একবার দেখ না কো চেয়ে॥
নাহি চাও রাজ্য, দেশ, মনে নাই দ্বেষাদেষ,
পরধন কর না হরণ।
ভাণ্ডার উদরমাত্র,   পূর্ণ কর সেই পাত্র,
নাহি জান সঞ্চয় কেমন?॥
পরকুচ্ছা নাহি কর,   পরীবাদ নাহি ধর,
নাহি কর, লোকাচার ভয়।
সাধুর খাতক নও,   আপনিই সাধু হও,
সদাকাল সদয়হৃদয়॥
নিরন্তর মনতোষা, নাহি ছোঁও, কুশি কোশা,
কুশো হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর।
নাহি লও কোনো দুখ,   কেবল করিছ সুখ,
বাপ মোলে, কাচা নাহি পর॥
রবি আর ক্ষিতি, গোল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে কত গোল
সে গোলের গোলে নাহি থাকো।
কিছুর সংশয় নাই,   মীমাংসার তরে তাই,
গুরু বোলে, কারে নাহি ডাকো

এলে মানবের কাছে, পাপতাপ ঘটে পাছে,
মনে মনে করি এই ত্রাস।
সিদ্ধ-সাধু যোগি সহ,   বিভু-ধ্যানে অহরহ,
বিমল-বিপিনে কর বাস॥
লোকালয়ে এসো নাই,   ভাল করিয়াছ ভাই,
এলেপরে প্রমাদ ঘটিতো
মানুষের ব্যবহারে,   অভিমান, অহঙ্কারে,
হৃদয়ের ভাণ্ডার ভরিতো॥
কিন্তু ভাই, স্তুতি করি,   সরল স্বভাব ধরি,
সরলতা দেখাও দেখাও।
স্বভাবের ভাব যাহা,   বিশেষ করিয়া তাহা,
মানবেরে শেখাও শেখাও॥
তোমাদের আচরণ,   সদ্ধলাপ সুবচন,
জানে না অজ্ঞান নর যত।
হোয়ে ঘোর অভিমানি, তাই বলে নীচপ্রাণি,
হাসিব, কাঁদিব, আর কত?॥
দন্ত যার নাহি রয়,   মহাপ্রাণি তারে কয়,
অভিমানি মহাপ্রাণি নহে?।
মত্ত হোয়ে অহঙ্কারে,   এই নর কি প্রকারে,
আপনারে মহাপ্রাণি কহে?॥
তোমাদের ভগবান,   করেছেন "ঘাস" দান,
তাই নিয়া সুখে কর ভোগ।
ভাব, সেই পরপ্রভু,   শিখ না শিখ না কভু,
মানবের অভিমান রোগ॥
দেখিয়া স্বভাব ভাব,   করিতেছি অনুভাব,
যখন যে ভাব ঘটে ঘটে
ওহে ভাই বনচর!   যদিও না হও নর,
মহৎ তোমরা বটে বটে॥
ঈশ্বরের "আজ্ঞা" যাহা, তোমরা পালিছ তাহা,
কখনই কর না লঙ্ঘন।
যথাচারি নর যত,   হিতাহিত জ্ঞানহত,
নাহি করে নিয়ম-পালন॥
স্বভাবে শোভিত সবে,   স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোনোদিন।
আমার এ কলেবর,   অভাবে পূরিত-ঘর,
আমি নর চিরদিন দীন॥

নরদেহ, নেরে, নেরে, তোর দেহ, দেরে দেরে,
নেরে, নেরে, ঘর, দ্বার, ছাপা।
বিনয় বচন ধর, দায় হোতে মুক্ত কর,
ক্ষীণ দেখে হোস্ নে রে খাপা॥
ধোরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই,
আমি তো মানুষ নিজে নই॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর ?।
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ,
কেন দিলে দম্ভ, অহঙ্কার ?॥
তুমি নাথ ইচ্ছাময়. কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
যে কলে চলাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার॥
কিন্তু নাথ মনে জানি, নর বটে মহাপ্রাণি,
তাহাতে সংশয় কিবা আছে ?
কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারে, লোভে যায় ছারেখারে,
এই বড় দোষ ঘটিয়াছে॥
মানবীয় মানসীয়, শক্তি অতি রমণীয়,
হয় তায় অভাব-মোচন।
নানারূপ যুক্তি ধরি, নানাবিধ গ্রন্থ করি,
বস্তুতত্ত্ব করে নিরূপণ॥
ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি কাব্য, আর,
আয়ুর্ব্বেদ, নীতি-উপদেশ।
অঙ্ক আদি শত শত, বিষয়ের বিদ্যা যত,
জ্ঞান আর বিজ্ঞান বিশেষ॥
জ্ঞানেতে তোমায় জানে, ভক্তি করি তাই মানে,
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা।

রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বার স্থির করি বার বার,
গ্রহণাদি করিছে গণনা॥
কৃষিকার্য্যে দেয় ভোগ, চিকিৎসায় হরে রোগ,
শিল্পকার্য্যে হয় কত ক্রিয়া।
পরস্পর সহকারে, পরস্পর উপকারে,
যায় সব অভাব ঘুচিয়া॥
মানুষের বুদ্ধিবলে, কলে, জলে তরি চলে,
স্থলে কলে চলে বাষ্পরথ।
তাহাতে কল্যাণ কত, সুখি লোক শত শত,
দূর নহে, ছমাসের পথ॥
বিলাতে হতেছে যাহা, এখনি এখানে আহা,
তারে তার আসে সমাচার।
ঘটিকাদি ছাপাকল, সকলি বুদ্ধির কল,
বিশেষ কহিব কত আর ?॥
এত গুণে গুণ নর, হোয়ে এত কার্য্যকর,
এত সব করি প্রকরণ।
দ্বেষ, দম্ভ, কার্য্য-দোষে, নাহি থাকে পরিতোষে
না পায় সুখের আস্বাদন॥
ভবসিন্ধু পার হেতু, জ্ঞানরূপ এক সেতু,
মানবে করেছ তুমি দান।
সংসারসাগর পার, কেহ নাহি হয় আর,
অকূলে পড়িয়া যায় প্রাণ॥
হায় হায়, হাহাকার, মুখে রব সবাকার,
ভাবিকার সঞ্চার কারণ।
সন্তোষের সমাচার, কেহ নাহি লয় আর,
বৃথা করে জীবন-যাপন॥
কৃপা কর কৃপাকর, মানবে মানব কর,
হর হর মনের বিকার।
আমিও, মানুষ হই, মানুষে মানুষ কই,
ধরি মানুষের ব্যবহার॥

মিত্রলাভ

লীলাচলের অন্তঃপাতি লীলাচলে নীলরত্ন নৃপতি নিবসতি করেন। নৃপেন্দ্র, নরেন্দ্র, নগেন্দ্র এবং নবেন্দ্র, তাঁহার এই চারিপুত্র।—মহারাজ এক দিবস মনে মনে এরূপ বিবেচনা করিলেন, যে আমার এই পুত্রদিগ্যে বিদ্যাভাসে নিযুক্ত করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। সন্তান বিদ্বান্ না হইলে সকলি বৃথা। বিদ্যা ব্যতীত কখনই জ্ঞান-লাভ হয় না। এই জ্ঞান সমুদয় সংশয়সংচ্ছেদক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রত্যক্ষকারি শাস্ত্র সকলের নেত্র-স্বরূপ, যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন, সেই ব্যক্তিই অন্ধ। যাহারা অজ্ঞাতশাস্ত্র, তাহারা মূর্খতা দোষে সর্ব্বদাই বিপথগামি

হয়। কুসঙ্গে কুপথে ভ্রমণ করিয়া পুরুষার্থ নষ্ট করে। বিশেষত আমার পুত্রেরা যদি এই সময়ে বিদ্যারূপ ভূষণে বিভূষিত না হয়, তবে বাল্যকাল গত করিয়া "যৌবন পথের" পথিক হইলে কতদূর-পর্য্যন্ত অনর্থ-উৎপাদন করিবে, তাহা কথনাতীত। একে ভয়ঙ্কর যৌবনকাল, তাহাতে এই সুদীর্ঘরাজ্য, কোষাদি সম্পত্তি, তাহার উপর পরিপূর্ণরূপপ্রভুত্ব এবং সর্ব্বোপরি আবার অবিবেকতা, যখন ইহার একেতেই রক্ষা নাই, তখন একেবারে একাধারে চতুষ্টয়ের একত্র সংযোগ হইলে আর কি রক্ষা থাকিবে? যেমন কোনো এক নূতন পাত্রে কোনো প্রকার চিহ্ন প্রদান করিলে কখনই সেই চিহ্নের অন্যথা হয় না, সেইরূপ বাল্যকালে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিলে সেই নীতি বলবতী ও ফলবতী হইয়া ফলপ্রদানে কদাচই বঞ্চনা করে না।

অতএব এই সময়ে সন্তানদিগ্যে সংশয়-নাশক জ্ঞান-প্রকাশক কোনো এক সুপণ্ডিত আচার্য্যের নিকট বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত করি।

পদ্য।

সেই হয় পূজনীয়, বিদ্যা আছে যার।
বিদ্যাহীন নর যেই, বৃথা জন্ম তার॥
বিদ্যানের সমাদর, স্বদেশ, বিদেশ।
বিদ্যার নিকটে নাই, ইতর, বিশেষ॥
নীচ যদি জ্ঞানি হয়, পূজা করি তায়।
মন্ত্রী হোয়ে, বসে গিয়ে, রাজার সভায়॥
যেমন মানব করি, তরির উপায়।
নীচগা-নদীর গুণে, রত্নাকর পায়॥
বিদ্যাবান্ সেইরূপ, বিদ্যাধন লোয়ে।
জীবন সফল করে, রাজপ্রিয় হোয়ে॥
বিদ্যা, করে, বিদ্যাবানে, বিনয়-বিধান।
বিনয়, বিদ্বানে করে, ক্ষমতা প্রদান॥
ক্ষমতায় ধন হয়, নাহি রয় দুখ।
ধন হোলে, ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্মে হয় সুখ॥
শাস্ত্রে হয়, সমুদয়, সংশয়-ছেদন।
বধিরের "কর্ণ" ইনি, অন্ধের "নয়ন"॥
যে, না করে, শিবকর, শাস্ত্র-আলোচন।
নয়ন থাকিতে হয়, অন্ধ সেই জন॥
পিতা হোয়ে, পুত্রে নাহি, বিদ্যা দেয় যেই।
সন্তানের শত্রু হয়, পিতা নয় সেই॥
পুত্র যদি মূর্খ হয়, সকলি-বিফল।
কেমনে হইবে তায়, পিতার কুশল?॥
কুলাঙ্গার, বোলে তার, নাম হয় দেশে।
ধন যায়, মান যায়, কুল যায় শেষে॥
জ্যোতি-হীন আঁখি যথা দুখের কারণ।
ছাগলের গলে "বাঁট" বৃথায় যেমন॥

বিদ্যাহীন পুত্র হয়, সেরূপ প্রকার।
কেবল কুলেতে করে, কলঙ্ক প্রচার॥
সতত শরীর সুস্থ, সুখি সেই জীব।
সদাকাল সদ্ভাবে, ভোগ করে শিব॥
প্রতিদিন অনায়াসে, অর্থ আসে যার।
তার চেয়ে ভাগ্যধর, কেহ নাহি আর॥
অর্থকরী "বিদ্যাবলে" বল যেই ধরে।
কোনোকালে কিছুতে কি, ক্ষুব্ধ তারে করে?।
প্রিয়া আর মধুরভাষিণী, ভার্য্যা যার।
সংসারেতে সংসার, সার্থক হয় তার॥
বিনয়ী যাহার পুত্র, অথচ বিদ্বান।
তার চেয়ে কেহ আর, নহে ভাগ্যবান॥
সে বরন্, ভাল, "দারা" বন্ধ্যা হোয়ে রয়।
কিছুমাত্র খেদ নাই, সন্তান না হয়॥
প্রসব না হয় যদি, হয় গর্ভস্রাব।
কিছুমাত্র নাহি তায়, সুখের অভাব॥
"ছেলে" হোয়ে মোরে যায়, তাহে নাহি দুখ
দেখিতে না হয় যেন, কুপুত্রের মুখ॥
বরঞ্চ দুহিতা হয়, তাতে পাব সুখ।
দেখিতে না হয় যেন কুপুত্রের মুখ॥
ঘরেতে সন্তান নাই, তাহে কি জঞ্জাল।
মূর্খ নিয়ে, দুঃখ কেন, পাব চিরকাল?॥
কুলের প্রদীপ-প্রভা, যাহাতে না রয়।
এমন সন্তান যেন, কখনো না হয়॥
বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, ধর্ম্ম নাই যার।
আপনার হিতাহিত, না করে বিচার॥

কোনোরূপে নাহি ভাবে, মান, অপমান।
নাহি করে উপার্জ্জন, নাহি করে দান॥
গুণিগণ-গণনায়, নাহি উঠে "নাম"।
দিনে রেতে একবার, নাহি জপে "রাম"॥
তাহার জননী যদি, পুত্রবতী হন।
"বন্ধ্যা" বোলে তবে কারে, করি সম্বোধন?
ফলহীন-তরু আর, জলহীন-নদ।
বলহীন দেহ আর, মানহীন পদ॥
অস্ত্রহীন সেনাপতি, রাজ্যহীন ভূপ।
লজ্জাহীন কুলবধূ, শোভাহীন রূপ॥
গন্ধহীন-ফুল যথা, কেবা তারে চায়।
বিদ্যাহীন পুত্র তথা শোভা নাহি পায়॥
মানুষের সহ তার, সব বিপরীত।
সমান তুলনা হয়, পশুর সহিত॥
রতিরসে রত সদা, ভয়েতে ব্যাকুল।
খায় আর নিদ্রা যায়, হোয়ে প্রেমাকুল॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, নাহি জানে বেদ।
পশুর সহিত তবে, কি আর প্রভেদ?॥
এক যদি বিদ্যাশীল, বংশধর হয়।
তার কাছে শতশত, মূর্খ কিছু নয়।
পুত্র হোয়ে কুলরক্ষা, করিতে না পারে।
জননীর বিষ্ঠা বোলে, ঘৃণা করি তারে॥
ধনেতে "কুবের পুত্র," মূঢ় যদি হয়।
পুত্র নয়, নয়, সে তো, পুত্র কভু নয়॥
শূকরের শত সুতে, কিছু নাই ফল।
স্নান করি, অপবিত্র, গায়ে মাখে মল॥
মৃগেন্দ্রের এক পুত্র, প্রবল কেমন।
পশুপতি হোয়ে করে কানন-শাসন॥
এক চাঁদে আলো করে, অখিল সংসার।
শোভাহীন, কোটি তারা, চারিদিগে তার
ধনে, জ্ঞানে, যশে পূর্ণ, যাহার কুমার।
তার চেয়ে পুণ্যশীল, কেহ নাহি আর॥
কোনো ধন, নাহি হয়, বিদ্যা সম-তুল।
প্রাণ দান, করিলেও নাহি হয় মূল॥
কোনোকালে, কিছুতেই, নাহি পায় ক্ষয়।
যতই বয়স বাড়ে, বৃদ্ধি তত হয়॥
জ্ঞাতিরা পারে না কভু, বিভাগ করিতে।
তস্করে পারে না কভু, এ ধন হরিতে॥
"শাস্ত্র" আর "শস্ত্র" এই, বিদ্যা দুইরূপ।
এর মাঝে "শাস্ত্রবিদ্যা" অতি অপরূপ॥
বুড়া হোলে "শস্ত্রবিদ্যা" হাস্যকরী হয়।
তখন তাহার আর, আদর না রয়॥
"শাস্ত্রবিদ্যা" সর্ব্বকাল, স্বভাবে সমান।
শুভকরী হোয়ে করে, চতুর্ব্বর্গ দান॥
বুদ্ধিশালি সুপণ্ডিত, যত যত নর।
আপনারে, জ্ঞান করি, অজর, অমর।
বিদ্যার প্রভাবে, পদে, প্রাপ্ত হোয়ে ধন
কেবল করেন সুখে, কীর্ত্তির স্থাপন॥
কৃতান্ত ধরেছে কেশ, কর বিস্তারিয়া।
এখনি মরিতে হবে, এরূপ ভাবিয়া।
পরিহরি বিষয়ের, বিষ-আলাপন।
নিয়ত করেন শুধু, ধর্ম্ম আলোচন॥
বিদ্যা বিনা নাহি হয়, ধর্ম্মে অধিকার।
অতএব, এই বিদ্যা, সর্ব্ব-মূলাধার॥
বিনয় বচনে বলি, প্রিয়তম-গণ।
সাধ্যমত সুতে কর, বিদ্যা-বিতরণ॥
পড়াতে না পারো যদি, দোষ কিবা আছে।
নিয়ত নিয়োগ কর, পণ্ডিতের কাছে॥
সমাজে থাকিলে ছেলে, সাধু-কথা কবে।
সঙ্গগুণে কিছু ফল, হবে, হবে, হবে॥
কূপজল, পূজ্য হয়, পোড়ে গঙ্গানীরে।
পুষ্প সহ "সূত্র" উঠে, দেবতার শিরে॥
নররূপে সকলেই, জন্মে, আর মরে।
যতদিন বেঁচে থাকে, খায় আর পরে॥
এ প্রকার যাতায়াতে, কিছু নাই ফল।
মিছে দেহ মাংসময়, মূত্র আর মল॥
যশরবি, করে, করে, ত্রিকুল উজ্জ্বল।
জনম সফল তার, জনম সফল॥
পূর্ব্বজন্মে ঘোরতর, তপস্যা যে, করে।
সেই তপস্যার বলে, পুণ্যরাশি ধরে॥
পুণ্যবলে হয় তার, ধার্ম্মিক সন্তান।
ধনবান, গুণবান, পণ্ডিত প্রধান॥

জনম, মরণ, আর, আয়ু, কর্ম্ম, ধন।
গর্ভেতেই হয় এই, পাঁচের সৃজন ॥
নহে অসম্ভব. এতো, নহে অসম্ভব।
অবশ্যই "ভাবি ভোগ" স্বভাবে সম্ভব।
সাক্ষি তার. চিরকাল. "নগ্ন" দেখ "হর"।
হরির "অনন্ত-শয্যা" সর্প-বিষধর ॥
হইবার যোগ্য যাহা, অবশ্যই হয়।
কথনো কি হয় তাহা, হবার যা, নয় ॥
এরূপ ভাবনা করি. করেন সৃজন।
চিন্তারূপ বিষহর, ঔষধসেবন ॥
কপালের ফল যাহা, তাই হবে পরে।
এরূপ ভাবিয়া মনে, আলস্য, যে, করে ॥
তার মত মূঢ়জন, কেহ নাহি আর।
পুরুষার্থ লাভ কভু, নাহি হয় তার ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত, কর্ম্ম যাহা হয়।
"অদৃষ্ট" মানিয়া লোক, "দৈব" তারে কয় ॥
অবশ্যই "দৈব ফল" করিব স্বীকার।
কিন্তু চাই, যত্ন, শ্রম, সহকার তার ॥
বিনা, শ্রমে, বিনা যত্নে, "দৈব" সিদ্ধ হয়।
তারে, কি, সুবোধ বলি, এ কথা, যে, কয় ? ॥
শ্রম করে, যত্ন করে, তবে যায় দুখ।
কখনই অলসের. নাহি হয় সুখ ॥
"একচক্র রথে" যথা গতি নাহি হয়।
চেষ্টা বিনা সেইরূপ, "দৈব" সিদ্ধ নয় ॥
চেষ্টাহীন হোয়ে সিংহ, "সুপ্ত" হোলে পরে।
অনাহারে নষ্ট হয়, কষ্ট পেয়ে মরে ॥
হরিণাদি পশু তার, দূরে যায় চোলে।
যেচে নাহি মুখে আসে, খাও খাও বোলে ॥
উদ্যোগী পুরুষ হন, সিংহের সমান।
আপনি কমলা তারে, দেন ধন, মান ॥
দৈবেতে নির্ভর করি, যত্নহীন যেই।
কাপুরুষ, কাপুরুষ, কাপুরুষ, সেই ॥
অতএব "দৈব" প্রতি, করি উপহাস।
সাধ্যমত পুরুষার্থ, করহ প্রকাশ ॥
যতনে রতন-লাভ, যদি নাহি হয়।
না হোলো, না হোলো তাহে, দোষ কিছু নয় ॥
যে প্রকার "কুম্ভকার" মৃত্তিকা লইয়া।
ইচ্ছামত "ঘট" আদি. করে নানা ক্রিয়া ॥
সেইরূপ কৃতী-নর, করিয়া উপায়।
আপনার কৃত-কর্ম্মে, নানা ফল পায় ॥
সম্মুখে থাকিলে নিধি, বহু মূল্যবান।
দৈব তারে, হাতে তুলে, নাহি করে দান ॥
চেষ্টার অসাধ্য আর. নাহি কোনো ক্রিয়া।
সে রতন. নিতে হয়, যতন করিয়া ॥
শ্রমাধীন-কার্য্যে হয়, আশার সুসার।
আশামাত্রে, মনোরথ, পূর্ণ হয় কার ? ॥
অতএব সন্তানের, শিক্ষা চাই আগে।
বিদ্যায় মানুষ হবে, নিজ-অনুরাগে।
গুরুর নিকটে নাহি, উপদেশ ধরে।
আপনি পুস্তক পাঠ, যে-জন না করে ॥
জারজের মত তার, নত হয় মুখ।
সভায় প্রবেশ করি, নাহি পায় সুখ ॥
সময় বিলম্ব আর, না হয় বিহিত।
এখনি নিয়োগ করি, প্রবীণ পণ্ডিত ॥
রীতিমত প্রতিদিন, নীতি-শিক্ষা দানে।
করিবেন নীতিশীল, আমার সন্তানে ॥
উপদেশ প্রাপ্ত হোলে, ঘুচিবে সংশয়।
"সাধুসঙ্গ-ফল" কভু, বিফল না হয় ॥
কাঞ্চনের সহবাসে, কাঁচ যে প্রকার।
প্রাপ্ত হয়, মরকত-মণির আকার ॥
সেইরূপ সাধুজনে, বস্তু আছে গূঢ়।
সাধু সহ, বাস করি, বিজ্ঞ হয় মূঢ় ॥

মহামতি মহীপতি এতদ্রূপ চিন্তা করিয়া পারশেষ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ জ্ঞানগুরু "সিদ্ধান্তশেখর" ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহারি নিকট আপনার পুত্রগণকে অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিলেন।

আচার্য্য কহিতেছেন। হে মহামহিমার্ণব মহারাজ!—আপনি মহাবংশোদ্ভব মহাত্মাপুরুষ, আপনার বংশোদ্ভব সন্তানেরা কৃতকার্য্য হইয়া বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, এ, কোন্ বিচিত্র। —সুবর্ণখনিতে সুবর্ণই জন্মিয়া থাকে, সিংহের সন্তান সিংহই হয়। পদ্মরাগমণির আকরে কিছু

কাচমণির জন্ম হয় না, অমৃতবৃক্ষে অমৃতফল ফলিয়াই থাকে, অতএব চিন্তার বিষয় কি ? ইহারা আমার নিকট নিয়োজিত হইলে অতি সংক্ষেপ সময়ের মধ্যেই নীতিশাস্ত্রে নিপুণ হইবেন, তাহাতে সংশয়মাত্রই নাই। নৃপতি পুনর্ব্বার কহিলেন।

পদ্য

উদয়-অচলে যত, বস্তু করে বাস।
সকলেই ধরে তারা ভাস্করের ভাস॥
সাধুসঙ্গে, অসৎ, বসৎ, যদি করে।
সঙ্গগুণে, সতের, স্বভাব সেই ধরে॥
তৃণ, কীট, বাস করি, ফুলে, গঙ্গানীরে।
আরোহণ করে গিয়া, দেবতার শিরে॥
সুজন যদ্যপি করে, প্রস্তর স্থাপন।
ভক্তিভরে, পূজা করে, সকল ব্রাহ্মণ॥
নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করি, তব সন্নিধান।
বিদ্বান্ হইবে সব আমার সন্তান॥
করিলাম আপনার, চরণে অর্পণ।
করুন সুশিক্ষা-দান, উচিত যেমন॥

তৎপরে সুপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য প্রাসাদ-মধ্যে আসনোপরি পরমসুখে উপবিষ্ট হইয়া রাজ-পুত্রদিগ্যে উপদেশ প্রসঙ্গে কহিলেন।

ত্রিপদী।

শ্রীমান ধীমান যত, অবিরত অনুরত,
কাব্য-সুধারস আস্বাদনে।
বিদ্যাহীন মূঢ় যারা, হোয়ে নীতি জ্ঞান হারা,
কাল কাটে, কেবল ব্যসনে॥
নিদ্রা যায় দিবাভাগে, নারী-সহ নিশি-জাগে,
মিছে-গান, মিছে-গল্প লোয়ে।
মৃগয়ায় মুগ্ধ-মন, করে মিছে পর্য্যটন,
কলহের কল্পতরু হোয়ে॥
নৃপতিনন্দন-গণ, শুন শুন, দিয়ে মন,
উপদেশ, যাবে না বিফলে।
সিদ্ধ হবে অভিলাষ, বলি আমি নীতিভাষ
"কাক-কূর্ম্ম" ইতিহাস-ছলে॥
বৃথা-কথা পরিহর, "অনুরাগ অস্ত্র" ধর,
ভ্রমরূপ-পাশ কর নাশ।
গুরুদেব-ধ্যান করি, মিত্রলাভ আশে করি,
"মিত্রলাভ" প্রস্তাব প্রকাশ॥

মূষিক, হরিণ দ্বয়, স্থলচর জন্তু দ্বয়,
কাক, কূর্ম্ম, খচর, কচর।
এদের বিশেষ কথা, বিস্তারিত যথা যথা,
সমভাবে সবারি গোচর॥
ক্রমাগত একমত, স্বভাবে উপায়-হত,
অথচ কাহারো নাই ধন!
কিন্তু বহু বুদ্ধি-ধরে, সেই হেতু পরস্পরে,
শীঘ্র করে কার্য্যের সাধন॥

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গুরো—সে কি প্রকার? আমরা তচ্ছ্রবণার্থ অত্যন্ত অনুরত হইয়াছি, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া অস্মদাদির অন্তঃকরণে আনন্দ বিতরণ করুন। আচার্য্য কহিতেছেন।

পদ্য

"সুবর্ণরেখার" তট, বটবৃক্ষ পরে।
নিশাভাগে, নানাজাতি, পক্ষি বাস করে॥
কোন এক যামিনীতে, যামিনীর স্বামী।
হইলেন, শেষভাগে, অস্তাচল-গামী॥
"চতুর" নামেতে, কাক, জাগিয়া তখন।
চতুর্দ্দিগ করিতে করিতে, নিরীক্ষণ॥
দেখিল লইয়া জাল, ব্যাধ একজন।
দ্বিতীয় যমের ন্যায়, করিছে ভ্রমণ॥
"চতুর" ভাবিছে মনে, হইয়া চঞ্চল।
অদ্যপ্রাতে হায় একি, দেখি অমঙ্গল!॥
নির্দয় নিষাদ, এই, শঠশিরোমণি।
না জানি কি, সর্ব্বনাশ, ঘটাবে এখনি॥
দেখি দেখি, যদি পারি, করি প্রতীকার।
এত ভেবে পশ্চাতে, পশ্চাতে, যায় তার॥

মূর্খ-জনেরাই শোকাকুল হইয়া দুঃখ ভোগ করে, যিনি পণ্ডিত, তিনি বিপদকালে ধৈর্য্য হইয়া সুখলাভ করিয়া থাকেন।

পদ্য।

ধরাতলে শোক-ছাড়া, লোক কেবা আছে?।
সে শোক, দুখের নয়, পণ্ডিতের কাছে॥
ধৈর্য্যগুণে, ধীমানের, সততই সুখ।
বোধহীন মূঢ় যারা, তারা পায় দুখ॥
ভয় পেয়ে ভীত হয়, বিপদের কালে।
অজ্ঞানে জড়িত হয়, যাতনার জালে॥
সুবোধ-সুধীর যেই, স্বভাবে সরল।
সম্পদ, বিপদ, তার, সমান সকল॥
বাস্তবিক, বিষয়ির, এ, হয়, উচিত।
সদাকাল দৃষ্টি করা, নিজ-হিতাহিত॥
মৃত্যু আর রোগ আদি, শোকের যাতনা।
কি জানি কখন্ হয়, কিরূপ ঘটনা॥
আজ নাই, কাল নাই, নাই কালাকাল।
শরীরের শুভাশুভ, বিষম-বিশাল॥
যখন্ যেরূপ হয়, কলেবর-দেশে।
ধৈর্য্য হোয়ে, সহ্য কর, সুখ পাবে শেষে॥
ধনী, দুখী, ছোটো, বড়, ভেদ মাত্র নাই।
জীব মাত্রে অবস্থার, অধীন সবাই॥
যা হবার, তাই হবে, স্থির রাখো মনে।
প্রেমেতে প্রণত হও, প্রভুর চরণে॥

ত্রিপদী।

কিছু দূর গিয়া পরে, পাখি ধরিবার তরে,
তণ্ডুলের কণা ছড়াইয়া।
বিস্তার করিয়া জাল, কিরাৎ-কৃতান্ত-কাল,
আপনি রহিল লুকাইয়া॥
কপোতের অধিপতি, নাম তার "চারুমতি"
উড়ে যায় নিজ দল নিয়া।
দূর-হোতে দরশনে, বিস্ময় হইল মনে,
বনমাঝে তণ্ডুল দেখিয়া॥
কহিতেছে দেখ সব, আজ একি অসম্ভব,
যুক্তি কর, বিচার করিয়া।
সম্ভাবনা যাহা নয়, কেমনে সম্ভব হয়,
বনে কেন তণ্ডুল পড়িয়া?॥
কারণ ব্যতীত কার্য্য, কিরূপেতে হয় ধার্য্য,
অকারণে এরূপ কি হয়?।
ইথে যদি করি লোভ, এখনিই পাব ক্ষোভ,
নাহি তায় কিছুই সংশয়॥
এই ক্ষুদ যদি খাই, তবে আর রক্ষা নাই,
সেইরূপ হইব নিধন
কঙ্কণ-লাভের আশে, পড়িয়া বাঘের গ্রাসে
মোলো যথা পথিক-ব্রাহ্মণ॥

কপোতেরা কহিল, সে কিরূপ?। কপোত রাজ কহিতেছেন। তবে শ্রবণ কর।

দক্ষিণ-অরণ্যে আমি, ছিলাম যখন।
একদিন দেখিলাম, করিয়া চরণ॥
সরোবরে বুড়ো এক, বাঘ, স্নান করি।
পুলিনে রয়েছে খাড়া, কুশা হাতে ধরি॥
পথিক চোলেছে যত, তাদের দেখিয়া।
লোভ দিয়া ডাকিতেছে, অঙ্গুল নাড়িয়া॥
"ওরে রে, পথিক কর, কোথায় গমন?।
নিয়ে যারে, নিয়ে যারে, সোণার কঙ্কণ॥
বাঘ দেখে সকলেই, হোতেছে বিস্ময়।
দূরে হোতে সোরে যায়, মনে পেয়ে ভয়॥
ধনলোভী কোনো দ্বিজ, করি দরশন।
মনে মনে করিল, এরূপ আন্দোলন॥
বিধির কৃপায় থাকে, ভাগ্যবল যার।
ধনলাভ হয় তার, এরূপ প্রকার॥
কিন্তু ইথে, কিন্তু এই, জীবন সংশয়।
অতএব হেন লোভ, উচিত না হয়॥
অনিষ্ট হইতে ইষ্ট, ইষ্ট-লাভ নয়।
অমঙ্গল হয়, তায়, অমঙ্গল হয়॥
সুধার হইলে সঙ্গ, বিষের সহিত।
মরণ নিশ্চিত, তায় মরণ নিশ্চিত॥
কিন্তু হয়, সন্দেহেতে, ধনের প্রবৃত্তি।
বিনা ধনে, কিসে হবে আশার নিবৃত্তি?॥
সংশয়েতে আরোহণ, না করিলে পর।
কুশল না হয়, কভু জীবের গোচর॥
কিন্তু সেই সংশয়েতে করি আরোহণ।
যদি তায় রক্ষা পায় জীবের জীবন॥
তবেই মঙ্গল হয় তবেই মঙ্গল।
নতুবা বিফল সব নতুবা বিফল॥

এত ভাবি পথিক জিজ্ঞাসা করে তায়।
কঙ্কণ কোথায় তোর; কঙ্কণ কোথায় ?॥
হাত তুলে বাঘ বলে "বিপ্রের কুমার"।
দেখ দেখ এই দেখ কঙ্কণ আমার॥
ব্রাহ্মণ বলেন বাঘ ! কি বলিস্ ওরে।
বিশ্বাস কি, তোরে বল, বিশ্বাস কি তোরে॥
"বাঘ" বলে শুন দ্বিজ কি কব তোমায়।
করিয়াছি, কত পাপ যৌবন-দশায়॥
গোরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, হত্যা কত আর।
সংখ্যা নাই, তার, ভাই, সংখ্যা নাই তার॥
সেই পাপে দারা পুত্র মরেছে আমার।
ছারখার হইয়াছে সোণার সংসার॥
প্রাণে মাত্র বেঁচে আছি পাপভার বোয়ে।
শোকে তাপে জর জর বংশহ ন হোয়ে॥
ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ এক, আমায় দেখিয়া।
কহিলেন উপদেশ, করুণা করিয়া॥
"কর-গিয়ে" দান আদি, ধর্ম্ম আচরণ।
তবেই তোমার হবে, পাপের মোচন॥
পাপ গেলে তাপ যাবে, শাস্ত্রের বচন।
পরলোকে, নরলোকে, হবে না গমন॥
সেই উপদেশ আমি, করিয়াছি স্নান।
ব্রাহ্মণে করিয়া পূজা, দিব আজ দান॥
নখ-দন্ত হীন ক্ষীণ, বৃদ্ধ অতিশয়।
অবিশ্বাস কোরে তুমি, কেন কর ভয় ?॥
অধ্যয়ন তপস্যা, ও, যজ্ঞ আর দান।
সত্য, ধৃতি, ক্ষমা, আর, লোভ-সমাধান॥
"ধর্ম্মধামে, গমনের, পথ এই আট।
যার বলে মুক্ত হয়, মনের কপাট॥
এর মাজে তপস্যাদি, পূর্ব্ব চতুষ্টয়।
দাম্ভিক জনের মনে, করেছে আশ্রয়॥
ক্ষমা আদি চতুষ্টয়, মহারত্ন-ধন।
রয়েছে আশ্রয় করি, মহাত্মার মন॥
বিকার নাহিক আর, আমার অন্তরে।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, গিয়েছে অন্তরে॥
এই দেখ, করেতে, ভূষণ, লোয়ে আছি।
না সয়, বিলম্ব আর, দিলে পরে বাঁচি॥
হায় হায়, কার কাছে, ফেলিব নিশ্বাস ?।
"বাঘ" বোলে, তবু কেউ, করে না বিশ্বাস॥
ধারাবাহি-লোক যারা, তাদের এ ধারা।
অবিশ্বাসে বিশ্বাস, করে না কভু তারা॥
যে, নারীরে, দ্বিচারিণী, বোলে লোক জানে।
তার, "ধর্ম্মকথা, কেহ, শুনে না কো কাণে॥
যে, ব্রাহ্মণ পাপাচার, করে একবার।
তাহারে প্রত্যয় কেহ, নাহি করে আর॥
ফলত আমার আর, সে রোগ-তো নাই।
দোহাই, দোহাই, ভাই, ধর্ম্মের দোহাই॥

ওহে ব্রাহ্মণ ! শ্রবণ কর।
যেমন আপন প্রাণ, প্রিয় আপনার।
সেরূপ সবার প্রাণ, প্রিয় সবাকার॥
আপন শরীরে যথা, আপনার স্নেহ।
সেইরূপ সবে দেখে, নিজ নিজ দেহ॥
অতএব উপদেশ, লহ জীবগণ।
আত্মবৎ কর সবে, দয়া-বিতরণ॥
নিজ-সুখে সুখি যারা, দুখি নিজ দুখে।
ভ্রমেও তাদের নাম, এনো না কো মুখে॥
আপনি আপন ভাবে, করি প্রণিধান।
প্রেমভরে দেখ ভবে, সকল সমান॥
ওহে দ্বিজ, নিজবৎ, দেখি সমুদয়।
কেন কর ভয়, তুমি, কেন কর ভয় ?॥

যাঁহারা জ্ঞানি পুরুষ, তাঁহারা পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান এবং সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান করেন।

পদ্য

পরনারী জ্ঞান কর, জননীর প্রায়।
মনের বিকার যেন, নাহি ঘটে তায়॥
লোভ যেন মনে, কভু, নাহি পায় স্থান।
পরধন জ্ঞান কর, ঢেলার সমান॥
সুজন হইতে যদি, থাকে অভিমত।
সমুদয় প্রাণি দেখ, আপনার মত॥
ধনিজনে ধন দিয়া, নাহি প্রয়োজন।
ধনহীনে সাধ্যমত, দান কর ধন॥
রোগিরে ঔষধ দান, সুবিহিত হয়।
অরোগিরে দিলে পরে, নাহি ফলোদয়॥

পণ্ডিতেরা করেছেন, এরূপ বিধান।
দানের প্রধান দান, সাত্ত্বিক, যে, দান ॥
বিশেষত উপকারী, যে জন না হয়।
তারেই করিবে দান, শাস্ত্রে এই কয় ॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ তুমি, উপকারী নও।
তোমারেই করি 'দান" লও লও লও ॥
প্রত্যয় তাহার বাক্যে, করিয়া তখন।
স্নানহেতু সরোবরে, নামিল যেমন ॥
মহাপঙ্কে পোড়ে শেষ, করে হাহাকার।
উঠিবার, শক্তি তার, রহিল না আর ॥
"বাঘ" বলে, আহা, আহা, কি হইল হায়।
স্থির হও, আমি গিয়ে, উঠাই তোমায় ॥
এত বলি কাছে গিয়ে, ধরিল যখন।
রোদন-বদনে দ্বিজ, কহিছে তখন ॥
পরের অনিষ্টকারী, যেজন দুর্জন।
কখনো কি ভাল হয়, তার আচরণ ? ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ তার বেদ-অধ্যয়ন।
ধর্ম্মের কারণ, নয়, ধর্ম্মের কারণ ॥
ধার্ম্মিকতা, সদাচার, কেমনে সে পাবে ?।
স্বভাবের দোষ তার, কিরূপেতে যাবে ? ॥
স্বভাবে মধুর হয়, "গোরস" সেরূপ।
সকলের অতিরিক্ত, স্বভাব সেরূপ॥
ইন্দ্রিয় সহিত মন, যেনা করে বশ।
কিসে হবে যশ, তার, কিসে হবে যশ ? ॥
করী যথা স্নান করি, উঠিয়া অমনি।
ধূলায় ধূসর হয়, তখনি তখনি ॥
দুষ্টের সেরূপ হয়, শিষ্ট ব্যবহার।
এই দেখি সাধুভাব, পরে নাই আর ॥
দুর্ভাগা নারীর যথা বস্ত্র অলঙ্কার। *
ধর্ম্মহীনে, গুণ, জ্ঞান, সেরূপ প্রকার প্রকার ॥
আপনার বুদ্ধিদোষে, না দেখি উপায়।
বাঘেরে বিশ্বাস কোরে, কি করেছি হায় ?

পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, স্ত্রী, রাজকুল, নদী, নখী, শৃঙ্গী, এবং অস্ত্রধারী-ব্যক্তিকে কোনমতেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য হয় না। যথা।

পদ্য

রমণীরে, বিশ্বাস, কোরো না, কোনমতে।
তার চেয়ে অবিশ্বাসী, নাহি এ জগতে ॥
দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, নাই লজ্জা, ভয়।
সর্ব্বলি করিতে পারে, ইচ্ছা যাহা হয় ॥
কোনোকালে বিশ্বাস, কোরো না, রাজকুলে।
যেও না যেও না, রাজ-বচনেতে ভুলে ॥
কাটাতরু ছায়াবৎ, রাজার প্রণয়।
অনুকূল, প্রতিকূল, সমান উভয় ॥
বিশ্বাস কোরো না তারে, শিঙ আছে যার।
সাবধানে তার সহ, কর ব্যবহার ॥
বিশ্বাস কোরো না তারে, অস্ত্র হাতে যার।
এমনি তোমারে পারে, করিতে সংহার ॥
নদীরে বিশ্বাস কভু, কোরো না রে নাই।
কখন্ কি ভাব তার, স্থির কিছু নাই ॥
এই আছে, একরূপ, পরে আর ভাব।
পলকে প্রলয় করে, এমনি স্বভাব ॥
বিশ্বাস কোরো না তারে, নখ আছে যার।
তার কাছে মানবের, কোথা উপকার ? ॥
গুণের পরীক্ষা করি, প্রয়োজন নাই।
স্বভাবের স্বভাব, পরীক্ষা কর ভাই ॥
সকল গুণের গুণ, বিগুণ করিয়া।
স্বভাব রয়েছে গিয়া, মাথায় চড়িয়া ॥
জ্যোতির্ধারী-পাপহারী, গগনবিহারী।
কুমুদপ্রকাশকারী, সর্ব্বগুণচারী ॥
সেই সুধাকরে করে, রাহু এসে গ্রাস।
কপালে, যা, লেখা আছে, কে করিবে নাশ ? ॥
এরূপ করিয়া খেদ, ব্রাহ্মণকুমার।
শার্দ্দুলের গ্রাসে পোড়ে, হইল সংহার ॥
তাই বলি, শুন সবে, আমার বচন।
যেমন কঙ্কণলোভে, মরিল ব্রাহ্মণ ॥
এখানে তণ্ডুল দেখে, হোতেছে সংশয়।
আমাদের ভাগ্যে যেন, সেরূপ না হয় ॥

কপোতরাজ পুনর্ব্বার কহিতেছেন।

পুরাতন অতি সরু অন্ন ঘরে যার।
আহারে পেটের ভয়, কিছু নাই তার ॥
সুপণ্ডিত সন্তান, গৃহেতে যাঁর ভাই।
ধরাধামে তার চেয়ে সুখী কেহ নাই ॥

যার নারী অতিপ্রিয়া বশীভূতা হয়।
তার মত ভাগ্যবান, কেহ আর নয়॥
রাজা যারে, সমাদরে, সদা দেন মান।
সর্ব্বমতে সুখী কেবা, তাহার সমান॥
সদা যেই কার্য্য করে, করিয়া বিচার॥
তার কার্য্যে কোনোরূপ, বিঘ্ন নাই আর॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কোনো-লোভী-কপোত দম্ভ পূর্ব্বক কহিতেছে। আঃ—তুমি এ কি কথা কহিতেছ?

বিশেষ বিপদ হয়, ঘটনা যখন।
তখন শুনিতে হবে, বৃদ্ধের বচন॥
সময়েতে আর আর, যে কিছু ব্যাপার।
শুনিব বুড়ার কথা, করিয়া বিচার॥
ভোজনে বুড়ার কথা, শুনিতে কি আছে?।
আহারেতে, ভাল, মন্দ, বিচার কে বাছে?
অন্ন, জল, পরিপূর্ণ, এই দেখ ধরা।
সমুদয় বস্তু হয়, সংশয়েতে ভরা॥
পদে পদে, যদি করি, সংশয় এমন।
কিরূপেতে হবে তবে, জীবন ধারণ?

শাস্ত্রের বচন শুন। ঈর্ষান্বিত। ঘৃণাযুক্ত। ক্রোধি। ভয়াকুল। অসন্তোষচিত্ত। এবং পরভাগ্যোপজীবী, ইহারা কখনই সুখি হইতে পারে না।

পদ্য।

বুদ্ধিদোষে, যে পুরুষ, দ্বেষের অধীন।
ঘৃণায় সতত যার, মানস-মলিন॥
কিছুতেই নহে তুষ্ট, রুষ্ট প্রতিক্ষণ।
সুখের আস্বাদ নাহি, পায় তার মন॥
নিয়ত ক্রোধের বশে, থাকে যেই জন।
বোধের সহিত তার, না হয় মিলন॥
মিছেমিছি ভয় পেয়ে, যে, হয়, আকুল।
পশুর সহিত তার, সদা সমতুল॥
পরভাগ্য-উপজীবী, যেইজন হয়।
চিরসুখী বলি তারে সুখী সেই নয়॥

এই কথা শ্রবণ মাত্রেই সেই সকল কপোত ক্ষুদ্রভোজনার্থ সেই স্থানে উপবিষ্ট হইল।—"চারুমতি"র। নিষেধ-বাক্য কেহই শ্রবণ করিল না, লোভাকুল হইলে অতি পণ্ডিত ব্যক্তিও বিপদের হস্তে পতিত হয়েন।

পদ্য।

সুশীল সুধীর অতি, ভাবের ভেদক।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সংশয়চ্ছেদক॥
লোভের অধীন হোলে, এমন সুজন।
কোনো দিন, নাহি হয়, সুখেতে যাপন॥
সকলের কাছে হয়, উপহাস সার।
কেহ নাহি করে আর, গুণের বিচার॥
গুণ, জ্ঞান, যত কিছু, মিছে সব হয়।
কেহ নাহি আর তার, উপদেশ লয়॥
এত শিখে, এত পোড়ে, নাহি পায় সুখ।
যথা তথা অপমান, পদে পদে দুখ॥

লোভ হইতে ক্রোধ জন্মে, কাম জন্মে, মোহ জন্মে। এই লোভেতেই মৃত্যু হয়, অতএব লোভ সকল পাপের ও সকল তাপের আকার হইয়াছে।

পদ্য

লোভেতে ক্রোধের জন্ম, ক্রোধে বোধ যায়।
বোধহীন হোলে নর, কি রহিল তায়?॥
লোভ হোতে হয় সদা, কামের সঞ্চার।
এই কাম, নানারূপ, দোষের আধার॥
লোভেতে জন্মায় মোহ, নাহি থাকে শিব।
পড়িয়া মায়ার ঘোরে, মারা যায় জীব॥
পদেপদে পরিতাপ দিবানিশি শোক।
লোভের অধীন হোয়ে, মরে কত লোক॥
এই লোভে সমুদয়, পাপের আধার।
লোভের অধীন জীব, হোয়োনা কো আর॥

পরে সকলেই জালে বদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইল এবং যাহার পরামর্শক্রমে এতদ্রূপ বিপদ ঘটনা হইল, তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

কোনো কার্য্যেই অগ্রে গমন করা উচিত হয় না।—কারণ যদি কার্য্যসিদ্ধ হয় তবে তাবতেই সমানরূপে তাহার ফলভোগ করেন। কিন্তু বিড়ম্বনা-বশত বিঘ্ন হইলে প্রধান-ব্যক্তিই দোষভাগী হইয়া থাকেন।

পদ্য

আগেভাগে, কোনো কর্ম্মে, দিওনা কো হাত।
পদেপদে, ঘটে তায়, বিষম ব্যাঘাত ॥
ছোটো, বড়, সকলের, অভিমত লও।
ভাল, মন্দ, যুক্তি করি, অগ্রসর হও ॥
কার্য্য যদি সিদ্ধ হয়, কত উপকার।
সমভাগে ফলভোগ, হয় সবাকার ॥
বিড়ম্বনা হোলে পরে, কত তায় ক্ষতি।
সব দোষ পড়ে এসে, প্রধানের প্রতি ॥
সবে করে অপমান, অশেষ প্রকার।
পুরস্কার কোথা তার? তিরস্কার সার ॥
অতএব শুন শুন যুবক-সমাজ।
আগে করি বিবেচনা, পরে কর কাজ ॥
দশে-মিলে যুক্তি করি, করিবে যে কাজ।
সে কাজ অসিদ্ধ হোলে, কিছু নাই লাজ ॥
ইন্দ্রিয় দমন হয়, সম্পদের পথ।
যে পথে করিলে গতি, পূরে মনোরথ ॥
ইন্দ্রিয়ের অশাসন, সুপথ তো নয়।
সে পথে করিলে গতি, অধোগতি হয় ॥
দুই পথ বর্ত্তমান, রয়েছে প্রকাশ।
সেই পথে গতি কর, যাহে অভিলাষ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কপোতেশ্বর কহিলেন।—আহা! এ ব্যক্তির কোনো অপরাধ নাই। কেন এত ভর্ৎসনা কর? কেননা স্থল বিশেষে হিত বিষয়ও পতনশীল আপদের কারণ হইয়া থাকে, যেমন জননীর জঙ্ঘা বৎসের বন্ধনের নিমিত্ত স্তম্ভস্বরূপ হয়।

পদ্য

আহা, আহা, কেন এরে, কটুকথা কও?।
নিজ নিজ কর্ম্মফল, অংশ কোরে লও ॥
পতনের কাল এসে হইলে উদয়।
হিত কর্ম্মে বিপরীত, ঘটে সে সময়।
জননীর "জঙ্ঘা" যথা, বিশেষ সময়।
পুত্রের বন্ধন-হেতু, স্তম্ভরূপ হয় ॥

বিপদকালে যে ব্যক্তি বন্ধুর কর্ম্ম করিয়া বিপদ উদ্ধার-করণে যোগ্য হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ পণ্ডিত। ভীতজনের পরিত্রাণের জন্য যে-ব্যক্তি ধন গ্রহণে পণ্ডিত, সে ব্যক্তি কখনই পণ্ডিত ও বন্ধু নহে।

পদ্য

'আপদ উদ্ধার হেতু, বন্ধু হয় যেই।
প্রাণাধিক, প্রিয়তম, বন্ধু হয় সেই ॥
বিপদের বন্ধু যিনি, বন্ধু বলি তাঁরে।
"বন্ধু" বোলে, সম্বোধন, করি আর কারে? ॥
সময়ে-মধুর মাচি, অনেকেই হয়।
অসময়ে কেহ তারা, নিকটে না রয় ॥
ভয়াকুল, যে জন, হরিতে তার ভয়।
অর্থলোভে পণ্ডিত, যদ্যপি কেহ হয় ॥
"বন্ধুতা" তাহার সহ, কখনো কি হয়?
তারে কি পণ্ডিত বলি, পণ্ডিত সে নয়? ॥

এই বিপদকালে বিস্ময়াপন্ন হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। অতএব পরিত্রাণের নিমিত্ত উপায় চিন্তা কর, কারণ বিপদে ধৈর্য্য, উন্নতি সময়ে ক্ষমা, সভায় বাকপটুতা, যুদ্ধে পরাক্রম-প্রকাশ, যশে অভিরুচি এবং শাস্ত্র কথা শ্রবণে আসক্তি, এই সমুদয় উত্তম পুরুষের সুলক্ষণ ও স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার।

পদ্য

ধৈর্য্যশীল নহে যেই, বিপদ সময়।
বোধহীন, কাপুরুষ, সবে তারে কয়॥
বিপদে যে ধৈর্য্য হয়, মুগ্ধ নয় শোকে।
সুধীর-সুবোধ তারে, বলে সব লোকে॥
সম্পদ সময়ে যেই, ক্ষমাশীল হয়।
জনমাঝে তার সম, সাধু কেহ নয়॥
সভায়, যে, জয়ী হয়, বক্তৃতার বলে।
সমাদরে, সবে তারে, সাধু সাধু, বলে॥
সমরে সাহসী হোয়ে, প্রকাশে, যে, বল।
রণবিজ্ঞ বীর সেই জীবন সফল॥
সতত সুখ্যাতি লাভে, রুচি আছে যার।
সুবোধ সুজন সেই, পুরুষের সার॥
শুনিতে শাস্ত্রের কথা শ্রদ্ধা যার মনে।
ধার্ম্মিক পুরুষ তারে, কহে সর্ব্বজনে॥
সম্পদে আহ্লাদ নাই, নাহি ভাবে সুখ।
বিপদে বিষাদ নাই, নাহি পায় দুখ॥
সম্পদ বিপদ, যার, সকল সমান।
সমরে প্রভুত্ব করে, হইয়া প্রধান॥
এমন ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, প্রাণের নন্দন।
যে জননী, জঠরেতে, করেন ধারণ॥
তার পদে কোটি কোটি কোটি, করি নমস্কার।
"ভগবতী" বোলে সদা, পূজা করি তাঁর॥
নারী শিরোমণি সেই, রত্নগর্ভা সতী।
চরণে প্রণত হোয়ে করহ প্রণতি॥

যে পুরুষ ঐশ্বর্য্য, ও সুখ-লাভের প্রত্যাশা করেন, তিনি যেন নিদ্রা, তন্দ্রা ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতার অধীন না হন।

পদ্য

ধন আর সুখ লাভে, আশা যদি হয়।
দীর্ঘসূত্রীভাব ধরা, সুবিহিত নয়॥
শ্রমজলে পূর্ণ কর, শরীর-কলস।
হোয়ো না হোয়ো না, তবে হোয়ো না অলস॥
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, কর পরিহার।
ভ্রম হর, শ্রম কর সাধ্য, যে প্রকার॥
দীর্ঘসূত্রী, ভীত, ক্রোধী, নিদ্রালু অলস।
কখনো না পায় সুখ, নাহি পায় যশ॥
অসময়ে নিদ্রাগিয়া, যদি হর কাল।
কেমনে হইবে তবে, প্রসন্ন কপাল॥
বিফলে হরিলে কাল, অলস হইয়া।
স্বাধীনতা-সুখ পাবে, কেমন করিয়া?॥
এই দণ্ডে, যে, কর্ম্ম, সফল হোয়ে যায়।
কোনমতে বিলম্ব, বিহিত নহে তায়॥
ভয় আর ক্রোধ হয়, বিষম বিশাল।
উভয়ের বশ হোয়ে, যদি হর কাল॥
পদে পদে হবে তবে, বিপদ তোমার।
সম্পদ নিকটে কভু আসিবে না আর॥
সমুচিত যত্ন কর, ধন আহরণে।
অবিরত হও রত, সুকার্য্য সাধনে॥
ন্যায়মত, পার যত কর উপার্জ্জন।
হিতকর কার্য্যে তাহা, কর-বিতরণ॥
প্রথমে আপনি কর, হিত আপনার।
পরে কর শক্তিসারে, পর উপকার॥
শ্রমার্জ্জিত ধন ব্যয়, কুশল-কারণ।
সার্থক শরীর তায়, সার্থক জীবন॥
বিনাশ্রমে বিফলেতে, দিন যার যায়।
জনম বৃথায় তার, জনম বৃথায়॥
ভবে এসে নাম যার, না হয় প্রকাশ।
অদ্যাপি মায়ের গর্ভে, সে, করিছে বাস॥

অতএব আর ক্ষণকাল মাত্র বিলম্ব করা বিধেয় হয় না। এই ক্ষণে সকলে ঐক্যমতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া জাল লইয়া শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হও। একতার অপেক্ষা মহদ্গুণ আর কিছুই নাই। তৃণসকল একত্র সংযুক্ত হইলে মত্ত মাতঙ্গকে অনায়াসেই বদ্ধ করে।—স্বজাতীয় অতি তুচ্ছ বিষয়ের সংযোগও পুরুষের পক্ষে মহামঙ্গলদায়ক হয়।

পদ্য।

পরস্পর ঐক্য হয়ে, থাকো পরস্পর।
সবাই নির্ভর কর, সবারি উপর।
হীন বোলে কেহ কারে, না করিবে দ্বেষ।
স্বজাতির মাজে নাই, ইতর, বিশেষ॥
তৃণ সব পরস্পর, হইয়া মিলন।
রজ্জুর আকার করে, যদ্যপি ধারণ॥
তার কাছে কোথা আছে, দারুণ দাঁতাল।
অনায়াসে বাঁধা যায়, মাতঙ্গ মাতাল॥
সেই সব তৃণ যদি, ভিন্ন হয়ে রয়।
পিপীড়ারে, বদ্ধ করে, সাধ্য নাহি হয়॥
আর দেখ অপরূপ, তণ্ডুলের ভাব।
স্বজাতীয় ধর্ম্মে ধরে কেমন স্বভাব॥
অসার, তুষের মাজে, যতক্ষণ রয়॥
রোপণ করিলে করে, অঙ্কুর ধারণ।
জীবের জীবিকা হোয়ে, বাঁচায় জীবন॥
তুষহীন হোলে পরে, সেভাব না রয়।
আর তাতে, কোনোমতে, অঙ্কুর না হয়॥
অসারের মাজে সার, সারেতে অসার।
বীজ দেখে, কর সবে, ফলের বিচার॥
অসার ভেবো না কিছু, আকার দেখিয়া।
দোষ-গুণ স্থির কর, বিচার করিয়া॥
স্বজাতির, মাজে নাই হেয়, উপাদেয়।
সকালই শ্রেয় আর, সকলেই প্রেয়॥
অতএব জাল লোয়ে, উড়ে চল সবে।
উপায় করিয়া দেখি, যা, হবার,হবে॥

এবম্প্রকার পরামর্শ করিয়া সকল পক্ষি জাল লইয়া উপরে উড়িল।—সেই ব্যাধ দূর হইতে জালহরণকারি কপোতকুলকে দৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে এমত বিবেচনা করিল, যে, ইহারা এই ক্ষণে উড়িতেছে, উড়ুক্। কিন্তু যখন পৃথিবীতে পুনর্ব্বার পতিত হইবে আমি তখন অনায়াসেই ধৃত করিব, অনন্তর বিহঙ্গমগণ যৎকালে তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিল, তৎকালে ব্যাধ নিরুপায় ও নিরাশ হইয়া নিরস্ত হইল।—নিষাদকে নিবৃত্ত দেখিয়া কপোতেরা কহিতেছে, এখনকার কর্ত্তব্য কি? মাতা-পিতা এবং মিত্র, এই তিন জন স্বভাবতই হিতকারি হইয়া থাকেন, অপরলোকেরা কার্য্য কারণের অনুরোধ পরবশ হইয়া হিতসাধন করে।

আমারদিগের মিত্র "সুহৃৎ" নামক মূষিকরাজ "বিমলা" নদীর তীরে "বিনোদবনে" বসতি করেন, অতএব চল তাঁহার নিকট গমন করি, সেই "সুহৃৎ" পরম সুহৃৎ, ও ধার্ম্মিক, তিনি দৃষ্টিমাত্রেই দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক এইদণ্ডেই বন্ধন মোচন করিয়া দিবেন। এরূপ স্থির করিয়া কপোত সকল সেই ইন্দুর রাজার নিকট গমন করিল।—ইন্দুর প্রাণের ভয়ে সর্ব্বদাই শতদ্বার গর্ত্ত মধ্যে বাস করেন, পক্ষিপুঞ্জের পতনে পক্ষের শব্দ শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইয়া এক দ্বারের এক পার্শ্বে চুপ করিয়া রহিলেন।

কপোতরাজ কহিলেন। হে সুহৃৎ! তুমি পরমবন্ধু, সুহৃৎ হইয়া অদ্য কেন বিমুখ হইতেছ? এই দেখ, আমরা অতিশয় বিপদগ্রস্ত, শরণাগত হইয়া বিপদ-ভঞ্জনের জন্য তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, অতএব আমারদিগ্যে যথাযোগ্য সম্ভাষণ কর।

মূষিক সেই স্বরে মিত্রের আগমন নিরূপণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া কহিলেন হায়। আমি কি পুণ্যবান। অদ্য প্রাতে গৃহে বসিয়া পরম বন্ধুর দর্শন পাইলাম।

পদ্য।

মিত্র-সহ একত্র, যে, গৃহে করে বাস।
পবিত্র তাহার সব, ধন্য তার বাস॥
উভয়ত পরস্পর, সুখের সম্ভাষ।
না বহে কাহারো মনে, দুখের বাতাস॥
সাধুভাবে সদাচার, সদা সদালাপ।
একেবারে দূর হয়, সকল বিলাপ॥
পরস্পর ভেঙে যায়, উভয়ের ভেদ।
কারো মনে, কিছুমাত্র নাহি থাকে খেদ॥

উভয়ের একভাব, স্বভাবে সরল।
মনের মন্দিরে নাই, গরিমা গরল॥
এরূপ প্রণয়-ভাবে, কাল কাটে যারা।
সাধু সাধু, ধরাতলে, পুণ্যবান তারা॥
অদ্য কিবা, শুভদিন, সুখের ঘটন।
ঘরে বোসে পাইলাম, মিত্র দরশন॥
ত্রিজগতে কেহ নাই, বন্ধুর সমান।
হায়, হায়, হায় আমি, কিবা পুণ্যবান॥
বহুকাল দেখি নাই, আহা মরি মরি।
এসো এসো এসো ভাই, কোলাকুলি করি॥

তাহার পর কপোতকুলকে পাশবদ্ধ দৃষ্টে—বিস্ময়াপন্ন হইয়া ব্যাকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ধু, একি? একি?

চারুমতি কহিলেন। আর ভাই, দুঃখের কথা কি কহিব? এই দেখ, আমারদিগের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল,—মনুষ্য পূর্ব্ব জন্মে যে, যেরূপ কর্ম্ম করে, পরজন্মে সেই সেই কর্ম্মানুরূপ শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে,—ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার অন্যথা কখনই হয় না।

পদ্য।

নিজকৃত-কর্ম্মরূপ, অপরাধ-শাখি।
ফলবান হোতে আর, কিছু নাই বাকী॥
ব্যসন, বন্ধন, আর, শোক, তাপ, রোগ।
ফলেছে সকল ফল, তাই করি ভোগ।

তখন ইন্দুররাজ কপোতরাজার বন্ধন-মোচনার্থ শীঘ্রই সমীপস্থ হইলেন। "চারুমতি" কহিলেন, হে ভাই সুহৃৎ!—আমার আশ্রিত এই সমস্ত পক্ষির পাশ অগ্রে ছেদন কর—পরে আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিও। মূষিক কহিলেন।

লঘুত্রিপদী।

স্বভাবে অবল, না হই সবল,
কোমল-রদন ধরি।
হোয়ে ক্ষীণজন, সবার বন্ধন,
কেমনে ছেদন করি?॥
যতক্ষণ বল, ততক্ষণ বল,
বল করা তাই সাজে।
বল গেলে পর, কিসে করি ভর,
কাতর হইব কাজে॥
নিজ-প্রাণ ভাই, আগের রাখা চাই,
মানা কর কেন তব?॥
প্রথমে তোমার, করিব উদ্ধার
যা, হবার, শেষ হবে॥
তব অনুচর, এ সব খেচর,
বাঁচাতে পারিব যত।
করিব না ত্রুটি, জাল কুটি কুটি,
কাটিতে হইব রত॥
নীতিশীল যারা, নিজ প্রাণ তারা,
আগে ভাগে রক্ষা করে।
আপনি বাঁচিয়া, উপায় করিয়া,
পরেরে, বাঁচায় পরে॥
বিধি যেই রূপ; কর সেই রূপ,
বুধগণ যাহা কহে।
দিয়ে নিজ প্রাণে, অপরে বাঁচানো,
বিধানো কখনো নহে॥

ওহে ভাই! লোক-প্রসিদ্ধ কথা। "আত্ম রেখে ধর্ম্ম। পরে পিতৃলোকের কর্ম্ম।"

বিপদ রক্ষার হেতু ধনে প্রয়োজন।
সেই ধনে করে লোক, দারার পালন॥
ধন দ্বারা, দারা দ্বারা, নিজ রক্ষা, করে।
সকলি বৃথায় হয়, দেহ গেলে পরে॥

কপোতরাজ কহিলেন। তোমার এই বাক্য নীতিশাস্ত্র-সম্মত বটে।—কিন্তু ভাই, ইহারা আমার নিতান্তই অধীন, ইহারাদিগের দুঃখ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারি না। অতএব, আমার প্রাণনাশ হউক, তাহাতে হানিমাত্রই নাই, আমার আশ্রিত অনন্যগতি এই পক্ষিদিগ্যে তুমি প্রাণদান কর।

পদ্য।

বহুগুণে বিভূষিত, পণ্ডিত যে জন ॥
স্বভাবত সর্ব্বমতে, সে হয় সুজন ॥
হরিতে পরের দুখ, করিতে উদ্ধার।
মরিতে যদ্যপি হয়, সে করে স্বীকার ॥
ধননাশ, প্রাণনাশ সর্ব্বনাশ হোলে।
"উপকার-ধর্ম্ম" কভু, ছাড়ে না কো মোলে ॥
আপনার অনুগত, আশ্রিত যে হয়।
তাহার "কুশল-পথে" মন যেন রয় ॥
বিশেষত যিনি হন, সাধু সুভাজন।
যাতে হয়, কর তাঁর, বিপদ ভঞ্জন ॥
সাধুর উদ্ধারে যায়, যদ্যপি জীবন।
সাধুবাদ দিবে তায়, সকল সুজন ॥
ধন, জন, আদি সব, বিভব বিষয়।
মানবের পক্ষে কিছু, চিরস্থায়ী নয় ॥
জীবন ধরেছ এই, শরীর আগারে।
কখন্ বিনাশ হবে, কে কহিতে পারে? ॥
নিত্য নয় "মলময়" শরীর তোমার।
কালের প্রভাবে হবে, হবেই সংহার ॥
হবে না সমান ভোগ, রবে না জীবন।
অনুরাগে কর শুধু, কীর্ত্তির স্থাপন ॥
যতদিন না হবে, সে, কীর্ত্তির সংহার।
ততদিন রবে ভবে, সুযশ তোমার ॥
সাধ্যমতে না করিলে, কীর্ত্তির স্থাপন।
বৃথায় শরীর তবে, বৃথায় জীবন ॥
বিনয়েতে তাই ভাই, বলি বারে বারে।
ধর্ম্মের সঞ্চয় কর, শক্তি অনুসারে ॥
বিপদে আশ্রিত হোয়ে, যে লয় শরণ।
বাঁচাও বাঁচও, তার, বাঁচাও জীবন ॥

এতচ্ছ্রবণে-মূষিকেশ্বর প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন। হে মিত্র, সাধু সাধু!—তোমার এই শরণাগতবাৎসল্যধর্ম্মে আমার অন্তঃকরণরূপ-সমুদ্র আনন্দ-তরঙ্গে প্লাবিত হইল। আহা! তোমাকে ত্রিলোকের প্রভুত্ব প্রদান করাই কর্ত্তব্য।

পরে একে একে সকলের বন্ধন মোচন করিয়া কহিলেন। হে সখে! এই বন্ধন-দশায় পতিত হওয়াতে তুমি আপনার প্রতি আপনি অবজ্ঞা করিও না। ইহাতে তোমাদের দোষ মাত্রই নাই।

পদ্য।

আকাশে যোজন-শত-দূর পথে থাকি।
আহার দেখিতে পায়, যে সকল পাখি ॥
পক্ষ সব পক্ষ করি, ইচ্ছাধীন চরে।
ঐক্য হোয়ে পরস্পর, কত লক্ষ্য করে ॥
শ্রেণী গাথা লক্ষ লক্ষ, লক্ষ্য করে সুখে।
উপলক্ষ একমাত্র, খাদ্য দেবে মুখে ॥
এ প্রকার সুচতুর, বিহঙ্গম যত।
হইলে দশার দোষ, হয় জ্ঞানহত ॥
ঘুমাইলে নিজ নিজ, মরণের কাল।
চোখে না দেখিতে পায়, নিষাদের জাল ॥
আহারের লোভে ভুলে, সন্ধান না জানে।
পাশের বন্ধনে পোড়ে, মারা যায় প্রাণে ॥
গভীর সাগর-জলে, চরে যত মীন।
তাহারা হতেছে সব, জালের অধীন ॥
আগেতে না জেনে মনে, বিপদের লেশ।
ধরাপোড়ে, ধরা দেখে, মারাপড়ে শেষ ॥
জ্যোতির্ম্ময় জগতের, প্রকাশক রবি।
প্রকাশে প্রকাশ করে, মনোহর ছবি ॥
শোভাকর নিশাকর, সুধার আধার।
চারুকরে, দূর করে, নিশির আঁধার ॥
হেন রবি, হেন শশী, কে বুঝিবে হেতু।
উভয়েরে পীড়া দেয়, রাহু আর কেতু ॥
ভয়ানক "শয়ানক" নাম বিষধর।
মূর্ত্তিখানি মনে হোলে, কাঁপে কলেবর ॥
অধর অমৃতরস, যারে করে দান।
অমনি অস্থির করে, হরে তার প্রাণ ॥
বায়ু খেয়ে, আয়ু রেখে, বিনা পদে চলে।
পাষাণেরে ভস্ম করে, নিশ্বাসের বলে ॥

হেন সর্প দর্পহীন, "সাপুড়ের" হাতে।
বিষদাঁত ভেঙে দেয়, অস্ত্রের আঘাতে ॥
মিছে করে ফোঁস্ ফোঁস্, ফুলাইয়া ছাতি।
হেলায় খেলায় তারে, বুকে মেরে লাতি ॥
ভয়ঙ্কর কলেবর, দন্তধর-করী।
থর থর কাঁপে দেহ, যারে দৃষ্টি করি ॥
এমন্ প্রকাণ্ড হাতী, বদ্ধ হোয়ে পাশে।
মানবের অধীনেতে, আসে অনায়াসে ॥
নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, জ্ঞানবান যত।
দীন হোয়ে, দিন কাটে, দুঃখ পায় কত ॥
বিধাতাই বলবান, সন্দেহ কি তায়।
যা, করেন, তাই হয়, কি আছে উপায় ॥
বল, বল, বুদ্ধি, বল, কিছু কিছু নয়।
যা, হবার তাই হয়, হইলে সময় ॥
এখান্, সেখান্, নাই, নাই উঁচু, নীচু।
কালপেলে কাল আর, বাছেনা কো কিছু ॥
প্রতিক্ষণ মুখ পেতে, রয়েছে শমন।
দূর হোতে সকলেরে, করিছে গ্রহণ ॥

অনন্তর পক্ষি সকলকে যথাসাধ্য খাদ্যদ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সম্মান-সহকারে বিদায় করিলেন।

অতএব শত শত সংখ্যায় মিত্রবৃদ্ধি করা মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য হইতেছে।—দেখ, ইন্দুরের সহিত মিত্রতা করাতেই কপোতেরা অনায়াসে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত হইল।

"চতুর" নামক কাক তৎসমুদয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইল, এবং কহিল, হে মূষিকরাজ! তুমি ধন্য। তুমিই ধন্য।—হে ভদ্র! তোমার মিত্রতারূপ রত্নলাভের নিমিত্ত আমি অত্যন্ত লোলুপ হইয়াছি।—অনুকম্পা পুরঃসর আমাকে সেই পরমধন বিতরণ কর।

"মূষিক, গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কে তুমি, এখানে আগমন করিয়াছ?"

কাক কহিল, আমি "চতুর" নামক কাক, আপনার ধার্ম্মিকতা, বন্ধুতা এবং করুণা প্রভৃতি গুণে বদ্ধ হইয়া প্রণয়-করণার্থ নিতান্তই উৎসুক হইয়াছি।

ইন্দুর কহিলেন, তোমার সহিত আমার সখ্যভাব কিরূপে সম্ভবে? যেহেতু আমি ভক্ষ্য, তুমি ভক্ষক। অপিচ কুল এবং স্বভাব জ্ঞাত না হইয়া অকস্মাৎ আগন্তুকের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত হয় না।

পদ্য।

হিংস্রকের সহ-বাস, না হয় উচিত।
ভক্ষকের প্রেম কোথা, ভক্ষ্যের সহিত? ॥
খলের প্রণয়ে কার, কবে হয় হিত।
হিত ভেবে প্রীতি কোরে, ঘটে বিপরীত ॥
প্রেমভাবে থাকে কোথা, করী আর হরি?।
প্রেমভাবে থাকে কোথা, হরি আর হরি? ॥
বাঘ বল, কোন্‌কালে, মেষপালে পালে?]
কোন্‌কালে প্রেম হয়, ইঁদুর বিড়ালে ॥
কোন্‌কালে প্রেম হয় পুণ্য আর পাপে।
কোন্‌কালে প্রেম হয়, বেজী আর সাপে ॥
কোন্‌কালে প্রেম হয়, আলো আর ঘোরে।
কোন্‌কালে প্রেম হয়, সাধু আর চোরে ॥
কোন্‌কালে কাঁচ সহ, তুল্য হয় হেম।
হীন-সহ, সবলের, কবে হয় প্রেম? ॥
অমৃত অমৃত সহ, কখনো কি রয়?।
দুধের সহিত কোথা, ঘোলের প্রণয়? ॥
এক ঠাঁই কোথা থাকে, সত্য আর ছলে?।
সবলের প্রেমে প্রেমী, কবে হয় খল? ॥
ব্যাধের নিকটে কোথা, প্রেম পায় পাখি? ॥
কুঠারের কাছে কোথা, প্রেম পায় শাখি? ॥
কোন্‌কালে মিল হয়, অগ্নি আর জলে?।
কোন্‌কালে মিল হয়, শূন্য আর স্থলে?।।
সরল স্বভাবে হোলে, উভয় সমান।
পরস্পর প্রেম করা, বিহিত বিধান ॥

কুল, শীল, স্বভাবের, নিয়ে পরিচয়।
সবিশেষ জ্ঞাত হবে, ভাব সমুদয়॥
অকস্মাৎ আগন্তুকে, করিয়া বিশ্বাস।
কোনোমতে বিধি নয়, তায় সহ বাস॥
স্বভাবে জানিব যারে, সুশীল সুজন।
মিত্রভাবে লব গিয়া, তাহার শরণ॥
তার সহ সদালাপে, দূর হবে দুখ।
স্থির প্রেমে চিরকাল, পাব কত সুখ॥
একে দ্বেষী, তাহাতে, অজ্ঞাতপরিচয়।
কেমনে তোমার সহ, করিব প্রণয়?॥
বিড়ালের বাক্যে ভুলে, করিয়া প্রণয়।
অবশেষে শকুনির দশা পাছে হয়॥
প্রাচীন শকুনি, এক সালবৃক্ষ পরে।
পাখিদের ছানাগুলি, সদা রক্ষা করে॥
বিড়াল, তপস্বীবেশ, করিয়া ধারণ।
কহিল কপট করি, ধর্ম্মের বচন॥
"রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে হরে"।
কেমন করিরা লোক, জীবহত্যা করে?॥
অনায়াসে বাঁচে প্রাণ, ফল মূল খেয়ে।
ধর্ম্ম আর কিছু নাই, "অহিংসার চেয়ে॥
তরু আছে, শাক আছে, পাতা আছে ডালে।
পাপ কোরে কেন তবে, পোড়া-পেট পালে?॥
কত কষ্টে আহরণ, আমিষ-ভক্ষণ।
পরিণামে, পরিপাকে, মলের সৃজন॥
আহারেতে, এক জীব, কিছু সুখ পায়।
এক জীব একেবারে, যমালয়ে যায়॥
যাহারে ছেদন কর, লোভে করি ভর।
মৃত্যুকালে হয় সেই, কেমন কাতর?॥
দেখিয়া না হয় মনে, দয়ার উদয়।
হায় হায়, হায়, এরা, এমন নিদয়?।
প্রথমে করেছি কত, পাপ-আচরণ।
হয়েছি তপস্বী শেষ, কোরে চান্দ্রায়ণ॥
শরীরে ইন্দ্রিয় আর, নহে বলবান।
এখন কেবল করি, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান॥
সমুদয় নাশ হয়, দেহের সহিত।
মোলে পরে আর কেহ, নাহি করে হিত॥
কেবল সঙ্গেতে যায়, এক মাত্র ধর্ম্ম।
সকল সময়ে করে, মিত্রতার কর্ম্ম॥
অতএব কর সবে, ধর্ম্মের সঞ্চয়।
পাপ যেন, মনের, নিকটে নাহি রয়॥
দ্বেষ, হিংসা, পরিহরি ক্ষমাগুণ ধর।
সাধ্যমতে, জগতের, উপকার কর॥
এ প্রকার মহাগুণে, বিভূষিত যেই।
ইহলোকে স্বর্গসুখ, ভোগ করে সেই॥
তার সহ থাকে যেই, ধার্ম্মিক সে, হয়।
সাক্ষাৎ 'দেবতা" তারে, সকলেই কয়॥
আর তার, শাপ, তাপ, কিছু নাহি রয়।
'সাধুসঙ্গে স্বর্গবাস" শাস্ত্রে তাই কয়॥
এরূপ কপট ধর্ম্মে, ভেবে পুণ্যবান।
শকুনি বিশ্বাস করি, দিলে তারে স্থান॥
তাপসের বেশধারী, বিড়াল তখন।
পাখির শাবক সব, করিল ভোজন॥
শকুনি খেয়েছে 'ছানা" ভেবে এ প্রকার।
সকল পাখিতে তারে, করিল সংহার।
সহজে দুর্ব্বল আমি, কি জানি, কি হয়।
তোমার প্রণয়ে ভাই, তাই করি ভয়॥

কাক কহিতেছেন। ভাই, আমি প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, আশ্রিত, অতিথি।—তুমি মহৎ হইয়া আমাকে সুসম্ভাষণে কেন কৃপণ হইতেছ? অতি শত্রুব্যক্তি গৃহে আইলেও তাহাকে আদর করিতে হয়।

দীর্ঘ চৌপদী।

কোনোরূপ অভিলাষে, শত্রু যদি কাছে আসে,
সুমধুর প্রিয়ভাষে। কর তার তোষণা
প্রেমভাব মনে ধরি, পূর্ব্বভাব পরিহরি,
দ্বেষভাব দূর করি, স্বভাবেরে দোষনা॥
বাহিরের শত্রু যারা, কি করিতে পারে তারা,
ভিতরের শত্রুগণে, একেবারে রোষনা।
ভেদ নাই আত্ম পরে, থাকো নিজ ভাবভরে,
অনুরাগ রবিকরে, "ভ্রান্তিনদী" শোষনা॥

আপনার কলেবরে, মানসের সরোবরে, নিজবোধ কবে হবে; নিজভাব ভাব সবে
মোহন-মরাল চরে, সেই পাখি পোষনা। এই ভবে বিধিরবে রবে ভবে ঘোষণা॥

পয়ার।

অতিশয় নীচ লোক বাসে যদি আসে।
প্রিয়ভাষে সাধু তারে তখনি সম্ভাষে॥
সমাদর, সাধুভাষ, সুজনের কাছে।
স্থল, জল, আসনের অভাব কি আছে?॥
মহতের মহিমার, কি কহিব ভেদ।
তার কাছে, ছোট, বড়, কিছু নাই ভেদ॥
কিছুতেই নাহি ভাবে, মান, অপমান।
শত্রু আর মিত্র তার উভয় সমান॥
দেখ দেখ, নিশাপতি, কিবা গুণ ধরে।
ইতর বিশেষ, কিছু ভেদ নাহি করে॥
কোথা বা, চণ্ডাল নীচ, কোথা বিপ্রবর।
সমভাবে সকলের ঘরে দেন কর॥
আপনি রাহুর মুখে, হইয়া পতন।
"মুক্তিস্নানে" নরে করে, মুক্তি বিতরণ॥
কুঠারে তরুর মূল, ছেদন যে, করে।
ছায়াদানে তরু তবু, তাপ তার হরে॥
স্বকরে আখের মূল, যে, করে ছেদন।
মধুর আস্বাদ তারে করে বিতরণ॥
যতদিন লবে তুমি, আশ্রমের সুখ।
কেহ যেন আশ্রয়েতে, না হয় বিমুখ॥
তবেই মহিমা বুঝি, ভ্রম যদি হর।
যে, যেমন পাত্র, তারে, সেইরূপ কর॥
যথাসাধ্য সেবা কর, দিয়ে কিছু গ্রাস।
অতিথি কখনো যেন, না হয় নিরাশ॥
কিছু যদি নাহি জোড়ে, হোয়ে নিরুপায়
বিনয়েতে তুষ্ট করি, করিবে বিদায়॥
অতিথি যদ্যপি হয়, বিমুখে বিদায়।
আপনার পাপ দিয়ে, পুণ্য লোয়ে যায়॥
রীতিমত, যদি তার, রাখ তুমি মান।
পাপ নিয়া, আপনার, পুণ্য করে দান॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুষ্টয়।
ব্রাহ্মণ সবার গুরু, শাস্ত্রে এই কয়॥
রমণীর পতিগুরু, তাহে কি সংশয়।
সকল বর্ণের গুরু, অতিথি, যে, হয়॥
সর্ব্বদেব স্বরূপ, অতিথি, এই জেনে।
যথাশক্তি পূজা কর, নীতিশাস্ত্র মেনে॥
প্রেমের অতিথি আমি, অন্য নাহি চাই।
প্রেমধন আমায়, প্রদান, কর ভাই॥

ইন্দুর কহিলেন। অতিথি সর্ব্বত্রই পূজ্য বটে, কিন্তু দুষ্টাভার্য্যা, খল মিত্র, প্রত্যুত্তরদায়ক দাস এবং সর্পের সহিত বাস করা বিধেয় নহে।

পদ্য।

দারা যদি দুষ্টা হয়, দূর কর তারে।
সে যেন নিকটে আর, আসিতে না পারে॥
দাস হোয়ে করে যেই, সমান উত্তর।
তার চেয়ে নাহি আর, অধম কিঙ্কর।
কখন কি রূপ কহে, সদা এই ভয়।
এ দাসের, প্রভু যেন, কেহ নাহি হয়॥
মিত্র যদি খল হয়, মিত্র সেই নয়।
তার চেয়ে শত্রু আর জগতে কি হয়॥
গরল মিশ্রিত সুধা, মন্দ অতিশয়।
সেইরূপ অবিকল, খলের প্রণয়॥
হ, প্রেমালাপে, ঘটে বিপরীত।
খলের ছলের প্রেমে, নাহি হয় হিত॥
সর্প-সহ গৃহে বাস, না হয় বিধান।
কখন্ দংশন করি, বিনাশিবে প্রাণ॥
নষ্টানারী, খলমিত্র, অবিনয়ী দাস।
সমভাবে, সকলেই, করে সর্ব্বনাশ॥
সর্প সহ একঘরে, বাস যদি হয়।
তথাচ এদের সহ, বাস বিধি নয়॥
সাপের কামড়ে বটে, মরে জীবগণ।
এ তিনের কামড়েতে, জীয়ন্তে মরণ॥
প্রতীকার নাহি তার, ঘোর বিড়ম্বনা।
বেঁচে থেকে চিরকাল, সমান যন্ত্রণা॥

ভাই! "মিত্র" এই শব্দটি শুনিতে অতি সুমধুর বটে, কিন্তু সমূহ সৌভাগ্য ব্যতীত, কখনই মিত্রলাভ হয় না, এক হরিণের সহিত এক কাকের যথার্থরূপ মিত্রতাই হইয়াছিল, এক বঞ্চক-বন্ধু বঞ্চক কপট-প্রণয়ে সেই কুরঙ্গকে পাশবদ্ধ করিয়াছিল, অকপট-সরল বন্ধু কাক তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিল।

পদ্য।

"কাক" আর "মৃগ" এক, চম্পকনগরে।
অকপট-প্রেমে দোঁহে, সুখে বাস করে॥
বঞ্চক বঞ্চক এক, তথায় আসিয়া।
কহিল মৃগের প্রতি, বিনয় করিয়া॥
শুনেছি, ধার্ম্মিক তুমি, প্রেমিক পণ্ডিত।
প্রণয় করিতে চাই, তোমার সহিত॥
দুখে করি দিনপাত, এই বনে রোয়ে।
মৃতদেহ বোয়ে মরি, বন্ধুহীন হোয়ে।
তোমায় প্রাণের প্রিয়, করি দরশন।
আজ্ আমি মৃতদেহে, পেলেম জীবন॥
তব অনুচর হোয়ে, থাকিব এ বনে।
"সাধু-সঙ্গ স্বর্গসুখ" পাব প্রতিক্ষণে॥
স্বভাবে সরল মৃগ, চাতুরী না জানে।
শৃগালে আদর করি, রাখিল সম্মানে॥
সন্ধ্যাকালে "কাক" কহে, মৃগ সন্নিধানে।
কোথা হোতে ধূর্ত্ত "শ্যাল" এসেছে এখানে?॥
"কুরঙ্গ" কহিল, ইনি, "জম্বুক" সুজন।
এসেছেন, মিত্র লাভ-সম্ভোগ কারণ॥
"কাক" কহে, কেন এরে দিয়েছ আশ্বাস?
অকস্মাৎ আগন্তুকে, কোরো না বিশ্বাস॥
বিশেষত, স্বভাবত "শ্যাল" শঠ হয়।
মিত্রতার যোগ্য এরা, কখনই নয়॥
কোপে কাঁপে কলেবর, কদলির প্রায়।
"শ্যাল" বলে, "কাক" তুমি, কি বল আমায়?॥
আগন্তুক আমি বটে, তাহে কি সংশয়।
দৃষ্টি মাত্রে শত্রু, মিত্র, ভেদ কিসে হয়?॥
যখন মৃগের সহ, প্রথম মিলন।
কিরূপে বিশ্বাসী তুমি, হইলে তখন?॥
নিজে "কাক" নষ্ট তুমি, নষ্টব্যবহার।
নষ্ট তাই, দেখিতেছ, অখিল সংসার॥
কুরঙ্গের নিকটে, মানুষ নাই আর।
বেড়েছে তোমার তাই, এত অহঙ্কার॥
শুক, পিক, হংস আদি পক্ষি নাই যথা।
কটুভাষি কাকের, আদর হয় তথা॥
যে বনেতে সিংহ আদি, নাহি, মৃগপাল।
সে বনেতে রাজা হয়, চতুর শৃগাল॥
ভুজঙ্গের অবস্থান, যেখানে না রয়।
মহীলতা "কেঁচো" তথা, বিষধর হয়॥
যে দেশেতে, নাহি থাকে, সাধুর সমাজ।
সেদেশে প্রভুত্ব করে, চোর ধূর্ত্তরাজ॥
যেদেশেতে বিদ্যমান, নাহি, বিজ্ঞবর।
সেদেশেতে হয় শুধু, মূর্খের আদর॥
যেদেশে উদয় নাই, চাঁদ সুধাকর।
সেদেশে প্রদীপ হয়, আলোর আকর॥
যেদেশেতে দাতা নাই, দাতা তথা "রেয়ো।"
যেদেশেতে "সতী" নাই, বেশ্যা তথা এয়ো॥
সুফলের তরু যথা, নহে ফলবান।
সেদেশে "ভেরেণ্ডা" হয়, তরুর প্রধান॥
দ্বিতীয় সুহৃদ্ কেহ, নহে বিদ্যমান।
এখানে হয়েছ তাই, তুমিই প্রধান॥
একথা শুনিয়া কাক, নীরব হইল।
মিত্রতা করিয়া "মৃগ" পাণ্ডবে রাখিল॥
এক দিন, প্রভাতে, শৃগাল শঠ কয়।
আমার সহিত এসো, মিত্র মহাশয়॥
খেৎ-ভরা, খন্দ আছে, খাবে খুব সুখে।
কচি-কচি শিশ্-গুলী, আগে দেবে মুখে॥
সে কথায় লোভে মৃগ, করিয়া গমন।
নবনব শস্য করে, সুখেতে ভোজন॥
একদিন কৃষকেরা, পেতেছিল জাল।
মৃগ তাহে বদ্ধ হোলো, ঘটিল জঞ্জাল॥
হরিণ পড়িয়া পাশে, কহিছে তখন।
ওহে বন্ধু, কর কর, বন্ধন-মোচন॥
তোমা বিনে এ শঙ্কটে, কে করে নিস্তার?।
এ বিপদে বন্ধু বিনা, গতি নাই আর॥

ছলহীন অকপট "বন্ধু" যেই হয়।
তাহারে জানিতে পারি, বিপদ সময় ॥
ধীর যোদ্ধা, বীর যোদ্ধা, "শূর" যেই হয়।
তাহারে জানিতে পারি সংগ্রাম সময় ॥
"শুচি" বোলে, যারে সবে, করে সম্বোধন।
ঋণেতে জানিতে পারি, তার আচরণ ॥
ধনহীন হোলে পরে, বস্ত্র নাই আর।
তখন জানিতে পারি, ভার্য্যার ব্যাভার ॥
বান্ধবের ব্যবহার, যেরূপ প্রকার।
ব্যসনের কালে হয় বিশেষ প্রচার ॥
ব্যসন, দুর্ভিক্ষ আর, দেশ উপদ্রব।
শ্মশান, নৃপতিদ্বার, মহা মহোৎসব ॥
সুখে দুখে, সর্ব্বকালে, যে, হয়, সহায়।
বান্ধব বলিয়া আমি, পূজা করি তায় ॥
খল শৃগাল হৃষ্টমনে, ভাবে এ প্রকার।
এতদিনে আশা পূর্ণ, হইল আমার ॥
রক্তমাখা হাড়গুলা, অবশ্যই পাব।
মনে যত সাধ আছে, পেটভোরে খাব ॥
শৃগাল কহিছে করি, "কাঁচুমাচু" মুখ।
আহা ! তব দশা দেখে, ফেটে যায় বুক ॥
মাথায় আকাশ যেন, পড়িতেছে খসি।
একে আজ্ "রবিবার" তাহে "একাদশী" ॥
উপায় না পেয়ে স্থির, ভেবে হই মাটি।
চামের নির্ম্মিত-পাশ, কেমনেতে কাটি ? ॥
দাঁতে করা দূরে থাক্, ছুঁলে হবে হানি।
সদ্য সদ্য, "ধর্ম্ম" যাবে, যাবে "হিন্দুয়ানী" ॥
রহিব নিকটে করি, নিশি জাগরণ।
যখন "পোয়াবে" রাৎ, বাঁচাব তখন ॥
সন্ধ্যাকালে "কাক" এসে চাঁপার তলায়।
প্রাণপ্রিয় মিত্রমৃগে, দেখিতে না পায় ॥
চারিদিগ্ অন্বেষণ, করিতে করিতে।
বন্ধনদশায় তারে, পাইল দেখিতে ॥
"কাক" কয়, কোথা সেই,
নব-মিত্র খল ?।
বটে এই, মিত্র-কথা, অবজ্ঞার ফল ॥
মৃগ কয় ধূর্ত্ত শৃগাল, এখানেই আছে।
[illegible] আমার মাংস, মনে করিয়াছে ॥

"বায়স, বিলাপ করি, ব্যথা পেয়ে কয়।
ওরে রে-পামর তুই, এমন্ নিদয় ? ॥
প্রিয়বাদি ছলকারি, যত খল নর।
মুখে এক, পেটে আর, 'অতি ভয়ঙ্কর ॥
সাক্ষাতে জানায় যেন, কতই সুশীল।
মনের মন্দিরে আঁটা, ছলনার খিল ॥
বাহিরে আশ্রিত হোয়ে, ভণ্ডভাব ধরে।
অসাক্ষাতে সর্ব্বনাশ, প্রাণনাশ করে ॥
এমন্ দুর্জ্জন জনে, নাহি দেবে স্থান।
তার হাতে মান যাবে, যাবে ধন প্রাণ ॥
স্বভাব হইলে মন্দ, গুণ নাহি রাখে।
'আঙার' কি, কোনো কালে,
ভাল হোয়ে থাকে ? ॥
ছুঁইলে আঙার তপ্ত, ঘটায় ব্যাঘাত।
শীতল করিলে পর্শ, কালো হয় হাত ॥
দেখ দেখ, খল মশা কিরূপ প্রকার।
প্রাণির আশ্রিত হোয়ে, করে ব্যবহার ॥
পায়ে পোড়ে শিরে চোড়ে, কাণে কোরে গান।
ক্রমে ক্রমে করে সব, ছিদ্রের সন্ধান ॥
এমন "মশক" লোক, ঘরে রাখে পুষে।
লোম ফুঁড়ে, শুঁড় জুড়ে, রক্ত খায় শুষে ॥
মশা হোতে নীচ দেখি, যত খল জনে।
শোণিত শুকায়ে যায়, তাদের স্মরণে ॥
জগতের উপকারি, সদয়-হৃদয়।
সমভাবে সকলের, সহিত প্রণয় ॥
সহজে সুধীর অতি, সাধু সদাশয়।
স্বপনে কাহারে নাহি, কটু কথা কয় ॥
অহিত-রহিত মন, সর্ব্বগুণধর।
ইহলোকে সাধু আর, নাহি যার পর ॥
হেন জনে করে যেই, মন্দ ব্যবহার।
তার চেয়ে নরাধম নীচ নাই আর ॥
শূকরের চেয়ে হয়, হীন সেই জনা।
"মানব" বলিয়া তার, না হয় গণনা ॥
ওগো মাতঃ, বসুমতি, স্থূল কথা কহ।
কুজনের পাপভার, কেমনেতে বহ ? ॥
এতো কি কঠিন "মাগো" তোমার হৃদয় ? ॥
পাতকিগণের ভার, অনাসেই সয় ॥

ধারণ করিছ সব. হইয়া সদয়।
হৃদয়েতে কিছুমাত্র বেদনা না হয়॥
এত বলি, "কাক" করি. উপায় নির্ণয়।
হরিণের কানে কানে, চুপি চুপি কয়॥
এরূপ ছলনা কর, শ্বাস করি রোধ।
যেন তুমি মরিয়াছ, হেরে হয় বোধ॥
মরণ নিশ্চয় করি, এসে ক্ষেত্রপাল।
যখন গুড়ায়ে লবে, আপনার জাল॥
যেমন ডাকিব আমি, অমনিই উঠে।
লাফ মেরে একেবারে, পলাইবে ছুটে॥
আশাভরে, চাসা করে, শেষে এই "ধ্বনি"।
আঃ! তুই জালেতে পোুড়ে, মরিলি আপনি॥
অন্য দিগে মন করি, জাল গুড়াইল।
কাকের ডাকেতে মৃগ, ছুটে পলাইল॥
গেল গেল, বোলে চাসা, লগুড় মারিল।
তাহার প্রহার পেয়ে, শৃগাল মরিল॥
পণ্ডিতের মুখে শুনি, এরূপ বচন।
ঘোরতর পুণ্যপাপ করে যত জন॥
তিন দিন, তিন পক্ষ, আর তিন মাস।
কিম্বা তিন বর্ষে হয়, ফলের প্রকাশ॥
পাপ কোরে পেলে খল, হাতে হাতে ফল
কাকের মিত্রতা-গুণে, বাঁচিল সরল॥
পতিতে বিরক্তানারী, আর শত্রুজন।
কখনই নাহি হয়, বিশ্বাস-ভাজন॥
এদুয়ের উপরেতে, বিশ্বাস, যে করে।
আপনার কার্য্য-দোষে, আপনি, সে মরে,॥
মার্জ্জার, মহিষ, মেষ, কাপুরুষ, কাকে।
বিশ্বাস করিলে কি হে, রক্ষা আর থাকে?॥
এই পাঁচ কখনো কি, শুভপথে ধায়?।
বিশ্বাসেতে প্রভু হোয়ে, প্রমাদ ঘটায়॥
"চতুর" চপল তুমি, তাহে বলবান।
তোমার সহিত নয়, প্রণয়-বিধান॥

মূষিকের এই বচনে "চতুর" নামক কাক কহিলেন।

তোমাকে ভক্ষণ করিলে কি আমার আর চিরকালের জন্য ভোজন করিতে হইবে না? আমি তোমার সমস্ত কথাই শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তোমার ন্যায় এবং সেই "চারুমতি" কপোত-রাজের ন্যায় আমি ধার্ম্মিক পুরুষ কুত্রাপিই দেখিতে পাই না। অতএব তোমার সহিত অবশ্যই প্রণয় করিব, তুমি যদি নিতান্তই বিমুখ হইয়া আমাকে বন্ধুত্বরূপ বিত্ত-বিধানে বঞ্চিত কর, তবে এই খানেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।

তৎপরে "সুহৃদ্" নামক মূষিকরাজ বিবর হইতে বহির্গত হইয়া কহিলেন, আমি তোমার বচনে অমৃতাভিষিক্ত হইলাম।—হে ভাই!.তুমিই যথার্থ মিত্রতার যোগ্যপাত্র।—নির্জ্জনে অভেদভাবে ব্যবহার, আর মঙ্গল-প্রার্থনা, ইহাই সাধু মিত্রের সুলক্ষণ, তাহা তোমাতেই দেখিতেছি। নিষ্ঠুরতা, চিত্তচাঞ্চল্য, ক্রোধ, মিথ্যাকথন এবং দ্যুতক্রীড়া, এই সকল দোষ যাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে, তিনি কখনই মিত্র নহেন, তোমাতে ইহার একখানিও দোষ দেখিতে পাই না। বাক্যের দ্বারাই পটুতা এবং সত্যবাদিত্ব প্রকাশ পায়। আর চাঞ্চল্য ও অচাঞ্চল্য, ইহাও প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝা যায়।—যাহারা কোমল অথচ নির্ম্মল চিত্ত, তাহারদিগের মিত্রতা এক প্রকার,—এবং খলতাপূর্ণ দুষ্ট-লোকেরদের প্রণয় অন্য প্রকার, তুমি সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ট, মহাত্মা, অতএব তোমার সহিত প্রণয় করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

তদনন্তর উভয়েই ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় মিত্রতা স্থাপন করিল। তদবধি সেই ইন্দুর এবং কাক পরস্পর আহার, দান, মঙ্গলপ্রস্তাব এবং সদলাপ দ্বারা কালযাপন করিতে লাগিল।

এক দিবস "চতুর" সুহৃদ মূষিককে কহিলেন, এখানে আহারের অত্যন্ত কষ্ট, অনেক দুঃখে আহরণ করিয়াও উদর পূর্ণ হয় না। এজন্য আমি স্থানান্তরে গমনের প্রার্থনা করি।

ইন্দুর কহিলেন। ভাই! তুমি কোন্ স্থানে গমনের অভিলাষ করিয়াছ? যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা গমন সময়ে অগ্রে একপদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া পশ্চাতে অপর পদ চালনা

করেন, এবং উত্তমরূপ নূতন স্থাপন নিরূপণ না করিয়া আপনার পূর্ব্বস্থান কখনই পরিত্যাগ করেন না। যেদেশে বিদ্যা নাই, বিদ্বান্ নাই, বৃত্তি নাই, বান্ধব নাই, সম্মান নাই, সজলানদী নাই, চিকিৎসক নাই, ঋণদাতা নাই, পুরোহিত নাই লোকের গমনাগমন নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই, দাতা নাই, প্রণয়ী নাই, এবং নিপুণ-মনুষ্য নাই, সেদেশে বাস করা কখনই কর্ত্তব্য হয় না। কেননা তথায় মানবজন্মের সুখ ও মনুষ্যত্বলাভের কিছু মাত্রই সম্ভাবনা নাই।

পদ্য।

বুদ্ধিমান জন যত, গমনের কালে।
এক পদ আগে, ফেলে, অন্য পদ চালে॥
দেখিতে দেখিতে চলে, চালে পদদ্বয়।
যেতে যেতে পথে কোনো, বিপদ না হয়॥
নিবাস বলিয়া যথা, কর অবস্থান।
ভাল যদি নাহি হয়, তোমার সে স্থান॥
স্থানান্তরে যেতে লোক, করিলে বিধান।
করিবে বিশেষরূপে, তাহে প্রণিধান॥
আগেতে উত্তম স্থান, করি নিরূপণ।
পশ্চাতে তথায় তুমি করহ গমন॥
বাসের বিহিত স্থান, না হোলে নির্ণয়।
কোনোমতে নিজস্থান, ত্যাগ করা নয়॥
মানুষের যাতায়াত; যে দেশেতে নাই।
ভয় আর লজ্জা, যথা নাহি পাই ঠাঁই॥
বৃত্তি নাই, বিদ্যা নাই, নাহি বিদ্যাবান।
নাহি যথা ঋণদাতা, নাহি যথা দান॥
শান্তি নাই, দয়া নাই, নাই যথা মান।
নদী নাই, বৈদ্য নাই, নাই ধনবান॥
প্রণয়ীবান্ধব নাই, নাই পুরোহিত।
সে দেশেতে বাস করা, না হয় বিহিত॥
এমন্ অধমদেশে, বাস করে যারা।
মানব দেহের সুখ, নাহি পায় তারা॥
ধর্ম্ম নাই, প্রেম নাই, নাই জ্ঞান-আলো।
তার চেয়ে বনে গিয়ে; বাস করা ভালো॥

কাক কহিলেন। দণ্ডকারণ্যে, কর্পূর সরোবরে "মোহন" নামক "কচ্ছপ" আমার বহু কালের বন্ধু, তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনি ধার্ম্মিক, অনেকেই পরের উপদেশে পণ্ডিত, কিন্তু স্বয়ং ধর্ম্ম-আচরণে পণ্ডিত নহেন। ইঁহার বাক্য যেরূপ, ব্যবহার এবং কার্য্যও সেইরূপ।

পদ্য।

অনেকেই বক্তা হয়, উপদেশ গেয়ে।
অনেকেই বক্তা হয়, উপদেশ পেয়ে॥
কেহ বা করিছে ব্যয়, মুখের বচন।
কেহ বা শ্রবণে তাহা করিছে শ্রবণ॥
বলাবলি, শুনাশুনি, করে পরস্পর।
কেহ বা প্রবেশ করে, ধর্ম্মের ভিতর॥
নানারূপ শাস্ত্রকথা, প্রকাশ করিয়া।
পরিচয় দেয় সবে, পণ্ডিত বলিয়া॥
বিদ্যার সাগর বটে, গুণের আধার।
ফলে দেখি, কারো নাই, ধর্ম্মে অধিকার॥
পরস্পর জয়লাভে, সবাই ব্যাকুল।
বিচার সাগরে ডুবে, নাহি পায় কূল॥
সে সাগরে, খেলিতেছে, "অভিমান-ঢেউ।"
ও পারে কি বস্তু আছে, নাহি জানে কেউ॥
তরঙ্গ-সময়ে সেই, তরঙ্গে পড়িয়া।
"হাবুডুবু" খায় শুধু, ভাসিয়া ভাসিয়া॥
সকলেই চলিতেছে, ভাসিতে ভাসিতে।
নিজ নিজ "আয়ুধন" নাশিতে নাশিতে॥
বিচার বিচার করি, দ্বন্দ্ব কোরে মরে।
আপন বিচার আর কেহ নাহি করে॥
কতই কল্পনা করে, কথায় কথায়।
কেবল কুতর্ক করি, কুপথ দেখায়॥
"দর্শন" দর্শন করি, ঘুরিছে সবাই।
সে দর্শন কোথা তার, নিদর্শন নাই॥
করিছে "বাদার্থ" কত বিচারের বলে।
'ন্যায়" পোড়ে ন্যায় কথা, কেহ নাহি বলে॥
না করে, সিদ্ধান্ত কিছু "বেদান্ত" পড়িয়া।
অবিশ্রান্ত "ধ্বান্তকূপে" রয়েছে পড়িয়া॥

শাস্ত্র পোড়ে, যিনি হন, ধর্ম্মপরায়ণ।
দূর করে, সকলের, মনের আঁধার ॥
"প্রেম-ফুলে" আমি তার, পূজিব চরণ ॥
মনের সন্তাপ যত, যে করে হরণ।
শাস্ত্র পোড়ে, নিজতত্ত্ব, যে করে বিচার।
শিষ্য হোয়ে আমি তাঁর, পূজিব চরণ ॥

তাঁহার নিকট গমন করিলে সেই ধার্ম্মিক-বন্ধু প্রিয়বাক্যে, ধর্ম্মোপদেশে এবং উত্তমরূপ আহার দ্বারা তৃপ্ত করিবেন।

ইন্দুর কহিলেন, ভাই, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার সহিত বিচ্ছেদ হইলে আমি আর ক্ষণার্দ্ধকালো জীবিত থাকিব না, অতএব চল, আমিও তোমার সঙ্গে সেই "মোহনে"র নিকট গমন করি।

তাহার পর উভয়েই একত্র হইয়া কূর্ম্মের নিকট দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। কচ্ছপ দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া কাক এবং ইন্দুরকে সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন।

কাক কচ্ছপকে কহিলেন, হে বন্ধো! এই মূষিকরাজ সাক্ষাৎ ধর্ম্মপুত্র, অতএব অগ্রেই ইহার উচিত মত আতিথ্য কর, ইনি প্রধান পুণ্যবান এবং সমস্ত গুণের ভূষণেই ভূষিত, এই প্রস্তাবের পরেই "কূর্ম্মরাজের" নিকট "চারুমতি কপোতরাজে"র বন্ধন বিমোচনের বৃত্তান্ত ব্যূহ বিশেষরূপে বর্ণনা করিলেন।

"মোহন" যথাসম্মানে "সুহৃদের" সেবা করিয়া বিনয় বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পূজ্যবর মহাত্মন্! তোমার এই বিরল বিপিনে আগমন করণের কারণ কি? শুনিতে অভিলাষ করি।

ইন্দুর কহিলেন। পূর্ব্বে আমার অনেক ধনসম্পত্তি ছিল, সেই ধনেতেই স্বজাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া সকলের উপর প্রভুত্ব করিতাম,—একজন সন্ন্যাসী সেই সমস্ত ধন সংহরণ করাতেই নির্ধন হইয়া মনের দুঃখে বিজনবনে আগমন করিয়াছি

পদ্য।

ধনবলে ধনিজন, সদাই স্বাধীন।
এ জগতে, সকলেই, ধনের অধীন ॥
ধন না থাকিলে পর, মরে নর দুখে।
দীন হোলে, কবে কার দিন যায় সুখে? ॥
ধনেতেই পূজ্য হয়, ধনেই আদর।
বৃহস্পতি আদি সবে, ধনের কিঙ্কর ॥
ধনহীন জন যেই, বৃথা জন্ম তার।
প্রতিকূল হয় তারে, দারা পরিবার ॥
যেখানে সেখানে যায়, আদর না হয়।
"লক্ষ্মী ছাড়া" বোলে কেহ, কথা নাহি কয় ॥
গুণ, জ্ঞান কিছু তার, না হয় প্রকাশ।
মনে মনে মোরে রয়, পেয়ে উপহাস ॥
ধনী যদি মূর্খ হয়, দুঃখ কিবা তার।
"পণ্ডিত" বলিয়া সবে, করে নমস্কার ॥

কুরূপ হইলে ধনী, ধনে রূপবান।
সকলে স্বরূপ দেখে, কামের সমান ॥
সবদিগে ধনীদের, সুখের সংযোগ।
দরিদ্রের চিরকাল, সম কষ্টভোগ ॥
বিশেষত, ধনী হোয়ে দীন যেই হয়।
মরণ মঙ্গল তার, বাঁচা বিধি নয় ॥

হরি, করী আদি মৃগ, থাকে যেই বনে।
তথা গিয়ে বাস কর, হরষিত মনে ॥
তরুর তলেতে গিয়ে, সুখে কর বাস।
নিদ্রার ভাবনা কিবা,
"শয্যা" আছে ঘাস ॥
বৃক্ষের বাকল আছে, কর পরিধান।
বস্ত্রের ব্যাপার তায়, হবে সমাধান ॥

পাড়িয়া গাছের ফল, করিয়া ভোজন।
করপাত্রে নদীনীর, করহ ভক্ষণ॥
তাহে কিছু খেদ নাই, নাই কিছু দুখ।
দেখিবে না, কারো মুখ, দেখাবে না মুখ॥
ধনহীন হোলে পরে, মান নাহি রয়।
স্বজাতি-সমাজে থাকা, ভাল তাই নয়॥
যেখানে প্রতাপ ছিল, সিংহের সমান।
"ধনবান" বোলে সবে করিত সম্মান॥
যায় যাবে, নিবে যাক, জীবনের আলো।
সেখানে শৃগাল হোয়ে, থাকা নয় ভালো॥

অনায়াসে জল খেতে, পায় যেইজন।
অভয়ে মধুর অন্ন, যে, করে ভোজন॥
সহজেতে, এরূপ, নির্ব্বাহ, হয় যার।
মানবেতে তার চেয়ে, সুখী নাই আর॥
কাজ নাই, ক্ষীর, সর, নবনী, শর্কর ?।
কাজ নাই, মেঠায়াদি, মণ্ডা মনোহর ?।
কাজ নাই, ঘৃত, দধি, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ?॥
তার তার, গ্রহণেতে নাহি প্রয়োজন॥
অধীন, না, হোয়ে কারো, যথাকালে ভাই।
গৃহে বোসে, এক মুঠো অন্ন যদি পাই॥
কুবেরের ধন, আর, স্বর্গে কাজ নাই।
সেই সুখে, হাসি, খেলি,
নাচি আর গাই॥

বরঞ্চ নীরব থাকা, সুবিধান হয়।
মিছে কথা, বলা তবু, ভাল নয় নয়॥
"নপুংসক" ভাল, তাহে, এক দোষ রয়।
"পরনারী ভোগ করা" ভাল, তবু নয়॥
বরং মরণ ভাল, কি ফল জীবনে ?।
রুচি যেন নাহি হয়, খলের বচনে॥
বরং, ভিক্ষায় ভর, করা ভাল হয়।
পরধন আস্বাদন, ভাল তবু নয়॥
"গোশালা" থাকুক শূন্য, তাহে কেবা দুষে।
কিছুমাত্র লাভ নাই, দুষ্ট-গোরু পুষে॥
"বেশ্যা" যদি, "ভার্য্যা" হয়, তাহে নাই দুখ।
সদা কাল সমভাবে, প্রণয়ের সুখ॥

বিনয়বিহীনা হোলে, কুলবধূ দারা।
নিয়ত ফেলিতে হয়, নয়নের ধারা॥
না, হোলো, রমণীভোগ ক্ষতি তাহে নাই।
"মুখরা প্রখরানারী, তথাচ না চাই॥
যে রাজা অন্যায় করি, করে অবিচার।
যে রাজার অধিকারে, নাহি সুবিচার॥
বনে গিয়ে বাস করা বিধি যদি হয়।
তবু তার অধিকারে, থাকা ভাল নয়॥
অনাহারে, দেহে প্রাণ, না রয় না রয়।
অধমের উপাসনা, ভাল তবু নয়॥
"চন্দ্রিকা" নিশিতে যথা, অন্ধকার হরে।
"জরা" এসে, দেহে যথা, শোভা নষ্ট করে॥
"সাধুসঙ্গ" হরে যথা, অন্তরের তাপ।
"হরিকথা" হরে যথা, সমুদয় পাপ॥
সে প্রকার, সেবায়, সম্ভ্রম, হয় নাশ।
"যাজ্রায়" গুণরাশি, না হয় প্রকাশ॥
না পোড়ে, পল্লবগ্রাহী, পণ্ডিত, যে হয়।
তার চেয়ে লজ্জাহীন, কেহ আর নয়॥
ধন দিয়া "রতিসুখ" ক্রয় যেই করে।
তার চেয়ে মূঢ় নাই, ভবের ভিতরে॥
পরাধীন হোয়ে নিত্য, যে করে ভোজন।
কেমনে সুখের স্বাদ, পাবে তার মন ?॥
চিররোগী, চিরদিন, পরান্ন-ভোজন।
বাঁচন মরণ তার, মরণ বাঁচন॥
লোভরূপ-পিপাসায়, কাতর যে, হয়।
কোনোকালে, বুদ্ধি তার স্থির নাহি রয়॥
এতরূপ আন্দোলন, কোরে মনে মনে॥
জুড়াতে এসেছি ভাই, জনহীন বনে।

একজনে ছেড়ে যদি, কুল রক্ষা পায়।
অনায়াসে রাখ কুল, দোষ নাহি তায়॥
গ্রাম যদি রক্ষা পায়, কুল ত্যাগ কোরে।
তখনি তেজিবে কুল, স্থিরভাবে ধোরে॥
গ্রাম ত্যাগ করিলে, যদ্যপি, দেশ বাঁচে।
তখনি ছাড়িবে গ্রাম, যশ তায় আছে॥
আপনার কারণেতে, সকলি করিবে।
পৃথিবী ছাড়িতে হয়, তখনি ছাড়িবে॥

অধুনা এরূপ স্থির করিয়াছি, যে, সন্তোষচিত্ত জনেরাই সুখি।—অসন্তোষচিত্ত লোভি লোকেরা কখনই সুখি হইতে পারে না।

পদ্য

একে লোভী তাহে মন, পরিতুষ্ট নয়।
এ সংসারে, সুখ তার, কিছুতে না হয়॥
সদা যেই পরিতুষ্ট পুলকিত মন।
ঘরে বোসে পায় সেই, ত্রিলোকের ধন॥
ক্ষণমাত্র তার মনে, নাহি হয় দুখ।
সমভাবে কাটে কাল, সততই সুখ॥
চলে যেই, পায়ে দিয়ে, জুতো এক জোড়া।
ভাবে সেই, সকল-পৃথিবী, চামেমোড়া॥
যারা যায়, খালিপায়, তারা পায় কাদা।
কিরূপে তাদের হবে, পদতল শাদা?॥
কিছুতেই পরিতোষ, নহে যেই জনা।
তাহার সহিত এই জুতার তুলনা॥
প্রতিক্ষণ পোড়ে মন, স্বভাবের দোষে।
সন্তোষ যাহার মনে, থাকে সেই তোষে॥
সুখে যেই পান করে, সন্তোষের সুধা।
তার মনে নাহি থাকে, লোভরূপ ক্ষুধা॥
যথাতথা ঘুরে মরে, লোভশীল যারা।
সন্তোষের সার সুখ কিসে পাবে তারা?॥
সাধু সাধু, সাধু সেই, সাধু বলি তারে।
ধন লোভে যে না যায়, ধনিদের দ্বারে॥
মরিমরি, মরি কিবা, সাধু সেইজন।
বিরহ-অনলে যার, নাহি পোড়ে মন॥
সাধু সাধু, সাধু সেই, সাধু বাদ তার।
"নপুংসক" বোলে খ্যাতি, নাহি হয় যার॥
ধনলোভ-পিপাসায়, যারে দেয় তাপ।
কতরূপে সেই পাপী,
ভোগ করে করে পাপ॥
অনাসেই হাত দেয়, সাপের বদনে।
পর্ব্বতে প্রবেশ করি, ভ্রমে বনে বনে॥
প্রাণের উপরে মায়া, নাহি থাকে আর।
পাতালে প্রবেশ করে, সিন্ধু হয় পার॥
এইরূপে কত দূরে, করিয়া গমন।
কোনরূপে করে, কিছু, অর্থ আহরণ॥
পরিতোষ নহে তায়, নাহি মিটে ক্ষোভ।
ক্রমেই অধিক আরো বেড়ে যায় লোভ॥
যাহার অন্তর থাকে, তুষ্ট নিরন্তর।
করস্থিত ধনে সেই, করে না আদর॥
সে লোক, ত্রিলোকজয়ী,
প্রিয় সবাকার।
তার চেয়ে পুণ্যশীল, কেহ নাই আর॥
মানসিক বলে যেই, আশা করে নাশ।
নিরাশার নিকেতনে, নিত্য তার বাস॥
"নিরানন্দ" আর তার, নিকটে না যায়।
জীব হোয়ে শিব হয়, শিবের কৃপায়॥

কচ্ছপ কহিলেন। হে ভাই, তুমি ধনের নিমিত্ত কেন এতই কাতর হইয়াছ? যদি আমার অভিমত জিজ্ঞাসা কর, তবে শান্তিরূপসুধা সেবন করিয়া ধনক্ষুধা নিবারণ কর, আর যদি ধনার্জ্জন দ্বারা সম্ভোগ সুখের নিতান্তই অভিলাষ থাকে, তবে তাহার নিমিত্ত এতই ভাবনার বিষয় কি? তুমি অতি সুপণ্ডিত, বোদ্ধা, উদ্যোগী-পুরুষসিংহ, শূর, অতএব তোমার অভাব কি? সর্ব্বত্রই তোমার প্রভুত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পদ্য।

বীর আর বিদ্বানের, স্বদেশ বিদেশ।
কিছুমাত্র ভেদ নাই, ইতর বিশেষ॥
যেখানে গমন করে, সেখানেই মান।
সব-ঠাঁই হোয়ে বসে, সবার প্রধান॥
করে বীর বাহু বলে, বশ সমুদয়।
বিদ্যাবলে বিদ্বান্, সকল করে জয়॥
সহজে ধরিলে পরে, নিজ নিজ ভাব।
কোনোখানে নাহি থাকে, কিছুর অভাব॥

ল্যাজ নখ আর "দন্ত" করিয়া ধারণ।
কেশরী যখন করে, যে বনে গমন॥
সেখানেই নিজ বলে, করী করি নাশ।
মাংস আর রক্ত খায়, বিস্তারিয়া গ্রাস॥
রাজা হোয়ে করে গিয়ে, প্রভুত্ব প্রকাশ।
দাস হোয়ে সব পশু, ভয়ে করে বাস॥
প্রবল সবার কাছে, যে হয় সবল।
কোনোখানে দুর্ব্বলের, কিছু নাই বল॥
প্রবল অনলে বায়ু প্রভাব বাড়ায়।
প্রদীপ পাইলে পরে, তখনি নিভায়॥
যে পুরুষ শূর হয়, সদা তার সুখ।
ধনাভাবে কোনোখানে, নাহি পায় দুখ॥

সমাদর করে সেই, যার কাছে যায়।
সকলেই নত হয়, অধীনের প্রায়॥
আপনার বলে গিয়া, উচ্চপদে বসে।
শাসন করিয়া সব রাখে নিজ-বশে॥
বহুধনে ধনী হোয়ে, যে হয় কৃপণ।
সদাকাল পরাজয়, হয় সেই জন॥
কোনোখানে মান নাই, বৃথায় বিভব?
কৃপণতা-দোষে নিজে, নষ্ট করে সব॥
স্বভাবে সুন্দর শোভা, সিংহের জটায়।
করে বন সুশোভন, রূপের ছটায়॥
কুকুর গলায় ধরি, কনকের হার।
কখনো কি শোভা পায়, সেরূপ প্রকার?॥

ভাই, তোমার কৃপণতা দোষেই এরূপ হইয়াছে, কারণ তুমি সদ্ব্যয় দ্বারা ধনের এবং দেহের সার্থকতা কর নাই।

দাতার অন্তরে নাহি, থাকে অভিমান।
প্রিয়বাক্যে দান করে, সেই দান দান॥
অহঙ্কার নাহি যার, জ্ঞানী বলি তারে।
অহঙ্কারে গুণ জ্ঞান, যায় ছারেখারে॥
বীর হোয়ে ক্ষমাশীল, সেই বীর বীর।
ধীর হোয়ে কার্য্য করে, সেই ধীর ধীর॥
নিয়ত নিযুক্ত দানে, সেই ধন, ধন।
সদা সুখে, পরিপূর্ণ, সেই মন, মন॥
ধন পেয়ে, দান নাই, কেবল সঞ্চয়।
সে ধন, কখনো তার, ভোগ নাহি হয়॥
কৃপণ, আপন ধনে, আপনি বঞ্চিত।
অথচ সে, ধন, তার, থাকে না সঞ্চিত॥
পরিজন মধ্যে কারো, ভোগে নাহি আসে।
ভূপতি, অনল, চোর, সেই ধন নাশে॥
আপনি পেয়েছ কষ্ট, না খেয়ে, না পোরে।
সঞ্চয় করেছ ধন, কৃপণতা কোরে॥
তাহার উচিত ফল, ভোগ কর ভাই।
কৃপণতা হোতে আর, পাপ কিছু নাই॥
দূর কর সমুদয়, মনের বিকার।
এখন ধনের শোক, কোরো না কো আর॥

ধন আর পদ, ভাব, ধূলার সমান।
ধনে আর পদে কেন কর অভিমান?॥

সম সুখে চিরদিন যাপন না হয়।
বিষয় বিভব কভু, আপনার নয়॥
আপনি যখন তুমি, নহ আপনার।
তখন কি রূপে হবে, সম্পদ তোমার?॥
নগনিবাসিনী-নদী-নীর, যে প্রকার।
ক্ষণেকে প্রবল হয়, পরে নাই আর॥
যৌবন সঞ্চার দেহে, হয় সেইরূপ।
কিছুকাল, কমনীয়, পরেতে বিরূপ॥
অতএব শরীরের, ছাড়ো অহঙ্কার।
চিরদিন রহিবে না, যৌবন তোমার॥
"জলবিম্ব" যে প্রকার, স্বভাবের চঞ্চল।
নিয়ত লহরী লীলা, করে ঢলঢল॥
গুণেতে চপলবৎ, অস্থির এ নীর।
কখন্ শুখায়ে যাবে, কিছু নাই স্থির॥
সেই রূপ আয়ু বায়ু, এই দেহ বাসে।
কখন উড়িয়া যাবে, শেষের নিশ্বাসে॥
জীবনের ফেণা সম, জীবের জীবন।
এখন তখন নাই, কি হয় কখন॥
হায়, হায়, কারে কব, মনের বচন?।
চেতনের একবার, না হয় চেতন!
প্রতিদিন দেখিতেছে এরূপ প্রকার।
দেখিতে দেখিতে এই,
পরে নেই আর॥

এই এই, এই এই, এই এই, সেই।
সেই সেই, সেই সেই, এই এই, এই।।
সকলি "অসার" তবে, কি ভেবেছ সার ?।
স্বর্গের সোপান নাহি, করে পরিষ্কার॥
এখন না হয় যদি, ধর্ম্মে অধিকার।
চরমে করিতে হবে, শুধু হাহাকার॥
তখন্ না পাবে আর, শান্তিরূপ জল।
পোড়াবে প্রবল হোয়ে, শোকের অনল॥
অতএব জীবগণ "উপদেশ", লহ।
সত্যের সাধনা করি, ধর্ম্মপথে রহ॥
তাহে আর নাহি রবে, শেষের, সে ভয়।
পাইবে পরম ধন, চরম সময়॥
ধন বল যারে সে তো চিরধন নয়।
ধন, ধন, ধর্ম্ম ধন, চিরকাল রয়॥
আগেতে সামান্য ধনে,
ছিলে ভাই ধনী।
যে ধন অশেষবিধ, বিপদের খনি॥
ধর্ম্মধনে ধনী হও, ভাই এ সময়।
কোনোকালে, যে ধনের,
হইবে না ক্ষয়॥

ইন্দুর কহিলেন। মহৎ ব্যক্তিই মহতের বিপদ উদ্ধার করেন, তুমি মহাত্মা, এ কারণ আমি তোমার আশ্রয় লইলাম।

পদ্য।

মহতের যদি হয়, বিপদ সঞ্চার।
মহতেই করে সেই, বিপদ উদ্ধার॥
মহৎ যে হয়, হয়, স্বভাবে প্রধান।
মহতেই রক্ষা করে, মহতের মান॥
যেজন মহৎ নয়, তারে কেবা মানে।
অমহতে মহতের, মহিমা কি জানে ?॥
"গুরু" হোলে, গুরুভার দান কর তারে।
লঘু হোয়ে গুরুভার, কে বহিতে পারে ?॥
হাবড়ে পড়িয়া হাতী, প্রাণে যদি মরে।
হাতি বিনা, সে, হাতিরে, উদ্ধার কে করে ?॥
করি, করী শুঁড়-যোগ, করে প্রাণ দান।
শৃগালের ল্যাজ ধোরে, নাহি পায় ত্রাণ॥
মহৎ হইতে মনে, সাধ যার আছে।
সে, গিয়ে, করুক্ বাস, মহতের কাছে॥
মহতের আশ্রয়, লইলে একবার।
হবেই হবেই তায়, কল্যাণ তোমার॥
সর্ব্বনাশ হয় যদি, মারা যাও প্রাণে।
তথাচ যেও না কভু, নীচ-সন্নিধানে॥
সমানের সহবাসে, সমানে রহিবে।
উত্তমের কাছে গেলে, উত্তম হইবে॥
স্বভাবে অধম করে, অধম-ব্যাভার।
তুমিও অধম হবে, কাছে গেলে তার॥
অতিশয় সাবধান, চতুরের শেষ।
কালির কুটিরে যদি, করেন প্রবেশ॥
কোনোমতে চতুরতা, খাটে না কো আর।
লাগেই লাগেই কালি, গায়ে লাগে তার॥
পরশমণির কথা, কাণে আছে শোনা।
যে তারে পরশ করে, সেই হয় সোণা॥
বিশেষ উত্তম গুণ, উত্তমেই রয়।
অধমের উত্তম গুণ, কখনই নয়॥
এসেছি তোমার কাছে, মহৎ জানিয়া।
নিজগুণে লও তুমি, মহৎ করিয়া॥
চন্দনের ঘরে গেলে, কেবা হয় কালো।
সাধে বলি মহতের "আঁস্তাকুড়" ভালো॥

হে মিত্র! তুমি সর্ব্বাংশেই প্রধান।

সেজন, সুজন অতি, সাধুর প্রধান।
যে, করে, আশ্রিত জনে, আশ্রয় প্রদান॥
তারেই, সুজন, বলে, সকল সুজনে।
যে করে অভয় দান, ভয়শীল জনে॥
মানী বোলে সেই জনে, সকলেই মানে।
যেজন, মানির মান, রাখে নিজ মানে॥
তারে বলি, সাধু সাধু, করুণানিধান।
ঔষধে বাঁচায় যেই, পীড়িতের প্রাণ॥
প্রিয় বোলে বাঁধি তারে, প্রণয়ের জালে।
যেজন সহায় হয়, বিপদের কালে॥
ধনের সার্থক করি, সেই পায় সুখ।
যাচকে যাহার কাছে, না হয় বিমুখ॥

অতি সাধু ধর্ম্মশীল গুরু বলি তারে।
সুনীতি শিখায় যেই, সাধু ব্যবহারে॥
ধন্য তার অধ্যয়ন, পণ্ডিত সেজন।
উপদেশে করে যেই, সংশয়-ছেদন।
তাহারে স্বভাবদাতা, বলে সর্ব্বজনে।
অনাথ দেখিলে যার, দয়া হয় মনে॥
কেবা আত্মা, কেবা পর, কে বুঝিতে পারে।
যে হয় ব্যথার ব্যথী, আত্ম বলি তাঁরে॥
দেশের কুশলকারী, উত্তম সে জন।
যে জন নিয়ত করে বিদ্যা বিতরণ॥
তুলনা না হয় তার, কাহারো সহিত।
কখনো না করে যেই, পরের অহিত॥
সুশীল সুধীর সেই, পুরুষের সার।
আপনার নিন্দা শুনে ক্রোধ নাই যার॥
ক্ষমার ভূষণে সদা, বিভূষিত সেই।
শত্রুগণে হাতে পেয়ে, ক্ষমা করে যেই॥
সেজন "প্রথমরিপু" করেছে শাসন।
রূপসী দেখিলে যার, নাহি টলে মন॥
লোভ আর তার কাছে, নহে বলবান।
পরধন দেখে যেই, তৃণের সমান॥
একেবারে মোহরিপু, সে করেছে ক্ষয়।
মমতা, মদের ঘোরে, মোহিত, যে নয়॥
সেজন "পঞ্চমরিপু" রেখেছে শাসিয়া।
যে জন, না, মত্ত হয়, বিষয় পাইয়া॥
অহঙ্কার পরাভব, সদা তার স্থানে।
আপনারে "বড় বোলে যে জন" না জানে॥
শ্রবণ পবিত্র হয়, তার নাম শুনে।
তাপিতে, যে, তৃপ্ত করে, আপনার গুণে॥
একভাবে সবে তার, সদা গায় যশ।
যে করে, বিনয় বাক্যে, সকলেরে বশ॥
তার চেয়ে প্রেমী কেবা, এই ধরা-বাসে।
যেজন, জগৎ বাঁধে, প্রণয়ের পাশে॥

এতদ্রূপ কথোপকথনের পর "কাক" "কূর্ম্ম" এবং "মূষিক" পরস্পর অভেদপ্রণয়ে একত্রে আমোদ প্রমোদে কাব্যাদি নানা শাস্ত্রের আলাপনে স্বচ্ছন্দে সানন্দে সময়-সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

এক দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে "প্রণয়ী" নামক "হরিণ-রাজ" প্রচণ্ডমার্তণ্ড-তাপে তাপিত ও ব্যাধভয়ে ভীত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া "মোহন" মিষ্টবাক্যে কহিলেন। হে ভদ্র। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানে আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমাদিগের পরম সৌভাগ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, অতএব সুখে নব-নব দূর্ব্বাদল ও শীতল-সলিল আহার করুন। মৃগরাজ তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন জলপান পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিলেন, অমি নির্দ্দয়নিষাদের পাশে নাশের গ্রাসে পতিত হওনের ত্রাসে আপনারদিগের বাসে আসিয়া আশ্রিত হইলাম, আপনারা প্রসন্ন হইয়া "মিত্রতা-রূপ" মহৌষধ এবং "অভয়দানরূপ"-সুপথ্য দ্বারা এই শরণাগতজনের বনের ও মনের আশঙ্কারূপ রোগ নিবারণ করুন।

মোহন, চতুর এবং সুহৃদ্ কহিলেন, তোমার সহিত মিত্রতা করণ, ইহা আমারদিগের শুভাদৃষ্ট বলিতেই হইবে, কারণ আপনি অতি সাধু ব্যক্তি। হে ভাই! মিত্রতা চারি প্রকার।

যথা, ঔরস ১। কৃতসম্বন্ধ ২। বংশক্রমাগত ৩। এবং ব্যসন-রক্ষক ৪।

"ঔরস" পুত্রাদি। "কৃতসম্বন্ধ" সম্বন্ধ দ্বারা মিত্রতা-করণ, অর্থাৎ সেঙাৎপাতানো এবং কুটুম্বিতা প্রভৃতি।

"বংশক্রমাগত" পুরুষানুক্রমের মিত্র এবং "ব্যসনরক্ষক" অর্থাৎ বিপদের মিত্র।

এই স্থান তোমার আপনার স্থান, মনের আনন্দে আহার বিহার কর। কিন্তু ভাই! তুমি কি নিমিত্ত ভয় পাইয়াছ?।

হরিণ কহিল। আমি শুনিলাম, ব্যাধেরা কহিতেছে, এক রাজা কটক সংগ্রহ পূর্ব্বক আগমন করিতেছেন, তিনি কল্যপ্রাতে এই বনে আসিয়া মৃগয়া করিবেন।

"মোহন" কহিলেন, তবে তো আর এস্থানে থাকা নয়, চল আমরা এখনিই স্থানান্তরে প্রস্থান করি, "চতুর," ও 'সুহৃৎ" কহিলেন, ভাই তুমি জলচর, তোমার স্থলে গমন কিরূপে সম্ভবে ?।

"মোহন" সেই নিষেধ না শুনিয়া চঞ্চল চিত্তে জলাশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থলপথে বনান্তরে চলিল। কাক, ইন্দুর, এবং হরিণ মিত্রতা-ধর্ম্মের প্রণয়প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল।—অতি অল্পদূরমাত্রই গমন করাতে জনেক ব্যাধ আসিয়া সে কচ্ছপকে ধরিল। "কূর্ম্ম" ধৃত হওয়াতে আপনার কার্য্য ও ভাগ্যদোষ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল। বন্ধুর বন্ধনদশা-বিলোকনে পশ্চাদগামি বন্ধুত্রয় অত্যন্তই দুঃখিত হইল, এবং তাহার বন্ধন-মোচনার্থ বিবিধপ্রকার উপায় চিন্তা করিল। কাক যুক্তি করিয়া কহিল, "ওহে হরিণ! তুমি ব্যাধের অগ্রভাগে দূরে গিয়া মৃতদেহের ন্যায় জল-সন্নিধানে পথে পড়িয়া থাক, আমি ঠোঁট দিয়া তোমার অঙ্গে ঠোকোর মারিতে থাকি, তোমাকে দেখিবামাত্রই মৃত-জ্ঞানে ব্যাধ কচ্ছপকে ভূমে রাখিয়া ছেদনার্থ তোমার নিকটে আসিবে, তখন আমার ইঙ্গিতমাত্রেই তুমি অমনি উঠিয়া প্রস্থান করিবে। সেই অবসরে ইন্দুর গিয়া আপনার দন্তের দ্বারা কচ্ছপের বন্ধন ছেদন করিয়া দিবেন, মোহন তখনি অমনি ঝম্প দিয়া জলে প্রবেশ পূর্ব্বক রক্ষা পাইবেন।

পরে পরামর্শ পূর্ব্বক এইরূপ করাতে ব্যাধ তদ্দৃষ্টে হৃষ্টমনে কচ্ছপকে ভূমে রাখিয়া "কাতান" লইয়া যেমন মৃগ সমীপে গমন করিল, হরিণ অমনি কাকের ডাকে উঠিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। কাক বৃক্ষশাখায় উড়িয়া বসিল, ইন্দুর কচ্ছপের জাল কাটিয়া দিল, হরিণ পলায়ন করিলে ব্যাধ প্রত্যাগত হইয়া কূর্ম্মকে না দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে এবম্প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিল। যথা,

পদ্য।

কিসে ভাল, কিসে মন্দ, না করি বিচার।
হঠাৎ, যে করে কোনে', কর্ম্মের সঞ্চার॥
সে কর্ম্মে কখনো তার, প্রতুল না হয়।
বহুবিধ বিঘ্ন বটে, জানিবে নিশ্চয়॥
নিশ্চিত বিষয়ে যার, তুষ্ট নহে মন।
লোভে ভুলে, নিতে চায়, অনিশ্চিত ধন॥
অনিশ্চিত, অনিশ্চিত কখনো না পায়।
লাভে হোতে নিশ্চিত-বিষয় তার যায়॥
অতএব প্রিয়গণ! লহ উপদেশ।
আগে করি বিবেচনা, কার্য্য কর শেষ॥
নিশ্চিত বিষয় যাহা, তাই কর ভোগ।
অনিশ্চিতে আশা করা, সে, যে, ঘোর রোগ॥

এবম্প্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে ব্যাধ আপন গৃহে গমন করিল। কাক, কূর্ম্ম, মৃগ, মূষিক, সদুপায়ে রক্ষা পাইয়া পরমসুখে একত্রে বাস করিতে লাগিল।

অতি নিবিড় দুর্গম বনের মধ্যেও প্রণয় স্থাপন করিবে, কেননা ব্যাধ হস্তে পতিত কূর্ম্ম, প্রাণাধিক মিত্র মূষিককর্ত্তৃক অব্যাহতি প্রাপ্ত হইল।

রাজপুত্রেরা কহিলেন। হে গুরো! আপনার অনুকম্পায় আমরা এই প্রস্তাবে অত্যন্ত সুখি হইলাম। যেহেতু আমারদের অভিষিত ফল সুসিদ্ধ হইল। সিদ্ধান্তশেখর ভট্টাচার্য্য কহিলেন।

পদ্য।

তোমাদের মনোরথ, পূর্ণ যেন হয়।
আপদ বিপদ যেন, কিছু নাহি রয়॥
পরস্পর প্রজাপতি, যত রাজাগণ।
করুন, প্রণয়-ভাবে, পৃথিবী-পালন॥
সন্ধি আর শান্তি সদা, থাকুক ধরায়।
বিবাদ না হয় যেন, রাজায় রাজায়॥
প্রজাদের ঘরে ঘরে মিত্রলাভ হোক্।
সকলেই ঐক্য হোয়ে, সমসুখে রোক্॥
ঈশ্বরের ইচ্ছায়, সবার হোক্ ভালো।
নাহি যেন জ্বলে আর, আক্ষেপের আলো॥
সদানন্দ-নদীস্রোত, বহিবে কেবল।
ধরাময়, যেন হয়, সবারি মঙ্গল॥

ইতি হিত-প্রভাকর পুস্তকে হিতহার অন্তর্গত "মিত্রলাভ" নামক প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

সুহৃদ্ভেদ

নৃপতিনন্দন। হে সংশয়চ্ছেদক শিষ্যবৎসল গুরো! আপনার অনুকম্পায় আমরা মিত্রলাভ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চরিতার্থ হইলাম; সংপ্রতি খলেরদিগের স্বভাব এবং ব্যবহার শুনিতে অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে। তাহারা কিপ্রকার কৌশলে সুহৃদ্ভেদ করিয়া পরস্পর প্রমাদ ঘটনা করে? আর কি রূপ অবস্থায় বা অবস্থান করিয়া জীবনযাত্রা যাপন করে? তাহার বিস্তারিত বিবরণ ব্যক্ত করিয়া আনন্দ বিতরণ করুন। আমরা বিশিষ্টরূপে তদ্বিশেষ অবগত হইয়া এই অবধিই সাবধান হইব, কখনই খলের অধীন হইব না, শঠের সহিত যদ্রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাই করিব।

অধ্যাপক। সাধু সাধু! তোমারদিগের এই সৎপ্রসঙ্গে আমি পুনর্ব্বার অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদ প্রাপ্ত হইলাম। খলের আচরণ দৃষ্টে ও ইতিহাস পাঠে যেরূপ অবগত হইয়াছি, তাহাই উল্লেখ করিতেছি, অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবগত হও।

প্রথমত খলের ব্যবহার শ্রবণ করিলে তোমরা অত্যাশ্চর্য্যই জ্ঞান করিবে। খলচরিত্র অতি বিচিত্র। এই খল কিছুতেই সরল হইবার নহে। যেমন নদ নদীর বক্রতার নিবারণ কখনই হয় না, সেইরূপ খলদিগের কুটিলগতি রহিত করণের কিছুমাত্রই উপায় নির্ণয় হইতে পারে না। এবিষয়ে জগদীশ্বর স্বয়ং অক্ষম। খলের সহিত কস্মিন্‌কালেই কাহারো মিত্রতা হয় না। যথা খল চরিত্র।

পদ্য।

নমস্কার কর সবে, খলের চরণে।
জননী না শোক পায়, যাহার মরণে॥
নরাধম কেহ নাই, খলের সমান।
ত্রিজগতে, নাহি তার, উপমার স্থান॥
বিষধর ধরে বিষ, বিষে হয় হিত।
খলের তুলনা শুধু, খলের সহিত॥
সাপের কামোড়ে বটে, প্রাণে নাহি বাঁচে।
কিন্তু তায় বাঁচিবার, সম্ভাবনা আছে॥
দ্রব্যগুণ, জলসার, ঝাড়ান ঝোড়ানে।
সর্পাঘাতে কেহ কেহ, বেঁচে থাকে প্রাণে॥
ভুজঙ্গ বাতাস খেয়ে, থাকে পরিতোষে।
জগতের প্রিয় নয়, খলতার দোষে॥
খলজন নাহি বধে, কামোড় মারিয়া।
সর্ব্বনাশ করে শুধু, পরশ করিয়া॥
খল গিয়া ছল করি, এক জনে ধরে।
সেই যোগে পরস্পর কত লোক মরে॥
সঙ্গ আর পরশেতে, করে অপকার।
পাছোড়া, ছেঁচোড়া নয়, সেরূপ প্রকার॥
চিত্রকরে চিত্র করে, তুলী তুলি করে।
স্বরূপ বিরূপ, রূপ, কত রূপ করে॥

চিত্রের কৌশল তার, অতি অপরূপ।
সমভূমি, উঁচু, নীচু দেখায় যেরূপ ॥
সেইরূপ ভাব ধরে, খল জন যত।
অসত্যেরে, সত্য করি,
ভান্ করে কত ॥
তাদের অসাধ্য ভাই, আছে, আর কিবা।
দিবারে রজনী করে, রজনীরে দিবা ॥
ছলনার সূচনায়, সুন্দর সঙ্গতি।
সতীরে অসতী করে, অসতীরে সতী ॥
কেমন্ বিচিত্র ভাব, ধরিয়াছে খল।
জলেরে অনল করে, অনলেরে জল ॥
কি ভাব খেলিছে তার, মনের ভিতরে।
বিধাতার অগোচর, কি জানিবে নরে ? ॥
খল কভু নাহি হয়, বিনয়ের বশ।
তার কাছে, কোথা আছে, সুজনের যশ ॥
পূজা কর, স্তব কর, সেবা কর যত।
বিপরীত ফল লাভ, হবে তায় তত ॥
অকপট প্রেমভাবে, প্রেম নাহি পায়।
সমাদরে তুষ্ট নয়, এ, যে, বড় দায় ॥
কুজন যদ্যপি হয়, পৃথিবীর পতি।
তথাচ হবে না তার, সুপবিত্র-মতি ॥
মিত্রভাব যত ধর, শত্রু তত হয়।
যে লয় শরণ, তার, মরণ নিশ্চয় ॥
শঠ-সঙ্গ ভয়ানক, অনল সমান।
শঠের সহিত বাস, না হয় বিধান ॥
ধূর্ত্তলোক আপনার কুশল কারণ।
অনায়াসে বধ করে, পরের জীবন ॥
সমুদয় পাপ কর্ম্মে, পটু অতিশয়।
দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, নাই লজ্জা ভয়।
আগুণের সঙ্গি হোলে, যেরূপ প্রকার।
একেবারে পোড়াইয়া, করে ছারখার ॥
শঠ-সঙ্গ, অবিকল, সেরূপ প্রকার।
উত্তমে অধম করে, নাহি রাখে সার ॥
বহুরূপী প্রায় খল, ঠাট করে কত।
আপনার কার্য্যকালে, ছলে হয় নত ॥
এক ঠাঁই, একরূপ, ভাব নাহি ধরে।
যেখানে যেমন দেখে, সেইরূপ করে ॥

স্তুতি, নতি, প্রিয়ভাষ, এমত প্রকার।
তার মত সাধু যেন, কেহ নাই আর ॥
মুখে করে মধুবৃষ্টি, বাহিরে সরল।
মনের ভিতরে ভরা, কেবল গরল ॥
বাপ্ বোলে, সম্বোধন, মুখের উপরে।
কত কটু কহিতেছে, ভিতরে, ভিতরে ॥
প্রকাশেতে, শিষ্টালাপ, কত তায় ভুর।
গোপনে রোপণ করে, নাশের অঙ্কুর ॥
সাক্ষাতে সম্মান করে, করিয়া চাতুরী।
অসাক্ষাতে ইচ্ছা করে, পেটে মারে ছুরী
অতিশয় মায়াপটু, অপরূপ ঠাট।
খলজনে শিখিয়াছে, কি আশ্চর্য্য নাট ॥
বিনয়েতে তুষ্ট নয়, কেমন পাতক।
উপকার পেয়ে হয়, গুণের ঘাতক ॥
বিস্ময় হোয়েছি দেখে, শঠের ব্যাভার।
যাহার আশ্রয় থাকে, মন্দ করে তার ॥
অনুগত হোয়ে যার, হিত ভিক্ষা মাগে।
তাহারি অনিষ্ট যেন, করিয়াছে আগে ॥
মহৎ স্বভাব, তার, মহৎ যে, হয়।
আশ্রয়দাতার কাছে, নত হোয়ে রয় ॥
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মে সেই, প্রফুল্ল অন্তরে।
আপনার সাধ্য মতে, উপকার করে ॥
কমল আশ্রয় করি, অমল কমল।
মধুভরে ঢল ঢল হাস্য খল খল ॥
সৌরভে করিয়া কত, গৌরব বিস্তার।
আশ্রয় জলেরে করে, শোভার আধার ॥
সেই জলে মকরাদি, করিয়া বিহার।
নিরন্তর করে শুধু, পাপের সঞ্চার ॥
খল সাপ, বাস করে, চন্দনের মূলে।
উপকার, কভু তার, নাহি করে ভুলে ॥
দশন প্রহারে করে, আশ্রমে আঘাত।
আশ্রয়েতে থেকে করে,
মূলের ব্যাঘাত ॥
চন্দনের তরু কত, সুখের নিলয়।
কোন্ স্থান হিংস্রকের, অধিকৃত নয় ? ॥
বিষধর থাকে মূলে ফুলে মধুকর।
আগায় ভল্লুক উঠে, শাখায় বানর ॥

আশ্রয় পাইয়া তার, গুণ নাহি ধরে।
পরস্পর সকলেই, অপকার করে॥
সার আছে, বস্তু আছে, রস আছে যথা।
দুরাচার দুর্জ্জনের সমাগম তথা॥
মহতের কাছে পেয়ে, মহৎ আশ্রয়।
স্বভাবের দোষে কভু মহৎ না হয়॥
বিষবৃক্ষে দিলে পরে, অমৃতের জল।
প্রসব করে না কভু, সুমধুর ফল॥
বেঁধে রেখে তাপ দেও, ঘৃত দিয়া ধুয়ে।
কুকুরের ল্যাজ তবু, যাবে না কো নুয়ে॥
আপনার কিছু মাত্র, নাহি উপকার।
অকারণে করে শুধু, পর অপকার॥
মন্দ বিনা, ভাল কর্ম্ম, কভু নাহি জানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যপাপ, কিছু নাহি মানে॥
ধন নাই, বল নাই, এমন যে খল।
তার ভয়ে কাঁপে সদা, সুজন সকল॥
খল যদি ধনবান, বলবান,হয়।
কোনোমতে তবে আর, রক্ষা নাহি রয়॥
দেশের সকল লোকে, করিয়া অধীন।
বল পেয়ে, ছল পেয়ে, সে হয় স্বাধীন॥

কার্য্যে কাজে তার কাছে, সবে পরাভব।
আপনার ইচ্ছামত, কর্ম্ম করে সব॥
কারে মারে, কারে কাটে, কারো লোটে পুর।
কারে কারে দেশ থেকে, কোরে দেয় দূর॥
এইরূপে তার ভয়ে, সবাই,, অস্থির।
কখন্ কি কোরে বসে, কিছু নাই স্থির॥
যে রাজার দেশে করে, বসৎ অসৎ।
সে দেশেতে মারা পড়ে, সমুদয় সৎ॥
বিশেষত শঠ যদি, রাজপ্রিয় হয়।
সে রাজার রাজ্যে আর ধর্ম্ম নাহি রয়॥
সাধু পুরে সেধে লয়, মানসিক ক্রিয়া।
রাজ্য করে ছারখার, কুমন্ত্রণা দিয়া।
করিয়া সুহৃদ ভেদ প্রমাদ ঘটায়।
পরস্পর প্রেমভাব, নাহি থাকে তায়।
কুমন্ত্রির মন্ত্র-দোষে, বুদ্ধির বিকার।
নৃপতিরে করে নানা, পাপের আধার॥
কেবা আত্ম, কেবা পর, থাকে না বিচার।
বিপরীত, ভেবে হিত, একে করে আর॥
এরূপ শঠের কথা, কি বলিব আর।
শত শত ঠাঁই আছে, প্রমাণ তাহার॥

হে বাপু! তবে সুহৃদ্ভেদ বিবরণ শ্রবণ কর।

।

বৃন্দাবনে, "বংশীধর" বণিক কুমার।
নিয়ত বিদেশে করে, বাণিজ্য ব্যাপার॥
বহুবিধ দ্রব্য লোয়ে, লাভের আশায়।
শকটে চড়িয়া "বৈশ্য" বনপথে যায়॥
"সঞ্জীবক" নামে এক, "বলদ" তাহার।
যেতে যেতে, হোলো পথে, রোগের সঞ্চার॥
খোঁড়া হোলো এক পদ, চলিতে না পারে।
"অগ্রবনে" গিয়া সাধু, ছেড়ে দিল তারে॥
আহারের কিছু নাই, অভাব তথায়।
তিন পায়ে ভর কোরে, চোরে চোরে খায়॥
এইরূপে খেয়ে-খেয়ে, সেরে গেল পদ।
বল পেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট, সুখে গদগদ॥
একদিন ঘটনা, হইল, অপরূপ।
"সুবোধ" নামেতে সিংহ, কাননের ভূপ॥

"পশুপতি" পিপাসায়, পীড়া পেয়ে অতি।
জল খেতে, নদীতটে, করিয়াছে গতি॥
হেন কালে "সঞ্জীবক" অতি বড় নাদে।
"গাঁ গাঁ রবে" ডাক ছাড়ে, মনের আহ্লাদে।
ঘোরতর শব্দ শুনে, হইয়া বিস্ময়।
"হরি" পেলে বনমাজে, মনোমাজে ভয়॥
না করিয়া জলপান, ছুটে পলাইল।
স্বস্থানে প্রস্থান করি, নীরবে, নীরব রহিল॥
স্থির হোয়ে, একা বোসে, ভাসিতেছে মনে।
বলবান কোনো পশু, এসেছে এ বনে॥
যদ্যপি ঘটনা হয়, এরূপ প্রকার॥
আমার "প্রভুত্ব" তবে, রহিবে না আর॥
"দমনক" "করটক" শৃগাল দুজন।
উভয়েই মৃগেশের, মন্ত্রির নন্দন॥

দূর হোতে ত্বজনেই, দেখিতে পাইল।
ভয় পেয়ে ভীত হোয়ে, ভূপাল ভাগিল॥
"দমনক" বলে ওহে, "করটক" ভাই।
চল চল রাজার, নিকটে, দোঁহে যাই॥
কি কারণে, জলপান হোলো না রাজার!
মনে মনে কেন হেন, ভয়ের ব্যাপার ?॥
ভূপতি হোলেন ভীত, কিসের লাগিয়া ?।
জিজ্ঞাসা করিতে হবে, বিশেষ করিয়া॥
প্রভুভক্ত অনুরক্ত, সেবক যে জন।
সময়ে করিবে গিয়া, প্রভু দরশন॥
কাল বিবেচনা করি, গেলে পরে কাছে।
অবশ্যই তাহে কিছু, উপকার আছে॥
সুযোগের সময়ের, সন্ধান লইবে।
কখন কি প্রয়োজন, জানিতে হইবে॥
"দাঁতনের" প্রয়োজন, দন্ত পরিষ্কারে।
"খড়িকের" প্রয়োজন, এঁটো ফেলিবারে॥
চুলকুতে হোলে কাণ, "তৃণ" তায় চাই।
কতরূপ, প্রয়োজন, দেখ দেখি ভাই ?॥
এ সব যদ্যপি চাই, এসব ব্যাভারে ?।
মানুষের প্রয়োজন, কত হোতে পারে ?॥
বিশেষত ভৃত্য হয়, নিত্য সেবা-কর।
সুখের নির্ভর করে, তাহার উপর॥
করিবে স্বামির সেবা, হোয়ে সাবধান।
প্রভুর নিকটে নাই, মান অপমান॥
ডাকে যদি কত ভালো, দাঁড়াইবে পথে।
না ডাকে তো, যেচে যাবে, বিবেচনা মতে॥
বুদ্ধিবলে পারে যেই, নিয়মে চলিতে।
তারে আর নাহি হয়, অধিক বলিতে॥

করটক কহিল। ভাই আমারদিগের অনধিকার চর্চ্চার প্রয়োজন করে না।—বিনা আহ্বানে গমন করিবে না এবং জিজ্ঞাসিত না হইলেও কোনো প্রসঙ্গ করিবে না।

দমনক কহিল। প্রভুর কোনরূপ বিপদ ঘটনা হইলে ও বিশেষ কোনো কার্য্য-কালের অতিক্রম হইলে এবং সুপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে গমন করিলে হিতৈষি দাসেরা জিজ্ঞাসিত না হইলেও জিজ্ঞাসা করিবে, সাবধান করিয়া দিবে. এবং ভ্রমভঞ্জন করিবে। যে দাস এমত সময়, ও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া উচিত কর্ম্মের অন্যথা করে তাহার অপেক্ষা অকৃতজ্ঞ এবং মূঢ় আর কে আছে ?।

পদ্য।

প্রভুর বিপদ যদি, হয় উপস্থিত।
দাস যারা হবে তারা, কাছে উপনীত।
মনে মনে স্থির করি, মঙ্গলের আশা॥
জিজ্ঞাসিত, না হোলেও, করিবে জিজ্ঞাসা॥
যুক্তি যোগে, জেনে নিয়ে, বিশেষ আভাষ।
সাধ্যমত, সে বিপদ, করিবে বিনাশ॥
যদ্যপি জীবন যায়, তথাচ স্বীকার।
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম তায়, হইবে প্রচার॥
বিহিত কার্য্যের কাল হোলে অতিক্রম.
গমনের কালে যদি ; হয় পথভ্রম॥
হিতকারী কর্ম্মচারী, যেজন হইবে।
সে সময়ে সবিশেষ, তখনি কহিবে॥
কর্ম্মেতে যদ্যপি হয়, কাল অতিক্রম।
অবশ্য ঘটিতে পারে, বহু ব্যতিক্রম॥
পথভুলে অন্যপথে, করিলে গমন।
কত মত হোতে পারে, বিপদ ঘটন॥
নীতিমতে এই হয়, সতের লক্ষণ।
অধীনের উচিত, এরূপ আচরণ॥
সময়েতে যে না করে, এরূপ আচার।
তার চেয়ে অকৃতজ্ঞ, মূঢ় নাই আর॥
জীবন হোতেছে রক্ষা, যার অন্ন খেয়ে।
"গুরুজন" কেবা আর, আছে তার চেয়ে ?॥
যার দানে প্রতিদিন, করিছ আহার।
প্রাণ-দিয়ে কর সবে, উপকার তার॥
কৃতজ্ঞতা রসে সদা, মন যাবে গোলে।
কেহ যেন নাহি হাসে, অকৃতজ্ঞ বোলে॥
কৃতকার্য্য হোলে পরে, পাইব প্রসাদ।
একেবারে দূর হবে সকল বিষাদ॥
করিতে উচিত কর্ম্ম, নাহি হয় ভুল।
"চাকরের"; আকরের, তবে জানি মূল॥

করটক কহিল। প্রভু এবং দাস, এই উভয়ের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। যে ব্যক্তি কার্য্যে নিপুণ, সেই ব্যক্তিই প্রিয় হয়। অসমর্থ লোক কি প্রকারে রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হইবে? দেহের বল বল নহে, কর্ম্মের বল বল।

রাজাজ্ঞা হেলন, পণ্ডিতের অনাদর, নারীর পৃথক-শয্যা এবং অবৈধ হিংসা, কখনই কর্ত্তব্য হয় না। আমরা অক্ষম, কি উপায়ে রাজজ্ঞাপালনে পটু হইব?।

পদ্য।

প্রভুভক্ত, অনুরক্ত, অসমর্থ যেই।
সেবকের যোগ্য আর, নাহি হয় সেই॥
তাহাতে প্রভুর আর, নাহি প্রয়োজন।
কিন্তু তার গুণ দেখে, করিবে পালন॥
শরীর সবল বটে, কর্ম্মে পটু নয়।
তাহাতে প্রভুর কিবা, প্রয়োজন হয়?॥
তার বল ব্যাখ্যা করি, কর্ম্মে বল ধরে।
কাজেতে অশক্ত হোলে, সবলে কি করে?॥
কোনোমতে রাজআজ্ঞা, হেলা-করা-নয়।
যে জন হেলন করে, মন্দ তার হয়॥
পণ্ডিতের অনাদর, উচিত না হয়॥
আদর না করে যেই, মানুষ সে নয়॥
নারীর পৃথক-শয্যা, অতি অনুচিত।
বিপরীত ঘটে তায়, নাহি হয় হিত॥
বিধিহীন হিংসা-করা, বিধি কভু নয়।
জ্ঞানিগণে, কভু তারে, বৈধ নাহি-কয়॥
যেজন আপন বল, না কোরে বিচার।
অভিলাষ করে মনে, রাজপুরস্কার॥
তিরস্কার হয় তায়, পুরস্কার নাই।
তাই বলি, বিধিমত, কর্ম্ম কর ভাই॥
যখন প্রভুর হবে, বিপদ ঘটনা।
মন্ত্রী তায়, করিবে, বিশেষ বিবেচনা॥
করিলে এরূপ কর্ম্ম, প্রতীকার হয়।
এইরূপে, প্রতীকার, যোগ্য কভু নয়॥
সুবিহিত সদুপায়, করি প্রণিধান।
করিবে ভয়ের কালে, অভয় প্রদান॥
উপায় না কোরে স্থির, যে দেয় সাহস।
তিরস্কারে হয় তার, মলিন মানস॥
উপকার না করিয়া, পুরস্কার চায়।
তার মত হীন আর,
কে আছে কোথায়?॥
আপনার কার্য্যবলে, না করিয়া হিত।
প্রথমে প্রসাদ নেয়া, না হয় উচিত।
বিশেষত রাজদ্বারে, উচিত তো নয়।
করিলে এরূপ কর্ম্ম, অমঙ্গল হয়॥

দমনক কহিতেছে।

বিপদ, হয়েছে, কষ্টীপাতরের মত।
ব্যবহারে তাহাতে পরীক্ষা হয় কত?॥
সময়ের আঁচড়েতে, সব যায় আঁচা।
সহজে জানিতে পারি,
ঝুঁটো আর সাঁচা।
মিত্রের আচার তায়, প্রকাশিত হয়।
বনিতার ব্যবহার, গোপন না রয়॥
বেতনের বশ যারা, যত আছে দাস।
পায় তায় সকলের স্বভাব প্রকাশ॥
বল, বুদ্ধি, যত কিছু, শরীরের সার।
বিপদে অনাসে হয়, সকল প্রচার॥

পাছে কোনো দোষ হয়, এরূপ ভাবিয়া কর্ম্মারম্ভ না করা "কাপুরুষের কর্ম্ম" কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অজীর্ণ ভয়ে উপস্থিত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন?

পদ্য।

পাছে কোনো দোষ হয়, এরূপ ভাবিয়া।
সদাকাল, সশঙ্কিত, সন্দেহ করিয়া॥
নাহি করে, কোনোরূপ, কর্ম্মের সঞ্চার।
তার চেয়ে "কাপুরুষ" কেবা আছে আর?

পাছে নাহি পাক পায়, এইরূপ ডরে।
উপস্থিত অন্ন কেবা, পরিত্যাগ করে ?॥
সকল কর্ম্মের আগে, বিবেচনা চাই।
বিচারে করিলে কর্ম্ম, কোনো দোষ নাই॥

অপায় দর্শনে যে আপদ জন্মে এবং উপায় দর্শনে যে সম্পদের সঞ্চার হয়, মেধাবি-জনেরা নীতিশাস্ত্রের নিপুণতা দ্বারা আগ্রেই তাহা প্রকাশমানের ন্যায় দেখিতে পান।

পদ্য।

অপায়ে আপদ ঘটে, অশেষ প্রকার।
উপায়েতে, হয় কত; সম্পদ সঞ্চার॥
বোধ নাহি করে বাস, যাহার আধারে।
ভদ্রাভদ্র কিছু নাহি, বুঝিতে সে পারে॥
নীতিশাস্ত্রে সুনিপুণ, মেধাবী যে, হয়।
প্রকাশমানের ন্যায়, দেখে সমুদয়॥
তাই বলি, ওহে ভাই, নীতি অনুরাগে।
কি করিলে কি হইবে, স্থির কর আগে॥
ধীর হোয়ে স্থির জ্ঞানে, চালো মনোরথ।
ছেড়ো না, ছেড়ো না, কেহ, উপায়ের পথ॥
বিহিত না করে যেই, উপায় থাকিতে।
যশ, মান, পদ, সেই, পারে না রাখিতে॥
বিফলেতে ব্যয় করে, সুযোগের যোগ।
কখনো কি হয় তার, সুখের সম্ভোগ ?॥
উপায়ে "অপায়" দেখে, হীন হোয়ে রয়।
পুনর্ব্বার প্রতিকার, নাহি আর হয়॥
"যত্নজল" নাহি দিলে, "কার্য্যতরুতলে"।
সুফলের ফল তায়, কখনো কি ফলে ?॥
উপায়ের কাল যদি, হয় অতিক্রম।
ঘটেই ঘটেই ঘটে, বহু ব্যতিক্রম॥
ভদ্রা ভদ্র বিবেচনা, কখনো না করে।
আপনার বুদ্ধি দোষে, অভিমানে মরে॥

আহারেতে ভাল, মন্দ, কিছু নাহি বাছে
শাস্ত্রে হয় পরাজয় সকলের কাছে॥
কেবল উদর মাত্র, বুঝিয়াছে সার।
উদর ভরণ বিনা, নাহি জানে আর॥
মানবের দেহ পেয়ে, না হইল হিত।
প্রভেদ কি আছে তার, পশুর সহিত ?॥

কোনোকালে স্বরূপের, না হয় বিরূপ।
যাহার যেমন ভাব, লাভ সেইরূপ॥
যেজন, সুকর্ম্ম করে, শুভফল পায়।
সম্পদ সম্ভোগ তার, পাছে পাছে ধায়॥
উচ্চ স্থান, উচ্চ মান, উচ্চ হয় সব।
দশদিগে যশ ছুটে, করে উচ্চরব॥
যে জন কুকর্ম্ম করে,
ভোগে পাপ ভোগ।
কেমনে হইবে তার, সুখের সংযোগ ?॥
যেজন প্রাচীর দেয়, ভর করি ভিতে।
ক্রমেতে উপরে উঠে, গাঁথিতে গাঁথিতে॥
কূপের খননকারী, উর্দ্ধে নাহি রয়।
যত খোঁড়ে, তত তার, অধোগতি হয়॥
"কৃতজ্ঞতা" মহাধর্ম্ম, যে করে পালন।
সাধু সাধু, সাধু তার, সফল জীবন॥

করটক কহিল। হে ভাই! যদি কৃতকার্য্য হইতে পার, তবে এখনি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, জগদীশ্বর তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করুন।

তাহার পর দমনক করটক উভয়েই সিংহরাজ সমীপে গমন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিল। হে মহারাজাধিরাজ! আপনি পিপাসাতুর হইয়া নদীকূলে গমন করিতেছিলেন, জলপান না করিয়া কি জন্য প্রত্যাগত হইলেন, আপনার ভয়ের কারণ কি ?

পশুরাজ প্রিয়ভাষে কহিলেন। এগো বাপু মন্ত্রিকুমার! কেমন তোমাদের মঙ্গল তো ? আমি অদ্য এই বনে জল সমীপে অতি বড় এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া ভীত হইয়াছি।

দমনক কহিল। কোনো বিশেষ কারণ না জানিয়া ও বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়া কোনো বিশেষ বস্তু দর্শন মাত্রেই এবং কোনো বিশেষ শব্দ শ্রবণমাত্রেই হঠাৎ ভয় করা কর্ত্তব্য হয় না, নিগূঢ় কারণ জানিয়া যদি ভয়ের বিষয় হয় তবেই ভয় করিয়া যাহা করা উচিত শুদ্ধ তাহাই করিবে। যাহার বুদ্ধি আছে ও সাহস আছে, যে ব্যক্তি যুক্তি ও কৌশলে অতি অসাধ্য ও গুরুতর কার্য্য সকল অতি সহজেই সম্পন্ন করে।

পয়ার।

হঠাৎ দেখিয়া কিছু, ভয় করা নয়।
অকস্মাৎ শব্দ শুনে, করিবে না ভয়॥
ভয়ের কারণ আগে, জানিতে তো হবে।
ভয়ানক যদি হয়, ভয় কর তবে॥
যদি নাহি থাকে কিছু ভয়ের ব্যাপার।
মিছে কেন ভয় পেয়ে, কর হাহাকার?॥
ঘটে যার বুদ্ধি আছে, চতুর যে জন।
যুক্তিযোগে জেনে লয়, কার্য্যের কারণ॥
কৌশলে জানিলে পরে, বিশেষ কারণ।
সহজেই হয় তার, ভয়ের ভঞ্জন॥
সন্ধ্যানেতে যদি জানে, ভয়ের বিষয়।
বিপদের আগে ভাগে, সাবধান হয়॥
এইরূপ করে যেই, বুদ্ধির বিচারে।
বিপদ কি কোনোকালে,
ছুঁতে পারে তারে?॥
বুদ্ধি যার, জয় তার, কিছু নাই ভয়।
কোন্ কালে কোথা হয়,
অবোধের জয়?॥
উপমার উপন্যাস, করিয়া শ্রবণ।
উপদেশ লহ লহ, যত প্রিয়গণ॥

ত্রিপদী।

মধুপ্রিয় মহীমতী, মহিমায় মহামতি,
নিবসতি, নলিনী-নগরে।
আপদ বিপদ হত, পরস্পর প্রজা যত,
বহুকাল সুখে বাস করে॥
কালযোগে নিশাভোরে, ঘণ্টা চুরি করি চোরে,
প্রান্ত-পথে করে পলায়ন।
দৈবে তথা ব্যাঘ্র আসি, তস্করের প্রাণনাশি,
করিলেন শোণিত সেবন॥
হইল প্রভাত কাল, এসে বানরের পাল,
ঘণ্টা নিয়া করিল প্রস্থান।
পোড়ে আছে পথে শব, দেখিল মানব সব,
কেহ কিছু না পায় সন্ধান॥
কৌতুকেতে কপি সব, বনে করে ঘণ্টা রব,
নগরেতে ধ্বনি তার ধায়।
সেই রবে পেয়ে ভয়, কত লোকে কত কয়,
সবে ভাবে, কি হইল হায়॥
নাগবলা-বাঘ্রকার, আসিয়াছে নিশাচর,
দিনে করে বিপিনে বিহার।
হোলে পরে বিভাবরী, গ্রামেতে প্রবেশ করি,
ধোরে করে মানুষ আহার॥
করি এই নিরূপণ, সার-হীন যত জন,
একে একে ভয়ে পলাইল।
প্রজার এরূপ ভ্রমে, রাজধানী ক্রমে ক্রমে,
জনহীন হইতে লাগিল॥
পাত্র মিত্র আদি যত, তাবতেই জ্ঞান হত,
মনে মনে ভাবেন ভূপাল।
বলহারা যত বীর, কিছুই না হয় স্থির,
কি কারণে ঘটিল জঞ্জাল?॥
"বামা" নামা গুণধামা, চতুরা গোপের বামা,
মনে এই করিল বিচার।
কি হেতু এমন হয়, অকারণে কভু নয়,
কারণ অবশ্য আছে তার?॥
যে দিগেতে হয় ধ্বনি, সেই দিগে সেই ধনী,
চুপি চুপি চালায় চরণ।
গোপিনী গোপনে গিয়া, গহনেতে প্রবেশিয়া,
দূরে হোতে করে দরশন॥
চারিদিক চেয়ে চেয়ে, দেখিল গোপের মেয়ে,
বানরেতে ঘণ্টারব করে।
হোয়ে সব অবগত, মন্ত্রণা করিয়া কত,
ফিরে আসে সরস অন্তরে॥

কুতূহলে নানা ছলে, নৃপতি নিকটে বলে,
মহারাজ প্রণাম আমার।
অমঙ্গল অতিশয়, অনুমতি যদি হয়,
আমি তার করি প্রতীকার॥
সংপ্রতি কিঞ্চিৎ ধন, দেহ মোরে নৃপধন,
আয়োজন করিয়া পূজার।
কালিকার পূজা দিয়া, রাক্ষসেরে বিনাশিয়া,
পরিশেষ লব পুরস্কার॥
গোপীর বচনে ভূপ, ধন দিয়া সেইরূপ,
তখনিই দিলেন বিদায়।
টাকা পেয়ে গোয়ালিনী,
হোয়ে অতি আহ্লাদিনী,
ঘরেতে রাখিল সমুদায়॥
সম্ভাবিত কড়ি নিয়া, হাটের ভিতরে গিয়া,
আশপাশ, ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
বানরের প্রিয় যাহা, বেছে বেছে নিল তাহা,
আপনার আঁচল পূরিয়া॥
ফলের চেঙারি কাঁকে. চলে রামা ঘোর ঝাঁকে
নিরূপিত বনের ভিতরে।
যথা সেই কপিদল, নিয়া কলা, আম্রফল,
সেই খানে ছড়া ছড়ি করে॥
পেয়ে আহারের ফল, ঘণ্টা ফেলে কপি দল,
গুপ্ গাপ্, খায়, গ্রাসে গ্রাসে।
বামা সেই অবসরে, ঘণ্টাটি কুড়িয়া করে,
প্রস্থান করিল রাজ বাসে॥
রাজার নিকটে এসে, গদগদ ভাবে হেসে,
কথা কয়. হাত মুখ নেড়ে।
জননী কালীর বরে, জয় করি নিশাচরে,
ঘণ্টা তার আনিয়াছি কেড়ে॥
শত্রু হোলো পরাজয়, জয় ভূপতির জয়,
কোনো ভয় না রহিল আর।
যত দিন আমি রব, তত দিন রাজ্যে তব
সাধ্য কার করে অত্যাচার॥
গলা কোরে বলা নয়, বলি কিছু মহাশয়,
ধেড়ে ধেড়ে. গোঁপ দেড়ে যত।
পুরুষ দেখিতে পাই, পুরুষার্থ কারো নাই,
ধিক্ধিক্ কবো আর কত?॥

বিধাতা করেছে নারী, উপায় করিতে নারি,
নীচ বোলে সবে করে দ্বেষ।
মনোদুখে বলি তাই. আমি মেয়ে আছি ভাই,
তাইসিন্ রক্ষে হোলো দেশ॥
মুখে যেন খোই ফোটে, বিষম চোপার চোটে,
চমকিত সভায় সবাই।
এ যে বামা বামা নয়, মনে মনে সবে কয়,
কারো মুখে কথা আর নাই॥
ভূপতি বিস্ময় হোয়ে, মনতোষা কথা কোয়ে,
গোপীরে দিলেন পুরস্কার।
তদবধি লোকে সব, নাহি শুনে ঘণ্টারব,
হোলো তায় ভয়ের সংহার॥
হোই হোই কোরে সবে, পালাই পালাই রবে,
গ্রাম খানা হয়েছিল এলো।
ভয় পেয়ে যত জন, কোরে ছিল পলায়ন,
পুনরায় ফিরে সবে এলো॥
ওরে ভাই, বলি তাই, হেতু ছাড়া কর্ম্ম নাই,
কার্য্যের কারণ চাই জানা।
না জেনে যে করে ভয়, তার জয় নাহি হয়,
দুখে রয় কষ্ট পেয়ে নানা॥
শুন শুন প্রিয়গণ আছে দেহ, আছে মন,
মনে কর বিষয় বিচার।
হেতু জেনে বুদ্ধি ধরে, বুঝিয়া যে কার্য্য করে,
বিপদের সম্ভব কি তার?॥

পয়ার।

কার্য্য কালে বুদ্ধি যার, নাহি হয় নাশ।
কুশল আপনি এসে, হয় তার দাস॥
অমঙ্গল আর তার, নিকটে না চরে।
বুদ্ধি বলে অনাসেই, বিপদে সে তরে॥
অতিশয় সহজেতে, উপায়ে যা হয়।
বলে তাহা কোনোকালে, হইবার নয়॥
কৌশলে অবলে করে, সবলে সংহার।
কাক আর কাল সাপ, প্রমাণ তাহার॥

ত্রিপদী।

নারায়ণী নদী তটে, কোনো এক বংশী বটে,
বায়স, বায়সী করে বাস।

এসে এক কালসাপ, প্রতিবর্ষে দেয় তাপ,
কাকীর সন্তানে করে নাশ ॥
হোয়ে শেষ গর্ভবতী, কাকে কহে কাকী সতী
এ বাসায় করিব না বাস।
ছেলে মেয়ে যত হয়, কেহ নাহি বেঁচে রয়,
সাপে খেয়ে করে সর্ব্বনাশ ॥
বার বার এ প্রকার, সন্তানের শোক আর,
কোনোমতে প্রাণে নাহি সয়।
প্রাণনাথ ধরি পায়, কর তার সদুপায়,
এখানেতে থাকা আর নয় ॥
কাকীর কাকুতি স্বরে, কাকা কহে হাস্য ভরে,
প্রাণ প্রিয়ে ভেবো না কো আর।
এবার কে ছাড়ে তারে, বোধে সেই দুরাচারে,
করিব বিশেষ প্রতীকার ॥
বায়সী বলিছে তবে, কেমনে উপায় হবে,
তুমি কিছু বলবান্ নও।
প্রবল বিপক্ষ সেটা, তার বলে পারে কেটা,
প্রলাপের কথা কেন কও ?॥
কি কহিব হায় হায়, বুড়ো হলে বুদ্ধি যায়,
রঙ্গরস ভাল নাহি লাগে।
তোমার-তো এই দশা, তুল্য কোথা হাতী,মশা,
তুল্য কোথা, শ্যালে আর বাঘে ?॥
রাম রাম হরি হরি, দম ফেটে হেসে মরি,
কুকুরে বধিবে হরি নখে।
ঢোঁড়াসাপ ধরি গ্রাস, গরুড়ে করিবে নাশ,
বাসকি বধিতে চায় বকে ॥
চুপ্ চুপ্ মরি দুখে, ও কথা এনো না মুখে,
কে না জানে, তোমার যে গুণ।
এই বনে চরে যারা, এ কথা শুনিলে তারা,
সকলেই হেসে হবে খুন ॥
কাকা কয়, কাকি প্রিয়ে, এখানে তোমায় নিয়ে,
এই ভাবে কাটিব সময়
অবলা অবোধ নারী, তোমায় বুঝাতে নারি,
বাসস্থান ছাড়া বিধি নয় ॥
বিশেষ কি কব আর, বুদ্ধি যার, বল তার,
মিছে কেন কর পরিহাস ?।
উপায়েতে সব হয়, মশা করে হাতী জয়,
শশকেতে সিংহ করে নাশ ॥
কাকী কয় সে কেমন, এ ঘটনা অঘটন,
সাধে আমি করি উপহাস ?।
হেসে পুন কাকা কয়, কৌশলে সকলি হয়,
শুন তার বলি ইতিহাস ॥

পয়ার

কাঞ্চীবন নামে এক, ভীষণ কানন ॥
নানা জাতি পশু তথা, করে বিচরণ ॥
হঠাৎ সে বনে এক, সিংহ বলবান।
বলেতে হইল সব, পশুর প্রধান ॥
সমুখেতে যারে পায়, বধ করে তাকে।
ছেলে বুড়ো আদি করি, কারেও না রাখে ॥
এইরূপ যত তার, বাড়ে অত্যাচার।
তভই ব্যাকুল সব, পশু-পরিবার ॥
সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত, কারো নাই সুখ।
ভাবতেহ শোকে তাপে, ভয়ে ভোগে দুখ ॥
এক দিন যত মৃগ, যুক্তি করি স্থির।
কেশরীর কাছে গিয়া, কাঁপায় শরীর ॥
পদতলে প্রণাম, করিয়া সবে কয়।
আমাদের নিবেদন, শুন মহাশয় ॥
যদ্যপি এরূপে প্রভু, কর অবিচার।
অচিরাৎ বনরাজ্য, হবে ছারখার ॥
কেহ আর না রহিবে, অধীন হইয়া।
ভয়েতে পলাবে সব, গহন ছাড়িয়া ॥
দেখুন বিচার করি, হয় কি না হয়।
এ প্রকার ব্যবহার, রাজধর্ম্ম নয় ॥
দয়া করি রক্ষা কর, প্রজাদের অসু।
প্রতি দিন সুখে খাও, এক এক পশু ॥
পালা মত দিই তার, নিয়ম করিয়া।
একে একে খাদ্য হবো, নিকটে আসিয়া ॥
পশুদের শুনে এই, বিনয় বচন।
সম্মত হোলেন তায়, পারীন্দ্র রাজন ॥
পশুপতি হোয়ে এই, পালার অধীন।
এক এক পশু খান, এক এক দিন ॥

এইরূপে বহুকাল, কাল হরে হরি।
দৈবের ঘটনা তবে, শুন প্রাণেশ্বরি ॥
প্রাচীন শশক এক, বুদ্ধির আধার।
প্রথা-ক্রমে এক দিন, পালা হোলো তার ॥
পালায় পালায় পশু, উপায় না পায়।
মৃদুগতি আসিতেছে, ভর করি পায় ॥
যাইতে যাইতে পথে, ভাবে এ প্রকার।
নিশ্চয় আমারে আজ, করিবে সংহার ॥
মরিবার হেতু তবে, দ্রুত কেন যাই!।
ভেবে দেখি যদি কোনো, সদুপায় পাই ॥
পড়িলে যমের হাতে, বাঁচিতে কে পারে?
বেয়ে চেয়ে দেখি তবু, সাধ্য অনুসারে ॥
এদিকে কেশরী হোয়ে, ক্ষুধায় কাতর।
আস্ফালন করিতেছে, ভূমে করি ভর ॥
ভয়ানক নাদ করি, বদন বিকটে।
এখনো বর্ব্বর ব্যাটা, এলো না নিকটে?॥
হেনকালে শশক, সমীপে উপনীত।
ক্রোধভরে, কটু কয়, হইয়া কুপিত ॥
হাঁরে, ওরে, দুরাচার, এত তোর হেলা!।
করিস্ অমান্য তুই, পেয়েছিস্ খেলা! ॥
মৃগ কয়, মহাশয়, মিছে কর রোষ।
বিষম ঘটনা পথে, কিছু নাহি দোষ ॥
পারীন্দ্র এসেছে এক, অতি দীর্ঘকায়।
আসিবার কালে পথে, ধরিল আমায় ॥
কত ছলে বাঁচিয়াছি, বিনত হইয়া।
আসি বোলে আসিয়াছি, শপথ করিয়া ॥
কেশরী কহিছে কোথা, আছে সে দুর্জ্জন।
তাহার রুধিরে আজ, করিব তর্পণ ॥
মাথার উপরে আছে, দুটো মাথা কার?।
আমার, এ রাজ্যে এসে, করে অত্যাচার ॥
শশ বলে এসো প্রভু, দেখাইব তায়।
মহানাদে, মহানাদ*, পিছে পিছে ধায় ॥
কৌশল করিল মৃগ, অতি অপরূপ।
এই দেখ, বোলে এক, দেখাইল কূপ ॥
অনুরূপ দেখে জলে, শত্রু মনে মানি।
মানী হোয়ে সেই জলে, ঝাঁপ দিল মানী ॥
বুদ্ধিদোষে হোয়ে নিজ, অনুরূপে দ্বেষী।
ডুবিয়া মরিল কূপে, মহাবীর কেশী ॥
বলহীন শশকের বুদ্ধি ছিল যাই।
কৌশলে কেশরি মেরে, বেঁচে গেল তাই ॥
মরিল প্রবল শত্রু, ভয় আর কারে।
বনের সকল পশু, পূজা করে তারে ॥
অতএব শুন ধনি, প্রাণের পুতলি।
বুদ্ধি যার বল তার, সাধে আমি বলি?॥
কাকী কহে যা কহিলে, ভাবেতে সম্ভবে।
আমাদের গতি বল, কি হইবে তবে?॥

ত্রিপদী

কাক কয়, শুন কাকি, এখন কি ক্ষান্ত থাকি,
সবিশেষ সদুপায় হবে?।
সাপের বাপের আর, সাধ্য নাহি বাঁচিবার,
প্রতীকার, করি তার তবে ॥
কৌশলতে যুক্তি কই, বিনোদিনি দেখ ওই,
লোয়ে নিজ অনুচর-গণ।
প্রতিদিন কুতূহলে, নারায়ণী নদী জলে
স্নান করে নৃপতিনন্দন ॥
রাখিয়া সোণার সূত্র, যখন রাজার পুত্র,
সলিলেতে দিবেন সাঁতার।
সেইকালে তুমি প্রিয়ে, ঠোঁটে কোরে তুলে নিয়ে,
নাড়ে গিয়ে, রেখে দেবে হার ॥
রাজচর বহু জনে, সেই হার অন্বেষণে,
বৃক্ষেতে করিবে আরোহণ।
কোটরে ভুজঙ্গ হেরে, দেহে তার খোঁচা-মেরে,
তখনই করিবে নিধন ॥
এইরূপে মোলে সাপ, ঘুচিবে সকল পাপ,
মনস্তাপ ঘটিবে না আর।
সন্তান সন্ততি নিয়ে, সুখের সম্ভোগে প্রিয়ে,
উভয়েতে করিব বিহার ॥

* মহানাদ—পারীন্দ্র, মানী, মহাবীর, কেশী, মৃগেন্দ্র, সিংহ।

বায়স বলিল যাহা, বায়সী করিল তাহা,
মরিল সে কাল বিষধর।
তদবধি অনায়াসে, কাকা কাকী, সেই বাসে,
বহুকাল সুখে করে ঘর॥
তাই বলি প্রিয় সবে, যখন বিপদ হবে,
ধৈর্য্য যেন না যায় তখন।
সুজনের যুক্তি লোয়ে, ধীর হোয়ে স্থির হোয়ে,
করিবে উপায় নিরূপণ॥
বুদ্ধির না হোলে ভুল, বিভু হন অনুকূল,
সে বিপদ কখনো না রয়।
বুদ্ধিমানে বুদ্ধি বলে, জয় পায় সব স্থলে,
অমঙ্গল কভু নাহি হয়॥
কিরূপে চলিছে ক্ষিতি, সংসারের রীতি নীতি,
সমুদয় হও অবগত।

স্বভাবে যে বুদ্ধি ধরে, সে জন বিপদে তরে,
পুরাণে প্রমাণ শত শত॥
রঘুবর রাম যিনি, বনবাসে গিয়া তিনি,
দেখালেন কৌশল অপার।
সাগর বন্ধন করি, বিবিধ বিপদে তরি,
করিলেন সীতার উদ্ধার॥
অবিদিত আছে কার, কোরেছিল কতবার,
কুরুপতি রাজা দুর্য্যোধন।
গোপনেতে ষড়যন্ত্র, যতু-গৃহ, আদি মন্ত্র,
পাণ্ডবের নিপাত কারণ॥
জ্ঞান বল ছিল যাই, যে সব বিপদে তাই,
পাঁচ ভাই হোলেন উদ্ধার।
যুদ্ধ করি পরিশেষ, কুরুকুল করি শেষ,
করিলেন প্রভুত্ব প্রচার॥

হে দেব! যদি অনুমতি করেন, তবে আমরা সেই শব্দের কারণানুসন্ধান পূর্ব্বক অবিলম্বেই শ্রীশ্রীযুতের শঙ্কা নিবারণ করি।

পশুরাজ কহিলেন। বাপু! তোমারদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া ভয়ভঞ্জন করিতে পার তবে আমি অত্যন্তই সন্তুষ্ট হইব।

রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই উভয়ে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদায় হইল, কিঞ্চিদ্দূরে গিয়াই দেখিতে পাইল, বৃহৎ এক বলীবর্দ্দ তৃণভক্ষণে স্থূলাঙ্গ ও বলিষ্ঠ হইয়া মনের স্ফূর্ত্তিতে এক এক একবার চীৎকার করিতেছে। তদ্দৃষ্টে "দমনক" কহিল ভাই করটক! আমাদের রাজা একটা "এঁড়ে" গোরুর ডাক শুনিয়াই এতদূর পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছেন? এ বড় হাসি ও লজ্জার কথা। এসো আমরা ইহাকে ভয় এবং মৈত্রতা দ্বারা হস্তগত করি, আর রাজাকেও নিতান্ত নির্ভয় করা উচিত হয় না, কারণ তাহা হইলে আমারদিগের কর্তৃত্বের ক্ষতি সম্ভাবনা, তাহার পর "সঞ্জীবকে"র সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথা হইতে এই বনে আগমন করিয়াছেন? জানেন না, এ বনের অধিপতি "সুবোধ" নামক মহাবল পরাক্রান্ত পারীন্দ্র?" বলী সভয়ে কহিল, "মহাশয়! আমি সহায়হীন অতি দীন, আমার নাম "সঞ্জীবক" আপনারদের আশ্রয়ে আসিয়া শরণাগত হইয়াছি।" শৃগালেরা কহিল, ভাল অদ্যাবধি তুমি আমাদের বন্ধু হইলে, চল মহারাজের নিকটে চল, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মিত্রতাভাবে রক্ষা করিয়া তোমাকে সুখে প্রতিপালন করিবেন। অনন্তর তিনজনে রাজার নিকট উপস্থিত হইলে দমনক ও করটক কহিল, হে রাজন! ইনি অতি ধার্ম্মিক, অতি বলবান, সজ্জন, শ্রীশ্রীযুতের বন্ধুতারূপ করুণা লাভের প্রত্যাশা করেন। রাজা তচ্ছ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সঞ্জীবককে প্রাণের সহিত স্নেহ পূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন, এমত প্রণয়-বদ্ধ হইল, যে, উভয়ের মধ্যে আর কিছু মাত্রই পার্থক্য রহিল না, শৃগালদিগের প্রতি রাজার আর তাদৃশ অনুরাগ রহিল না।

নৃপতিনন্দনেরা কহিলেন। হে গুরো! ঐ শৃগাল শঠেরা পশ্চাতে কি প্রকারে সুহৃদ্ভেদ করিল? আচার্য্য কহিলেন। শ্রবণকর।

পদ্য

হিত উপদেশ লেখা, মধুর বচন।
"দমনক" "করটক" শৃগাল দুজন॥
করিয়া সুহৃদ্ ভেদ, সিংহ সন্নিধানে।
"সঞ্জীবক", বলদেরে, বধিলেক প্রাণে॥
আগে ছিল মৃগরাজ, অনুকূল যারে।
মন্ত্রণার দোষে শেষে, বিনাশিল তারে॥
মন্ত্রি দোষে রাজমন, হোলে বিঘটিত।
বুদ্ধির নিকটে আর, নাহি আসে হিত॥
হঠাৎ বিরূপ হোয়ে, মন্দ দিগে ধায়।
কেহ তার, কিছু আর, সন্ধান না পায়॥
উভয়ে প্রণয়ে করে, বহুকাল বাস।
উভয়ের মনে নাই, প্রভেদ প্রকাশ॥
শস্যজীবি মুগ্ধ সদা, মাংসজীবি মোহে।
এক মন এক প্রাণ, এক ধ্যান দোঁহে॥
দেখিয়া শৃগাল ধূর্ত্ত, অভেদ প্রণয়।
মনে মনে, এই রূপ, করিল নিশ্চয়॥
এদের প্রণয় যদি, থাকে এ প্রকার।
আমাদের চতুরালী, খাটিবে না আর॥
বলদে, বলদ ভেবে, রাজা দেন মান।
"এঁড়ে গোরু", এসে হোলো, মন্ত্রির প্রধান॥
রাজার নিকটে এটা, প্রিয় হোয়ে রয়।
কোনোমতে এই দুখ, প্রাণে নাহি সয়॥
"করটক" পানে চেয়ে, "দমনক" কয়।
উভয়ে প্রণয় ছেদ, না করিলে নয়॥
যত দিন রাজা এরে, না হন বিমুখ।
ততদিন আমাদের, কিছু নাই সুখ॥
চুপি চুপি দুজনেতে, চল তবে যাই।
রাজার নিকটে গিয়া, প্রমাদ ঘটাই॥
"করটক" কহে ভাই, এরূপ কি হয়?।
এদের প্রণয় কভু, ভাঙিবার নয়॥
অভেদে দুজন আছে, প্রেম আলাপনে।
সে ভাবেতে ভাবান্তর, করিবে কেমনে?॥
"দমনক" বলে যদি, না পারি এমন।
তবে কেন "খল" নাম, কোরেছি ধারণ!॥
সকলি করিতে পারি, মনে যাহা লয়।
আমাদের সাধ্য ছাড়া, কিছুই তো নয়॥

এরূপ কৌশলে তার, করিব উপায়।
যেরূপ বলিব আমি, সায় দিয়ো তায়॥
এত বলি রাজার নিকটে দোঁহে গিয়া।
বসিল কিঞ্চিৎ দূরে, প্রণাম করিয়া॥
রাজা কন, বল বল, শুভ সমাচার।
কেমন তো ভাল আছ, মন্ত্রির কুমার?॥
"কাঁচুমাচু মুখ" কোরে, "দমনক" বলে।
দাসের মঙ্গল সদা, প্রভুর মঙ্গলে॥
অধীন স্বাধীন রূপে, কবে হয় সুখী।
রাজসুখে সুখী হয়, রাজদুখে দুখী॥
আপনি না দিলে মান, কিসে রব মানে!।
চরণের আশীর্ব্বাদে, বেঁচে আছি প্রাণে॥
যাহোক্ তাহোক্, প্রভু, কি কহিব আর!
শুনিলাম বড় এক, মন্দ সমাচার॥
বিশ্বাস হবে না শুনে, তাই করি ভয়।
বলিবার কথা নয়, না বলিলে নয়॥
পাছে হয় সর্ব্বনাশ, আমরা থাকিতে।
গোপনে আসিয়া তাই, হইল বলিতে॥
যদ্যপি অভয় দেন, সদয় হইয়া।
তবে তো বলিতে পারি, সাহস করিয়া॥
ভাল করিবার আশে, আসিয়াছি হরি।
পাছে তায় মন্দ হয়, এই ভয় করি॥
চিরকাল, আপনার, অন্নেতে পালন।
পাতের প্রসাদ খেয়ে, শরীর ধারণ॥
যে দাস বিপদ জেনে, নাহি কয় হিত।
মরিলে তাহার হয়, নরক নিশ্চিত॥
পশুরাজ কন তবে বল সমাচার।
কিরূপেতে অমঙ্গল, দেখিলে আমার!॥
শৃগাল বলে "সঞ্জীবক" অতি দুরাচার।
কোনোরূপে বিশ্বাস, কোরো না তারে আর॥
এতদিন ছলেতে, করিয়া উপাসনা।
এখন্ করিছে মনে, রাজ্যের বাসনা॥
ছলে বলে আপনারে, করিয়া বিনাশ।
সিংহাসনে বসিবে সে, বড় অভিলাষ॥
গোপনে জানিয়া তার, এই অভিপ্রায়।
নিবেদন করিলাম, আপনার পায়॥

অকৃতজ্ঞ কেহ নাই তাহার সমান।
এখন উচিত যাহা, করুন্ বিধান॥
সিংহ কহে, কি ব'ললে,
কি বলিলে শ্যাল্?।
অকস্মাৎ কেন হেন, দেখিতেছ খ্যাল্?॥
শস্যভোজী সঞ্জীবক, অতি পুণ্যবান্।
তোমাদের কথা নয়, বিশ্বাসের স্থান॥
হিংসার স্বভাব নয়, নাই কোনো ক্ষোভ।
কি কারণে তার মনে, রাজ্যে হবে লোভ?
এই বলি সিংহরাজ, নিজ সিংহাসনে।
রহিল নীরব হোয়ে, মলিনবদনে॥
তখন শৃগাল ধূর্ত্ত, কহে করি ছল।
হিত কোরে হোলো এই, বিপরীত ফল॥
আমাদের বাক্যে যদি, বিশ্বাস না হয়।
'এঁড়ে গোরু, নিয়ে তবে, থাকো মহাশয়॥
আমরা বিদায় হোয়ে, অন্য দেশে যাই।
শেষে যদি মন্দ হয়, দোষ তাহে নাই॥
কার্য্যকাল অতিক্রম, অপথে গমন।
যদিস্যাৎ হয় কোনো, বিপদ ঘটন॥
জিজ্ঞাসিত না হইলে, সুহৃৎ যে হয়।
সে সময় যেচে গিয়া, হিত কথা কয়॥
উত্তমের এই এক, উত্তম লক্ষণ।
কখোনো না হয় তার, মন্দ আচরণ॥
দেখে যদি আত্মীয়ের, অশুভ বিশেষ।
গায়ে পোড়ে, সেধে তারে, করে উপদেশ॥
অধমে কি এ প্রকার, গুণ কভু ধরে?।
ভিতরের ভেদ ঢেকে, বিপরীত করে॥
পরের কারণে লোক, করে এইরূপ।
দাস হোয়ে হিত কব, নহে অপরূপ॥
কুরুক্ষেত্রে, যে সময়ে, যুদ্ধ অনুষ্ঠান।
অশেষ অনিষ্ট তায়, করি অনুমান॥
বিনা আবাহনে নিজে, প্রভু ভগবান।
আইলেন দুর্য্যোধন-রাজ সন্নিধান॥
কহিলেন মহারাজ, কর অবধান।।
পাঁচ ভেয়ে পাঁচ খনি, গ্রাম কর দান॥
ঘরে ঘরে কাটাকাটি, না হয় বিধান।
জ্ঞাতিনাশ, কুলনাশ, পাপের নিধান॥
নিদয় সদয় নয়, হৃদয় পাষাণ।
করিল প্রতিজ্ঞা করি, উত্তর প্রদান॥
সূচের আগায় ধরে, ভূমি যে প্রমাণ।
বিনা যুদ্ধে আমি তাহা, করিব না দান॥
শ্রীহরি শ্রীহরি করি, সে কথা শুনিয়া।
বিদুরের নিবাসেতে, এলেন চলিয়া॥
বিদুর বিনয়ে বলে, শুন প্রভু কথা।
অপমান হোতে কেন, গিয়ে ছিলে তথা?॥
মহিমার নাহি পার, তুমি নারায়ণ।
তোমারে সে কি চিনিবে, পাপী দুর্য্যোধন?
হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ কন, শুন সদাশয়।
কুরুপতি পাপমতি, জানিয়া নিশ্চয়॥
তবে, যে গেলেম যেচে, হেতু আছে তার
লোক অপবাদ হোতে, হোলেম উদ্ধার॥
উপরোধ না শুনিলে, তাহে নাহি রোষ।
পরেতে আমারে কেহ, দেবে না কো দোষ॥
স্বজন সম্বন্ধে তার', ভিন্ন কেহ নয়।
কুরু আর পাণ্ডবেরা, সমান উভয়॥
স্বজনে যদ্যপি করে, অনিষ্ট সাধন।
ঘাড়ে ধোরে মেরে তারে, করিবে বারণ॥
আপনার দোষে যেই, যাবে ছারেখারে।
প্রিয়কথা বোলে তারে,
কে বাঁচাতে পারে?॥
হিত বোলে হরি যদি, মানিলেন হারি।
তোমারে কেমনে হরি, বুঝাইতে পারি?॥
রাজা যদি কার্য্যদোষে, পরবশ হয়।
তবে আর তার ঘটে, জ্ঞান নাহি রয়॥
মাতাল-মাতঙ্গ মত, করে ব্যবহার।
আপনার শুভাশুভ, থাকে না বিচার॥
আপনার অপরাধ, দেখিতে না পায়।
আপনার দোষ কভু, মুখে নাহি গায়॥
যখন বিপদে পোড়ে, হয় অপমান।
তখন দাসের প্রতি, দোষ করে দান॥
কেশরী কহিছে পরে, চমকিত মনে।
সঞ্জীবক, অকৃতজ্ঞ, জানিলে কেমনে?॥
"দমনক" কহে তবে, হাসিতে হাসিতে।
এখনো কি বাকী আছে, বিশেষ জানিতে?।

অকস্মাৎ আগন্তুকে, যে করে বিশ্বাস।
নিশ্চিত জানিবে তার, হয় সর্ব্বনাশ॥
বিনয়ে প্রণয়ে শঠ, প্রথমে প্রবেশে।
হইয়া পেটের ছুরি, পেট কাটে শেষে॥
অহঙ্কার গর্ব্ব কোরে, কহিল বচন।
সিংহের কেমন বল, দেখিব এখন?॥
এখনি তাহারে আমি, প্রাণেতে বধিব।
বনরাজ্যে রাজা হোয়ে, প্রভুত্ব করিব॥
তোমরা উভয়ে যদি, কর সহকার।
অর্দ্ধেক রাজ্যের ভাগ, দিব পুরস্কার॥
এরূপ দেখায় লোভ, সেজন দুর্জ্জন।
আমরা কি হোতে পারি, কখনো তেমন?
আপনার অন্ন খেয়ে, রয়েছি দুজনে।
বিশ্বাসঘাতক বল, হইব কেমনে?॥
হরি কয় হরি হরি, বড় ভয়ানক।
মিত্ররূপী সঞ্জীবক, এত প্রতারক?॥
শস্যভোজী গোরু যদি, এ প্রকার হবে।
কেন তারে ভালো বোলে,
এনেছিলে তবে?॥
আমি তো আনিনি ডেকে, করিয়া যতন।
তোমাদের সহকারে, হোয়েছে মিলন॥
দমনক বলে প্রভু, আগে যদি জানি।
তবে কি সে দুরাচারে, এখানেতে আনি?।
আমরা সরল অতি, মনে নাই দোষ।
নম্রভাব দেখিলেই, হয় পরিতোষ॥
আমাদের দোষ বটে, কিছু নাই ভুল।
কেমনে জানিব শেষে, এত হবে তুল?॥
পাঁচড়া প্রথমে যথা, হাতে পায়ে ধোরে।
সকল শরীর বসে, অধিকার কোরে॥
বঞ্চক এ ভাবে আগে, বঞ্চনা করিয়া।
অবশেষে বসে এসে মাথায় চড়িয়া॥
দেখ না মশার দশা খলের লক্ষণ।
অনুগত হোয়ে করে, শোণিত শোষণ॥
পশুপতি কহে শুন, মন্ত্রির কুমার।
এখন কি করি বল, উপায় তাহার?॥
বঞ্চক বঞ্চক তরে, ঊর্দ্ধ মুখে কয়।
কখনো এমন শত্রু, রাখা ভাল নয়॥

সিংহ কহে দেও তারে, বিদায় করিয়া।
থাকুক মনের সুখে, অন্য বনে গিয়া॥
শৃগাল বলে, একি কথা, কহ মহাশয়।
তারে আর প্রাণে রাখা, উচিত কি হয়?॥
বিষবৃক্ষ কেটে কেবা, মূল রাখে তার।
রাখিলেই শেষে হয়, কত অপকার॥
তারে যদি ছেড়ে দেও, বিনাশ না কোরে।
অন্যেরে সহায় করি, রাজ্য লবে হোরে॥
অপ্রিয় সুপথ্য এই, ইথে হবে হিত।
পরিণামে সুখকর, জানিবে নিশ্চিত॥
উপযুক্ত বক্তা আর, শ্রোতা থাকে যথা।
স্থানগুণে, বিভব, বিহার করে তথা॥
ভূপতি ভোগেরপাত্র, কার্য্যকর নয়।
মন্ত্রির হইলে দোষ অমঙ্গল হয়॥
অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞ মন্ত্রী হয় যেই।
রাজদ্বারে থাকিবার, যোগ্য নয় সেই॥
পুরাতন অমাত্যেরে অবজ্ঞা করিয়া।
রাজকর্ম্ম বিধি নয়, নূতন লইয়া॥
নূতন চেলের ভাত, মিষ্ট যদি হয়।
কিন্তু তাহা ভাল নহে,
পেটে নাহি সয়॥
পুরাণো চেলের ভাত, পথ্য অতিশয়।
পরিণামে পরিপাকে, গুণকর হয়॥
আমরা পুরাণো পাপি, পায়ে পোড়ে আছি।
বাধ্য রব চিরকাল, যত দিন বাঁচি॥
মারুন্ কাটুন্, তায়, নহি অভিমানী।
চরণের ধূলা বিনা, কিছু নাহি জানি॥
সঞ্জীবক প্রতারক যেরূপ প্রকার।
এখনি করুন প্রভু প্রতীকার তার॥
বিষময় অন্ন কভু, রাখিতে না আছে।
যেজন ভোজন করে, সেজন কি বাঁচে?
নড়াদাঁত পড়া ভাল, রাখা কভু নয়।
রাখিলেই ক্রমে আরো, কষ্টকর হয়॥
দুরাচারী যদি হয়, নিয়োজিত জন।
অবিলম্বে বিনাশিবে তাহার জীবন॥
এমত করিতে হবে, মূল যাতে যায়।
কিছুমাত্র দয়া মায়া, করিবে না তায়॥

মৃগেন্দ্র কহেন ওরে, শৃগাল-নন্দন।
কেমনে বধিব আমি, মিত্রের জীবন?
আমা বিনা, সে তো আর, অন্য নাহি জানে।
পুষেছি তাহারে আমি অভয় প্রদানে॥
কারো নাহি হিংসা করে, খায় তৃণরাশি।
মনে মনে তারে আমি, বড় ভালবাসি॥
ব্যবহারে দোষী কভু, দেখি নাই যারে।
অনর্থের মূল তারে, বলি কি প্রকারে?॥
যদবধি প্রাণদণ্ড, উচিত তো নয়॥
পরদোষে পরদণ্ড, পরীবাদ রবে।
এ বড় পাপের কর্ম্ম, ধর্ম্মে নাহি সবে॥
যদিই সে কোরে থাকে, কোনরূপ দোষ।
আমার উচিত নহে, তাহে করি রোষ॥
প্রিয় যেই চিরকাল, প্রিয় সেই রয়।
করিলে অপ্রিয়কর্ম্ম অপ্রিয় না হয়॥
নানারূপে কলেবর, দোষের আধার।
সেই দেহ কবে বল, প্রিয় নয় কার?॥
রসনারে সদা করে, দশন আঘাত।
কোন্‌কালে নোড়া দিয়ে, কে ভেঙেছে দাঁত?
ছারখার করে অগ্নি পোড়াইয়া ঘর।
সে আগুণে কবে কেবা, করে অনাদর?॥
প্রিয়ভাবে প্রণয়ে, দিয়েছি যারে স্থান।
এখন কিরূপে তার করি অপমান?॥
ওই তো দারুণ দোষ, দমনক কয়।
এখনো কি হয় নাই, মনের প্রত্যয়?॥
সত্যকথা শুনে যদি, বিশ্বাস না হয়।
গঙ্গাজল ছুঁয়ে, বলি মিথ্যা কভু নয়॥
তিনকাল গত হোলো, ধর্ম্মভার বোয়ে।
পরকাল হারাবো কি, মিছে কথা কোয়ে?
চিরকাল ধর্ম্মভীত "গঙ্গাজলে" নই:
মুখে হোক্ কুড়িকুষ্ঠী, মিছে যদি কই॥
মিছে যদি বোলে থাকি, রাজ সন্নিধানে।
সর্পাঘাতে, বজ্রাঘাতে, মরি যেন প্রাণে॥
আপনি বলেন যাহা, সত্য সমুদয়।
ও সকল, যোগধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম নয়॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-জ্ঞাতা নৃপতি যেজন।
নিতান্ত না হন যেন, দয়ার ভাজন॥

এই রূপ ক্ষমাশীল, হোলে নৃপধন।
করিতে পারে না নিজ, রাজ্যের শাসন॥
বিহারে আহারে সদা, ঘটে ঘোর দায়।
করস্থিত অন্ন তার, উদরে না যায়॥
শত্রু মিত্রে, ক্ষমাগুণ, যতির ভূষণ।
ভূপতির ক্ষমাগুণ, দারুণ দূষণ॥
দুষ্টের দমন আর, শিষ্টের পালন।
এই হয়, সুধার্ম্মিক, রাজার লক্ষণ॥
পরদোষে পরদণ্ড, বটে অবিচার।
দোষে কিন্তু দণ্ড বিধি গুণে পুরস্কার॥
অহঙ্কারে হাত দিলে, সাপের বদনে।
নিশ্চয় যাইতে হয়, শমন সদনে॥
সেইরূপ দোষগুণ, না করি নির্ণয়।
দয়া আর দণ্ড করা, সমুচিত নয়॥
এরূপ যে করে তার, কল্যাণ কোথায়?।
ধন যায় মান যায়, প্রাণ শেষ যায়॥
উদাসীনে পালিতেছ করিয়া প্রত্যয়।
দোষে তার দণ্ড কর, তবে যাবে ভয়॥
বরং জীবন যাক্, খেদ নাহি হয়।
বরং সে ভাল, কেহ, মাথা যদি লয়॥
প্রভুপদ প্রাপণের, প্রত্যাশী যেজন।
করিতে হইবে তার, বিহিত শাসন॥
কোনোরূপে তারে আর,
ছেড়ে দেওয়া নয়।
অচিরাৎ, অস্ত্রাঘাত, সুবিধান হয়॥
রাজ্যলোভে এমন, যে, করে অহঙ্কার।
প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত বিধি হয় তার॥
মিত্র যদি দোষে দোষী, হয় একবার।
তার সহ সন্ধি কভু, করিবে না আর॥
আপনার মৃত্যু হবে, মনেতে না করে।
অশ্বতরী, গর্ভ ধরি, প্রাণে যথা মরে॥
সেইরূপ দুষ্ট দাসে, সন্ধিতে যে রাখে।
আপনার মৃত্যুরে সে, আপনিই ডাকে।
রাজপিতা, রাজভ্রাতা, রাজপুত্র যারা।
রাজ্যের হরণে যদি, লোভ করে তারা॥
পিতা ভ্রাতা পুত্র, ভেদ না রাখিয়া আর।
রাজা তারে করিবেন তখনি সংহার॥*

রাজধর্ম্মে যদি পাই, এইরূপ উপমা।
কোথাকার কেটা সেটা কে করিবে ক্ষমা ?।
তখন সিংহের মনে, এরূপ সংশয়।
হোলেও তো হোতে পারে, অসম্ভব নয়॥
অলোভী এমন কেবা, অবনী ভিতরে।
পাইতে পরের ধন, আশা নাহি করে ?॥
পরের সুন্দরী নারী, করি দরশন।
বিচলিত হোয়ে থাকে, সকলেরি মন॥
কথা শুনে থাকা নয়, অভয় হইয়া।
ব্যবহারে দেখা যাক্ পরীক্ষা করিয়া।
সে যদি বিপক্ষ হয়, প্রকাশিব বল।
এরা যদি মিছে বলে, দিব তার ফল॥
ওরে বাপু, দমনক, কহিছে কেশরী।
কিরূপে নিশ্চয় হবে, সঞ্জীবক অরি ?
ধূর্ত্তরাজে, মৃগরাজে, প্রণমিয়া কয়।
নিগূঢ় মন্ত্রণা তার, শুন মহাশয়॥
যে বীজ ভূমির তলে, গুপ্ত নাহি রয়।
সে বীজে অঙ্কুর আর কখনো না হয়।
যে বীজে করিবে রক্ষা,
গোপন করিয়া॥
সে বীজে ফলিবে ফল, অঙ্কুর ধরিয়া।
মন্ত্রণা গোপন রবে, এরূপ প্রকারে।
কোনোরূপে শত্রু যেন,
না জানিতে পারে।
মন্ত্রণা প্রকাশ হোলে, মিছে হয় সব।
সহজেতে নাহি হয়, শত্রু পরাভব॥
ভয়ানক ভঙ্গীভাব, বিক্রম ধরিয়া।
কোপ করি থাক প্রভু চক্ষু রাঙাইয়া॥
করিয়া সমর সজ্জা, বসুন আপনি।
তাহার ভীষণভাব, দেখাব এখনি॥
সেইমত বেশ করি, পারীন্দ্র রহিল।
সঞ্জীবক সমীপেতে,শৃগাল চলিল॥

ত্রিপদী

"দমনক দরশনে, অকপটে ফুল্লমনে,
বলী বলে, করি সম্বোধন।
সখা হে তোমার সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
ত্রিভুবনে নাহি কোনো জন॥
সহোদর ভাবি পর, সে নহে তোমার পর,
ঘর দ্বার এ নহে আমার।
দেহ সহ মন প্রাণ, তোমারে করেছি দান,
যত কিছু সকলি তোমার॥
তোমারে সহায় করি, এই বনে সুখে চরি,
খাই পরি তোমার কৃপায়।
গুণী নই, কোন গুণে, তোমার বচন শুনে,
মহারাজ রেখেছেন পায়॥
বহুদিন দেখি নাই, ভালো তো, হে আছ ভাই
এসো এসো, বোসো বোসো, তবে।
আজ বড় সুপ্রভাত, দেখা হোলো অকস্মাৎ
এমন্ সুদিন নাকি হবে॥
শুনি সমাদর ধ্বনি, শঠরাজ শিরোমণি,
বসিলেন এক পাশে গিয়া।
ভাবনার ভাব ধরি, অধোভাগে মুখ করি,
রহিলেন গালে হাত দিয়া॥
খলের অন্তরে যাহা, সব লোক জানে তাহা,
বাহ্য কিছু দেখিতে না পাই।
করিয়া চাতুরী হেন, ভাবেতে জানালে যেন,
এমত সুহৃৎ আর নাই॥
সঞ্জীবক সদাশয়, অবিরোধে সুখে রয়,
ঘাস খেয়ে বাস করে বনে।
কিছু নহে অবগত, কাতর হইয়া কত,
কহিতেছে বিনয় বচনে॥
ওহে ভাই বল বল, তনু কেন টল টল,
ছল ছল নয়ন নলিন।
আচম্বিতে একি একি, কি হেতু এমন দেখি,
মুখ খানি মলিন মলিন।
বঞ্চক কিঞ্চিৎ ফিরে, করাঘাত করি শিরে,
ধীরে ধীরে বলে শুন ভাই।
রাজার সেবক যারা, কোন্ কালে সুখী তারা
অধীনের সুখ কভু নাই॥
আয়ত্তে না থাকে ধন, দারুণ দুঃখিত মন,
সার মাত্র কেবল আশ্বাস।
কখন কি ঘটে দায়, কিছু নাহি জানা যায়,
প্রাণেতেও না হয় বিশ্বাস॥

ভেবে হই জ্ঞান-হারা, দেখ না রমণী যারা,
করে প্রায় কুলোকে গমন।
দেখ না রাজার ক্রিয়া, পাত্রাপাত্র না বাছিয়া,
করে প্রায় অপাত্রে পালন।
প্রায় দেখ ধন যত, কৃপণের অনুগত,
নাহি লয় দাতার শরণ।
দেখ দেখ মেঘগণে, সিন্ধু আর মহাবনে,
প্রায় করে বারি বরিষণ॥
সমুদ্রে পড়িলে পর অবলম্ব বিষধর,
পেয়ে হয় বিষম শঙ্কট।
ধরে যদি সাপে খায়, না ধরে তো ডুবে যায়,
দুইদিকে দারুণ দুর্ঘট॥
আমার ভাগ্যের ফল, সেইরূপ অবিকল,
কার কাছে করিব প্রকাশ।
ফুটে যদি বলি কারে, অবিচারে রাজা মারে,
না বলিলে বন্ধু হয় নাশ।
তোমারে অভয় দানে, রাখিয়াছি এই স্থানে
ভালবাসি প্রাণের সহিত।
আগে যদি জানিতাম, এরূপে কি আনিতাম,
হিত কোরে হোলো বিপরীত॥
পশুরাজ ক্রোধ মনে, অতিশয় সংগোপনে,
কহিলেন আমায় ডাকিয়া।
সঞ্জীবকে আন ধরি, কুলের তর্পণ করি,
তার প্রাণ সংহার করিয়া॥
আমি কত সাধিলাম, পায়ে ধরে কাঁদিলাম,
কহিলাম অশেষ প্রকারে।
সঞ্জীবক সদাচার, কিছু দোষ নাহি তার,
বিনাদোষে কেন বধ তারে॥
নত সদা শ্রীচরণে, আজ্ঞা পালে প্রাণপণে,
খেটে মরে দিনে আর রেতে।
এ কথা শুনিয়া কাণে, ঝুঁকিয়া আমার পানে,
হাঁ করিয়া, এসেছিল খেতে॥
ছুটিয়া এলেম তাই, দেহে আর প্রাণ নাই,
কি করিব, ভাগ্য ভাল নয়।

নষ্টের যে ব্যবহার, এতদিনে আমি তার,
পেলেম বিশেষ পরিচয়॥
দূর হোতে দেখে যাকে, হাত তুলে ডাকে তাকে
ছলে করে কত সমাদর।
হেসে হেসে কথা কয়, মুখ খানি মধুময়,
বিষ ভরা পেটের ভিতর॥
সেইরূপ কালক্রমে, পদে আর পরাক্রমে,
শোভা ধরে অসাধু সকল।
ব্যভিচার কিবা তার, নারীনেত্রে যে প্রকার,
শোভা পায় মলিন কাজল॥
বঞ্চক তঞ্চক করি, হরি মন আগে হরি,
বুযে শেষে ছলেতে ছলিয়া।
মনে রাখি মনোগত, হা. হুতাশ, করি কত,
বসিলেন নিশ্বাস ফেলিয়া॥
বলী বলে আমি বলী*, বলে কভু নই বলী,
বলি † কভু করিনে ভক্ষণ।
হিত কথা সদা বলি, রীতিমত দিই বলি,
নাহি করি বলির বারণ॥
আমার কি আছে বল,‡ আমার কি আছে বল,
রাজবলে বলে বল ধরি।
কখন করিনি বল, শুনে বল হোল বল,
কেন হরি বল লবে হরি॥
ঘাস খাই, জল খাই, রাজার কেবল তাই,
করি আমি কুশল-সাধন॥
নাহি জানি কোনো পাপ, কেন তবে হেন তাপ
বাপ্ বাপ্ একি কুলক্ষণ॥
যদি হয় হেন স্থল, তুল্য ধন তুল্য বল,
বিবাদের সম্ভব সে স্থলে।
বলহীন আমি বলী, মহাবীর** মহাবলী,
তুল্য কোথা অবলে সবলে॥
সঞ্জীবক ভাবে হায়, এ যে, বড় ঘোর দায়,
কেমনে বা হইবে নিশ্চিত।

---

* বলী।—বৃষ, মহিষ, উষ্ট্র, বলবান। † বলি।—রাজগ্রাহ্য ভোগ, মাংসাদি, কর, উপহার,
‡ বল।—শক্তি, সৈন্য, প্রাণ, বপু, রক্ত। ** পূজার সামগ্রী, চামরদণ্ড। ‡ মহাবীর—সিংহ।

শৃগাল কহিল যত, রাজার কি আত্মগত,
কিম্বা ইহা খলের চেষ্টিত।
কারণ উদ্দেশ ভরে, যেই জন ক্রোধ করে
সেই ক্রোধ কখনো না রয়।
কারণ জানিলে তার, করি কোপ পরিহার,
তখনিই সে হয় সদয়॥
হেতু বিনা অকারণ, রুষ্ট হয় যার মন,
অতি ভয়ানক তার ক্রোধ।
হেন সাধ্য কেবা ধরে, তাহারে সন্তুষ্টকরে,
তার মনে কে দেবে প্রবোধ॥
বিকার-বিশিষ্ট ভূপ, বাড়বা অনল কূপ,
সর্ব্বদা করিবে তারে ভয়।
ভূপতির বিঘটিত, অতি বড় বিপরীত,
বজ্রহোতে বিপর্য্যয় হয়॥
কুলিশের গুণ মানি, সেখানেই করে হানি,
যেখানেতে সে হয় পতন।
কিছুই রাখে না আর, সব করে ছার খার,
সর্ব্বনেশে রাজ বিঘটন॥
কুমন্ত্রির মন্ত্র দোষে, রাজমন যদি রোষে
সন্ধান না হয় নিরূপণ।
দেখে সবে চমকিত, নাহি হয় নিরূপিত,
"স্ফটিকের" বলয় যেমন।
ভয়ে হোয়ে কৃতাঞ্জলি, কাঁপিতে কাপিতে বলী
সবিনয়ে শৃগালেরে কয়।
প্রণয়ে পালন করি, আমায় বধিবে হরি,
এমন কি সম্ভাবনা হয়?॥
নিয়ত নিকটে রই, নতহোয়ে কথা কই,
সেবা করি শক্তি অনুসারে।
ইথে যদি প্রাণ যায়, কি করিব নিরুপায়,
বিধি বড় বিমুখ আমারে॥
শৃগাল করে উপদেশ, সময় হয়েছে শেষ,
ভেবে আর কি হবে এখন?।
বুদ্ধিমান তুমি ধরি, উপায় করিয়া স্থির
কার্য্যকর কালের মতন॥
মূঢ়চিত্ত কি বিচিত্র, উপকার করে মিত্র,
তার প্রতি দ্বেষভাব ধরে।
পরে যদি করে দোষ, তাহে নাই কিছু রোষ,
তারে আরো পুরস্কার করে॥
পাতকির এই কর্ম্ম, নাহি লয় সার মর্ম্ম,
ধর্ম্ম পানে ফিরে নাহি চায়।
দেখ দেখ মহাশয়, অধার্ম্মিক দুরাশয়,
বিনা দোষে বধিবে তোমায়॥
মূর্খজনে জ্ঞানকথা, ধর্ম্মহীনে ধর্ম্ম তথা
তাহে কিছু নাহি ফলে ফল।
বাক্যহীনে বাক্যবাণ, অচেতনে বুদ্ধি দান,
সর্ব্বকালে, কেবলি বিফল॥
তেজোহীন অজ্ঞ যারা, বলবান হোলে তারা,
সব ঠাঁই পরাজয় হয়।
পারিবে, সে, কি করিতে, ভস্মেতে চরণ দিতে
কোনোমতে কোরো নাকো ভয়॥
ভরসার ভর কর, বিক্রমেতে বল ধর,
বন্ধুভাব কেন রাখি আর।
প্রমাদি জনের মায়া, অধীর মেঘের ছায়া,
তাহে সুখ কবে হয় কার।
কহিতেছে সঞ্জীবক, ওহে ভাই দমনক,
এ যে বড় বিষম বিষয়।
হোয়েছে বুদ্ধির ভুল, পশুপতি প্রতিকূল,
কেমনেতে করিব নির্ণয়॥
শৃগাল কহে অনুভবে, এখনি প্রত্যক্ষ হবে,
ভাব, ভঙ্গী, আকারে প্রকারে।
হতজ্ঞান হতরব, বিকৃতি দেখিবে সব,
চক্ষু আর মুখের বিকারে॥
চুপি চুপি বলি তাই, রণসাজে যাবে ভাই
যদি হয় একথা প্রচার।
কেবা আর কারে পাবে,
আমি যাব, তুমি যাবে
দুজনেই বাঁচিব না আর॥
বলী বলে সুনিশ্চিত, দৈব হোলে বিড়ম্বিত
হোয়ে থাকে এরূপ ঘটনা।
ডুবিয়া এ দুখার্ণবে, যদ্যপি মরিতে হবে,
করি তবে মন্ত্রের সাধনা॥
অকারণে, মিত্র জনে, শত্রুবৎ আচরণে,
প্রাণ নিতে হইলে বাধিত।

সে সময়ে যুদ্ধ করা, বিনা যুদ্ধে প্রাণে মরা,
কোন মতে না হয় উচিত ॥
বিনা যুদ্ধে প্রাণ যায় যুদ্ধ হোলে বাঁচা দায়,
হেন কাল করি নিরূপণ।
প্রবল বিপক্ষ সনে, প্রবেশ করিয়া রণে
পণ্ডিতেরা ত্যজেন জীবন ॥
যুদ্ধে হোলে প্রাণনাশ, চিরদিন স্বর্গ-বাস,
মরি যদি ভাবনা কি তার।
শত্রুবধ হোলে পরে, রাজলক্ষ্মী পাব করে,
রবে না সুখের সীমা আর ॥
একান্ত বধিবে হরি, এখন ভরসা হরি,
মিছে আর কেন করি ভয়।
দুর্গা বোলে যাই তবে. যা হবার তাই হবে,
দেহ কিছু চিরস্থায়ী নয় ॥
এত বলি হোয়ে বলী, বলি হোতে যায় বলী
কারে বলি এ দুখের কথা ?।
সেইরূপ প্রকরণ, নির্ব্বাণের পূর্ব্বক্ষণ,
প্রদীপের প্রভা বাড়ে যথা ॥
শঠের কি বুদ্ধি সোরু, সিংহেরে করিল গোরু
গোরুরে তো গোরু করিয়াছে।
কেমন তুলিয়া ছেদ, করিল প্রনয় ভেদ,
বঞ্চকের অসাধ্য কি আছে ?॥
কোথা হোতে তুলে ছিল, সরলে করিল খল,
ন ভূত, ন ভবিষ্যৎ যাহা।
দুধেরে করিয়া জল, দেখাইল অবিকল,
খল-মায়া কি বুঝিব আহা ॥
দুর্জ্জনের দুষ্টাদেশে, রণবেশে মোলো এসে
সঞ্জীবক সংহার পাইল।
দেখিয়া সিংহের কোপ,
হোয়ে গেল বুদ্ধিলোপ,
শিঙ নেড়ে বেঁকে দাঁড়াইল ॥
বলদের বল হেরে, গশুরাজ লাফ মেরে,
থাবা দিয়ে বোসে গেল ঘাড়ে।
গাঁ গাঁ রবে ডাক-ছেড়ে, তখনি মরিল এঁড়ে
তুল্য কোথা সিংহে আর ষাঁড়ে॥
দেখ তার মৃতদেহ, অন্তরে উদয় স্নেহ,
মোহে রাজ কাঁদিতে লাগিল।

হায় হায় একি তাপ, করিলাম ঘোর পাপ,
হেন ক্রোধ কেন বা হইল ॥
করি-বধ করে হরি, অন্যে লয় মুক্তা হরি,
নিজে ভোগে পাপরূপ রোগ।
অধর্ম্মের আচরণে, রাজা হয় জয়ী রণে,
পরে করে রাজ্য উপভোগ ॥
উর্ব্বর ভূমির নাশ, তাহাতে লাভের হ্রাস,
সর্ব্বনাশ বোলে তারে গণে।
সে খেদ না কভু যায়, রাজা হ্যেল মৃতপ্রায়,
বুদ্ধিমান্ দাসের মরণে ॥
ভূমি যদি ভ্রষ্টা হয়, হানিকর তত নয়,
পুনরায় মেলে সে প্রকার।
দাসের মতন দাস, হইলে তাহার নাশ,
তেমন্ কি ঘটে পুনর্ব্বার।॥
কেন তারে মারিলাম, পরকাল হারিলাম,
ইহকালে অপযশ সার।
জন্মিল কেমন ক্রোধ, হোলো না এমন বোধ
সে যে বাধ্য নহে রে আমার ॥
স্বপনে জানিনে যাহা, মরি মরি আহা আহা,
হায় মিত্র কোথা তুমি গেলে।
কাহার বচন ধরি, স্বভাবে অভাব করি,
অকালে মরিতে ভাই এলে ॥
তোমার ললাটে লেখা, এইরূপে হোয়ে দেখা
প্রাণ যাবে আমার প্রহারে।
মিত্র মেরে পাপ লবো, আমিও নারকী হবো,
বিধিলিপি কে ঘুচাতে পারে ॥
শোকাকুল দেখে ভূপে. শঠ কহে চুপে চুপে,
মহারাজ এ বড় প্রলাপ।
শত্রু মেরে নিজ করে, কবে কেবা খেদ করে,
ইথে কার হোয়ে থাকে পাপ ॥
অকৃতজ্ঞ দুরাচার, রাজ্য লাভে আশা যার
তার প্রাণ রাখিতে কি আছে।
মিছে কেন কর তাপ, পুণ্য বিনা নাহি পাপ,
শুনিয়াছি পণ্ডিতের কাছে।।
সে বাঁচিলে আপনার, রাজ্য কি থাকিত আর
প্রাণ নিয়া হইত সংশয়।

ধর্ম্ম বল ছিল যাই, বেঁচে গেলে তুমি তাই,
সর্ব্বকালে ধার্ম্মিকের জয় ॥
আমি যাই সুচতুর, গোপনে জানিয়া ভুর,
ঘুচালাম কাঁটা সমুদয়।
সেবক আমাত্য লোয়ে, ভোগ কর ভোগী হোয়ে
আপনারে ঈশ্বর সদয় ॥
খল-বাক্যে পুন হরি স্বকীয় স্বভাব ধরি,
সুখে করে আহার বিহার।
হৃষ্ট মনে শিবা কয়, জয় ভূপতির জয়,
শুভ হোক্ জগতে সবার ॥

পয়ারণ

শঠ যদি সর্ব্বশাস্ত্রে, সুপণ্ডিত হয়।
সুজনের সমাজেতে, সদাকাল রয় ॥
তথাচ না যায় তার স্বভাবের দোষ।
সাধু সঙ্গে সদাচারে, নাহি হয় তোষ ॥
মনের সুবৃত্তি সব, হরিবে হরিবে।
খলতার ধর্ম্ম যত, ধরিবে ধরিবে ॥
পরের অনিষ্ট সদা, করিবে করিবে।
দ্বেষানলে জোলে পুড়ে, মরিবে মরিবে ॥
যেদিন চাতুরী তার, বিফলেতে যায়।
সেদিন সে কিছুতেই, সুখ নাহি পায় ॥
মনের ভিতরে ঘোরে, কুমারের চাক্।
উদরেতে অন্ন তার, নাহি পায় পাক ॥
নিশিতে না নিদ্রা হয়, পেট ফেঁপে মরে।
বিছানায় পড়ে শুধু, ছট্ফট্ করে ॥
জেগে খল হিতকারী, নাহি হয় কার।
কেবল ঘুমায়ে করে, পর উপকার ॥
সে নিদ্রায় বড় নয়, শুভ সম্ভাবনা।
স্বপনে স্বপনে করে, অনিষ্ট কল্পনা ॥
ঘুমালেও নাহি হয়, রোগ প্রতীকার।
স্বপনের যোগে করে, স্বভাব প্রচার ॥
স্বপ্নহীন নিদ্রাভোগ সে সময়ে হয়।
সে সময়ে সুখ পেয়ে, সাধু হোয়ে রয় ॥
কোন্ কালে দুর্জ্জনের, মিত্র কেবা হয়।
দারা পুত্র স্নেহ আর, আপনার নয় ॥
ছেলে যদি কৃতী হোয়ে, ভাল খায় পরে।
খল বলি সুখ দেখে, বুক ফেটে মরে ॥
শঠের রমণী এই, ভাবে নিশি দিবা।
ঘুচুক হাতের খাড়ু, ক্ষতি তার কিবা ॥
খলের বিপদে নাই, কারো মনে দুখ।
যে দিগেতে ফিরে চাবে, সে দিগেই সুখ ॥
কাজে কাজে খলাশুভ, সকলেরি সনে।
দেশ শুদ্ধ সবে বাঁচে, একের মরণে ॥
এ জগতে সকলের, শত্রু সেই হয়।
তার প্রতি দয়া করা, বিধি কভু নয় ॥
অসাধু তস্করে ধোরে, করিলে প্রহার।
আহা-রব মুখে কেহ, নাহি বলে আর ॥
নখে কোরে তুলে নিয়া, মাথার উকুন।
উঁহু বোলে বধ কোরে, ব্যাখ্যা করে গুণ ॥
সাপ মেরে পাপ বোধ কবে কার হয়।
চাপড়ে মারিলে মশা, কত সুখোদয় ॥
খল-ধর্ম্ম লিখি সব, কিন্তু ভয় আছে।
লিখিয়া খলের কথা, খল হই পাছে ॥
গাঁথিতে অক্ষয় মালা, লেখনী না ছাড়ে।
পাছে এসে বসে খল, চেপে তার ঘাড়ে ॥
খলের মতন খল, আছে কোন্ খানে।
করিতে পরের মন্দ, নিজে মরে প্রাণে ॥
ইহার দৃষ্টান্ত কথা, শুন প্রিয়-গণ।
চমকিত হবে সবে, করিলে শ্রবণ ॥

উদাহরণ। ত্রিপদী।

পদ্মার উত্তর পারে, নাগর নদের ধারে,
নর নামে নাপিত নন্দন।
হিতকর কারো নয়, অতিশয় দুরাশয়,
নাহি আর তেমন কুজন ॥
দেখে সব ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে,
পরস্পরে প্রেমালাপে রয় ॥
শান্তিময় সেই দেশ, কিছু নাই দ্বেষাদ্বেষ
কেহ কারো শত্রু নাহি হয়।
নিয়ে নানা ছল-সূত্র খল নাপিতের পুত্র,
চেষ্টা করে সাধ্য তার যত ॥

অপমান যথা তথা, কেহ নাহি শোনে কথা,
নষ্ট তায় কষ্ট পায় কত ॥
দূর ছাই সবে করে, নিরুপায় হোয়ে পরে,
মনে করি যুক্তি নিরূপণ ॥

লোকালয় ছেড়ে দিয়া, বিরল, বিপিনে গিয়া,
তরুতলে করিল শয়ন ॥
হরিণাদি অন্বেষণে, সেই কালে সেই বনে,
এলো এক ব্যাধের কমার ॥
একাকী দেখিয়া তারে, বনে যাও আরে আরে,
এখানে থেকো না তুমি আর ॥
বাঘ এসে এইখানে, এখনি বধিবে প্রাণে,
মরণের ভাবনা ভাব না।
শঠ বলে বাঘে খায়, আমারি সে অভিপ্রায়,
বন ছেড়ে যাব না যাব না।
নিষাদ বিষাদ মনে, কহিতেছে সুবচনে,
নিজ প্রাণ কেন কর নাশ ॥
আত্মঘাতী হোলে পাই, কথনো নিস্কৃতি নাই।
চিরকাল নরকে নিবাস ॥
খল বলে শুন কই, নরকেতে ডুবে রই,
সে ভাবনা ভাবিনে কো আর।
বেঁচে তো হোলো না সুখ, হাসিল শত্রুর মুখ,
মোরে করি স্বকার্য্য উদ্ধার ॥

শার্দ্দূল আমায় খেয়ে, নর মাংস স্বাদ পেয়ে,
ভুলিবে না আর তার তার ॥
গ্রামেতে প্রবেশ কোরে, একে একে ধোরে,
ক্রমে সব করিবে আহার ॥
আর কিছু নাহি কোয়ে, বিষয় বিস্ময় হোয়ে,
ব্যাধ গিয়ে দূরে দাঁড়াইল।
তথনই বাঘে ধোরে, বদন বিস্তার কোরে,
ঘাড় ভেঙ্গে বিনাশ করিল ॥

খলের এ আচরণ, চোখে করি দরশন,
চমকিত কিরাত তনয় ॥
গ্রামে গিয়া মারে ঢোল, শুনে সেই মহাগোল,
সকলেরি প্রফুল্ল হৃদয় ॥
ভুগিতে পাপের ফল, এইরূপে মরে খল,
আত্মহিত করে না বিচার ॥
বিশ্বাসের নহে স্থল, মসিনার পাক জল,
সেইরূপ খলের আচার ॥

সিদ্ধান্ত।

দিনকর যদি হয়, পশ্চিমে উদয়।
অমার নিশিতে যদি, শশী দৃশ্য হয় ॥
বৃদ্ধের যদ্যপি হয়, যৌবন-সঞ্চার।
মৃত প্রাণী প্রাণ যদি, পায় পুনর্ব্বার ॥
শিখরের শিরে যদি, ফুটে শতদল।
কথনই, খল তবু হবে না সরল ॥

হরিদ্রার চারু-রূপ, যদি হয় কালো।
জোনাকী, যদ্যপি ধরে, চন্দ্রিকার আলো ॥
লোহায় যদ্যপি হয়, ফুলের সৌরভ।
কুপুত্রে যদ্যপি হয়, কুলের গৌরব ॥
সুধাবৎ যদি হয়, সাপের গরল।
কথনই, খল তবু, হবে না সরল ॥

নয়নের দৃষ্টি গুণ, যদি পায় কাণ।
নয়ন যদ্যপি পায় নাশিকার ঘ্রাণ ॥
নাশায় যদ্যপি হয়, শ্রবণের যোগ।
চরণে যদ্যপি হয়, রসনার ভোগ ॥
অগ্নির দাহক গুণ, যদি পায় জল।
কথনই, খল তবু হবে না সরল ॥

অবাকের মুখ ফুটে, যদি স্বরে কাক।
সুমধুর মিষ্ট রব, যদি পায় বাক ॥
পরম বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বাঘ যদি ধরে।
ভেক যদি নলিনীর, মন বশ করে ॥
যদি হয় জলবৎ, অনল শীতল।
কথনই, খল তবু, হবে না সরল ॥

বানরের ল্যাজ ঘুচে, যদি হয় নর।
মহীলতা যদি হয়, সর্পবিষধর ॥
আঙারের কালো ঘুচে, যদি হয় শাদা।
অশ্বসম খরগতি, যদি পায় গাধা ॥
অমৃত যদ্যপি হয়, মাখালের ফল।
কথনই, খল তবু, হবে না সরল ॥

চোর যদি সাধু হয়, যুধিষ্ঠির প্রায়।
শূকর ছাড়িয়া বিষ্ঠা, ক্ষীর যদি খায় ॥

বারবধূ, যদি হয়, সাবিত্রী সমান।
শৃগালে ধরিয়া যন্ত্র, যদি করে গান॥
গগণে যত্তপি উঠে, ভূতল, নিতল।
কখনই, খল তবু, হবে না সরল॥

আমিষ ভক্ষণ-রোগ, যদি ছাড়ে বক।
দারুণ ঠকামি-রোগ, যদি ছাড়ে ঠক॥
ভাট যদি শ্রাদ্ধবাড়ী, তুষ্টি নাহি পাড়ে।
আম্‌লায়, মাম্‌লায়, ঘুস যদি ছাড়ে॥
হাকিম যত্তপি ছাড়ে বিচারের ছল।
কখনই, খল তবু, হবে না সরল॥

ভিক্ষা রোগ ছাড়ে যদি, ব্রাহ্মণ কাঙাল।
স্বভাবেতে সৎ হয়, যত্তপি বাঙাল॥
ধনেতে লোভির লোভ, যদি নাহি বাড়ে।
পর রাজ্য হরা লোভ, রাজা যদি ছাড়ে॥

দলচক্রী বাঙালিরা, যদি ছাড়ে দল।
কখনই, খল তবু, হবে না সরল॥

নিশা যদি দিবা হয়, দিবা হয় নিশা।
স্বর্ণ স্বর্ণ সম, যদি হয় সীসা॥
সুমেরু যত্তপি উড়ে, বায়ুর বাজনে।
সিন্ধু যদি শুষ্ক হয়, কীটের শোষণে॥
রবি, শশী, খসি যদি, যায় রসাতল।
কখনই, খল তবু হবে না সরল॥

লবণজলধি যদি, সুধাজল ধরে।
নিম্ব যদি মধুময়, ফল দান করে॥
ছাতারিয়া যদি শিখে, ময়য়ের নাচ।
কষিত-কনক কান্তি, যদি ধরে কাঁচ॥
করি যদি হরি বধে, শুঁড়ে করে বল।
কখনই, খল তবু হবে না সরল॥

রাজপুত্রেরা কহিলেন, হে গুরো! খলচরিত্র শুনিয়া আমরা চরিতার্থ হইলাম, এইক্ষণে অপর কোনো সাধু সন্দর্ভের দ্বারা সুখী করুন।

ইতি হিতপ্রভাকর পুস্তকে হিতহার অন্তর্গত "সুহৃদ্ভেদ" নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

বিগ্রহ

পদ্য।

নৃপতিনন্দন।

প্রণিপাত গুরুদেব, চরণে তোমার।
করিলেন বহুরূপে, সংশয় সংহার॥
"মিত্রলাভ" "সুহৃদ্ভেদ", কথা-সুধাধার।
পাইলাম উপকার, অশেষ প্রকার॥
আমরা অধীন শিষ্য, রাজার তনয়।
বিগ্রহ শুনিতে মনে, ইচ্ছা অতিশয়॥
কৃপা করি উপদেশ, করুন এখন।
শুনিয়া কৃতার্থ হোয়ে, পূজিব চরণ॥

আচার্য।

সাধু সাধু রাজপুত্র, চিরজীবি হও।
সম্রাট ভূপাল হোয়ে, সদা সুখে রও॥
যখন যাহাতে হবে, বাসনা বিশেষ।
তখন করিব আমি, সেই উপদেশ॥
স্থির ধীর শাস্ত্রালাপে, অবিরত রত।
প্রিয়শিষ্য কোথা পাব, তোমাদের মত?॥
বিশেষত আপনারা, ভূপতিকুমার।
শ্রবণ বিহিত বটে, বিগ্রহ-ব্যাপার॥

রাজপুত্র।

সদয় হৃদয়ে প্রভু, বলুন্ বিশেষ।
মানস মোহিত করি, শুনে উপদেশ॥

গুরু। তবে শ্রবণ কর।

পদ্য।

সন্তোষসন্দীপে এক, সুখ সরোবর।
সুচারু সোপান তার, অতি মনোহর॥
শীতল সুমিষ্ট শিব*, সর্ব্বশিবকর।
প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়, জলের ভিতর॥
কমলে কমল শোভে, গন্ধে আমোদিত।
তটেতে শীতল ছায়া, বৃক্ষ বিরাজিত॥
"স্বর্ণমুখ" নামে এক, রাজহংসবর।
সুধীর সুশীল শান্ত, সর্ব্বগুণাকর॥
সত্যপ্রিয় সেই সাধু, সরল অন্তরে।
সেই সুখসরোবরে, সুখে বাস করে॥
সেখানেতে জলচর, পাখি আছে যত।
সমভাবে সকলেতে, হোয়ে অনুগত॥
আচার বিচার, আর, সাধু-ব্যবহারে।
রাজপদে অভিষিক্ত, করিল তাহারে॥
দয়া, ধর্ম, বিবেচনা, সত্য-আলাপন।
রাজার মতন তার, সকল লক্ষণ॥
রাজা যদি সুধার্মিক, বিজ্ঞ নাহি হয়।
কোনোরূপে আর তার, রাজ্য নাহি রয়॥
অবিচারে অত্যাচারে, ঘটে অপযশ।
পরস্পর প্রজাগণ, নাহি থাকে বশ॥
পাইয়া প্রচুর পীড়া, প্রভুভক্তি যায়।
পশ্চাতে প্রমাদি হোয়ে, প্রমাদ ঘটায়॥
কাণ্ডারীবিহীন তরি, জলনিধি জলে।
দেখিতে দেখিতে যথা, যায় রসাতলে॥
রাজাহীন রাজ্য হয় সেরূপ প্রকার।
একেবারে সমুদয়, যায় ছারখার॥
প্রজাদের রক্ষা করা, রাজব্যবহার।
প্রজারা করিবে সদা, উন্নতি রাজার॥
আগে চাই প্রজাদের পালন রক্ষণ।
পরেতে বর্দ্ধন তবে, হয় প্রয়োজন॥
ব্যবহারে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া।
হংসেরে করিল রাজা, সকলে মিলিয়া॥
রাজসিংহাসনে বসি, মরাল-মহীপ।
সুযশে করিল পূর্ণ, সন্তোষ সন্দীপ॥
কোমল কমলদল, বিমল আসন।
একদিন তাহে বোসে, আছেন রাজন॥
পাত্র মিত্র পারিষদ, পণ্ডিত মণ্ডিত।
পরিজনে পরিপূর্ণ, সভা সুশোভিত॥
শাস্ত্রকথা সদালাপ, সাধু-সম্ভাষণ।
মহানন্দে মুগ্ধ তায়, মহীশের মন॥

---

* শিব—জল

হেনকালে হঠাৎ, হইয়া ত্বরান্বিত।
"কলহক" নামে বক, তথা উপনীত॥
বকেরে বলেন রাজা, প্রিয়কথা কোয়ে।
কোথা হোতে এলে বাপু, এত ব্যস্ত হোয়ে॥
কেমন্ তো আছ ভাল, কুশল তোমার?।
বলবল বল শুনি, শুভ সমাচার॥

বক কহিল।

ত্রিপদী

করপুটে লুটে পড়ি, ভূমিতলে গড়াগড়ি,
প্রণিপাত দিয়ে উপহার।
"কলহক" বক কয়, মহীপতি মহাশয়,
আছে এক গুপ্ত সমাচার॥
ঘটনা হয়েছে যাহা খণ্ডন হবে না তাহা.
কৃপা করি করুন শ্রবণ।
বিশ্রাম কোরিনি পথে, গতি-অশ্বে, পক্ষ-রথে,
এসেছি করিতে নিবেদন॥
দেশ-দরশন ছলে, কিছুকাল কুতূহলে,
ভ্রমিলাম দিগ্ দিগন্তর॥
যাইলাম অবশেষে, ময়ূর রাজার দেশে,
দেবীদ্বীপ সুবর্ণশিখর॥
তথায় বিনোদ-বন, রাজ-অনুচরগণ,
বিচরণ করে চরাচরে॥
ক্রমে ক্রমে উত্তরিয়া, সেই বনে আমি গিয়া,
চোরে থাই এক সরোবরে॥
নানাজাতি পাখি যত, জিজ্ঞাসা করিল কত,
আসিয়া আমার সন্নিধানে॥
বল বল কিবা 'নাম'. কোথায় তোমার ধাম,
কোথা হোতে আইলে এখানে?॥
জানিতে বাসনা ভাই, বিনয়েতে বলি তাই,
কত দেশ করিলে ভ্রমণ?।
আকার প্রকার যত, বিদেশির মত মত,
এদেশেতে কেন আগমন?॥
আমি তায় কহিলাম, সন্তোষ সন্দীপে ধাম,
মম নাম সবারি গোচর।
"স্বর্ণমুখ" হংসবর, চক্রবর্ত্তী একেশ্বর
আমি তাঁর প্রিয়-অনুচর॥
আমার এরূপ ভাষে, জানিবার অভিলাষে
তারা কহে, কহ সমাচার।
তোমাদের দেশ সেই, আমাদের দেশ এই,
কোন্ দেশ কিরূপ প্রকার?॥
আচার বিচার আর, রাজনীতি ব্যবহার,
কি প্রকার তথাকার হয়?।
কিবা আছে অপরূপ, কেমন্ ধার্ম্মিক ভূপ,
প্রজাগণ কত সুখে রয়?॥
আমি কহিলাম তায়, কি কথা বলিছ হায়
তোমাদের এদেশ কি দেশ?।
আমারা স্বর্গেতে রই, হংসরাজ বিশ্বজই,
স্বর্গপতি বাসব বিশেষ॥
কিসের সহিত কার, তুল্যকরি তুলনার,
মুক্তা আর ঝিনুক যেমন।
কাঁচ আর স্বর্ণ যথা, সে দেশ এ দেশ তথা,
উপমায় হইবে তেমন॥
মরুভূমে সদা চর, পাপ-ভোগ কোরে মর,
সুখভোগে যদি থাকে আশ।
আমাদের দেশে ভাই, চল তবে লোয়ে যাই,
পূরাইব প্রচুর প্রয়াস॥
আমার এ উপদেশ, শুনিয়া করিল দ্বেষ,
সবিশেষ না করি বিচার।
মূঢ় যেই এ সংসারে, উপদেশ দিলে তারে,
ঘোটে থাকে এরূপ প্রকার॥
ভুজঙ্গেরে দুগ্ধ দিয়া, না হয় কুশল-ক্রিয়া,
মন্দঘটে ধরা আছে স্থির।
অবোধ কহিলে হিত, ফল হয় বিপরীত
বোলেছেন পণ্ডিত সুধীর॥
শুভকর কথা যাহা, সুবোধ কহিলে তাহা,
উভয়ের পূরে অভিলাষ।
অবোধ বানরগণে, হিতকথা বিতরণে,
পাখিদের হোলো সর্ব্বনাশ॥

হংসরাজ কহিলেন।

পদ্য।

মূঢ়-জনে উপদেশ, না করিবে দান।
পাত্র-ভেদে ব্যবহার, বিহিত বিধান॥

উপমার স্থল তার, পেয়েছ কেমন ?।
বাপু, বক, বল তবে, শুনি বিবরণ ॥
উপদেশ দান করি, যত কপিগণে।
পাখিদের সর্ব্বনাশ, হইল কেমনে ? ॥

বক কহিল।

নিরমল নীরময়, নর্ম্মদার তট।
বহুকেলে বৃক্ষ তথা, বড় এক বট ॥
সেই গাছে পরিজন, লোয়ে নিজ নিজ।
বাসা বেঁধে বাস করে, নানাজাতি দ্বিজ ॥
ফল, রস, জল আদি, স্বভাবে সঞ্চার।
চিত্ত-সুখে নিত্য করে, আহার বিহার ॥
পাল পাল বানর, বানরী, বনে চরে।
উপ্, আপ্, দুপ্, দাপ্, মাতামাতি করে ॥
একদিন দিবাভাগে, বরষা সময়।
হইল গগন-দেশে, মেঘের উদয় ॥
ঘন ঘন ঘন-ঘোর, গভীর গর্জ্জন।
মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর, বাজের তর্জ্জন ॥
থেকে থেকে চপলার, চারু চক্ চকি।
বোধহয়, প্রকৃতি ঠুকিছে, চক্‌মকি ॥
ঝ্বণাৎ ঝ্বণাৎ ঝ্বণ্, উপরের হাঁক্।
শ্বণাৎ শ্বণাৎ শ্বণ্, বাতাসের ডাক্ ॥
দর্ দর্ ঝর্ ঝর্, টুপ্ টুপ্ টাপ্।
ক্রমেতে মুষল-ধার, জল ঝপ্ ঝাপ্ ॥
একপাল বানর, বসিয়া তরুতলে।
বাত বৃষ্টি সহ্য করি, ভিজিতেছে জলে ॥
শাখি হোতে পাখিগণ, হইয়া সদয়।
কপিকুলে কহিতেছে, করিয়া বিনয় ॥
"কেন ভাই সকলেতে, ভিজে হও সারা ?।
শরীরে সহিয়া কষ্ট, যাবে শেষ মারা ॥
এসো এসো এসো সব, আমাদের কাছে।
সুখেতে করিবে বাস, ভাল বাসা আছে ॥
একে তো, বানর, তাহে, বুদ্ধি-বিপরীত।
উপদেশে, দ্বেষ করি, কোপেতে কম্পিত ॥
মনে মনে সবে করে, 'এরূপ বিচার ॥
হুঁ হুঁ, এই পাখিদের, এত অহঙ্কার ? ॥
আমাদের নিন্দা করে, জলে ভিজি বোলে।
মর্ মর্ এ জলে তো, যাব না কো গোলে ॥
এখন্ তো চারা নাই, চুপ্ মেরে থাকি।
কিচ্ মিচ্ করুক্, মরুক্ সব পাখি ॥
আগেতে ধরুক জল, দেখিব তখন্।
আছেন সুখেতে বটে, বাঁচেন্ কেমন ? ॥
তখনি কিঞ্চিৎ পরে, জল গেল ধোরে।
গাছেতে মারিল লাপ্, দুপ্ দাপ্ কোরে ॥
নিবিড়-নির্ম্মিত নীড়, না রাখিল আর।
হাতে, দাঁতে ছিঁড়ে কেটে, করে ছার খার ॥
যে সব প্রসব করি, ডিম্ রেখেছিল।
মর্‌কট্, ছর্ কট্, সব কোরে দিল ॥
কুশলের কথা কোয়ে, ফল শেষ তার।
বাসের ব্যাঘাত হোয়ে, প্রাণে বাঁচা ভার ॥
নিবেদন করি তাই নৃপ মহাশয়।
মূঢ়-জনে হিত-কথা, বিহিত না হয় ॥

হংসরাজ কহিলেন।

ময়ুর-রাজ্যের যত অনুচরগণ।
কুপিত হইল শুনে, তোমার বচন ॥
পরে তার, কি প্রকার, ব্যাপার ঘটিল ?।
রাগবশে ব্যবহার, কিরূপ করিল ? ॥

কলহক কহিল।

সকলেরি ভাঙা-মন, রাগে রাঙা আঁখি।
ঠাণ্ডা ধোরে এলো যত, ডাঙা-বাসি পাখি ॥
কহিল প্রকোপ কপি, প্রকাশিয়ে বল।
কোথাকার রাজা "হাঁস" বল্ ব্যাটা বল্ ?
কারে তুই "রাজা" কোস্, এ, যে, তোর ভ্রম ?
কোথা হোতে পেলে নেটা, রাজ পরাক্রম ॥
দেখে শুনে বাল্মীকের, এত আস্ফালন।
আমিও দিলাম তার, মুখের মতন ॥
কহিলাম ঠোঁট-নেড়ে, কোরে কত ভূর্।
কোথা হোতে রাজা হোলো, তোদের ময়ুর ?
রাজ-পরাক্রম তার, হোলো কি প্রকারে ? ॥
রাজপদে অভিষেক, কে করিল তারে ? ॥
চাহিল আমায় তারা, করিতে বিনাশ।
আমি করিলাম নিজ, প্রভাব প্রকাশ।

নারীদের লজ্জা যথা, প্রধান ভূষণ।
অনাজ তেমনি হয়, দারুণ দূষণ॥
রমণীর এই লাজ, বিধান সদাই।
কিন্তু এক কাল-ভেদে, নির্লজ্জতা চাই॥
পতিসহ রতিরস, আলাপ যখন।
লজ্জাহীনা হোতে হবে, সতীকে তখন॥
সেইরূপ পুরুষের, ক্ষমা অলঙ্কার।
যার চেয়ে মনোহর, ভূষা নাই আর॥
কাল-ভেদে সেই ক্ষমা, সুবিহিত নয়।
সময়েতে বাহুবল, বিস্তারিতে হয়॥
যদবধি শত্রু সব, প্রবল না হয়।
তদবধি ক্ষমাগুণ, মনে যেন রয়॥
বিপক্ষের দল-বল, প্রবল যখন।
বিক্রম বিস্তার করা, বিহিত তখন॥

মরাল-মহীপ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন।

নিজ আর পর-বল, দেখিয়া যে জন।
ভিতরের ভাব নাহি, করে নিরূপণ॥
কথায় কলহ করি, বিবাদ ঘটাবে।
বিপক্ষের বাক্য ব্যথা, পাবেই সে পাবে॥
বাঘ-ছালে গাত্র মোড়া, গাদা যে প্রকার।
আপনার বাক্য-দোষে, হইল সংহার॥
সেইরূপ এজগতে, কটুভাষি যারা।
বচনের দোষে শুধু, মারা পড়ে তারা॥

বক বলিল।

প্রণিপাত করি প্রভু, কমল চরণে।
বাক্য দোষে, সেই গাদা, মরিল কেমনে?
কিসেতে হইল তার, মরণ ঘটনা।
বিস্তারিত বিবরণ, শুনিতে বাসনা॥

মহারাজ কহিলেন।

নদী-তীরে, নন্দন-নগরে, নিকেতন।
রাজীব নামেতে এক, রজক-নন্দন॥
প্রাতে উঠে ঘাটে যায়, গাদা এক নিয়া।
সন্ধ্যাকালে ঘরে আসে, কাপড় কাচিয়া॥
কিছু কিছু কড়ি পায়, মনিবের ঘরে।
কোনোরূপে, গোচে গাচে, দিনপাত করে
সেই গাদা, রজকের, অধীনেতে রোয়ে
দিন দিন হয় ক্ষীণ, মোট বোয়ে বোয়ে॥
খেটে খেটে হোলো শেষ, অস্থি চর্ম্ম সার।
উঠিবার শক্তি আর রহিল না তার॥
সজীব রাখিতে তারে, রাজীব তখন।
মনেতে করিল এক, যুক্তি নিরূপণ॥
বাঘের চামেতে করি, দেহ আচ্ছাদন।
শস্যময় ক্ষেত্রে গিয়া, করিল স্থাপন॥
দূরে হোতে দৃষ্টি করি, অতিশয় ত্রাসে।
বাঘ বোধে চাসা তার, নিকটে না আসে॥
দিবানিশি ইচ্ছামত, ভোগ পেয়ে পেয়ে।
মরা গাদা বেঁচে গেল, ধান খেয়ে খেয়ে॥
ক্রমেই বাড়িছে বল, নাহি খাটাখাটা।
হোলো সেটা অতিশয়, গাঁটাগোটা মোটা॥
চাসার আশার ধন, ভোগ নাহি হয়।
যুক্তিযোগে করে সবে, উপায় নির্ণয়॥
কেশব নামেতে এক, কৃষক কুমার।
ভাবিতেছে কিসে করি শার্দ্দূল সংহার॥
গাদীর চামের মত, কম্বল আনিয়া।
তাহাতে কৌশল করি, শরীর ঢাকিয়া॥
রাখিল ধনুক তীর, করিয়া গোপন।
গাদা ব্যাটা কি বুঝিবে, তাহার কারণ॥
দূরে-হোতে সেই মূর্ত্তি, করি দরশন।
গর্দ্দভী হইল জ্ঞান, গাদার তখন॥
ছাড়িয়া ভীষণ রব, রতিভোগ চেয়ে।
ব্যস্ত-হোয়ে মস্তরাম, আইলেন ধেয়ে॥
সে রবে গর্দ্দভ জেনে, করিয়া আঘাত।
তখনি কৃষক তারে, করিল নিপাত
কটুভাষ ভাল নয়, বলি আমি তাই।
মুখের দোষের চেয়ে, দোষ আর নাই॥
নীরবে থাকিয়া গাদা, যদি খেতো ধান।
এরূপে কখনো তার, যেতো না কো প্রাণ॥
এখন এ বাক্যে আর, নাহি প্রয়োজন।
তার পর কি হইল, কহ বিবরণ॥

কলহক বক কহিল।

ত্রিপদী।

পরে সেই পাখি যত, কলরব করে কত,
কোপানলে সকলেই জ্বলে।

বেঁধে সব জোট্‌পাট্, চোট্‌পাট্ মালসাট্,
মার্ মার্ কাট্‌কাট্ বলে ॥
কেহ বলে আমি যাই, ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাই,
রাখা নয় আর ক্ষণকাল।
কেহ বলে মেরে লাতি, ভাঙিব বুকের ছাতি,
চড়মেরে ভেঙে-দিব গাল ॥
সে কথায় কেহ কয়, প্রাণে মারা বিধি নয়,
ল্যাজ কেটে কোরে দিই বেঁড়ে।
কেহ কহে ছুরি আন্, কেটে নিই নাক্ কান,
সাজা দিয়ে দিই এরে ছেড়ে ॥
মাখাইয়া চূণকালী, আগে দিয়ে হাততালি,
কুলার বাতাস দেও শেষে।
মনোহর মূর্ত্তি ধরি, নটবর সজ্জা করি,
কালামুখ নিয়ে যাক্ দেশে॥
দেশে নাহি অন্ন পায়, পেটের দারুণ দায়,
কত কষ্টে এখানেতে এসে।
আমাদের চরে চরে, আমাদের খায় পরে,
আমাদেরি নিন্দা করে শেষে ॥
ওরে রে বঞ্চক বক্ তুই ব্যাটা ঠাঁটা ঠক্,
প্রতারক পাষণ্ড পামর।
যত-দূর মুখ তোর, তত-দূর কথা জোর,
মর মর আ মর আ মর ॥
আমাদের অধিপতি, জ্ঞানকল্পে বৃহস্পতি,
মহামতি ধর্ম্ম অবতার।
যার আছে শুভকর্ম্ম, পূর্ব্বের সঞ্চিত ধর্ম্ম,
সেই এসে পূজা করে তাঁর ॥
আমরা সকল পাখি, রত্নময় দেশে থাকি,
সুখভোগ অশেষ বিশেষে।
কি বলিস্ হরি হরি, স্বর্গ-সুখ পরিহরি,
যাব সবে তোদের সে দেশে ॥
তোদের যে রাজহংস, স্বভাবে দুর্ব্বল-বংশ,
রাজা হবে কিরূপ প্রকার।
নিতান্ত যে মৃদু হয়, ভূপতির যোগ্য নয়,
কিসে হবে রাজ্যে অধিকার ॥
সহজে দুর্ব্বল যেই, রাখিতে পারে না সেই,
আপনার করস্থিত ধন।
কার বলে বল লোয়ে, কি সাহসে রাজা হোয়ে
সে করিবে পৃথিবী শাসন ॥
তুই নিজে নীচ হোস্, তাই তারে বড় কোস্,
রোস্ রোস্ দুষ্ট দুরাচার।
হিক্ হিক্ থিক্ থিক্, পিক্ পিক্ ধিক্ ধিক্,
অধিক্ কি কব তোরে আর? ॥
যেমন কূপের ব্যাঙ, কূপেতেই নাড়ে ঠ্যাঙ,
তোর দশা ঘটেছে তেমন।
হীন-দেশে নিয়ে-যেতে, হীন-সেবা করাইতে,
উপদেশ দিস্ সে কারণ ॥
স্বভাবে যে তরু হয়, ফল আর ছায়াময়,
তার সেবা করাই উচিত।
দৈবাৎ না হোলে ফল, তাহে কিবা ক্ষতি বল,
ছায়া-সুখে কে করে বঞ্চিত ॥
মহৎ, যে, গুণনিধি, তাঁর উপাসনা বিধি,
হীন-সেবা বিধি নয় নয়।
শুঁড়ি যদি নিজ করে, গোরস বহন করে,
কেহ তাহা করে না প্রত্যয়॥
প্রকাশেতে দুগ্ধ বয়, হেসে লোক মদ্য কয়,
নীচ সঙ্গ দোষের আধার।
গুণবান সাধু যাঁরা, হীন-সঙ্গি হোলে তাঁরা,
গুণ-জ্ঞান না হয় প্রচার ॥
গঙ্গার বিমল-বারি, ত্রিকুলপবিত্রকারি,
সেই বারি আনিলে যবন।
সঙ্গ-দোষে নষ্ট হয়, আর কি পবিত্র রয়,
কেহ তাহা করে না গ্রহণ ॥
হাতির প্রকাণ্ড দেহ, সমুখে দর্পণ দেহ,
প্রতিবিম্ব ক্ষুদ্র হবে তার।
আধার আধেয়-ভাব, আছে যার অনুভব,
সেই জন বুঝে মাত্র সার ॥
আশ্রয়-জনের দোষে, আশ্রিতের দোষ ঘোষে,
সুনাম সুযশ হয় নাশ।
বহু-গুণে গুণময়, সে গুণ গোপন রয়,
শুধু পায় হীনতা প্রকাশ ॥
রাজা হোলে বলবান, অধীনের কত মান,
নামের দোহাই দিয়ে তরে।
শশাঙ্ক সম্বন্ধ-ছল, প্রকাশিয়া চন্দ্র-বল,
শশকেরা সুখে বাস করে ॥

হে মহারাজ! এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, শশাঙ্ক-সম্বন্ধরূপ ছলনাদ্বারা কি সূত্রে সেই শশক সমূহ অদ্যাপি সম্মান সহকারে সুখে বাস করিতেছে? আমার এতৎ প্রস্তাবে সেই বিপক্ষ পক্ষিগণ এইরূপ উত্তর করিল। যথা।

দৈবযোগে একবার, বরষা সময়।
ঘোর রিষ্টি, যায় সৃষ্টি, বৃষ্টি নাহি হয়॥
কাননের জলাশয়, শুখাইল সব।
জলাভাবে পশু পাখি, করে হাহারব॥
যূথ যূথ হস্তি যত, প্রকাণ্ড শরীর।
ছুটে ছুটে বেড়াতেছে, হইয়া অস্থির॥
গজরাজ নিকটেতে, করিয়া গমন।
একে একে সকলেতে, করে নিবেদন॥
জলকষ্টে বাঁচিনে তো, প্রাণ যায় যায়।
কহ কহ, করিরাজ, করি কি উপায়?॥
আকাশে দেখিনে আর, নীরদের জল।
কিরূপেতে বাঁচে তবে, দ্বিরদের দল॥
প্রজাদের দুখ দেখে, হইয়া কাতর।
যূথপতি করে গতি, বনের ভিতর॥
কিছু দূরে গিয়ে দেখে, রম্য-সরোবর।
তাহাতে অগাধ জল, রয়েছে বিস্তর॥
করিগণে, ডেকে এনে, কহে হাস্য-মুখে।
এই জলে স্নান কর, পান কর সুখে॥
তদবধি কিছুদিন, সেই সরোবরে।
কুঞ্জর কলাপ এসে, স্নান পান করে॥
পুকুরের পাড়ে চরে, শশকের দল।
চিরকাল সুখে তারা, খায় সেই জল॥
ছোটো ছোটো ছানা যত, চরিত তথায়।
হাতির লাতির ঘায়ে, গুঁড়ো হোয়ে যায়।
পুত্রশোকে নিরন্তর, নেত্রে ঝরে জল।
শোকে তাপে পুড়ে মরে, শশক সকল॥
পরস্পর যুক্তি করে মলিন হইয়া।
বারণে বারণ করি, কেমন করিয়া?॥
হস্তি-মূর্খ বোলে লোকে, গায় অপযশ।
কখনো হবে না এরা, বিনয়ের বশ॥
এরূপ করিয়া যদি, নিত্য আসে সবে।
অচিরাৎ বংশ ধ্বংস, হোয়ে যাবে তবে॥
বিজয় নামেতে এক, শশক চতুর।
বলে সবে স্থির হও, দুঃখ কর দূর॥
উপায় থাকিতে কেন, চিন্তা কর ভাই?।
আমি বাঁচাইব কুল, ভয় নাই নাই॥
বুদ্ধি যদি হয় মম, সাহসের সাতি।
ইন্দ্রদেবে বেঁধে আনি, কোন্ তুচ্ছ হাতি॥
কুলদেব যিনি তাঁর, দোহাই দোহাই।
আশীর্ব্বাদ কর সবে, আমি তবে যাই॥
যদ্যপি মরিতে হয়, বিপক্ষের হাতে।
যায় যাক্ যাবে প্রাণ, ক্ষোভ নাই তাতে॥
রণে মরি কিম্বা মারি, উভয় ঘটনা।
জগতে রহিবে তায়, যশের রটনা॥
এত-বলি সাহসেতে, বিজয় তখন।
দুর্গা বোলে যাত্রা করি, করিল গমন॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া যায়, বনের ভিতর।
লোকে বলে "কোথা কাস্তে"
সাহসেতে ভর॥
মনে মনে ভাবিতেছে, কি করি এখন।
রক্ষা কর ভগবান, লজ্জা নিবারণ॥
বিপদের বন্ধু, তুমি, শ্রীমধুসূদন।
বিপদ ভঞ্জন কর, বিপদভঞ্জন॥
পাল পাল যাবে হাতি, এই পথ দিয়া।
নিকটে দাঁড়াব আমি, কেমন করিয়া?॥
লোকমুখে এইরূপ, আছি অবগত।
স্পর্শ করি নাশ করে, করি-কুল যত॥
ভয়ঙ্কর বিষধর, কালসর্প যারা।
আঘ্রাণের ছলযোগে, নষ্ট করে তারা॥
জনমাজে জনরব, রয়েছে প্রকাশ।
পালনের ছল করি, রাজা করে নাশ॥
আর যত দুরাচার, দুষ্ট দুরাশয়।
হাস্য পরিহাস ছলে, প্রাণ হোরে লয়॥
অতএব এ ভাবেতে, থাকা নয় নয়।
চোখোচোখি, হোলে পরে, কি জানি কি হয়॥
বুদ্ধিবলে করি এক উপায় নির্ণয়।
শিখরের শেখরেতে, চড়িল বিজয়॥
হস্তিযূথ যে সময়ে, করিছে গমন।
আকাশ-বাণীর মত, কহিছে বচন॥

লঘু-ত্রিপদী।

ওহে গজপতি, তুমি মহামতি,
অতিশয় গুণধর ॥
বিশেষ বচন, করি নিবেদন,
দাঁড়ায়ে শ্রবণ কর ॥
ধার্ম্মিক জানিয়া, গৌরব মানিয়া,
বলিতে এসেছি তাই।
আচার বিচার, দয়া ধর্ম্ম আর,
সাধু-ব্যবহার চাই ॥
দয়া আছে যার, সেই হয় সার,
তার যশ গায় সবে।
পরের পীড়ন, না করে যে জন,
সে জন সুজন ভবে ॥
এই সব করি, সহচর করি,
তুমি হও করিবর।
হয়েছো প্রধান, পেয়ে প্রণিধান,
অবিধান কেন কর ? ॥
শশক বচন, করিয়া শ্রবণ,
স্তুতি করি করী কয়।
কি তোমার নাম, কোন্ দেশে ধাম,
বল বল মহাশয় ॥
থাকো কোন্ বনে, কিসের কারণে,
এখানে হইল আসা ? ॥
কিসের কারণ, এত সম্ভাষণ,
মনেতে কি আছে আশা ? ॥
করিয়া বিনয়, কহিছে বিজয়,
নিজ পরিচয় কই ॥
শশি শশ-স্বামি, সাধু-পথ-গামি,
তাঁর দূত আমি হই ॥
অনুমতি বোয়ে, উপদেশ লোয়ে,
এসেছি তোমার কাছে।
দূত যেই হয়, তার নাহি ভয়,
অভয় সদাই আছে ॥
অতি কোপ-ভরে, দূতের উপরে,
অসি ধোরে যদি রয়।
তথাচ সে দূত, হোয়ে ভয়যুত,
মিছে কথা নাহি কয় ॥

এসেছি হেথায়, বলিতে তোমায়,
চাঁদ-বদনের উক্তি।
বুঝিবে যেমন, করিবে তেমন,
বিচারে যে হয় যুক্তি ॥
দেখ করিবর, এই সরোবর,
মনোহর শোভাকর।
এর্ অধিপতি, সেই জ্যোতিপতি,
যশধর শশধর ॥
সকল শশক, ইহার রক্ষক,
এই খানে করি ধাম।
শশকের রাজ, তাই দ্বিজরাজ,
পেলেন শশাঙ্ক নাম ॥
তোমরা সকলে, এসে এই জলে,
উঠালে সবার বাস।
বেগে এসো ধেয়ে, লাতি খেয়ে খেয়ে,
শশক হইল নাশ ॥
দুধের কুমার, ছিল, যে, আমার,
নাশিলে হইয়ে বাদী।
হারায়ে "খুকুরে" আসিয়ে পুকুরে,
উকুরে ফুকুরে কাঁদি ॥
দেখিয়া তোমার, এরূপ প্রকার,
অন্যায় ব্যাপার যত।
কোপে ক্রোধাকর, হোয়ে নিশাকর,
কহিলেন এই মত ॥
এই সরোবরে, গতি নাহি করে,
বল গিয়ে গজবরে।
না শুনে বারণ, বধিব বারণ,
নিবারণ কেবা করে ॥
করিবর ভাই, বলি আমি তাই,
যাহাতে সকলি রহে।
তিনি হন চাঁদ, তাঁর সহ বাদ,
উচিত তোমার নহে ॥
যদি হে বারণ, না শুন বারণ,
ধর ধর রণবেশ।
কেহ না বাঁচিবে, সকলে মরিবে,
প্রমাদ ঘটিবে শেষ ॥

করি যোড়-কর, কহে করিবর,
না জেনে করেছি দোষ।
প্রণাম আমার, ইথে যেন তাঁর,
মনে নাহি হয় রোষ॥
দোহাই দোহাই, জেনে করি নাই,
অনুকূল হোন্ প্রভু।
এরূপ প্রকার, নীচ-ব্যবহার,
করিব না আর কভু॥

পদ্য।

বারণের বাক্য শুনে, বলিছে বিজয়।
হয়েছে তোমার মনে, বোধের উদয়॥
প্রভুর শ্রীপদে তবে, প্রণামি করিয়া।
বিদায় হইয়া যাও, প্রসাদ লইয়া॥
নিশাকালে সেই জলে, করিয়া কৌশল।
দেখাইল চঞ্চলিত, চাঁদের মণ্ডল॥
বলে দেখ যূথরাজ, হোয়ে অতি স্থির।
কোপেতে কাঁপিছে ওই, শশির শরীর॥
ঊর্দ্ধমুখে বলে "নাথ" কর দরশন।
করীন্দ্র করিছে পূজা, তোমার চরণ॥
অপরাধ ক্ষমা "প্রভু" করুন্ এবার।
হেন কর্ম্ম পুনর্ব্বার, করিবে না আর॥
কিছু মাত্র না বুঝিয়া, শশকের ছল।
ভয় পেয়ে পলাইল, কুঞ্জরের দল॥
তাই বলি, যে, ভূপাল, নিজে বলবান।
তাহার অধীনে থাকা, বিহিত বিধান॥
ওরে দাস, তোর হাঁস, সহজে দুর্ব্বল।
হাঁসের অধীন হোলে, কি হইবে ফল?॥
অহঙ্কার কোরে শেষ, কহিলাম আমি।
মহাবল পরাক্রম, আমাদের স্বামি॥
ত্রিলোকের আধিপত্য, যোগ্য হয় যার।
তার কাছে ক্ষুদ্র এক, রাজ্য কোন্ ছার॥
পরেতে আমায় তারা, পাশবদ্ধ কোরে।
শিখিরাজ সন্নিধানে, নিয়ে গেল ধোরে॥
কহিল আমায় দেখে, শিখি-নৃপবর।
কোথা হোতে এলো এই, পাখি-জলচর?॥
রাজারে প্রণাম করি, পক্ষিগণ কয়।
দাম্ভিক* দুর্জ্জন এটা, দুষ্ট দুরাশয়॥
সন্তোষসন্দ্বীপে ধাম, নাম "কলহক"।
মরাল রাজার প্রজা, জলচর বক॥
এই অধিকারে এসে, করিছে চরণ।
নাহি লয় আপনার চরণ শরণ॥
অহঙ্কারে এত মত্ত, নাহি মাত্র ভয়।
শ্রীপদের নিন্দা করি, কটু কথা কয়॥

অপিচ পক্ষিদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া ময়ূর-মহারাজের প্রধান মন্ত্রী "গৃধ্র" আমাকে প্রিয়-বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে বক! তোমারদিগের সেই হংসরাজের প্রধান কর্ম্মচারি প্রিয়-মন্ত্রী কোন্ ব্যক্তি? তাঁহার নাম কি?

এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম।—আমাদিগের রাজমন্ত্রী সর্ব্বজ্ঞ নামক "চক্রবাক" মহাশয় তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ মহাবিজ্ঞ, সুনীতিজ্ঞ।

গৃধ্রমন্ত্রী কহিলেন। হাঁ, জানিলাম, সেব্যক্তি মন্ত্রিপদের যথার্থরূপ যোগ্যপাত্র বটে, যেহেতু স্বদেশজাত।

যে ব্যক্তি সদ্বংশোদ্ভব স্বদেশজাত, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রিত্ব-পদের যথার্থরূপ যোগ্যপাত্র।—যে ব্যক্তি লোভশূন্য, সন্তোষচিত্ত উৎকোচ গ্রহণে-বিরত, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রিত্বপদের যথার্থরূপ যোগ্য-পাত্র।—যে ব্যক্তি ব্যভিচাররূপ-দোষবিহীন, ব্যসনহীন, আলস্যরহিত, উদ্যোগী-পুরুষ, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রিত্বপদের যথার্থরূপ যোগ্যপাত্র।—যে ব্যক্তি সুপবিত্র মন্ত্রদাতা সুনীতিজ্ঞ ব্যবহারজ্ঞ, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রিত্ব পদের যথার্থরূপ যোগ্যপাত্র।—এবং যে ব্যক্তি সুবিখ্যাত সুপণ্ডিত ও সম্পত্তি-সঞ্চয়ে সংপূর্ণরূপ সামর্থ্যশালী, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রিত্ব-পদের যথার্থরূপ যোগ্যপাত্র।

* দাম্ভিক বক।

পরে শুকপক্ষী কহিলেন। হে রাজন্! হংস রাজের সেই দ্বীপ অতি সামান্য দ্বীপ, আমারদিগের এই দেবীদ্বীপের ক্ষুদ্র একটা শাখা মাত্র, তথায়ও শ্রীমন্মহারাজের শ্রীপাদপদ্মের পরিপূর্ণরূপ প্রভুত্ব আছে।

অনন্তর শুকের এই বাক্যে শিখিরাজ কহিলেন, ইহাই সম্ভব বটে। পরে আমি কহিলাম।

পদ্য।

রাজা আর অবিবেক, মূঢ়-শিশুগণ।
ধনমদে মত্ত, আর প্রমত্ত যেজন॥
কহিতে এদের কথা, পরাভব ভাষা।
যে ধন পাবার নয়, তাহে করে আশা॥
অদ্যাবধি হয় নাই, যাহে অধিকার।
যখন তাতেই করে, এত অহঙ্কার॥
তখন-তো কথা নাই, তাদের বচনে।
সকলি করিতে পারে, হস্তগত-ধনে॥
কেবল বচনে যদি, হয় অধিকার।
এর চেয়ে উপহাস, কিছু নাই আর॥

আমাদের রাজ্যে যদি, শিখিরাজ স্বামী।
এদেশের রাজা হংস, বলি তবে আমি॥
আমার বচনে শুক, কহিল তখন।
কি বল এখন তুমি, কি বল এখন?॥
শেষ আমি কহিলাম, করি অহঙ্কার।
কি বলিব শুক, তোরে, কি বলিব আর?॥
বচনে যদ্যপি চাও, হইতে প্রবল।
যুদ্ধ করি দেখ তবে, কার কত বল?॥

ময়ূররাজ কহিলেন।

আপন রাজারে বল, হইতে প্রস্তুত।

আমি কহিলাম!

পাঠাও পাঠাও তবে, আপনার দূত॥

পরে শিখিরাজ কহিতেছেন। হে সভাসদ্গণ! এইক্ষণে তো যুদ্ধ করাই বিধেয় হইতেছে, দূতের পদে নিযুক্ত করিয়া কোন্ ব্যক্তিকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, সকলে বিবেচনা করিয়া বল দেখি? একর্ম্ম সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে। বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই, সাহস চাই, বক্তৃতাশক্তি চাই, ক্ষমতা চাই, বহুদর্শিতা চাই, ক্ষমা চাই, ধৈর্য্য ইত্যাদি সকল প্রকার গুণ চাই। সর্ব্ব বিষয়েই নিপুণ হইবে, অনুরক্ত হইবে, শুচি হইবে, পরধর্ম্মবেত্তা হইবে, অনুভব শক্তি দ্বারা ভবিষ্যৎ হিতাহিত স্থির করিতে পারিবে, এতাদৃশ ব্যক্তিই কেবল দূতের যোগ্য।

শিখীশ্বরের এই বচনে গৃধ্রমন্ত্রী কহিলেন। অনেকেই দূত আছে বটে, কিন্তু এই কর্ম্মে ব্রাহ্মণকেই দূতের পদে অভিষিক্ত করিয়া প্রেরণ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। যথা—

পদ্য।

সাধুজন, ধনলোভ, মনে কভু ধরে না।
প্রভুর করুণা বিনা, অন্য আশা করে না॥
হর-কণ্ঠে কালকূট, কোনোখানে চরে না!
কোনো কালে কখনই, শুভ্র শোভা হরে না।

পরে সেই রাজা কহিলেন। এই কর্ম্মের উপযুক্ত কেবল শুককেই দেখিতেছি।— অতএব তাহাকেই প্রেরণ করা যাউক।—ওহে শুক! তুমি এই বকের সহিত সেখানে গমন করিয়া আমাদিগের বাঞ্ছিত-বিষয় সকল ব্যক্ত করিয়া এসো।

শুক কহিল। মহারাজের শ্রীমুখের আজ্ঞা শিরোভূষণ করিতে হইবে। কখনই অবহেলন করিবার নহে। কিন্তু এই বক অতি ধূর্ত্ত, দুষ্ট লোক, একারণ ইহার সহিত আমি গমন করিব না। কেননা সঙ্গদোষ বড় দোষ!

পদ্য।

কুজন কুকর্ম্ম দোষে, করে ঘোর পাপ।
সঙ্গ হেতু সুজনের, ঘটে তায় তাপ॥
রামের জানকী হোরে, লইল রাবণ!
প্রতিবাসি জলধির, হইল বন্ধন॥

তাই বলি শঠ-সঙ্গে, বাস বিধি নয়।
গমন করিলে পরে, সর্ব্বনাশ হয়॥
হংস এক বাস করি, কাক-সন্নিধানে।
হিত কোরে মারা গেল, পথিকের বাণে॥
বালিহাঁস কাক সহ, করিয়া গমন!
বিনা দোষে গোপ হস্তে হইল নিধন॥
মহারাজ তবে শ্রবণ করুন!
জয়পুর যেতে এক জামবৃক্ষ পরে।
কাকের সহিত এক, হাঁস বাস করে॥
একদিন গ্রীষ্মকালে, পান্থ একজন।
কার্য্যবশে সেই, পথে করিছে গমন॥
খরতের রবিকর, সহ্য নাহি হয়।
সেই তরুতলে গিয়া লইল আশ্রয়॥
তীর ধনু ভূমে রেখে, শয়ন করিল।
পাইয়া শীতল ছায়া, নিদ্রিত হইল॥
পতি যথা গতি করে, তথা যায় জায়া।
ক্ষণপরে মুখ হোতে, শোরে গেল ছায়া॥
মরাল বিহঙ্গ নিজে, দয়াশীল হয়।
দেখে হোলো তার মনে, দয়ার উদয়॥
তপনের তপ্ত তাপ, করিতে সংহার।
পক্ষ হোয়ে নিজ পক্ষ, করিল বিস্তার॥
পথিকের এইরূপ, দেখে নিদ্রা-সুখ।
বায়সের বুকফাটে, মনে ঘোর দুখ॥
বলে "ব্যাটা" বড় সুখে, করেছ শয়ন।
এ সুখ, কেমন সুখ, দেখাই এখন?॥
এত বলি তার মুখে, ত্যাগ করি মল।
খপ্ কোরে, কিছুদুর, উড়ে গেল খল॥
ঘুম ভেঙে, উঁকি মেরে,
চেয়ে দেখে গাছে।
ডালের উপরে এক, হাঁস বোসে আছে॥
ভাবিলেক, এই কর্ম্ম, করিয়াছে হাঁস।
তীর মেরে তখনি করিল, তারে নাশ॥
সঙ্গদোষে এইরূপ, সর্ব্বনাশ হয়।
এই বক, অতি ঠক, সঙ্গ নেয়া নয়॥

মহারাজ! সঙ্গদোষের কথা এই তো কহিলাম, পরন্তু শঠ সঙ্গে গমনের যে দোষ, তাহা নিবেদন করি, অনুকম্পা পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ করুন। যথা।

পদ্য।

ভগবান গরুড়ের যাত্রার উৎসব।
সিন্ধুতটে চলিয়াছে, পক্ষিকুল সব॥
দুষ্ট এক দাঁড়কাক, যায় সেই স্থলে।
শিষ্ট এক পাতিহাঁস, সঙ্গে তার চলে॥
কষ্ট করি কাঁকে লোয়ে, দধিভাণ্ড-ভার।
বাজারে বেচিতে যায়, গোপের কুমার॥
বার বার নষ্ট কাক, বাজরায় গিয়া।
ঠোঁটে তুলে দই খায়, খাবল পূরিয়া॥
অতি ব্যস্ত হোয়ে গোপ, ভার নামাইল।
কাক আর পাতিহাঁসে দেখিতে পাইল॥
গোপের কোপের ভঙ্গি, করি অনুমান।
ফুস্ কোরে ধূর্ত্ত কাক, করিল প্রস্থান॥
মৃদুগতি পাতিহাঁস, উড়িতে না পারে।
তেড়ে গিয়ে ঢেলামেরে, বিনাশিল তারে
শঠ-সহ বাস হোলে, বিড়ম্বনা আছে।
গমন করিলে সঙ্গে, প্রাণে নাহি বাঁচে॥

তাহার পর বক কহিল। ভাই শুক! তুমি এ কি কথা কহিতেছ? আমার বিষয়ে শ্রীযুক্ত মহারাজ যেরূপ, তুমিও সেইরূপ। শুক কহিল।

মরি কি মধুর কথা, আহা মোরে যাই।
বটে বটে, তাই বটে, তাই বটে ভাই॥
খল যদি মনোগত, প্রিয় কথা কয়।
অকাল-পুষ্পের ন্যায়, ভয়ানক হয়॥
প্রয়োজন নাহি আর, অন্য উপমার।
আপনার বাক্যে তুমি, সাক্ষ্য দিলে তার॥
দেখ দেখ, এই দেখ, তোমারি কথায়।
অনর্থক যুদ্ধ হয়, রাজায় রাজায়॥
স্থির নাই, কোন্ পক্ষে, জয় পরাজয়।
উভয়েরি সর্ব্বনাশ, নাহিক সংশয়॥
ধন-নাশ, মান-নাশ, আর প্রাণ-নাশ।
হইবে পৃথিবী জুড়ে, কুনাম প্রকাশ॥

পরন্তু শুন।

করিছে সাক্ষাৎকারে, কত অপকার।
যার চেয়ে কষ্টকর, কিছু নাই আর ॥

পেলে পরে স্তব স্তুতি, বিশেষ বিনয়
সহ্য করি মূঢ়জন, শান হোয়ে রয় ॥

রাজা কহিলেন। সে কি প্রকার ?

শুক কহিল। মহারাজ। তবে শ্রবণ করুন।

ত্রিপদী।

গোপীগঞ্জে বাস করে, গোপীনাথ নাম ধরে,
গণ্ডগবা গোপ একজন।
কারো সহ নাহি দ্বন্দ্ব, নাহি জানে ভাল মন্দ,
সদানন্দ পূর্ণ তার মন ॥
নিজে উপার্জ্জন করে, সুখে খায়, সুখে পরে,
কারো দ্বারে নাহি পাতে পাত।
গুটিকত আছে গাই, দই, দুধ বেচে তাই
গোচেগাচে করে দিনপাত ॥
দ্বিচারিণী দারা তার, কাণাকাণি সমাচার
ঠার্ ঠোর শোনে দ্বারে দ্বারে।
চোখে নাহি দৃষ্ট হয়, গুমুরে গুমুরে রয়,
হাতে-নোতে ধরিতে না পারে ॥
একদিন করি ছল, প্রকাশিয়া বুদ্ধি-বল
গোয়ালা কহিছে "গোয়ালিনি !।
ভাত দেও তাড়াতাড়ি, গিয়ে মামাদের বাড়ী,
ভাল এক গাই কিনে আনি।
আজ্‌রেতে দেখো দেখো, খুব সাবাধানে থেকো।
সকালো সকালো খেয়ো ভাত।
বেলাবেলি পাট সেরে, শুয়ে থেকো চুপ্ মেরে,
দ্বোর খুলো হইলে প্রভাত ॥
কাল্‌বেলা দেড়্ পরে, ফিরিয়া আসিব ঘরে,
স্থির্ কথা বোলে এই যাই।
ভাতে-পোড়াজোড়েযাহা রাঁধিয়া রাখিবে,তাহা,
খাবা-কত খেতে যেন পাই" ॥
ভাত খেয়ে তার পর, আঁচাতে না সহে ভর,
দুর্গা বোলে করিছে প্রস্থান।
মাগী বলে"হোগ্ মেনে,এত তাড়াতাড়ি কেনে
হাত্ ধুয়ে হাতে দিই পান ॥
কাঁটালাটা নেও সাতে, এরূপে কি শুধুহাতে
কুটুমের বাড়ী আছে যেতে ?।
চিঁড়ে গুড় কিনে নিও, মাসাদের হাতে দিয়ে
ছেলে পুলে পায় যেন খেতে" ॥
কাঁটাল মাতায় নিয়া, বাটির বাহিরে গিয়া,
একঠাঁই হইল গোপন।
গোপীর বাড়িল ভর, বালাই হইল দূর,
সুখে নিশি করিব যাপন ॥
ঘাটে যাই, মাঠে যাই, ছল নাই, ছুতো নাই
নাগর কানাই এনে ঘরে।
সাধ্‌পুরে খায়াইব, এই খাটে শোয়াইব
ভয়-ভুতো কেবা আর করে ॥
এত ভেবে গোয়ালিনী, হোয়ে আমোদিনী
এদিগে করিছে আয়োজন।
ওদিকে "আয়ান" এসে, খাটতলে ছদ্মবেশে,
আড়ি পেতে করিল শয়ন ॥
দিবস না হোতে শেষ, গোয়লিনী বাঁধে কেশ,
বেশ করি বেশ করি সাজে।
রাখে ছানা, সর ক্ষীর্, কর্পূর বাসিত-নীর,
তুলিতে রসিক রসরাজে ॥
খাটেতে বিছানা কোরে, পান সেজে বাটা ভোরে
ঊর্দ্ধে চেয়ে এক এক বার।
বলে "মর্ পোড়া রবি," এখনো ঢাকেনি ছবি,
সন্ধ্যা কি হবে না আজ আর ?॥
ভিতরে ভিতরে ধ্যান, পলকে প্রলয় জ্ঞান,
দিনে দিনে প্রদীপ জ্বালিয়া।
বাতানে গাবীর মত, ছট্‌ফট্ অবিরত,
বেড়াতেছে দাপিয়া দাপিয়া
সন্ধ্যা হোলে তার পর, আইল নাগর বর,
ইচ্ছামত খায়াইল তায়।
আপনি কিঞ্চিৎ খেয়ে, হাত ধোরে নিয়েধেয়ে,
শয়ন করিল বিছানায় ॥

মিলিত করিয়া অঙ্গ, নানারূপ রসরঙ্গ,
আমোদ-প্রমোদ কত করে।
না হোতে আবেশ শেষ, পতির মাতার কেশ,
ঠেকিল সে কামিনীর করে॥
কান্তের কপট-ভাব, মনে করি অনুভাব,
আড়ষ্ট হইয়া রসবতী।
ভাবে ছল প্রকাশিয়া, একপাশে সোরে গিয়া,
জানাতেছে যেন কত সতী॥
উপপতি বলে তার, কিসে আজ, এ প্রকার,
বিপরীত ব্যবহার হেন ?।
রসালাপে এত দুখ, মলিন নলিন মুখ,
কোল্ ছেড়ে সোরে গেলে কেন ?
ঝাড়্ ঝোপ্ বহুতর, মাট, ঘাট গলঘর,
আনাচ্ কানাচ্ নাই বাদ।
শুয়ে কাঁটাময়-ভূমি, আমার মিলনে তুমি,
হাতে পাও আকাশের চাঁদ॥

এমন্ সুখের যোগ, এমন্ সুখের ভোগ
নাথ নাই নিবাসে তোমার
হেসেখুসে কথা কোয়ে, এই ছিলে আমালোয়ে,
আচম্বিতে কেন মুখ-ভার ?॥
চাতুরী তুলিয়া ভার, কহিছে গোপের নারী,
কপালে করিয়া করাঘাত।
শোন্ ওরে জুয়োচোর, প্রাণনাথ আজ মোর,
ভাল কোরে খান্ নাই ভাত॥
"হুদোলো" গরুর তরে, গেলেন্ মামার ঘরে,
হেঁটে যেতে পেয়েছেন দুখ।
খেতে শুতে কষ্ট হবে, কেবা তাঁর তত্ত্ব লবে,
তাইভেবে মনে নাই সুখ॥

ভাবিতেছি মনে মনে, কাল্ তিনি কতক্ষণে,
ভালে ভালে আসিবেন্ ঘরে।
ভাবে হোয়ে গদ্‌গদ, পূজিয়া পতির পদ,
ভাত্ দিব অতি সমাদরে॥

হেসে কয় উপপতি, তোমার সে"ভেমো পতি",
এতদূর প্রিয় হোলো কবে ?।
এখনিই এইরূপ, এর পরে অপরূপ,
না জানি কতই আরো হবে ?॥

গোপী কয় পাপমতি, তুই হোয়ে উপপতি,
কি বলিস্ মোলো মোলো মোলো।
ফুল, পান, যেই রূপ, তোর ভোগ সেই রূপ,
হোলো হোলো, না হোলো, না হোলো॥
কতদূর পাপ তোর, সতীর সতীত্বচোর,
অলিগলি মর ঘুরে ঘুরে।
পাপভোগ আছে জাই, তোরে নিয়ে থাকি, তাই
কালে-ভদ্রে অপুরে সপুরে॥
সাধে তারে ভালবাসি, আমি তার কেনাদাসী,
পতি বিনে গতি নাই আর।
বেচিতে বধিতে পারে, দিতে পারে যারেতারে
হর্ত্তা, কর্ত্তা, ভর্ত্তা সে আমার॥
হৃদয়বল্লভ যিনি, চিরকালে বন্ধু তিনি,
প্রিয় কেবা তাঁহার মতন।
গৃহে নাই গুণগ্রাম, জনপূর্ণ এই গ্রাম,
দেখি যেন নিবিড়কানন॥

বিধুমুখে মৃদু হাসি, যখন সে গুণরাশি,
আমারে "আমার আমি" কয়।
আদরেতে গোলে যাই, হাতে যেন স্বর্গ পাই,
সে সুখ্ কি আর কিসে হয় ?॥
অভেদে তাহার সহ, যোগাযোগ অহরহ,
যে প্রকার ফুল আর বাস।
তিনিতরু, আমি ছায়া, তিনি আত্মা আমি মায়া,
এ মায়ার কে বুঝে আভাস ?।
পাপলোক সমুদয়, মিছে করে যত কয়,
সে কথা-তো আনে না বিশ্বাসে।
অকপট আচরণে, সে আমারে মনে মনে,
প্রাণের অধিক ভালবাসে॥

সেই সে প্রাণের প্রাণ, না হোলে প্রাণের টান,
এত কেন পড়িব প্রমাদে ?।
ঘরে নাই এক নিশি, নাহি পাই দিশিপিসি,
থেকে থেকে প্রাণ তাই কাঁদে॥
পতি বিনে সতী-বালা, ভিতরে বিরহ জ্বালা
সহ্য করে কেমন করিয়া ?।
সে যদি এখানে রোতো, দেখবার যদি হোতো,
দেখাতেম্ হৃদয় চিরিয়া॥

এখানে এরূপ আমি, সেখানে আমার স্বামী
না জানি করিছে কত খেদ।
এ যাতনা নাহি সয়, হায় কেন নাহি হয়,
দেহ হোতে প্রাণের বিচ্ছেদ ॥
মুখে বলে সে আমায়, আমি কত বলি তায়,
বাঁধাবাঁধি মনের ভিতর।
যেখানেতে থাকে "অক্কি",
সেখানেই থাকে "লক্ষী,"
ঝক্কি হোলে ভেঙে যায় ঘর ॥
হাজার রাঙাক্ চোক, হাজার বেজার হোক্
হাজার কুকথা কোক্ মুখে।
চরণে থাকিলে মতি, অনুকূল হোয়ে পতি,
সময়েতে টেনে লয় বুকে ॥
যে হয় পতির "দুয়ো", নাহোক্ নাহোক্ "সুয়ো",
তাকে কিছু ক্ষতি নাই তার।
পতি-পদধূলি লোয়ে, মরিলে সধবা হোয়ে
করে গিয়ে স্বর্গ অধিকার ॥
পতিই সতীর গতি, পরম দেবতা পতি,
পতি হোতে গুরু নাই আর।
পতি যার ভালবাসা, সে পায় কৈলাসে বাসা,
ভাগ্যবতী সম কেবা তার ?।
যাহারে বিমুখ পতি, যেন মদনের রতি,
হেন রূপবতী যদি হয়।
মণিময় অলঙ্কার, সকল শরীরে তার,
সে শোভা তো শোভা নয় নয় ॥
পতি সদা তুষ্ট যারে, মণি-মুক্তা অলঙ্কারে,
কিছু তার নাহি প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে রবে, শচী-সম সুখী হবে,
ভূমিতল ইন্দ্রের ভবন ॥
পতি যদি মূর্খ হয়, গুণ, জ্ঞান, নাহি রয়,
তবু তো সে মাতার ভূষণ।
হয় হোক্ দীন-হীন, তথাচ সে চিরদিন,
রমণীর অত্যাজ্য রতন ॥
খেটে খুটে সারা হই, পেতে দই ঘোল মই,
কিছুতে না ভিন্নভাব ধরি।
কচ্‌কচি কত করে, মাঝে মাঝে ঝাঁটা ধরে,
তার লাথি ব্রহ্মজ্ঞান করি ॥

তোর সঙ্গে এক্ লেখা, ছমাসে নমাসে দেখা
ইথে কি সতীত্ব হয় নাশ।
সতী কে আমার চেয়ে, আমি যে কেমন মেয়ে
কার্ কাছে করিব প্রকাশ ?॥
দ্রৌপদী, গৌতমদারা, মন্দোদরী, কুন্তী, তারা,
পঞ্চ কন্যা সতী যথা বলে।
আমি তার এক নারী, প্রকাশ করিতে নারি,
শাপভ্রষ্টা জন্ম ভূমণ্ডলে ॥
পতিই সর্ব্বস্ব-ধন, পতি প্রাণ পতি মন,
পতি ধ্যান শয়নে স্বপনে।
পতি বেঁচে আছে যাই, আমি বেঁচে আছি তাই
মরিবই পতির মরণে ॥
পতি রেখে আগে যাই, মনে মনে ইচ্ছা তাই
কপালে কি ঘটিবে তেমন ?।
আমি যদি হই হত, পাড়ার কুলোক যত,
শেষকালে করিবে রোদন ॥
সত্তি কোপে ডেকে কই, দিবি নাই যাহা বই
আগে হোলে নাথের মরণ।
আম্র শাখা করে ধরি, শাঁখা খাড়া শাড়ী পরি
সঙ্গে আমি করিব গমন ॥
সতী যেই সঙ্গে যায়, লোমকূপ যত পায়,
ততকাল পতিধনে নিয়া।
মনোমত বস্তু যত, সব করি হস্তগত,
সুখে থাকে স্বর্গপুরে গিয়া ॥
বাহুবলে আপনার, সাপুড়িয়া যে প্রকার,
গর্ত্ত হোতে নিয়ে যায় সাপ।
সেরূপ করিয়া আমি, স্বর্গে নিয়ে যাব স্বামি
ঘুচাইয়ে নরকের পাপ ॥
একথা শুনিয়া গোপ, করে লোপ পূর্ব্ব-কোপ
মনে মনে আনন্দ অপার।
নষ্ট বলে নষ্ট যত, আমার নারীর মত,
ত্রিজগতে সতী নাই আর ॥
মরিলে আগুণ খাবে, সঙ্গে যাবে উদ্ধারিবে,
ঘুচাইবে পাপ সমুদয়।
ভার্য্যা যার এক প্রকার, তার চেয়ে ভাগ্য কার
সংসার সদনে কার হয় ? ॥

মনেতে ভাবিয়া এই, থেই থেই, থেই থেই,
মহানন্দে মাতিয়া উঠিল।
তার সহ জায়া থাটে, মাথায় করিয়া হাটে
নেচে নেচে বেড়াতে লাগিল ॥
অতএব মহীপতি, করিলাম অবগতি,
এর চেয়ে প্রমাণ কি আছে ?

দাস বই অন্য নই, যগুপি অধিক কই
অপরাধ ঘটে তায় পাছে ॥
সাক্ষাতে করিলে দোষ, মূঢ় জনে ছাড়ে রোষ,
যদি পায় বিনয় প্রণয়।
কিন্তু প্রভু নষ্ট খল, মুখে ভাল পেটে ছল,
কিছুতেই বাধ্য নাহি হয় ॥

হংসরাজ কহিলেন। তাহার পর কিরূপ ঘটনা হইল ? বক বলিতেছে।

তাহার পর সেই ময়ূররাজ রাজকীয় প্রথানুসারে যথা সম্মান পুরঃসর আমায় বিদায় প্রদান করিলেন, আমি অগ্রসর হইয়া আগমন করিলাম ॥ শুক আমার পশ্চাতেই আসিতেছে, আগতপ্রায়, এখন যাহা বক্তব্য তাহাই করুন। সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম।

রাজমন্ত্রী চক্রবাক কহিলেন। হে ধর্ম্মাবতার। এই বক অতি মূর্খ, হিতাহিত বিবেচনা মাত্রই নাই। আপনার ও পরের বল-বিক্রমের ভেদাভেদ বিবেচনা করে নাই। দেশ ভ্রমণে গিয়া কেবল আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বক কাল হরণ করিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই শুদ্ধ আত্ম-গরিমা দ্বারা স্বকীয় স্বভাবদোষের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে।—মূঢ়-জনেরদের কার্য্যই এই রূপ।

পদ্য।

পূজ্যপাদ মহারাজ, করুন শ্রবণ।
নীতিশীল পণ্ডিতের, এরূপ বচন ॥
শত যদি দিতে হয়, তা করিবে দান।
তথাচ বিবাদ করা, না হয় বিধান ॥
কোনোরূপ বিরোধের, নাহি কো সঞ্চার !
কি কারণে যুদ্ধ হবে, করুন্ বিচার ॥
অকারণে যুদ্ধ করে, মূর্খ হয় যেই।
আপনার সর্ব্বনাশ, ডেকে আনে সেই ॥

হংরাজ কহিলেন।

চক্রবাক, তব বাক, বটে নীতিমত ॥
কিন্তু তাহে কি হইবে, যা হয়েছে গত ॥
উপস্থিত যে ঘটনা, হতেছে এখন।
তাহার বিহিত কর, উচিত যেমন।

রাজার এই বচনে মন্ত্রী কহিলেন। হে মহারাজ। অতি সংগোপনে সমুদয় নিবেদন করিব, এই বিষয়টি প্রকাশ করিয়া কহিবার নহে।

পদ্য।

শরীরের ভাব-ভঙ্গি আকার প্রকার।
চোখের বিকার, আর, মুখের বিকার ॥
ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি, বর্ণ আর ভাব।
ইঙ্গিত গমন চেষ্টা, করি অনুভাব ॥
বুদ্ধিশালী বিচক্ষণ, চতুর যে জন।
ভিতরের ভেদ যত, করে নিরূপণ ॥
গোপনে কহিব কথা, বিশেষ সময়।
প্রকাশিয়ে বলিবার, বিষয় এ নয় ॥

অনন্তর কেবল রাজা আর মন্ত্রী সেই স্থানেই রহিলেন, অপরাপর সকলে স্থানান্তরে গমন করিল।

চক্রবাক মন্ত্রী কহিলেন। এরূপ অনুমান হইতেছে, আমারদিগের কোন নিয়োগি-লোকের প্রেরণ প্রয়াসেই এইবক এবম্প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। যথা—

পণ্ডিতের জীবন, কেবল মূর্খগণ।
ভদ্রজাতি শুধু হয়, সতের জীবন ॥
রোগী হলে হস্তগত, বৈদ্যের মঙ্গল।
নিয়োগীর শুভ হয়, ব্যসনি সকল ॥

রাজা কহিলেন। ভাল, সে বিবেচনা পরে করা যাইবে। এক্ষণকার কি কর্তব্য তাহাই নিশ্চয় কর।

চক্রবাক কহিলেন। দূত আগে গমন করুক। পরে বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক উচিত-মত অনুষ্ঠান করা যাইবেক। যথা—

পদ্য।

স্বদেশ বিদেশ হয়, যে সব ব্যাপার।
রীতি নীতি, কার্য্যাকার্য্য, অশেষ প্রকার॥
এ সকল বিষয়েতে, থাকিবে দর্শন।
দূতের মতন হয়, দূত সেই জন॥
সেই দূত ভূপতির, নয়ন-স্বরূপ।
হেন দূত নাহি যার, অন্ধ সেই ভূপ॥
যথা যথা তীর্থ আর, দেবতার স্থল।
তথা তথা দূত হবে, বিদ্বান্ সকল॥
তপস্বির ভেক ধরি, করিয়া গমন।
গোপনে হইবে জ্ঞাত গুপ্ত-বিবরণ॥
সঙ্কেতে পাঠাবে লিখে, সব সমাচার।
অপরেতে ভেদ মাত্র, পাইবে না তার॥
জল স্থল উভয় চরের যেই চর।
সেই হয় একর্ম্মের, উপযুক্ত চর॥
শাস্ত্র আর যুক্তি মত, বলি নৃপবর।
অতএব বক যাক, হোয়ে বার্ত্তাহর॥
দ্বিতীয় বকোট এক, বিশ্বাসী যে হয়,।
মনে তার মলিনতা, কিছু নাহি রয়॥
এক, মনে, এক পণে, হোয়ে তার সাতি।
সঙ্গে সঙ্গে চোলে যাক্, সেই মীনঘাতি॥
অতিশয় সংগোপনে, পাঠাইব তারে।
তাহার গৃহের লোক, থাক রাজদ্বারে॥
বিশেষ বিরল স্থল, করি বিবেচনা।
উভয়ে একত্র হোয়ে, করিবে মন্ত্রণা॥
এক "তীর্থসেবী" গিয়া, কেবল ঘুরিবে।
দ্বিতীয় "দাম্ভিক" শুধু, গোপনে রহিবে॥
তথায় "তাপস"* করি এরূপ প্রকার।
মাঝে মাঝে এনে দেবে, গুপ্ত সমাচার॥
কিন্তু মহারাজ এই, মন্ত্র সমুদয়।
প্রকাশ না হয় যেন, প্রকাশ না হয়॥
চুপি চুপি, চারি কাণে গোপন রহিবে।
ছয়-কাণ হোলে পরে, প্রমাদ ঘটিবে॥
কারো কাছে কিছুতে, না, প্রকাশ পাইবে।
রাজা আর মন্ত্রী বিনা, কেহ না জানিবে॥
মন্ত্রণা প্রকাশ পেলে, বিপরীত হয়।
পরে আর, প্রতীকার, হইবার নয়॥

পরে রাজা বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আমি এক অতি উত্তম উপযুক্ত চর নিরূপণ করিয়াছি।

তদনন্তর দ্বারপাল আসিয়া নিবেদন করিল। "হে রাজাধিরাজ। দেবীদ্বীপ হইতে ময়ূররাজের দূত শুক আসিয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন" তচ্ছ্রবণে হংসরাজ মন্ত্রির মুখের দিকে দৃষ্টি করাতে সচিব কহিলেন "আপাততঃ দূতকে বাসা দিয়া যথা সম্মানে স্নান ভোজন করাও, পশ্চাতে সময়ক্রমে রাজসভায় আহ্বান করা যাইবেক।" এই আজ্ঞা পাইয়া দ্বারি তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক বাসায় লইয়া গেল।

রাজা কহিলেন যুদ্ধ তো উপস্থিত, এইক্ষণে কর্তব্য কি ?

মন্ত্রী কহিলেন। অগ্রে যুদ্ধ করা কোনোমতেই কল্যাণকর হয় না।—এই বিগ্রহ কেবল বিগ্রহবিনাশক নিগ্রহজনক, অনর্থক কলহ করিলে গ্রহগণ কখনই অনুগ্রহ করেন না, যাহার

* তাপস, বক, তীর্থ-সেবী, মীনঘাতী, বকোট, কহ্ব, দাম্ভিক, শুক্লবায়স, চন্দ্র, বিহঙ্গম, নিশ্চলাঙ্গ, শিখী ইত্যাদি।

কুগ্রহ থাকে, সেই ব্যক্তিই বিগ্রহ করিতে বাসনা করে, সন্ধি এবং শান্তিসুখের অপেক্ষা সুখ আর কিছুই নাই, রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর একতা ও বন্ধুতাই শ্রেয়।

পদ্য।

প্রভুর প্রতুল-পথ, যে করে প্রয়াশ।
ধর্ম্মশীল, বিবেচক, সেই দাস, দাস॥
বিবেচনা না করিয়া, মন্ত্র বলে যেই।
দাস নয়, দাস নয়, দাস নয়, সেই॥
কিছুই নিশ্চয় নাই, কি ঘটিবে পাছে।
এমন্ প্রবৃত্তি দান, করিতে কি আছে?॥
আচম্বিতে ভয় পেয়ে, স্থান-ত্যাগ করা!
অকস্মাৎ রণসাজে, অসি চর্ম্ম ধরা॥
এমন্ প্রবৃত্তি দান, কোরে বসে যেই।
মন্ত্রী নয়, মন্ত্রী নয়, মন্ত্রী নয়, সেই॥
জয়লক্ষ্মী লাভ হবে, জানিয়া নিশ্চয়।
তখন্ প্রবৃত্তি-দান, সুবিহিত হয়॥
সাম, আর, দান, ভেদ, কত সুখ তায়।
করিতে বিপক্ষ বশ, এ তিন্ উপায়॥
একে হয়, দুয়ে হয়, কিম্বা হয় তিনে।
থাকিবে, থাকিবে, শত্রু, থাকিবে অধীনে॥
শুদ্ধ চাই, শত্রু স্রোত, রুদ্ধ যাহে রয়।
কোনোমতে, ক্রুদ্ধ হোয়ে, যুদ্ধ করা নয়॥
অস্ত্র ধরি, যুদ্ধ কভু, করে নাই যারা।
মনে মনে আপনারে, বীর ভাবে তারা॥
যতক্ষণ পর-বল, জানিতে না পারে।
ততক্ষণ গর্ব্ব করি, মরে অহঙ্কারে॥
পেলে পরে, পর-পরাক্রম-পরিচয়।
থোঁতামুখ, ভোঁতা করি, নত হোয়ে রয়॥
এখন যে বলী হয়, অতিশয় বলে।
ক্ষণপরে তার বল, যায় রসাতলে॥
কখন্ কি ঘোটে উঠে, কে জানে নিশ্চিত।
বলের গৌরব করা, না হয় উচিত॥
সদাকাল অনিশ্চিত, ধন, জন, বল।
অতএব যুদ্ধ করি, কিছু নাই ফল॥
আশা নাহি পূর্ণ হয়, প্রকাশিলে বল।
কৌশলে করিতে হয়, মানস-সফল॥
পাতর চাগাতে গেলে, ঘটে কত দায়।
কাষ্ট যোগে তোলে তারে কষ্ট নাহি তায়॥

মহৎ যে, কার্য্য হয়, সহজ কৌশলে।
মন্ত্রের সফল তারে, সকলেই বলে॥
রণের ঘটনা হবে, নিশ্চয় যখন।
বিধিবৎ ব্যবহার, করিব তখন॥
ধরা কারো ধরা-নয়, করা নয় রণ।
এই হিত উপদেশ, করুন গ্রহণ॥
সময়ে সুফল দেয়, বরষার জল।
নীতি নীর সর্ব্বকালে, দেয় শুভফল॥
নিজ-মান, নিজ-পদ, রক্ষা করা চাই।
তাই বলি নৃপবর, যুদ্ধে কাজ নাই॥

হে রাজন! অবধান করুন।

যদবধি কার্য্য নাহি, সমাধান হয়।
বড় যারা, তদবধি, তারা করে ভয়॥
কার্য্য হোলে সমাধান, বীরত্ব তখন।
মহতের এই দুই, গুণের লক্ষণ॥
বিপদ যখন হবে, ওহে নৃপবর।
সে সময়ে ধৈর্য্যগুণ, অতি শুভকর॥
প্রথমে যে তেতে উঠে, না কোরে বিচার
সমুদয় কার্য্যে যেন, বিঘ্ন হয় তার॥
স্থির হোয়ে কার্য্য করে, সুবোধ সকল।
যথা, গিরি ভেদ-করে, সুশীতল জল॥
মহাবল পরাক্রান্ত, ময়ূর-রাজন।
সহজ ব্যাপার নহে, তার সহ রণ॥
করিলে সমর-সাজ, ঘটিবে কি দশা।
সম-যোদ্ধা কভু নয়, হাতি আর মশা॥
সিংহ সহ করে রণ, শৃগাল হইয়া।
আপনার মৃত্যু আনে, আপনি ডাকিয়া॥
পীপিড়ার পাখা যথা, নাশের কারণ।
ঝাঁকে ঝাঁকে, উড়ে উড়ে, হতেছে নিধন॥
বলি সহ দুর্ব্বলের, যুদ্ধ সেইরূপ।
স্বকরে, খনন করে, মরণের কূপ॥
সময় সুযোগ যদি, হোলে সুগোচর।
তখন যতন পেয়ে, করিব সমর॥

প্রহারের পীড়া পেয়ে, বুদ্ধিমান যত।
শরীর-সঙ্কোচ করে, কচ্ছপের মত॥
কিন্তু হোলে সুসময়, দল বল লোয়ে।
ফোঁস কোরে, দংশে গিয়া, কাল-সর্প হোয়ে॥
দেখ দেখ, মহারাজ, করিয়া বিচার।
বেগবতী, স্রোতস্বতী, যেরূপ প্রকার॥
বরষায় আপনার, প্রভাব প্রকাশে।
ছোটো, বড়, যত তরু, সমভাবে নাশে॥
অবল, সবল, আদি, শত্রু সমুদয়।
সেরূপে নিপাত করে, কৌশলী যে হয়॥
যদবধি নাহি হয়, দুর্গ সজ্জীভূত।
তদবধি বিশ্রাম, করুক, সেই দূত॥
সুখ যেন পায় শুক, বিবিধ প্রকারে।
সাজানো হইলে গড়, ডাকাইবে তারে॥
দুর্গ যদি ভালরূপে, দৃঢ় করা যায়।
শত্রুর ঘটাব দুর্গ, সন্দেহ কি তায়?॥
এক বীর, ধনু তীর, করিয়া ধারণ।
দুর্গের প্রাচীরে যদি, করে আরোহণ॥
বিপক্ষের শত যোদ্ধা, আসি দুর্গ-দ্বারে।
তার, অগ্রে, কোনোরূপে, তিষ্ঠিতে না পারে॥
এইরূপে শত যোদ্ধা, অস্ত্র যদি ধরে।
অরিপক্ষ লক্ষ জনে, লক্ষ্য কেবা করে?॥
বাড় বেঁধে নীচু-মুখে, সাজাইবে তোপ।
দেখে শুনে, বিপক্ষের, বুদ্ধি হবে লোপ।
প্রজাপতি, রাজা হোয়ে, দুর্গহীন যিনি।
সমরে শত্রুর হাতে পরাভব তিনি॥
ধনু, ধরা, নর, তরু, গিরি আর জল।
ছয়রূপ দুর্গ হয়, ভূপতির বল॥

বিশেষতঃ, গিরি-দুর্গ, প্রধান সবার।
শত্রু এসে সহজে, না পায় অধিকার॥
জলে মরে, তরিহীন, মানব যেরূপ।
শত্রু করে মরে তথা, দুর্গহীন ভূপ॥
নদ, গিরি, বন, মাঠ, বিশেষ বিস্তার।
যন্ত্র আর জলযুক্ত, গড় হবে তার॥
মূর্চ্চ হবে উচ্চতর, অতি বড় খাত।
রবে তায়, রীতিমত, বস্তু বহু-জাত॥
প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ আর, বিশেষ বিষম।
ধন, ধান্য, রস আর, রহিত-নির্গম॥
এই হয়, সপ্তবিধ, দুর্গের সম্পদ।
এরূপ হইলে প্রায়, ঘটে না বিপদ॥
নির্ম্মাণ করিবে পথ, এমত প্রকারে।
শত্রু যেন প্রবেশ, করিতে নাহি পারে॥
যদ্যপি প্রবেশ করে কোনো কোনো বীর।
শেষ যেন নাহি পারে, হইতে বাহির॥
দুর্গ সেনা, ধন, প্রজা, পাত্র, মিত্র, ভূপ।
হিতকর সপ্ত-অঙ্গ, রাজ্য এইরূপ॥
দুর্গপতি, সেনাপতি, আর ধনপতি।
দূত, বৈদ্য, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ সুমতি॥
সমাদরে সমভাবে, সকলেরে নিয়া।
রাজা করিবেন কার্য্য, মন্ত্রণা করিয়া॥
পরস্পর সকলের, সহায়তা চাই।
গোপনেতে, সবিশেষ, ব্যক্ত করি তাই॥
একা কিছু রাজা হোতে, কার্য্য নাহি হয়।
এসব না হোলে পরে, রাজ্য নাহি রয়॥
আয়োজন করি আগে, প্রয়োজন যায়।
পশ্চাতে করিব তার, বিহিত উপায়॥

হংসরাজ কহিলেন। হে পাত্র! দুর্গের অনুসন্ধানার্থ কোন্ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য? আপনি কাহাকে একর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করেন?

মন্ত্রী কহিতেছেন। হে রাজন্। যে ব্যক্তি যে কর্ম্মে উপযুক্ত ও সুদক্ষ, তাহাকে সেই কর্ম্মেই ব্রতি করিতে হইবে। যিনি কখনই যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন নাই, তিনি সাতিশয় সুপণ্ডিত হইলেও কদাচই তৎকর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেন না—"সারস"কেই আহ্বান করুন, কারণ তাহার তুল্য এই কার্য্যের সুযোগ্য পাত্র দ্বিতীয় আর কাহাকেই দেখিতে পাই না।

তাহার কিঞ্চিৎ পরেই "সারস" আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া হংসরাজ কহিলেন, ওহে সারস! তুমি শীঘ্রই গিয়া দুর্গের অনুসন্ধান কর, এবং যুদ্ধের জন্য যাহা যাহা করিতে হয় তাহাই করিয়া আইস।

সারস কহিল,—হে মহারাজ! শ্রীচরণে প্রণাম করি। ভাবনার বিষয় কি? এই সুদীর্ঘ সরোবরে বহুকাল পর্য্যন্তই উত্তম দুর্গ নিরূপিত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যবর্ত্তি দ্বীপ মধ্যে সমর-সম্বন্ধীয়-সামগ্রীসমূহ সঞ্চয় করিতে হইবেক। যথা।

পদ্য।

এ সময় সকলি তো, প্রয়োজন হয়।
বহু পরিমাণে চাই, ধান্যের সঞ্চয়॥
বাঁচিবে সকল সেনা, অন্ন পেয়ে ধানে।
রত্ন-মুখে দিয়া কেহ, বাঁচে না কো প্রাণে॥
আগেতে সংগ্রহ হোক্, গম আর ধান!
আর আর দ্রব্য যত, যথা পরিমাণ॥

সকল রসের সার, লবণ সুরস।
রসনা রসিক হোয়ে, গায় যার যশ॥
আহার, চলে না কারো, বিহনে লবণ।
গোময় সমান হয়, সকল ব্যঞ্জন॥
ঘৃত, তেল, কাষ্ঠ, চিনি, গম, ডাল, ধান।
কাঁড়ি কোরে নুণ রাখি, পর্ব্বত প্রমাণ॥

দ্বারি পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া কহিল।—হে রাজাধিরাজ! দণ্ডকারণ্য হইতে মেঘাকার নামে কাক শ্রীশ্রীযুতের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করণের অভিলাষে সপরিবারে আগমনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

রাজা কহিলেন। কাকেরা সর্ব্বজ্ঞ বহুদর্শি, অতএব এই কাককে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য হইতেছে।

চক্রবাক কহিলেন। কাক সর্ব্বজ্ঞ এবং বহুদর্শি বটে, একথা আমি অবশ্যই স্বীকার করিব, কিন্তু ইহারা স্থলচর, আমরা জলচর, অতএব স্থলচর কখনই আমারদিগের মিত্র হইবে না, এই চিরশত্রুর প্রতি বিশ্বাস কি? একারণ কোনোমতেই সংগ্রহ করা উচিত হয় না কেননা পণ্ডিতেরা এরূপ কহিয়াছেন যে মনুষ্য সপক্ষ পরিহার পূর্ব্বক পরপক্ষে প্রেমাসক্ত হয়,, সেই মনুষ্য অতি মূঢ়, কখনই তাহার কল্যাণ হয় না, সে ব্যক্তি বোধবিহীন নীলকলেবর শৃগালের ন্যায় পরহস্তে বিনষ্ট হয়।

রাজা কহিলেন, সে, কি প্রকার? মন্ত্রী কহিতেছেন।

ত্রিপদী।

বিপিনেতে করে বাস, নাম তার "দুষ্ট দাস"
বড় এক বঞ্চক শৃগাল।
আহারের অনুরাগে, নগরের প্রান্ত-ভাগে,
ইচ্ছামত, চরে চিরকাল॥
এক দিন বাজারেতে, লম্ফ দিয়া ছুটে যেতে,
নীলকুণ্ডে হইল পতন।
উঠে ছুটে সংগোপনে, আইল বিরল বনে,
নীলমূর্ত্তি করিয়া ধারণ॥
আপনার নবরূপ, হেরে অতি অপরূপ,
মনে করে মন্ত্রণা এমন।
বন মাঝে রাজা হোয়ে, পশুরাজ-নাম-লোয়ে,
সুখে করি জীবন যাপন॥

হেন বুদ্ধি প্রকাশিয়া, স্বজাতির মাঝে গিয়া,
অহঙ্কারে কহিছে বচন।
দেখ দেখ, দেখ সব, আমার এ অবয়ব,
চারু শোভা হয়েছে কেমন?॥
গত নিশি, শেষ যামে, আসিয়া আমার ধামে,
কহিলেন বনের ঈশ্বরী।
"এই পুকুরের জলে, স্নান কর কুতূহলে,
তোরে আমি আশীর্ব্বাদ করি॥
কাননেতে পশু যত, চরিতেছে শত শত,
তোর মত, ভাগ্য কারো নাই।
বরপুত্র তুই মোর, শাপভ্রষ্ট জন্ম তোর,
আয় তোরে রাজা কোরে যাই॥

হৃষ্টমনে বোসে বনে, সিংহাসন-সিংহাসনে,
কর্ গিয়ে প্রভুত্ব প্রচার।
ভক্তিভাবে পদ সেবে, যে তোরে না পূজা দেবে
তারে আমি করিব সংহার ॥"
পেয়ে বর, তার পর, নব নীল-নীলধর,
মনোহর কলেবর তাই ॥
দেবী-আজ্ঞা শিরে ধরি, আমায় ভূপতি করি,
সুখে থাকো তোমরা সবাই ॥
বঞ্চকের হেরে রূপ, মনে মানি অপরূপ,
বোধ করি স্বরূপ-বচন।
রাজা করি যথাচারে, যথাবিধি উপচারে,
সকলেই পূজিল চরণ ॥
দেখো নীল্ কলেবর, বহুতর বনচর,
যত পশু নিকটে আইল।
ভয়ে ভয়ে সযতনে, প্রজাবৎ আচরণে,
একে একে প্রণাম করিল ॥
কিছু দিন এইরূপে, ছিল শ্যাল্ চুপে চুপে,
করে নাই স্বভাব প্রচার।
হরি, করী, আদি যত, সবে হয় সভাগত,
দেখিয়া বাড়িল অহঙ্কার ॥
ভাবে মনে হরি, করী, ফেরুগণে দৃষ্টি করি,
হীন সঙ্গ জ্ঞান করে পাছে।
এইরূপ অনুভবে, স্বজাতি শৃগাল সবে
আসিতে না দেয় আর কাছে ॥
কুটুম্বের অপমানে, বড় ব্যথা পেয়ে প্রাণে,
শিবা সব হইল কাতর।
হাস্য নাই কারো মুখে, মলিন মনের দুখে,
পোড়ে আছে বনের ভিতর ॥
বুদ্ধিমান এক শিবা, কহিছে ভাবনা কিবা,
স্থির হও, তোমরা সবাই।
এত বড় অভিমান, আমাদের অপমান,
যমালয়, এখনি পাঠাই ॥
হইলে জাতির কোপ, ঝাড়ে বংশে হয় লোপ,
কিছুতেই রক্ষা নাহি তার।
অতি নীচ, ঠক্‌ঠাটা, যেমন বজ্জাত্ ব্যাটা,
তেমনি করিব প্রতীকার ॥
হইয়াছে সন্ধ্যাকাল, জড় হোয়ে পাল পাল,
এসো সবে "ফেকুই" এখন।
"হুয়ো হুয়ো, হুকোহুয়ো, রবেহবে "আচাভুয়ো",
নীরবেতে রবে কতক্ষণ ? ॥
স্বজাতীয় ধর্ম্ম যাহা, অন্যথা কি হয় তাহা,
সংশয় নাহি কো ইথে আর।
কুকুর হইলে ভূপ, নাহি যায় পূর্ব্বরূপ
"জুতা", পেলে, করেই আহার ॥
শূকর অমৃত ফেলে, ছুটে গিয়ে বিষ্ঠে গেলে
পুঁজ পেলে, মাছি উড়ে বসে।
স্বভাবের এই ধর্ম্ম, প্রকৃতির এই কর্ম্ম,
গাদা নহে, তৃপ্ত সুধারসে ॥
কেউ কেউ রব শুনে, স্বকীয় স্বভাব-গুণে,
ডাক ছেড়ে ঘটাবে ব্যাঘাত।
"হুয়া" রব শুনে কাণে, সিংহ এসে এইখানে
নখাঘাতে করিবে নিপাত ॥
এতবলি, এড়ে এড়ে, একেবারে গলাছেড়ে
"হুয়া হুয়া" ডাকিয়া উঠিল।
ধূর্ত্ত শ্যাল নীলাকার, কতক্ষণ থাকে আর,
কেউ বোলে "ফেকুতে" লাগিল ॥
সেই "ফেকুনিতে" তার লাভ হোলো যমগার,
তাই বলি শুন মহীপাল।
নিজ পক্ষ পরিহরি, বিপক্ষ সপক্ষ করি,
সেইরূপ ঘটিবে জঞ্জাল ॥
ছিদ্র আর মর্ম্ম, বল, খুঁজে ছল শত্রু দল,
সবিশেষ হয় অবগত।
ভিতর বাহির-দেশ, কিছু নাহি রাখে শেষ,
দগ্ধ করে, অনলের মত ॥
কাষ্ট বোলে শুধু নয়, অন্তরের সমুদয়,
অগ্নি যথা করে ছারখার।
বড় খল, দুষ্ট দল, বিশ্বাসের নহে স্থল,
অবিকল যেরূপ প্রকার ॥

রাজা কহিলেন। আপনার এই উক্তি যথার্থই যুক্তি-মূলক বটে, কিন্তু এব্যক্তি বহু দূরদেশ হইতে আগমন করিয়াছে, আপাততঃ বিদায় না করিয়া আসিতে বলা যাউক, তাহাকে স্থাপিত করণের বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবেক।

চক্রবাক বলিলেন। হে প্রভো। "সারস" স্বয়ং আসিয়া সংবাদ করিলেন, দুর্গ উত্তম-রূপেই সুসজ্জীভূত হইয়াছে, এবং চরকেও যথারীতিক্রমেই প্রেরণ করা গিয়াছে!— অতএব এইক্ষণে শুককে আনিতে অনুমতি করুন।

দূর হইতে সতর্কভাবে দূতের প্রতি দৃষ্টি করিবেন, রাজা চন্দ্রনাথের এক বলবান দূত মহেশ্বর রাজাকে বিনষ্ট করিয়াছিল।

তাহার পর শুক এবং কাক রাজসভায় আগমন করিল।

রাজদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া বদন উচ্চ করত শুক কহিল। "ওহে হংসরাজ! আমারদিগের প্রভু সর্ব্বেশ্বর ময়ূর-মহীপ তোমার প্রতি এরূপ অনুমতি করিয়াছেন, যদি প্রাণের প্রতি প্রীতি ও প্রত্যাশা থাকে, এবং যদি সম্পত্তি সম্ভোগে অভিলাষ থাকে, তবে শীঘ্রই আসিয়া আমার পদে প্রণত হও, নতুবা তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই। এই রাজ্য হইতে তোমাকে দূর করিয়া দিব।"

হংসরাজ কোপভরে কম্পিত কলেবর দ্বারপালকে কহিলেন। যথা

কো-হায়, কো-হায়, আবি, হিঁয়া আও, শালো।
নেকালো নেকালো, এস্কো, জুতি-সে নেকালো॥
গেধড়্-হরোম্‌জাদ্, কাঁহাকো বজ্জাৎ?।
হামারা সামনে আকে, কহে অ্যাসা বাৎ॥

কাক দণ্ডায়মান হইয়া কহিল।

ত্রিপদী

কঠোর কর্কস বাক্, কাকা কাকা ডাকে ডাক্,
উঠে কাক করে নিবেদন।
আপনি জগৎস্বামী, চরণের দাস আমি,
অনুমতি করুন্ এখন॥
কোথাকার, ভোমা, ভূত, দুষ্ট, দুরাচার দূত,
যমদণ্ড দণ্ড হাতে কোরে নিই।
লোটায়ে লোটন্ লঙ্কা, ধাক্কায় পাঠাই অক্কা,
কাশী, মক্কা, ফক্কা কোরে দিই॥

সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রী কহিলেন। হাঁ, হাঁ, হাঁ, এমন্ কর্ম্ম কি করিতে আছে? রাজারা দূতমুখ, দূত যদি ম্লেচ্ছ:হয়, তথাচ সে সর্ব্বত্রই অবধ্য।

পদ্য।

যে সভাতে বুদ্ধিমান, বৃদ্ধ নাহি রয়।
সভা নয়, নয়, সে-তো, সভা কভু নয়॥
বৃদ্ধ হোয়ে কখনো, যে, ধর্ম্ম নাহি কয়।
বৃদ্ধ নয়, নয়, সে,-তো, বৃদ্ধ কভু নয়॥
হায় হায়, যে ধর্ম্মেতে, সত্য নাহি রয়।
ধর্ম্ম নয়, নয়, সে-তো, ধর্ম্ম কভু নয়॥
হয় হোক্ সত্য, তাহে, ছল যদি রয়।
সত্য নয়, নয়, সে-তো, সত্য কভু নয়॥

হে মহারাজ। দূতের দোষ কি? এ ব্যক্তি আপনার প্রভুর আজ্ঞানুরূপ কথাই কহিতেছে, দূতের বাক্যেই কি আপনি অধম হইবেন? আর আপনার অপেক্ষা অন্য ব্যক্তিই কি উচ্চ হইবে?।

এই বাক্যে রাজা স্থির হইলেন, কাক নীরব হইয়া বসিল।

ত্রিপদী।

তার পর মন্ত্রিবর, ধরি কর সমাদর,
সুধাভাব, বিস্তর কহিল।
ধন, বস্ত্র, অলঙ্কারে, বহুবিধ পুরস্কারে,
দ্বিজ-দূতে বিদায় করিল॥

সমাদর সহকার, পেয়ে মান-উপহার,
দেবীদ্বীপে উত্তরিল আসি।
পুরস্কার দেখাইয়া, শিখীরাজে প্রণমিয়া,
কহে শুক, মুখ-হাসি হাসি॥
সন্তোষসদ্বীপপতি, অতি. ধীর, শান্তমতি,
দেবীপুত্র দ্বিতীয় দিনেশ।
মন্ত্রী অতি বিচক্ষণ, সুখে আছে প্রজাগণ,
স্বর্গের সমান তাঁর দেশ॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা নিয়া, কহিলাম আমি গিয়া,
হোলো তায় নিরূপণ রণ।
বিলম্ব বিহিত নয়, যেরূপ উচিত হয়,
করুন্ যুদ্ধের আয়োজন॥

শুকের মুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শিখীশ্বর সভাসদ সকলকে লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, আমার যুদ্ধ করাই নিতান্ত বিবেচনাসিদ্ধ হইয়াছে, অতএব আপনারা সকলে এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করুন। আমি এবম্প্রকারে অলস হইয়া কাল হরণ করাতেই কেবল নষ্ট হইতেছি।

পদ্য।

কুলবতী নারী হোয়ে, লজ্জাহীনা, যেই।
নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, সেই॥
বারবধূ বেশ্যা-হোয়ে, লজ্জাবতী, যেই।
নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, সেই॥
দ্বিজ হোয়ে বিষয়েতে, অসন্তুষ্ট, যেই।
নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, সেই॥
রাজা হোয়ে, নিজ ধনে, তুষ্ট থাকে, যেই।
নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, সেই॥

দূরদর্শী নামক গৃধ্রমন্ত্রী কহিতেছেন। হে দেব! যে স্থলে ব্যসনের বাহুল্য, সে স্থলে যুদ্ধ করা কখনই বিধি হয় না, এখন সংগ্রামের সময় নহে, যৎকালে মন্ত্রী, মিত্র এবং সুহৃৎ সকল যথার্থরূপ মনের সহিত বাধ্য থাকিয়া আনুগত্য-ধর্ম্মধারণ করে, আর বিপক্ষপক্ষে সর্ব্বতোভাবেই তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়া উঠে, তৎকালেই তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে নিশ্চয়রূপে মনোরথ-সুসিদ্ধ হইবেই হইবে। ভূমি, বন্ধু এবং সুবর্ণ, সংগ্রামের এই তিনটি ফল। যখন স্থিররূপে এমত নির্দ্ধারিত হইবে, যে, এইক্ষণে শস্ত্রপাণি হইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে "জয়লক্ষ্মী" লাভ করিবই করিব, তখন আমি কদাচই নিষেধ করিব না, যাহারা বিপক্ষব্যূহের বল বিক্রম বিশেষরূপে বিচার না করিয়া সহসা সাহস-সহকারে সমর সজ্জায় সৈন্য সমূহ সঞ্চালন করে, তাহারা কেবল অদৃষ্ট-বৃক্ষের অপকৃষ্ট ফল-সম্ভোগ করিয়া অকালে কাল-কৃতান্তের করালদন্তে চর্ব্বিত হয়।

শিখীশ্বর কহিলেন। হে বিজ্ঞোত্তম! অধুনা আমার উৎসাহ ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য হয় না, জয়েচ্ছু লোকেরা যে প্রকারে পরস্থান আক্রমণ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হয়েন, আপনি আমাকে তাহারি উপদেশ করুন। আমার সৈন্যের সংখ্যা কত, তাহারদিগের মধ্যেই বা কাহার কিরূপ পরাক্রম, আর তাহারা এইক্ষণেই বা কি প্রকার অবস্থায় অবস্থান করিতেছে? তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন্। এবং দৈবজ্ঞকে আহ্বান পূর্ব্বক শুভলগ্ন নির্ণয় করিয়া দিন্।

অনন্তর গৃধ্রমন্ত্রী রাজার বদন বিনির্গত এই বচন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ম্লানমুখে মনে মনে বিবেচনা করিতেছেন।

পদ্য।

একে-তো যৌবন ঘোর, তাহে ধনমদ।
প্রচুর প্রভুত্ব তায়, পেয়ে রাজপদ॥
তাহাতে বিবেক-বুদ্ধি, কিছু মাত্র নাই।
কেমনে বুঝাই এরে, কেমনে বুঝাই?॥

একে, যার রক্ষা নাই, চেরে হোলো যোগ।
কাজেই ভুগিতে হয়, অধর্ম্মের ভোগ ॥
মরুভূমে জল দিলে, নাহি হয় ফল।
সেরূপ আমার বাক্য, হোতেছে বিফল ॥
পণ্ডিতেরা বলেছেন, "মাথাদিব্বি" দিয়া।
থাকা নয়, থাকা নয়, মূর্খ রাজা নিয়া ॥
যে রাজার, শাস্ত্রবোধ, নীতি-বোধ নাই।
তার কাছে উপদেশ, ভস্ম আর ছাই ॥

রোগী যদি নাহি করে, ঔষধ আহার।
বৈদ্য, তবে, কেনোমতে, করে প্রতীকার ? ॥
সুপথ-সুপথ্য সেবা, নাহি করে যেই।
কুপথ-কুপথ্য-ভোগে, নষ্ট হয় সেই ॥
বিচার-সম্মত নয়, দেশ-পরিহার।
রাজা পরিত্যাগ করা, না হয় বিচার ॥
কি করি, উপায় নাই, দুঃখ কোথা রাখি ?
"বেঁধে মারে, 'সয় ভাল" সহ্য কোরে থাকি ॥

হে নরপতে! আপনি যুদ্ধ করিতে নিতান্তই উৎসুক হইয়াছেন, কিন্তু কি করি। বারম্বার এবম্প্রকার নিষেধ করিয়া আপনার আজ্ঞাহেলনরূপ অপরাধ গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য হয় না, অতএব যেরূপ অবগত আছি তাহাই নিবেদন করি।

যে যে স্থানে গিরি, গহন, নদী এবং দুর্গাদির আশঙ্কা আছে, সেই সেই স্থানে সেনাপতি ব্যূহবদ্ধ পূর্ব্বক সেনার সহিত গমন করিবেন, প্রধান সেনাপতি বড় বড় বীর-পুরুষ লইয়া অগ্রে যাইবেন, আর মধ্যভাগে রাজার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীগণ, ভাণ্ডার এবং সুশিক্ষিত বল সকল গমন করিবে, ইহার দুই পার্শ্বে ঘোটক, ঘোটকের পার্শ্বে রথ, রথের পার্শ্বে হস্তি, এবং হস্তি সকলের পার্শ্বে পদাতিক সেনারা যাইবে। এই সকল সম্প্রদায়ের সেনাপতিগণ মন্ত্রী এবং বড় বড় যোদ্ধার সহিত সংযুক্ত হইয়া বিদ্যমান নিরুৎসাহি সেনাদিগ্যে সাহস, আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্তে আস্তে গমন করিবেন। রাজা জলযুক্ত-পর্ব্বতময় উঁচু-নীচু-দেশ মধ্যে হস্তি-সংযোগে, সমভূম-দেশ মধ্যে অশ্বাবলম্বনে, এবং জলপথে নৌকা-রোহণে সৈন্য সঞ্চালন করিবেন, এবং সর্ব্বত্রই পদাতিকের সহিত গমন করিবেন।

বর্ষাকালে কুঞ্জরারোহি, অন্যকালে অশ্বারোহি এবং সততই পদাতিক সেনার চালন করা বিধেয়।—পর্বতে এবং দুর্গমপথে রাজাকে অতি সাবধান পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে। রাজা অতিশয় সুবিশ্বাসি বলবান বীর কর্ত্তৃক রক্ষিত হউন, কিন্তু তিনি যোগী পুরুষের ন্যায় অতি অল্পকাল মাত্র শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিবেন, কারণ সাবধানের বিনাশ নাই, সমর সময়ে রাজার দীর্ঘ-নিদ্রা অতিশয় দোষ বলিয়াই-কথিত হইয়াছে। অপিচ কণ্টক স্বরূপ সামান্য সামান্য শত্রু দ্বারা বৈরিকে বিনাশ করিবে এবং আকর্ষণ করিবে, যাহাতে বিপক্ষের দুর্গ নষ্ট হয় এমত কৌশল ও উপায় নির্ণয় করিবে, আর পরদেশ প্রবেশ সময়ে বনজ্ঞ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া অগ্রগামি করিয়া গমন করিতে হইবে।—ভূপতি স্বয়ং যে স্থানে অবস্থান করিবেন, সেই স্থানেই কোষ রাখিতে হইবে, ধন ব্যতীত রাজ্যরক্ষা হয় না, ধন ব্যতীত যুদ্ধে জয় হয় না, সেই ধনাগার হইতে দাসদিগ্যে নিয়মিতরূপে বেতন দান এবং সময়ে সময়ে পারিতোষিক প্রদান করিতে হইবেক।—যোদ্ধারা কেবল ধনের প্রত্যাশাতেই প্রাণের মায়া পরিহার পূর্ব্বক ধনদাতার বাধ্য হইয়া অতি ভয়ঙ্কর নিদারুণ নিষ্ঠুর সামরিক-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।—হে মহারাজ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, মানব সকল কখনই রাজার ভৃত্য নহে, শুদ্ধ ধনের ভৃত্য। দেখুন্ ধনের প্রভাবেই মানুষের মহত্ত্ব, এবং ধনের অভাবেই মানুষের নীচত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, অতএব দান দ্বারা সেনাপতি এবং সেনাদিগ্যে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখিতে হইবেক।—পরন্তু সৈন্যদিগের মধ্যে পরস্পর বিশেষ ঐক্য ও প্রণয়-বদ্ধ থাকাই রাজার মঙ্গল, কারণ তাহা হইলে তাহারা স্বভবতেই সদ্ভাব সংযোগে ঐক্য হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে, রক্ষা করিবে। আর

সর্ব্বশ্রেষ্ট উৎকৃষ্ট বলের দ্বারা ব্যূহ-বিন্যাস করিতে হইবে।—সেনার অগ্রে পদাতিক নিযুক্ত হইবে, বৈরিকে বেষ্টন করিয়া তাহার গতিরোধ করিবে, এবং তাহার রাজ্যকে প্রচুররূপে পীড়া প্রদান করিবে।

৫ সমভূমিতে রথ ও অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিবে, জলপ্লাবিতদেশে রণতরি এবং হস্তি চড়িয়া যুদ্ধ করিবে। রণতরির প্রধান অস্ত্র তোপ। বৃক্ষ-লতা-কণ্টকাকীর্ণ-দেশে ধনুর্ব্বাণ লইয়া সমর করিবে, অপরঞ্চ স্থলেতে খড়্গ, চর্ম্ম এবং নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা সংগ্রাম করিবে। দুর্গের প্রাচীর, তড়াগ ও পরিখাদি আক্রমণ পূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া বলের বলে বিপক্ষ বৃন্দের অন্ন, জল, তৃণ, কাষ্ট নষ্ট করিতে হইবে।—সমর সময়ে অপর কেহই গজের অপেক্ষা কল্যাণকর নহে, কারণ বারণ বৃহদ্বপু ধারণ করাতেই অষ্টায়ুধের কার্য্য সম্পন্ন করে। আর অশ্ব সকল সজীব সচল দুর্গের ন্যায়। যে রাজার অধীনে অধিক সুশিক্ষিত-অশ্ব থাকে, তিনিই স্থল-যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েন। অশ্বারূঢ় যোদ্ধাগণকে দেবতারাও জয় করিতে পারেন না। কেন না তাহারা অতি-শীঘ্রই অনায়াসে অতি দূরস্থ অরি-কুলকে হস্তগত করে। যুদ্ধের প্রধানাঙ্গ প্রথমে সেনা সকলকে রক্ষা করা, দিগ্ সকল নির্ণয় করা, পথ সকল পরিষ্কার ও প্রশস্ত করা, সেনাপতিদিগের রক্ষা করা এই কার্য্য পদাতিকের কার্য্য। স্বভাবত অতি বীর, ধীর উদ্যোগি, সাহসি, পরিশ্রান্ত, অবিরক্ত অনুরক্ত এবং রণবিদ্যাবিশারদ, এই সমস্ত গুণযুক্ত সেনারাই সেনার প্রধান, স্বামি-কর্ত্তৃক সম্ভাবিত সম্মান প্রাপ্ত হইলে যোদ্ধারা যেরূপ যত্ন-যোগে যুদ্ধ করে, প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইলেও সেরূপ করে না, উপযুক্ত উত্তম সেনার সংখ্যা অল্প হওয়াও ভাল, তথাচ বহু-সংখ্যক অনুপযুক্ত অধম সেনা ভাল নহে, কেন না অধম সেনার সংসর্গদোষে উত্তম সেনারাও ভগ্নোদ্যম হয়।—যুদ্ধস্থলে রাজার অপ্রসন্নতা, ব্যয়কল্পে কৃপণতা, অনর্থক সময় সম্বরণ, অনাগমন, বেতনাদি দানে বিলম্ব করণ, এবং প্রতীকার না করণ, এই সমস্ত ঔদাস্য এবং অমঙ্গলের চিহ্ন। যে রাজা নিতান্তই জয়ের ইচ্ছা করেন, তিনি যে প্রকারে হউক, প্রবল শক্রর সেনাদিগ্যে সর্ব্বদাই পীড়া প্রদান করিবেন, এবং কৌশল পূর্ব্বক শক্রর গৃহবিচ্ছেদ করিয়া দিবেন, ভেদকারক যুবরাজ অথবা মন্ত্রির সহিত সন্ধি করিয়া কার্য্যসিদ্ধ করিবেন, মতান্তর জন্য বিপক্ষবর্গের মধ্যে পরস্পর অপ্রণয় হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহারদিগের সর্ব্বনাশ হইবে, তখন আর ভাবনার বিষয় কি? অপরন্তু খল মিত্রকে অগ্রেই যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া নষ্ট করিতে হইবে, আর আপনার রাজ্য অগ্রে অতি সদুপায়ে রক্ষা করিয়া পরিশেষ পররাজ্য আক্রমণ করাই কর্ত্তব্য।

রাজা কহিলেন। আঃ কি পাপ্? তোমার, যে, আপ্নার্ কথাই পাঁচ কাহন্, বুড়ো হোলেই বুদ্ধি যায়, ডাকের কথা মিথ্যা নহে।—এত বকাবকি করিয়া মাথা ধরাইবার আবশ্যক কি? যেটা কাজের কথা তাই বল। যাহারা কৃতি-পুরুষ, তাহারা কেবল বিপক্ষের হানি করিয়া আপনার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবে, এইরূপ-জ্ঞানে যে ব্যক্তি কার্য্য করে, তাহাকেই আমি বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত বলি।

মন্ত্রি হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন। আমি কাহাকে উপদেশ করিতেছি, একাধারে আলো এবং অন্ধকারের অবস্থান হইতে পারে না, গোমূত্র পরিপূরিত-পাত্র মধ্যে গোরস রাখা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? :এই হিত কথা-গুলীন যদিস্যাৎ জলে নিক্ষেপ করিতাম, তবু তো গোটা দুই ভুড়্ভুড়ি উঠিত, সকলি বৃথা হইল, যাহা হউক, কপালে যাহা লেখা আছে, ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

হে রাজন্! আপনার যদি সংগ্রামে নিতান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে সজ্জা করুন।

পদ্য।

রণকার্য্যে-রত যত, ধীর বীরগণ।
সমাদরে সকলেরে, ডাকুন্ এখন॥
যে কর্ম্মেতে যার যার, আছে অধিকার।
তার তার প্রতি দিন, সে কর্ম্মের ভার॥
মহারথী সেনাপতি, যে হন প্রধান।
প্রথমে ডাকিয়ে তাঁরে, করুন সম্মান॥
সহকারি শস্ত্রধারি, রণচারি যত।
নিজ-বলে, নিজ-বলে, করুক সম্মত॥
বল বল বাহুবল, বলের, সে, বল।
ধরি বল, অবিরল, নাশুক্ সকল॥
ভাল করি, ভাল করি, সজ্জা করি, রাখে।
যত হয়, তত হয়, যেন লয়, ঝাঁকে॥
সাজাক্ বলদ, উট, সকল বাহন।
বিচালি সংগ্রহ হোক্, কাহন কাহন॥
রথের সুসজ্জা করা, সারথির ভার।
মজুরে করুক গিয়া, পথ-পরিষ্কার॥
অশ্বারোহি, পদাতিক, গোলন্দাজ যারা।
নিজ নিজ শ্রেণীবদ্ধ হোক্ সব তারা॥
করিতে সমর-সজ্জা, যথোচিত রবে।
সেনারে সাহস দিন, সেনাপতি সবে॥
ডাকাইয়া আহ্নন্, নাবিক-সেনাপতি।
রণতরি, সাজাতে, করুন্ অনুমতি॥
গুলি, গোলা, তোপ, আর, বারুদ, বন্দুক।
যত পারে গাড়ি আর, নৌকায় রাখুক্॥
জলে, স্থলে, গিরিময়, বনের ভিতর।
যেখানে সেখানে হবে, করিতে সমর॥
শিবিরাদি শয্যা আর, সজ্জা হয় যত।
সংগ্রহ করুক্ সব, প্রয়োজন মত॥
সমুদয় খাদ্য দ্রব্য, রাশি রাশি লবে।
ধনের ভাণ্ডার সদা, সঙ্গে সঙ্গে রবে॥
এরূপে লইতে হবে, দ্রব্য সমুদয়।
এক্‌গাচি খাড়িকার, অভাব না হয়॥
যথা যথা অধিকার, তথা যাক্ দূত।
রাখুক্ সকল দ্রব্য, করিয়া প্রস্তুত॥
অস্ত্রবৈদ্য কবিরাজে, দিন্ এই ভার।
ঔষধ, অস্ত্রাদি, নিন্, অশেষ প্রকার॥
ডুলি, খাট, শয্যা চাই, আঘাতির তরে।
ভিষক রবেন সঙ্গে, সকল সময়ে॥
পাত্র, মিত্র, গণকাদি, বৈদ্য, পুরোহিত।
যুদ্ধকালে, সবে রবে, রাজার সাহিত॥
এই সব, আর যত, সেনাপতি নিয়া।
মন্ত্রণা করিতে হবে, একত্র হইয়া॥
শঠ মিত্র সঙ্গে যেন, না থাকিতে পারে।
ক্ষণমাত্র রাখা নয়, বিনাশিবে তারে॥
প্রিয়-কথা সহকারে, করি ধন দান।
বাঁচাবেন্ রাজা, নিজ, ধন আর প্রাণ॥
পুরস্কারে সেনাদের ভক্তি বেড়ে যায়।
প্রাণ-পণে, কোষ, আর, রাজারে বাঁচায়॥
ধন, জন, আদি করি, বস্তু সমুদায়।
রাজা না বাঁচিলে পরে, সকলি বৃথায়॥
এ ভাবে রবেন রাজা, হোয়ে সাবধান।
কোনোমতে শত্রু যেন, না পায় সন্ধান॥
সদুপায়ে স্বদেশ, রাখিতে হবে আগে॥
তার গায়ে যেন কিছু, আঘাত না লাগে।
নিজ-দেশ রক্ষা করি, এরূপ প্রকার।
পরে গিয়া পরদেশ, কর অধিকার॥
স্থানে স্থানে গুপ্তচর, করিয়া প্রস্থান।
বিপক্ষের ভেদ যত, করুক্ সন্ধান॥
সন্ধি করি, পারে যদি, ঘর ভেঙে দিতে।
সহজে শত্রুর দেশ, পারিবেন নিতে॥
যথা শাস্ত্র সমুদয়, করি আয়োজন।
রণবাদ্য বাজাইয়া, করুন গমন॥

তাহার পর দৈবজ্ঞ আসিয়া কহিলেন, ধর্ম্মাবতার! এই লগ্ন অতি শুভলগ্ন, দেখুন, দক্ষিণভাগে গো, মৃগ, দ্বিজ ও বামভাগে শব এবং শিবা রহিয়াছে। এই চিহ্ন মঙ্গলের চিহ্ন, "শুভস্য শীঘ্রং"—"শুভস্য শীঘ্রং" অতএব শীঘ্রই শুভযাত্রা করুন।—এই সুসময়ে দেবদ্বিজে দান করিলে নিশ্চয়রূপেই মঙ্গল হইয়া থাকে শাস্ত্রে এমত কহিতেছিলেন। শ্রীশ্রী৺ করুণাময়ী

কল্যাণকারিণী কাত্যায়নী কালী আপনার কল্যাণ করিবেন। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, এই লগ্নে যাত্রা করিলেন মহারাজ যদি জয়যুক্ত না হয়েন, তবে ধর্ম্ম মিথ্যা দেবতা মিথ্যা, শাস্ত্র মিথ্যা, ব্রাহ্মণ মিথ্যা, এবং ব্রাহ্মণের বাক্যই মিথ্যা, আমি পাঁজী পুঁতি সমুদয় জলে ফেলিয়া ব্যবসায় তুলিয়া দিব।

অনন্তর ময়ূরমহীপ হংসরাজের অধিকার অধিকার-করণের অভিপ্রায়ে শুভলগ্নে দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলেন।

পদ্য।

মহারোল, হরিবোল, গণ্ডগোল, উঠিছে।
হন্ হন্ সন্ সন্, সেনাগণ ছুটিছে॥
যত রথি, সেনাপতি, দ্রুতগতি সাজিছে।
ঘোর্ হাঁক্, জোর্ ডাক্, রণঢাক্, বাজিছে॥
ছেয়ে পথ, রণরথ. বায়ুবৎ, যেতেছে।
দেশময় জনচয়, দেখে ভয়, পেতেছে॥
চাপে হত প্রাণী কত, শত শত মরিছে।
ধরাতল, দল মল, টলমল, করিছে॥
বুড়ানব, হয় সব, চিঁহিরব, ছাড়িছে।
গজগুলা, কর্ণকুলা, শুঁড়ে ধূলা ঝাড়িছে॥
বলশালি, যত ঢালি, জয় কালী বলিছে।
থাপে থাপে লাপে লাপে, বীরদাপে, চলিছে॥
পেয়ে পদ, ঘোর মদ, জোরে পদ ফেলিছে।
পদধূলি শূন্যে তুলি, যেন হুলি খেলিছে॥
ধূলা বৃষ্টি, করি সৃষ্টি, দিগ্দৃষ্টি হরেছে।
সবাকার নেত্র-দ্বার, অন্ধকার করেছে॥
তাড়াতাড়ি, কাড়াকাড়ি, মাড়ামাড়ি, হতেছে
যাহে যার, অধিকার, সেই ভার, লতেছে॥
ত্বরা করি, খুলে তরি, হরি হরি করিছে॥
জয়-বল, দল দল, রণবল, ধরিছে॥
জয়-রব, করি সব, কলরব, হেঁকেচে।
তরি রথ, জলপথ, স্থলপথ ছেঁকেছে॥

তদনন্তর প্রেরিত দূত হংসরাজের নিকট আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল।

হে দেব! ময়ূর রাজা আগতপ্রায়। সংপ্রতি সুমেরু শিখর সন্নিধানে সমাগত হইয়া নিরন্তর কেবল দুর্গের দ্বার অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহার অনুচর কোনো ব্যক্তির সহিত কাপট্যরূপে সদালাপ করাতে সে ব্যক্তি আমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে এরূপ আভাষ প্রকাশ করিল, যে উক্ত বিপক্ষ রাজা ইতিপূর্ব্বে একজন গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি অতি খল, প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক মিত্রবৎ আচরণে আমারদিগের দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

চক্রবাক কহিলেন। মহারাজ একথা যথার্থই বটে, অসম্ভব নহে, ধূর্ত্ত কাকই সেই গুপ্তচর।

রাজা উত্তর করিলেন। একথা কখনই সত্য নহে, আমি ইহাতে বিশ্বাস করি না, কাক বহুদিন এখানে আসিয়াছে, সে আমারদিগের অত্যন্তই অনুগত অথচ আত্মীয়, সে যদি বিপক্ষ হইবে তবে শুককে সংহারার্থ যথোচিত যত্ন কেন করিবে? আর দেখ, এই উপস্থিত যুদ্ধে সেই ব্যক্তিই সকলের অপেক্ষা অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রী কহিলেন। তথাচ আগন্তুককে কদাচই বিশ্বাস করিবে না।

রাজা কহিলেন। কোনো কোনো সময়ে আগন্তুককেও অতিশয় উপকারি দেখা যায়।

পদ্য।

শুন শুন, ধীরবর মন্ত্রি মহাশয়।
আত্ম-পর, ভেদ করা, শক্ত অতিশয়॥
অতিপর, বন্ধুবৎ, আচরণ করে।
বন্ধু হোয়ে কেহ কেহ শত্রুভাব ধরে॥

দেহ জাত রোগ করে, দেহের সংহার।
ঔষধ থাকিয়া বনে, করে প্রতীকার॥
শূদ্রক রাজার দ্বারে, এসে বীরবর।
অল্পকালে করিল কি, কার্য্য মনোহর
আপনার পুত্রধনে, বলিদান দিয়া।
রাখিল রাজার লক্ষী, অচলা করিয়া॥
শূদ্রকের সরোবরে, করিয়া বিহার।
নিজ নেত্রে দেখিয়াছি, বিশেষ ব্যাপার॥

মন্ত্রী কহিলেন, সে কি প্রকার? রাজা কহিতেছেন।

রাজার নন্দন এক, বহু গুণধাম।
স্বভাবত বীরবর, বীরবর নাম॥
আপনার দারা আর পুত্রের সহিত।
শূদ্রক রাজার দ্বারে, হোলো উপনীত॥
কহিল দ্বারের প্রতি, থাকিয়া এখানে।
বেতনের বাঞ্ছা করি রাজ-সান্নিধানে॥
রত্নাসনে বোসে রাজা, পুষ্পিত-মণ্ডিত॥
দ্বারি তারে, তথায় করিল উপস্থিত॥
বীরবরে দৃষ্টি করি, নৃপবর কন।
নিরূপিত কত টাকা, লইবে বেতন?॥
বীরবর বলে প্রভু, অধিক কি কব।
প্রতিদিন পাঁচশত, স্বর্ণমুদ্রা লব॥
এত টাকা দিতে হবে, কহিলেন ভূপ।
তোমা হোতে কি হইবে কার্য্য অপরূপ?॥
অসি আর বাহুবল, বীরবর কয়।
ইথেই করিতে পারি, কার্য্য সমুদয়॥
সেই দিন পাঁচশত, স্বর্ণমুদ্রা দিয়া।
রাখিলেন রাজা তারে, আশ্বাস করিয়া॥
ধন পেয়ে তখনিই, বীর বলবান।
দেব দ্বিজে, অর্দ্ধ ভাগ, করিল প্রদান॥
তার অর্দ্ধ দীনজনে, করি বিতরণ।
শিকি ভাগে, পরিবার, করিল পালন॥
পরদিন কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী, নিশামানে।
রোদনের রব গেল নৃপতির কাণে॥
রাজা কন, বীরবর, করহ শ্রবণ।
এঘোর রজনীকালে কে করে রোদন?॥
কোনোমতে-নহে আর, বিলম্ব-বিধান।
এখনিই কর গিয়া, বিশেষ সন্ধান॥
তখনি, যে আজ্ঞা বলি, সেই মহাবীর।
অসি আর চর্ম্ম লোয়ে, হইল বাহির॥
ভূপতি ভাবেন মনে নিশা-অন্ধকারে।
একাকি করিবে কর্ম্ম, কিরূপ প্রকারে?॥
প্রতিদিন পাঁচশত, স্বুবর্ণ লইবে।
কত বল, কত বুদ্ধি, দেখিতে হইবে॥
এতবলি শস্ত্রপাণি, হইয়া রাজন।
গোপনে পশ্চাতে তার, করেন গমন॥
কিছুদূরে গিয়া বীর করে দরশন।
সুরূপসী, যুবতী, রমণী একজন॥
মণিময় অলঙ্কারে, মনোহর বেশ।
ডাকছেড়ে কাঁদিতেছে, এলাইয়া কেশ॥
বিনয়ে কহিল তাঁরে, এরূপ রচন।
কেগো মাগো একাকিনি, করিছে রোদন?॥
দেবী কহিলেন বাপু, কি কহিব আর।
"রাজলক্ষ্মী" আমি এই, শূদ্রক রাজার।
এতকাল বাস কোরে, হোলো শেষ দায়।
ডাক্ ছেড়ে কেঁদে তাই, হোতেছি বিদায়॥
বীরবর কেঁদে বলে, ধোরে দুটি পায়।
কি হোলে থাকেন্ মাগো, করি সে উপায়॥
কমলা কহেন, বাছা, শুন বীরবর।
বহুগুণ যুক্ত তব, পুত্র শক্তিধর॥
কালীর নিকটে তারে, দেহ বলিদান।
এখানে আমার তবে, হয় অবস্থান॥
একথা শুনিয়া বীর, গিয়া নিজ বাস।
দারা সুতে, সমুদয়, করিল প্রকাশ॥
পুত্র বলে এর চেয়ে, ভাগ্য কিবা আর।
প্রভুর কার্য্যেতে হোলে, প্রাণের সংহার॥
সুনাম ঘোষণা হবে, কৃতজ্ঞ বলিয়া।
বিহিত না হয় আর, বিলম্ব করিয়া॥
চিরজীবি কেহ নয়, আসিয়া সংসারে।
ধন, প্রাণ, দিতে হয়, পর উপকারে॥
প্রাণ দিলে, রাজার রাজত্ব যদি রয়।
অতিবড় বেতনের ঋণ শোধ হয়॥
শোক তাপ, না করিয়া, পরে তিন জন॥
মঙ্গলার মন্দিরে করিল আগমন॥

মঙ্গল-মানস করি, শূদ্রক রাজার।
বীরবর পূজা দিয়া, সর্ব্বমঙ্গলার॥
নিজ হস্তে সন্তানের, মস্তক কাটিল।
রাজলক্ষ্মী জননীরে, সদয়া করিল॥
তারপরে, মনে করে, এরূপ বিচার।
বেতনের ঋণশোধ, হইল আমার॥
পুত্রহীন হোয়ে ধরি, বৃথায় জীবন।
এতবাল নিজমুণ্ড, করিল ছেদন॥
পুত্রনাশ পতিনাশ দেখিয়া তখন।
ত্যজিল বীরের দারা আপন জীবন॥
অপরূপ, দেখে ভূপ, করেন বিচার।
এমন ধার্ম্মিক লোক দেখি নাই আর॥
দুইদিন পেয়ে মাত্র, কিঞ্চিৎ বেতন।
জীবন ত্যজিল সবে, আমার কারণ॥
আমার মতন নীচ, কত শত জন।
বার বার জন্ম লোয়ে হোতেছে নিধন॥
হারাইয়া এ প্রকার, পরম সুজন।
অনর্থক রাজ্য ভোগে, নাহি প্রয়োজন॥
মঙ্গলারে প্রণাময়া, পরে নৃপরায়।
নিজ করে, নিজ-নাশ করিবারে চায়॥
তখন করেন দেবী, অভয় প্রদান।
ত্যজনা ত্যজনা পুত্র ত্যজ না রে প্রাণ॥
হোলেম্ সদয়া আমি, ভাবনা কি আর।
চিরকাল রাজলক্ষ্মী, থাকিবে তোমার॥
দাস প্রতি দয়া ধর্ম্ম, দেখিয়া তোমার।
সদয় হইল আজ, হৃদয় আমার॥
ভূপতি বলেন তবে, করিয়া প্রণতি।
সদয়া হোলেন যদি, দেবি ভগবতি॥
দয়া করি দয়াময়ি, দেও এই বর।
দারা-পুত্র সহিত বাঁচুক বীরবর॥
নতুবা রাখিনে মায়া জীবনের প্রতি।
তাদের যে, গতি, মাগো, আমারো সে গতি।
প্রসন্না হোলেন মাতা, "তথাস্তু" বলিয়া।
একেবারে তিনজনে, উঠিল বাঁচিয়া॥
চুপি চুপি এলো রাজা, আপন ভবনে।
গমন করিল গৃহে, তারা তিনজনে॥
প্রাতে তারে ডাকাইয়া, কহেন রাজন।
গত নিশি কি হইল, বল বিবরণ?॥
বীরবর বলে প্রভু, আমায় দেখিয়া।
সেই নারী কোথা গেল, অদৃশ্য হইয়া॥
সাধুবাদ প্রদান করিয়া মহীপাল।
মনে মনে বলিতেছে, ভাল্ ভাল্ ভাল্?।
কৃপণতাহীন হবে, প্রিয় করিবারে।
সাধুজন কটুভাষা, কহিবে না কারে॥
অপাত্রে না, ধন দিবে, দাতা যেই জন।
বীর নাহি প্রকাশিবে, বলের বচন॥
তারপর নৃপবর, সভায় ডাকিয়া।
বীরবরে, তুষিলেন, রাজ্য এক দিয়া॥
তাই বলি বায়সেরে কোরো না সংশয়।
আগন্তুক সময়েতে, উপকারী হয়॥
হিতকারী জেনে তারে, রাখিয়াছি কাছে।
জাতি মাত্রে অবিশ্বাস, করিতে কি আছে?॥

চক্রবাক কহিতেছেন।

অকার্য্য হইলে কার্য্য, রাজার ইচ্ছায়।
কোনোমতে রাজ্যের, মঙ্গল নাহি তায়॥
রাজ-মনে দুঃখ দেয়, বরণ বিহিত।
অন্যায়েরে, ন্যায় করা, না হয় উচিত॥
কহিতে উচিত কথা, করে যেই ভয়।
সেজন অপাত্র অতি, পাত্র কভু নয়॥
যে রাজার বৈদ্য, গুরু মন্ত্রী, প্রিয়ম্বদ।
সে রাজার নাহি থাকে, ধন ধর্ম্ম, পদ॥
পুণ্য বলে একজন, যদি পায় ধন।
সকলেরি কপালে কি, হইবে তেমন?॥
পরের সৌভাগ্য দেখে, কার্য্য করে যেই।
নষ্ট হয়, নষ্ট হয় নষ্ট হয়, সেই॥
অতিশয় লোভ করি, নাপিত-নন্দন।
যেরূপে হইলে নষ্ট, করুন্ শ্রবণ॥

শিবপুরে, অতি দীন, দ্বিজ একজনা।
ধন আশে নিত্য করে, শিব-আরাধনা॥
শিবদাতা-শিব তারে, সদয় হইয়া।
ধনপতি কুবেরে, দিলেন, পাঠাইয়া॥

কুবের কহিল আসি, শুন দ্বিজবর।
মহেশ্বর হর এই, দিয়েছেন বর॥
প্রথম প্রহরে অদ্য, মাথা কামাইয়া।
বাটি গিয়া বোসে থাকো, লাঠি হাতে নিয়া
আসিবে ভিক্ষুক এক, ভিক্ষা করিবারে!
গুরুতর প্রহারেতে, বিনাশিবে তারে॥
কক্ষের কলস তার, সুবর্ণ হইবে।
তাই নিয়ে চিরকাল, সুখেতে রহিবে॥
কুবেরের আজ্ঞা-মত, করি ব্যবহার।
সোণার কলস পেলে, বিপ্রের কুমার॥
তাই দেখে স্থির করে, নাপিত-তনয়।
ধন-লাভ করিবার, উপায় এ হয়॥
এত ভেবে বাড়ী এসে, বাড়ি করি ঘাড়ে।
রহিল পাতিয়া আড়ি, প্রাচীরের আড়ে॥
ভিক্ষারি আইল এক, গৃহেতে তাহার।
কোঁতকা মেরে, হোঁতকা তারে, করিল সংহার॥
হত্যাকরা অপরাধে, রাজদূত আসি।
রাজদ্বারে ধোরে নিয়া, দিলে তারে ফাঁসি॥
তাই বলি নৃপধন, না জেনে নির্যাশ।
অকস্মাৎ আগন্তুকে, কোরো না বিশ্বাস॥
শূদ্রক রাজার ছিল, পুণ্যের সঞ্চার।
এই হেতু বীরবর, দাস হোলো তার॥
স্বভাবত ধূর্ত্ত কাক, বিপক্ষের দল।
সে কেমনে মিত্র হবে, নিজে যেই খল?॥

রাজা করিলেন। পুরাতন কথার প্রসঙ্গ করণের প্রয়োজন করে না। এই স্থলে এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মপর নির্ণয় হইতে পারে না, যাও উপস্থিত বিষয়ের অনুসন্ধান কর, বিপক্ষেরা যদি সুমেরুশিখরে আগমন করিয়া থাকে, তবে এইক্ষণে কিরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য?

চক্রবাক, বক্র-বাক, শুনিয়া রাজার। তথাচ করিছে অতি, সাধু ব্যবহার॥

হে ধরণীশ্বর! আমি শ্রবণ করিলাম, সেই শিখীশ্বর অতি মূঢ়, অবোধ, আপনার মহামন্ত্রী সুপণ্ডিত গৃধ্রের উপদেশে অনাদর করিয়াছে, অতএব তাহাকে জয় করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে। যাহারা লোভি, খল, অলস, মিথ্যাবাদি, অনবধান, মূঢ় এবং যাহারা বীর-পুরুষদিগে তাচ্ছিল্য করে, তাহারদিগ্যে অনায়াসেই নষ্ট করা যাইতে পারে, অতএব শত্রুগণ যে পর্য্যন্ত এখানে আসিয়া আমারদিগের দুর্গের দ্বার অবরুদ্ধ না করে, সে পর্য্যন্ত "সারস" প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত সেনাপতি সকল পর্ব্বত এবং বনপথ বেষ্টন পূর্ব্বক নানাপ্রকারেই তাহারদিগের অনিষ্ট করুক, বিপক্ষ-সেনারা সংপ্রতি দূরদেশ আসাতে অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত, পীড়িত, অলস, অবশ, ক্ষুধিত, তৃষিত, নদী নদ অরণ্য অতিক্রমণে আকুল, বায়ু বৃষ্টিতে ব্যাকুল, নিদ্রাকুল এবং অত্যন্ত ভীত ও চঞ্চল হইয়াছে, এই সময় তাহারদের বিনাশ করণের অতি সুসময়, এতৎ উপায়ে ঐ প্রমাদি রাজা এখনি প্রচুর-প্রমাদে পতিত হইবে। তদনন্তর সারসাদি সেনাপতি সকল গমন করিয়া ময়ূররাজের বিস্তর সেনাপতি এবং সেনা সংহার করিল, বহু প্রকার দ্রব্যাদি হরণ করিয়া লইল।

তাহার পর ময়ূরমহীপ অত্যন্ত তাপিত ও ব্যথিত হইয়া বিশেষরূপ বিনয় পূর্ব্বক গৃধ্র মন্ত্রির প্রতি কহিতেছেন।

হে পিতঃ! আমার এতই কি অপরাধ হইয়াছে? আপনি কি দোষে আমার প্রতি এতদ্রূপ দুঃখিত ও কুপিত হইয়াছেন?।

চিত্ররেখা চৌপদী।

রাজ্যলাভ করিয়াছি, অধিপতি হইয়াছি, অভিমান, অহঙ্কার, সব করে ছারখার,
হেন অভিমান, কেহ যেন রাখে না। ধন, জন, দেহ, প্রাণ, চিরকাল থাকে না॥

অবিনয়ী হোলে পরে, কষ্ট হয় ঘরে পরে, অবিনয়ে একবার, অপযশ হয় যার,
ভাই বন্ধু কেহ তারে, সমাদরে ডাকে না। কিছুতেই তার আর, সে কলঙ্ক ঢাকে না॥

পদ্য।

বৃদ্ধদশা যে প্রকার, দেহশোভা হরে।
অবিনয়ে সে প্রকার, রাজ্যনাশ করে॥
অবিনয়ে দারা-সুত, বশে নাহি রয়।
বিনয়েতে দেবগণ, বাধ্য এসে হয়॥
বিষয়েতে যোগ্য যেই, বুদ্ধি আছে যার।
সম্পদ আপনি এসে, ভোগ্য হয় তার॥
যেজন সুপথ্যসেবী, কষ্ট কোথা তার?।
সদা স্বাস্থ্য, শিব, সুখ, করে অধিকার॥
উদ্যোগী পুরুষ পায়, বিদ্যা-সুধারস।
ধন, ধর্ম্ম, যশ, হয়, বিনয়ির বশ॥

দূরদর্শী গৃধ্রমন্ত্রী কহিতেছেন। হে দেব! শ্রবণ কর।

যে সকল তরু থাকে, জল-সন্নিধান।
বলবান হোয়ে তারা, হয় ফলবান॥
আপন সমীপে রেখে, পাত্র গুণবান্।
অজ্ঞ-ভূপ, সেইরূপ, হয় বর্দ্ধমান্॥
হানিকর মাদকীয়, দ্রব্য-ব্যবহার।
নিরন্তর নারী-সহ, বিলাস, বিহার॥
মিছে-খেলা, গালগল্প, মৃগয়া-গমন।
বিনা-দোষে দণ্ড করা, পরস্ব-হরণ॥
দানপাত্রে কৃপণতা, কর্কশ বচন।
ভূপতির এই সব, বিষম-ব্যসন॥
কেবল সাহস মাত্রে, কি হইতে পারে?।
উপায় করিতে হয়, অশেষ প্রকারে॥
ন্যায়-মত কার্য্য চাই, আর চাই বল।
তবেই হইতে পারে, মানস সফল॥
উপায় না জানে কিছু, নহে শুদ্ধমতি।
সে কেমনে হোতে পারে, সম্পদের পতি?॥
আপনি হোয়েছ তুমি, অনুরাগী রণে॥
করেছ সাহস দান, সেনাদের মনে॥
কাণ পেতে শুন নাই, আমার মন্ত্রণা।
নিজ-দোষে ভুগিতেছ, এসব যন্ত্রণা॥
নীতি-বোধ নাহি যার, মানুষ, সে নয়।
কুমন্ত্রণা-দোষে কষ্ট, নষ্ট শেষে হয়॥
না শুনে বৈদ্যের কথা, কুপথ্য যে করে।
সুখ তার কিসে হবে, দুঃখ পেয়ে মরে॥
পেলে ধন, কোন্ জন, না হয় গর্ব্বিত?।
নারী-লোক কবে কারে, না করে তাপিত?
এজগতে চিরজীবি আছে, কোন্ জন?।
কোন্‌কালে যম কারে, না করে হরণ?॥
সংসারের এই ভাব, দেখিয়া শুনিয়া।
করিবে সকল কার্য্য, বিচার করিয়া॥
আনন্দ বিনাশ করে, নিরানন্দ আসি।
কণা-মাত্র অনলেতে, নাশে তুলা রাশি॥
শিশির আসিয়া করে, শরৎ সংহার।
প্রকাশিত হোয়ে রবি, নাশে অন্ধকার॥
কৃতঘ্নতা নাশ করে, পুণ্যরূপ ধন।
শোকের সংহার করে, মিত্র-দরশন॥
ন্যায় নাশে, আপদ বিপদ সমুদয়।
অন্যায়েতে একেবারে, সর্ব্বনাশ হয়॥
সুনীতির শিক্ষা হোলে, থাকে পরিতোষে।
রাজলক্ষ্মী উড়ে যায়, দুর্নীতির দোষে॥

তাহার পর গৃধ্রমন্ত্রী মনে মনে এরূপ বিবেচনা করিতেছেন। যথা।

এ রাজা অবোধ অতি, সন্দেহ কি তায়।
নতুবা কি, কর্ম্ম করে, আপন ইচ্ছায়॥
মিছে বাক-উল্কাপাতে, অন্ধকার করে।
নীতি-শাস্ত্র চন্দ্রিকার, চারুশোভা হরে॥
অন্ধেরে দর্পণ দান, সে, যে, ঘোর জ্বালা।
মূর্খজনে শাস্ত্র কথা, ভস্মে ঘৃত ঢালা॥
প্রমাদির কার্য্য-দোষে হোলো, যা, হবার।
কি হবে, এখন আর, উপায় কি তার?॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, গোরু, আর ভূপ।
আতুর, বালক, বৃদ্ধ, হয় সমরূপ॥
এদের উপরে ক্রোধ, নহে তো উচিত।
এমন উপায় করি, যে হয় বিহিত॥

রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া রোদন-বদনে কহিলেন।

তুমি পিতা, আমি পুত্র, তাই জানি মনে।
এ সময়ে রক্ষা কর, যুক্তি বিতরণে॥
মরিয়াছে প্রায় সব, সেনা, সেনাপতি।
ঘুচিয়াছে, প্রায় সব, সমর-সঙ্গতি॥
অতি অল্প যাহা আছে, সেনা, সহকারি।
ভালে ভালে, তাই নিয়ে, দেশে যেতে: পারি
বাঁচাও বাঁচাও প্রাণে, ধরি শ্রীচরণে।
নাকে খৎ, কাণে খৎ, কাজ নাই রণে॥

মন্ত্রী হাস্য পূর্ব্বক কহিতেছেন। হে মহারাজ! আর ভয় করিবেন না, আমি এই অল্প সংখ্যক সেনার দ্বারাই আপনাকে জয়যুক্ত করিব।

মন্ত্রির পরীক্ষা হয়, ভেদ জ্ঞান-যোগে।
বৈদ্যের পরীক্ষা হয়, সন্নিপাত রোগে॥
কার্য্য-ভেদে পরীক্ষায়, বুদ্ধি জানা চাই।
বিনা কার্য্যে, ঘরে ঘরে, পণ্ডিত সবাই॥
বুদ্ধিহীন জন যত, অল্প কাজ করে।
তথাপিও, সদাকাল, ব্যস্ত হোয়ে মরে॥
বুদ্ধিমানে কর্ম্ম করে, বড় অতিশয়।
তথাচ ক্ষণকাল, ব্যাকুল না হয়॥
যেরূপে করিব সেই, দুর্গ-অধিকার।
আগে আমি, সদুপায়, করিয়াছি তার॥
আমাদের যত সেনা, প্রকাশিয়ে ক্রোধ।
এখনি করুক গিয়ে দুর্গদ্বার রোধ॥
বেষ্টন করিলে দুর্গ, আর কারে ভয়।
তা, হোলেই, জয়-লাভ, নিশ্চয়, নিশ্চয়॥

অনন্তর হংসরাজের চর বক আসিয়া নিবেদন করিল।

হে নরসিংহ! দূরদর্শি নামক গৃধ্রমন্ত্রির পরামর্শক্রমে সেই শিখীশ্বর অবশিষ্ট অত্যল্প সেনা লইয়াই আমারদিগের দুর্গ রোধ করণার্থ আগমন করিতেছেন।

হংসরাজ কহিলেন। হে সর্ব্বজ্ঞ। এখনকার উপায় কি?

সর্ব্বজ্ঞ চক্রবাক বলিতেছেন। নিজ-চিহ্নিত-সেনাগণকে রত্ন এবং বস্ত্রাদি পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়া দুর্গ-রক্ষার অনুমতি করুন। সময়ক্রমে অতি অপবিত্র স্থান হইতেও এক কড়াকড়ি তুলিয়া সঞ্চয় করিবে, এবং সময় বিশেষে মুক্তহস্ত হইয়া কোটি মুদ্রাও অকাতরে ব্যয় করিতে হইবে। যে রাজা এবম্প্রকার নীতিশাস্ত্রবৎ ব্যবহার করেন, চঞ্চলা কমলা সেই নীতিজ্ঞ নৃপতির নিকেতনে অচলা হইয়া বাস করেন, তিনি কখনই চঞ্চলা হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। হে নৃপ। যে ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে, সে যেন ব্যয়-বিষয়ে কাতর না হয়। যে ব্যক্তি বিবাহকর্ম্ম সম্পন্ন করিবে, সে যেন ব্যয় করিতে করিতে ব্যথিত না হয়। যে ব্যক্তি বিপদে পড়িবে, সে যেন বিপদ উদ্ধারের জন্য বিত্ত-ব্যয়ে মুদ্রিতহস্ত না হয়। যে ব্যক্তি কোন এক কীর্ত্তিকর-কর্ম্ম করিবে, সে যেন ব্যয়-বিধানে কুণ্ঠিত না হয়। যে ব্যক্তি মিত্র-লাভের বাসনা করে, সে যেন ব্যয়াশঙ্কায় ব্যাকুল না হয়। যে ব্যক্তি বন্ধুলোকের উপকারে অনুরত হয়, সে যেন ধনক্ষয়ে তাপিত না হয়। যেব্যক্তি প্রিয়া স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখিবার প্রার্থনা করে, সে যেন সেই প্রণয়িনীর প্রার্থনা পরিপূর্ণ-করণে অর্থদানে কৃপণ না হয়। এবং যে ব্যক্তি শত্রুক্ষয়ে উদ্যত হয়, সে যেন ধনের মায়া করিয়া ব্যয়ের ব্যাপারে কখনই কৃপণ না হয়। এই অষ্টবিধ বিষয়ে বিশেষ ব্যয়ের আবশ্যক করে। যে ব্যক্তি অতি নির্ব্বোধ, সে ব্যক্তি অতি অল্পব্যয়ের ভয়ে ভীত হইয়া কৃপণতাপূর্ব্বক আপনিই আপনার সর্ব্বনাশ করে। যে স্থলে দুই সহস্র ব্যয় করিলে অনায়াসেই দুই কোটি মুদ্রার সম্পত্তি রক্ষা পায়, সে স্থলে অগ্রেই তাহা

কর্ত্তব্য, নচেৎ কিছুই থাকে না, যাহারা সুবোধ, তাহারা কি শুল্কদানের শঙ্কায় মস্তকের মোট পরিত্যাগ করিয়া থাকে? যদিও সময়ভেদে অতিরিক্ত ব্যয় বিধেয় নহে, কারণ বিপদ-বিনাশের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে, সময় বিশেষে আবার সঞ্চিত সম্পত্তিও বিনষ্ট হয়, লক্ষ্মীও বিদায় হয়েন। ফলে ধনবানের কখনই আপদ নাই, ধনের বাধ্য হইয়া সকলেই সাধ্যমত কার্য্য সাধনে ক্রটি করে না, অতএব আপনি কার্পণ্য-শূন্য হইয়া যথা-বিহিত দান ও সম্মান দ্বারা স্বদলবলকে পুরস্কৃত করুন। সেনাপতি, সেনা অমাত্য প্রভৃতি সমাদৃত ও পুরস্কৃত হইলেই অতি হর্ষে অতি সাহসে আপনাপন প্রাণ দিয়াও সমরে বৈরী-মর্দ্দন করিয়া থাকে। সত্য, শৌর্য্য, দয়া এবং দান, এই কয়েকটি রাজার বিশেষ ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে। ইহার অভাব হইলেই রাজারা নিন্দিত এবং অবসন্ন হয়েন। আপনি যাহারদিগের দ্বারা উন্নত হইয়াছেন, এই সময়ে তাহারদিগ্যে উন্নত করুন। জ্ঞানহীন, ক্রোধি, কৃতঘ্ন, এবং আত্মম্ভরিদিগ্যে পরিত্যাগ করিয়া এইক্ষণে কেবল বিশ্বাসপাত্রের হস্তে ধনভাণ্ডার ও আর আর কার্য্যের ভার অর্পণ করুন। উপস্থিত ব্যাপারে ধূর্ত্ত, স্ত্রী এবং বালকের সহিত কোনো বিষয়েরি পরামর্শ করিবেন না, কারণ তাহা হইলে অন্যায়রূপ-অনিল-কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া বিপদের সাগরে নিমগ্ন হইবেন। মহারাজ অবধান করুন। যাহারা হর্ষ ও ক্রোধ উভয় সমান, শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ও শ্রদ্ধা আছে, আর যাহার ভৃত্যের প্রতি স্নেহ এবং দয়া আছে, পৃথিবী তাহার পক্ষে ধনদায়িনী হয়েন। যাহারা রাজার সুখে সুখী ও রাজার দুঃখে দুঃখি, রাজার বৃদ্ধিতে যাহারদের বৃদ্ধি এবং রাজার হ্রাসে যাহাদের হ্রাস, তাহারদিগকে অমাত্য ও অধীন ভাবিয়া অবজ্ঞা করা রাজার কর্ত্তব্য হয় না।

তদনন্তর ময়ূররাজের প্রেরিত কাপটি-মিত্র কাক আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিতেছে। হে প্রভো! অবলোকন করুন, সংপ্রতি বিপক্ষগণ দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। যদি শ্রীচরণের অনুমতি হয়, তবে আমি এই দণ্ডেই বাহিরে গিয়া আপন পরাক্রম প্রকাশ করি।

চক্রবাক কহিলেন। হাঁ—হাঁ—এমন কর্ম্ম কি করিতে আছে?—যদিস্যাৎ বাহিরে গিয়াই যুদ্ধ করিতে হয়, তবে দুর্গাশ্রয়ের প্রয়োজন কি?—করাল কলেবর কুম্ভীর জল হইতে বহির্গত হইয়া স্থলস্থ হইলে তাহার সে পরাক্রম কি আর থাকে?—মহাবল-সিংহ বন হইতে নগরে আইলে ফেরুবৎ ভীরু হইয়া কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ দুর্গাশ্রয়ি সেনারা দুর্গ পরিত্যাগ করিলে অতি দুর্ব্বল শত্রুর নিকটেও পরাভব হয়।

পদ্য॥

বল্ বল্, বিদ্যাবল্, মানুষের বল।
আর আর বল যত, সকলি বিফল॥
জলেতে যে করে বাস, বল্ তার জল।
স্থলেতে যে বাস করে, বল্ তার স্থল॥
বাঘ করে বনে বাস, বল্ তার বন।
বালকের বল হয়, কেবল রোদন॥
যিনি হন ধরাপতি, মন্ত্রী তাঁর বল।
মন্ত্রী বিনা নাহি হয়, রাজার মঙ্গল॥
রমণীর বল শুধু, সতীত্ব সম্বল।
দুর্গেতে যে করে বাস, দুর্গ: তার বল॥

হে মহারাজ! আপনি স্বয়ং গিয়া সাহস প্রদান-পূর্ব্বক সৈন্য সঞ্চালন করুন। যখন স্বামি-কর্ত্তৃক সাহসপ্রাপ্ত হইলে কুক্কুরেরাও সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করে, তখন আপনার সহায়তায় ও সাহসে এই সেনারা বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তাহার পর হংসরাজের সেনারা দুর্গদ্বারে আগমন পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।
—দিবা রাত্রি আর সংগ্রামের বিশ্রাম নাই, চতুর্দ্দিগেই যুদ্ধ হইতেছে।

মালঝাঁপ।

রণদক্ষ, দুইপক্ষ, করে পক্ষ, রুদ্ধ।
জোটে জোটে, চোটে চোটে,
ঠোঁটে ঠোঁটে, যুদ্ধ॥
ছেড়ে শোর্, বড় জোর্, হোয়ে ঘোর্, ক্রুদ্ধ।
নিজনাশ, নাহি ত্রাস, জয় আশ শুদ্ধ॥
ধরে বল, যত বল, দুই দল, বাঁকা।
ছট্ফট্, লট্পট্, ঝট্পট্, পাখা॥
কিচি কিচি, খিচি মিচি, চিঁচিঁ, চিঁচিঁ ছাড়ে
লুটিলুটি, ছুটিছুটি, জোরে ঝুঁটি, নাড়ে॥
ফের্ ফের্, দেয় ফের্, উভয়ের্, সেনা।
শূরপাত্র, চালে গাত্র, সার মাত্র, ডেনা॥
লুকোলুকি, হুঁকোহুঁকি, রুকোরুকি, চরে।
ঝুকোঝুকি, বুকোবুকি, মুখোমুখি, করে॥
যতজন করে রণ, নিজ-পণ, পালে।
ধড়াধড়্, চড়াচড়্, মারে চড়া, গালে॥
যারে পারে, সারে মারে, করে তারে, হত।
হাতাহাতি, লাতালাতি, মাতামাতি, কত॥
হুতোহুতি, গুঁতোগুঁতি, জুতোজুতি, ক্রিয়া।
চড়াচড়ি, গড়াগড়ি, লড়ালড়ি, নিয়া॥
মহা-ক্রুদ্ধে, বাহুযুদ্ধে, নেচে ঊর্দ্ধে, ওঠে।
হাঁকে হাঁকে, জাঁকে জাঁকে,
ঝাঁকে ঝাঁকে, ছোটে॥
বাজে গাল, পাল পাল, ঠোকে তাল, রুকে।
চোট্ পাট্, কাট্ কাট্, মালসাট্, মুখে॥
গলাছেড়ে, ঘাড়্নেড়ে, তেড়ে তেড়ে, চলে।
বার্ বার্, সার্ সার্, মার্ মার্, বলে॥
দিয়ে ঠেলা, ধোরে চেলা, কত খেলা, খেলে।
মেরে হিড়ে, ঢুকে ভিড়ে, ছিঁড়েছিঁড়ে, ফেলে॥
মুষ্ঠাঘাত, ভাঙে দাঁত, রক্তপাত, মরে।
ধোরে কাণ্, মেরে টান্, খান্ খান্, করে॥
বীরপাখি, আগে থাকি, দুই আঁখি, রাঙে।
কারো মুটি, কারো ঝুঁটি, কারো টুটি, ভাঙে॥

জলপক্ষি, স্থলপক্ষি, যার পক্ষি. যারা।
দুই পক্ষে, সেই পক্ষে, করে রক্ষে, তারা॥
যত জন, প্রাণপণ, নাহি রণ, ছাড়ে।
ঠোঁট তুলি. দ্বিজগুলি, নিজ বুলি, ঝাড়ে॥
ঘুসো-লড়ে, ঘাড়ে চড়ে. চেপে পড়ে, বুকে।
ফাটে চর্ম্ম, ছোটে ঘর্ম্ম, টোটে মর্ম্ম, দুখে॥
ক্ষীণ যারা, হয় সারা. নয় তারা, শক্ত।
কলকল, গলগল, ভলভল, রক্ত॥
কেহ পক্ষ, কেহ বক্ষ, কেহ কক্ষ-হত।
ধরাগত, শত শত, হতাহত, কত॥
পেয়ে ভয়, কেহ কয়, নাহি সয়, দুঃক্ষ।
ধুক্ধুক্, করে বুক্, হোলো মুখ, শুষ্ক॥
ঘোর দায়, নিরুপায়, দুটি পায়, ধরি।
হায় হায়, প্রাণ যায়, পিপাসায়, মরি॥
দাঁতে দাঁত, চিৎপাত, বলে হাত, ছেনে!
তোরা কে-রে, সব নে-রে, জল দে-রে, এনে॥
তার-পর, পরস্পর, ধনু-শর, ধরে।
ছোটে শর, যত নর, সর সর, করে॥
তাকে তাকে, থাকে থাকে, ফাঁকে ফঁকে, জুড়ে।
তোড়ে বীর, ছোড়ে তীর, ওড়ে শির, ফুঁড়ে॥
হান্ হান্, ছোটে বাণ, ওড়ে প্রাণ, ত্রাসে।
দলদ্বয়, সেনাচয়, গজ হয়, নাশে॥
করি কোপ, ছাড়ে তোপ, জ্ঞান-লোপ, শব্দে।
ধীরগণ, স্থির নন, ভয়ে রণ, স্তব্ধে॥
দড়্দড়্, ধড়্ধড়্, কড়্কড়্, হাঁকে।
ঝন ঝন, ঘন ঘন, যেন ঘন, ডাকে॥
দুম্দুম্, গুম্ গুম্, উঠে ধূম্, স্বর্গে॥
সশঙ্কিত, চমকিত, যমজিত, বর্গে॥
ছোড়ে গুলি, ওড়ে খুলি, পড়ে ধূলি-ধামে।
কবি কন, যেন রণ, দশানন, রামে॥
রণ ছটা, জোর ভটা, ঘোর ঘটা, বটে।
ত্রাহি ত্রাহি, পাহি পাহি, তবু নাহি, হটে॥

পদ্য।

সাক্ষাৎ সমুদ্রবৎ, সমরের স্থল।
শোণিতের স্রোত বহে, ঢেউ ঢল ঢল॥
ভাসিতেছে, মৃতদেহ, তরল তুঁফানে।
তটে গোড়ে ডাঁই ডাঁই, গিরি পরিমাণে॥

শকুনি, বায়স-সব, সব শব খায়।
উদরে ধরিবে কত, হারি মেনে যায়॥
কুক্কুর, শৃগাল, স্থলে, দিনে আর রেতে।
পরাভব, মানে সব, সব শব, খেতে॥
ধরিয়াছে রণভূমি, ভীষণ আকার॥
স্থির-হোয়ে দৃষ্টি করে, সাধ্য আছে কার?॥
মরে তবু ছাড়ে না কো, বিষম-ব্যাপার।
সম বল দুই পক্ষে, রক্ষে নাই আর॥

কারো পিতা, কারো পুত্র, কারো বন্ধু, ভাই
কারো কারো বংশে আর,
বাতি দিতে নাই।
হোয়ে গেল পুত্রহীন, কত পুত্রবতী।
অকালে বিধবা হোলো, শত শত সতী॥
এইরূপে দুই ভূপে, মরে পাপ ঘোরে।
ধন লোভ, রাজ্য লোভ,
বলিহারি তোরে॥

ময়ূররাজ গৃধ্র-মন্ত্রিকে বিনয় পূর্ব্বক বলিতেছেন। আপনি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, হে তাত! তা-ত এপর্য্যন্ত সুসিদ্ধ হইল না, অতএব অনুকম্পা-পুরঃসর শীঘ্রই প্রতিজ্ঞা-পালন করুন।

দূরদর্শী মন্ত্রি বলিলেন, স্থির হও, স্থির হও, এই দুর্গ অতি-কঠিন দুর্গ, বিপক্ষ-সেনারা অতি-বলবান, তথাচ জয়লাভের উপায় নির্ণয় করা হইয়াছে।

তদনন্তর এক দিবস সেই বঞ্চক ছলকারি কাকেরা দুর্গমধ্যবর্ত্তি গৃহে অগ্নিসংলগ্ন করিয়া প্রস্থান করত "দুর্গ অধিকার করিয়াছি, দুর্গ অধিকার করিয়াছি" এইরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল, তৎ সঙ্গে সঙ্গে স্থলচর পক্ষি সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল, সেই চীৎকার শ্রবণে এবং প্রজ্বলিত অনলদর্শনে রাজহংসের সমুদয় সেনা এবং দুর্গবাসি লোকেরা অতি শীঘ্রই হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করিল।— ইহার কারণ, যুদ্ধকালে যখন যেরূপ ঘটনা হইবে, তখন অবস্থানুসারে সেইরূপ কার্য্যই করিতে হইবে। মন্ত্রণা দ্বারা কোনোরূপ সদুপায় করিতে পারে; তাহাই করিবে। বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে পারে, তাহাই করিবে। নচেৎ অতি সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া পলায়ন করিতে পারে, তাহাই করিবে, তখন আর অপর কোনো বিচার বিতর্ক করিবে না।

রাজহংস স্বভাবতই মন্দগতি, এজন্য তাহাকে এবং তাহার রক্ষক সেনাপতি সারসকে শত্রু-সেনাপতি কুক্কুট আসিয়া বেষ্টন করিল।

রাজা হংস সারস সেনাপতিকে কহিতেছেন।

পদ্য।

ওহে ভাই, সেনাপতি, সারস সুজন!
নিজে কেন, নষ্ট হও, আমার কারণ?॥
যা, আছে, আমার ভাগ্যে, তাই হবে শেষ।
কর কর কর তুমি, সলিলে প্রবেশ॥
সেরূপ উপায় কর, যাহে বাঁচে প্রাণ।
আপনারে রক্ষা করা, শাস্ত্রের বিধান॥
"চূড়ামণি" নামে পুত্র, রহিল আমার।
চক্রবাকে বোলে তারে, দিও রাজ্যভার॥
সারস কহিছে প্রভু, প্রণাম আমার।
এমন্ দারুণ কথা, বোলো না কো আর॥

যদবধি রবি-শশি, রহিবে গগণে।
তদবধি রাজ্য কর, বোসে সিংহাসনে॥
যদবধি আমার, এ, দেহে প্রাণ রয়।
তদবধি আপনার, কিছু নাই ভয়॥
এ দুর্গের অধিকারী, হয়েছি যখন।
তখন তো করিয়াছি, নিজ-প্রাণ-পণ॥
যতক্ষণ রক্ত আর, মাংস আছে গায়।
ততক্ষণ কার সাধ্য, সমুখে দাঁড়ায়॥
যখন এ সমুদয়, হোয়ে যাবে শেষ।
তখন আসিয়া শত্রু, করিবে প্রবেশ॥

ক্ষমবান, দাতা তুমি, গুণের আধার।
তোমার মতন প্রভু, কোথা পাব আর ?॥
রাজা কন প্রাণাধিক, তুমি প্রিয় ধন।
মহামতি সেনাপতি, সুপবিত্র মন॥
অনুরক্ত প্রভুভক্ত, উপযুক্ত জন।
কোথা আর পাব আমি, তোমার মতন ?।
তুমি যদি বেঁচে-থাকো, বাঁচে তবে সবে।
আমি ক্ষীণ, আমার জীবনে কিবা হবে ?॥
সারস বিনয় করি, হংসরাজে কয়।
এখন্ বাঁচিলে যদি, মরিতে না হয়॥
কালেতে কৃতান্ত যদি, প্রাণ নাহি লয়।
যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন, বিধি তবে হয়॥
সেই-তো মরিতে হবে, কিছুদিন বই।
তবে কেন পলায়ন, অপযশ লই॥
বায়ুর গমনে ঢেউ, গতি করে যথা।
এ সংসার, অবিকল, ক্ষণস্থায়ী তথা॥
স্বদেশ করিতে রক্ষা, মোরে যদি যাই।
তার চেয়ে পুণ্যকর, কার্য্য আর নাই॥

রাজা, আর, প্রজা, দুর্গ, সেনা, আর ধন।
সুহৃৎ, অমাত্য, আর, নগরস্থগণ॥
পরস্পর আট অঙ্গ, রাজ্যের বিধান।
তার মাজে মহীপতি সবার প্রধান॥
রাজা যদি রক্ষা পান, রক্ষা পাবে সবে।
রাজায় অভাব হোলে, কিছু নাহি রবে॥
অমাত্য প্রভৃতি যদি, অতি বড় হয়।
রাজা ছেড়ে কোনোমতে, বেঁচে নাহি রয়॥
নাড়ীছাড়া হোলে পরে, যায় যমাগারে।
ধন্বন্তরি বৈদ্য আর, কি করিতে পারে ?॥
যে প্রকার না হইলে, রবির উদয়।
সরোবরে কমল, প্রকাশ নাহি হয়॥
ভূপতির অপ্রকাশে, সেরূপ প্রকার।
রাজ্যে আর নাহি হয়, প্রাণির প্রচার॥
কমল প্রকাশে যথা রবির প্রকাশে*।
প্রজার প্রকাশ তথা, রাজার প্রকাশে॥
অনুরত যত জন, রাজ অনুরাগে।
রাজারে বাঁচাতে হয়, সকলের আগে॥

অনন্তর কুক্কুট আসিয়া রাজহংসের শরীরে খরতর নখাঘাত করাতে তৎক্ষণাৎ অমনি সারস অতিবেগে আসিয়া রাজাকে পক্ষ মধ্যে প্রচ্ছন্ন করিয়া জলে ঝম্প প্রদান পূর্বক রক্ষা করিল।

তাহার পরে সারস জল হইতে উঠিয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্বক প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিয়া কহিল, "ওরে কুঁক্ড়ো-তোর তুক্ড়ো কড়ি মূল্য নহে। দূর্ ব্যাটা অস্পৃশ্য, আয় তোরে এখনিই যমালয়ে প্রেরণ করি।" এতদ্রূপ অহঙ্কার করত কুঁকুড়ার বহু সংখ্যক সৈন্য সংহার করিল, কিন্তু পরিশেষ আর আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, বিপক্ষ পক্ষের আঘাতে এবং চঞ্চল চঞ্চুর প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সেনাপতি সারস সমরশায়ী হইল।

সারস ধরাতলে পতিত হইয়া প্রাণ-পরিত্যাগ করিলে পর ময়ূররাজ সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজা রাজহংসের দুর্গস্থ সম্পত্তিসমূহ সংহরণ পূর্ব্বক বন্দিবৃন্দের মস্তকে দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

আচার্য্যের মুখে এই বিগ্রহবিবরণ শ্রবণ পূর্ব্বক নৃপতি-নন্দনগণ কহিলেন, হে গুরো! এই সংগ্রামে সেনাপতি ও সৈন্যসমূহের মধ্যে আমরা সেই "সারসকেই" সাতিশয় সাধুবাদ প্রদান করিব। যেহেতু ইহার ন্যায় পুণ্যবান ধর্ম্মশীল সাহসী শূর দ্বিতীয় আর দেখিতে পাই না। ধন্য ধন্য! আহা এব্যক্তি আপনার প্রাণের প্রতি মায়া মাত্রই না করিয়া প্রভুর প্রাণরক্ষা করিয়াছে। গাভিগণ গবাকৃতি সমুদয় সন্তানকেই প্রসব করে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে যশোভিত —শৃঙ্গবিশিষ্ট সর্ব্বগুণান্বিত গোস্বামিকে প্রায় কেহই প্রসব করে না।

* প্রকাশ—রৌদ্র সূর্য্যকর

সিদ্ধান্তশেখর ভট্টাচার্য্য কহিলেন, হে বৎস! সেই সুবিখ্যাত মহাবীর পুরুষ সারস অধুনা বিদ্যাধরী-পরিবৃত হইয়া স্বর্গ-সুখ সম্ভোগ করিতেছে। যে সকল প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ বীরবর স্বদেশ এবং প্রভুর রক্ষার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা অক্ষয়-স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকেন, শত্রু-ষড়-জালে-আচ্ছন্ন যোদ্ধা সকল ক্ষুব্ধ, ভীত ও কাতর না হইয়া যেখানে সেখানে কৃতান্ত-গ্রাসে পতিত হউন, তাঁহারদিগের চিরস্বর্গ-ভোগ হইবেই হইবে।

বাপু! তোমাদের যেন অশ্ব, গজ ও পদাতি দ্বারা যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ বিনাশ না করিতে হয়, নীতি মন্ত্রণারূপ পরম-প্রহারে প্রহারিত হইয়া বৈরিব্যূহ গিরিগহ্বরে প্রচ্ছন্ন হউক।

ইতি হিত-প্রভাকর পুস্তকে হিতহার নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

সন্ধি

নৃপতিনন্দন। হে গুরুদেব!—আপনার শ্রীচরণের কৃপায় আমরা মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, এবং বিগ্রহ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিবিধ-বিষয়ের সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহার সহিত যদ্রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাও শিক্ষা করিয়াছি, অধুনা সন্ধির বিষয় শুনিবার নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইতেছি, অনুকম্পা-পূর্ব্বক তদ্বিশেষ প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ করুন, তাহা হইলেই আমরা সর্ব্ববিষয়েই কৃতকার্য্য হইয়া অতি সুনিয়মে রাজকার্য্য ধার্য্য করিতে পারিব।

গুরু। হে বাপু! সাধু সাধু! তোমরা চিরজীবি হও।—এতদ্দিনের পর আমার সদুপদেশের সার্থকতা হইল। তোমরা রাজপুত্র, তোমাদিগের সন্ধির বিষয় অবগত হওয়া সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য হইতেছে, তবে শ্রবণ কর।

ঘোরতর যুদ্ধদ্বারা ময়ূর এবং মরাল-মহীপের বহুসংখ্যক সেনাবিনষ্ট হইয়া অবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহাই উপলক্ষ করিয়া সুধীর সুবিজ্ঞ সুনীতিজ্ঞ গৃধ্র এবং চক্রবাক মন্ত্রী অতি সংক্ষেপ-সময়ের মধ্যেই সদালাপ ও সদ্ভাব দ্বারা সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজপুত্র। হে প্রভো! সে কি প্রকার?

আচার্য্য। ময়ূররাজ হংসরাজের দুর্গস্থ সমস্ত সামগ্রী লুণ্ঠন পূর্ব্বক গমন করিলে-পর রাজহংস জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই দুর্গমধ্যে কোন্ ব্যক্তি অগ্নি প্রদান করিল? স্বকীয় কোনো বিশ্বাসঘাতকি মহাপাতকি লোকের দ্বারা এই সর্ব্বনাশ হইল? অথবা বৈরি প্রেরিত বিশ্ববঞ্চক বিষম-ব্যক্তি কপটভাবে আগমন পূর্ব্বক এতদ্রূপ অনিষ্ট উৎপাদন করিয়াছে?

চক্রবাক-মন্ত্রী কহিতেছেন। হে ভূপাল! আপনার সেই নিষ্প্রয়োজনীয় অনর্থকর মিত্র-মেঘাকার নামক দুরাচার কাক এবং তাহার পরিবার আর কাহাকেই দুর্গমধ্যে দেখিতে পাই না।—ইহাতেই বিবেচনা করিয়া দেখুন, একর্ম্ম কাহার কর্ম্ম, স্বভাবধূর্ত্ত-অপরিচিত-অজ্ঞাতকুলশীল বিপক্ষ-পক্ষকে আশ্রয় প্রদান করিলেই এতদ্রূপ অনিষ্ট ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

হংসরাজ কহিতেছেন। হাঁ—ইহাই সম্ভবপর বটে। বিশ্বাসঘাতকিকে আশ্বাস দিয়া বিশ্বাস করাতেই এইক্ষণে নিশ্বাস ফেলিতে হইল। অধুনা দুর্দ্দৈব ভিন্ন অন্য কথা কি আর উল্লেখ করিব?—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছে, আপনার অবিবেচনারূপ-বিষবৃক্ষের

বিষমফল আপনিই ভোগ করি।—পণ্ডিতেরা কহেন "রাজারা যদি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোনোপ্রকার দোষের কার্য্য করেন, তাহাতে মন্ত্রির কোনো অপরাধ নাই।" মন্ত্রী বলিলেন।

পদ্য।

মূঢ়-জন আপসার, কার্য্যদোষ জানে না।
কোনোরূপে কিছুতেই, উপদেশ মানে না॥
হিতকর কার্য্য যাহা, ধ্যানে কভু আনে না
সুযশ সুরীতি রূপ-রথ-রজ্জু টানে না॥
স্বভাবের দোষে ঢেঁকি, ধান বই ভানে না।
"ভেঁতা-অস্ত্র" শাণ দিলে, কখনই শাণে না॥

পয়ার।

কোথা তার পরিতোষ, মরে রোষে রোষে ?।
দুঃখ পেয়ে মূর্খ-লোক, দেবতারে দোষে॥
ভাল, মন্দ, না জানিয়া, ফেরে যথা তথা।
কেবল প্রবল করে, আপনার কথা॥
নাহি শুনে সুজনের, উপদেশ যত।
নষ্ট হয় কাষ্ঠচ্যুত, কচ্ছপের মত॥

রাজহংস কহিলেন, সে কিরূপ ? চক্রবাক কহিতেছেন।

দ্রাবিড় দেশেতে, গ্রাম শ্রীরামনগর।
সেই গ্রামে, "শান্তি নামে" এক সরোবর॥
বিমল, বিনোদ, নামে, দুই রাজ হাঁস।
বহুকালাবধি তথা সুখে করে বাস॥
"কুরব" নামেতে এক, "কমঠ" আসিয়া।
রহিল তাদের সহ, প্রণয় করিয়া॥
অকপট-প্রেমপাশে, বদ্ধ পরস্পরে।
প্রফুল্ল অন্তরে চরে, সেই সরোবরে॥
দৈবাধীন একদিন, দিবা অবসানে।
জাল নিয়া দুই জেলে, আইল সেখানে॥
জলাশয় দেখে তারা, সুখি অতিশয়।
তটে বোসে জাল রেখে, উভয়েই কয়॥
আজ নিশি এই খানে, যাপন করিব।
কূর্ম্ম, মীন, যাহা পাই, প্রভাতে ধরিব॥
কচ্ছপ জেলের কথা, করিয়া শ্রবণ।
হাঁসের নিকটে আসি, কহিছে বচন॥
ওহে ভাই, শুনিলে তো, রজনী প্রভাতে।
জালে পোড়ে মারা যাব, ধীবরের হাতে॥
জালে, বদ্ধ হোলে পরে, নিশ্চয় মরণ।
অতএব বল বল, উপায় এখন॥
হাঁসেরা কহিছে ভাই, এ তোমার ভুল।
এখনিই এত কেন, হোতেছ ব্যাকুল ?॥
রজনী-প্রভাত হোলে, গতিক, যা, হয়।
তখন করিব তার, উপায় নির্ণয়॥
কাতরে কমঠ কহে, হইল বিষম।
আজ এই সরোবরে, দেখি ব্যতিক্রম॥
এখনি বিহিত হোলে, বিপদ রবে না।
প্রভাত হইলে আর, উপায় হবে না॥
নবদ্বীপে আছে এক, বড় জলাশয়।
প্রবীণ প্রবীণ তিন, মীন তাহে রয়॥
এ প্রকারে এক দিন, সেই জলাগারে।
এসেছিল, দুই জেলে, মাচ ধরিবারে॥
জেলেদের দেখে তার, দুই মাচ কয়।
এখন এ জলে আর, থাকা নয় নয়॥
উপায় থাকিতে কেন, জীবন হারাই ?।
এই বেলা চল চল, অন্য জলে যাই॥
এক মাচ বলে ভাই, এ কথা কেমন ?।
যেতে হয়, যাও তবে, তোমরা দুজন॥
মৃত্যু থাকে, মারা যাব, এই সরোবরে।
কপালে বিধিরলিপি, খণ্ডন কে করে ?॥
এত বলি সেই মাচ, রহিল সেখানে।
জেলের জালেতে পোড়ে, মারা গেল প্রাণে
দুই মাচ, সেইক্ষণে, বুদ্ধি প্রকাশিয়া।
প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেল, অন্য হ্রদে গিয়া॥
দেহ পেয়ে বুদ্ধি বল, ধরিয়াছে যেই।
বিপদের সমাধান, আগে করে সেই॥
বিপদে ধরিয়া বুদ্ধি, ছল প্রকাশিয়া।
অসতী হইল সতী, পতি ভুলাইয়া॥

হংসেরা কহিল, সেই অসতী কি প্রকারে পতির নিকট সতী হইল ?। কচ্ছপ কহিতেছে।

শান্তিপুরে, ছিল এক, বণিক কুমার।
যুবতী সুন্দরী অতি, প্রণয়িণী তার॥
পতি প্রতি প্রীতি তার, ছিল না বিশেষ।
নামে মাত্র কুলকন্যা, কুলটার শেষ॥
বেণের বনিতা বালা, বারবিলাসিনী।
কামকেলী-কামাসক্তা, কুলকলঙ্কিনী॥
স্বভাবত নারী, বারি, নীচগামী হয়।
বিশ্বাসের ধন এরা, কোনমতে নয়॥
নিজে যেই সুপুরুষ রমণীরমণ।
সে কখনো নাহি পায়, রমণীর মন।
প্রায় নারী নাশ করে, কুলেব গৌরব।
রাখিতে পারে না প্রায়, সতীত্ব-সৌরভ॥
গাভী যথা দৃষ্টি করি, নব নব ঘাস।
তখনি ভক্ষণ করে, বিস্তারিয়ে গ্রাস॥
নারী যত সেই মত, ভোগে রত হয়।
পুরুষ দেখিলে পরে, স্থির নাহি রয়॥
নারীর অসাধ্য কিছু, নাহি এ সংসারে।
সকলি করিতে পারে, ইচ্ছা অনুসারে॥
দয়া লজ্জা, ধর্ম্ম, ভয়, বিসর্জ্জন দিয়া।
প্রকৃতি প্রকৃতি বলে, সিদ্ধ করে ক্রিয়া॥
যদ্যপি নিয়ত রাখ, নয়নে নয়নে।
পলকে প্রলয় তবু, ভয় ক্ষণে ক্ষণে॥
এত কোরে রাখিলেও, বশে নাহি থাকে।
চক্ষের আড়ালে হোলে, রক্ষা আর রাখে ?
স্থান নাই, ক্ষণ নাই, নাই প্রার্থিজন।
যারে পায়, সুখে তার, তুষ্ট করে মন॥
পাত্রাপাত্র, প্রিয়াপ্রিয়, করে না বিচার।
যার তার সঙ্গে রঙ্গে, বিলাস, বিহার॥
ছলনার কার্য্যে নারী, নিতান্ত নিপুণ।
আহার দ্বিগুণ, আর, বুদ্ধি চতুর্গুণ॥
একদিন, সেই বালা, বণিকের বধূ।
দিতে ছিল, নিজদাসে, মুখপদ্মমধু॥
নিজ-নেত্রে বেণে, তাহা দেখিতে পাইল।
রমণী অমনি এক, ছলনা করিল॥
"বলে নাথ! এ দাসের, অতি কুলক্ষণ।
চুরি কোরে, নিত্য করে,
কর্পূর-ভোজন॥
মুখ শুঁকে দেখিলাম, এখনি খেয়েছে।
এই দেখ, ভর্ ভর্, গন্ধ ছুটিতেছে॥
এই জন, অভাজন, প্রিয়জন নয়।
এমনে করিলে চুরি, পুরি কিসে রয় ?॥
সেবকে যদ্যপি করে, চুরি এই মত।
তিন দিনে ভুট্ হবে, পুঁজি পাটা যত॥
সেইক্ষণে সেই দাস, সে কথা শুনিয়া।
কহিছে কপট-ক্রোধে, বুদ্ধি প্রকাশিয়া॥
"আমায়" বেতন দিয়া, করুন্ বিদায়।
দাস হোয়ে এখানেতে, বাস করা দায়॥
চুরি কোরে নাহি খাই, হইয়া চাকর।
ঈশ্বর জানেন শুধু, আমার আকর॥
ভৃত্য হোয়ে নিত্য আমি, মরি মনোদুখে।
গৃহিণী বেড়ান্ সদা মুখ শুঁকে শুঁকে॥
কর্পূর কোথায় পাব, দোহাই দোহাই।
হাতে কোরে পান্‌সেজে
আপনি কি খাই ?॥
গৃহিণী আপনি দিলে, তবেই তো পাই।
হরণ করিনে কভু কড়ি এক পাই।
রাত্রি দিন, খিটিমিটি ছলছুতো ধরা।
ভাল নয় এপ্রকারে, শোঁকাশুঁকি করা।
এত বোলে, যায় চোলে, পুঁটুলি লইয়া।
বণিক প্রবোধ দিয়া, রাখিল ধরিয়া॥
ওরে ভাই, বলি তাই, কোরে প্রণিধান।
উপস্থিত বিপদের, কর সমাধান॥
কাতরে বিনয় করি, হোয়ে নিরুপায়॥
বাঁচাও বাঁচাও, দ্বো হে বাঁচাও আমায়॥

হে ভাই! মনুষ্য অগ্রে আত্মরক্ষা করিয়া পরে যথা রীতিক্রমে অন্যকে রক্ষা করিবে, যে ব্যক্তি অযতনে আপনার প্রাণ নষ্ট করে, সে সমুদয় নষ্ট করে।

পদ্য।

আপনার হিত কর, যথা অনুরাগে।
আপনারে রক্ষা কর, সকলের আগে॥
আগে করে আত্মরক্ষা, সুবোধ যে হয়।
পরে তারে রক্ষা করে, আশ্রয়, যে, লয়॥
বিপদ উদ্ধার হেতু ধনের সঞ্চার।
ধনেতে করিবে রক্ষা, দারা পরিবার॥
নীতিমত সার, ভাব স্থির রাখি মনে।
করহ আপন রক্ষা, ধনে আর জনে॥
যদবধি এই দেহে, থাকিবে জীবন!
তদবধি নানারূপ, সুখের সাধন॥
প্রাণের প্রসাদে যদি, দেহ থাকে বলে।
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ কাম, পাবে করতলে॥
যতদিন থাকে দেহ, ততদিন সব।
সমুদয় মিছে হয়, দেহ হোলে শব॥
অযতনে নিজপ্রাণ, নষ্ট করে যেই।
ধরাধামে তার চেয়ে, পাপী আর নেই।
মরণের কালে সেই কত কষ্ট পায়॥
ইহকাল পরকাল দুই কাল যায়॥
আপনার প্রাণ রক্ষা, করে যেইজন।
করতলে ধরে সেই, চতুর্ব্বর্গ ধন॥
সাধু, সাধু, সাধু, সেই, সুবোধ সুধীর।
সফল শরীর তার, সফল পরীর॥

হংসদ্বয় কহিতেছে। পরমায়ু-পরমরত্ন, তাহার অপেক্ষা মহারত্ন আর কিছুই নাই, যাবৎ পর্য্যন্ত এই দেহে আয়ুর সঞ্চার থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত কোন রূপেই তাহার ধ্বংস হয় না। যখন যে জীবের আয়ুর শেষ হয়, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং আসিয়া অশেষবিধ যত্ন করিলেও কোনোপ্রকারেই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না, কেন না কালপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ পরমায়ু যদি না থাকে, স্বর্ণময় পুরীমধ্যে স্থাপিত করিয়া রক্ষার নিমিত্ত যত প্রকার চেষ্টা করিবে সকলি ব্যর্থ হইবে। অপিচ যাহার আয়ু থাকে তাহাকে কেহই নষ্ট করিতে পারে না, অকালে কেহই কালের গ্রাসে পতিত হয় না, তাহাকে দৈব আপনি রক্ষা করেন, তজ্জন্য কোনোরূপ যত্ন, চেষ্টা, আনুকূল্য এবং অর্থাদি সাহায্যের আবশ্যক করে না। সে ব্যক্তি সীমাশূন্য-সমুদ্র-সলিলে মগ্ন হইলে অতি উচ্চ পর্ব্বত হইতে পতিত হইলে, দাবানলে পরিবেষ্টিত হইলে, ভয়ঙ্কর অতি নিবিড় বিরল-বিপিনে তক্ষককর্ত্তৃক দংশিত হইলে, এবং ব্যাঘ্রের মুখে পতিত হইলে অনায়াসেই প্রাণ প্রাপ্ত হইবে, তাহার শরীরে কিছু মাত্রই ব্যাঘাত হইবে না।-শত শত শরে বিদ্ধ হইলেও প্রাণে মরিবে না,আয়ুর কৃপায় সজীব থাকিয়া স্বচ্ছন্দে সানন্দে বিশ্ববাসে বিচরণ করিবে। আর যখন কাল নিকটস্থ হইবে তখন কুশের অগ্রভাগের আঘাতমাত্রের অপেক্ষা করিবে না,তৎক্ষণাৎ অমনি প্রাণ বিয়োগ হইবে। হে প্রিয়তম! তুমি এতদ্রূপ কালের বিচিত্র-গতি দৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির কৌশল বিবেচনা পূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ কর। পরমায়ুরূপ পরম-রত্ন যতক্ষণ ক্ষয় না হইবে, ততক্ষণ তোমার কিছুমাত্রই ভয় নাই।

পয়ার।

যতদিন আয়ু-বায়ু, না হইবে নাশ।
ততদিন সুখে কর, জগতে বিলাস॥
কালের কুটিল গতি, দেখ দেখ জীব।
সাধ্যমতে, সিদ্ধ কর, নিজ নিজ শিব॥
যদবধি পরমায়ু, দেহঘটে রবে।
তদবধি কিছুতেই, মরণ না হবে॥
বিজন-বিরল-বনে, করিলে প্রবেশ।
বাঘ আদি জন্তুগণ, করিবে না দ্বেষ॥
তক্ষক আসিয়া ক্রোধে, দংশে যদি গায়।
রক্ষক হইয়া বিভু, বাঁচাবেন তায়॥
পর্ব্বতের চূড়া হোতে, হইলে পতন।
যাতনা হবে না দেহে, যাবে না জীবন॥
গভীর-জলধি-জলে মগ্ন যদি হয়।
অনাসেই পাবে প্রাণ, নাহিক সংশয়॥
দাবানলে বেষ্টিত, যদ্যপি করে তায়।
অনলের তাপ তার, লাগিবে না গায়॥

পারিবে না পোড়াইতে, প্রবল অনল।
আয়ু তারে বাঁচাইবে, করিয়া শীতল॥
দৈববলে কোনোরূপ, না হয় ব্যাঘাত।
প্রবেশ করে না দেহে, অস্ত্রের আঘাত॥
তখনি মরিবে হোলে, জীবন অতীত।
অকালে কালের করে, কে হয় পতিত?॥
পরমায়ু মহাধন, স্থির থাকে যার।
কে পারে অকালে তারে,
করিতে সংহার?॥
শত শত শরাঘাতে, স্থির তোয়ে রয়।
উদরে ঢুকিয়ে বিষ, সুধা-সম হয়॥
সময় হইয়া শেষ, আয়ু যায় যার।
কিছুতেই কোনোরূপে, রক্ষা নাই তার॥
সদুপায় যত সব, বিফল হইবে।
তৃণের আঘাত পেয়ে, তখনি মরিবে॥
ঈশ্বর আপনি আসি, করেতে লইয়া।
যদ্যপি ঔষধ দেন, ভিষক হইয়া॥
তথাচ হবে না তায়, কিছু প্রতীকার।
আয়ুর অন্যথা করে, সাধ্য আছে কার?॥
কনক-কুটির-কায়, আঁধার করিয়া।
প্রাণের প্রদীপ যায়, আপনি নিবিয়া॥
হোয়ে শব, যায় সব পড়ে ধরাতলে।
সে দীপ কি কোনোকালে,
পুনর্ব্বার জ্বলে?॥
এইরূপে চলিতেছে, অখিল সংসার।
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর॥
এই এই, সেই সেই, করিতে করিতে।
এইরূপে এক দিন, হইবে মরিতে॥
চিরকাল এই ভাবে, কেহ নাহি রবে।
এই রূপে হয় আর, লয় পায় সবে॥

কাল কাল মহাকাল, মহেশ্বর যিনি।
সদাকাল সমভাবে, স্থির মাত্র তিনি॥
কালের অতীত সেই, কালের ঈশ্বর।
সকসি নশ্বর আর, সকলি নশ্বর॥
চিরকাল স্থিরকাল, কালে কাল ভেদ।
বুঝিয়ে কালের মর্ম্ম, দূর কর খেদ॥
কালে হয় রেণুযোগে, পর্ব্বত সৃজন।
কালে হয় সেই গিরি, ভূতলে পতন॥
কালে হয় মহাবন, নগর প্রধান।
কালেতে নগর হয়, বনের সমান॥
কালেতে গোষ্পদ হয়, সাগর-অপার।
কালেতে সাগরে হয়, দ্বীপের সঞ্চার॥
অতিশয় দীন আদি, অধীন স্বাধীন।
কালের অধীন-সব, কালের অধীন॥
পরিপূর্ণ হোলে কাল, কেহ নাহি রয়।
কালের বিচিত্র খেলা, বুঝিবার নয়॥
কাল প্রাপ্ত হোলে পরে, প্রকাশিয়া গ্রাস।
রাহু আর কেতু করে রবি, শশি গ্রাস॥
নিয়ৎ নিকট হোলে, নাহি রয় কেহ।
ভক্ষ্যেতে ভক্ষণ করে, ভক্ষকের দেহ॥
কালেতে বানর, নর, একত্র হইয়া।
সবংশে রাবণে দিল, নিপাত করিয়া॥
কালেতে রাক্ষসকুল, না রহিল আর।
স্বর্ণময়-লঙ্কাপুরী, হোলো ছারখার॥
অতএব প্রিয়তম, সাবধান হও।
কালের নিকটে সব, উপদেশ লও॥
এই কাল হইতেছে, যাহাতে সঞ্চার।
ক্ষণকাল, প্রেমফুলে, পূজা কর তাঁর॥
যতক্ষণ দেহে আছে, আয়ুর নিবাস।
ততক্ষণ কিছুতেই হবে না বিনাশ॥

কচ্ছপ কহিছে। ভাই, তোমাদের কথা সত্য বটে, কিন্তু যদি আয়ু থাকিতে মৃত্যু হয় না, তবে তৈল থাকিতে প্রদীপ কেন নির্ব্বাণ হয়? অতএব আমাকে হ্রদান্তরে লইয়া চল। হংসেরা কহিতেছে।

পদ্য।

কহিছে মরাল দ্বয়, বল তবে ভাই।
কেমনে তোমায় লয়ে, অন্য জলে যাই?॥
গেলে পরে বাঁচ বটে, কল্যাণ তোমার।
কিন্তু ভয়, পাছে হয়, পথেই সংহার?॥

কমঠ কহিছে আর, কি কহিব ভাই।
যাতে আমি যেতে পারি, কর কর তাই॥
উভয়ের পক্ষ বল, পক্ষই আমার।
শূন্যপথে গেলে পরে, ভয় নাই আর॥
ঠোঁটে কোরে লহ দোঁহে, কাট এক খান।
তাই আমি দন্তে ধরি, করিব প্রস্থান॥
হেসে হাঁস, কহে ইহা, সদুপায় বটে।
অপায় না ভাব যদি, বিপরীত ঘটে॥
উপায় নির্ণয় যথা, বিহিত-বিচার।
অপায় ভাবিতে হবে, সেরূপ প্রকার॥
অপায় না ভেবে কর, উপায় বিধান।
ঘটিবে দারুণ-দশা, বকের সমান॥
কূর্ম্ম কহে, কি প্রকারে, হোলো, সে ঘটন?॥
হাসেরা কহিছে তবে, শুন বিবরণ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

অগ্রদ্বীপ-পুণ্যধাম, অতিশয় গণ্ডগ্রাম,
গোপীনাথ-বিরাজিত যথা।
গঙ্গার উপরচরে, অশ্বত্থবৃক্ষের পরে,
বকাবকী বাস করে তথা॥
অতি বড় ভয়ঙ্কর কাল এক বিষধর,
গায়ে আঁস্ ঠিক্ যেন পানা।
ডালে ডালে ছুটে ছুটে, বকের বাসায় উঠে,
ধোরে ধোরে খায় সব ছানা॥

সাপেতে শাবক খায়, উপায় না পায় তায়,
হায় হায়, করিছে সকলে।
বকা-বকী শোকে দুখে, করাঘাত করি বুকে,
ভাসিতেছে নয়নের জলে॥

মালা করি ঠক্ ঠক্, বলে এক বুড়ো-বক্,
কেন আর কর, হা, হতাস?।
শোক, তাপ, পরিহরি, থাক সবে ধৈর্য্য-ধরি,
আমি করি, বিপক্ষ-বিনাশ॥

সারিগেঁথে মাচ নিয়া, সাপের বিবরে দিয়া,
নিয়ে যাও, বেজির-বাসায়।
বেজি তার স্বাদ-পেয়ে, এখনি আসিবে ধেয়ে,
পেটপূরে খাবার আশায়॥

নকুল দেখিলে পর, দ্বেষভাবে বিষধর,
ফণাধরি, হবে খুব্ তেজি।
সাপের সে তেজ হেরে, ঘাড়ে এক লাফ্ মেরে,
তখনি বধিবে তারে বেজি॥

সে উপায়ে মোলো সাপ, কিন্তু হোলো মনস্তাপ
"খাল্‌কেটে" লোণাজল আনা।
গাছে হোতে শব্দ পেয়ে, সেই বেজি গেল, খেয়ে,
অবশিষ্ট যত ছিল ছানা॥

অতএব বলি তাই, পরিণাম রক্ষা চাই,
একে যেন নাহি হয় আর।
তুমি যাহে ভাব-হিত, হোলে তায় বিপরীত,
তবে আর হবে না নিস্তার॥

ভাগ্যেতে করিয়া ভর, এখানেই বাস কর,
ভাগ্য-ছাড়া কিছু নাহি হয়।
উপায় করিয়া হেন, মরিতে যাইবে কেন,
পথে গেলে মরণ নিশ্চয়?॥

তোমায় লইয়া ভাই, যদ্যপি উড়িয়া যাই,
দেখে লোক কত কথা কবে?।
উত্তর করিলে তার, বাঁচিবে না তুমি আর,
ভূমে পোড়ে প্রাণনাশ হবে॥

হাসিয়া কাছিম কয়, আমি তো তেমন নয়,
কিছুতেই কথা নাহি কব।
কারো কথা পথে-যেতে, শুনিব না কাণ্ পেতে,
মুখবুজে বোবা হোয়ে রব॥

তার পরে দুই হাঁসে, কচ্ছপেরে খণ্ড-বাঁশে,
তুলে নিয়ে গগণে উঠিল।
তাই দেখে শত শত, লোভ-বশে লোক যত,
পাছে পাছে, বেগেতে ছুটিল॥

কেহ কয়, হায় হায়, যদি এটা পোড়ে যায়,
এখনিই মারি ঘাড়্ ধোরে।
কেটে-কুটে পোড়াইয়া, তেল, লুণ, ঝাল্ দিয়া,
খাই বোসে ভাগাভাগি কোরে॥

কেহ বলে বাড়ি নিয়া, সুখে আমি খাই গিয়া,
ভাল করে করিয়া রন্ধন।
আমোদে উল্লাস মনে, প্রতিবাসি বন্ধুগণে,
ভোজনে করিব নিমন্ত্রণ॥

কেহ কহে ভাজা ভাজা, ছাঁকাতেলে মাংস
ভাজা, মজা কোরে, দিই আমি মুখে।
কেহ বলে হাঁড়ি ভোরে, তিন দিন বাসিকোরে
কিছু কিছু, খাই আমি সুখে ॥
এ কথায় করি কোপ, কমঠের জ্ঞান লোপ,
ভুলে গেল পূর্ব্বের বচন।

'ওরে তোরা, কোথা যাবি, ছাই খাবি কলা,
খাবি', এই কথা বলিল যেমন ॥
বাক্যদোষে, ধৈর্য্যদোষে, 'কাট হোতে মুখ,
খোসে, ভূমিতলে পড়িল অমনি।
ঘোরতর কলরবে, ছুটে গিয়া লোক সবে,
ধোরে তারে, বধিল তখনি ॥

হে দেব! যে ব্যক্তি হিতাভিলাষি-মিত্রের শুভকর-বাক্য অবহেলন করে, সে ব্যক্তি অচিরাৎ যন্ত্রণাজালে জড়িত হয়।—গতায়ু-লোকেরা সুহৃদ্জনের বাক্য গ্রহণ করে না, অরুন্ধতী-নক্ষত্র দেখিতে পায় না, এবং প্রদীপনির্ব্বাণের গন্ধ পায় না।

পদ্য।

অতিশয় হিতকর, বন্ধু যেই হয়।
শিবকর বাক্য তার, যে জন না লয় ॥
অচিরাৎ হয় তার, বিপদ বিশেষ।
যাতনার জালে পোড়ে, পায় কত ক্লেশ ॥
মরণ নিকটে যার, প্রকাশে প্রকোপ।
একেবারে বল, বুদ্ধি, হয় তার লোপ ॥
জানিতে না পারে কিছু, নিগূঢ়-বচন।
সুহৃদের উপদেশ, করে না গ্রহণ ॥
আপনার কার্য্যদোষে, করে হায় হায়।
প্রদীপ নিবিলে তার, গন্ধ নাহি পায় ॥
চোখে না দেখিতে পায়, অরুন্ধতী-তারা।
পৃথিবী ভিজায় শুধু, ফেলে নেত্রধারা ॥
ন্যায়মত উপদেশ, বাক্য যেই ধরে।
সে কি আর পরে কভু, হাহাকার করে? ॥
মঙ্গলার বরে তার, মঙ্গল সদাই।
কিছুতেই অমঙ্গল, নাই, নাই, নাই ॥

তদনন্তর হংসরাজের অনুচর বক আসিয়া নিবেদন করিল। হে মহারাজ! আমি দুর্গ-শোধনার্থ পূর্ব্বেই পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলাম, তৎকালে আপনি এই অধীন ভৃত্যের বাক্যে একটিবারো কর্ণপাত করিলেন না, সেই অনবধানতা জন্যই এই অমঙ্গলের ঘটনা হইল। "মেঘাকার" নামক দুষ্ট বায়স ময়ুররাজের মন্ত্রি দূরদর্শি গৃধ্র-কর্ত্তৃক অতি গোপনে প্রেরিত হইয়া সপরিবারে আগমন করিয়াছিল, তাহারাই এই দুর্গ দাহ করিয়াছে।

এই কথা শ্রবণে রাজহংস এক দীর্ঘনিশ্বাস নিক্ষেপপূর্ব্বক গালে হাত দিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন।

পদ্য।

গাছের আগায় গিয়া, করিয়া শয়ন।
যেজন নিদ্রিত হয়, মুদিয়া নয়ন ॥
যতক্ষণ, সেই জন, না হয় পতন।
ততক্ষণ সমভাবে, থাকে অচেতন ॥
কে তারে, জাগাতে পারে, গাছেতে চড়িয়া?
পড়িলেই জেগে উঠে, চেতন পাইয়া ॥
বিপক্ষে বিশ্বাস করি, সেরূপ প্রকার।
বিপদে চেতন হোলো. এখন্ আমার ॥
ঘোরতর নিদ্রায়, ছিলেম অচেতন।
ঠিক্ যেন ঘুম ভেঙে, পেলেম চেতন ॥
উপকার লাভ হবে, এই ভেবে মনে।
পালিলাম পাপী-জনে, প্রেম-বিতরণে ॥
না শুনিয়া সুজনের. সার উপদেশ।
কুজনে পোষণ করি, অপমান শেষ ॥
পণ্ডিতের কথা যেই, শ্রবণ না করে।
সেজন আপন পাপে, অনুতাপে মরে ॥
আগে যদি শুনিতাম, মন্ত্রির বচন।
তবে-তো হোতো না আর, বিপদ এমন ॥

বক কহিতেছে। হে প্রভো! সেই ক্রূর-কাক দুর্গদগ্ধ করিয়া এই স্থান হইতে গমন করিলে পর শিখীশ্বর তাহাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, এই মেঘাকার কাকই সর্ব্বাপেক্ষা আমার পরমসুহৃদ ভৃত্য, কারণ কেবলি ইহারি দ্বারা আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি, অতএব ইহাকেই সন্তোষসন্দ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য হইতেছে।—এ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিকৌশল এবং চাতুর্য্য প্রকাশে সবিশ্বাসে বিপক্ষবাসে বাস করিয়া দুর্গদাহ না করিলে আমরা কখনই জয়লাভ করিতে পারিতাম না।—পণ্ডিতেরা কহেন "কৃতকৃত্য-ভৃত্যকে সমুচিত সম্মান-সহকারে প্রকৃতরূপ পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক পুরস্কৃত এবং পরিতুষ্ট করিবে।"

চক্রবাক-মন্ত্রী কহিলেন। বল বল, তার পর, তার পর। বক কহিল।

ময়ূর-রাজের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া বিজ্ঞবর গৃধ্রমন্ত্রী উত্তর করিলেন, "হে মহারাজ! এমন কর্ম্ম কি করিতে আছে? মহতের স্থানে নীচ ব্যক্তিতে নিযুক্ত করা উপযুক্ত হয় না, কাককে পারিতোষিক স্বরূপ অপর কোন বস্তু দান করুন। নীচ কখনই রাজত্ব পাইবার পাত্র নহে।—অধমের উপকার করা আর বালুকাতে প্রস্রাব-পরিত্যাগ করা, এই দুই তুল্য জানিবেন। নীচলোক প্রশংসার পদ প্রাপ্ত হইলে মুনিকর্ত্তৃক-বর্দ্ধিত-ইন্দুরের ন্যায় আপনার প্রভুকে বিনাশ করণের বাসনা করে"।

ময়ূর-মহীপ কহিলেন। সে কিরূপ?। গৃধ্র কহিতেছেন।

হে ভূপ! তবে শ্রবণ করুন। যথা।—মহাভারতীয় রাজধর্ম্মে "পুনর্মূষিকোভব" এই উপাখ্যানটি বর্ণিত আছে, এই তাহাই উল্লেখ করি।

ত্রিপদী।

পূর্ব্বকালে এক জন, মহামুনি-তপোধন,
তপস্যা করেন মহাবনে।
জ্যোতির্ম্ময় কলেবর, দয়াশীল ঋষিবর,
পরম-আনন্দ সদা মনে॥
এক দিন ঋষিরাজ, স্নান, পূজা নিত্যকাজ,
সাঙ্গ করি আশ্রমে আগত।
বিড়ালে নিয়েছে তেড়ে, একটি ইঁদুর ধেড়ে,
ভয়ে এসে হোলো পদানত॥
হেসে কন জটাধারী, তুমি-তো অনিষ্টকারী,
খল বোলে সকলেই জানে।
মানুষ তোমার অরি, এখনি নাশিবে ধরি,
কি সাহসে আইলে এখানে?॥
কাঁদিয়া মূষিক কয়, দয়াময় মহাশয়,
পদদ্বয়, করেছি আশ্রয়।
প্রভুর আশ্রমে রোয়ে, নিবাসে নিবাস হোয়ে,
প্রাণ লোয়ে পলাতে বা হয়॥
শ্রীপদের কৃপাবলে, চিরকাল এই স্থলে,
সুখে করি আহার বিহার।
পাতের উচ্ছিষ্ট খাই, হৃষ্ট, পুষ্ট, তুষ্ট তাই,
দুষ্ট ভয়, ছিল না আমার॥
বিধাতার মনে রোষ, আমার ভাগ্যের দোষ,
কোথা হোতে এসেছে বিড়াল।
"মেও মেও" শব্দ কোরে আমায় খাইবে ধোরে,
প্রকাশিয়ে বিক্রম-বিশাল॥
প্রভু-হে দ্বিপদধারি, আমার বিপদ ভারি,
শ্রীপদ করেছি শুধু সার।
বাস ছেড়ে কোথা যাই, কোথা গেলে রক্ষা পাই,
বল নাথ! কি হবে আমার?॥
বিনয় বচন শুনি, কহিছেন মহামুনি,
অনুগত তুমি প্রাণাধিক।
হিঁদুর ইঁদুর হও, সিঁদুরবরণ বও
গণেশের বাহন-মূষিক॥

বাপুরে কোরো না ভয়, তপোবল যদি রয়,
"বাঁচাইব" অভয় করিয়া ॥
"মেওমেও" ডেকে মুখে, নিত্য থাক চিত্তসুখে,
বলবান্ বিড়াল হইয়া ॥
তাপসের বর লোয়ে, তখনি মার্জ্জার হোয়ে,
খেয়ে দেয়ে বিপিনে বেড়ায়।
দেখিয়া বিড়াল-বেশ, শৃগাল করিয়া দ্বেষ,
"ক্কেকুরিয়ে" ধরিবারে ধায়ঃ॥
ঋষি-বরে, তার পরে, শ্যাল হোয়ে বনে চরে,
শুনি করে তাহারে তাড়না।
যথা তথা ছুটে যায়, কুকুর পশ্চাতে ধায়,
হোলো তায় প্রমাদ ঘটনা ॥
ভীরু ফেরু ভয় পেয়ে, ঋষির নিকটে যেয়ে,
করিল বিশেষ নিবেদন।
তাপস দিলেন কোয়ে, এখনি কুকুর হোয়ে,
কর গিয়ে শৃগাল-শাসন ॥
কুকুরের দেহ ধরি, ঘেউ ঘেউ, শব্দ করি,
তাড়ায় বনের শ্যাল যত।
শুনি-স্বরে করি রাগ, বড় এক কেঁদো বাঘ,
সমুখে হইল সমাগত ॥
"কেঁউ কেঁউ" ডাক দিয়া, মুখে ল্যাজ গুড়াইয়া,
ব্যাঘ্র ভয়ে ব্যাগ্র অতিশয়।
ছুটে এলো তপোবন, কহিলেন তপোধন,
হও গিয়ে শার্দ্দুল প্রলয় ॥
শার্দ্দুল-শরীর ধরি, মত্তকরী, দৃষ্টি করি,
ভয় পেয়ে ভেগে পলাইল।
দয়া করি মুনিবর, তখনি দিলেন বর,
পশুরাজ কেশরী হইল ॥
করি-অরি-দেহ ধরি, সেই করী, নাশ করি
বনরাজ্যে রাজা হোয়ে রয়।
যত পশু পালে পালে, সবে এসে আজ্ঞা পালে,
কারে আর নাহি করে ভয় ॥
তার পরে অষ্টপদ, পশু মাঝে শ্রেষ্ঠপদ,
"সরভ" করিল আগমন।
পোড়ে না আছাড় খায়, বুকে পিঠে চোলে যায়,
দুদিগেই রয়েছে চরণ ॥

তার কাছে পেয়ে ভয়, রণে হোয়ে পরাজয়,
আসিয়া মুনির সন্নিধানে।
ব্যক্ত করি সমুদয়, চরণে ধরিয়া কয়,
বাঁচাও বাঁচাও, প্রভু প্রাণে ॥
আটপেয়ে এক পশু, নাশিতে আমার অসু,
করেছে কানন অধিকার।
ভয়ানক শক্তি ধরে, দুদিকেই গতি করে,
তার হাতে নাহিক নিস্তার ॥
শেষের বিনয় শুনি, সদয়হৃদয়-মুনি,
কহিলেন, সরভ হইয়া।
সর্ব্বজয়ী হোয়ে রণে, অদ্যাবধি রবে বনে,
তারে তুমি বধ কর গিয়া ॥
পূজিয়া ঋষির পদ, ভয়ঙ্কর অষ্টপদ,
হোয়ে বনে বিনাশিল তারে।
তদবধি একেশ্বর. না রহিল কারো ডর,
রাজ্য করে ইচ্ছা অনুসারে ॥
বনে ছিল পশু যত, ক্রমেতে করিল হত,
অন্তরে বাড়িল অহঙ্কার।
ভাবে বনে সমুদয়, মুনির ইঁদুর কয়,
এর্ চেয়ে কলঙ্ক কি আর? ॥
ঋষিরে করিয়া গ্রাস, এ কলঙ্ক করি নাশ।
অভিলাষ পূর্ণ হয় তবে।
তাহা হোলে এজগতে, আমাহোতেকোনোমতে,
বড় আর কেহ নাহি রবে ॥
মনে এই করি ছল, আশ্রমেতে গিয়া খল,
ওঁৎ করি রহিল বসিয়া।
বুঝিয়া তাহার মন, ত্রিকালজ্ঞ তপোধন,
কহিছেন্ হাসিয়া হাসিয়া ॥
হাঁরে ওরে, দুরাচার, এই তোর ব্যবহার,
কিসে হোলো এত অহঙ্কার ?।
আমারি প্রসাদ লোয়ে, আমা হোতেবড় হোয়ে,
শ্রেষ্ঠ তুই, হলি সবাকার ॥
প্রথমে ইঁদুর ছিলি, বিড়ালের বপু নিলি,
বরে হলি শৃগাল, কুকুর।
ছিলি বাঘ, হলি হরি, শেষে অষ্টপদ ধরি,
হোয়েছিস্ পশুর ঠাকুর ॥

মুনির পালিত কয়, তাহা নাহি সহ্য হয়,
করিতে, সে কলঙ্ক মোচন।
বসিয়াছ ওঁৎ পেতে, এসেছ আমারে খেতে,
খাও তবে, খাও, বাপ্‌ধন ॥
অধমে বাড়ালে পরে, প্রভুর প্রভুত্ব হরে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু তার নাই।
কি আর অধিক কব, "পুনশ্চ-মূষিকোভব",
যাহা ছিলে, পুন হও তাই ॥
চরণ-শরণ লোয়ে, বরেতে প্রবল হোয়ে,
ক্রমে হোলো বনের ঠাকুর।

প্রভু নাশ ইচ্ছা পাপে, পোড়ে কোপে ব্রহ্মসাপে,
হোলো শেষে নেঙুটে ইঁদুর ॥
তাই বলি মহাশয়, অধমে বাড়ানো নয়,
বাড়ালেই বাড়ে তায় দায়।
মাথার ভূষণ যাহা, মাথায় পরিবে তাহা,
নূপুর পরিতে হয় পায় ॥
পায়েতেই জুতো পরে, জুতো কি মাথায় ধরে,
জুতো হোতে নীচ হয় নীচ্।
স্বভাব কি যায় মোলে, "ছাতারে"গরুড়"হোলে,
বিষ্ঠা খেয়ে করে কিচ্ মিচ্ ॥

হে নৃপ। অসার কখনই সার হয় না, নীচ কখনই মহৎ হয় না।

অসারে পড়িলে বীজ, না হয় অঙ্কুর।
পর্ব্বতে পড়িলে হীরা, ভেঙে হয় চুর ॥
বিষধরে ক্ষীর দিলে, বিষ বাড়ে তার।
উপকার নাহি তায়, ঘটে অপকার ॥
বিদ্যাহীন অতি-মূঢ়, নীচ যেই হয়।
তারে উপদেশ দান, বিধি কভু নয় ॥
বোধ নাই, কিসে মূঢ়, উপদেশ ধরে ?।
দোষ ভেবে রোষ করি, বিপরীত করে ॥

আদরে পুষিয়া বক, খাদ্য কর দান।
কখনই হবে না, সে, শুকের সমান ॥
নিয়ত পড়াও তারে, বিশেষ যতনে।
কৃষ্ণনাম স্ফূরিবে না, বকের বদনে ॥
স্বভাবত কটুভাষি, বিষ্ঠাভোজি কাক।
কাণ হয় ঝালাপালা, শুনে যার ডাক ॥
উপকারে অপকার, সে করিতে পারে।
রাজপদে অভিষেক, কোরো না কো তারে ॥

হে অধীশ্বর! মূর্খ-জনেরা কেবল অনর্থক আমোদে প্রমোদে কালক্ষয় করে।—উপযাচক হইয়া লোকের সহিত বিবাদ করিয়া প্রমাদ ঘটায়, অতএব অতি অবোধ তুচ্ছ লোককে উচ্চপদে অভিষিক্ত করা কোনো মতেই কর্ত্তব্য হয় না।—সাধুজনেরা শুদ্ধ সদালাপে সাধু-ব্যবহারে সময়ের সার্থকতা করিয়া থাকেন, একারণ সাধু সুজনকেই প্রধানের পদে নিযুক্ত করিতে হইবে।

পদ্য।

অতি ক্ষীণ, বোধহীন, মূর্খ যেই হয়।
প্রধানের যোগ্য সেই, নয়, নয়, নয় ॥
নাহি করে সাধু-কর্ম্ম, সত্যের সাধন।
কেবল অনিষ্ট ক্রিয়া, মূঢ়ের লক্ষণ ॥
নিয়তই নারী সেবা, মৃগয়াগমন।
মিছে গল্প, মিছে গান, মিছে পর্য্যটন ॥
অনিয়মে আহার, দিবসে নিদ্রা যায়।
গায়ে পোড়ে দ্বন্দ্ব করে, কথায় কথায় ॥
ক্ষণমাত্র, নাহি হয়, হিত-কর্ম্মে রত।
এইরূপে কাল হরে, মূঢ়-লোক যত ॥
মূঢ়-জনে গূঢ়-মর্ম্ম, কিছুই না পায়।
অকস্মাৎ রূঢ় কোরে, প্রমাদ ঘটায় ॥

সকলেই শত্রু তার, মিত্র কেহ নয়।
দারা, সুত, আদি কেহ, বাধ্য নাহি রয় ॥
অতি নীচ, নরাধম, এমন যে জন।
কেমনে করিবে সেই, পৃথিবী-শাসন ? ॥
সাধু-সহ সম্ভাষণে, সুধীর সকল।
সতত করেন সুখে, সময় সফল ॥
যদি যায় আপনার, প্রাণ আর ধন।
পরের অনিষ্ট তবু, করে না সুজন ॥
সত্য বিনা নাহি জানে, মিথ্যা-ব্যবহার।
সদালাপ সহকার, সদা সদাচার ॥
এমন সুজন যেই, ধোরে তার পদে।
নিয়োগ করিতে হয়, প্রধানের পদে ॥

শিখীশ্বর কহিতেছেন। হে তাত! এই কাক যে কর্ম্ম করিয়াছে, ইহাতে রাজ্য-দান কোন্ তুচ্ছ, প্রাণ-দান করিলেও ইহার ঋণ-পরিশোধ হইবার নহে।—আমি আপনার কথা লঙ্ঘন করিতে পারি না, বলিতে ভয় করে, কাক যদিও নীচে বটে, কিন্তু উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেই মহত্তের ন্যায় কার্য্য সাধন করিতে পারিবে। লোক, পদেই মহৎ হইয়া থাকে, বিনা-পদে কোন্ ব্যক্তি কোন্ কালে মহৎ হইয়াছে? রাখালেরা গোচারণে গমনপূর্ব্বক গোষ্ঠে বসিয়া যৎকাল ক্রীড়াচ্ছলে আপনারা কল্পিতরূপে রাজা হয়, তৎকালে তাহারা প্রকৃতরূপ রাজার ন্যায় সুবিচার করিয়া থাকে।

গৃধ্রমন্ত্রী (হাস্যপূর্ব্বক) কহিতেছেন। কখনই এরূপ সম্ভব হইতে পারে না, সে ব্যক্তি কি কখনো সে বিষয়ের যোগ্য হইতে পারে? অজ কখনই গজের ভার বহন করিতে পারে না, অতএব যোগ্য-জনকেই যোগ্যপদে নিযুক্ত করিতে হয়।

পদ্য।

পাত্র-ভেদে পদ-দান, বিহিত বিধান।
অপদে আপদ নানা, নাহি সুখ, মান॥
নীচের প্রধান পদ, উচিত না হয়।
কোথায় সে পাবে গুণ, গুণী যেই নয়?॥
যার যাহা গুণ আছে, তাতেই সম্ভবে।
বিপরীত যদি কর, বিপরীত হবে॥
তাঁতি, যদি তিলি হয়, কে কাটিবে সুতো?।
চামারে, কামার হোলে, কে গড়িবে জুতো?॥
কাটুরে, পূজারি হোলে, কে কাটিবে গাচ?।
জেলে, হোলে, কবিরাজ, কে ধরিবে মাচ?॥
ঘেস্যুড়ে ঘরামি হোলে, কে ছুলিবে ঘাস?।
চাসায়, আচার্য্য হোলে, কে করিবে চাস?॥
সারথি, হইলে রথি, কে চালাবে রথ?।
বাহকে হইলে বাবু, কে চলিবে পথ?॥
শুঁড়ি, যদি সুর হয়, কে চোঁয়াবে ধানি?।
কলুতে, কায়েৎ হোলে, কে ঘোরাবে ঘানি?॥
কুমারে, মোদক হোলে, কে গড়িবে হাঁড়ি?।
বৈদ্য, যদি বিপ্র হয়, কে টিপিবে নাড়ী?॥
অপটু কেমন করে পটু হবে কাজে?।
যার যাহা ব্যবসায়, তারে তাহা সাজে॥
ধান বিনা কখনো কি, ঘাসে হয় ভাত?।
নাসিকার গুণ কভু, নাহি ধরে দাঁত॥
শ্রবণের গুণ কভু, না পায় নয়ন।
বদনের গুণ কভু, না পায় চরণ॥
চরণে আলক্ত-আভা, শোভার কারণ।
নয়নে অঞ্জন হয়, নয়ন-রঞ্জন॥
নয়নে আলতা দিলে, না হয় সুরূপ।
অঞ্জন মাখিলে গায় দেখিতে কুরূপ॥
গলাতেই শোভা পায় গলার ভূষণ।
মাথায় সাজে না কভু, কটির বসন॥
যার যাহা সম্ভাবিত, তার তাই বিধি।
পুকুরে কি হয় কভু, সাগরের নিধি?॥
পরিহাস হয়, যদি, দাস হয় প্রভু।
কাঙালের ঘোড়ারোগ, সাজেনা কো কভু॥
ভোগী যদি যোগী হোয়ে, যোগে করে আশ।
কাজে কাজে, সকলেই, করে উপহাস॥
মহারাজ, কার ভার, দিতে চাও কারে?।
শৃগাল কি কোনোকালে, সিংহ হোতে পারে?।
অজের গজের ভার, সম্ভাবিত নয়।
গাদারে পিটুলে কভু, ঘোড়া নাহি হয়॥
মেষেরে হাতির ভার, অসম্ভব যথা।
ছাগলে মাড়িবে যব, পাগলের কথা॥
এর চেয়ে আর কিছু, নাহি উপহাস।
কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, "মরুভূমে চাস"॥
কার রাজ্যে রাজা করি, কাহারে বসাবে?।
কাক যদি রাজা হয়, বিষ্ঠা কেটা খাবে?॥

হে নৃপতে! আপনি যে মনে মনে লঙ্কা-ভাগ করিয়া কাককে সন্তোষসন্দীপের অধিপতি-করণের অনুমতি করিতেছেন, সংপ্রতি ইহা কিরূপেই বা সম্ভব হইতে পারে?

আপনি কি এমত নিশ্চয় করিয়াছেন, যে, এই যুদ্ধেই আপনার জয়লাভ হইয়াছে? তাহা-তো হয় নাই।—ক্রমশঃ অনেক কাল-পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষ কি হইবে অদ্যাপি তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই।—যেমন এক বঞ্চক-বক বঞ্চনা পূর্ব্বক বহু প্রকার মৎস্য ভক্ষণ করিয়া পরে এক কর্কটের দন্তের আঘাতে কৃতান্তের কুটীরে নীত হইয়াছিল, আমারদিগের ভাগ্যে অবশেষে তাহা না হইলেই রক্ষা পাই।

ময়ুর কহিতেছেন, সে কি রূপ? গৃধ্র কহিলেন, শ্রবণ করুন।

ত্রিপদী।

পুরাতন যশোহরে, "সত্য" নামে সরোবরে,
শক্তিহীন বুড়ো এক বক।
পেটে পেটে ছল ধরি, মলিন-বদন করি,
বোসে আছে বিষম বঞ্চক॥
কাঁকড়া মধুর-স্বরে, বকেরে জিজ্ঞাসা করে
দেখে আজ্ হোলেম্ তাপিত।
কেন ভাই এ প্রকারে, বোসে আছ অনাহারে
মুখখানি ভাবিত ভাবিত?॥
বক বলে, আর ভাই, বলিবার শক্তি নাই
পুড়িয়াছে কপাল আমার।
অবিলম্বে এসে জেলে, সরোবরে জাল ফেলে,
সব মীন, করিবে সংহার॥
কেবল আমিষ খাই, মাচ বিনে গতি নাই,
এই মাচ করিলে হরণ।
তখন কোথায় যাব, কি আর ধরিয়া খাব,
অনাহারে হইবে মরণ?॥
মাচেরা আমার প্রাণ, নিত্য করে প্রাণ-দান,
তারা মোলে মরিতে-তো হবে।
মরণ বারণ নাই, দু-দিনের তরে ভাই,
কেন আর হিংসা করি তবে?॥
পূর্ব্বে পাপ ছিল তাই, পাখি-জন্ম হোলো তাই,
কর্ম্মভোগ খণ্ডন না হয়।
তাই ভেবে ধ্যান ধরি, চিন্তামণি চিন্তা করি,
পরকালে ভাল যেন হয়॥
শুনিয়া বকের বাণী, মনে মনে ভয় মানি,
মীন সব করে আন্দোলন।
নিকট বিকট কাল, জেলেতে ফেলিবে জাল,
কি হইবে, উপায় এখন?॥

এই বক এ সময়, উপকারী যদি হয়,
হোলেও-তো, হোতে তাহা পারে।
ঘটেছে দারুণ দায়, কি উপায় করা যায়,
জিজ্ঞাসা করহ সবে তারে॥
যে, না করে উপকার, "মিত্র নাম" মিছে তার
মিছে ভাব তাহার সহিত।
শত্রু হোলে উপকারী, সেধে হোয়ে আজ্ঞাকারী,
সন্ধি করি তাহার সহিত॥
নামে মিত্র, মিত্র নয়, কাজেতেই মিত্র হয়,
পরীক্ষায় প্রমাণ এমন।
উপকার, অপকার, এই দুই ব্যবহার,
মিত্র আর শত্রুর লক্ষণ॥
হোয়ে শেষে এক মত, ছোটো বড়, মীন যত,
মুখ তুলে বকেরে সুধায়।
রক্ষা নাই জেলে এলে, বিনাশিবে জাল ফেলে,
কি হইবে প্রাণের উপায়?॥
দিব্বি করে বক কয়, এখনি উপায় হয়,
কোনো ভয় তাহে আর নাই।
তোমাদের ধোরে ধোরে, একে একে মুখে কোরে
অন্য সরোবরে নিয়ে যাই॥
মাচেরে কহিল ভাই, যদি ইথে রক্ষা পাই,
কর তবে মিত্র ব্যবহার।
সেই ছল প্রকাশিয়া, বক, একে একে নিয়া,
দূরে গিয়া করিল আহার॥
"কুলীর" বকেরে বলে, আমি যাব সেই জলে,
যেখানেতে গিয়েছে সকলে।
মীনঘাতি হৃষ্ট হোয়ে, ঠোঁটে কোরে তারে লোয়ে,
দূরে গিয়ে রেখে দিলে স্থলে।

মনে মনে হোয়ে তুষ্ট, এরূপ ভাবিছে দুষ্ট,
হব পুষ্ট কাঁকড়া ভক্ষণে।
দশ পায়ে আছে খাড়া, ভয়ানক দুই দাড়া,
উদরেতে গিলিব কেমনে ? ॥
মাচের কাঁটায় পথ, পূর্ণ দেখি দশরথ,
ভয় পেয়ে করিছে বিচার।
মোলো ঠক, প্রতারক, বঞ্চনা করিয়া বক,
আমারেও করিবে আহার ॥
যেজন ভক্ষক হয়, সে কভু রক্ষক নয়,
সাক্ষাৎ, সে, তক্ষক সমান।
সময় আসন্ন হোলে, হিতবুদ্ধি যায় চোলে,
এই তার প্রবল প্রমাণ ॥
যাবৎ আসিয়া ভয়, উপস্থিত নাহি হয়,
তাবৎ করিতে হবে ভয়।
ঘটনা হইলে তার, ভয় করিবে না আর,
সাহস করিবে সে সময় ॥
প্রাণ রবে যতক্ষণ, ততক্ষণ, এই পণ,
করি রণ, মারি কিম্বা মরি।
কালের উচিত যাহা, এখন করিব তাহা,
দেখি শেষ কি করেন হরি ॥
তার পরে বক তারে, যেই গেল ধরিবারে,
অমনি, সে, কেটে নিল গলা।
লোভে পাপ, পাপে নাশ, কাঁকড়া করিতে গ্রাস,
আপনি খেলেন্ শেষ কলা ॥
তাই বলি হিত কথা, মাচ খেয়ে বক যথা,
মারা গেল কর্কটের কাছে।
পররাজ্য লোভ করি, সমবেত অস্ত্র-ধরি,
সেইরূপ দশা হয় পাছে ॥

একাবলী।

নৃপতি বিনতি, করি হে আমি।
হয়েছ প্রধান, ভুবনস্বামী ॥
প্রধান হইয়া, মহান হবে।
তবে-তো মহীতে, মহীমা রবে ? ॥
সুজন সহিত, স্বভাবে রহ।
আমোদ কোরো না, কুজন সহ ॥
কুজন কুটিল, কণ্টক প্রায়।
ছুটিবে শোণিত, ফুটিবে পায় ॥
যেজন সুজন, নহে ব্যাভারে।
কোরো না, কোরো না, প্রধান তারে ॥
সদা সদাচারে, হইয়া রত।
কর ব্যবহার, রাজার মত ॥
প্রধানে রাখিলে, প্রধান পদে।
তবে তো আপনি, থাকিবে পদে ॥
কুকাজ করিলে, কুরব রটে।
প্রমাদী:হইলে, প্রমাদ ঘটে ॥
মানি জনে সদা, রাখিলে মানে।
মানি বোলে তবে, সকলে মানে ॥
যদ্যপি তুমি না, মানিরে মান।
তোমারে কেহ তো, দিবে না মান
মানির মর্য্যাদা, অধমে দিলে।
জগতে সুযশ, নাহি কো মিলে ॥
প্রধান করিলে, অধম দাসে।
অধম বলিয়া সকলে হাসে ॥
স্বরূপে বিরূপ, হইলে পরে।
কিরূপ করিয়া, যাইবে ঘরে ॥
গমন হবে না, আপন দেশে।
ঈশ্বর বিরূপ, হবেন শেষে ॥

ময়ূররাজ কহিলেন। ওহে মন্ত্রি! আমি নিতান্তই অজ্ঞান নহি।—আমাকে এত করিয়া উপদেশ দিতে হইবে না।—তোমার ও সকল কথার আলোচনা পরে করা যাইবেক, ভাল জিজ্ঞাসা করি, প্রিয়তম মেঘাকার কাক, সন্তোষ-সন্দীপ হইতে যে সমস্ত অতি উপাদেয় সুন্দর সুন্দর সামগ্রী-সংগ্রহ করিয়াছে, তৎ সমুদয় ব্যবহার পূর্ব্বক আমরা স্বচ্ছন্দে মহানন্দে দেবীদ্বীপে সুখি হইতে পারিব।—অতএব তাহা লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য কি না ?।

গৃধ্র পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া কহিলেন। আপনি এখনো যে বালকের মত কথা

কহিতেছেন। সেই সমুদয় কি আপনার হস্তগত হইয়াছে? তাহাতে কি আর কোনোরূপ বিড়ম্বনা ঘটনার সম্ভাবনাই নাই? যে ব্যক্তি অনুপস্থিত বিষয়ের আন্দোলন করিয়া হর্ষ প্রকাশ করে, যে ব্যক্তি ভগ্নভাণ্ড ব্রাহ্মণের ন্যায় পরিশেষ পরকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়। হে ভূপ! তবে শ্রবণ কর।

পদ্য।

"বলদেব" নামে এক, বিপ্রের তনয়।
বংশবাটী গ্রামে বাস, দুঃখী অতিশয়॥
একদিন শ্রাদ্ধ-বাড়ী, করিয়া গমন।
পেট-পূরে, লুচি, চিনি, করিল ভোজন॥
মণ্ডা-মেরে গণ্ডাকত, কড়ি পেয়ে দান।
ষণ্ডা দ্বিজ তথা হোতে, করিয়া প্রস্থান॥
খরতর রবি-তাপে, হইয়া তাপিত।
কুমারের বাড়ী এসে, হোলো উপনীত॥
যে ঘরেতে শরা, ভাঁড়, মাটির বাসন।
এক পাশে গিয়া তার, করিল শয়ন॥
শুয়ে আছে, কিন্তু মনে, করিতেছে ভয়।
পাছে কেহ, কড়ি গুলি, চুরি কোরে লয়॥
ধড়্ ফড়্ কোরে দ্বিজ, তখনি উঠিল।
লাঠি এক হাতে কোরে, বসিয়া রহিল॥
মনে মনে, মনোরাজ্য, করিছে তখন।
কিরূপেতে পাব আমি, উপযুক্ত ধন?॥
এক কড়ি নিয়ে যদি, শরা কেনা যায়।
বাজারে দ্বিগুন মূল, হোতে পারে তায়॥
বারবার এ রূপেতে, কড়ি যাহা হয়।
নারিকেল, সুপারি, তাহাতে, করি ক্রয়॥
হাটে হাটে, বেচে, কিনে, পেয়ে কিছু ধন।
তাঁতির বাড়ীতে গিয়ে, কিনিব বসন॥
কাপড় বেচিলে হবে, অধিক বিষয়।
তখন হইলে ভাল সুখের সময়॥
মনোমত বাড়ী ঘর, শয্যা আদি করি।
বিবাহ করিব চারি, পরমাসুন্দরী॥
যখন যাহাতে ইচ্ছা, হইবে আমার।
তখনি তাহারে নিয়া, করিব বিহার॥
মনোহর খাটে আমি, করিব শয়ন।
একে একে এসে সবে, সেবিবে চরণ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত, প্রস্তুত করিয়া।
বাড়িয়া সোণার থালে, গলে বস্ত্র দিয়া॥
"এসো এসো, খাও নাথ" বলিবে রমণী।
"নেহি খাঙ্গা, নেহি যাঙ্গা," বলিব অমনি॥
সতীনে সতীনে দ্বন্দ্ব, করিবে যখন।
লাটি মেরে, এই রূপে, করিব শাসন॥
যেমন মাটিতে লাটি, করিল প্রহার।
ভাড়্ কোঁড়্ ভেঙ্গে গিয়ে, হোলো চুরমার॥
ভাঁড় ভাঙা শব্দ গেল, কুমারের কাণে।
তখনি অমনি ছুটে, আইল সেখানে॥
বল-দেব, কি করিলে, চেঁচায়ে কহিল!
বলদেব ঘাড়গুঁজে, নীরব রহিল॥
ক্ষতিগ্রস্ত কুম্ভকার, মুখে হায় হায়।
তিরস্কার করি কত, করিল বিদায়॥
তাই বলি মহীপাল, নিশ্চিত যা নয়।
তাহাতে আমোদ করা, উচিত কি হয়?॥
আপনার বস্তু যাহা, তাই কর ভোগ।
পরধনে লোভ করা, সে, যে ঘোর রোগ॥

ময়ূররাজ মন্ত্রির কাণে কাণে কহিলেন। হে মহাশয়! এই ক্ষণকার কি কর্ত্তব্য? অতি গোপনে আমাকে তাহার উপদেশ করুন?।

দূরদর্শী কহিলেন। বিপথগামি-মাতাল-মাতঙ্গের মাহুত যেরূপ সেই বারণের মত্ততা বারণ করিয়া বশে আনিতে না পারিলে অত্যন্তই নিন্দিত হয়, সেইরূপ উন্মার্গগামি-জ্ঞানহীন-মদান্ধ রাজার অমাত্যগণ সদুপদেশ দ্বারা সেই রাজাকে সুপথে আনিতে না পারিলে সর্ব্বত্রই নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন।—ভাল আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন্ দেখি, আমার-দিগের বাহুবলের দ্বারা কি হংসরাজের দুর্গভঙ্গ করা হইয়াছে, তাহা তো হয় নাই,

তবে আপনার পুণ্য-প্রতাপে যে এক সদুপায় নির্ণয় করা হইয়াছিল, তদ্দারাই কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।

ময়ূর কহিলেন। সেই সদুপায় কেবল আপনার কৃপাবলে ও বুদ্ধিকৌশলেই হইয়াছে।

গৃধ্র কহিতেছেন। যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তবে এই দণ্ডেই স্বদেশে গমন করুন।—দুর্গ ভগ্ন করা গিয়াছে, ইহাতে সুখ্যাতি সঞ্চয় হইল, এইক্ষণে সন্ধি করিয়া দেশে চলুন, তাহাতে সুখ-সম্পদের সীমা থাকিবেক না, সুনাম হইবে, সুযশ হইবে, সম্মান বাড়িবে, সকলি শোভার নিমিত্ত হইবে, আমার এই অভিপ্রায় সদভিপ্রায়, আপনি বিশেষরূপে বিবেচনা করুন।—যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখে সেই ব্যক্তি প্রভুর মন-রক্ষার নিমিত্ত কখনই অন্যায়কে ন্যায় করিয়া প্রিয় হয়েন না, প্রভু বিরক্ত হউন, আর দূরীভব করুন, ধার্ম্মিক মন্ত্রী তথাচ সত্য কহিতে পরাঙ্মুখ নহেন। কারণ তাহা অপ্রিয় হইলেও সুপথ্য স্বরূপ হইতেছে, যে রাজা অনুরাগী হইয়া সেই সুপথ্য সেবন করেন, তিনি সুমন্ত্রির সহায়তায় সর্ব্বত্রই জয় লাভ করিয়া থাকেন।

মহারাজ প্রণিধান করুন।—সুহৃৎ, সৈন্য, রাজ্য, আত্মা, এবং কীর্ত্তি, সংগ্রামস্থলে এই সমুদয় যে প্রকারে সংশয়রূপ-দোলে দোদুল্যমান হইতে থাকে, তাহাতে কখন্ কি হইবে ইহার স্থিরতা কি! ক্ষণকালের মধ্যেই এই সমুদয় বিনষ্ট হইতে পারে। যে স্থলে উভয় পক্ষেই তুল্যরূপ-পরাক্রান্ত সেস্থলে জয়ের নিশ্চয়তা নাই, অতএব সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। কারণ সুন্দ এবং উপসুন্দ, দুই সহোদর সমতুল্য বলবান হইয়া সমর-স্থলে উভয়েই উভয়ের প্রহারে এককালেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শিখীশ্বর কহিলেন। সে কি রূপ? দূরদর্শী মন্ত্রী কহিতেছেন।

পদ্য।

"সুন্দ" আর "উপসুন্দ," দুজন দানব।
যাদের নামেতে কাঁপে, দেবতা, মানব॥
তুল্য বল-পরাক্রম, সমান দুভাই।
কোনোদিগে কিছুমাত্র, ভেদাভেদ নাই॥
ত্রিসংসার, অধিকার, পাইবার তরে।
বহুকাল হরের, ভজনা দোঁহে করে॥
ক্রমেতে বাড়িল তপ, পর পর পর।
কঠোর-তপস্যা আর, নাহি যার পর॥
সদয় হইয়া শেষে, ভোলা-মহেশ্বর।
কহিলেন "ওরে বাপু, লও লও বর"॥
চাপিল তাদের ঘাড়ে, দুষ্টসরস্বতী।
অন্তরে উদয় হোলো, তখনি কুমতি॥
বিস্মৃত হইয়া গেল, বাঞ্ছিত-বিষয়।
বিপরীত বর চায়, দুষ্ট দৈত্য-দ্বয়॥
বলে হর, কৃপাকর, এই বর চাই।
পার্ব্বতী প্রদান কর, গৃহে নিয়ে যাই॥
জগতের কিছুতেই, আশা নাই আর।
ভবানী ভবনে রেখে করিব বিহার॥
শিবের হৃদয়ে হোলো, ক্রোধের উদয়।
ভিতরে ভিতরে রাগ, প্রকাশিত নয়॥
হর, কন, বরদান, সুবিধান বটে।
হেন বর দিই যাতে, সর্ব্বনাশ ঘটে॥
তার পর ভেবে ভেবে, ভব ভগবান।
নির্ম্মাণ করিয়া নারী, উমার সমান॥
"ঘরে নিয়ে যাও" বোলে, দিলেন দুজনে
নারী লোয়ে উভয়েতে, যায় হৃষ্টমনে॥
যেতে যেতে পথে রামা, সহাস্যবয়ানে।
সমান কটাক্ষ করে, দুজনের পানে॥
উভয়েই মনে মনে, ভাবিছে এমন।
আমাতেই মজিয়াছে, রমণীর মন॥
না হবে এমন যদি, না হবে এমন।
আমা-পানে চেয়ে কেন, ঠারিবে নয়ন?॥

আমি হই রূপবান, তাহে অতিকৃতী।
প্রকৃতির গুণে হবে, আমারি প্রকৃতি॥
রূপে-গুণে, ও কিছু, আমার মত নয়।
রমণীর ওতে কেন, হইবে প্রণয়?॥
আমিই করিব ভোগ, ঘরে আগে যাই।
ফাঁকি দিয়ে, ওরে দিব, ভস্ম আর ছাই॥
চলিতেছে করিয়া, এরূপ আন্দোলন।
মাজ্‌খানে রামা চলে, দুপাশে দুজন॥
ক্রমেতে কামিনী আরো, কপটতা করে।
উভয়ের জ্ঞান হরে, নয়নের শরে॥
একজনে দৃষ্টি করি, এক এক বার।
হেসে হেসে গায়ে গিয়ে, ঢোলে পড়ে তার॥
যখন যেদিগে ঢলে, তার মনে তোষ।
তা দেখিয়া অপরের, মনে হয় রোষ॥
বাড়াবাড়ি হোয়ে ক্রমে, ধৈর্য্য নাই আর।
এ বলে আমার ধন, ও বলে আমার॥
এক গাভী দুই ষাঁড়, বিরাজিত যথা।
এইরূপ হুড়াহুড়ি, গুঁতোগুঁতি তথা॥
জগতে অনর্থকরী, শুধুমাত্র নারী।
হায়রে "অনঙ্গ" তোরে, যাই বলিহারি।
ভঙ্গি ভাব হোতে হোতে এরূপ প্রকার॥
বাড়িল দোঁহার মনে, বিষম-বিকার॥
"সুন্দ" বলে, প্রিয়ে কেন, ওর্ কাছে যাও?।
আমার নিকটে থাকো, মাথা খাও খাও॥
সুপুরুষ নহে ওটা, আমার মতন।
পেট্ মোটা বুদ্ধি মোটা, চটা চটা মন॥
কাক-সম কটুভাষি, মিষ্ট নয় বাক।
ওই দেখ, বোজা-চোক্, খাঁদা খাঁদা নাক॥
গড়ন্ গাড়ন্ দেখ, মন্দ অতিশয়।
চলন্ বলন্ ওর্, কিছু ভাল নয়॥
যেরূপ দেখিছ ধনি, আকার প্রকার।
ভিতরে দেখিতে পাবে, সেরূপ ব্যাপার॥
হোক্ হোক্ হোলো, হোলো,
হোলো যেন তাই।
অতিশয় অরসিক, রস-বোধ নাই॥
যণ্ডা হোয়ে চিরকাল, ফেরে দেশে দেশে।
পীরিৎ করেনি কভু, বাপের বয়সে॥
কিসে তুমি প্রেম পাবে, প্রেম নাই যাতে?।
মারা যায় শালগ্রাম, রাখালের হাতে॥
ভ্রমর বিহনে প্রিয়ে, সুখ কোথা ঘটে?।
নলিনী কি প্রেম পায়, ভেকের নিকটে?॥
রাখিব মাথায় তুলে, কোথাও না যাবে।
আমার প্রেয়সী হোলে, কত সুখ পাবে॥
আগা-গোড়া সাজাইব, বত্ন অলঙ্কারে।
যোগি-ঋষি মূর্চ্ছ যাবে, হেরিলে তোমারে॥
যখন যা ইচ্ছা হবে, দিব আমি তাই।
ত্রিভুবনে আমার অসাধ্য কিছু নাই॥
ওর্‌পানে আর তুমি চেও না চেও না।
ওর্‌দিগে আর ধনি, ধেও না ধেও না॥
চরণ-কোমল তব, সুললিত কায়।
আহা মরি হেঁটে যেতে, বাজিতেছে পায়॥
চোলে যেতে গোলে যাও, ননির পুতুলি।
এসো এসো এসো প্রিয়ে, কাঁদে আমি তুলি॥
চরণের পানে ধনি, চাহিয়া তোমার।
হৃদয়েতে শেল যেন, ফুটিছে আমার॥
"উপসুন্দ" কহে প্রিয়ে, কি কহিব আর।
এজগতে কেহ নাই, সমান আমার॥
রূপে গুণে আমার মতন, আর নাই।
যেখানে সেখানে, চলে, আমার দোহাই॥
যখন যা মনে করি, তা করিতে পারি।
স্বর্গের দেবতা যত, সদা আজ্ঞাকারি॥
এখান দেখাব হোয়ে, রাজ্য অভিষেক।
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, করিব সব এক্॥
সাক্ষী তার দেখিলে তো, তোমারি শঙ্কর।
আমারেই আগে ডেকে দিয়েছেন বর॥
আমারি তপস্যা বলে, সদয় গোসাই।
একবারো ওর্ সঙ্গে, কথা কন নাই॥
ওর্ কথা কাণ পেতে, শুন না শুন না।
মানুষ বলিয়া ওরে, গুণ না গুণ না॥
একে তো কুরূপ, তায়, অতি কটুভাষা।
অরসিক, অপ্রেমিক, চাসা ওটা চাসা॥
"কাপুরুষ" এর্ কাছে, ছাই নয় ছাই।
পুরুষার্থ নাই, ওর্, পুরুষার্থ নাই।
কেন ওর জন্ম-দান, করেছেন পিতে?।

লজ্জা হয় "ভাই" বোলে, পরিচয় দিতে ॥
গুণ নাই, জ্ঞান নাই, অতিশয় হীন্।
বাহুবলে যদি, জোঝে, তাতে হবে ক্ষীণ ॥
ওতে মোতে ভেদাভেদ, হাতি আর মশা।
না হোলে আমার ভাই, কি হইত দশা ? ॥
অহঙ্কার করিতেছে, ও আমার দাদা।
ছোটো হোলে, ঘোড়া আমি,
ও হইবে গাদা ॥
নিজ-মুখে নিজগুণ, বলা ভাল নয়।
নিজ-গুণ প্রকাশিলে, অহঙ্কারী কয় ॥
যে হয় ব্যথার ব্যথী, তারে বলা চাই।
তোমারে সকল কথা, কহিলাম তাই ॥
বস্তু আর কিছু নাই, তোমার মতন।
অতুল অমূল তুমি, রমণী রতন ॥
প্রকাশ, যা, করিলাম, নিজ-পরিচয়।
মিছে কিছু নয়, এর্, মিছে কিছু নয় ॥
বিশ্বাস না হয় যদি, বিশ্বাস না হয়।
শপথ করিলে পরে, ঘুচিবে সংশয় ॥
এখনি প্রত্যয় হবে, সন্দেহ না রবে।
তোমারি চরণ ছুঁয়ে, বলি আমি তবে ॥
রতিরস-রঙ্গ আমি, ইচ্ছা যদি করি।
স্বর্গ ছেড়ে ছুটে এসে, স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
যদ্যপি জানিতে পারে, আমি অনুরত।
এখনি আসিয়া রতি, হয় পদানত ॥
গভীর স্বভাব ধরি, এলোমেলো নই।
প্রায় আমি একরূপ, জিতেন্দ্রিয় হই ॥
আমার ইন্দ্রিয় কভু, বিচলিত নয়।
এই হেতু যারে তারে, ইচ্ছা নাহি হয় ॥
হাড়ি নই, মুচি নই, আমি অতি শুচি।
এঁটো খেতে, কোনোমতে, নাহি হয় রুচি ॥
প্রাণপ্রিয়ে এঁটোকরা, তারা সমুদয়।
পরবধূ মধুপানে, প্রবৃত্তি কি হয় ? ॥
তবে যে তোমার প্রেমে, মজিয়াছে মন।
ইহার ভিতরে আছে, বিশেষ কারণ ॥
রমণী রতন হেন, কোথা আর পাই।
তোমার তুলনা তুমি, তুল্য আর নাই ॥
শিবের সর্ব্বস্বধন, শিবা তুমি হও।
সদাকাল সুপবিত্র, এঁটো কভু নও ॥
আমিও সাক্ষাৎ সেই, শিবের সমান।
সদানন্দ সমভাব, মান অপমান ॥
অন্তর বাহির সদ, সমান আমার।
মনে নাই অভিমান, নাহি অহঙ্কার ॥
আমায় 'আমার' বোলে, যে করে ব্যাভার।
প্রাণ দিয়ে, আমি গিয়ে, কেনা হই তার ॥
প্রেমিক কেমন আমি, পুরুষ কেমন ?।
দেখিবে তখন প্রিয়ে, দেখিবে তখন ॥
তোমার আমায় হবে, মিলন এমন।
পুরঞ্জন *পুরঞ্জনী†, অভেদ যেমন ॥
পুরুষ, প্রকৃতি, হব, এরূপ প্রকার।
"তুমি" আমি, ভেদ মাত্র, না রহিবে আর ॥
তোমার নিকটে পাব, প্রণয়ের সুখ।
একেবারে দূর হবে, সমুদয় দুখ ॥
চড়িবে না কারো মনে, কোনোরূপ দাগ।
হইবে না কারো সহ, প্রণয়ের ভাগ ॥
রাগারাগি দাগাদাগি, ভাগাভাগি, যাবে।
একেশ্বরী হোয়ে তুমি, কত সুখ পাবে ॥
মারামাড়ি, কাড়াকাড়ি, ছাড়াছাড়ি নাই।
বিচ্ছেদ পাবে না কাছে, বসতির ঠাঁই ॥
বহিতে হবে না শিরে, কলঙ্কের ডালা।
কখনো হবে না ভোগ, বিরহের জ্বালা ॥
ডাকিতে হবে না আর, 'তুমি' 'আমি' বোলে।
দুজনার প্রেম-রসে, দোঁহে যাব গোলে ॥
একের জীবনে রবে, দোঁহার জীবন।
একের মরণে হবে, দোঁহার মরণ ॥
একধ্যান, এক জ্ঞান, সকলি সমান।
দুয়ে এক, একে দুই, এক মন, প্রাণ ॥
উভয়েরি লাভ হবে, মনের মতন।
তাই আমি করিতেছি, তোমায় যতন ॥
ওর্ সহ, প্রেমালাপ, তোমার কি খাটে ?।
ভূতে কি বসিতে পারে, দেবতার পাটে ? ॥

* পুরঞ্জন।—জীব।

† পুরঞ্জনী।—সাত্ত্বিকী-বুদ্ধি।

পশুপতি প্রিয়া তুমি, শৃগাল, ও হয়।
ও, তোমার পদধূলি, তুল্য নয় নয়॥
"সুন্দ" বলে "উপসুন্দ" ওরে দুরাচার।
তোর্ মত কুলাঙ্গার, নাহি দেখি আর॥
বোয়েগেলি, হোয়ে তুই, ক্ষত্রিয় সন্তান।
লঘু গুরু, বোধ নাই, এমনি অজ্ঞান॥
আমি তোর জ্যেষ্ঠ হই, মিছে কিছু নয়।
"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-সম-পিতা" শাস্ত্রে এই কয়॥
কারে কি বলিতে হয়, হোলো না গোচর।
এত দূর অহঙ্কার আমার উপর?॥
ছোটো হোয়ে বড়রে, কি, বড় কথা কয়?
ওরে তোর্ অহঙ্কার, ভাল নয় নয়॥
সেই কথা কোস্ যাহে, মর্ম্মভেদ হয়।
অধর্ম্ম করিলে পরে, ধর্ম্মে নাহি সয়॥
আমি যদি রাগ করি, আপন প্রভাবে।
সাঁপ দিলে একেবারে, ছারেখারে যাবে॥
সুপাদ্ সম্পর্ক ছেড়ে, কথা জোর জোর।
"এই নারী মাতৃসম", "বড় ভাজ্" তোর॥
এখনি জননী বোলে, কর্ কর্ গড়্।
কোরেছিস্ অপরাধ পায়ে পড়্ পড়্॥
নতুবা, এ পাপে তোর, নিস্তার-তো নাই।
স্নেহ কোরে কথা কই, বোলে ছোটো ভাই॥
"প্রেয়সি : এ, উপসুন্দ, "দেওর" তোমার।
এর্ প্রতি, পুত্রবৎ, কর ব্যবহার॥
ধরেছে বিরূপ-ভাব, অজ্ঞান হইয়া।
অপরাধ, ক্ষমা কর, বালক বলিয়া॥
পড়িবে প্রণত হোয়ে, চরণে তোমার।
এ প্রকার পাপ কথা, কহিবে না আর॥
"উপসুন্দ" কহিতেছে, জোরে ছেড়ে গলা।
"কাগী বগী" ভস্ম নয়, সাঁপ দেবে কলা?॥
বড় ভাই বটে তুমি, সংশয় কি তার।
ব্যবহার কই দাদা, সেরূপ প্রকার?॥
ভেবে দেখ, এখনি যে, কথাগুলি কোলে।
ঠিক্ যেন "চাট্‌গেঁয়ে" "বড় ভাই" হোলে॥
এ রাগ কখনো কারো, নাহি যায় মোলে।
সহ্য আমি করিলাম, "বড় ভাই" বোলে॥
এখন আপনি রাখ, আপনার মান।
কর্ম্ম-দোষে কেন আর, হও অপমান?॥
ধর্ম্মমতে "ভাদ্রবধূ" এ "নারী" তোমার।
ছুঁও না ছুঁও না, এরে, ছুঁও না কো আর॥
কাছ থেকে সোরে যাও, সোরে যাও আগে।
কি জানি হঠাৎ পাছে, গায়ে গায়ে লাগে॥
"ভাদ্রবউ" পরশেতে, ঘোরতর পাপ।
কিছুতেই, নাহি ঘোচে, নরকের তাপ॥
পই পই বলিতেছি, হও সাবধান।
এর্ প্রতি দৃষ্টি কর, কন্যার সমান॥
"প্রাণপ্রিয়ে" ইনি হন্, "ভাসুর" তোমার।
মাথার আঁচল তুমি, খুলো না কো আর॥
দূরহোতে "গড়" করি, পূজিয়া চরণ।
মনে মনে, ভক্তি কর, পিতার মতন॥
কুহকী কামিনী ধনি, কুহক করিয়া।
কহিছেন, উভয়েরে, হাসিয়া, হাসিয়া॥
মনে যত সাধ আছে, করিবে বিহার।
আমিই তোমার, নাথ, আমিই তোমার॥
এদিগেতে দুই ভাই, রেগে হয় খুন।
ধুঁয়ে ধুঁয়ে, পুড়িতেছে, তুঁষের আগুণ॥
এ, বলে, আমার নারী, ও, বলে, আমার।
না পায় মধ্যস্থ পথে, কে করে বিচার॥
এমন সময় প্রভু, দেব-পঞ্চানন।
প্রাচীন ব্রাহ্মণরূপ, করিয়া ধারণ॥
কোমর পড়েছে নুয়ে, কাঁপিতেছে ঘাড়।
ঝুলেছে সকল মাস, দেখা যায় হাড়॥
কাণ দুটি কালা কালা, পাকিয়াছে কেশ।
মলিন-বসন-পরা, ভিখারির বেশ॥
চোখে ঠুলি, কাঁকে ঝুলি, গালে ঝরে রস্।
ঠেঙা হাতে, যান, পথে, ঠেঙস্ ঠেঙস্॥
দূরে হোতে দেখে তাঁরে, দুজনেই কয়।
এদিগেতে আসুন, ঠাকুর মহাশয়॥
হাত্ নেড়ে ডাকিতেছে, এসো এসো বোলে।
ঠাকুর, ও, ঠাকুর যেও না কো চোলে॥
ছলনা করিয়া প্রভু, আরো হন কালা।
দোঁহে বলে, আরে মোলো, একি হলো জ্বালা?
চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে, তখনি ধরিল।
ব্রাহ্মণ মেলিয়া আঁখি, পিছুরে উঠিল॥

কাঁপিতে কাঁপিতে, বুড়ো, কহিছে তখন।
কে বাপু, কে বাপু বল, তোমরা দুজন ?॥
মনে করি, হবে বুঝি, রাজার নন্দন।
সঙ্গেতে রূপসী রামা, উমার মতন॥
কাণে কিছু খাটো খাটো, শুনিতে না পাই।
বল বাবা, কি বলিবে, শুনি আমি তাই॥
এই দেখ, বাপু আমি, দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
চলিয়াছি, নগরেতে, ভিক্ষার কারণ॥
একে তো প্রাচীন দীন, তাহাতে অচল।
প্রতিদিন নাহি জোড়ে, অন্ন আর জল॥
ঝুলি এই, খালি দেখ, কড়া-কড়ি নাই।
পরিয়াছি ছেঁড়া ধুতি, নূতন না পাই॥
তোমাদের দেখে বাপু, ভয়ে ভয়ে মরি।
আমায় বোলো না কিছু আশীর্ব্বাদ করি॥
হরিবোল্, হরিবোল্, হরেরাম হরে।
দুখিনী ব্রাহ্মণী বুড়ী, একা আছে ঘরে॥
কাল্ রেতে দুজনেতে, আছি অনাহারে।
আজ গিয়ে কতক্ষণে, খেতে দিব তারে॥
দুঃখ নাই, অনাহারে, আমি মোরে গেলে।
ত্রিভুবন শূন্য দেখি, ব্রাহ্মণী, না খেলে॥
গৃহস্থের বাড়ী গেলে, কিছু দিতে পারে।
রাম রাম, হরে হরে, শ্রীহরে, মুরারে॥
প্রণাম করিয়া দৈত্য, দুজনেই কয়।
প্রাচীন ব্রাহ্মণ তুমি, কিছু নাই ভয়॥
আমাদের বিচার, করিয়া সমাপন।
যেখানেতে, ইচ্ছা হয়, করুন্ গমন॥
দেখন্ রমণী এই, সুরূপসী-ধন।
আমাদের দিয়েছেন, দেব ত্রিলোচন॥
আমরা পুরুষ দুই, নারী একাকিনী।
আমাদের মাঝে হবে, কার বিলাসিনী ?॥
ব্রাহ্মণ, কহেন বাপু, সংশয় কি আর।
এখনি করিয়া দিই, অতি সুবিচার॥

যেখানে আছেন যত, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
জ্ঞানবলে, তাঁহারাই, পূজনীয় হন॥
বাহুবলে করিয়া, অবনী অধিকার।
বলবান ক্ষত্রি হন, পূজ্য সবাকার॥
গৃহ-ভরা ধন, ধান, ব্যবসায় রয়।
এরূপ হইলে বৈশ্য, পূজনীয় হয়॥
নিয়ত ব্রাহ্মণ-সেবা, ভক্তি অনুসারে।
"সাধু শূদ্র" বোলে সবে, মান্য করে তারে॥
তোমরা ক্ষত্রিয় জাতি, অতি বলবান।
অতএব যুদ্ধ করা বিহিত-বিধান॥
রীতিমত রণ করি, জয় হবে যার।
চিরসুখে এই নারী, ভোগ্যা হবে তার॥
তখন প্রফুল্ল হোয়ে, কহে পরস্পরে।
পণ্ডিত না হোলে পরে, বিচার কে করে ?॥
কোমর বাঁধিয়া শেষ, উঠিল দুজনে।
মার মার শব্দ করি, প্রবেশিল রণে॥

সুন্দ আস্ফালন পূর্ব্বক কহিতেছে।

আর কেন মত্ত হোস্ রূপবতী হেরে ?।
মর্ মর্, হতোভাগা, কেরে ? তুই কেরে ?॥
সমরেতে এখনিই ; যাবি শেষ হেরে।
দেব দেব, দেব তোরে একেবারে সেরে॥
মরণ নিকট তোর, রহিয়াছে ঘেরে।
পড়িবি কালের হাতে, পলাতে না পেরে॥
পায়ে ধোরে এই নারী, আমারেই দেরে।
বিষয় বিভব যত, তুই গিয়ে নেরে॥
ফের যদি কথা কোস্, আঁখি ঠেরে ঠেরে।
পাঠাইব, যমালয়, এক্ চড়্ মেরে॥
কোন্ মুখে ; কুলাঙ্গার, নিতে চাস্ এরে ?
মর মর্ হতভাগা, কেরে ? তুই কেরে ?॥

উপসুন্দ ক্রোধভরে বাহুবিস্তার পূর্ব্বক উত্তর করিতেছে।

মুকুরেতে মুখ দেখ, কালামুখো কালা।
বচনে করিস্ কেন, মিছে ঝালাপালা ?॥
আমারে দিলেন শিব নারী কণ্ঠমালা।
তুই তার পতি হবি, এ যে, ঘোর জ্বালা॥
ভাল চাস, প্রাণ নিয়ে, পালা, পালা।
নহে তোর, দেহ চিরে, করি ফালা ফালা॥
তুই নিবি, প্রিয়তমা, এ রূপসী বালা।
নে, তবে, কেমনে, নিবি, আয়্ দেখি শা-লা

এইরূপ গুঁতোগুঁতি, হাতাহাতি কোরে। সেখানেতে যুদ্ধ করা, যুক্তি কভু নয়॥
মুখ্ ফুটে রক্ত-উঠে, গেল দোঁহে মোরে॥ দুই রাজা পরস্পর, হোলে একমত।
তাই বলি. যেখানেতে, তুল্য বল হয়। সেখানেতে সন্ধি হোলে, সুখ তায় কত॥

এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া ময়ূররাজ কহিলেন। আপনারা পূর্ব্বে আমাকে একথা কেন বিশেষ করিয়া কহেন নাই? তাহা হইলে আমি এবম্প্রকার কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সমর-সজ্জা করিয়া কখনই আগমন করিতাম না, অনর্থক অর্থনাশ, সৈন্যনাশ এবং সুহৃৎনাশে মনস্তাপ ভোগ করিতে হইত না।

মন্ত্রী কহিতেছেন। আপনি তো তৎকালে আমার কথায় কর্ণপাত করেন নাই, আমি সমস্ত বিষয় নিবেদন করিতেছিলাম, তাহাতে শেষ-পর্যন্ত না শুনিয়া আমার উপর বিরক্ত হইলেন, আমি এই যুদ্ধ-কার্য্যে সম্মত হই নাই, বারম্বার কেবল নিষেধ করিয়াছি।—কারণ আমি বিশিষ্ট রূপেই অবগত আছি, হংসরাজ অতি প্রধান, অতি মহৎ এবং সর্ব্বগুণশালী, এজন্য তাঁহার সহিত কলহ করিয়া বিগ্রহ করা কোনমতেই কর্ত্তব্য হয় না। হে ভূপাল! নীতিজ্ঞ মহাত্মারা এরূপ কহেন, যে যেব্যক্তি সত্যবাদী, তাঁহার সহিত কখনই যুদ্ধ করিবে না, প্রণয়ভাবে সন্ধি করিতে হইবে, কেন না সত্যবাদি-লোক শুদ্ধ সত্য-পালন করিয়া থাকেন, প্রাণান্তেও মিথ্যার বাতাস স্পর্শ করেন না, সুতরাং এতদ্রূপ সতের সহিত বিবাদ করাই অসতের কর্ম্ম।—যে ব্যক্তি পূজ্য, সকলেই তাঁহার পূজা করিয়া থাকে, এমত পূজ্য ব্যক্তিকে অপূজ্য করিয়া তাঁহার সহিত অপ্রণয় করিবেন ভগবান কখনই সহ্য করেন না। যে পূজ্য তাহার পূজা করিতেই হইবে—যে রাজা ধর্ম্মশীল, তিনি প্রাণান্তেও রাজধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিয়া অন্যায় কার্য্য করেন না, প্রজাবৎসল হইয়া অতি সুনিয়মে শাসন এবং পালন করেন, ইহাতে প্রজারাও কৃতজ্ঞতাধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যথার্থরূপ রাজানুগত্য ব্যবহার দ্বারা সেই রাজার এবং রাজ্যের মঙ্গলার্থ ধন, প্রাণ যথাসর্ব্বস্বই সমর্পণ করেন, ধার্ম্মিক রাজার প্রজা এবং সৈন্য সকল কখনই অবাধ্য হইয়া বিদ্রোহি হয় না, এই প্রযুক্ত উক্ত ধর্ম্মিষ্ঠ রাজার সহিত কলহ না করিয়া সদ্ভাব করাই বিধেয়, -যে রাজার প্রজা ও সৈন্য সকল রাজভক্ত, সেই রাজার শত্রুর নিকট ভয় মাত্রই নাই। রাজা স্বয়ং সুধার্ম্মিক হইয়া প্রজাপুঞ্জের স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম সমানরূপে প্রতিপালন করিলে তাঁহার আর বিপদ্ হয় না।—যে সময়ে ঘোরতর বিপদ অর্থাৎ মৃত্যু সম্ভাবনা এমত বোধ হইবে, সেই সময়ে নীচ-ব্যক্তির সঙ্গেও সন্ধি করিবে, সদ্ভাব দ্বারা তাহাকে আত্মীয় করিয়া রাখিতে হইবেক, তদ্ভিন্ন তাহার সহিত অন্য প্রকার ব্যবহার করা উচিত হয় না, কেন না তদ্দারা অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট লাভের উপায় মাত্রই নাই। -যে রাজা ভ্রাতৃ ও বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত, তাঁহার সহিত অগ্রেই সন্ধি করিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গে বিরোধ করা আর আপদকে আকর্ষণ করা এই দুই তুল্য জানিবেন,—যে বংশ ঘোর-ঘন-নিবিড়-কণ্টকে আবৃত্ত থাকে, তাহার কাঁটা সমগ্রে দূর করিতে না পারিলে যেমন সেই বাঁশকে কখনই ছেদন করা যাইতে পারে না, সেইরূপ ঐ ভ্রাতা জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং বন্ধুবিশিষ্ট রাজার ঐ সমস্ত ভাই, বন্ধু, জ্ঞাতি, কুটুম্বাদিকে অগ্রে বিনষ্ট করিতে না পারিলে তো তাঁহাকে সংহার করণের সম্ভাবনাই নাই।

যে রাজা বলবান, অতি যত্ন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য করিবে, বলির প্রতি বল প্রকাশ করিলে আপনাকে আপনিই বলি হইতে হয়, বলবানের সহিত যুদ্ধ, ইহার নিদর্শন

প্রদর্শন হয় না, দেখুন্ মেঘ সকল কখনই বিলোম-বায়ুতে গতি করে না।—আর যে রাজা বহু-যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, তিনি পরশুরামের ন্যায় বিশ্বমান্য হইয়া এক স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত স্থানের সমস্ত সম্পত্তিই সমূহ-সুখে-সম্ভোগ করিয়া থাকেন. অতএব তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করা সর্ব্বাগ্রেই প্রার্থনীয়, কারণ ঐ বহুযুদ্ধ-জেতার সহিত প্রণয় হইলে বিপক্ষ সকলে ভয়ে ভয়ে শীঘ্রই আসিয়া বশীভূত হয়।

হে রাজন্! এই সপ্তবিধ লোকের সহিত সন্ধি করা সর্ব্বথাই রাজনীতি-সম্মত।

সর্ব্বজ্ঞ চক্রবাক মন্ত্রী কহিলেন। ওহে দূত! তুমি পুনর্ব্বার সর্ব্বত্রই গমন করিয়া সমুদয় অনুসন্ধান লইয়া শীঘ্রই আগমন কর।

রাজহংস কহিলেন। হে সুহৃৎ! কত প্রকার লোকের সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য হয় না তাহা অবগত হইতে অভিলাষ করি।

চক্রবাক কহিতেছেন। বালক ১। বৃদ্ধ ২। চিররোগী ৩। জ্ঞাতিবহিষ্কৃত ৪। ভীত ৫। ভীরু-সৈন্যবিশিষ্ট ৬। লোভী ৭। লুব্ধ-সংসর্গাধীন-পুরুষ ৮। বিরক্তস্বভাব ৯। বিশেষরূপ-বিষয়াসক্ত ১০। অনবস্থিত ১১। দেব-দ্বিজ নিন্দক ১২। দৈবোপহত ১৩। দৈব-পরায়ণ ১৪। দুর্ভিক্ষরূপ বিপদাকুল ১৫। ব্যবসনীসৈন্যযুক্ত ১৬। বিদেশস্থ ১৭। বিবিধ বৈরি বিশিষ্ট ১৮। অকালযোদ্ধা ১৯। এবং সত্যধর্ম্মচ্যুত ২০। এই বিংশতি-প্রকার লোকের সহিত সন্ধি করা উচিত নহে, কারণ ইহারা অসন্ধেয়।—ইহারদিগের সঙ্গে কেবল যুদ্ধ করিতেই হইবে। যেহেতু ইহারা অসমর্থ-প্রযুক্ত যুদ্ধে পরাজয় হইয়া শীঘ্রই শত্রুর অধীনতা স্বীকার করে।

বয়োধর্ম্ম-প্রযুক্ত দুর্ব্বলতা-জন্য বালক যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে না, কেন না, শিশু যুদ্ধাযুদ্ধের ফল বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না—বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রায় চিররোগী হয়, একারণ উৎসাহ, সাহস এবং সামর্থ্যশূন্যজন্য ভয়ে আপনিই পরাজয় হয়।

জাতি এবং জ্ঞাতির সহিত যাহার বিরোধ, সে ব্যক্তি পরাভবের পদতলেই পতিত রহিয়াছে, সেই সকল জ্ঞাতি কুটুম্বেরাই প্রতিকূল হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করে।

ভীরু ব্যক্তি স্বকীয় স্বভাব-ধর্ম্মে সমরে বিরত হইয়া আপনিই দুর্ব্বল ও পরাজয় হয়। আর ভীরু-সৈন্যের অধিপতি রাজাও সৈন্যের দোষে ঐ প্রকারে অবসন্ন হইয়া থাকেন।

লোভি রাজা সমীপস্থ সমস্ত সম্পত্তি স্বয়ং সংগ্রহ করেন. এজন্য তাহার অনুচরগণ অত্যন্ত অবাধ্য হইয়া যুদ্ধে অনুরাগ প্রকাশ করে না, এবং যে রাজার অধীনে লোভশীল-মনুষ্য থাকে সেই লুব্ধ-দাস বিপক্ষ-কর্ত্তৃক স্বর্ণাদি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া অনায়াসেই স্বীয় স্বামিকে সংহার করিতে পারে, অতএব, এই দুইজন সহজেই পরাভব হয়।

যে ব্যক্তি স্বভাবত বিরক্ত, তাহার সৈন্য সামন্ত কেহই রাজভক্ত ও অনুরক্ত হয় না, অনর্থক বাক্ কলহ সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে সমর সময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করেন।

বিশেষরূপ বিষয়াসক্ত-ব্যক্তিকে অনায়াসেই অধীনতাপাশে বদ্ধ করা যায়। আর যে রাজা অনবস্থিত অর্থাৎ সমরসমাজে স্বয়ং সমাগত না হয়েন, মন্ত্রিগণ তাঁহার সহিত মন্ত্রণাদি কোনোরূপ কার্য্যের সম্বন্ধ-গন্ধ রাখেন না।

যে রাজা এমত বিবেচনা করেন, যে, সম্পদ এবং বিপদ, এই উভয়ের কারণ মাত্রই কেবল এক দৈব, তিনি দৈবপরায়ণ হইয়া দৈবের উপর নির্ভর পূর্ব্বক সমস্ত বিষয়ে চেষ্টাশূন্য হওয়াতে আপনাকে আপনিই বিনষ্ট করেন।

দুর্ভিক্ষরূপ বিপদ্যাকুল-রাজা খাদ্যাদি বহুবিধ বস্তু-বিরহে আপনিই অবসন্ন হয়েন।—আর ব্যসনি-সৈন্য-সমভিব্যাহারি-ভূপতির ব্যূহরচনাদি অতি কর্ত্তব্য-কার্য্য সকল সম্পন্ন হয় না, একারণ তাঁহাকে পরাক্রমের অধীন করিতে অধিক আয়াস প্রকাশ করিতে হয় না।

দেবতা ব্রাহ্মণের দ্বেষি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিহীন এবং দৈবোপহত ব্যক্তিরা পাপপ্রযুক্ত আপনারাই কাতর ও ব্যাকুল হইতে থাকে।

যেমন জল-মধ্যে অতি-বৃহৎ হস্তিকেও ক্ষুদ্র এক কুম্ভীরে ধৃত করিতে পারে, সেইরূপ স্বদেশবাসী এক দুর্ব্বল রাজা অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যের সহায়তাক্রমে বিদেশস্থ এক মহাবল মহীপালকে স্বল্প-সাধ্যেই সংহার করিতে পারেন।

যে রাজার বহু শত্রু, তিনি চতুর্দ্দিগ্ হইতেই বিপদজালে আচ্ছন্ন হইতে থাকেন, যেমন শ্যেন-পক্ষির মধ্যস্থিত কপোতগণ ভীত হইয়া যে পথে গমন করে, সেই পথেই মারা পড়ে, সেই প্রকার ইনি শত্রু-ষড়জালে আচ্ছন্ন হইয়া সকল দিগ্ হইতেই বিনষ্ট হয়েন।

যে রাজা "অকালযোদ্ধা" তাঁহার পক্ষে কিছুতেই মঙ্গল নাই, যেমন কৈশিক অর্থাৎ কাকাডিম্ববৎ জ্যোৎস্নাময়ী-রজনীর মধ্যভাগে কাক সকল দৃষ্টিদোষে পেচক-কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ অকালযোদ্ধা রাজা কালযোদ্ধা রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবিলম্বেই ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, অপিচ যে রাজা সত্যধর্ম্মচ্যুত, তাহার তো আর কোনো কথাই নাই, সে মনুষ্যই নহে, তাহার সহিত কখনই সন্ধি করিবে না, কেন না অসত্যপরায়ণ অসচ্চরিত্র ব্যক্তি নিয়তই মিথ্যার মোহে মুগ্ধ, ইহাতে সত্য এবং প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ থাকিতে না পারিয়া অতি শীঘ্রই সন্ধির সূত্র সংচ্ছেদন করে।

হে ধর্ম্মাবতার! আরো নিবেদন করি, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশয়, এবং দ্বৈধীভাব, এই ছয় প্রকার গুণ কর্ম্মারম্ভের উপায়রূপে নির্ণীত আছে। যথা।

"সন্ধি" অর্থাৎ পরস্পর বিরোধ না করিয়া মিলন ও একতা পূর্ব্বক প্রণয় ভাবে অবস্থান।

"বিগ্রহ" অর্থাৎ পরদেশ-দাহকরণ এবং অত্যাচার পূর্ব্বক লুণ্ঠনাদি, এবং পরস্পর বিরোধ ও যুদ্ধ।—"যান" অর্থাৎ বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা।

"আসন" অর্থাৎ বিগ্রহাদি বিদ্রোহিতার নিবৃত্তির অবস্থা। অপিচ আমি এইক্ষণে যুদ্ধ করিতে পারিব না, ইত্যাদিছলে সেনা এবং দুর্গাদি বৃদ্ধিকরণ।

"সংশ্রয়" অর্থাৎ বলবান শত্রুর শাসনে অক্ষম হইয়া অপর এক ধার্ম্মিক রাজার আশ্রয় গ্রহণ, অথবা সেবা কিম্বা ধনাদি দানদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বলিষ্ঠ বিপক্ষের আশ্রিত হইয়া অবস্থান করণ।

"দ্বৈধীভাব" অর্থাৎ একের সহিত সদ্ভাব পূর্ব্বক অপরের সহিত বিবাদ।—

মহারাজ, মন্ত্রণা পাঁচ প্রকার। যথা।

পুরুষার্থ। দ্রব্যসম্পত্তি। দেশকাল বিবেচনা। বৈরিমর্দ্দনের প্রতীকার এবং কর্ম্মসিদ্ধি।

"পুরুষার্থ" বীরত্ব প্রকাশ এবং মনোরথ পূর্ণ করণের মন্ত্রণা।

"দ্রব্যসম্পত্তি"—দ্রব্যাদির সঞ্চয় করণ।

"দেশ-কাল-বিবেচনা" দেশকাল বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য সাধন।

"বৈরিমর্দ্দনের প্রতীকার" শত্রু শাসনের উপায় নিরূপণ।

"কর্ম্মসিদ্ধি" যাহাতে কর্ম্মসিদ্ধি হয় এমত পরামর্শ।

উপায় চারিপ্রকার। যথা—সাম, দান, ভেদ, এবং দণ্ড।—

"সাম" প্রিয়বাক্য এবং আত্মীয়তা দ্বারা ক্রোধ নিবারণ পূর্ব্বক শমতা করিয়া প্রণয় স্থাপন।

হে রাজন্! শত্রু ধার্ম্মিক এবং আপনার ন্যায় তুল্য পরাক্রান্ত হইলেই 'সাম" উপায়ের দ্বারা তাহার সহিত প্রণয় করিতে হইবে, অন্যের সহিত নহে।

"দান" পরস্পর বিরোধের পর যদি শমতা না হয়, তবে যৎকিঞ্চিৎ বস্ত-দান দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন। যে বিপক্ষ অধিক বলশালী অথচ লোভী, শুদ্ধ সেই শত্রুর প্রতি "দান" উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

"ভেদ" সুকৌশলে বিপক্ষের গৃহবিচ্ছেদ করিয়া দিয়া তৎপক্ষীয় ব্যক্তি বিশেষকে স্বপক্ষ করণ। যে শত্রু অত্যন্ত বলবান অথচ অলোভী, "সুহৃদ্ভেদ" রূপ উপায় দ্বারাই শুদ্ধ তাহাকে পরাজয় করা কর্ত্তব্য।

"দণ্ড" যুদ্ধ দ্বারা শত্রু-শাসন। যে স্থলে উক্ত তিন প্রকার উপায় অসিদ্ধ হয়, সে স্থলে এমত উপায়ে সংগ্রাম করা উচিত, যাহাতে বিপক্ষ ব্যক্তি বিশিষ্টরূপেই সুশাসিত হয়।

হে ভূপ! যে বিপক্ষ রাজা পাপকারি, দুরাচারি, সর্ব্বভূতের উদ্বেগকারি অধার্ম্মিক, কেবল সেই ব্যক্তিই দণ্ডের যোগ্য, "দণ্ডরূপ" উপায় দ্বারা তাহাকেই শাসন করিতে হইবে।

শক্তি তিন প্রকার। যথা। উৎসাহশক্তি, মন্ত্রণাশক্তি এবং প্রভাবশক্তি।

"উৎসাহশক্তি" আপন উৎসাহে প্রভুত্ব প্রকাশ।

"মন্ত্রণাশক্তি"—সন্ধি প্রভৃতি কার্য্যে যথা স্থান ও নিয়মাদি নির্দ্দেশ।

"প্রভাবশক্তি" কোষ, দণ্ড, এবং প্রভুত্বাদি।

বর্গ আট প্রকার। কৃষক ১। বণিক ২। পথ ৩। দুর্গ ৪। সেতু ৫। হাস্ত ও অশ্বশালা ৬। খননযন্ত্র ও অস্ত্রাদি ৭। এবং শিবির ৮।

ইহার অন্তর্গত তিনবর্গ। ক্ষয় ১। স্থান ২। বৃদ্ধি ৩।—উক্ত অষ্ট বর্গের হানির নাম "ক্ষয়" উপচয়ের নাম "বৃদ্ধি" এবং যাহাতে হানি অথবা বৃদ্ধি না হয়, তাহার নাম "স্থান"

প্রধান প্রধান মহাত্মা লোকেরা এই সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক দ্বেষ হিংসাদি পরিহার করিয়া জীবনের সার্থকতা করেন।

প্রাণদান-রূপ মহামূল্যের বিনিময়ে যে সমুদয় সুখের সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে না পারা যায়, সেই সমস্ত সুখের সামগ্রী নীতিনিপুণ ব্যক্তি ব্যূহের গৃহে আপনিই আগমন করিয়া নিয়তই নিশ্চলা হইয়া অবস্থান করে।

পদ্য।

চিত্তরূপ বিত্ত যার, না হয় চঞ্চল।
অন্তর বাহির সদা, স্বভাবে সরল॥
দূত যার অতিশয়, সুবিশ্বাসি হয়।
মন্ত্রণা যাহার গৃহে গোপনেতে রয়॥
রসনা পবিত্র যার, সদা সুধাময়।
প্রিয় বিনা, ভ্রমে নাহি, কটু কথা কয়॥
সসাগরা বসুমতী, সে করে শাসন।
কিছুতেই, তার আর, না হয় পতন॥
সকলেই বাধ্য হয়, অবাধ্য বা কেবা।
সাধ্যমত, সমাদরে, সবে করে সেবা॥

হে নরপতে!—যদিস্যাৎ সেই মহামন্ত্রী গৃধ্র অধুনা সন্ধি সহকারে সদ্ভাবে সংযত্নশীল হইয়া প্রণয় প্রস্থাপনের প্রস্তাব-প্রসঙ্গ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সে ভালই বটে, ময়ূররাজ সেই প্রসঙ্গে

কখনই অসম্মত হইবেন না। কেন না তাঁহার মনে এতদ্রূপ অহঙ্কার জন্মিয়াছে, যে, আমরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছি।—একারণ সন্ধি করা সঙ্গত বটে, এতদ্দারা নৈপুণ্য, বৈচক্ষণ্য, কারুণ্য, এবং সৌজন্য জন্য সর্ব্বত্র মান্য হইয়া অগণ্য ধন্যধ্বনি লাভ করা যাইবেক।—এক্ষণে এতদ্রূপ অবস্থার সহসা সন্ধি-করা আমার বিবেচনায় কর্ত্তব্য হয় না। কেন না তাহা হইলে লোকে আমারদিগ্যে ভীরু এবং দুর্ব্বল কহিবে, অতএব সর্ব্বসিদ্ধিদাতা জগদীশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক আমি এক বিশেষ সদুপায় দ্বারা অগ্রে ঐ শত্রু পক্ষের সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করি, পশ্চাতে তখন প্রণয়ের প্রসঙ্গ বিবেচনা করা যাইবেক।

রাজহংস অতিশয় ব্যস্ত হইয়া কহিতেছেন। হে মহাশয়। সে কিরূপ উপায়? বলুন্ বলুন্, শুনিবার জন্য আমার চিত্ত অত্যন্তই চঞ্চল হইয়াছে। চক্রবাক কহিলেন।

ব্রহ্মদেশে "মহাবল" নামে সারস রাজা আছেন, তিনি আমারদিগের পরম-হিতাভিলাষি-বন্ধু, ঐ মহাবল মহাবল, অর্থে সামর্থ্যে সর্ব্ব বিষয়েই প্রধান।—সম্প্রতি ক্ষণার্দ্ধকাল বিলম্ব মাত্র না করিয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া "গুপ্তচর" প্রেরণ করা যাউক।—এই পত্রখানি পাঠ করিবামাত্রই তিনি সসজ্জা ও সসৈন্যে সমাগত হইয়া দেবীদ্বীপ আক্রমণ পূর্ব্বক ময়ূর রাজার রাজ্যে আঘাত করিবেন, সেই বিষমাঘাতে বিপক্ষেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া মাথার ঘায়ে ছট্ ফট্ করিবে; ব্যাকুল ও ব্যথিত হইয়া আপনারাই মেল করিবার পথ পাইবে না, বিনত হইয়াই ভয়ে ভয়ে আসিয়া প্রণয়বদ্ধ করিবে, আর যদিস্যাৎ দুর্ব্বুদ্ধিবশত সন্ধি না করিয়াই পুনর্ব্বার অস্ত্র ধরিয়া সংগ্রাম করণে উদ্যত হয়, তবে আমরা দুই পক্ষ দুই দিগ্ হইতে পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উচ্ছিন্ন দিব।—সারসরাজ সম্মুখ হইতে সংহার করিতে থাকিবেন, আর আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া যমদণ্ড প্রহারে খণ্ড খণ্ড করিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিব।

হংসরাজ কহিলেন। ও মহাশয়। আর বিলম্ব করিবেন না, আর বিলম্ব করিবেন না, এখনিই পত্র লিখিয়া বিশ্বাসি এক দূতকে প্রেরণ করুন।

তাহার পর চক্রবাক-মন্ত্রী "বিচিত্র" নামক বিশ্বাসি-দূত বকের হস্তে "সুগুপ্ত লিপি" প্রদান পূর্ব্বক সারস-সম্রাটের নিকট ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করিলেন

অনন্তর হংসরাজের চর আসিয়া কহিল। হে দেব। বিপক্ষ বর্গের বৃত্তান্ত শুনুন।

সেখানে গৃধ্রমন্ত্রি এইরূপ কহিয়াছেন। "হে রাজন। মেঘাকার বহু-দিন-পর্য্যন্ত হংস-রাজের অধীনে বাস করিয়াছে, অতএব তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন, সেই রাজা কিরূপ মহৎ ও কিরূপ গুণশালী?।"

ময়ূররাজ কাককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ওহে কাক। রাজহংস কেমন রাজা? —এবং সেই চক্রবাক মন্ত্রিই বা কেমন মন্ত্রী?।

কাক কহিল। হে প্রভো!—রাজা রাজহংস যুধিষ্ঠির তুল্য মহাশয় ব্যক্তি, এবং চক্রবাকের ন্যায় সর্ব্বগুণজ্ঞ অমাত্যও কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

ময়ূর কহিলেন। যে স্থলে এরূপ ব্যাপার, সে স্থলে তুমি কি প্রকারে তাঁহারদিগ্যে বঞ্চনা করিলে?। কাক হাস্য করিয়া কহিল।

পদ্য।

করুণা প্রকাশ করি, যে দেয় আশ্রয়। তাহারে বঞ্চনা করা, সহজেই হয়।
বিশ্বাস করিয়া যেই, কোলে টেনে লয়॥ পুরুষার্থ নয়, এ তো, পুরুষার্থ নয়॥

সুজন, আশ্রয় যারে, দেয় একবার।
দেখে যদি শত শত, মন্দরীতি তার॥
সমুদয় সহ্য করে, ভিতরে ভিতরে।
তবু তারে কোনোমতে, নষ্ট নাহি করে॥
আমাকে দেখিবা মাত্র, সেই চক্রবাক।
হংসরাজে কহিলেন, দুষ্ট এই কাক॥
আসিয়াছে "গুপ্তচর, ময়ূরের দাস।
কোরো না বিশ্বাস, এরে, কোরো না বিশ্বাস॥
রাজা অতি মহাশয়, না শুনে সে কথা।
গড়ে নিয়ে রাখিলেন, নিজ-বাস যথা॥
বিশ্বাসেতে প্রবঞ্চনা, এরূপ প্রকারে।
আমি বোলে, শুধু নয়, সকলেই পারে॥

হে ধরণীশ্বর! যে সাধু ব্যক্তি খলকে আপনার ন্যায় সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি সেই প্রকারে বঞ্চিত হয়েন, যেমন এক সত্য ভাসি ব্রাহ্মণনন্দন একটা ছাগের জন্য তিন জন প্রতারক ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছিলেন।

শিখীরাজ কহিলেন, সে কিরূপ?। কাক কহিতেছে।

পদ্য।

বর্দ্ধমানে, কোনো এক ব্রাহ্মণনন্দন।
মঙ্গলার মন্দিরেতে, বলির কারণ॥
কোমোর বাঁধিয়া দ্বিজ, দ্রুতগতি ধোরে।
যান এক, মিশ্‌কালো ছাগ ঘাড়ে কোরে॥
তিনজন দুষ্ট তাহা, করি দরশন।
পরস্পর বলাবলি, করিছে এমন॥
ফাঁকি দিয়ে, খেতে যদি, পারি, এ, ছাগল।
বুদ্ধির কৌশল, তবে, বুদ্ধির কৌশল॥
তিনজন, যুক্তি করি, এইরূপ ছলে।
বসিয়া রহিল গিয়া, তিন তরুতলে॥
প্রথম গাছের কাছে, আইলে ব্রাহ্মণ।
হাসিয়া কহিল ডেকে, ধূর্ত্ত একজন॥
একি একি, খেপেছেন্, বামুণ্ ঠাকুর।
ছিছি, ছিছি, বামুণের, ঘাড়েতে কুকুর॥
দ্বিজ কন্, মর্ বাটা, ব্যলীক পাগল।
কুকুর কোথায়, এ, যে, দেবীর ছাগল॥
দ্বিতীয় তরুর তলে, করিলে গমন।
দ্বিতীয় বঞ্চক হেসে, কহিছে বচন॥
হ্যাদে দেখ, হ্যাদে দেখ, সকলে আসিয়া।
যান দ্বিজ, কাঁদে কোরে, কুকুর লইয়া॥
এমন অজ্ঞান, হোয়ে, ব্রাহ্মণ-সন্তান।
যদ্যপি কামড়্ মারে, হারাবেন্ প্রাণ॥
যে কুকুর ছুঁলে, মুচি, স্নান গিয়ে করে।
তাই দেখি, ঠাকুরের, মাথার উপরে॥
সে কথায় ভূমিতলে, ছাগ নামাইল।
বারবার ভালকোরে, দেখিতে লাগিল॥
শুনি নয়, ছাগল, এ, জানিয়া নিশ্চয়।
ঘাড়ে কোরে নিয়ে গেল, ব্রাহ্মণতনয়॥
তৃতীয় তরুর তলে, গেলেন যখন।
তৃতীয় বঞ্চক তাঁরে, কহিল তখন॥
শুন শুন, শুন ওহে, ঠাকুর, ঠাকুর।
তোমায় মাথায় ওটা, কুকুর, কুকুর॥
বারবার তিনবারে, হইয়া পাগল।
স্নান করি গেল দ্বিজ, ফেলিয়া ছাগল॥
বঞ্চকেরা সেই পাঁটা, করিয়া রন্ধন।
অনায়াসে রজনীতে, করিল ভোজন॥
তাই বলি, সত্যবাদি, সাধু, পুণ্যবান।
খলেরে ভাবিয়া সাধু, আপন সমান॥
অকপট-ভাব ধরি, করেন প্রণয়।
সে প্রণয়ে শেষে তাঁর, সর্বনাশ হয়॥

হে নরেশ্বর!—মনুষ্য যত বুদ্ধিবান হউন, কিন্তু শঠের শঠতা-জালে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার চিত্তে চাপল্য জন্মেই জন্মে।—ইহার নিদর্শন "হর" নামক এক হরিণ, শঠ-মিত্র শার্দ্দুল, শৃগাল এবং বায়সের বঞ্চনাবাক্যে বিশ্বাস করিয়া শমনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল।

শিখী কহিলেন, সে কিরূপ? কাক কহিতেছে।

পদ্য।

পশুপতি পর্ব্বতে, পারীন্দ্র পশুপতি।
সুধীর, সুজন, সাধু, অতি মহামতি॥
"সিংহাসন" সিংহাসন, তাহে সুখে বাস।
শার্দ্দূল, শৃগাল, কাক, এই তিন দাস॥
ভালরূপে খায়, পরে, রাজার প্রসাদে।
তিন অনুচরে তারা, থাকে অবিবাদে॥
প্রভুর প্রচ্ছয় পেয়ে, প্রভাব ধরিয়া।
প্রবল প্রতাপে ফেরে, প্রধান হইয়া॥
ধার্ম্মিকের কাচ্ কাচে, রাজ-সন্নিধানে।
এদিগেতে, পীড়া দেয়, প্রজাদের প্রাণে॥
রাজার ভয়েতে কেহ, ফুটে নাহি কয়!
হাটে ঘাটে, ছুটে ছুটে, লুটেপুটে লয়॥
একদিন তিনজনে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
"হর" নামে হরিণেরে, পাইল দেখিতে॥
মিষ্টভাষে, তুষ্ট করি, কুরঙ্গের মন।
রাজার নিকট গিয়া, করিল অর্পণ॥
মৃগপতি মৃগেরে, অভয় করি দান।
প্রণয়ে পালন করে, প্রাণের সমান॥
একদিন, দৈবাধীন, বরষা সময়।
অবিশ্রাম পড়ে জল, বিশ্রাম, না, হয়॥
একে বৃষ্টি, তাহে ঝড়, প্রলয় লক্ষণ।
সমুদয় জলময়, বনে ভাসে বন॥
ঘরেতে কাপড়্ গায়, শীত শীত করে।
বাহির হইলে পরে, কেঁপে সবে মরে॥
সে দিন দুর্দ্দিন হেতু, না হয় শিকার।
আহরণ হইল না, রাজার আহার॥
বিষম ব্যাকুল শেষ, হইয়া অস্থির।
চুপি চুপি, কাক এই, যুক্তি করে স্থির॥
আজ্ এই হরিণেরে, সংহার করিয়া।
প্রসাদ পাইব সুখে, রাজভোগ দিয়া॥
তৃণ খায়, পাতা খায়, মৃদু, এই জন।
আমাদের মৃগ নিয়া, কিবা প্রয়োজন?॥
ব্যাঘ্র বলে, কেমনে, এ, সম্ভাবনা হয়?।
বধিবার নয়, এ তো, বধিবার নয়॥
রাজা যারে, করেছেন, অভয় প্রদান।
কিরূপে আমরা তার, বিনাশিব প্রাণ?॥

কাক কয়, অতি ক্ষুধাতুর, পশুপতি।
এসময়ে পাপ-কর্ম্মে, করিবেন মতি॥
ক্ষুধার সময় ভাই, ক্ষুধার সময়।
আহারের দ্রব্য যদি, নিকটে না রয়॥
সে সময়ে কারো নাহি, থাকে ধর্ম্ম-ভয়।
সকলি করিতে পারে, হইয়া নিদয়॥
প্রাণ যায়, যায়, ভাই, না পেয়ে আহার।
কেমনে থাকিবে আর, ধর্ম্মের বিচার?॥
জঠরের যাতনায়, জ্বালাতন যারা।
নিজ নিজ দারা, সুত, ত্যাগ করে তারা॥
দেখ না ক্ষুধার কালে, সাপিনী যেমন।
আপনার অণ্ড করে, আপনি ভোজন॥
ক্ষুধিতে, কি, দ্রব্যভেদ, পাত্রভেদ করে?।
ক্ষুধার চোটেতে, দাঁতে পাট্‌কেল ধরে॥
যেজন মদিরা পানে, মত্ত হোয়ে রয়।
সে সময় কোথা তার, থাকে ধর্ম্ম ভয়?॥
যেজন প্রমত্ত হয়, তত্ত্ব কোথা তার?।
সে পারে করিতে সব, ইচ্ছা যে প্রকার॥
যেজন পাগল হয়, সকলি, সে, করে।
তার আর, দোষ, গুণ, কেহ নাহি ধরে॥
শ্রান্তজন ভ্রান্ত সদা, ধর্ম্মশীল নয়।
লোভি, ভীরু, রুষ্ট-জন, সেইরূপ হয়॥
এখনি না হোলে নয়, এখনিই চাই।
এমন যে জন, তার, ধর্ম্মবোধ নাই॥
বাচস্পতি সম, লোকে, বিজ্ঞ বলে যাকে।
কামাতুর হোলে তার, ধর্ম্ম নাহি থাকে॥
সেইরূপ ক্ষুধানলে, পোড়ে যেই জন।
কি প্রকারে, ধর্ম্মপথে, থাকে তার মন॥
বিচারেতে এইরূপ, করি নিরূপণ।
সিংহের নিকটে সবে, করিল গমন॥
পারীন্দ্র তাদের দেখে, কহে প্রিয়স্বরে।
করেছ উপায় কিছু, আহারের তরে?॥
শুনিয়া রাজার কথা, কহিল সবাই।
প্রাণপণে যত্ন কোরে, কিছু পাই নাই॥
"পঞ্চানন" সে কথায় বলেন তখন।
কেমনে হইবে আজ্, জীবন ধারণ?॥

কাক কহে "মহাবীর", কি কহিব আর।
আপনার অধীনেই, রয়েছে আহার॥
যেতে আর হইবে না, দূর দূরস্তারে।
এখনিই বলি দিই, আজ্ঞা হোলে পরে॥
"বলী" বলে, "বলি" যদি, নিকটেই থাকে।
এতক্ষণ খেতে কেন, দেওনি আমাকে?॥
কাক গিয়ে, চুপি চুপি, কাণে কাণে কয়।
এই তো রয়েছে মৃগ, দেখ মহাশয়॥
বলে হরি, হরি হরি, রাম রাম, শিব।
দুইকাণে হাত দিয়া, দাঁতে কাটে জিব॥
পৃথিবীতে দান আছে, যে সব প্রকার।
অভয় দানের চেয়ে, দান, নাই আর॥
ভূমি, গাভী, স্বর্ণ-দান, আর অন্ন-দান।
এই দান, মহাদান, সবার প্রধান॥
যত কিছু দান বল, দান মাত্র কয়।
মহাদান নয়, সে তো, মহাদান নয়॥
সব আশা পূর্ণ হয়, অশ্বমেধ যাগে।
তার ফল, কখনো, না, লাগে এর্ আগে॥
যেজন শরণ লয়, রক্ষা কর তারে।
তার চেয়ে ধর্ম্ম আর, হইতে কি পারে?
কাক কয়, আপনার, আশ্রিত যে দাস।
করিবে না, তারে তুমি, আপনি বিনাশ॥
করি তবে এ প্রকার, কৌশল এখন।
যেচে এসে দেয় যাতে, আপন জীবন॥
সে কথা শুনিয়া "মানী" রহিল নীরবে।
বায়স বঞ্চনা করি, নিয়ে এলো সবে॥
প্রথমেতে নষ্ট কাক, কহে তার কাছে।
মরি মরি অনাহারে, মুখ শুখায়াছে॥
এখনই, এত কৃশ, সন্ধ্যা এই সবে।
না জানি, নিশিতে আরো, কত কষ্ট হবে॥
অতএব কোরে আজ্, আমায় ভোজন।
বাঁচান্ বাঁচান্, প্রভু, রাখুন্ জীবন॥
আপনি পাইলে রক্ষা, রক্ষা পায় সব।
নতুবা বৃথায় এই, বিষয় বিভব॥
স্বামী হন, পাত্র আদি, সকলের মূল।
কিছু নাই ভুল, তায়, কিছু নাই ভুল॥
স্বভাবত যেই তরু, ফুল-ফলময়।
বিশেষ যতনে তারে, বাঁচাতেই হয়॥
মরি মরি, অনাহারে, "মহানাদ" কয়।
এমন্ প্রবৃত্তি যেন, কারো নাই হয়॥
"শৃগাল, বলে, আমারেই, করুন ভোজন।
"কেশী" কয়, ছিছি, ছিছি, বোলো না এমন॥
"বাঘ" বলে কর তবে, আমায় আহার।
অনায়াসে পূর্ণ হবে, উদর তোমার॥
"হরি" বলে হইয়াছে, ক্ষুধার নিবৃত্তি।
কেন সবে দেহ আজ্, এমন প্রবৃত্তি?॥
মনের বিশ্বাসে মৃগ, কহিল সেরূপ।
আমায় ভক্ষণ আজ্, কর তবে ভূপ॥
বাঘ শুনে হরিণের, এরূপ বচন।
অমনি করিল তার, বক্ষ-বিদারণ॥
অতএব মহারাজ, প্রণাম আমার।
শঠের অসাধ্য কোনো, কর্ম্ম নাই আর॥
খল-জনে, আত্ম সম, বিশ্বাস যে করে।
অবশেষে অকালেতে, এইরূপে মরে॥

ময়ূর মহীশ্বর কহিলেন। ওহে মেঘাকার! তুমি এতদিন কি প্রকারে সেই বিপক্ষ-দিগের মধ্যে বাস করিয়াছিলে,? এবং কি প্রকারেই বা কপট্-ভক্তি-দ্বারা তাহাদিগ্যে বিনয় করিতে?।

মেঘাকার কহিল। হে নাথ! প্রভুর এবং আপনার কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত লোকে সকলি করিতে পারে। দেখুন্, যে কাষ্ঠ জাল্ দিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে হয়, সেই কাষ্ঠকে অগ্রেই মাথায় করিয়া বহন করা যাইতেছে। আর দেখুন্, নদীকূল তরুমূলকে ক্ষালন করিয়া উৎপাটন করে। পণ্ডিতেরা এরূপ কহেন, যে, সুবোধ জনেরা কার্য্য-সাধনের জন্য শত্রুকে মস্তকে তুলিয়া বহন করিবেন, ইহার দৃষ্টান্ত এক প্রাচীন-সর্প এবং বিশ্বাসপ্রাপ্ত মণ্ডূকগণ।

ময়ূর কহিলেন সে কি প্রকার ?। কাক কহিতেছে, তবে শ্রবণ করুন।

ত্রিপদী।

উড়িষ্যায় বালেশ্বরে, সাপ্ এক বাস করে,
হয়েছে, সে, বৃদ্ধ অতিশয়।
নাহিপারে চোরেখেতে, নাহিপারে সোরেযেতে
পুকুরের পাড়ে পোড়ে রয়॥
কহে দেখে, এক হরি, * আহারের চেষ্টা হরি,
কেন হরি+হয়েছ এমন ?।
রাগ ছেড়ে, নাগ কয়, আর তুমি মহাশয়,
কি সুধাও আমায় এখন ?॥
কপাল ভাঙিলে পরে, কেবা আর রক্ষা করে,
কিছুতেই বাঁচে না জীবন।
করিয়াছি ঘোর পাপ, কর্ম্মফলে ভুগি তাপ,
বলিবার নাহি প্রয়োজন॥
মণ্ডূক কহিছে ফিরে, সহস্র মাথার কিরে,
নিতান্ত শুনিতে আমি চাই।
কেন হোলে এপ্রকার, গোপন রেখ না আর,
বল বল, না ভাই, না ভাই॥
ফণি কয়, শুন "ভেক" "সাধুসঙ্গ" গ্রামে এক
শুদ্ধ সাধু কুলীন ব্রাহ্মণ।
একমাত্র পুত্র তাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর,
সুকুমার, সর্ব্ব-সুলক্ষণ॥

সেই গ্রামে আমি গিয়া, খলধর্ম্ম প্রকাশিয়া
সেই সুতে করেছি দংশন।
বিষের জ্বালায় জোরে, ছট্‌ফট্‌ কোরে কোরে
গেল মোরে ব্রাহ্মণ নন্দন॥
সুতশোকে বিপ্রমণি, করি হাহাকার-ধ্বনি
মূর্চ্ছাগত পড়ে ধরাতলে।
চেতন করিলে তায়, মুখে মাত্র হায় হায়,
ভেসে যায় নয়নের জলে॥
গ্রামবাসি লোক যত, আত্মীয় কুটুম্ব কত,
আসিয়া হইল উপনীত।
বালকেরে মনে করে, সকলেই কেঁদেমরে,
পরস্পরে সবাই তাপিত॥
উৎসবে, বিপদে, রণে, উপদ্রব-বিঘটনে,
দুর্ভিক্ষে, শ্মশানে, রাজদ্বারে।
যেজন সমান রয়, সুখে, দুখে, অংশ লয়,
প্রাণাধিক মিত্র বলি তারে॥
এইরূপ জনে জনে, অতিশয় ক্ষুব্ধমনে
মিত্রবৎ করে ব্যবহার।
কেহ কয় স্থির হও, তুমি তো অবোধ নও,
কেঁদো না কেঁদো না, ভাই আর॥

পদ্য।

"কপিল" নামেতে,এক জ্ঞানি বিপ্রবর।
সুপণ্ডিত, অমায়িক, নাহি যার পর॥
কহিলেন,পুত্রহীনে, প্রবোধ-বচন।
শোকাকুল হোয়ে কেন, করিছ রোদন॥
শোকে তাপে, দুঃখ পায়, মূর্খ যেই জন।
তুমি কেন মুগ্ধ হও, পুত্রের কারণ ?॥
সকলি অনিত্য, মিছে, মায়ার ব্যাপার।
অনিত্যসংসার, এই, অনিত্যসংসার॥
মিছে এই ধন জন, মিছে পরিবার।
কেবা কার পিতা, মাতা, পুত্র কেবা কার ?॥
যখন ভূমিষ্ঠ হয়, প্রথমে তনয়।

"অনিত্য" আসিয়া আগে, কোলে করি লয়,
তার পরে, কোলে কোরে, লয় তারে ধাই।
অবশেষে খায় শিশু, জননীর মাই॥
যদ্যপি এমন, ভাই, যদ্যপি এমন।
মিছে কেন হাহাকার, কর অকারণ ?॥
তুমি কেবা যদি তাহা, না হয় নিশ্চয়।
তোমার ত-নয়, তবে, তোমার তনয়॥
ধন, জন, সেনা, মন্ত্রী, যান শত শত।
সসাগরা পৃথিবীর, অধিপতি যত॥
কোথায় গেলেন তাঁরা, চিহ্ন নাহি আর।
কেবল পৃথিবী একা, সাক্ষী আছে তার॥

---

*হরি।—ভেক। +হরি।—সর্প।

জন্মিলেই, মৃত্যু আছে, সংশয় কি তার।
সম্পদ কেবল হয়, বিপদের দ্বার॥
হোলে ধন, উপার্জ্জন, ব্যয়ে পায় ক্ষয়।
এ জগতে, কোনো কিছু, চিরস্থায়ী নয়॥
যতই নিকট হয়, মরণের দিন।
ততই ক্রমেতে দেহ, হোতে থাকে ক্ষীণ॥
কাঁচাকলসির মাঝে, সলিল যেমন।
সেইরূপ দেহঘটে, জীবন-জীবন॥
ভিতরেতে ক্ষয় পায়, কিরূপ প্রকারে।
কে বলিতে পারে, ভাই, কে বলিতে পারে
যে সকল পশু থাকে, বলির কারণ।
নিকট যেমন হয়, তাদের ছেদন॥
পদে পদে, অবিকল, সেরূপ প্রকার।
শমনের পদ হয়, নিকট সবার॥
জীবন, যৌবন, রূপ, মিত্রের প্রণয়।
ধন আদি যত কিছু, চিরধন নয়॥
সংসারের এই সব, হোয়ে অবগত।
আকুল না হন কভু, জ্ঞানবান্ যত॥
সিন্ধু-জলে দুই কাষ্ঠ, পড়িলে যেমন।
নানা দেশে গতি করে, করিয়া মিলন॥
প্রাণিদের সমাগম, সেরূপ প্রকার।
এই দেখি, যোগাযোগ, পরে নাই আর॥
তরুতলে, পথিকের, ছায়াভোগ যথা।
আমাদের বার বার, যাতায়াত তথা॥
পঞ্চভূতে জড়ীভূত, এই দেহ হয়।
পুনরায় সেই ভূত, ভূতে পায় লয়॥
বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, যে হয় পণ্ডিত।
করে না বিশেষ প্রেম, পরের সহিত॥
সকলি অনিত্য, মনে, করিয়া নির্ণয়।
আপন দেহের স্নেহে, মোহিত না হয়॥
যে প্রকার জন্ম আর, মৃত্যু পরিচ্ছেদ।
সে প্রকার, পুত্র, মিত্র, প্রণয়, বিচ্ছেদ॥
প্রণয়িনী সহ প্রেম, আশু সুখকর।
পরিণামে হয় তায়, কষ্ট বহুতর॥
করিলে কুপথ্য সেবা, খেতে খেতে সুখ।
নাহি হয় পরিপাক, শেষে কত দুখ॥
যেমন নদীর স্রোত, ভাঁটিপথে যায়।
প্রবাহিত হোয়ে নাহি, আসে পুনরায়॥
হরণ করিয়া যত, জীবের জীবন।
সেইরূপ দিবা নিশি, করিছে গমন॥
যে যায়, সে যায়, আর, ফিরে নাহি আসে।
তথাচ মোহিত লোক, কালের আশ্বাসে॥
সাধুসঙ্গ, যার চেয়ে, সুখ নাহি আর।
পরিশেষ হয় তাহা, দুখের আধার॥
যখনি মিলন হয়, তখনিই সুখ।
বিচ্ছেদ হইলে শেষ, ঘোরতর দুখ॥
লোকে তাই "সাধুসঙ্গ" নাহি করে আশ।
বিচ্ছেদের অসি যার, মন করে নাশ॥
সুজনের বিচ্ছেদে, যে, পীড়া হয় ভাই।
তাহার ঔষধ আর ত্রিভুবনে নাই॥
"সগর" প্রভৃতি রাজা, হইয়া প্রধান।
করেছেন কতরূপ, ক্রিয়ার বিধান॥
সে সকল ক্রিয়া নাই, কেহ নাই তাঁরা।
চিরকাল এইরূপ, সংসারের ধারা॥
বরষার বারি পেয়ে, শরীরে যেমন।
শিথিল হইয়া যায়, চর্ম্মের বন্ধন॥
যমেরে স্মরণ করি, মনে পেয়ে ত্রাস।
শিথিল হতেছে ক্রমে, সকল প্রয়াস॥
প্রথমে জঠরজ্বালা, ভুগিয়া বিশেষ।
প্রতিদিন, মৃত্যু সম, দুঃখভোগ শেষ॥
অতএব শান্ত হও, প্রবোধ ধরিয়া।
সংসারেতে শোক করা, অজ্ঞানের ক্রিয়া॥
বিয়োগেতে, এত কেন, হোলে অচেতন?।
অজ্ঞানতা শুধু হয়, শোকের কারণ॥
প্রথমেতে যত হয়, শোকের উদয়।
পুরাতন, হোলে কিছু, তত নাহি রয়॥
যতই প্রবোধে হয়, ধীরতা-সঞ্চার।
ক্রমেতে ততই হয়, শোকের সংহার॥
হাহাকার, করা আর, না হয় বিধান।
এখন্ আপনি কর, আপন-সন্ধান॥
না করিবে যত তুমি, শোকের চালনা।
ততই বিনাশ হবে, মনের যাতনা॥
কপিলের মুখে শুনি, এসব বচন।
জ্ঞান পেয়ে উঠিলেন, তাপিত ব্রাহ্মণ্॥

তখন দেহের ভাব, হইল এমন।
নিদ্রা হোতে যেন এই, পেলেন চেতন॥
ব্রাহ্মণ উঠিয়া কন, দাদা মহাশয়।
তোমার বচনে হোলো, বোধের উদয়॥
সংসার-নরকভোগে, নাহি প্রয়োজন।
অনুমতি কর, করি, অরণ্যে গমন॥
কপিল কহেন ভাই, রাগি যেই হয়।
বনবাস করা তার, বিধি কভু নয়॥
ঘরে বোসে কর তুমি, ইন্দ্রিয় সংহার।
তার চেয়ে তপস্যার, কর্ম্ম নাহি আর॥
করিয়া পবিত্র ক্রিয়া, বিরাগী যে জন।
আপন ভবন তার, হয় তপোবন॥
কি ফল বিফল,তব কাননে গমন?।
কোনোরূপ ভেক ধোরে, নাহি প্রয়োজন॥
রক্তবাস পরিলে কি পুণ্যশীল হয়?।
পরিচ্ছদ পুণ্যের, আধার নয় নয়॥
সর্ব্বজীবে সমভাব, করিয়া ধারণ।
মনের সুখেতে কর, ধর্ম্ম-আচরণ॥
শরীর ধারণ-হেতু, আহার যাহার।
সন্তানের হেতু মাত্র, দারা-পরিবার॥
সত্যের কারণে শুধু, বাক্য ব্যবহার।
সদাকাল সুখী সেই, বিপদ কি তার?॥
আত্মা-নদী, তীর্থ তায়, ইন্দ্রিয়-দমন।
সত্য-জল, শীল-তট, সদা সুশোভন॥
করুণা-তরঙ্গ সদা, খেলিছে লহরী।
শুদ্ধ হও, এই জলে, নিমজ্জন করি॥
রহিবে না কোনো জ্বালা, এই ধরাতলে।
মন্ কি শীতল হয়, অন্য কোনো জলে?॥
জন্ম, জরা, মৃত্যু, ভয়, রোগ, শোক, তাপ।
সংসারেতে, এই সব, ঘোরতর পাপ॥
ব্যথিত না হয় যেই, এ সব ব্যাপারে।
সাধু সাধু, সাধু সেই, সুখী বলি তারে॥
সংসারের যাতনায়, যে নয় কাতর!
তারে বলি সাধু সাধু, সাধু সেই নর॥
বৃথায় সন্ন্যাস তব, বৃথা বনবাস।
ভাই তুমি সাধু সঙ্গে সুখে কর বাস॥
যদ্যপি নিতান্ত হয়, মনেতে বিকার।
কেবল ভার্য্যার সহ, করিবে বিহার॥
ব্রাহ্মণ তখন ভুলে, সন্তান-সন্তাপ।
ক্রোধভরে, আমারে, দিলেন এই সাঁপ॥
অদ্যাবধি বিষহীন, হইয়া এখন।
মণ্ডুকে মাথায় করি, করহ ভ্রমণ॥
আর ভাই, বিষ নাই, নাই সেই দিন।
একেবারে হইলাম, ভেকের অধীন॥
ব্রাহ্মণের বাক্য কভু, লঙ্ঘিবার নয়।
তাই এসে তোমাদের, লয়েছি আশ্রয়॥
আমার মস্তকে সবে, করি আরোহণ।
যেখানে সেখানে ইচ্ছা, করহ গমন॥
সে, ভেক, বিশ্বাস করি, বচনে তাহার।
ছুটে গিয়া ভেকরাজে, দিলে সমাচার॥
ভেকরাজ বলে এসে, প্রফুল্ল হইয়া।
আমায় বহন কর, মস্তকে তুলিয়া॥
তখনি ভুজঙ্গ তারে, মাথায় তুলিয়া।
ভ্রমিল নগরময়, নাচিয়া নাচিয়া॥
সাপের মাথায় পদ, নহে. যা, হবার।
মণ্ডুকের আহ্লাদের, সীমা নাই আর॥
পরদিন সেই খল, ছল প্রকাশিয়া।
বাক্য নাই, পোড়ে আছে অচল হইয়া॥
ব্যঙ্গরাজ দেখে তারে, কহিছে তখন।
কেন ভাই আজ তুমি, হয়েছ এমন?॥
সর্প কয়, আর প্রভু মরি মনোদুখে।
অনাহারে প্রাণ যায়, বাক্য নাহি মুখে॥
রাজা কন, হোয়ে মম, আজ্ঞার অধীন।
এক এক, ভেক খাও, এক এক দিন॥
রাজ আজ্ঞা পেয়ে নাগ, তোগ কোরে কে বে।
যত পায়, তত খায়, ব্যাঙ ধোরে ধোরে॥
এইরূপে যত ব্যাঙ, হইলে নিধন।
ভেকরাজে শেষে পরে, করিল ভক্ষণ॥
অতএব মহারাজ, বলি আমি তাই!
খলের অসাধ্য আর, কোনো কর্ম্ম নাই॥
শঠের কুহকে পোড়ে, না হয় তাপিত।
কোথাও কি আছে হেন, চতুর পণ্ডিত?॥
আপনার কার্য্য হেতু, সব করা যায়।
বিপক্ষে নাচাতে হয়, তুলিয়া মাথায়॥

হে মহারাজ! আর অধিক গল্পকরণের প্রয়োজন করে না, এইক্ষণে রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।—হংসরাজ সর্ব্বপ্রকারেই প্রধান, অতএব এতদ্রূপ মহাত্মা-মনুষ্যের সহিত সন্ধি করাই উচিত।

ময়ূররাজ কহিতেছেন। তোমারো কি এই অভিমত?—দূরদর্শি-মন্ত্রী এবং তোমরা সকলেই যদি সন্ধি করিতে অনুরোধ কর, তবে আমি তোমাদের কথার নিতান্ত অবাধ্য হইতে পারি না। আচ্ছা, তাহাই কর, কিন্তু সে ব্যক্তি পরাভব হইয়াছে, আমরা তাহাকে জয় করিয়াছি, অতএব অধুনা হংস যদি নম্রভাবে আনুগত্য প্রকাশপূর্ব্বক আমারদিগের নিকট অধীনতা স্বীকার করে, তবেই তাহার পক্ষে মঙ্গল।—আমরা অনুগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইয়া তাহার রাজ্য তাহাকেই দিয়া স্বরাজ্যে গমন করিব, নতুবা তাহার যত সাধ্য যত সাহস ও যত শক্তি থাকে, তাহাই অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করুক।

এমত সময়ে ময়ূররাজের দূত শুক আসিয়া নিবেদন করিল।

হে ধর্ম্মাবতার! এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া কি করিতেছেন? সেখানে যে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ব্রহ্মদেশ হইতে সারস-রাজা আগমন পূর্ব্বক আমারদিগের "দেবীদ্বীপ" আক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত অগণ্য সৈন্য আসিয়াছে এবং সম্যক্ প্রকার সমরসামগ্রী, যে, কত তাহার সংখ্যা হয় না। হস্তি, অশ্ব, উষ্ট্র, গো, রথ, শকট, শিবির এবং খাদ্য-দ্রব্যাদিতে একটা দেশ আচ্ছন্ন করিয়াছে, সেনারা সিংহনাদ ছাড়িয়া প্রবল-পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দেশটা তোল্-পাড়্ করিতেছে, রণতরিতে নদী সকল পূর্ণ হইয়াছে। প্রজা সকল ভয়াকুল হইয়া গৃহাদি সমুদয় বিষয়বিভব পরিহার পুরঃসর পলায়ন করিতেছে। অধিকার মধ্যে নদ-নদীর ঘাট, বাট, বাজার হাট, দোকান পাট, সকল বন্ধ হইয়াছে, একেবারে পারাবার রহিত। "খেয়া" আর চলে না, সাধ্য কি, এ গাঁয়ের লোক ও গাঁয়ে যায়। লোকের স্নানাহার রহিত। চারিদিগে কেবল "হৈ হৈ" রব উঠিয়াছে। সকলেই "পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছে। তাবতেই গেলেম্ গেলেম্ মলেম্ মলেম্ করিতেছে।—মহারাজ সংপ্রতি এদিগ্, ওদিগ্, কোন্‌দিগ্ রক্ষা করিবেন?।

ময়ূর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন। কি? কি? কি বলিলে? কি বলিলে? গৃধ্রমন্ত্রী (মনে মনে)।

সাধুরে, সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রি! চক্রবাক তুমিই যথার্থ অমাত্য, সাধু সাধু। আহা! কি অত্যাশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছ, তোমার এই অভিসন্ধিরূপ ফন্দিদ্বারা আমরাই অগ্রে সন্ধির সূত্রে বন্দি হইলাম। ধন্য ধন্য, সাবাস্ সাবাস্, আমি "মেঘাকার" কাককে গোপনে গোপনে তোমার দুর্গে প্রেরণ পূর্ব্বক যে প্রকার চতুরতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তুমি আপনার স্থানেই অবস্থান পূর্ব্বক সারস রাজকে সংগ্রামে সম্মত করিয়া তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণেই বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিলে, অতএব হে ভাই! আমি মনে মনে তোমার চরণে প্রণাম করি, এমন মন্ত্রী না হইলে কি রাজার রাজ্য রক্ষা পায়? এবং রাজার সম্পদ ও মহিমা বৃদ্ধি হয়? শিখীরাজ পুনর্ব্বার রাগান্ধ হইয়া কহিলেন। কি শুক!—কি শুক!—সারস, সে—কে?—তাহার বুঝি মরণকুবুদ্ধি ঘুনিয়াছে?

শুক পুনর্ব্বার পূর্ব্বকথা নিবেদন করিলে পর রাজা ক্রোধ ভরে কহিলেন। এখন রাজহংস থাকুক্, চল আমরা অগ্রেই গিয়া সেই সারসের মাংস পারশ করিয়া কুলদেবতা-কুলকে ভোজন করাই। উঠ উঠ, এখনিই সেই দুরাত্মাদিগ্যে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া সকলে গিয়া শোণিতের সমুদ্রে সাঁতার পাড়ি।

বীররঙ্গিনী ছন্দঃ

কেটা, সে, সারস, কি, তার সাহস
কোথা হোতে এলো ভণ্ড ?।
সম্পদ হরিব, প্রহার করিব,
ধরিব দারুণ-দণ্ড॥
বড়, যে, বেড়েছে, বড়, যে, এড়েছে,
বড়, যে, গেড়েছে আড্ডা।
চল চল যাই, ঘুচাই বালাই,
ভেঙে খাই, তার ঘাড্ডা॥
হোলে পরে রণ, স্থির হোয়ে রন,
দেখিব কেমন শক্ত ?।
কুকুর শৃগাল, এসে পাল পাল,
যত পারে খাক্ রক্ত॥
ওরে ওরে কাক্, বীর ডাক্ ডাক্,
হাঁক্ হাঁক্ হাঁক্, ক্রুদ্ধে।
প্রকাশিয়ে বল্, লোয়ে দল্ বল্,
চল্ চল্ চল্, যুদ্ধে॥
ওরে সেনা সব, কোরে কলরব
ছুটে গিয়ে তারে ধোর্গে!
ঘটায়ে ব্যাঘাৎ, করিয়ে আঘাৎ,
সমূলে নিপাৎ কোর্গে॥
রুকে রুকে রুকে, ঝুঁকে ঝুঁকে ঝুকে,
ঠুকে ঠুকে, কোসে মার্বি।
শরণ যাচিবে, তবু না বাঁচিবে,
একেবারে সব্ সার্ব্বি॥
এমনি কসাবি, ভূতলে বসাবি,
খসাবি সবারি মুণ্ড।

প্রহারে প্রহারে, নড়িতে না পারে,
নাড়িতে না পারে ঝুণ্ড॥
বুকেতে দাঁড়ায়ে, দুপায়ে মাড়ায়ে,
আখ্মাড়া যেন মাড়্বে।
চেপে বোসে ঘাড়ে, থুরে হাড়ে হাড়ে,
এক্ গাড়ে সব্ গাড়্বে॥
হোয়ে পদানত, কুকুরের মত,
শুয়ে শুয়ে ল্যাজ্ নাড়্বে।
দেখিয়ে প্রতাপ্, পেয়ে পরিতাপ্,
বাপ্ বাপ্-ডাক্, ছাড়্বে॥
দেখিবে যখনি, পলাবে তখনি,
পারিবে না কিছু কোর্ত্তে।
পীপিড়া হইয়া, পালক লইয়া,
আপনি এসেছে মোর্ত্তে॥
থাকুক্ মরাল্, এ নহে করাল,
শেষে এসে, এ'র বোর্ব্বো।
সারসে এখন, করিয়ে নিধন,
ব্রহ্মদেশ গিয়ে হোর্ব্বো॥
রাজ্য অধিকার, আছে যত যার,
অধিকার সব কোর্ব্ব
হব একেশ্বর, সবে দেবে কর,
সুখেতে ভাণ্ডার ভোর্ব্ব॥
আমার দেশেতে, এসেছে দ্বেষেতে,
মনেতে না করে শঙ্কা।
দিই গিয়ে সাজা, রথ সজ্জা সাজা,
বাজাবাজা, রণডঙ্কা॥

দূরদর্শিমন্ত্রী হাস্য পূর্ব্বক কহিতেছেন।

পদ্য।

ওহে ভূপ, শরদের, মেঘের মতন।
কোরো না, কোরো না, আর, বৃথায় গর্জ্জন॥
মহৎ যে হয়, ভূপ, মহৎ যে হয়।
তাহার স্বভাব কভু, এ প্রকার নয়॥
ভাল মন্দ, যত কিছু, পরের ব্যাপার।
কখনই নাহি করে, আলোচনা তার॥
শত্রুর অধিক সংখ্যা, হয় যে সময়।
তখন সমর করা, সুবিহিত নয়॥
যদি তুমি বহু অংশে, বলবান্ হও।
সবার সহিত রণে, যোগ্য তবু নও॥
বহুতর কীট হোলে, ঐক্য একেবারে।
বলবান এক সাপে, কি করিতে পারে ?॥
করিলে সকল কীট, প্রতাপ প্রকাশ।
হবেই হবেই সাপ, হবেই বিনাশ॥

হে ভূপাল! মরালরাজের সহিত সন্ধি-সংস্থাপন না করিয়া আপনি কি প্রকারে গমন করিতে পারেন? এইক্ষণে যদি আমরা ওদিগে যাত্রা করি, তবে এদিগে হংসরাজের সেনারা সংপূর্ণরূপ সমর-সজ্জায় আমারদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইবে, তখন আর চোখে কাণে দেখিতে শুনিতে পাইবেন না, একেবারে সমুদয় অন্ধকার দেখিতে হইবে, যেমন দৈবযোগে দাবানল প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হইলে হরিণাদি পশু সকল নিরুপায়ে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ চতুর্দ্দিগ হইতে শত্রু সমূহের সমরানল প্রজ্বলিত হইলে তখন আর কোনোদিগেই নিস্তারের পথ দেখিতে পাইব না, সকলেই বেড়া-আগুণে পুড়িয়া ভস্ম হইব।—আপনি কি সেই সারস-রাজকে অবগত নহেন? তিনি এই রাজহংসের পরমাত্মীয় বন্ধু, অতি প্রধান, অদ্বিতীয় বীরপুরুষ। এই যে, উপস্থিত ঘটনা, ইহা কেবল সেই সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রির কার্য্য-কৌশল মাত্র। অতএব এই কাণ্ড অতি প্রকাণ্ড হইয়াছে, ইহাকে সামান্য জ্ঞান করিবেন না। যে ব্যক্তি যথার্থরূপ কারণ নির্ণয় না করিয়া সহসা কোপের বশীভূত হয়, সে ব্যক্তি নকুলনিপাত-কারি ব্যাকুল ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্যথিত হইয়া পরিশেষে আপনার দোষে আপনিই হাহাকার করিতে থাকে। ময়ূর কহিলেন, সে কিরূপ?। গৃধ্র কহিলেন, তবে শ্রবণ করুন।

পদ্য।

দেবগ্রামে দেবীবর, নামে দ্বিজবর।
সবে তাঁর এক মাত্র, শিশু বংশধর॥
দারা তাঁর, শিশুটিরে, রাখিয়া নিকটে।
গেলেন করিতে স্নান, জাহ্নবীর তটে॥
হেনকালে আসিয়া, কহিল একজন।
রাজার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে, কর-সে ভোজন॥
একে তো ব্রাহ্মণ-জাতি, তাতে অতি দীন।
"ফলারের" গন্ধে হোলো, লোভের অধীন॥
ভাবে মনে, বালকের, কাছে কেহ নাই।
কেমনে রাখিয়া একা, রাজগৃহে যাই?॥
"নলপত" কোরে যদি, না যাই এখন।
অপরে এখনি গিয়ে, করিবে ভোজন॥
সকলি প্রস্তুত আছে, যাব আর খাব।
আহারের পরে শেষ, দক্ষিণাও পাব॥
বিলম্ব করিলে পর, ফোকে যেতে হবে!
কিছুই, না, রবে শেষ, কিছুই না রবে॥
বেজিটিরে পুষিতেছে, পুত্রের সমান।
এর্ কাছে রেখে যাই, প্রাণের সন্তান॥
এত বলি সেইখানে, নকুল রাখিয়া।
ভোজন করিতে দ্বিজ, গেলেন চলিয়া॥
এসে এক কাল সর্প, বালকের কাছে।
দংশন করিবে বোলে, ফণা ধোরে আছে।
নকুল তখনি তাহা, করি দরশন।
খণ্ড খণ্ড করি সাপে, করিল ভোজন॥
তার পরে, ব্রাহ্মণ, আসিয়া উপনীত।
নকুল, ব্যাকুল অতি, হোয়ে ত্বরান্বিত॥
মুখেতে লেগেছে রক্ত, ভুজঙ্গ ভক্ষণে।
লুটায়ে পড়িল গিয়া বিপ্রের চরণে॥
রক্তরেখা দেখে মুখে, কুপিত হইল।
শিশুরে খেয়েছে, বোলে, সংহার করিল॥
পরেতে দেখিল গিয়ে, শিশু বেঁচে আছে।
মৃত-সাপ খান্ খান, পোড়ে তার কাছে॥
তখন জানিতে পেরে, কাঁদিতে লাগিল।
নকুলের শোকে শেষ, ব্যাকুল হইল॥
তাই বলি মহারাজ, কর অবধান।
হঠাৎ, যে, করে ক্রোধ, না জেনে সন্ধান॥
নকুল নিপাতকারী, ব্রাহ্মণের মত।
ততই ব্যাকুল হয়, পাপ করে যত॥

হে নৃপতে!

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ আর মান।
শত্রু আর কেহ নাই, এদের সমান॥
যেজন, এ ছয়-বর্গ, করে পরিহার।
সশরীরে, করে সেই, স্বর্গ অধিকার॥
বিশেষত রাজা হোলে, রিপুর অধীন।
বিষয়েতে সুখ নাহি, পান এক দিন॥

রাজা হোয়ে যদি করে. রিপুর শাসন।
সুখী আর কেবা আছে, তাহার মতন॥
হবেন্ ভূপতি নিজে, ধর্ম্ম-অবতার।
নিরপেক্ষ নীতিশালী, মন্ত্রী হবে তাঁর॥
উভয়ে সমান হোলে, তবেই মঙ্গল।
অনায়াসে কেটে যায়, বিপদ সকল॥
ভাল ভাল যত কিছু, রাখিবে স্মরণ।
বিশেষ বিতর্ক করি, কার্য্য-আলোচন॥
হিতাহিত কার্য্য যত, করি নিরূপণ।
মন্ত্রণা করিবে সদা, হইয়া গোপন॥
এগুণ, পরমগুণ, নীতিশাস্ত্রে কয়।
এই সব গুণে মন্ত্রী, হয় গুণময়॥
কর্ম্মের আগেতে বাপু, বিবেচনা চাই।
হঠাৎ করিলে কর্ম্ম শুভ তায় নাই॥
আগে না, মন্ত্রণা করি, কার্য্য করে যেই।
পদে পদে, বিপদের, পদে পড়ে সেই॥
যুক্তি করি করে যেই, কার্য্য সমুদয়।
সম্পদ, আসিয়া তার, পদানত হয়॥
ভূমি, রত্ন, আদি করি, বিভব বিপুল।
গুণের লোভেতে তারা, সদাই ব্যাকুল॥
ধন, পদ, যেচে লয়, গুণির আশ্রয়।
বিনা-গুণে, ধনে, জনে, মান্য কেবা হয়?॥
যদ্যপি শুনিতে চাও আমার বচন।
কোরো না, কোরো না, তবে, কোরো না কোরণ॥
চিরকাল সম-সুখে, রাজ্যভোগ হবে।
প্রণয় করিয়া চল, দেশে যাই তবে॥
চতুর্ব্বিধ উপায়, নির্ণীত, আছে বটে।
সাধ্যের সাধনা হোলে, শুভ তায় ঘটে॥
সাধনা সমাধা হোলে, সমরূপ ফল্।
বল্ বল্, সর্ব্ববল্, মন্ত্রণাই বল্॥

সংগীত।

রতন রাখিয়া দেহরূপ কোষে,
থাক থাক থাক, থাক পরিতোষে.
আপনা আপনি আপনার দোষে,
মোরো না, মরো না, মোরো না রে।
মানে মানে রহ নিজ-মানভরে,
অপমান যেন কেহ নাহি করে,
মানে তুমি আর অভিমান-জ্বরে,
জ্বোরো না, জ্বোরো না, জ্বোরো না রে॥
সাধুভাব ধর সকলেরি সহ,
সাধু-সহবাসে সাধু কথা কহ,
কাহারো সহিত যাচিয়া কলহ,
কোরো না, কোরো না, কোরো না রে।
ন্যায়েতে যে ধন উপার্জ্জন হবে,
সেই ধন সুখে ভোগ কর সবে,
ন্যায়াতীত ধন উপার্জ্জন পথে,
চোরো না, চোরো না, চোরো না রে॥
ধর ধর ধর, উপদেশ ধর,
হর, হর, হর, লোভ-পরিহর,
লোভের সলিলে মন সরোবর,
ভোরো না, ভোরো না, ভোরো না রে।
যে সব বিভব স্বভাবে সম্ভব,
পুলক-পূরিত সে সব প্রভব,
বিষম-বিষয়-বাঞ্ছারূপ ধব,
পোরো না, পোরো না, পোরো না রে॥
যদি চাও তুমি আপনার হিত,
হও তবে নিজে অহিতরহিত,
দ্বেষভাব কভু কাহারো সহিত,
ধোরো না, ধোরো না, ধোরো না রে।
রাখ রাখ রাখ পদে রাখ পদ,
খেও না, খেও না মদরূপ-মদ,
করি পরিবাদ পরের সম্পদ,
হোরো না, হোরো না হোরো না রে॥

লবঙ্গলতা চৌপদী।

অবসান হয় বেলা, সুকর্ম্মে করিয়া হেলা,
মিছে আর ছেলেখেলা, খেলো না রে, খেলো না।
তুফানে ছাড়িলে হাল্, হবে "মাৎ" আজ্ কাল্,
এসময়ে বাজে চাল্, চেলো না রে, চেলো না॥
চালো "তরি" সাধুসঙ্গ, দিও না সাহসে ভঙ্গ,
ঢেউ দেখে সোঁতে অঙ্গ, ঢেলো না রে, ঢেলো না।
যখন্, রয়েছে "দাবা" তখন্ কি ভয় "বাবা",
পর-চেলে হোয়ে, "হাবা" এলো না রে, এলো না

প্রকাশিয়ে নিজ বল, নাশো, বিপক্ষের বল,
আপন-হাতের বল, কোলোনারে, ফেলো না।
আত্মসার আগে কর, নিজে নিজতত্ত্ব ধর,
স্বজনের বাক্য কভু, ঠেলোনারে, ঠেলোনা॥
পাইবে বিষম তাপ, প্রাণ যাবে বাপ্ বাপ্,
দুগ্ধ দিয়ে কাল-সাপ্, পোলোনারে, পেলোনা।
দানপাত্র দেখ যারে, দান কর একেবারে,
মিছে কথা কোয়ে তারে,টোলোনারে টেলোনা॥
কেমন কপাল্ পোড়া, হেলায় হারালে গোড়া,
রাগ রূপ বিষ-ফোঁড়া, গেলোনারে, গেলোনা।
প্রিয়া তব নিশাচরী, প্রবৃত্তি-প্রমাদকরী,
তার পানে পাপ্ আঁখি,মেলোনারে, মেলোনা॥
ভ্রান্তি করি পরিহার, শান্তিজল, কর সার,
মনের আগুন আর, জ্বেলো না রে, জ্বেলোনা।
স্থির থাক এক মতে, গতি কর এক পথে,
কোনোরূপে কারোমতে,হোলোনারে,হলোনা॥

বোসে থাকো চুপে চুপে, দিন যাবে ভালরূপে
মায়ার গভীর-কূপে, উলোনারে, উলোনা।
ভাবিলে পরম-ভাব, স্বভাবে সন্তোষ-লাভ,
মনের নিগূঢ় ভাব, খুলোনারে, খুলোনা॥
কেনথাকোমিছে-গোলে,কর্ম্মিতে কি কর্ম্মভোলে
কর্ম্মনাশা-আশা-দোলে, দুলোনারে, দুলোনা।
যাহে নাহি, কর্ম্মনাশে, আশা করি যায় আসে,
এমন্ আশার পাশে, ঝুলোনারে, ঝুলোনা॥
নিন্দাকারি দুরাচার, নিন্দা করে বার বার,
নিন্দামদে তুমি আর, ঢুলোনারে, ঢুলোনা।
রিপুরে রাখিয়া বশে তুচ্ছ কর নিন্দা, যশে.
তোষামুদি বাক্য রসে, ফুলোনারে, ফুলোনা॥
হোলে পরে অন্ধকার, সমুদয় ফক্কিকার,
মোহের নিশান আর, তুলোনারে, তুলোনা।
নাহি জেনে সার-তত্ত্ব, করিতেছ কার তত্ত্ব,
মত্ত হোয়ে তত্ত্বপথ, ভুলোনারে, ভুলোনা॥

চম্পকলতিকা চৌপদী।

হে ভূপ! মানস রায়, স্থির রাখ অভিপ্রায়,
সোহাগের সোহাগায়,সোণা হোয়ে গোলোনা।
পদে রাখ নিজ-পদ, নতুবা হারাবে পদ,
ইচ্ছা হয় খাও মদ, মদে যেন টোলো না॥
বপুবাসে রিপুদলে, পরম-রতন দলে,
মিশিয়া তাদের দলে, মহাধন দোলোনা।
কত লোক কত ছলে, তোমায় যদ্যপি ছলে,
তুমি মন ছল কোরে, কারো মন ছোলোনা॥
বলুক্ যে, যত বলে, সকলেই বলে বলে,
বল কোরে তুমি কারে,কোনোকথা বোলো না।

তৃপ্ত কর রসনায়, বিভুগুণ যেন গায়,
কুজনের কুকথায়, কোপানলে জ্বোলো না॥
ধর্ম্মপথ সোজা অতি, সে পথেই কয় গতি,
সোজাপথ ছেড়ে কভু, বাঁকাপথে চোলো না।
যে, তোমার, তুমি তার, এই মাত্র ব্যবহার,
ঢলাঢলি কোরেআর,কারো ভাবে ঢোলোনা॥
গত হয় যত দিন ততই হোতেছ দীন,
তোমার সুখের দিন, এক্ দিনো হোলোনা।
পরমপদার্থনাশা, হৃদয়ে লয়েছ বাসা,
হায় হায়,-পাপ্আশা,হোয়ে কেন মোলোনা॥

ময়ূররাজ কহিলেন। কি উপায়ে এই সন্ধি নির্দ্ধারিত হইবে ?।

দূরদর্শি-মন্ত্রী কহিতেছেন। হে মহীপাল! অতি সদুপায়ে অতি সহজে অতি শীঘ্রই এই সন্ধিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিব।—বিশ্বাসপাত্রকেই বিশ্বাস করিবে, অবিশ্বাসিকে বিশ্বাস করা কোনামতেই কর্ত্তব্য হয় না, খল-শত্রুকে আশ্রয় দেওয়া ও তাহার আশ্রয় লওয়া এই উভয় পক্ষই অমঙ্গলের কারণ।—কেন না মণিভূষিত ফণি,কি প্রাণনাশক হয় না ? অপিচ দুষ্টলোকেরা মৃত্তাণ্ডের ন্যায় অসার। সাধু লোক স্বর্ণপাত্রের ন্যায় সার। অতএব যে যে ব্যক্তির সহিত প্রণয় ও সন্ধি-করা কর্ত্তব্য এবং যাহারদিগের সহিত সদ্ভাব এবং মিলন করা অকর্ত্তব্য, তদ্বিশেষ বিস্তারিতরূপে নিবেদন করি, অবধান করুন।

পয়ার

মার্জ্জার, মহিষ মেষ, তিন স্থলচর।
কটুভাষি, কাক আর, কাপুরুষ-নর॥
আদর করিলে পরে, প্রভু সম হয়।
এদের বিশ্বাস করা, বিধি কভু নয়॥
স্থির, ধীর, স্বভাবত, সরল যে হয়।
তার সহ, চপলের কোথায় প্রণয়?॥
সন্ধির বিধান নয়, শঠের সহিত।
হিত তাহে নাহি হয়, ঘটে বিপরীত॥
দাবানল যোগে যদি, জ্বাল দেও জল।
সে জল করিবে তবু, নির্ব্বাণ অনল॥
স্বভাবে দুর্জ্জন যেই, দুষ্টভাব ধরে।
সে যদি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে॥
তবু সেই কভু নয়, বিশ্বাসের স্থল।
স্বভাবের দোষে হবে, কেমনে সরল?॥
মণিতে ভূষিত-ফণি, দৃশ্য মনোহর।
তথাচ সে বিষধর, অতি ভয়ঙ্কর॥
কার সাধ্য, তাহার, খোবোলে দেয় কর।
ছোবোলে বধিবে প্রাণ, মনে এই ডর॥
খল, শত্রু ধনী হয়, কিম্বা হয় দীন।
অধীন কোরো না তারে, হয়ো না অধীন॥
কোনোমতে ভাল নহে, তাহার নিশ্বাস।
কোরোনা কোরোনা কভু, কোরোনা বিশ্বাস॥
অধীন হইলে তার, কত অপমান।
অধীন করিলে তারে, কবে যাবে প্রাণ॥
স্বামিতে-বিরতা-নারী, ভয়ঙ্করী হয়।
কখনো উচিত নহে, তাহারে প্রত্যয়॥
সকলি করিতে পারে, কুলটা-কামিনী।
পরপ্রেমপরায়ণা, প্রত্যয়ঘাতিনী॥
যার যাহা যোগ্য হয়, তাই বিধি বটে।
বিপরীত হোলে শেষ, বিপরীত ঘটে॥
মনেতে বুঝিয়া দেখ, বিবেচনা করি।
জলেতে কি গাড়ি চলে, স্থলে চলে তরি?॥
হীনজন মৃত্তিকার, কলসির প্রায়।
ভেঙে তারে পুনরায়, গড়া নাহি যায়॥
সুজন সুবর্ণঘট, গুণের আধার।
অনায়াসে ভেঙে তারে, গড় পুনর্ব্বার॥
বাহিরের ভঙ্গিভাবে, কিছুই না করে।
সুজনের সার থাকে, মনের ভিতরে॥
উত্তম যে হয়, হয়, সহজে সরল।
নারিকেল-ফল সম, অন্তর শীতল॥
কুলফল, সম, নীচ, দেখিতে সুন্দর।
বাহিরে কোমল কিন্তু, কঠিন-অন্তর॥
অসতের মন কভু, না হয় প্রচার।
মুখে বলে একরূপ কাজে করে আর॥
সতের মতের কভু, ভেদাভেদ নাই।
মুখে যাহা, মনে তাহা, কাজে করে তাই॥
খল জন, কথায়, কৌশল করে নানা।
সত্য আর মিথ্যা যায়, ব্যবহারে জানা॥
সদাই সন্তোষ মনে স্থিরভাবে আছে।
ছল নাই, মিথ্যা নাই, উত্তমের কাছে॥
দ্রব্যযোগে দ্রব হয়, ধাতু সমুদয়।
পরস্পর সবে তাই, মিলনেতে রয়॥
বনে আর বৃক্ষে দেখ, পশু পক্ষিগণে।
পরস্পর মিল হয়, বিশেষ কারণে॥
ভয়ে আর লোভে হয় মূর্খের মিলন।
উত্তমে উত্তমে মিলে, হোলে দরশন॥
সত্যবাদী, সদালাপী, সদা সদাচারী।
প্রণয়ের অনুরাগী, সর্ব্বশুভকারী॥
সুখে দুখে সমভাব, বিষয়ে নিপুণ।
সুজন মিত্রের হয় এই সব গুণ॥
উভয়ত একভাবে, একরূপ বোধ।
ছলনা, চাতুরী, নাই, নাই হিংসা, ক্রোধ॥
আপনার প্রাণ সম, ভাবে আপনার।
স্বপনেও নাহি জানে, মিছে ব্যবহার॥
খলের ছলের প্রেম, জলের লিখন।
ফলের সহিত তার, না হয় মিলন॥
অধমের সহ যেন, ঘটে না প্রণয়।
তারে তুমি মিত্র বল, উত্তম যে হয়॥
অমৃত নিঃসৃত হয়, সাধুর বদনে।
পাষাণেরে, দ্রব করে, মধুর বচনে॥
খরতর রবিকরে, হোয়ে জ্বালাতন।
স্নান করি খায় যেই শীতল জীবন॥

নীহার বিহার করে, যে ফুলের দলে।
তাহাতে শয়ন করে, সুশীতল স্থলে॥
চন্দনে চর্চ্চিত করে, অঙ্গ অনিবার
গলায় ধারণ করে, মুকুতার হার॥
তাহাতে কি হয় তার, সুখের ঘটনা।
কখনো না দূর হয়, মনের যাতনা॥
ধার্ম্মিকের "বদন নীরদগত" নীর।
একেবারে স্নিগ্ধ করে, অন্তর-বাহির॥
আকর্ষণী মন্ত্রী সম, করি আকর্ষণ।
মধুদানে মুগ্ধ করে, সকলের মন॥
রসভরে, বশ করে, হরে সব দুখ।
বাল, বৃদ্ধ, সকলের, সমভাবে সুখ॥
সুজনের হোলে পরে, প্রেমের বিচ্ছেদ।
তথাচ না হয় তায়, গুণের প্রভেদ॥
স্বভাবের সরলতা, স্থির হোয়ে রয়।
কোনোমতে অন্তরেতে, বিকার না হয়॥
পদ্মের মৃণাল যথা, ভেঙে গেলে পর।
দুই ভাগে সূত্রের, সংযোগ পরস্পর॥
তন্তুর যোগের ছেদ, না হয় যেমন।
সতে, সতে, সেইরূপ, মতের মিলন॥

সাধুব্যক্তির সহিত প্রণয় করাই কর্তব্য, যেহেতু সুজনের মনে কিছুতেই বিকার জন্মে না। —সদাশয় মহাশয় ব্যক্তি কোনো কারণে ক্রুদ্ধ হইলেও সেই ক্রোধে কখনই অনিষ্ট জন্মে না। যেমন তৃণের অনল কোনো কালেই সমুদ্রের জলকে তপ্ত করিতে পারে না, সেইরূপ চণ্ডাল-ক্রোধ কস্মিনকালেই সুলোকের চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না।

পদ্য।

বিশেষ কারণে সাধু, যদি করে ক্রোধ।
তবু তার মন হোতে, নাহি যায় বোধ॥
সে রাগ, সুরাগ, তায়, নাহি কিছু ভয়।
বোধের উদয় থাকে, ক্রোধের সময়॥
হিতকর ক্রোধ সেই, স্বভাবে সঞ্চার।
কদাচ না হয় তায়, মনের বিকার॥
যদ্যপি জ্বলিয়া উঠে, তৃণের অনল।
তাহাতে কি তপ্ত হয়, জলধির জল?॥
অতএব থাকো সদা, সাধু-সন্নিধান।
রাগ আর তুষ্টি যার, উভয় সমান॥
সুজনর প্রেমে কভু, নাহি অপকার।
রোষে, তোষে, উপদেশে, কত উপকার॥
সাধু-সঙ্গ নাহি যার, মিছে সেই নর।
মিছে তার জন্ম লাভ, মিছে কলেবর॥
জীবন সফল তার, হবে আর কবে?।
মিছে খায়, মিছে পরে, মিছে চরে ভবে॥

যেমন কুসুম-স্তবক আপনার সাধু স্বভাব কখনই পরিত্যাগ করে না, হয়, মনুষ্যকর্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়া দেবার্চ্চনায় ব্যবহৃত হয়, নয়, বনেতেই বিশীর্ণ হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মহন্মনুষ্য, হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া সকলের উপরেই কতৃত্ব করেন, নয়তো গোপনে গোপনে আপনার ভাবে আপনিই থাকেন।

পদ্য।

ফুলের স্তবক হয়, যেরূপ প্রকার।
অবিকল সেরূপ, সতের ব্যবহার॥
হয় গিয়া চড়ে ফুল, মাথার উপর।
নতুবা বিলয় হয়, বনের ভিতর॥
হয়, হয় নরশ্রেষ্ঠ, মহৎ যে হয়।
নতুবা বিজন বনে, দেহ করে লয়॥
সংসার বিষের তরু, সহজে সরল।
তাহাতে ফলেছে দুই, সুরসাল ফল॥
এক ফল "কাব্য সুধারস-আস্বাদন"।
আর ফল, "সুজনের-সহিত মিলন"॥
হবে না বিফল, কভু, হবে না বিফল!
যাহে যার অভিরুচি, লহ সেই ফল॥
প্রথম ফলের স্বাদে, তৃপ্ত হয় মন।
দ্বিতীয় ফলের স্বাদে, সফল জীবন॥
তাই বলি মহারাজ, স্থির রেখে মন।
উভয় ফলের রস, কর আস্বাদন॥

বৃথায় বিবাদ, দ্বেষ, করি পরিহার। পরস্পর প্রেমভাবে, ভ্রাতৃ ব্যবহার।
সুখে বোসে রাজপাটে, করহ বিহার॥ তার চেয়ে কিছুমাত্র সুখ নাই আর॥

যে ব্যক্তি অজ্ঞানী, সে ব্যক্তি সুখেতেই উপাস্য হয়। বিষয়জ্ঞ লোক অতিশয় সুখেতেই আরাধ্য হয়। যাহার বুদ্ধির লেশমাত্র নাই, ব্রহ্মা স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক উপাসনা করিলেও তাহাকে অনুরক্ত করিতে পারেন না। হংসরাজ সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির, তাঁহার মন্ত্রী চক্রবাক সর্ব্বজ্ঞ। অতএব তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে আর যেন বিলম্ব না হয়, যত বিলম্ব করিবেন, ততই বিপদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, আমরা এখানে যদি সন্ধি না করি তবে কি আর রক্ষা থাকিবে? আমি পূর্ব্বেই তো সমুদয় নিবেদন করিয়াছি, যে রাজা আপন রাজ্য রক্ষা না করিয়া পরের রাজ্য আক্রমণ করেন, তিনি আপনার পূর্ব্ব-সঞ্চিত সম্পত্তিকে বিপত্তিসাগরে বিসর্জ্জন করেন।—পররাজ্য ও পরধনহরণে লোভ করা রাজধর্ম্মের অতীত কর্ম্ম, ইহার অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। লঙ্কেশ্বর-দশানন যদিস্যাৎ সাধ্বিসতী সীতাকে হরণ না করিতেন, আর তিনি যদি সন্ধি করিয়া শ্রীরামকে সীতা প্রদান করিতেন, তবে কখনই স্বংশে নির্ব্বংশ হইতেন না। —রাজা দুর্য্যোধন যদিস্যাৎ পঞ্চপাণ্ডবকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিয়া সদ্ভাব রক্ষা করিতেন, তবে কুরুকুল একেকালে সমূলে নির্ম্মূল কেনই হইবে? এই যুদ্ধের অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর পাপের কর্ম্ম আর কি আছে? ইহাতে অতি ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদি জনেরাও চিত্তের চাপল্য নিবারণ করিতেপারেন না। যুদ্ধকালে জয়েচ্ছায় বোধান্ধ ও ক্রোধান্ধ-হইয়া অনায়াসেই প্রতারণাপরতন্ত্র হয়েন, দেখুন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামার" বিষয়ে কৌশলে মিথ্যা কথা কহিয়া গুরু-দ্রোণাচার্য্য-বধের পাপভাগী হইয়া নরক-দর্শন করেন, ঐ যুদ্ধে আরো কত প্রবঞ্চনা হইয়াছে। পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্র বিনা-দোষে বলিরাজাকে বিনাশ করেন, এইরূপ যে যে স্থানে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই ছলনা, চাতুরী ও আর আর প্রকার অনর্থকর মিথ্যা-ব্যবহারের ত্রুটি হয় নাই, অতএব রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে প্রণয়পাশে আবদ্ধ থাকাই বিধেয় হইতেছে, কারণ ইহাতে পুণ্য হয়, প্রতিষ্ঠা হয়, আর ধর্ম্ম এবং পুরুষার্থ রক্ষা পায়। শিখীশ্বর কহিলেন। আর অধিক বাক্য-ব্যয়ের আবশ্যক করে না, হংসরাজ যে অতি মহাত্মা ব্যক্তি, কাকের দ্বারাই আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি, এইক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই কর।

এই রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গৃধ্রমন্ত্রী যথারীতিক্রমে দুর্গমধ্যে গমন করিলেন।

রাজহংসের দূত বক আসিয়া নিবেদন করিল। হে মহারাজ! মহামন্ত্রী দূরদর্শি-গৃধ্র সন্ধি-করণের অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীযুতের শ্রীচরণের নিকট আগমন করিয়াছেন।

তচ্ছ্রবণে রাজহংস কহিলেন।—ওরে দেখ্‌ দেখ্‌, পুনর্ব্বার কোন্ ধূর্ত্তব্যক্তি সন্ধান লইতে আসিয়াছে? সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রী হাস্য করিয়া কহিলেন। ও মহারাজ! ইহাতে শঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, ইনি মহাত্মা দূরদর্শী মহাশয়। বঞ্চক নহেন, সন্ধিকরণের মানসে আগমন করিয়া দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন।

পদ্য।

বঞ্চনায় বঞ্চিত, যে, হয় একবার। তারা প্রতিবিম্ব-জলে, দরশন করি।
তার মনে ভয় বটে, এরূপ প্রকার॥ আহারে বঞ্চিত হয়, মনে ভয় ধরি॥
বুদ্ধিমান-রাজহংস, নিশা আগমনে। সেই ভয় মনে তার, জাগে সর্ব্বক্ষণ।
সরোবরে কুমুদ-মৃণাল-অন্বেষণে॥ দিবসেও শ্বেতপদ্মে, করে না দংশন॥

কুজনের কুহকেতে. যে ফেলে নিশ্বাস। যে শিশুর, পায়সেতে, মুখপুড়ে যায়।
সুজনেও তার মনে, না হয় বিশ্বাস॥ সেই শিশু. "ফুঁ" পাড়িয়া, দধি তবে খায়॥

হে দেব। এইক্ষণে গৃধ্রমন্ত্রির সম্মানের জন্য যথাসম্ভব রত্ন-উপহার প্রভৃতি সামগ্রী সকল প্রস্তুত করুন। অনন্তর উপহার প্রস্তুত হইলে সর্ব্বজ্ঞ-মন্ত্রী অগ্রসর হইয়া দুর্গদ্বার হইতে দূরদর্শি-মন্ত্রিকে যথা সমাদরে রাজার নিকট আনয়ন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করাইলেন। গৃধ্র অমাত্য, রাজ-প্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। চক্রবাক কহিলেন। হে মহানুভব! এই সমস্ত সম্পত্তিই আপনারদিগের আয়ত্তাধীন অতএব যথেচ্ছাক্রমে এই রাজ্য উপভোগ কর।

গৃধ্র কহিলেন। যদিও সাধুজনের বাক্যই এইরূপ বটে, কিন্তু সংপ্রতি মিথ্যাবাক্যালাপের প্রয়োজন করে না, কারণ লোভিলোককে ধনের দ্বারা বশ করিবে, দাম্ভিক-লোককে করযোড় করিয়া বশ করিবে, মূর্খলোককে ছল-দ্বারা বশ করিবে, পণ্ডিত ব্যক্তিকে সত্তের দ্বারা বশ করবে। মিত্রকে প্রীতি দ্বারা বশ করিবে, বান্ধবকে সম্মানের দ্বারা বশ করিবে, ভার্য্যা ও ভৃত্যকে দান ও মান দ্বারা বশ করিবে, এবং ইতর-লোককে সরলব্যবহারদ্বারা বশ করিবে, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করিতেছি, ময়ূর-মহারাজ পরাক্রমী, অতএব তাঁহার সহিত সন্ধি করাই কর্ত্তব্য।

চক্রবাক কহিলেন। সন্ধি-বিষয়ে আপনার কিরূপ অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত করুন?

রাজহংস কহিলেন। সন্ধি কত প্রকার?।

গৃধ্র কহিতেছেন। সন্ধি ষোড়শ প্রকার। যথা।

কপাল ১। উপহার ২। সন্তান ৩। সঙ্গত ৪। উপন্যাস ৫। প্রতীকার ৬। সংযোগ ৭। পুরুষান্তর ৮। অদৃষ্টনর ৯। আদিষ্ট ১০। আত্মাদিষ্ট ১১। উপগ্রহ ১২। পরিক্রম ১৩। উচ্ছন্ন ১৪। পরভূষণ ১৫। এবং স্কন্ধোপনেয় ১৬।

শুদ্ধ সমতাতে যে, সন্ধি হয়, তাহার নাম "কপাল" সন্ধি।—ধনাদি দ্বারা যে সন্ধি হয় তাহার নাম "উপহার"।—দাসী-বেশ্যাদি দান দ্বারা যে সন্ধি হয় তাহার নাম "সন্তান"।—মিত্রতাদ্বারা যে সন্ধি হয়, তাহার নাম "সঙ্গত"।—যাবজ্জীবন উভয়েরি এক বিষয়, এক প্রয়োজন, সকলি সমান, সম্পদে বিপদে কিছুতেই বিচ্ছেদ হয় না, এই প্রযুক্ত এই "সঙ্গত সন্ধি" সর্ব্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, সন্ধিজ্ঞ বিজ্ঞ জনেরা ইহাকে "কাঞ্চন-সন্ধি" বলিয়া থাকেন।—ধন ও কার্য্যের নিষ্পত্তি,এতদ্রূপ উদ্দেশ করিয়া যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার নাম "উপন্যাস"। আমি ইহার উপকার করিয়াছি, এ ব্যক্তিও আমার উপকার করিবে, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া যে সন্ধি হয়, তাহার নাম "প্রতীকার"।— এই সন্ধি শ্রীরাম সুগ্রীবের সন্ধির ন্যায়। একমাত্র উদ্দেশে কার্য্যের প্রমাণ করিয়া যে সন্ধি করা যায়, সেই সন্ধির নাম "সংযোগ"।

যে স্থলে পরস্পর তিন বিরোধি শত্রু উপস্থিত, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এরূপ কহে, যে, তোমার এবং আমার উভয় পক্ষের সেনাপতি ও সেনার দ্বারা ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে পরাজয়-করণের যে প্রয়োজন, সেই কার্য্য-সাধন হউক, এমত পণ করিয়া যে সন্ধি হয়, তাহার নাম "পুরুষান্তর"।

কেবল তোমার দ্বারাই আমার এই কার্য্য সুসাধ্য হইবে, শত্রু এবম্প্রকার পণ করিয়া যে সন্ধি করে, সেই সন্ধির নাম "অদৃষ্টনর"। বিবাদস্থলে ভূমির একদেশ-পণে শত্রুর সহিত যে সন্ধি হয়, তাহার নাম "আদিষ্ট"।—

পর-কর্ত্তৃক-পীড়িত শত্রুর উপকারার্থ সসৈন্যে গমন পূর্ব্বক তাহার সহিত সংযোগ-করণ, এই সন্ধির নাম।—"আত্মাদিষ্ট"—

আপনার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বস্ব দান দ্বারা যে সন্ধি হয়, তাহার নাম।—"উপগ্রহ"।

বলবান বিপক্ষ আসিয়া রাজ্যের কিয়দংশ হরণ করিয়াছে, তৎকালে আপনার ভাণ্ডারস্থ যৎকিঞ্চিৎ ধন, কিম্বা অর্দ্ধাংশ ধন, অথবা সমস্ত অর্থ দিয়া অবশিষ্ট ভূমি গ্রামাদি রক্ষার নিমিত্ত যে সন্ধি হয়, তাহার নাম—"পরিক্রয়"—

উত্তম ভূমির দ্বারা যে মিলন হয়, তাহার নাম—"উচ্ছন্ন-সন্ধি"—

ভূমি-জাত শস্যাদি দান-দ্বারা যে সন্ধি হয় তাহার নাম—"পরভূষণ"।

এবং ভূমির উৎপাদিত শস্যাদি আপন ভৃত্যের দ্বারা বিপক্ষের নিকট প্রেরণ-করণের পণে যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির নাম—"স্কন্দোপনেয়"।

পরন্তু পরস্পর উপকার, মিত্রতা, সম্বর্দ্ধক, এবং উপহার, এই চারি প্রকার বিশেষ সন্ধি।

আমার বিবেচনায় "উপহার" সন্ধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ, কেবল এই এক উপহার ব্যতীত অপর কোনোপ্রকার সন্ধিতে মিত্রতা সম্বন্ধ নাই।

যে স্থলে বিপক্ষ ব্যক্তি বল প্রযুক্ত রাজ্য-গ্রহণ না করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিগুণ ধারণ করে না, তে স্থলে "উপহার" ব্যতীত অপর কোনো সন্ধি? সন্ধি বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। চক্রবাক কহিলেন।

পদ্য।

আমার আত্মীয় ইনি, উনি হন পর।
এরূপ যে ভেদ করে, নীচ সেই নর॥
নিজে সেই অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র মন তার।
স্বভাবের দোষে করে, ক্ষুদ্র ব্যবহার॥
স্বভাবে সরল, ধীর, মহৎ, যে, হয়।
তার কাছে, আত্মপর, ভেদ নাহি রয়॥
সমভাবে, সবে ভাবে, আমার আমার।
পৃথিবীর, সকলেই অন্তরঙ্গ তার॥
পরনারী, জ্ঞান করে, জননীর প্রায়।
মুখ-তুলে তার-পানে, কখনো না চায়॥
কেবল আপন ধনে, যে রাখে প্রয়াস।
পরধন জ্ঞান করে, ধূলা আর পাঁশ॥
সর্ব্বভূতে আত্ম-বোধ, যে করে ধারণ।
সাধু সাধু, সাধু সেই, পণ্ডিত সুজন॥

হংসরাজ কহিলেন। আপনারা উভয়েই প্রধান এবং পণ্ডিত, অতএব যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন। গৃধ্র কহিলেন। আঃ। এ, কি কহিতেছ?

পদ্য।

শারীরিক, মানসিক, পীড়ার কারণ।
কলেবর, জরজর, সদা সর্ব্বক্ষণ॥
এমন অনিত্য-দেহ, করিয়া ধারণ।
কোন্ লোক কোরে থাকে, পাপ আচরণ?॥
জলমাঝে চাঁদ হয়, যেরূপ চঞ্চল।
সকল প্রাণির প্রাণ, সেরূপ চপল॥
এরূপ নিশ্চয় জেনে, সাধুজন যত।
পুন পুন, পুণ্যকর, কর্ম্মে হন রত॥
মৃগতৃষ্ণা সম এই, অসার সংসার।
কখন্ সংহার হবে, স্থির নাই তার॥
এইহেতু ধর্ম্ম আর, সুখের কারণ।
সাধুসহ, বাস করে, সকল সুজন॥
তাই বলি স্থির-রেখে, সত্য অভিপ্রায়।
সন্ধিপাশে বন্দি হও, উভয়ে রাজায়॥
পুণ্যের প্রধান হয়, "অশ্বমেধ যাগ"।
জগতে সবাই করে, যার অনুরাগ॥
শত শত "অশ্বমেধ" তুলায় তুলিয়া।
এক "সত্যকথা" তার, এক পাশে দিয়া॥
ওজনে হইল গুরু, "সত্য সুধাভাষ"।
লঘু হোয়ে "অশ্বমেধ" হোলো তার দাস।
করিলে সুবর্ণ-সন্ধি, সত্য প্রতিজ্ঞায়।
উভয়ের চিরসুখ, ভোগ হবে তায়॥

সর্ব্বজ্ঞ কহিলেন। এইস্থলে সুবর্ণসন্ধিই বিধেয় হইতেছে।

এইরূপ স্থির হইলে দূরদর্শী অমাত্য মরাল-মহীপ কর্ত্তৃক যথাযোগ্য বসন ভূষণে সম্মানিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ চক্রবাক-মন্ত্রিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ময়ূর মহারাজের সমীপে সমাগত হইলেন, শিখীশ্বর সেই সুবর্ণ-সন্ধিতে সম্মত হইয়া বিশেষরূপ দান এবং সমাদর পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

দূরদর্শী কহিলেন। হে মহারাজ! যুদ্ধান্তে সন্ধিসংস্থাপন হইবার মনোরথ পরিপূর্ণ হইল, এইক্ষণে স্বরাজ্য-দেবীদ্বীপে গমন করুন।

সেই বাক্যে ময়ূর রাজ স্বদলবল সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে পুনরাগমন পূর্ব্বক পরম-সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

সিদ্ধান্ত শেখর ভট্টাচার্য্য কহিলেন। হে বাপু! "মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি" এই চারি প্রকার রাজব্যবহার বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিলাম, এইক্ষণে আর কোন্ বিষয় শুনিতে অভিলাষ হয়?।

নৃপতিনন্দনগণ কহিলেন। হে গুরো! আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রসাদে আমরা রাজকীয় ব্যবহার বিশেষরূপে অবগত হইয়া কৃতার্থ হইলাম, অধুনা এতদ্বিষয়াধীন যে কোনো প্রসঙ্গ অথবা অপর যে কোনো বিষয় আমারদিগের পক্ষে কল্যাণকর হয়, প্রসন্ন হইয়া তাহাই প্রকাশ করুন।

আচার্য্য। হে শিষ্য! সাধু সাধু, সর্ব্ব-মঙ্গলময় মহাদেব তোমাদের সর্ব্ব প্রকারেই মঙ্গল করুন. এখনো অনেক বিষয়ের উপদেশ প্রদানের আবশ্যক করে, আমি ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয় উপদেশ করিতে ক্ষণমাত্রই আলস্য করিব না।

পদ্য।

এজগতে বিরাজিত, যত মহীপতি।
সবাই মহৎ হোন্ হোন্, মহামতি॥
পরস্পর, সহোদর, হেন ভাব হবে।
পরস্পর প্রেম-পাশে, বদ্ধ হোয়ে রবে॥
পরস্পর, রাজা যদি, দ্বেষভাব হরে।
পরস্পর রাজা যদি, প্রেমভাব ধরে॥
পরস্পর রাজা যদি, বিবাদ না করে।
পরস্পর যুদ্ধ করি, যদি নাহি মরে॥
দ্বেষ, হিংসা, ঘুচে যায়, যায় সব পাপ।
সমান প্রকাশ পায়, সবারি প্রতাপ॥
সন্ধি সহ সদালাপে, থাকিলে সবাই।
তার চেয়ে সুখ আর, কিছুই তো নাই॥
ওরেরে, ভূপালগণ! প্রণয়েতে রহ।
কাহারো সহিত কেহ, কোরো না কলহ॥
অনিত্য বিভব এই, স্থির জেনে মনে।
ধর্ম্ম পথে দৃষ্টিরেখে, পালো প্রজাগণে॥
বিনয়ি যে সব লোক, আছেন এভবে।
আমোদ প্রমোদে সদা, সুখি হোন্ সবে॥
সুকৃতি সুজন আর, যত যত নর।
সবারি কুশল হোক্, উত্তর উত্তর॥
সচিবের হৃদয়েতে, সদাকাল নীতি।
বেশ্যার সমান ধরি, সকল প্রকৃতি॥
প্রতিক্ষণ আলিঙ্গন, করিয়া প্রদান।
করুক্ 'চুম্বন" করি, মুখ-সুধাপান॥
প্রতিদিন বৃদ্ধি হোক্, মহা মহোৎসব।
ঘুচে যাক্, নিরানন্দ, হাহাকার রব॥

ইতি হিত-প্রভাকর পুস্তকে হিতহার অন্তর্গত "সন্ধি" নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

সত্যনারায়ণের ব্রতকথা

●

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-বিরচিত

●

প্রথম সংস্করণ

বসুধা-কার্য্যালয়
২২ নং, ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩১৯

●

কলিকাতা।
১৯ নং ঈশ্বর মিলস্ লেন, গোয়াবাগান "বিষ্ণু প্রেসে"
শ্রীবিষ্ণুপদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

ঈশ্বর গুপ্ত যে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর শেষ কবি—একথা সর্ব্ববাদী-সম্মত তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সফলতায় মুগ্ধ হইয়া, ১২৯২ সালের "নবজীবনে"—একজন তত্ত্বদর্শি লেখক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পর গুপ্ত-কবি সম্বন্ধে আর যে বড় বেশী কথা বলিবার আছে, সে বিশ্বাস আমার নাই। উক্ত লেখক বলিয়াছেন—"মধুসূদন বাঙলার—মিল্টন; হেমচন্দ্র—পিণ্ডার; নবীনচন্দ্র—বায়রণ; রবীন্দ্রনাথ, শেলী,…কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কি? ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার ঈশ্বর গুপ্ত।"

কবির ইহা অপেক্ষা উচ্চ স্তুতি আর হইতে পারে না। ঈশ্বর গুপ্তের তুলনা—স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত। এই একটী কথাতেই তাহার সমস্ত মহিমা প্রকাশ পাইতেছে: সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং যাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহার বহুরূপিণী প্রতিভার স্বরূপ বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবে এইটুকু বলা যায়—এই অধঃপতিত বাঙ্গালীর অলস জীবনের অনেক দৌরাত্ম্যের উপরই গুপ্ত কবি হাসিতে হাসিতে কষাঘাত করিয়া গিয়াছেন! তিনি যাহাকে গালি দিতেন, সেও তাহার উপর রাগ করিত না, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব! ইহাই তাঁহার মৌলিকত্ব!

রস লইয়াই কাব্য, আর রস লইয়াই ভোজন; এই জন্য এক রসিক লেখক কবিকে পাচক শ্রেণীভূক্ত করিয়াছেন। এই হিসাবে বলিতে হয়—গুপ্ত কবি একজন উত্তম পাচক ছিলেন। তাঁহার পাকা হাতে বেশ একটু আনন্দময় নৈপুণ্য ছিল। অম্লরস [আদি রস] মধুর রস [করুণ রস] তিক্ত রস [বীররস] কটু রস [রৌদ্র রস] কষায় রস [বীভৎস রস] লবণ রস [হাস্য রস]—আর কত নাম করিব? সকলে রসেই তিনি সিদ্ধহস্ত। ঈশ্বর গুপ্তের রান্না—বাঙ্গালীর ঘরের রান্না, তাহা সহজ পাচ্য, মুখরোচক, স্বাস্থ্যকর; গরম মসলায় গুরুপাক অথবা প্যাঁজ রসুনের বিকট গন্ধে কলুষিত নহে। তিনি রাঁধিতেন—কর্ত্তব্য ভাবিয়া, সে রন্ধন আজ কালকার বাবুদের মত সখের রন্ধন নহে।

আমরা দুই রকম কাব্য দেখিতে পাই, হয় শব্দগত, নয় ভাবগত। কিন্তু গুপ্ত কবির কাব্যে ভাব ও ভাষা প্রকৃতি পুরুষের মত জড়িত। তাঁহার সুন্দর, মধুর, শান্ত, করুণ, অনুৎকট, অকঠোর, অতীব্র; আর তাঁহার ভাষায় সর্ব্বত্র—সুকুমার, কোমল, অবিকট। তাই তিনি আমাদের কাছে চিরদিন সমান লীলাময়, রহস্যময় ও বৈচিত্র্যময়। যাঁহারা ভাবসর্ব্বস্ব রচনার পক্ষপাতী, তাঁহারা ঈশ্বর গুপ্তকে ঠিক্ বুঝিতে পারিবেন না।

গোপাল বাবুর কল্যাণে ঈশ্বর গুপ্তের অনেক কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল কবিতা যে কি অপূর্ব্ব জিনিষ অনেকেই তাহার আস্বাদ পাইয়াছেন। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, গুপ্ত কবির অনেক কবিতা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। এই "সত্যনারায়ণের ব্রতকথা" তাহাদের অন্যতম।

গুপ্ত-কবির প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ও সতীশচন্দ্র দে [ইনি হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসার ছিলেন] গুপ্ত কবির অনেক কবিতা সংগ্রহ করিয়াছেন। অতি জীর্ণ কীটদষ্ট পাণ্ডুলিপি হইতে ঐ সকল উদ্ধার করিয়া, সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত প্রসিদ্ধ

ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর তৎ সম্পাদিত "বসুধা" পত্রিকায় তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছেন। এজন্য বঙ্কুবাবুকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি।

বঙ্কুবাবুর উদ্যোগেই "সত্যনারায়ণের ব্রতকথা" প্রচারিত হইল। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের পর, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একবার পুরীযাত্রা করেন এবং বালেশ্বরের প্রসিদ্ধ জমীদার ৬পদ্মলোচন মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে অতিথি হন। মণ্ডল মহাশয় প্রতিমাসে স্বগৃহে সত্য-নারায়ণের পূজা করিতেন। গুপ্ত কবি যে দিন বালেশ্বরে উপস্থিত হ'ন, সে দিন পদ্মলোচনের বাটীতে "সত্যনারায়ণ ব্রতের" অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মণ্ডল মহাশয়ের অনুরোধে—গুপ্ত কবি দুই ঘণ্টার মধ্যে—এই ব্রত কথা রচনা করিয়াছিলেন।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি, উক্ত পদ্মলোচনবাবুর পুত্র, সদ্‌গুণ রাশি স্বদেশ বৎসল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা প্রাপ্তি হইয়াছি। রমেশবাবুব অনুগ্রহেই—গুপ্ত কবির লুপ্ত রত্ন আজ আমরা সাধারণের হস্তে অর্পণ করিতে সক্ষম হইলাম। বঙ্কুবাবুর বাটীতে প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের পূজায় এই ব্রতকথা পড়া হয়। আশা করি, এবার হইতে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই "সত্যনারায়ণের ব্রতকথা" পঠিত হইবে।

ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে মহামহীরুহের অস্তিত্বের মত--এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ঈশ্বর গুপ্তের "ঈশ্বর বাদ" লুক্কায়িত আছে। এই জন্য আমরা সাদরে ইহা মুদ্রিত করিলাম। পাঠকগণের কাছে উৎসাহ পাইলে, আমরা গুপ্ত কবির "ষষ্ঠীর কথা", "লক্ষ্মীর কথা" "সুবচনীর কথা" ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব, অলমিতি বিস্তরেণ।

১১ই পৌষ, ১৩১৯
চুঁচুড়া।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ বিশারদ
ভূতপূর্ব্ব "বঙ্গদর্শী" সম্পাদক।

সত্যনারায়ণের ব্রতকথা

(১)

জয় জয় জয় ব্রহ্ম সতত স্বভাব শর্ম্ম
গূঢ়মর্ম্ম জ্ঞাতা জ্ঞান জীব।
অতীত শরীর ত্রয় নিত্য বিত্ত চিত্তময়
চিদানন্দ সদানন্দ শিব॥
নির্ব্বিকার নিরাধার নিরাকার নিরাহার
সর্ব্বাধার সর্ব্বসার বিভু।
গুণশূন্য গুণধর বর্ণরূপে কলেবর
পরমেশ পরাৎপর প্রভু॥
পারাপারে ভবসিন্ধু ওঁকারে জুড়িয়া বিন্দু
সাকারে সাধনারূপ সেতু।
প্রণব পৃথক কর নানামূর্ত্তি ধর হর।
ভক্ত মনঃ দুখ দূর হেতু॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব মতি ভিন্ন পথ পঞ্চ
গণপতি বিশ্বদাস্ত হারী।
অংশে অংশী হংসে হংসী দুষ্ট দৈত্য দর্পধ্বংশী
খড়্গ শৃঙ্গ চূড়া বংশীধারী॥
ভাবিলে উদয় ভাব বিশ্বাসে বিশেষ লাভ
গুণরমা জ্ঞানগম্য লয়।
নিজে শ্যাম নিজে শ্যামা আকারে প্রকারে বামা
একাকারে একাকার নয়॥
শিব রাধা অনুপাম কালী বিষ্ণু তারা রাম
সারতত্ত্ব ব্যক্ত করে বেদ।
দশ মহাবিদ্যা অনু দশ অবতার তনু
ঐক্য মনু তনু ভেদাভেদ॥
রূপে ভেদে নানা ভেক কলি অর্থ তুমি এক
বিধি উক্তি যুক্তি এই স্থির।
কে বুঝে নিগূঢ় কথা বহুবর্ণ ধেনু যথা
কিন্তু তাহে শুভ্রবর্ণ ক্ষীর॥
সত্য সত্যনারায়ণ নিত্য সত্য সনাতন
চরাচরে সদা সম দৃষ্টি।
চনক আকারে রহ পরমা প্রকৃতি সহ
অখিল ব্রহ্মাণ্ড কর সৃষ্টি॥
আমি দীন অকিঞ্চন পুণ্য শূন্য ক্ষুণ্ন মন
কলির কলুষ বিমোচনে।
মনোহর রূপ ধরি কটাক্ষে করুণা করি
চাহ প্রভু শ্রীপদ্ম লোচনে॥

একদিন নিশাভাগে শাস্ত্রালাপ অনুরাগে
কহিলেন প্রিয় বন্ধুগণে।
অভিনব বিরচিত সত্যপীর গুণ গীত
শুনিতে বাসনা হয় মনে॥
তদিচ্ছায় রচি ভাষা পুরাও ভক্তের আশা
গ্রন্থ দোষ না কর গ্রহণ।
কে পারে করিতে শ্রম মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম
রাহুকরে শশীরে গ্রহণ॥
যথা শক্তি যথা জ্ঞান পাদপদ্ম করি ধ্যান
প্রকাশিত করিলাম মতি।
ফললোভী কুব্জ প্রায় বুদ্ধি মম উর্দ্ধে ধায়
কিন্তু কালী কি করেন গতি॥
শঙ্খ চক্র পরিহরি সত্যপীর রূপ ধরি
অবতরি হরি ধরাতলে।
কলিযুগে যে প্রকার পূজার প্রচার তার
শুন সার সুবোধ সকলে॥

(২)

মথুরা নগরে ঘর বৃদ্ধ এক বিপ্রবর
নিরন্তর অন্তর সরল।
দীন হীন অতি ক্ষীণ ভিক্ষাহারী চিরদিন
দিনে দিনে দীনতা প্রবল॥
দৈব যোগে এক দিবা সদয়া শঙ্করী শিবা
কব কিবা অদৃষ্টের ফল।
ভিক্ষা নাহি মিলে দেশে "হা কৃষ্ণ" বলিয়া শেষে
লুটিয়া পড়িল ক্ষিতিতল॥
হরিতে বিপ্রের ক্লেশ ধরিয়া ফকির বেশ
হৃষীকেশ সদয় হৃদয়।
মনোহর শোভারাশি অখিল তিমির নাশি
ছলে আসি অদূরে উদয়॥
রূপে আলো করে ধরা কটিতে কৌপীন পরা
গলে দোলে স্ফটিকের খোপ।
হাতে শোভে আশাবাড়ি চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি
শিরে বেণী গাল ভরা গোঁপ॥
অনন্ত অখিল কারী ছদ্মবেশে ছলধরী
জিজ্ঞাসেন করিয়া বিনয়।

কি হেতু কাতর তুমি | লুটায়ে পড়েছ ভূমি
সবিশেষ দেহ পরিচয় ॥
দুটি আঁখি ভাসে জলে ক্ষুধানলে তনু জলে
দ্বিজ বলে কব আর কিবা।
আহার সম্বল নাই গৃহিনী সহিতে ভাই
অনাহারে আছি দুই দিবা ॥
সহজে দরিদ্র বড় ভিক্ষায় জীবিকা ভর
প্রতিদিন ফিরি দ্বারে দ্বারে।
মুষ্টি ভিক্ষা মিলাভার কখন বা নিরাহার
কখন বা থাকি নীরাহারে ॥

জনম ব্রাহ্মণ বংশে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী অংশে
কোন মতে অন্যথা না করি।
শাস্ত্র মতে করি শ্রম সময়ের নাহি ক্রম
তবে কেন দুঃখ দেন হরি ॥
কৃপা করি কন পীর শুনহে ব্রাহ্মণ ধীর
হও স্থির দুঃখ হবে নাশ ॥

অবিলম্বে গৃহে গিয়া সত্যপীরে সিন্নি দিয়া
কর গিয়া পূজার প্রকাশ ॥
না বুঝিয়া অভিপ্রায় জলন্ত অনল প্রায়
দ্বিজ জ্বলে বলে কুবচন!
"অধম যবন ছার অর্ব্বাচীন দুরাচার
দূরাভব দুষ্ট অভাজন ॥
তোমার কথায় মজে পূজায় পীরেরে ভজে
পীড়ালি উপাধি পাব তায়।
যবন আচার যার ভবন অশুদ্ধ তার
পবন পরশে জাতি যায় ॥

অবশেষে প্রতিফল না ছোঁবে হস্তের জল
হাড়িডোম কামার চামার।
ইহ পরকাল ফক্কা লাভ হইতে কাশী মক্কা
দুইদিক ডুবিবে আমার ॥"

হাসি কন চন্দ্রচূড় "না বুঝিয়া মর্ম্মগূঢ়
কেন মূঢ় রূপ কথা কহ?
আমি যে ফকির নই স্বরূপে স্বরূপ হই
হেরিয়া অভীষ্ট বর লহ ॥"
বলিয়া ছলিয়া হরি মনোহর মূর্ত্তি ধরি
দাঁড়ালেন কালদণ্ড কারী।

জলধর কলেবর চতুর্দ্দিকে চতুষ্কর
শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী ॥
হেরিয়া বিস্মিত দ্বিজ ফুল্লহৃদি সরসিজ
নিজ দোষ উদয় অন্তরে।
নয়ন নিমিষ হত স্বভাবে অভাব গত
একাদশ মণিদ্বীপে চরে ॥
অপরূপ রূপচ্ছটা জলদে দামিনী ঘটা
মানস গগণে করে প্রভা।
সহজে জলদ তনু বনমালা রামধনু
ধরাতে ধরেন রূপশোভা ॥

অমল কমল পদ মধুলোভে গদ গদ
নিরখিয়া হত পাপ দ্বন্দ্ব!
নখরে সুধাংশু শোভে বিধু আর মধু লোভে
চিকুরে ভ্রমরে লাগে ধন্দ ॥
নিখিল ভুবন পূজ্য নিরন্তর শশীসূর্য্য
এক স্থলে অতুল সম্পদে।
দ্বন্দ্ব নাই পরস্পর কিবা ভাব মনোহর
ভয় ভাঙ্গা রাঙ্গা পদ্মপদে ॥

এক চিত্তে করি ধ্যান ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান
উপজিল ব্রহ্ম দরশনে।
কাতরে করুণা-স্বরে মুক্তকণ্ঠে স্তব করে
লুটাইয়া যুগল চরণ ॥
চারিবেদ পরাভব আপার মহিমা তব
মূঢ়মতি কত ক'ব আমি।
পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর কৃপাময় নাম ধর
তুমি পূর্ণ বিভু বিশ্বস্বামী ॥

অগণ্য পুরুষ নারা অথচ শরীর ধারা
ভক্ত-ভাবে ধর নানা কায়া।
হংসভাবে সর্ব্বভূতে বিরহ ত্রিগুণ যুতে
সলিলে যেমন সূর্য্যছায়া।
সমূহ সন্তোষ সিন্ধু ভক্তমন চকোরেন্দু
তুমি বিন্দু তুমি বহ্নিজায়া ॥

গোকুলে গোপীর পাশে ভুলেছিলে প্রেমরসে
সৃজিয়া অনন্ত কোটী মায়া ॥
আমি দীন ভ্রমে মত্ত না বুঝি পরমতত্ত্ব
কহেছি কুবাক্য আতশয়।

অপরাধ ক্ষমা কর দয়াময় নাম ধর
হর দিনকরসুত ভয় ॥
স্তবে তুষ্ট চক্রপাণি কহেন আশ্বাস বাণী
"ভয় নাহি স্থির কর মন।
প্রাপ্ত হবে বহুরত্ন পূর্ব্ববাক্যে করি যত্ন
করগিয়া সিন্নি আয়োজন ॥
সওয়া কুড়ি পরিমাণ গুয়া, কলা বাছা পান
সওয়া সের আটা ক্ষীর।
কাঁচা পাকা দুইতর পদ্ধতি প্রকার কর
সিরনীতে পরিতুষ্ট পীর ॥
যথা উক্ত বাক্য মত ওই সব দ্রব্য যত
পাত্রে পাত্রে রাখিয়া স্বতন্ত্রে।
বন্ধুবর্গ সহ নিজ লয়ে পুরোহিত দ্বিজ
পূজা কর নারায়ণ মন্ত্রে ॥
অন্তরে ছাড়িয়া দ্বেষ প্রসাদ পাইবে শেষ
উপদেশ বিশেষ বিধান!
অভক্তি যদ্যপি কর দ্বৈত ভাব মনে ধর
চরমে নরকে পাবে স্থান ॥"

(৩)

দ্বিজে দিয়া দিব্যজ্ঞান হইলেন অন্তর্দ্ধান
পলকে পূর্ণিত তনুসুখে।
প্রেমানন্দে হয়ে ক্ষিপ্র ভক্তিভাবে নাচে বিপ্র
হরি, হরি, হরি, বলি মুখে ॥
তাড়াতাড়ি বাড়ী যায় হাঁটিতে হোঁচট খায়
উঠে পড়ে চড়ে মনোরথে।
বিষম অথর্ব্ব বুড়া আছাড়ে শরীর গুঁড়া
বিষম বিষম খায় পথে ॥
ভবন ভিতরে আসি ব্রাহ্মণি! বলিয়া হাসি
অন্তরে অধিক হয় সুখী।
করে প্রাপ্ত দ্বিজরাজ, ডেকে বলে দ্বিজরাজ
কোথা গেল দ্বিজরাজমুখী
ব্রাহ্মণের শুনে ভাষ ব্রাহ্মণীর মনে ত্রাস
ছুটে এল ডাকে যথা স্বামী!
দীন দ্বিজ কহে বাণী তুমি হবে পাটরাণী
রাতারাতি রাজা হব আমি ॥
পেয়েছি কৃষ্ণের বর রত্ন পাব বহুতর
ঘরে পরিপূর্ণ হবে টাকা।
মুখে কহে ভ্রম ভরে ব্রাহ্মণী তোমার করে
পরাইব সুবর্ণের শাঁখা ॥
ব্রাহ্মণী কহিছে হায়! বৃদ্ধ হলে বুদ্ধি যায়
ভাবিয়া কি ক্ষিপ্ত হলে প্রভু।
একি কথা অপরূপ দরিদ্র হইবে ভূপ।
অরণ্যে কি রত্ন ফলে কভু ॥
ভার্য্যা বাক্য শুনি শেষ কহিলেন সবিশেষ
হৃষিকেশ উপদেশ যত।
শুনিয়া সহাস্য মুখে ব্রাহ্মণী মনের সুখে
আয়োজন করে আজ্ঞামত ॥
ক্ষীর আদি দ্রব্য নিয়া নারায়ণে সিন্নি দিয়া
ভক্তিভাবে খাইল প্রসাদ।
পাইল অমূল্য ধন রত্নময় নিকেতন
মহানন্দ—বিগত বিষাদ ॥
অর্থ পেয়ে অতিশয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদ্বয়
প্রভুরে অর্চ্চনা করে সুখে।
ভক্তিভাবে জপে মনু নিত্য নারায়ণ-তনু
হেরে পদ্মলোচন পুলকে ॥

(৪)

অপূর্ব্ব প্রভুর কথা শুন দিয়া মন।
গ্রামবাসী নীচজাতি আর যত জন ॥
কাষ্ঠ বেচি কিছু পেয়ে পরিবারে পালে।
টাকা টুকি টানা টুান টায়ে টুয়ে টালে ॥
দৈবযোগে একদিন অদৃষ্ট শুভ লাভ।
প্রসন্ন পর্ব্বত পুত্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব ॥
সবে মিলি বনে যায় কাষ্ঠ কাটিবারে।
আইল পিপাসা যুক্ত উক্ত দ্বিজাগারে ॥
দরিদ্রের দেখি তারা অতুল বিভব।
কাষ্ঠ কাটা দূরে গেল কাষ্ঠ হইল সব ॥
জিজ্ঞাসে সকলে বলি বিনয় বচন।
"ভিখারী ব্রাহ্মণ তুমি কিসে এত ধন ॥
গত কল্য কতদুঃখ কুঁড়েতে নির্ভর।
নিশামধ্যে অট্টালিকা স্বর্ণময় ঘর ॥"
বিনয় বচন শুনি দ্বিজগুণভব।
কহিলেন সবিশেষ সিন্নি কথা সব ॥
তাহারা কহিল পড়ি ব্রাহ্মণের পায়।
আমরা করিব পূজা দুঃখ যদি যায় ॥

বলিয়া চলিয়া গেল হরষিত মনে।
বিনাকষ্টে কাষ্ঠ হেতু প্রবেশিলা বনে ॥
কাটিল অনেক কাষ্ঠ বনের ভিতর।
বাজারে হইল তার চতুর্গুণ দর ॥
সত্যপীর সিন্নি নিল আলয়েতে আসি।
প্রসন্ন শ্রীভগবান কৃপাসিন্ধু রাশি ॥
কৃষ্ণের কৃপায় হইল বসুমতী বশ।
ধনধান্য-ধেনু ভরা বিধির যে যশ ॥
এইরূপে প্রভু প্রেমে চিত যার লয় ॥
ভুবনবিজয়ী সেই কষ্ট নষ্ট হয় ॥
শুভাদিষ্ট তরু তার পূর্ণ ফলে ফুলে।
যে হেরে সেই পাদপদ্ম লোচনের বলে ॥

(৫)

নগরের মধ্যে ধাম সাধু সদানন্দ নাম
অনুপাম তাহার বৃত্তান্ত।
কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ তুষ্ট তারে নারায়ণ
ধর্ম্মে কর্ম্মে বাসনা নিতান্ত ॥
ইষ্ট নিষ্ট অবিরত বিভব সম্ভব যত
কন্যা পুত্র কিছু নাহি হয়।
সেই খেদে সদাগর ভেবে শীর্ণ কলেবর
নিরন্তর অতি দুঃখময় ॥
সদানন্দ দৈবাধীন কাষ্ঠ হেতু একদিন
গেল সেই কাঠুরিয়া ঘরে।
দেখে হইল চমৎকার পূর্ব্বদশা নাহি আর
ধনধান্য সংখ্যা কেবা করে ॥
সাধু কহে—কহ সত্য ইহার নিশ্চয় তত্ত্ব
হেরিয়া বিস্ময় বড় মন ॥
ফিরেঁহাট ঘাট মাঠ বনে বনে কাটি কাঠ
এমনে কেমনে লভ ধন ॥
কাঠুরিয়া হাসি কয় "সদাগর মহাশয়!
শুন সত্য কহি তত্ত্ব সার।
পূজা করি নারায়ণে সিন্নি দিয়া সত্য মনে
শুভাদৃষ্ট এরূপ আমার ॥"
বিশেষ বিষয় শুনি অন্তরে আহ্লাদ মানি
সাধু সাধু বচনেতে কয়।
তবে আমি মানি হরি ভক্তিভাবে পূজা করি
পুত্র কিংবা কন্যা যদি হয় ॥

সিন্নি মানি সদাশয় নিজে নিত্য নিত্যময়
নিত্য বিধু নিকুঞ্জ বিহারী।
সদয় কমলা পতি কপাল প্রসন্ন অতি
গর্ভবতী বণিকের নারী ॥
পরিতুষ্ট গ্রহ নয় দুই চারি পাঁচ ছয়
ক্রমে পরিপূর্ণ নয় চাঁদ।
নব শাড়ী পরে ধনী জয় জয় জয় ধ্বনি
সাধ ক'রে সাধুদের সাধ ॥
দশমাসে হ'লে কন্যা পরম রূপসী ধন্যা
ক্রমে হয় যৌবন প্রকাশ।
নাম তার চন্দ্রকলা যারে দেখে চন্দ্রকলা
কলায় কলায় কলা হ্রাস ॥
মুখতুল্য নাহি আর তুলনা ভুবনে তার
সাধ্য কার এক মুখে কহে।
অপরে কি কথা কন্য শশীসূর্য্যাদৃশ তন্য,
হাস্য আস্য দাস যোগ্য নহে ॥
চাঁদের করিতে তুল্য বিধাতার আনুকূল্য
তবু নাহি সম হয়ে পড়ে।
অদ্যাপি ত তাই বিধি ত্যক্ত হয়ে কলানিধি
পক্ষে পক্ষে ভাঙ্গি আর গড়ে ॥
আলো করে অঙ্গাভাসে মলয়া উদ্ভব শ্বাসে
হাসে ভাষে প্রকাশে দামিনী।
কুচগিরি অতি উচ্চ রতি পতি হেরে মূর্চ্ছ
কোন্ তুচ্ছ কামের কামিনী ॥
চকিতে চঞ্চলা চক্ষে দৃষ্টি করে যার পক্ষে
দগ্ধ হয় তার মন দুঃখ।
মৃদুস্বরে জ্ঞান হরে ভুবন মোহিত করে
চলে যেতে গ'লে পড়ে রূপ ॥
ঘটকে আনিল বর নবীন রসিক বড়
মনোহর হাবভাব ধরে।
দৃষ্টি করি তনুখানে অতনু স্বতনু জ্ঞানে
রতি রতিদান ইচ্ছা করে ॥
শাস্ত্র মতে বিয়া দিয়া জামাতারে সঙ্গে নিয়া
সাধু গেল বাণিজ্য ব্যাপারে।
ভ্রমিয়া অনেক দেশ দক্ষিণেতে অবশেষ
উপস্থিত পাটলী নগরে ॥

সিন্নি মানি সনাতনে নাহি দিয়া ভ্রমে মনে
সদাগর আইল বিদেশে।
ভক্তজনে দিতে বোধ প্রভুর হইল ক্রোধ
বিপদে পড়িল সাধু শেষে॥
পীরের হইল বাদ মিথ্যা চৌর্য্য অপবাদ
কে বুঝিবে ঈশ্বরের ফন্দি।
রাজগৃহে চুরি হয় শ্বশুর জামাতা দ্বয়
কারাগারে অর্থ সহ বন্দী॥
এখানেতে শোকে সারা সাধুর দুহিতা দারা
তারাকারা ধারা চ'ক্ষে ঝরে।
ভাবে দোঁহা অবিরত বহুদিন হ'ল গত
নিবাসী প্রবাসে বাস করে॥
বিশেষতঃ সাধু সুতা অতিশয় খেদ যুতা
ভাসে নীরে নয়ন-নলিন।
নাহি সুখ একটুক্ সদা দুঃখে ফাটে বুক
শশীমুখ বিষাদে মলিন॥
প্রথম বয়স বালা স্বামীর বিরহ জ্বালা
সহ্য নহে ধৈর্য্য রহে কিসে।
থর থর গর গর জর জর কলেবর।
খরতর স্মরঃশর বিঁধে॥

সখী সবে বারে বারে প্রবোধ বচনে তারে
কষ্টে শ্রষ্টে সান্ত্বাইয়া রাখে।
গুপ্ত ভাবে কবি বলে জলনিধি উথলিলে
বালির বন্ধন কোথা থাকে॥

পতি আশে বালিকার পূজা করি কালিকার
কালিকায় হইল যৌবনে।
একদিন বিধুমুখী হইয়া অধিক দুঃখী
প্রবেশিল বিপ্রের সদনে॥

পীরের প্রসাদ নিয়া হরষিত দ্বিজ-প্রিয়া
অপুত্রের পুত্র লাভ যেন॥
দেখে বালা কহে বাণী কহ মাতাঠাকুরাণী
আহারে আনন্দ এত কেন॥

দ্বিজ-দারা কহে—"এই পীরের প্রসাদ যেই
শুদ্ধ চিতে খায় একবার।
সে লভে সাযুজ্য মুক্তি হৃদে অতুল ভক্তি
অবিলম্বে আশা পূর্ণ তার॥"

কহে চন্দ্রকলা সতী "পিতার সহিত পতি
শীঘ্র গতি গৃহে যদি পাই।
বহুবিধ উপচারে অর্চ্চনা করিব তাঁরে,
ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥"
অবলার খেদ জানি— চক্রধারী চক্রপাণি
উপনীত যথায় রাজন।
ঘোরতর নিশি শেষ ধরিয়া ভীষণ বেশ
সবিশেষ কহেন স্বপন॥
সদানন্দ সদাগর আমার সে প্রিয়বর
চোর নহে সাধু সাধু-জন।
জামাতা সহিত তায় বান্ধিয়াছ চোর দায়,
লুটিয়াছ সাত ডিঙ্গি ধন॥
প্রাতে গিয়া কারাগারে, খালাস করিবে তারে
দিয়া তার দ্বিগুণ বিভব।
নতুবা ঠকিবে আচ্ছা তব প্রিয় জান-বাচ্ছা
একখাদে গাড়া যাবে সব॥
স্বপ্ন দিয়া যান পীর, নিদ্রাভঙ্গ নৃপতির,
ভয়ে ভূপ ভবানী ভাবিয়া।
প্রভাতে আপনি গিয়া চতুর্গুণ অর্থ দিয়া
দিল দোঁহে খালাস করিয়া॥

অপার আনন্দ মনে ডিঙ্গি সাজাইয়া ধনে,
সদাগর যাত্রা করে বাসে।
মুখে রব হরি হরি শ্রীহরি স্মরণ করি
খুলে তরী দক্ষিণ বাতাসে॥

মাঝি কসে হাল ধরে তরি ছুটে পাল ভরে
"বদর" "বদর" মুখে বলে।
দাঁড়ি যত দাঁড় বেয়ে সাহসে তুফান ছেয়ে
সারি সারি মাঝি গেয়ে চলে॥

দিবা শেষ যায় যথা, বাজার দেখিয়া তথা
তাড়াতাড়ি তরী ভিড়াইয়া।
কেহ রাঁধে, কেহ খায়, কেহ কেহ গীত গায়
গোল করি ঢোল বাজাইয়া॥

আইল প্রবল জো'র ব্যস্ত হয়ে সদাগর
ডেকে বলে "সবে উঠ তায়"।
তবে মাঝি খুঁটা তুলে ত্বরায় তরণী খুলে,
ভরা গাঙ্গে জোরে বহে যায়॥

জলে চলে মাঝিদাঁড়ি গাঁজ তোলে তাড়াতাড়ি
নৌকা খুলে হয়ে হরষিত।
ছলিতে সাধুর মন নিরাময় নিত্যধন
হেন কালে তথা উপনীত॥
কিবা কব অপরূপ ধরিয়া ফকির রূপ
ছলে কন করিয়া সেলাম।
"খেলাপনা কহোঁ তুঁঝে থোড়া ভিক্ষা দেনা মুঝে
বাবা বড় ভূখা হোঁয়া হাম॥"
না বুঝে প্রভুর মায়া বণিক নির্দ্দয় কায়া
ঘৃণা করে কটু কথা ক'য়ে॥
"টাকা কড়ি কিছু নাই নৌকায় আছয়ে ছাই
হৃষ্ট হয়ে তাই যাও লয়ে॥
কোপে কাঁপে কলেবর ক্রোধ দৃষ্টে থর থর
তরু তলে বসিলেন ত্বরা।
মাঝি যায় নৌকা বেয়ে সদাগর দেখে চেয়ে
অর্থ নাই ভস্ম আছে ভরা॥
"হায় হায় একি দায় কব কায় প্রাণ যায়"—
জলে ঝাঁপ দিতে চায় দুঃখে।
বুজিতে না পারে মর্ম্ম গায়েতে গলদ ঘর্ম্ম
ছাতি ফেটে ধুনা উড়ে মুখে॥
সাধু সুতা-স্বামী কয় "মোর অনুভব হয়
ফকিরে চাহিলে দিতে ছাই।
ক্রোধ তাঁর অগ্নিপ্রায় অর্থ সব পুড়ে তায়
ভস্মরাশি হয়ে গেল তাই॥
এখন উপায় আছে চল যাই তাঁর কাছে
সে কিছু সামান্য লোক নয়।
আমার বচন শুন সম্পদ হইবে পুনঃ
দেখে যদি দয়া তাঁর হয়॥"
জামাতার কথা শুনি সদানন্দ গুণমণি
ডিঙ্গি পুনঃ ভিড়াইল তথা।
ভয়ে করি কুটা দাঁতে দাঁড়াইল জোড় হাতে
বৃক্ষ মূলে বিশ্বনাথ যথা॥
আঁখি ছল ছল জলে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে
হৃদে ধরি কোকনদ পদ।
"দোষ যত ক্ষমা কর দ্রব্য দিব বহুতর
হর প্রভু বিষম বিপদ॥

কহেন ভুবন স্বামী "কড়ার ভিখারী আমি
মিছামিছি কেন পায়ে পড়?
আর কিছু কাজ নাই যথেষ্ট দিয়াছ ছাই
খেয়ে তাই তুষ্ট আছি বড়॥
আগেতে মহিমা জেনে সত্যপীরে সিন্নি মেনে
সেই বারে পেলি চন্দ্রকলা।
তুই বড় ঢেঁটা ঠক্ আঠা দিয়া ধরি যক
শেষে মোরে দেখাইলি কলা॥
অন্তরে হইল রোষ করিলি দারুণ দোষ
পরমার্থ-পদে দিলি ফাঁকি।
সেই দোষে চোর দায়ে বেড়ি দিয়া হাতে পায়ে
কারাগারে বন্দী করি রাখি॥
দুহিতা দুখিতা ঘরে সিন্নি মানি খেদ ক'রে
দয়া করি তাহার লাগিয়া।
ভূপেরে দেখায়ে ভয় অর্থ দিয়া সমুদয়
তোরে দিনু খালাস করিয়া॥
না বুঝে বিশেষ তত্ত্ব অহঙ্কারে হয়ে মত্ত
আমারে দেখালি ভস্ম ছাই।
এই তার প্রতিফল সহায় সম্পদ বল
গর্ব্ব যে দেখিতে বড় পাই॥"
পুনরপি সাধু কয়— "ক্রোধ ছাড় মহাশয়
কৃপা করি দেহ সুসম্পদ।
সওয়া সের স্বর্ণ দিয়া সিন্নি দিব ঘরে গিয়া,
পূজিব অভয় পদ্ম-পদ॥"
পূর্ব্ববৎ হ'ল ধন, প্রসন্ন শ্রীনারায়ণ
বণিকের বিনয় বচনে।
বাজে কাড়া ঢাকঢোল মহা গোল, উঠে রোল
সদাগর আইল ভবনে॥
জামাতারে রেখে ঘাটে বণিক বিষম ঠাটে
ঘরে যায়—ঘোরতর জাঁক।
আগে আগে ছুটে ঢালী জয় জয় জয় কালী
গরবেতে গোঁফে দেয় পাক॥
এখানেতে মায়ে ঝিয়ে সত্যপীরে সিন্নি দিয়ে
মহানন্দ বাড়িল ঘুরিমে।
প্রসাদ দেখিয়া মলা ঘৃণা করি চন্দ্রকলা
থু থু করি ফেলাইল ভূমে॥

পীরের প্রবল কোপ বণিকের বিত্তলোপ,
ভরা ডিঙ্গি চিহ্ন মাত্র নাই।
ফিরে নানা দেশে দেশে অবশেষে ঘাটে এসে
জলে ডুবে মরিল জামাই॥
দুতে দিল সমাচার চারিদিকে হাহাকার
মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়ে সাধু মহী।
প্রবল সন্তাপ রাশি সুষুপ্তি সময়ে আসি
হৃদয়ে দংশিল যেন অহী॥
প্রাণ যায় মরি মরি কোথায় রহিলে হরি"
চেতনা পাইয়া সাধু বলে।
"এ কি পাপ পাই তাপ অকস্মাৎ অভিশাপ
জামাতা ডুবিল কেন জলে॥"
নিগূঢ় মহিমা জানি সোণার সিরণি মানি
আশা করি আসিলাম দেশে।
নাহি জানি ভাল মন্দ আগে দিয়া সুখানন্দ
নিরানন্দ কেন কর শেষে।"
ভক্ত দুঃখ দেখি হরি বৃদ্ধ বিপ্র বেশ ধরি
কহেন বিশেষ বিবরণ।
"ভক্তিতে করিয়া ভর ধৈর্য্য হও সদাগর
শুন শুন স্বরূপ বচন॥
"না বুঝে পীরের খেলা প্রসাদ করিয়া হেলা
ফেলে দিল চন্দ্রকলা সতী।
নহে তার মন শুদ্ধ এই হেতু ধনমুগ্ধ
সলিলে ডুবিল তার পতি॥
প্রসাদ ফেলেছে যত ভক্তিভাবে হ'য়ে নত
পুনঃ যদি কুড়াইয়া খায়।
নিশ্চয় জেনেছি আমি তবে বাঁচে তার স্বামী
নতুবা ঘটিবে আর দায়॥"
আগে ছিল ঘৃণা যুক্তা, দ্বিজবাক্যে সাধু সুতা
এলো থেলো পাগলিনী প্রায়।
সিন্নি ফেলেছিল যাহা পুনর্ব্বার ল'য়ে তাহা
দুই হাতে মাটী শুদ্ধ খায়॥
পরিতোষ হৃষীকেশ রোষ তাঁর গেল শেষ
বেঁচে উঠে সাধু-পুত্রী-পতি।
থরে থরে রত্ন যত আছে সব পূর্ব্বমত
দেখে লোকে চমৎকার অতি॥
জামাতারে ল'য়ে সঙ্গে বণিক পরম রঙ্গে—
সিন্নি দিল বিবিধপ্রকার।
প্রসাদ খাইল মুখে বিষাদ পলায় দুখে
ছাড়িয়া ভক্তের অধিকার॥
অনুকূল হরি হর, উল্লাসিত সদাগর
ভাবে সাধু সাধু সদানন্দ॥
প্রভুর প্রসাদ বলে কুতূহলে সবে বলে
সাধু, সাধু, সাধু সদানন্দ॥
পরমার্থে পেয়ে প্রীত সত্য পীর গুণ গীত
রসনায় গান যেই করে।
আশা পূর্ণ হয় তার পুনঃ আশ' নাহি আর
অঘোর সংসার সিন্ধু তরে॥

নারায়ণ গুণ-গানে কিবা কব ফল।
অপুত্রের পুত্রলাভ, দুর্ব্বলের বল।
যশার্থীর যশোলাভ ধনার্থীর ধন।
গৃহস্থের গৃহলাভ, বৃদ্ধ পরিজন॥
বিশেষণ বিষে বিষয় বোধ যার।
বিষয় বিষম বিষ সেকি খায় আর।

ভাষামৃত পানে সেই হত তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবেশিত সুধা॥
স্থল পথে ছেড়ে যায় ভুল পথে ভ্রম।
চিত্র করা পথে যেন ভ্রমরার ভ্রম॥
গুপ্ত মর্ম্ম এই সেই শ্রীনাথের উক্তি।
যে পায় বিশেষ লাভ সেই হয় মুক্তি॥
একান্ত বাসনা তাঁর যাহে জীব তরে।
তাই ত ঈশ্বর গুপ্ত মর্ম্ম ব্যক্ত করে॥
বাণীর সাধক দীন বঙ্কিম-বিহারী।
প্রকাশিল গ্রন্থ এই স্মরিয়া শ্রীহরি॥
সায়ংকালে পূজাবিধি শাস্ত্র মত হয়।
কথা শেষে দক্ষিণান্ত কর মহাশয়।

সমাপ্ত।

শকুন্তলা

রাজা দুষ্মন্তের মৃগয়াগমন।

পূর্ব্বকালে ছিলেন নৃপতি একজন।
সুশীল সুধীর অতি পরম সুজন॥
পুরুবংশ-অবতংস পণ্ডিত ধীমান।
শান্ত দান্ত নিতান্ত দুষ্মন্ত অভিধান॥
ধনেতে কুবের সম রূপেতে মদন।
তেজেতে তপন সদা প্রসন্নবদন॥
এক দিন সেই রাজা হয়ে কুতূহল।
চলিলেন মৃগয়ায় লয়ে দলবল॥
রথ রথী সারথি পদাতি বহুতর।
অশ্ব গজ সেনা সব কহিতে বিস্তর॥
প্রবেশ করিল গিয়া অরণ্য ভিতরে।
হেরিয়া কানন-শোভা মুনি-মন হরে॥
সম্মুখে হরিণ এক করে দরশন।
বধিতে তাহারে করে নিল শরাসন॥
বেগেতে চালায় রথ সারথি ধীমান্।
তার পিছে নৃপতি ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ॥
জ্ঞান হয় যেন হর কুরঙ্গ কারণ।
বাহুলতা বিস্তারিয়া করেন গমন॥
প্রাণভয়ে হরিণ পলায় বায়ুভরে।
ধবল কবল পড়ে ধরণী-উপরে॥
তীর, তারা, উল্কাপাত সম ছোটে হয়।
ক্ষণমাত্র আর কিছু দৃষ্টি নাহি হয়॥
নিকটে হেরিয়া মৃগ, ভূপতি তখন।
লক্ষ করিলেন তার বধিতে জীবন॥
হেনকালে আসি তথা তপস্বী দুজন।
হস্ত প্রসারণ করি করিল বারণ॥
"মহারাজ ক্ষান্ত হও সংবরহ বাণ।
আশ্রমের মৃগ এর নাহি বধ প্রাণ॥
অগ্নিতুল্য বাণ তব করিলে প্রহার।
তুলারাশি কুরঙ্গ এ, পুড়ে হবে ছার॥
কোথা বজ্রসম এই তোমার সায়ক।
কোথা মৃগ-তনু ওহে নৃপতিনায়ক॥
ভীরু পরিত্রাণে তব বাণের সৃজন।
অপরাধ-দোষ-বিবর্জ্জিত সেই জন॥
তারে শর-সন্ধান তো উচিত না হয়।
কৃপা করি সংবরণ কর মহাশয়॥"
ঋষির বিনয় রাজা শুনিয়া তখন।
প্রণমিয়া করিলেন শর সংবরণ॥
নেহারিয়া হরষিত হইয়া তাপস।
কহিতে লাগিল কথা পরম সরস॥
"পুরুবংশ অবতংশ তুমি জ্ঞানবান।
বিদ্যা-বিনয়াদি সব গুণের নিধান॥"
হস্ত তুলি আশীর্ব্বাদ করিল দুজন।
চক্রবর্ত্তী পুত্র তব হইবে রাজন্॥
অতঃপর প্রস্থান করিব, আছে ত্বরা।
যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণে, এসেছি আমরা॥
ওই দেখ, মালিনী নামেতে স্রোতস্বতী।
কুলগুরু কণ্ব হোথা করেন বসতি॥
অন্য প্রয়োজন যদি না থাকে তোমার।
তাঁহার আশ্রমে কর আতিথ্য স্বীকার॥'
তাহা শুনি জিজ্ঞাসা করিল নরপতি।
"কণ্বমুনি তথায় কি আছেন সম্প্রতি॥"
কহিলেন তাঁরা তবে হইয়া প্রসন্ন।
"সোমতীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছেন কণ্ব॥
কুলগুরু সকলের বসতি এ বনে।
রেখেছেন তনয়ারে অতিথি-সেবনে॥"
ভূপতি কহিল তবে করিয়া প্রণতি।
"তাঁরে গিয়া দরশন করিব সম্প্রতি॥
মহামুনি কণ্ব হন ভুবনে বিখ্যাত।
অবশ্য আমার শ্রদ্ধা হইবেন জ্ঞাত॥"
তাহা শুনি দুই মুনি আশীর্ব্বাদ করি।
কার্য্যসাধনেতে তবে করিল শ্রীহরি॥

রাজার তপোবনে প্রবেশ।

(গীত)

নিকুঞ্জে চলেছ শ্যাম, প্যারী দরশনে।
পীতাম্বর দিয়া কটি বেঁধেছ যতনে॥
অগুরু চন্দন অঙ্গে, শোভিছে পরম রঙ্গে,
হেরিতেছ চারিদিক্, চঞ্চল নয়নে।
বদন শরদরাকা, মস্তকে ময়ূর পাখা,
ঈষৎ হেলয় তাহা মলয়-পবনে॥
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, সঘনে বাজাও বাঁশী,
ব্রজপুরবাসী হয়, উদাসী শ্রবণে।
তুমি হে ত্রিভঙ্গ হরি, ভ্রম কত রঙ্গ করি,
চিনিতে তোমারে নাহি, পারে কোন জনে॥

অতঃপর নরবর পুলক অন্তরে।
প্রবেশ করিল গিয়া কানন-ভিতরে॥
সারথিরে সম্বোধিয়া কহিলেন ভূপ।
"দেখ হে সারথি এক অপরূপ রূপ॥
সম্মুখে তপোবন অতি সুশোভিত।
পরিচয় বিনা ইহা হয়েছি বিদিত॥
হিংসাহীন স্থান ইহা পবিত্র কানন।
মৃগগণ অভয়েতে করিছে ভ্রমণ॥
রথের ঘোষণ অতি ভাষণ শ্রবণে।
তথাচ কুরঙ্গচয় ভাত নয় মনে॥
কোটর হইতে কত শুকাশুগণ।
তরুতলে ধান্যকণা করিছে ক্ষেপণ॥
হরিণশাবকে সুখে কুশরাশি খায়।
যজ্ঞধুমে হইয়াছে বৃক্ষ শ্যামকায়॥
হরিতকী, আমলকী বিভীতকী আর।
স্থলে স্থলে শিলাতলে করিছে বিহার॥"
ক্রমে ক্রমে পরিক্রম করি সেই স্থান।
উপনীত ভূপতি আশ্রম-সন্নিধান॥
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে সমীর।
চঞ্চল হয়েছে নীর তাহে সরসীর॥
তীরেতে তরঙ্গ তার তরুতলে লাগি।
পবিত্র করিছে বুঝি ছুয়ে অনুরাগী॥
কমল কুমুদ কত ইন্দিবর ফুটে।
মধুলোভে অলিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী সব হৃদয়রঞ্জন॥
রাজহংস হংসী ভাসে জলের হিল্লোলে।
বলাকা বিলাসে যেন কালমেঘকোলে॥
সরোবর-শোভা হেরি মোহিত ভূপতি।
সম্বোধিয়া কহিলেন সারথির প্রতি॥
"এই স্থানে রথ রাখ সারথি এখন।
পদব্রজে তপোবনে করিব গমন॥
ঋষির আশ্রমে যাব হইয়া বিনীত।
রথ-আরোহণ তাহে না হয় উচিত॥
সাবধানে রাখ তুমি অস্ত্র অলঙ্কার।
শর ধনু মুকুট কুণ্ডল মণিহার॥
যদবধি এই স্থানে নাহি আসি ফিরে।
তদবধি জল দেহ ঘোটক-শরীরে॥"
এই কথা বলি রাজা ত্যজি নিজ বেশ।
কণ্বের আশ্রমে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গত মাত্র দেখিলেন যত সুলক্ষণ।
বাহুস্ফূর্ত্তি নৃত্য করে দক্ষিণ নয়ন॥
মনে মনে ভূপতি করেন আলোচনা।
কি লাভ হইবে নাহি হয় বিবেচনা॥
পরম পবিত্র ইহা ঋষির আশ্রম।
এখানেতে কি হেতু মনের ব্যতিক্রম॥
অথবা যা ভবিতব্য অবশ্য তা হবে।
ভবনে বা বনে তাহা সর্ব্বত্র সম্ভবে॥
এইরূপ নানারূপ চিন্তাকুল ভূপ।
বনশোভা, হেরিছেন অপরূপ রূপ॥
অদূরে তাহার ঋষিকুলবালাগণ।
তরুমূলে করিবারে সলিলসিঞ্চন॥
মৃণ্ময় কলস কক্ষে করিয়া কামিনী।
আলসে অবশ তনু মরালগামিনী॥
ক্রমে ক্রমে করিলেন সেই দিকে গতি।
যেই দিকে বসি পুরুবংশ-নরপতি॥
নিরখিয়া নৃপতি ভাবেন মনে মনে।
দুর্লভ যেরূপ রূপ রাজার ভুবনে॥
ঋষির আশ্রমে তাহা হেরিবারে পাই।
বিধির কি বিধি হায় বলিহারি যাই॥
যথা উদ্যানের ফুলে লোকে যত্ন করে।

বনফুল সৌরভে গৌরব তার হরে ॥
এত ভাবি ভূপতি বসিল সেই স্থলে।
নিবারিতে রবিকর তরুবরতলে ॥

রাজার শকুন্তলা-দর্শন।

(গীত)

যোগিনী সেজেছ রাধে, শ্যামের কারণ।
ধূলি ছলে অঙ্গে তব, বিভূতি লেপন ॥
চারু জটাজুট বেণী, যেন ভুজঙ্গিনীশ্রেণী
কণ্ঠেতে মুকুতাপ্রায়, রুদ্রাক্ষ-ভূষণ।
বসন বাঘের ছাল, ফুলহার হাড়মাল,
বিরাজে হৃদয়মাঝে কিবা সুশোভন ॥
হর নাম পরিহরি, মুখে কিন্তু হরি হরি,
বসিয়াছ সার করি বুঝি ধরাসন।
এ বেশ হরিয়া তব, কত শত মনোভব,
রতি-সহ সদা করে, আঁখি বরিষণ ॥

কণ্ব-কন্যা শকুন্তলা, নিন্দি রূপ ইন্দুকলা,
কমনীয় কক্ষেতে কলস।
অনসূয়া প্রিয়ংবদা, সঙ্গে দুই সখী সদা,
তিনজনে সমান বয়স ॥
গজপতি-জিনি গতি, যেন রমা রম্ভা রতি,
বৃক্ষবাটিকাতে উপনীত।
মনে মহা কুতূহল, তরুমূলে দিতে জল,
করিলেক আরম্ভ ত্বরিত ॥
হাসি অনসূয়া বলে, "ওলো সখি শকুন্তলে,
আমি বুঝিয়াছি ইহা সার।
তুমি যে কণ্বের মেয়ে, জ্ঞান হয় তোমা চেয়ে,
আশ্রমপাদপ প্রিয় তাঁর ॥
নব মালিকার অণু, তোমার কোমল তনু,
অমল কমল লাজ পায়।
এসব জানিয়া তিনি, করি বালা তপস্বিনী,
রেখেছেন বৃক্ষের সেবায় ॥"
শকুন্তলা শুনি কয়, "শুধু পিতৃ-আজ্ঞা নয়,
ইহাদের সেবার কারণ।
আশ্রমের তরু যত, হয় সহোদর মত,
সকলেতে স্নেহের ভাজন ॥"

প্রিয়ংবদা কহে পুন, "সখি শকুন্তলা শুন,
এই দেখ যত তরুকুল।
নিদাঘের আগমনে, গিরি বন উপবনে,
এ সব প্রসব করে ফুল ॥
ইহাদের জল-দান, হইয়াছে সমাধান,
অতঃপর স্থানান্তর গিয়া।
কুসুম সকল পাত, করেছে যে বৃক্ষজাত,
আসি তারে সলিল সিঞ্চিয়া ॥
যদ্যপি না পাই ফুল, কে চাহে তাহার মূল,
তাহে কিছু প্রয়োজন নাই।
স্বার্থহীন যেই কর্ম্ম, সে হয় পরম ধর্ম্ম,
সাধু মুখে শুনিবারে পাই ॥"
নিকটে দুষ্মন্ত ভূপ, নয়নে নিরখি রূপ,
মনে মনে মানি চমৎকার।
করিছেন আলোচনা, বুঝি এই সুলোচনা,
শকুন্তলা ললনার সার ॥

এমন শরীর মাঝে, বল্কল কি কভু সাজে ?
কেমন কঠিন কণ্ব হায়।
বসন ভূষণ বিনা, তথাপিও এ নবীনা,
স্বভাব প্রভাবে শোভা পায় ॥

কমল শৈবাল সঙ্গে, শোভা পায় যেন রঙ্গে,
শশাঙ্কে কলঙ্ক শোভমান।
সেইরূপ এই বালা, রূপে দিক্ করে আলা,
তথাপি বল্কল পরিধান ॥

স্বভাবে সুন্দর যারা. বিনা অলঙ্কারে তারা,
কি না ভূষণের শোভা ধরে।
যথা এই ললনার নাহি কিছু উপমার,
তবু অঙ্গে বনফুল পরে ॥
এ দিকে কণ্বের-কন্যা, কামিনীর অগ্রগণ্যা,
করিতেছে সলিল সিঞ্চন।
কৌতুককলাপ ছলে, সখী সম্বোধনে বলে,
"সহচরি, কর দরশন ॥

সুধীর সমীরভরে, সহকার তরুবরে,
সঞ্চালন করিছে শাখায়।
অনুমান হয় হেন, অঙ্গুলি সঙ্কেতে যেন,
নিকটেতে ডাকিছে আমায় ॥"

শকুন্তলা এত বলি, দ্রুতগতি গেল চলি
সহকার তরুবর তলে।
প্রিয়ংবদা নিরখিয়া, শকুন্তলা সম্বোধিয়া,
পরিহাস করি তবে বলে॥
"তোমারে হেরিয়া সই, সহকার তরু ওই,
মুকুলতা সহিত মিলিল।
যেও না এখন কোথা, ক্ষণেক দাঁড়াবে হোথা,
দেখি কি শোভা হইল॥"
সঙ্গিনীর পরিহাসে, শকুন্তলা মৃদু হাসে,
বলে "সখি, তুমি প্রিয়ংবদা।
মুখে প্রিয় সম্ভাষণ, রূপ প্রিয় দরশন,
প্রিয়ালাপে কাল হর সদা॥"

সখীগণের সহিত শকুন্তলার কথোপকথন

(গীত)

ভেব না শ্রীমতী, শ্যাম আসিবে নিকুঞ্জবনে।
রাধা-প্রেমে বাঁধা হরি, জানে ইহা ত্রিভুবনে॥
মুখে সদা জপে রাধা, রাধা শ্যামাঙ্গের আধ।
দেখিতে রাধার কোন, বাধা নাহি মান মনে॥

ভূপতি শ্রবণ করি, প্রিয়ংবদা বাণী।
মনে মনে অতিশয় পরিতোষ মানি॥
বলিলেন 'প্রিয়ংবদা ভাল বলিয়াছে।
শকুন্তলারূপ তরু শোভা করিয়াছে॥
নবীন পল্লব সম, অধর সুন্দর।
যৌবনকুসুম তাহে, অতি মনোহর॥
ব্যাপিয়াছে শরীরের সমুদয় স্থল।
হেরি মন মধুকর, বিষম চঞ্চল॥
শকুন্তলা সম্বোধিয়া, অনসূয়া বলে।
"নব-মালিকার রূপ হের শকুন্তলে॥
স্বয়ংবরা হয়ে যেন, করি পরিণয়।
সহকার তরুবরে করেছে আশ্রয়॥"
শকুন্তলা গেল নব-মল্লিকার পাশ।
নয়নে নিরখি রূপ হৃদয়ে উল্লাস॥
ডাকিয়া বলিল, "সখি, কর দরশন।
ফুল-ফলে হইয়াছে এরা সুশোভন॥"

প্রিয়ংবদা হাসি অনুসূয়া প্রতি কয়।
"মালিকারে শকুন্তলা, কি হেতু সদয়॥"
সে কহিল "আমার, বুদ্ধিতে নাহি আসে।
কেন শকুন্তলা এরে, এত ভালবাসে॥"
প্রিয়ংবদা বলে তবে "বলি শুন সই!
শকুন্তলা সখীর মনের কথা কই॥
বিরহে না রহে তার সুস্থির পরাণ।
মনে মনে শকুন্তলা করে অনুমান॥
মালিকা পেয়েছে যথা মনোমত পতি।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় হয় আমার তেমতি॥
এই হেতু উহাতে এরূপ প্রণয়িনী।
রেখেছে উহার নাম কাননতোষিণী॥"
শকুন্তলা বলে, "তাহা নহে কদাচন।
ইহা শুধু তোমার মনের আকিঞ্চন॥"
নিকটে মাধবীলতা হেরিয়া নয়নে।
শকুন্তলা পুনঃ বলে সখী সম্বোধনে॥
"মাধবীলতায় নব হয়েছে মুকুল।
জ্ঞান হয় অবিলম্বে ফুটিবেক ফুল॥"
প্রিয়ংবদা বলে তবে করিয়া প্রকট।
"তোমার হয়েছে সই বিবাহ নিকট॥"
শকুন্তলা শুনি তবে বলিল তখন।
"এ সব তোমার সখি প্রলাপ-বচন॥"
প্রিয়ংবদা বলে, "সখি, এ কথা স্বরূপ।
তাত কণ্ব-মুখেতে শুনেছি এইরূপ॥
মাধবীলতায় যবে হইবে মুকুল।
ফুটিবে তখন তোর বিবাহের ফুল॥"
অনসূয়া হাসিয়া বলিল তার পর।
"মাধবীলতার তাই এত সমাদর॥"
শকুন্তলা বলে, "সখি, তাহা কভু নয়।
আমার মাধবীলতা ছোট-বুন হয়॥
ভালবাসি আমি এরে তাহার কারণ।
তোমরা আবার বল এ কথা কেমন॥"

শকুন্তলার বৃক্ষে জলসেচন।

শকুন্তলা পরে, পুলক অন্তরে,
আরম্ভিল দিতে জল।

কক্ষেতে কলস, যৌবন অলস,
তনু কটি সুবিমল॥
মাধবীলতায়, আছয়ে যথায়,
চলিল তথায় বালা।
রূপের নিধান, বল্‌কল পিধান,
গলে বনফুলমালা॥

বৃক্ষে জলসেক, করিবারে এক,
লেগেছিল অলি গায়।
অমনি ভ্রমর, উড়িয়া সত্বর,
শকুন্তলা প্রতি ধায়॥

বদনমণ্ডল, প্রফুল্ল কমল,
হইল তাহার জ্ঞান।
করিয়া ঝঙ্কার, ধায় দুরাচার,
করিবারে মধুপান॥

শকুন্তলা তারে, হস্তে বারে বারে,
করিতেছে নিবারণ।
তথাপি দুর্জ্জন, করিয়া গর্জ্জন,
করে প্রায় আক্রমণ॥

হেরি শকুন্তলা, হইয়া উতলা,
উচ্চস্বরে ডাকি কহে।
"ওলো সহচরি, এসো ত্বরা করি,
যন্ত্রণা আর না সহে॥
এক মধুকর, বিষম বর্ব্বর,
ধাইয়া আমার প্রতি।
করিছে পীড়ন, না মানে বারণ,
রক্ষা কর শীঘ্রগতি॥"
তবে দুই সখী, সেরূপ নিরখি,
হাসি বলে "শুন সই।
রাখিতে তোমারে, অন্য নাহি পারে,
দুষ্মন্ত ভূপতি বই॥"
সভয় হৃদয়, ধনী করদ্বয়,
দিয়া নিবারণ করে।
বলে "আরে মর, তবু যে ভ্রমর,
আসে গুণ্ গুণ্ স্বরে॥"
শকুন্তলা পরে, সকরুণ স্বরে,
বলে "সখি রাখ প্রাণ"

তবু তারা হাসে, বলে মৃদু ভাষে,
"দুষ্মন্তে করহ ধ্যান॥"
ভূপতি তখন, করিয়া শ্রবণ,
করিলেন অনুমান।
এই সুযোগেতে, গিয়া নিকটেতে,
করি পরিচয় দান॥

কিন্তু আমি ভূপ, বচন এরূপ,
বলিতে বাসনা নয়।
অমাত্য রাজার, অন্য কিছু আর,
বলি দিব পরিচয়॥
এত ভাবি মনে, সত্বর-গমনে,
তাদের সম্মুখে গিয়া।
গম্ভীর বচনে, কন্যা তিন জনে,
কহিলেন সম্বোধিয়া॥
"দুষ্মন্ত ভূপাল, দুরাত্মার কাল,
থাকিতে অবনীপুরে।
হেন কে দুর্ম্মতি, ঋষি-কন্যা প্রতি,
আহত আচার করে॥"

কন্যা তিন জনে, যুবক রাজনে,
চকিত-নয়নে দেখি।
বিস্ময় অন্তর, সংবরে অম্বর,
চিন্তা করে সবে এ কি॥

ক্ষণেক বিলম্বে, ধৈর্য্য অবলম্বে,
প্রিয়ংবদা সুবদনা।
বলে "মহাশয়, হেন কিছু নয়,
বড় কোন কুঘটনা॥

মধুপানে পুষ্ট, অলি এক দুষ্ট,
করে আসি আক্রমণ।
তাহাকে নিরখি, আমাদের সখী,
হয়েছিল ভীতমন॥"

প্রিয়ংবদা বলে, "সখি শকুন্তলে,
অর্ঘ্যপাত্র এসে লয়ে।
অতিথি-সেবনে আছহ এ বনে,
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে বয়ে॥"
অনসূয়া কহে, "উচিত এহেন,
বসো তুমি মহাশয়।

সন্তাপ সংহার, শ্রান্তি দূর কর,
রবিপ্রভা অতিশয় ॥"
ভূপতি তখন, করি সম্বোধন,
কহিলেন কন্যাগণে।
"ত্যজ জলসেক, হেথা মুহূর্ত্তেক,
এস দেখি তিন জনে ॥"
রাজার বচন, করিয়া শ্রবণ,
আসিয়া কামিনীগণ।
বসিয়া তথায়, প্রণয়িনী প্রায়,
আরম্ভিল আলাপন ॥

(গীত)

ওই দাঁড়ায়ে কে বাঁকা ত্রিভঙ্গ।
হেরে হানিছে খর শর অনঙ্গ ॥
আহা এ কি অপরূপ, শশধর রসকূপ,
যৌবন-জলধি রূপ তাহে রূপ-তরঙ্গ।
সফরী আমার হিয়া, তাহাতে পশিল গিয়া,
আসিবে কি সে ফিরিয়া হইতেছে আতঙ্ক ॥
মোহন মুরলীরবে, বল কেবা গৃহে রবে
যা হবার তাই হবে হেরিব সে শ্রীঅঙ্গ।
যায় যাবে কুল মান, কিবা তার পরিমাণ,
ইথে নাহি করি মান, কোথা তার প্রসঙ্গ ॥

ভূপতির কাছে বসি কন্যা তিন জন।
আরম্ভ করিল তবে ইষ্ট আলাপন ॥
শকুন্তলা-রূপরাশি হেরিয়া রাজার।
হৃদয়ে উদয় আসি মদনবিকার ॥
মনে মনে এইরূপ ভাবিল তখন।
পরম পবিত্র এই ঋষির কানন ॥
এখানে আমার দশা কি হেতু এমন।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥
এ বা কে বা কোন্ জাতি কোথায় নিবাস।
জানিবারে হয়েছে হৃদয়ে অভিলাষ ॥
ভূপতি কহেন কথা করিয়া সম্ভ্রম।
"তিন জন তোমরা সমান বয়ঃক্রম ॥
এই হেতু তোমাদের প্রণয় এমন।
সুবর্ণে সুবর্ণে যেন হয়েছে মিলন ॥"

অনসূয়া প্রিয়ংবদা কহে পরস্পর।
"এরূপ পুরুষ নহে নয়নগোচর ॥
যাহা হউক হৃদয়ে হয়েছে কুতূহল।
জিজ্ঞাসহ পরিচয় বিলম্বে কি ফল ॥"
অনসূয়া বলে, "ওহে! পুরুষ-রতন।
কি নাম তোমার বল কোথা নিকেতন ॥
অনুভবে বুঝি হবে কোন নৃপবর।
কোন্ দেশ করিয়াছ বিরহে কাতর ॥
কোমল-শরীর তুমি অতি সুকুমার।
পর্য্যটন পরিশ্রম কি হেতু স্বীকার ॥"
শুনিয়া ভূপতি হন চিন্তিত হৃদয়।
কি বলিয়া ইহাদের দিব পরিচয় ॥
কি প্রকারে আপনারে করিব গোপন।
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া তবে বলেন তখন ॥
"দুষ্মন্ত রাজার আমি মন্ত্রীর প্রধান।
আসিয়াছি দেখিবারে এই পুণ্যস্থান ॥
শুনিয়া ঈষৎ হাসি অনসূয়া কয়।
"ঋষিদের ইহা বড় ভাগ্য মহাশয় ॥
দেখিতেছি আপনারে সর্ব্বগুণান্বিত।
আপনারে পেয়ে তারা হইবেন প্রীত ॥"
এইরূপ উভয়ে হতেছে আলাপন।
অনসূয়া সখী আর দুষ্মন্ত রাজন্ ॥
শকুন্তলা লাবণ্য নিরখি নৃপবর।
হৃদয়ে হানিল তার অনঙ্গের শর ॥
ভূপতির রূপ তবে হেরি শকুন্তলা।
রতিপতি-বাণে অতি হইল উতলা ॥
উভয়ে মোহিত হয়ে উভয়ের রূপে।
উভয়ে মগন মন মদনের কূপে ॥
অনসূয়া প্রিয়ংবদা উভয়ে তখন।
বুঝিতে পারিয়া সেই উভয়ের মন ॥
গোপনে কহিল তবে শকুন্তলা প্রতি।
"তাত কণ্ব উপস্থিত থাকিলে সংপ্রতি ॥
যে কিছু সম্ভব তাঁর করিয়া প্রদান।
রক্ষা করিতেন এই অতিথির মান ॥"
শকুন্তলা তাহাদের শুনিয়া বচন।
কাল্পনিক কোপ করি বলিল তখন ॥

"তোদের কথায় আমি নাহি দিব কান।
এ স্থান হইতে করি স্বস্থানে প্রস্থান॥"
শকুন্তলা বৃত্তান্ত জানিতে সবিশেষ।
কুতূহলী হয়ে তবে দুষ্মন্ত নরেশ॥
কহিতে লাগিল ভূপ সখী সম্বোধনে।
"জিজ্ঞাসিতে কোন কথা ইচ্ছা হয় মনে॥"
অনসূয়া বলে, "ইহা অনুগ্রহ অতি।
জিজ্ঞাসা করুন হয়ে অসঙ্কোচমতি॥"
রাজা কন, "কণ্ব কৌমারেতে ব্রহ্মচারী।
জনম অবধি কভু নাহি তাঁর নারী॥
কিন্তু তোমাদের সখী তনয়া তাঁহার।
এই হেতু হইয়াছে সন্দেহ আমার॥
ইহার বিশেষ যদি বুঝাও আমায়।
শ্রবণেতে আমার সংশয় তবে যায়॥"
ভূপতির এইমত শুনিয়া বিনয়।
অনসূয়া শকুন্তলা-জন্মকথা কয়॥

শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত।

সুললিত সুধারবে, অনসূয়া বলে তবে,
"নিবেদন কর অবধান।
লোকমুখে কথা শুনি, বিশ্বামিত্র নামে মুনি,
হইলেন তপস্বিপ্রধান
ইন্দ্রের হইল ভয়, কি জানি ইন্দ্রত্ব লয়,
কেন মুনি হেন তপ করে।
এত ভাব সুরপতি, চিন্তিত হইয়া অতি,
যুক্তি করি লইয়া অমরে॥
পাঠাইল মেনকারে, ধ্যান ভঙ্গ করিবারে
মেনকা আইল ধরাপর।
গোমতী নদীর তীরে, উপনীত ধীরে ধীরে,
যথা বিশ্বামিত্র ঋষিবর॥
মদনে সহায় করি মোহিনী মূরতি ধরি,
পাতিল বিষম মায়াজাল।
বসন্ত সামন্ত লয়ে, তথা এল দ্রুত হয়ে,
করতলে খর করবাল॥
ফুটিল যতেক ফুল, ছুটিল ভ্রমরাকুল,
উঠিল সমীর সুশীতল।
কুটিল কামের বাণ, টুটিল বিরহি-প্রাণ,
লুটিল লোকের বুদ্ধি-বল॥
ডালে বসি পিকবরে, কুহুস্বরে গান করে,
গুণ্ গুণ গুঞ্জরিছে অলি।
মন্দ মন্দ গন্ধবহে, সুমধুর গন্ধ বহে,
বিকসিত কুসুমের কলি॥
শশীর শীতল কর, অতিশয় সুখকর,
স্পর্শে করে হর্ষের বিধান।
সংযোগীর মহাসুখ, হেরি প্রিয়জনমুখ,
বিয়োগীর বিয়োগে পরাণ॥
নিশির কি কব শোভা, ঋষির মানসে লোভা,
শিশির অমিয় বরিষণ।
মেনকা এমন কালে, বিস্তারিল মায়াজালে
ধরিতে মুনির মীন-মন॥
পবন সঘন বহে, অঙ্গে না বসন রহে,
দূরে গিয়া অন্তরে পড়িল।
আকুল হইয়া প্রায়, দুকুল ধরিতে ধায়,
মুনিবর নয়নে হেরিল॥
হেনকালে পঞ্চশর, পেয়ে নিজ অবসর,
প্রহার করিল ফুলশর।
বিষম ব্যথিত অঙ্গ, সমাধি করিয়া ভঙ্গ,
অনঙ্গে মাতিল ঋষিবর॥
যোগে দিয়া জলাঞ্জলি, হয়ে মহা কুতূহলী,
মেনকারে করেন বিহার।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া সংসারভ্রমে,
ব্রহ্ম অনুষ্ঠান নাহি আর॥
সম্ভোগেতে কত কাল, করিলেন গত কাল
মেনকা হইল গর্ভবতী।
পূর্ণ হলো দশ মাস, পূর্ণ করি অভিলাষ,
প্রসবিলা কন্যা রূপবতী॥
স্বকার্য্য সাধন করি, অপ্সরী স্বরূপ ধরি,
সুরপুরী করিল প্রস্থান।
অরণ্যে রহিল কন্যে, এক নিমিষের জন্যে,
না হেরিল এমনি পাষাণ॥
নাহি তথা নারী নর, হিংস্র জন্তু বহুতর
একাকিনী রহিয়াছে পড়ি।

সন্তই প্রসূতা বালা, রূপে বন করে আলা,
সেইখানে যায় গড়াগড়ি ॥
দৈবের কিরূপ গতি, ফলত বিচিত্র অতি
তথা এক শকুন্ত আসিয়া।
রক্ষে করে বক্ষে নিয়া, পক্ষ দিয়া আচ্ছাদিয়া,
যেন নিজ সন্তান ভাবিয়া ॥
তাত কণ্ব সেই বনে, ফল মূল অন্বেষণে,
দৈবযোগে বুঝি গিয়াছিল।
দেখি সন্ত প্রসূতায়, গৃহে আনি এ সুতায়,
বহু যত্নে পালন করিল ॥
মেনকা সখীর মাতা, কণ্ব মহামুনি পাতা।
পিতা বিশ্বামিত্র তপোধন।

প্রিয়ংবদার সহিত রাজার কথোপকথন।

শকুন্তলা-জন্ম-কথা ভূপতি শুনিয়া।
কহিল বচন তবে ঈষৎ হাসিয়া ॥
"যে কথা বলিলে তুমি এ কথা নিশ্চয়।
মানবীতে এত রূপ সম্ভব কি হয় ॥
রত্নাকর বিনা রত্ন কে করে প্রসব।
শশধরে ধরাধরে না হয় সম্ভব ॥"
ভূপতির এই কথা করিয়া শ্রবণ।
শকুন্তলা লাজে হেঁট করিল বদন ॥
ঈষৎ হাসিয়া পুনঃ প্রিয়ম্বদা কয়।
"আর কি জিজ্ঞাসা করিবেন মহাশয় ॥"
ভূপতি বলেন, "যদি পাইলাম আশা।
আর এক কথা তবে করিব জিজ্ঞাসা ॥
তোমাদের সখী কি হইয়া তপস্বিনী।
হরিণীগণের সঙ্গে, হবেন হরিণী ॥
অথবা যাবৎ নাহি, হইবে-বিবাহ।
করিবেন ব্রত, তপ, নিয়ম নির্ব্বাহ ॥"
প্রিয়ংবদা বলে তবে, "শুন মহাশয়।
তাত কণ্ব করেছেন, প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় ॥

অনুরূপ পাত্র না হইলে সংঘটন।
শকুন্তলা বিভা না দিবেন কদাচন ॥"
শুনিয়া ভূপতি অতি, প্রফুল্ল-হৃদয়।
মনে মনে এইরূপ করিল নিশ্চয় ॥
যে ভয় সংশয় ছিল, তাহা হ'লো দূর।
শকুন্তলালাভে যত্ন করিব প্রচুর ॥
ভাবিয়াছিলাম যারে জ্বলন্ত অনল।
এখন হইল সেই রতন শীতল ॥
শকুন্তলা শুনি সব, সখীর বচন।
কাল্পনিক ক্রোধ করি, কহিছে তখন ॥
"এ স্থান হইতে শীঘ্র, করিয়া প্রস্থান।
স্বস্থানে যাইয়া তবে, করি অবস্থান ॥
এস্থানে আমার উচিত না হয়।
এই স্থান পরিত্যাগ করিব নিশ্চয় ॥

দেখ এই প্রিয়ংবদা পাগলের মত।
যা আসিছে, তাই মুখে বলিতেছে কত ॥

গোতমী পিসীকে আমি, দিব সব বলে।"
এতবলি শকুন্তলা, ক্রোধে যায় চ'লে ॥

অনুসূয়া বলে "সখি, অন্যায় তোমার।
অভ্যাগত জনে নাহি, অতিথি-সৎকার ॥

তোমারে আতিথ্যভার, দিয়াছেন পিতা।
ভাল আতিথেয়ী তুমি কণ্বের দুহিতা ॥"

তবু শকুন্তলা যান না মানি বারণ।
প্রিয়ংবদা গিয়া তারে, ধরিল তখন ॥

বলে "দুকলসী জল যাহা তুমি ধার।
পরিশোধ না করিলে যাইতে না পার ॥"

ভূপতি বলেন বাক্য, "শুন মুনিসুতা ॥
পরিশ্রমে ইনি হয়েছেন ক্লেশযুতা ॥

জল সিঞ্চি হয়েছেন, ক্লান্ত অতিশয়।
পুনর্ব্বার কষ্টদান উচিত না হয় ॥

আমি করিলাম নিজ, অঙ্গুরীয় দান।
ঋণ হতে ইনি পাইলেন পরিত্রাণ ॥"

এত বলি খুলি সেই, অঙ্গুরী আপন।
প্রিয়ংবদা-করে তবে, করিল অর্পণ ॥

শকুন্তলার ভাবদর্শনে রাজার বিতর্ক

(গীত)

কোথা যাবে বল রাধে, শ্যাম পরিহরি।
কটাক্ষে যে তব মন লইয়াছে হরি॥
যে হেরেছে একবার, ভুলিতে কি পারে আর
নিয়ত নিকটে তার প্রণয় প্রহরী।
তোমার চাতুরী যত, হইয়াছি অবগত
ছলাকলা করি কত ভুলাইবে হরি॥
হেনেছে কুসুম শরে, ধৈরয নাহিক ধরে
কেমন করিয়া ঘরে রহিবে শ্রীহরি।
লোকলাজে হানি বাজ, ত্বরাপর কর কাজ,
হেরিব সে ব্রজরাজ লাবণ্যলহরী॥

অঙ্গুরীর মধ্যেতে মুদ্রিত নামাক্ষর।
মহারাজ ধীরাজ দুষ্মন্ত নৃপবর॥
অনুসূয়া প্রিয়ংবদা করিয়া পঠন।
উভয়ে উভয় মুখ করে নিরীক্ষণ।
দানকালে ভূপতির নাহি ছিল মনে।
আত্মপ্রকাশের ভয় ভাবিয়া এক্ষণে॥
কহিতে লাগিল তবে করিয়া ছলনা।
"নাম দেখি মিছা কেন ভাবিছ ললনা॥
রাজমন্ত্রী আমি রাজপ্রসাদভাজন।
পুরস্কার দিয়াছেন দুষ্মন্ত রাজন॥"
প্রিয়ংবদা ভূপতির ছলনা বুঝিয়া।
কহিল বচন তবে ঈষৎ হাসিয়া॥
"ইহা যদি হয় রাজপ্রাসাদের চিহ্ন।
অন্যেরে না সাজে ইহা মহাশয় ভিন্ন॥
আপনার আজ্ঞা হ'লে কেবা থাকে ঋণী।
অতঃপর ঋণমুক্ত হইলেন ইনি॥"
শকুন্তলা প্রতি দৃষ্টি করি তার পরে।
হাসিয়া কহিল তবে সুমধুর স্বরে
"অতঃপর শকুন্তলা করহ প্রস্থান।
ঋণ হতে তুমি পাইয়াছ পরিত্রাণ॥
শকুন্তলা মনে মনে লাগিলা কহিতে।
'ইহারে ছাড়িয়া আমি নারিব রহিতে॥
পঞ্চশর নিজশর করিয়া প্রহার।
কলেবর জরজর করিল আমার॥
চলিতে অচল পদ অবশ শরীরে।
ইহারে হেরিয়া ঘরে যেতে নারি ফেরে॥
প্রিয়ংবদা প্রতি তবে বলিল তখন।
"যাই বা না যাই ইচ্ছা আমার যেমন॥"
শকুন্তলা রূপরাশি পীযূষ সমান।
ভূপতির নয়ন চকোর করে পান॥
নয়নে নয়নে দোঁহে হইলে সঙ্গত॥
মনে মনে বিতর্ক করেন রাজা কত॥
"ইহারে দেখিয়া মন হয়েছে মোহিত।
হইয়াছি একেবারে চৈতন্যরহিত॥
ইহার আমার প্রতি কিরূপ মনন।
বুঝিতে না পারি কিছু দেখিয়া লক্ষণ॥
আলাপন কিছু নাহি করে আমা সনে।
দেখে ঢাকে বিধুমুখ বিনোদ বসনে॥
কিন্তু যে সময়ে আমি কোন কথা বলি।
একমনে শুনে সব হয়ে কুতূহলী॥
নয়নে নয়নে যদি হয় সঙ্ঘটন।
অমনি ফিরায়ে লয় সুধাংশুবদন॥
কিন্তু অন্য দিক্‌পানে নাহি বড় চায়।
অভিপ্রায় আমারে দেখিতে যেন চায়।
এই সব লক্ষণেতে অবশ্য সম্ভবে।
আমা প্রতি রসবতী অনুকূল হবে॥
অথবা আমার চিতে বিভ্রম-বিলাস।
যাহা হ'ক কোনরূপে জানিব নির্য্যাস॥"

রাজার তপোবনসমীপে শিবির সন্নিবেশ

কন্যাদ্বয় সনে ভূপ, এইরূপ নানারূপ,
কৌতুকে করেন আলাপন।
হেনকালে সেইখানে, তপোবন-সন্নিধানে,
শব্দ এক হইল ভীষণ ॥
"ওহে বনবাসীজন, শান্তমতি ঋষিগণ,
তপোবন রাখহ যতনে।
ভূপতি দুষ্মন্ত রঙ্গে সৈন্যসামন্তের সঙ্গে,
এসেছেন মৃগয়া-কারণে ॥
রথ দরশন করি, বনে এক মত্ত করী,
আতঙ্কে শঙ্কিতচিত হয়ে।
প্রবেশিছে তপোবন, করি ঘোর গরজন
করিণী করভ সঙ্গে লয়ে ॥"
শ্রবণেতে নরপতি, হইয়া বিষণ্ণ অতি
ভাবেন কি আপদ ঘটিল।
অনুযায়ী লোকগণে, আসি মম অন্বেষণে
আশ্রমের পীড়া জন্মাইল ॥
আরণ্য গজের কথা, কর্ণেতে শুনিয়া তথা
কন্যাগণ শঙ্কিত হইয়া।
বলিলেন "মহীপতি শীঘ্র কর অনুমতি
কুটীরে প্রবেশ করি গিয়া ॥"
ভূপতি কহিল তবে, কুটীরেতে যাও সবে,
আমি গজে করি নিবারণ ॥
নতুবা তপস্বিগণে, পীড়া পাইবেক মনে
মিছামিছি আমার কারণ ॥
কন্যাদ্বয় তার পরে, স্বস্থানেতে বেগভরে,
প্রস্থান করিল ত্বরান্বিত।
কহি গেল ভূপতিরে, "দেখা যেন হয় ফিরে,
আতিথ্য না হইল উচিত ॥"
শকুন্তলা যায় যায়, পাছে ফিরে ফিরে চায়,
ভূপতিরে করে নিরীক্ষণ।
বলে "ওগো সহচরি, কুশাঙ্কুর ফুটে মরি,
নাহি পারি করিতে গমন ॥
কুরুবক-শাখা পাশ, বাধিল বল্কল-বাস
একটুকু রহ ওইখানে।"
এত বলি ঘন ঘন, ভূপে করি দরশন,
বিঁধিল কটাক্ষরূপ বাণে ॥
হেরি শকুন্তলা-রূপ, মোহিত দুষ্মন্ত ভূপ
মদন-দহনে দহে দেহ।
নগরে যাইতে তাঁর, অনুরাগ নাহি আর
নাহি মনে পরিজন গেহ ॥
অতঃপর সেই স্থানে, তপোবন-সন্নিধানে,
করিলেন শিবিরস্থাপন।
শকুন্তলা-রূপ ধ্যান, শকুন্তলা-রূপ জ্ঞান
নাহি আর অন্য আলাপন ॥*

* কবি ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

BODHAI'NDU VICASA

BY THE LATE
BABOO ISSUR CHUNDER GOOPTO.

Published
by Ram chunder Goopto
Editor of the Probhakur.

বোধেন্দু বিকাস।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ।
অর্থাৎ
স্বভাবানুযায়ি বর্ণন
মহাকবি ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রণীত।

প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুত রামচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা।
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

সিমুলিয়া নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট নং ৫৪
১২৭০ সাল

উপক্রমণিকা।

মদগ্রজ মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের রূপক প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সুললিত গদ্য পদ্য পূরিত "বোধেন্দু বিকাস" নামক যে নাটক বিরচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ছয় অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণে আমি এই প্রথমভাগে তাহার প্রথম তিন অঙ্ক মুদ্রাঙ্কন করিয়া সাধারণ সমাজে প্রকাশ করিলাম, এই মহোপদেশপূর্ণ পরম-জ্ঞানানন্দপ্রদ নাটক প্রথমতঃ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কবিবর ইহার কোন কোন স্থান পুনর্ব্বার সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং নূতনরূপে রচনা করেন, মূলগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা অপেক্ষা প্রত্যেক বিষয়ের স্বভাব বর্ণনা করাতে গ্রন্থখানি অনেক বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং একভাগে সমুদায়াংশ প্রকাশ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইল না, বিশেষতঃ তাহাতে আবার কাল বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা, এই নাটকের উদ্দিষ্ট বিষয়টী বাহিরের নহে, তাহা আন্তরিক, সুতরাং অত্যন্ত কঠিন বলিতে হইবেক, ফলতঃ সেই আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান যত দূর পর্য্যন্ত সহজে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কবিবর পাঠকবৃন্দের উপকার নিমিত্ত তাহাতে প্রযত্ন প্রকাশ ও পরিশ্রম করণে ক্রটি করেন নাই। যাঁহারা এই নাটকের অভিনয় প্রদর্শনে অনুরত হইবেন, তাঁহারদিগের কার্য্যের সমাধানার্থ প্রত্যেক বিচারাদি উক্তির শেষভাগে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

এই তত্ত্বজ্ঞান-প্রদ নাটককে সর্ব্বসাধারণ পাঠক মহাশয়দিগের আদরণীয় করণার্থ অগ্রজ মহাশয় অসাধারণ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি কিরূপ অভিপ্রায় লিখিতেন, তাহা তাঁহারই মনে ছিল, যাহা হউক বিদ্যামোদী কবিতাপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী আদরপূর্ব্বক এই প্রথম ভাগ গ্রহণ করিলে আমি দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশে সমধিক যত্নবান হইব।

শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত।

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক।

বোধেন্দু বিকাস নাটক।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ

অর্থাৎ

স্বভাবানুযায়ি বর্ণন।

মঙ্গলাচরণ সংগীত।

রাগিণী কেদার। তাল তিওট।

মন রে আমার। এ কি ভ্রান্তি তোমার॥
ভাবনা কেন রে? ভাব না কেন রে?
অরূপ স্বরূপ সার।
শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,
যেজন করিল এ সব সৃষ্টি,
যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি,
তাঁরে ভাব একবার॥

দিবাকর, নিশাকর, লোয়ে যার ভাস।
দিবা নিশি, করে করে, তিমির বিনাশ।
নিয়ত নিয়ম করিয়া লক্ষ,
রাশি রাশি রাশি, প্রকাশে পক্ষ,
অহরহ সহ করিয়া সখ্য,
বারবার ভ্রমে বার॥১

অনিত্য বিষয়ে কেন, ভ্রম ভ্রমআশে?।
ভজ নিত্য, নিত্যবিত্ত, চিত্ততীর্থবাসে॥
হৃদয়-নিলয়ে পরম-রতন,
সে ধনে তুমি হে না কর যতন,
বৃথায় করিছ শরীর পতন,
অসার ভাবিয়া সার॥২

তরঙ্গলহরীচ্ছন্দ।

জয় জয় জয় ব্রহ্ম, নিত্য-নিরঞ্জন।
জয় নিত্য-নিরঞ্জন॥
নির্ব্বিকার, নির্ব্বিহার, অজ্ঞানভঞ্জন।
জয় অজ্ঞানভঞ্জন॥

মিথ্যা ভব মিথ্যা সব, তাহে সত্য অনুভব,
স্বরূপ স্বরূপ তব, জানে কোন্ জন।
রবি করে যেপ্রকার, বোধ হয় নীরাকার,
নিরাকারে সে প্রকার, সাকার সাধন॥
আছে কার সার জ্ঞান, মিথ্যায় সত্যের ভান,
ভ্রমে করি অনুমান করি নিরূপণ।
সৃজন, পালন, লয়, তোমা হোতে সব হয়,
তুমি এই সমুদয়, কারণকারণ॥
বাক্য মন অগোচর, পরমাত্মা পরাৎপর,
করিয়াছ চরাচর, বিশ্ব-বিরচন।
স্বভাবের কিবা ধর্ম্ম, বিচিত্র তোমার কর্ম্ম,
কেমনে তাহার মর্ম্ম, করিব গ্রহণ?॥
এই মাত্র জানি আমি, তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামি,
তুমি নিত্য সর্ব্বস্বামি, সত্য সনাতন।
কৃপাকর নাম ধর, কৃপাকর কৃপা কর,
দীন হীনে কর কর, দয়া বিতরণ॥
হোয়ে নাথ প্রভাকর, চিদাকাশে প্রভা কর,
ত্রিতাপ-তিমির রাশি, কর বিমোচন।
নিজ-জ্ঞান দান কর মনের মালিন্য হর,
পতিতে পবিত্র কর, পতিতপাবন॥
আর কেন গুপ্ত রও, গুপ্তগৃহে ব্যক্ত হও
গুপ্তসুতে কোলে লও, করিয়া যতন।
হরি হরি করি গান, পরিহরি অভিমান,
তোমাতেই মন প্রাণ, করি সমাপন॥
মুদিয়া যুগল আঁখি, যখন ঘুমায়ে থাকি,
তখন তোমায় যেন, করি দরশন।
ভ্রমপাশ হর হর, ত্রাণকর ত্রাণ কর,
দানকর দান কর, অভয়-চরণ॥
জয় জয় জয় ব্রহ্ম, নিত্য-নিরঞ্জন।
জয় নিত্য-নিরঞ্জন॥
নির্ব্বিকার, নির্ব্বিহার, অজ্ঞানভঞ্জন।
জয় অজ্ঞানভঞ্জন॥

প্রস্তাবনা।

শুন সভ্য সমুদয়। শুন সভ্য সমুদয়॥
বলি সবিনয়।
নবরস কাব্য সুধাময়। করি মহামোহ ক্ষয়॥
বিবেকের জয়।
যেরূপে হইল, জ্ঞানচন্দ্রের উদয়॥

নান্দী পাঠ পূর্ব্বক সূত্রধারের আলাপ-বচন।

পদ্য।

কীর্ত্তিবর্ম্ম নামে রাজা, সদা কীর্ত্তিমান।
দেবলোকে দীপ্যমান, যার যশ মান॥
সর্ব্বগুণে গুণময়, তেমন কি হয়?।
দারিদ্র্যদলন-দক্ষ, দীনদয়াময়॥
তাঁর সেনাপতি দ্বিজ, শ্রীমান্ গোপাল।
সমরে অমরজয়ী, বিক্রম বিশাল॥
ভয়ে কাঁপে কলেবর, স্থির নাহি রয়।
যম সম হেরে যাঁরে, শত্রু সমুদয়॥
স্বজন সেরূপ হয়, সুখি নিরন্তর।
চাঁদ হেরে, সুখি যথা, চকোর নিকর॥
মহাযোদ্ধা, অতি বোদ্ধা, নাহি অনুরূপ।
যাঁর পদে প্রণত, নিয়ত যত ভূপ॥
বিপক্ষ লক্ষের বক্ষ, করি বিদারণ।
নরসিংহ সম প্রায়, বিখ্যাত যেজন॥
বিপক্ষ সলিলে মগ্না, বসুন্ধরা ছিল।
বরাহমূর্ত্তির ন্যায়, যেজন তুলিল॥
হরি-জ্ঞানে অরি-কুল, করী সম বহে।
প্রতাপের অনলেতে, নিরন্তর দহে॥
বীর ধীর সাধু সে, গোপাল সেনাপতি।
নৃত্য গীতে আমারে, দিলেন অনুমতি॥

সেনাপতি গোপাল।

প্রথমেতে কিছুদিন, হই নাই পরাধীন,
হরষিত ছিল তায় মন।
না মোজে বিষয় দুখে, কেবল কোরেছি সুখে
ব্রহ্মানন্দ রস-আস্বাদন॥
কীর্ত্তিবর্ম্ম নরপতি, করিলেন অনুমতি,
শত্রু-কুল সংহার কারণ।
ছাড়িয়া সে সার-রস বীররসে হোয়ে বশ
দিক্-দশ কোরেছি দলন॥
শত শত রাজা যত, একেবারে বল-হত,
নত হোয়ে রবে চিরকাল।
আমাদের মহারাজ, কোরে এই মহা-কাজ,
হইলেন সম্রাট ভূপাল॥
ঘুচিল বিপক্ষ ভয়, হইল রাজার জয়,
সমুদয় কার্য্য সমাধান।
ছেড়ে তত্ত্ব আপনার, মিছামিছি কেন আর,
বিষয়ের বিষ করি পান?॥
বিষের জ্বালায় জ্বলি, এ যাতনা কারে বলি
ব্যাকুল হোয়েছে মন প্রাণ।
কে করিবে সুশীতল, কোথা পাব শান্তিজল,
কিসে হবে অনল নির্ব্বাণ?॥
কিছুই না করিলাম, বৃথা কাল হরিলাম,
মরিলাম হোয়ে বোধহত।
পরমপঙ্কজ ভুলে, কামনাকেতকী ফুলে,
উড়ে গিয়া মন হয় রত॥
বিষয় বিভব যত, সকলি হোয়েছে হত,
রিপু-চোরে কোরেছে হরণ।
পুরুষার্থ গেলে চুরি, কিসে রক্ষা পায় পুরী,
প্রতিক্ষণ ভেবে উচাটন।
রিপুদলে বপু-দলে, বলী নই জ্ঞানবলে,
কিরূপেতে করিব শাসন?॥
ধরিতে না পারি চোরে, পোড়ে এই ভবঘোরে
কত আর করিব রোদন?॥

রাগিণী পরজ। তাল কাওয়ালি।

হায়! আমি কি করিলাম এতদিন?।
দিন যত গত তত, দিন দিন দীন॥

বৃথায় হইল জন্ম, বৃথায় হয়েছি মন্ম,
অতন্ত্র শাসনে তন্ত্র তনু অনুদিন।১
ভাবে নাহি ভাবি ভাবি.কারভাবে মিছে ভাবি
না ভাবিয়া ভবভাবি, ভেবে হই ক্ষীণ॥২
অসার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সর্ব্বসার,
কত বা গণিব আর, "এক, দুই, তিন (১)"।৩
সহজ (২) আমার ভাই, সহজে না দেখা পাই,
জলে থেকে পিপাসায়, মরে যথা মীন॥৪
সহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই,
বৃথা করি হই হই, হোয়ে বোধ হীন।৫
নাহি হয় অনুভব, এ দেহ হইলে শব,
কোথা ভব কোথা রব, কোথা হব লীন ?॥৬
প্রবৃত্তির অনুরোধে, মাতিয়া বিষয় ক্রোধে,
এখনো আপন-বোধে, হতেছি প্রবীণ।৭
কাল-করী-হরি হরি, হরি নাম পরিহরি,
ভ্রমে কেন কাল হরি, হোয়ে পরাধীন ?॥৮

হে নটরাজ 'তুমি সংগীত বিদ্যায় অদ্বিতীয়, ইদানীং তোমার তুল্য কাহাকেই দেখিতে পাই না, সংপ্রতি শান্তিরসের সংগীত দ্বারা আমার মনের সন্তাপ হরণ করিতে পার ?

সূত্রধার (৩) হাঁ মহাশয়! প্রণাম করি। শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে অতি উত্তমরূপেই তৎপ্রসঙ্গ সমাধা করিতে পারি। আমি সুশ্রাব্য সুকাব্য অতি নব্য বঙ্গভাষা-ভূষিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত "বোধেন্দু বিকাস নাটক" অভ্যাস করিয়াছি, আজ্ঞা করিলেই এখনি প্রকাশ করি, যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক সেই যাত্রা শ্রবণ করিবেন, তিনি সানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই।

সেনাপতি গোপাল। ওহে সূত্রধার! তবে, তবে, তুমি কবে তাহা অভ্যাস করিয়াছ ? আমি শুনিয়াছি তাহার মত সাধু-সন্দর্ভ প্রায় আর নাই, না হবে কেন ? তুমি আমারদের মহারাজের নটরাজ, তুমি সকল রসের রসিক বট। হে অধিকারি! তোমার কল্যাণ হোক্, কল্যাণ হোক্। এইক্ষণে সেই শান্তি-সুধা-বৃষ্টি করিয়া শ্রীমন্মহারাজের চিত্ত-চকোরকে তৃপ্ত কর, তৃপ্ত কর। সকলের ক্ষুধা হর, ক্ষুধা হর। আপনার বস্ত্র পর, বস্ত্র পর। এই লও প্রসাদ ধর। প্রসাদ ধর॥ শীঘ্র বেশ কর, বেশ কর। অদ্যই সমুদয় শেষ কর, শেষ কর।

নট। যে আজ্ঞা মহাশয়। আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে শ্রবণ করুন। এখনি আরম্ভ করি। কিন্তু গীতবিদ্যা, এ বড় কঠিন ব্যাপার, এক জনের কর্ম্ম নহে, কি জানি যদি লগ্ন না হয়, তবে কাহারো মন মগ্ন করিতে পারিব না, সকল আমোদ ভগ্ন হইবে। যাই গৃহে গিয়ে গৃহিণীকে ডেকে আনি, স্ত্রী পুরুষে একত্র হোয়ে নাটক আরম্ভ করি। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি পূর্ব্বক।) হে প্রিয়তমে নটি! চিকন শাটি পোরে পরিপাটি সজ্জায় এখানে এসো।

নটির প্রবেশ। গীত।

রাগিণী লুম্ ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

অসময়, কেন আজ আমারে,
ডাকো রসময় হে ?।
অবলা সরলা বালা, কত জালা সয় হে ?।
প্রাণে কত জালা সয় হে
তুমি নট হোয়ে নট, অঘট-ঘটনা-ঘট,
মুখে যত কথা রট, কাজে, কি, তা হয় হে ?।
সখা, কাজে, কি তা হয় হে ?॥ ১
সময়ে সকলি সাজে, অসময়ে লাঠি বাজে,
কাল-ভেদে কাজে কাজে, সুধা বিষময় হে।
সখা, সুধা বিষময় হে॥ ২
তোমার অধীনী আমি, তুমি হে প্রাণের স্বামী,
তোমা ছাড়া হোলে আমি, আমি আমি নয় হে।
সখা, আমি আমি নয় হে॥ ৩
তুমি হে চুম্বক সম, লোহরূপ মন মম,
তব আকর্ষণে মন, স্থির কিসে রয় হে ?।
সখা, স্থির কিসে রয় হে ?॥ ৪

(১) এক, দুই, তিন। দিন গণনা। অপিচ অবস্থা, লোক, তত্ত্ব, গুণ, তাপাদি তিন।
(২) সহজ—সহোদর, সঙ্গে যে জন্মে। এস্থলে আত্মা। (৩) সূত্রধার—যাত্রার এবং অধিকারী নট

প্রাণনাথ। আমাকে কেন ডাক্‌লে? আমি ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম ফেলে আস্‌ছি।

অধিকারী। গীত।

রাগিণী বাহার। তাল একতালা।

এসো, এসো প্রাণ্‌-প্রেয়সি, প্রেমময়ই।
তোমা বিনে প্রাণপ্রিয়ে, আমি-আমি নই॥
তুমি প্রাণ, আমি দেহ, দেহে প্রাণ প্রাণ দেহ,
ভ্রমরার নাহি কেহ, কমলিনী বই।
তুমি ভাব, আমি স্বামী, তুমি লো আমার আমি,
দেহ-ভেদে তুমি আমি, আমি তুমি কই॥

বক্তৃতা॥ পদ্য।

বলি তাই চাঁদমুখি, যে হয় বিধান।
প্রস্তাব শুনিয়া কর, আশু অনুষ্ঠান॥
কীর্ত্তিবর্ম্ম রাজসেনাপতি, যে গোপাল।
স্বপক্ষ-পালন-দক্ষ, বিপক্ষের কাল॥
এক মুখে আমি তাঁর কি কব মহিমা?।
অনন্ত বচনে ক্ষান্ত, প্রকাশিতে সীমা॥
কর্ণরাজা, কীর্ত্তিবর্ম্মে, করি পরাভব।
হেলায় হরিয়াছিল, সকল বিভব॥
যে গোপাল অসি-মাত্র, মিত্র, সহকার।
বাহুবলে শত্রুবল, করিল সংহার॥
পুনর্ব্বার কীর্ত্তিবর্ম্মে, দিল রাজ্যভার।
গোপালের সম বীর, কেবা আছে আর?॥
সে গোপাল কৃতকার্য্য, হইয়া এখন।
করিবেন শান্তিসুধারস, আস্বাদন॥

নটী।

হে নাথ! কি কৌতুক কি কৌতুক,
কি কৌতুক।
সখা হে, কি বোল্লে? কি বোল্লে? কি বোল্লে?॥
সভাতে কি কোল্লে? কি কোল্লে? কি কোল্লে?

প্রকৃতিচ্ছন্দ।

ও কথা, আর্‌ বোলো না, আর্‌ বোলো না,
বল্‌ছ বঁধু, কিসের ঝোঁকে?।
এ বড়, হাসির্‌ কথা, হাসির্‌ কথা,
হাস্‌বে লোকে। হাস্‌বে লোকে॥
বল হে, জ্বোল্‌বো কত, বোল্‌বো কত,
বোল্‌তে হোলো মনের্‌ দুখে। মনের্‌ দুখে।
এ বড়, অনাসৃষ্টি, বিষম্‌ সৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি,
সাপের্‌ মুখে। সাপের্‌ মুখে॥
কাণার্‌ চোখে চস্‌মা দিয়ে, কার্য্য কিবা আছে।
পতিব্রতা ধর্ম্ম কথা, বারাঙ্গনার্‌ কাছে॥
কালার্‌ কাছে কাব্য কথা, কি তোমার্‌ ভ্রান্তি।
চোরের্‌ কাছে পুণ্যকথা, বীরের্‌ কাছে শান্তি॥
রসের্‌ কথা বোল্লে ভাল, এমন্‌ রসিক্‌ চাই তো।
তোমার্‌ মত রসের্‌ সাগর, কোনখানে নাই তো॥
বোঝাপড়া হবে পরে, ঘরে আগে যাই তো।
তাই তো বটে, তাই তো বটে,
তাই তো, তাই তো, তাই তো॥
জানিলাম, তুমি নাথ, সুরসিক বট হে।
ভয় আছে, পাছে প্রাণ, কথা শুনে চট হে॥
অঘট-ঘটনা-ঘট, সব ঘটে ঘট হে।
নতুবা আমায় কেন, হেন কথা রট হে?।
স্বভাব সরল অতি, তুমি নও শঠ হে।
সরলতা-তীর্থতটে, বাঁধিয়াছ মঠ হে॥
বটি আমি, নটী তব, তুমি প্রাণ নট হে।
শান্তিরূপ ঘাঁটি-দুধ, কেন কর নট হে?॥

গীত।

রাগিণী লুমঝিঁঝিট। তাল আড়খেমটা

কেমনে, বল প্রবোধ-শশির, হইবে সঞ্চার হে?
মোহমেঘে ঘেরিয়াছে, অখিল সংসার হে॥
এই অখিল সংসার হে।
পাইয়ে অনিত্য-দেহ, নিত্য-ভ্রমে করে স্নেহ,
আপন স্বরূপ কেহ, না করে বিচার হে।
কেহ না করে বিচার হে।
মনেরে বুঝাব কত, মন নহে মনোমত,
অবিরত হেরি যত, মায়ারি বিকার হে।
মহামায়ারি বিকার হে॥

অধিকারী। হে প্রিয়তমে! হে প্রাণাধিকে! হে প্রণয়িনি! এই গোপাল সামান্য পুরুষ নহেন; অতি ধার্ম্মিক-পুণ্যাত্মা, ইনি যদিও মহাবীর-পুরুষ, তথাচ শান্তিরসের রসিক

হইবেন বিচিত্র কি? মহাপ্রলয় কালে যে মহাসমুদ্র অতি উচ্চ শতশত পর্ব্বত-চূড়া লঙ্ঘন পূর্ব্বক অতিশয় প্রবলতর প্রখর তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার করত আপনার অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত লহরীলীলা প্রচার করিয়াছিলেন, অধুনা সেই মহাসিন্ধু জলনিধি কি আশ্চর্য্যরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছেন! আর তিনি স্বীয় সীমার অতিক্রম পুরঃসর প্রলয় উৎপাদন করেন না। হে হৃদয়রঞ্জিনি-প্রসন্নবদনি! আর দেখ, ভগবান্ নারায়ণ ভূভার-মোচনার্থ অংশরূপে অবতার হইয়া কতবার কতপ্রকার ভীষণতর ব্যাপার ব্যূহ বিস্তার করত পরিশেষ পুনর্ব্বার স্বয়ং শান্তিরসে নিমগ্ন হইয়াছেন। হে নীল-নীরজ-নয়নি! আর দেখ, পরশুরাম, যিনি পূর্ব্বে অতিশয় নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এবং নির্ব্বিবেকী হইয়া স্বীয় জগদ্বিখ্যাত-কুঠার দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষাত্রয়কুলের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক শোণিতসমুদ্রের সলিল-দ্বারা এক-বিংশতিবার পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন; বালক, বৃদ্ধ, কিছুই বিবেচনা করেন নাই, অতি দুরাত্মার ন্যায় নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক সকলকেই সংহার করিয়াছেন। সেই পরশুরাম অবনীর ভারাবতারণ করণানন্তর এককালেই ক্রোধশূন্য হইয়া পুনরায় শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। হে প্রাণ-বল্লভে! এই মহামতি সেনাপতি শ্রীগোপাল সংপ্রতি সর্ব্বতোভাবেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শান্তিরসের আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া দেহের এবং সময়ের সার্থকতা করিবেন। ইনি অতি তেজস্বী, কর্ণকে জয় করিয়া সেই প্রকারে কীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের উদয় করিলেন, যে প্রকারে বিবেক মহাশয় মহাবল মহামোহকে জয় করিয়া প্রবোধসুধাকরের উদয় করিয়াছেন।

গীত।

রাগিণী দেশ। তাল আড়া।

অজ্ঞানতিমির বল, কোথা রবে আর। মেঘান্তে যামিনীকর, স্থিরতর শোভাকর,
সুখদ সরল শশী, স্বভাবে সঞ্চার ॥ মনোহর মৃগধর, সুধার আধার ॥ ১
ঘুচিল বিপক্ষ ভয়, রিপু-চয় পরাজয়, সেরূপ করিয়া ক্রম, বিবেক পবন সম,
আলোকে পুলককময়, অখিল সংসার ॥ মহামোহ মেঘতম, করিল সংসার।
গগনে করিলে ঘন, শশি-শোভা-আচ্ছাদন, পরিপূর্ণ জ্ঞানজ্যোতি, প্রকট প্রদীপ্ত অতি,
নাশে যথা সমীরণ, সেই অন্ধকারে ॥ প্রবোধ-পীযূষপতি, প্রভাবে প্রচার ॥ ২

[বিবেক কর্ত্তৃক মহামহের পরাজয়, এই শব্দ শ্রুতি-বিবরে প্রবেশ মাত্রেই নেপথ্য (১) হইতে কামদেব কোপভরে কহিতেছেন।]

অরে ও-পাপাত্ম নরাধম-নটাধম! তুই কে রে? তুই কে রে? ওরে ও মূঢ়! ও অজ্ঞান! তুই কোথা শুনেছিস্? কি সাহসে বলিতেছিস্? দূর-দূর, দূর দুরাচার। আমারদিগের বিশ্ববিজয়ি কুলস্বামি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অজেয় মহামোহ, অতি দুর্ব্বল অসমর্থ সহায়-শূন্য সাহস-শূন্য দীন হীন ক্ষীণ উপায়-বিহীন মলিন বিবেক তাঁহাকে পরাজয় করিবে? তুই যে উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় কথা কহিতেছিস্।—তুই কে রে? তুই কে রে?

নট। প্রিয়ে শুনিলে তো, ইনি ভুবন-মোহকর শ্রীমান্ কামদেব। ত্রিভুবন মত্ত করিয়া এই তত্ত্বহীন কন্দর্প দর্প করিতে করিতে আসিতেছেন। ঐ দেখ সুরা-পানে, উন্মত্তচিত্ত তরুণ-অরুণের ন্যায় নয়ন যুগল আরক্ত হইয়াছে। ইঁহার বামভাগে যিনি, তিনি সর্ব্বমোহিনী অতি রূপবতী পতিপ্রাণা রতি সতী। মদনের বিকট-বদনে, প্রকট-রদনে, প্রকোপ-বচনে

(১) নেপথ্য—যে স্থানে নটেরা বেশ বিন্যাস করে সেই স্থান।

বোধ হয়, ইনি আমার প্রতি অত্যন্তই কুপিত হইয়াছেন। এসো আমরা এস্থান হইতে এখনি প্রস্থান করি, আর এখানে থাকা নয়, থাকা নয়।

[তদন্তর নট এবং নটী রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

প্রথমাঙ্ক।

[রতি, ও কামের রঙ্গভূমি প্রবেশকালে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সজ্জা-সদনে কোলাহল ধ্বনি।]

গীত।

রাগিণী আড়ানা। তাল ঝাঁপতাল।

এই বসন্ত সামন্ত লোয়ে. মদন সাজিছে,
অতি পুলকে।
কি শোভা, কি শোভা, কি শোভা ভুলোকে।
বামেতে কামিনী সতী, ভুবনভাবিনী রতি,
লজ্জিত যামিনীপতি, দামিনী থমকে।
হেরে দামিনী থমকে।

অন্তরা

মিলিত উভয় অঙ্গ, স্বভাবে সভাবে সঙ্গ,
ক্ষণমাত্র নহে ভঙ্গ, একি রঙ্গ হায়।
মদমত্ত মনোভব বুঝি ভব, পরাভব,
মোহিত হইল ভব, রূপের আলোকে।
চারু রূপের আলোকে ॥১

ফুটিল সুরভি-ফুল, ছুটিল ভ্রমরকুল,
কুটিল কামের শূল, টুটিল হৃদয়।
থরতর স্মর-শর, ত্রিভুবন থর থর,
কলেবর জর জর, কোকিল কুহকে।
কালো কোকিল কুহকে। ২

সমীরণ ঝর ঝর, গুণ গুণ গর গর,
গুঞ্জরিছে মধুকর, মনোহর স্বর।
না দেখি এমন ধীর এরবে কে রবে স্থির,
দহে দেহ অশরীর, ত্রিলোক চমকে।
রবে ত্রিলোক চমকে ॥ ৩

সমশোভা জলে স্থলে, তরু রাজে নবদলে,
দ্বিজ নিজ দলে দলে, দলে ফুল-দল।
সুধাস্বরে করে দান, ধরে তান হরে প্রাণ,
ছয় রাগ মূর্তিমান, রাগিণী ঝলকে ॥
রাগে রাগিণী ঝলকে ॥ ৪

কাম (১) এবং রতির (২) প্রবেশ।

কামদেব। গীত।

রাগিণী। তাল তিওট

এই অখিল সংসার, আমি করি অধিকার।
সুরাসুর আদি সবে, অধীন আমার ॥
নাম ধরি রতিপতি, প্রিয়তমা এই রতি,
রতিরসে রতি বিনা, গতি আছে কার। ১
ত্রিভুবনে সমুদয়, আমাছাড়া কেহ নয়,
আমার কটাক্ষে হয়, জীবের সঞ্চার। ২
আমার সৃজিত সব আমি নই পরাভব,
কালরূপি ভব কত, করিবে সংহার ॥ ৩
আমি করি ধারা-বৃষ্ট, না-হোলে আমার দৃষ্টি,
এই সৃষ্টি করে সৃষ্টি, হেন সাধ্য কার ? ৪

---

(১) কাম—কামিনী-বিষয়ক উৎকট অভিলাষ।
(২) রতি—কামের সহকারিণী প্রীতি। সুতরাং উভয়ের স্ত্রীপুরুষভাবে একত্র একাঙ্গ-ভাবে অবস্থান।

বক্তৃতা ॥ বীরবিলাসিনীচ্ছন্দ।

কোথা গেল দুরাচার, দেখিতে না পাই আর,
প্রতীকার করি তার, উচিত যা হয় রে,।
উচিত যা হয় ॥
মহামোহ-নাম যথা, ত্রিভুবন কাঁপে তথা,
ছোট-মুখে বড়-কথা, প্রাণে নাহি সয় রে।
প্রাণে নাহি সয় ॥
প্রভুর কিঙ্কর আমি, সবার মানসগামী,
আমাদের কুলস্বামী, ত্রিলোক-বিজয় রে।
ত্রিলোক-বিজয় ॥
নরাধম কটুভাষে, যাহা তার মুখে আসে,
তাই বলে অনায়াসে, নাহি করে ভয় রে।
নাহি করে ভয় ॥
ভ্রমরূপ-সুরাবশে, মত্ত বুঝি সেই রসে,
হায় হায় কি সাহসে, হেন কথা কয় রে।
হেন কথা কয় ? ॥
মনেতে জেনেছি এটা, ক্ষেপেছে পাগল বেটা,
নহে কেন কহে সেটা, হবার যা নয় রে।
হবার যা নয় ॥
বদ্ধ হোয়ে মম-জালে, সকলেই আজ্ঞা পালে,
কোন্ যুগে কোন্ কালে, বিবেকের জয় রে।
বিবেকের জয় ॥
মনোহর বাড়ী, ঘর, যুবতীর কলেবর,
অতিশয় শোভাকর, কুঞ্জলতাময় রে,
কুঞ্জলতাময় ॥
করি প্রিয়-সহকার, বিকসিত মল্লিকার,
একবার গন্ধ-ভার, বায়ু যদি বয় রে,
বায়ু যদি বয়।
মোহকর শশধর, সুশীতল যার কর,
পিকবর, মধুকর, বেঁচে যদি রয় রে,
বেঁচে যদি রয় ॥
পরিচয় পেয়ে তবে, পরিচয় কোথা রবে,
কেমনে এ ভবে হবে, প্রবোধ উদয় রে,.
প্রবোধ উদয় ?।
একাতেই রক্ষা নাই, যত বন্ধু যত ভাই,
জড় হোলে এক ঠাঁই, ঘটাই প্রলয় রে,
ঘটাই প্রলয় ॥
গীত, বাদ্য, রাগ, স্বর, অস্ত্র, বাণ, বহুতর,
নারীর-নয়ন-শর, একা বোলে নয় রে,
একা বোলে নয় ॥
মুখে আর কত কব, কিছু নহে অভিনব,
এই ভব, এই সব, ভোগের বিষয় রে,
ভোগের বিষয় ॥
ওরে তোর একি ভ্রম ? বৃথায় করিস্ শ্রম
আমাদের পরাক্রম, দেখ্ সমুদয় রে
দেখ্ সমুদয়।
বিবেক কোথায় বল, কোথায় তাহার বল,
দিব তারে রসাতল, নাহিক সংশয় রে,
নাহিক সংশয় ॥
শম, দম, ঢোঁড়াসাপ, খগরাজে দেবে তাপ,
মর্ মর্ মর্ পাপ, দুর্ দুরাশয় রে,
দূর দুরাশয়।
কাণ্ড-বোধে হতবল, গণ্ড গবা ভণ্ড দল,
ছাই ভস্ম মুখে বল, মনে যাহা লয় রে,
মনে যাহা লয় ॥
আমার প্রভাব যত, মূঢ়ে তা জানিবে কত,
অজর অমর আমি, অজয় অক্ষয় রে,.
অজয় অক্ষয়।
যত দিন এই ভবে, দেহ রবে মন রবে,
তত দিন সুখে হবে, আমার উদয় রে,
আমার উদয় ॥

রতি। গীত।

রাগিণী বাহার। তাল ঠুংরি।

ওহে, ফুলশরধর স্মরহে, আমায় ধরধর, ধর হে,
দেহে দেহে যুক্ত কর, ধর পয়োধর হে।
আমার, ধর পয়োধর হে ॥
ধরি কর গুণাকর, করে বাঁধো কলেবর,
দেহ প্রাণ-প্রিয়বর. অধরে অধর হে।
দেহ, অধরে অধর হে ॥ ১
কুলবতী আমি সতী, প্রাণ-পতি তুমি গতি,
রতিরসে রেখে রতি,
হরভয়-হর হে।
বঁধু, হরভয় হর হে ॥ ২

হে হৃদয়েশ জীবনবল্লভ। বিবেকের নাম শ্রবণ মাত্রেই যখন তোমার মনে এতদ্রূপ ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে, তখন আমি বিবেচনা করি, বুঝি সেই বিবেক তোমাদের মহারাজ-মহামোহের প্রবলতর-বিপক্ষ হইবেন।

কামদেব। হে ভুবনভামিনি-প্রাণেশ্বরি। আমারদিগের উদ্রেক্ মাত্রেই বিবেক কোথায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। তুমি স্ত্রী-জাতি, স্বভাবতই ভয়শীলা, একারণ অকারণ এবম্ভূত ভয়ের কথা উল্লেখ করিতেছ।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া।

এই কুসুমেরি বাণ, আমি যদি করি যোগ।
এখনি করিতে পারি, বিবেক বিয়োগ॥
এমন কে আছে সতী, রতিরসে নাহি রতি,
পতিব্রতা ছাড়ে পতি, যোগি ছাড়ে যোগ।১
কোথা বা সামান্য জীব, পরিহরি নিজ শিব,
করে সদা, সদাশিব, বিষয়-বিভোগ॥ ২

বক্তৃতা॥ রণরঙ্গিণীচ্ছন্দ।

কেন কর ভয়, প্রিয়ে, কেন কর ভয়?।
ত্রিলোকবিজয়, আমি, ত্রিলোকবিজয়॥
ফুলময় ধনু, শর, মূর্ত্তিমান পঞ্চশর (১)।
সুর, নর, থর থর, কম্পিত-হৃদয়॥
ভয়ে কম্পিত হৃদয়।
কেন কর ভয়, প্রিয়ে, কেন কর ভয়?॥

নাম ধরি মার, আমি, নাম ধরি মার।
মার মার মার, যত, বিপক্ষেরে মার॥
আমি হই মনোভব, শত্রু সব পরাভব,
একেবারে হতরব, কথা নাই আর।
মুখে কথা নাই আর॥
নাম ধরি মার, আমি, নাম ধরি মার॥

এমন্ সন্ধান, করি, এমন্ সন্ধান।
কে পায় সন্ধান, তারা কে পায় সন্ধান?॥
হরির মোহিনী-বেশ, হেরে হর প্রমথেশ,
পাগল হইয়া শেষ, হারাইল জ্ঞান।
হর হারাইল জ্ঞান॥
এমন্ সন্ধান, করি, এমন্ সন্ধান॥

পিতামহ কয়, যারে, পিতামহ কয়॥
বিধি মহাশয়, সেই, বিধি মহাশয়॥
চাহিয়া কন্যার পানে, মোহিত মদন-বাণে,
অস্থির হইয়া প্রাণে, ব্যাকুল-হৃদয়।
বিধি ব্যাকুল-হৃদয়॥
পিতামহ কয়, যারে, পিতামহ কয়॥

স্বর্গের উপর, দেখ, স্বর্গের উপর।
দেবের ঈশ্বর, যিনি, দেবের ঈশ্বর॥
গৌতমের ভেক কোরে, অহল্যার ধর্ম্ম হোরে,
সহস্র-লোচন ধোরে, আছে পুরন্দর।
আজো আছে পুরন্দর॥
স্বর্গের উপর, দেখ, স্বর্গের উপর॥

সুধার আধার, যিনি, সুধার আধার।
মনের বিকার তাঁর, মনের বিকার॥
গোপনেতে তারাপতি, হোয়েছিল তারাপতি
সাপ দিলে তারাপতি, কলঙ্ক সঞ্চার।
চাঁদে কলঙ্ক সঞ্চার॥
সুধার আধার, যিনি, সুধার আধার॥

মনে জাগি যার, আমি, মনে জাগি যার।
ধৈর্য্য যায় তার, প্রিয়ে, ধৈর্য্য যায় তার॥
এমন প্রভাব ধরি, ত্রিভুবন মুগ্ধ করি,
সকলের জ্ঞান হরি, থাকে না বিচার
কিছু থাকে না বিচার॥
মনে জাগি যার, অমি, মনে জাগি যার॥

ভেব না বিষাদ, প্রিয়ে, ভেব না বিষাদ।
পূর্ণ কর সাধ, ধনি, পূর্ণ কর সাধ॥
প্রেমদে প্রণয়ে তব, প্রমোদে প্রমোদে রব,
প্রেমবলে জয়ী হব, হবে না প্রমাদ।
কভু হবে না প্রমাদ॥
ভেব না বিষাদ, প্রিয়ে, ভেব না বিষাদ॥

(১) পঞ্চশর—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, ক্ষোভণ, স্তম্ভন।

রতি। পত্ত।

যা বলিলে প্রাণনাথ সত্য সমুদয়।
মুখে যত বলা যায়, কাজে তত নয়॥
সহায়-সম্পন্ন-শত্রু, সদা ভয়ঙ্কর।
তারে পরাজয় করা, বড়ই দুষ্কর॥
তপ, শৌচ, দয়া, সত্য, অহিংসা প্রভৃতি।
প্রবল সহায়শীল, বিবেক ভূপতি॥
কেমনে করিবে জয়, মনে নাহি লয়।
না জানি কি ঘটে পরে, হতেছে সংশয়॥

মদন। পত্ত।

শত্রু সব বলবান, অশেষ প্রকারে।
ছিছি, প্রিয়ে, ওকথাটি, কে বলে তোমারে?॥
কিসে তারা, বড় হবে, উপায় কি আছে?।
সব্ দিগে ছোট তারা, আমাদের কাছে॥
যম, নিয়মাদি, যত বিপক্ষের দল।
বিবেকের বটে আট, সহায় প্রবল॥
স্থির হও, বিধুমুখি, কিছু নাই ভয়।
আমার প্রতাপে তারা, কে কোথায় রয়॥
তৃণবৎ হেরি সেই, শত্রু সমুদয়।
সর্ব্বকালে, সর্ব্বরূপে, আমাদের জয়॥
যত্তপি ধরেন ক্রোধ, আপন স্বভাব।
অহিংসার. হবে তায়, প্রাণের অভাব॥
আপন অনল আমি, যত্তপি দেখাই।
ব্রহ্মচর্য্য আদি সবে, পুড়ে হবে ছাই॥
অচৌর্য্য, অপ্রতিগ্রহ, সত্য আদি আর।
লোভের প্রভাবে সবে, হবে ছারখার॥
আসন(১), নিয়ম২, যম৩, প্রাণায়াম৪, আর।
সমাধি৫, ধারণা৬, ধ্যান৭, আর প্রত্যাহার৮॥
নির্ব্বিকার মনে হয়, যাদের প্রকাশ।
সহজেই হবে প্রিয়ে, তাদের বিনাশ॥
ধ্যান, নিয়মাদি, আর, কোথা সেই যম?।
কেবল কামিনী হয়, সকলেরি যম॥
প্রেমদা প্রমোদা যত, প্রমাদকারিণী।
নিরন্তর তারা সবে, আমার অধিনী॥
বিলোকন(২),সম্ভাষণ(৩),বিহার(৪),বিলাস(৫)
প্রেমভাবে আলিঙ্গন (১), আর পরিহাস (২)॥
এ সকলে কাজ নাই, রেখে দেও দূরে।
নারীর স্মরণ মাত্রে, মুণ্ড যাবে ঘুরে।
যত দিন এই নারী, সহায় আমার।
বিকারবিহীন মন, হোতে পারে কার?॥
আমা বিনা, আর আর, সেনাপতি যত।
তাদের বিক্রম প্রাণ, কব আর কত?
মদ(৩), মান১, অহঙ্কার২, দম্ভ৩, আদি বীর।
ইহারাই বিপক্ষেরে, করিবে অস্থির॥

---

(১) আসন—১। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন আদি নামে প্রসিদ্ধ।
২। নিয়ম, শৌচ, সন্তোষ, তপস্তা, বেদপাঠ, পরমেশ্বরের আরাধনা ইত্যাদি।
৩। যম, সত্যকথন, চৌর্য্যত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, বৈরাগ্য ইত্যাদি।
৪। প্রাণায়াম, পুরক কুম্ভক, বোধাত্মক, বায়ুনিগ্রহোপায়।
৫। সমাধি পরমাত্মা ও জীবাত্মাতে ঐক্যভাবে চিত্তবৃত্তির অবস্থান।
৬। ধারণা অদ্বিতীয় ব্রহ্মেতে মনকে স্থির করিয়া রাখা।
৭। ধ্যান পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যভাবে চিন্তা।
৮। প্রত্যাহার বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করা।
(২) বিলোকন—কটাক্ষে অবলোকন। (৩) সম্ভাষণ—পরস্পর প্রেমালাপ॥
(৪) বিহার—নানাবিধ ক্রীড়া।
(৫) বিলাস—শৃঙ্গার বিষয়ে নানাবিধ চেষ্টা, ওষ্ঠ দংশন, কর্ণকণ্ডুয়ন, স্তন প্রদর্শন ইত্যাদি।
(১) আলিঙ্গন—সম্ভোগ অর্থাৎ পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে সংযোগ।
(২) পরিহাস—ক্রীড়ার অগ্রে তদুপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ।
(৩) মদ—তিন প্রকার, বিত্তামদ, ধনমদ, কুলমদ, অর্থাৎ বিদ্যা, ধন, কুল নিমিত্ত মনের মত্ততা

সকলে সমরবেশে, যদি দেয় বার।
শম(৪), দম(৫), বিবেকের (৬),
রক্ষা নাই আর॥
রাজার প্রধান মন্ত্রী, অধর্ম্ম-সাধন।
তাহার চরণে এসে, লইবে শরণ॥
পেয়ে ভয়, পরাজয়, মানিয়া তখন।
আপনারা, করিবেক,
আত্ম-সমর্পণ॥

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

প্রবল প্রমাদকর, প্রভাব আমার।
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ; মজাব সংসার॥
রতিরস সার-তার, যে পেয়েছে তার তার,
সে কি কভু মানে আর, বিবেক, বিচার।১
কামিনী কোমল-কান্তি, জগতের করে ভ্রান্তি,
কোথা-রবে ক্ষমা(১), শান্তি(২) প্রবোধ দক্ষার॥২

রতি। হে প্রাণবল্লভ! আমি শুনিয়াছি, তোমাদের এবং সেই শম, দম, বিবেকাদির উৎপত্তি স্থান নাকি একই।

কন্দর্প। হে প্রাণকান্তে হাঁ। বেদান্তমতানুসারে আমারদিগের বংশোৎপত্তির কথা ব্যক্ত করি, সদয়-মনে শ্রবণ করিয়া বক্তৃতাকে চরিতার্থ কর।

ভঙ্গত্রিপদী।

এই দেখ, মায়িক সংসার।
এ কেবল মনের বিকার।
মায়ায়(৩)মণ্ডিত ভব, মায়ায় মোহিত সব,
যত কিছু মায়ার ব্যাপার॥
অমায়িক পরমাত্মা যিনি।
মায়ার প্রেরক হন তিনি।
প্রবীণা প্রকৃতি(১) মায়া হোয়ে ঈশ্বরের জায়া,
প্রতিদিন পতিবিরহিণী॥
গোপনেতে দুজনের বাস।
কারো কাছে না হন প্রকাশ।
এক ঘরে একা একা, পরস্পর নাহি দেখা,
কেহ কারে না করে সম্ভাষ॥
বেদান্তের মতে এই কয়।
মায়াপতি নন মায়াময়॥
যার নামে উপবাস, তার সহ সহবাস,
কথনো কি সম্ভাবনা হয়?॥
জনকসংহিতা-মত-সার।
প্রকৃতির উক্ত এ প্রকার॥
"নিগুর্ণ আমার পতি, আমি সতী গুণবতী,
পতি সহ নাহি ব্যবহার॥
হায় হায়, কারে বলি আর।
কে জানিবে প্রভাব আমার?।
অরসিক সেই ভর্ত্তা, কেবল নামেতে কর্ত্তা,
ক্রিয়া, কর্ম্ম, কিছু নাই তার॥
নির্গুণের কোন কিছু নয়।
নিজ গুণে করি সমুদয়॥
না লয় আমার নাম, তারে বলে গুণধাম
পোড়া লোকে তার কর্ম্ম কয়॥

১। মান, আমা হইতে উৎকৃষ্ট আর কেহ নাই, এইরূপ বুদ্ধি।
২। অহঙ্কার, আমি জ্ঞানী, আমি সুরূপ, আমি কুলীন ইত্যাদি বুদ্ধি।
৩। দম্ভ, কপট। (৪) শম—মনের নিগ্রহ।
(৫) দম—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।
(৬) বিবেক—জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য এইরূপ বিবেচনা।
(১) ক্ষমা—অপরাধ 'সহন'।
(২) শান্তি—সর্ব্বত্র সমভাবে স্পৃহানিবৃত্তি।
(৩) মায়া—সত্ত্ব রজ তমো-গুণযুক্ত জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী শক্তি।
(১) প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজ তমো গুণের সমতা।

আমাতে পতির নাহি গতি।
সম্ভোগ না করে কভু রতি॥
পতি-সঙ্গ পরিহরি, এসব প্রসব করি,
কার্ সাধ্য, কে বলে অসতী॥
প্রকৃতিই সর্ব্ব মূলাধার।
প্রকৃতির পদে নমস্কার॥
প্রকৃতি প্রধানা সতী. শুন রতি রসবতী,
সবিশেষ বলি সমাচার॥
আত্মার আরোপ সংঘটন।
আসঙ্গের ভাল প্রকরণ॥
সেই মায়া-বিশ্বময়ী, মন নামে বিশ্বজয়ী,
করিলেন সন্তান সৃজন॥
সে মনের মহিমা অপার।
কীর্ত্তি এই অখিল সংসার॥
নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি নামা, দুই নারী গুণধামা,
করিলেন দুই পরিবার॥
প্রবৃত্তির আমরা সন্তান।
মহামোহ সবার প্রধান॥
বিবেকাদি ভ্রাতা চয়, নিবৃত্তির পুত্র হয়,
কভু তারা নহে বলবান॥

রতি। সুরঞ্জিকাচ্ছন্দ।

যদি একের সন্তান, যদি একের সন্তান?।
এক বংশে, এক অংশে, সবাই প্রধান॥
তবে সবাই প্রধান। ১
তবে রাগে কোরে ভর, তবে, রাগে কোরে ভর
ভেয়ে ভেয়ে দ্বন্দ্ব কোরে, কেন ভাঙো ঘর?॥
ছিছি, কেন ভাঙো ঘর ২
এ, যে, দুখের ব্যাপার, এ, যে, দুখের ব্যাপার
ঘরে ঘরে, দ্বেষাদ্বেষে, ভাল হয় কার॥
কবে, ভাল হয় কার?।৩
তবে ঐক্য হোয়ে রও. তবে ঐক্য হোয়ে রও
এ প্রকারে, পরস্পরে, নষ্ট কেন হও?॥
ছিছি, নষ্ট কেন হও ॥ ৪

পঞ্চশর। ত্রিপদী।

ভ্রাতা আর জ্ঞাতিগণ, লইতে পৈতৃক ধন,
সবে করে সমান বন্টন।
যেখানে বিষয় আছে, বিবাদ তাহার কাছে,
আগে যেন করেছে গমন॥
এক বস্তু অভিলাষে, সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে,
সমুদায় ছারেখারে যায়।
কুরু, পাণ্ডু দুই কুল, একেবারে হত মূল,
কত রাজা নষ্ট হোলো তায়॥
সুন্দ, উপসুন্দ বীর, সুরূপসী রমণীর,
রতি-রস ভোগের কারণ
দুই ভেয়ে অস্ত্র ধরি, পরস্পর যুদ্ধ করি,
উভয়েই তেজিল জীবন॥
প্রাণ-প্রিয়ে প্রণয়িনি, শুন শুন বিনোদিনি
বিষয় বিবাদ ছাড়া নয়।
আমাদের মাতা সুয়ো, বিমাতা বাপের দুয়ো,
দুয়োপুত্র, প্রিয় কোথা হয়?॥
মায়ের আদর যথা, বাপের আদর তথা,
এই কথা সকলেই কয়।১
জনকের প্রিয় হই, নিয়ত নিকটে রই,
কাজে কাজে স্নেহ অতিশয়॥
পিতার অর্জ্জিত ধন, এই দেখ ত্রিভুবন,
আমাদেরি অধিকার সব।
বিবেকাদি পাপ-সুত্র. জনকের ত্যাজ্য-পুত্র,
সম্পদের কি আছে সম্ভব?॥
দ্বেষপাশে হোয়ে বদ্ধি. করিতেছে অভিসন্ধি,
সকলেই হয়েছে গোপন।
কোনরূপ মন্ত্র ধরি, আমাদের নাশ করি,
বধিবেক পিতার জীবন॥

রতি। পদ্য।

আহা একি নিদারুণ, ওহে প্রাণনাথ।
শুনিয়া তোমার কথা, কাণে দিই হাত॥
কি হয়, কি হয়, নাথ, মনে এই ডর।
পাপিদের আচরণে, গায়ে এলো জ্বর॥
উহু উহু, মরি মরি, কাঁপিছে হৃদয়।
হায় হায় হায়। তারা, এমন্ নিদয়॥
এমন্ নিষ্ঠুর আর, নাহি ত্রিভুবনে।
পিতৃ-হত্যা, জ্ঞাতি-হত্যা, করিবে কেমনে?॥
যেমন করেছে আশা, ফল তার পাবে।
ভুগিতে পাপের ভোগ, অধঃপাতে যাবে॥

জীয়ন্তে নরক-ভোগ, হবে সর্ব্বনাশ।
মুখে হবে কুড়িকুষ্ঠি, বুকে যাবে বাঁশ ॥

বিপক্ষের আশা যদি, এরূপ প্রকার।
বল বল বল বঁধু, উপায় কি তার ? ॥

(মুখোমুখী হইয়া উভয়ের কথোপকথন।)

(প্রথম চরণে কামের উক্তি) (দ্বিতীয় চরণে রতির উক্তি)

পত্ত।

[কা] ইহার নিগূঢ় প্রাণ, বীজ এক আছে।
[র] গোপন করিছ কেন, অধীনীর কাছে ? ॥
[কা] নারীজাতি স্বভাবত, ভয়শীলা হয়।
[র] আমি তো তেমন্ নই, কেন কর ভয় ? ॥
[কা] প্রকাশ হইলে বীজ, মন্দ পাছে ঘটে।
[র] আমি তবে অবিশ্বাসী, বটে প্রাণ বটে ? ॥
[কা] তা নয়, তা নয় ধনি, তা নয়, তা নয়।
[র] তাই বটে, তাই বটে, জেনেছি নিশ্চয় ॥
[কা] দিব্বি-কোরে বলি তবে, গায়ে দিয়ে হাত
[র] আহা মরি, কত রঙ্গ, জান প্রাণনাথ ॥
[কা] সে তো প্রাণ বলিবার, সময় এ নয়।
[র] জানিলাম প্রাণ তুমি, বড়ই নিদয় ॥
[কা] কেন কর প্রাণপ্রিয়ে, এত অভিমান ?।
[র] জানা গেল তুমি যত ভালবাসো প্রাণ ॥
[কা] এতই ব্যাকুল কেন, শুনিতে বচন ?।
[র] করিছে আমার প্রাণ কেমন্ কেমন্ ॥

[কা] এই কথা নিয়ে যেন, নাহি হয় গোল।
[র] আমি বুঝি দেশে দেশে মেরে থাকি ঢোল?
[ক] নারীলোক পেটে কথা,রাখিতে না পারে।
[র] যে হয় তেমন্ মেয়ে, মানা কর তারে ॥
[ক] রমণীকে বলা নয়, নীতিশাস্ত্রে কয়।
[র] তবে বুঝি, তুমি তুমি, তুমি আমি, নয় ? ॥
[কা] তুমি আমি, আমি তুমি, তাহে কি সংশয়
[র] মুখে বল, তুমি আমি, কাজে তাহা নয় ॥
[কা] সেরূপ কখনো নয়, আমার প্রকৃতি।
[র] তবে কেন ভেদ কর, পুরুষ প্রকৃতি ? ॥
[কা] কিছুমাত্র ভেদ নাই, আমার অন্তরে।
[র] তবে কেন ভেদ-কথা, রাখিছ অন্তরে ? ॥
[কা] বলি বলি, করি প্রাণ, নাহি ফোটে মুখ।
[র] বল বল, না বলিলে, ফেটে যায় বুক ॥

মীনকেতু **পয়ার।**

এই মাত্র জনরব, আছে স্বরূপসি।
আমাদের কুলে এক, জন্মিবে রাক্ষসী ॥
"বিদ্যা (১)" নামে, সে পিচাশী কুলসংহারিণী।
জন্মমাত্রে হবে বড় প্রমাদকারিণী ॥
ফলে কিছু ভয় নাই, বিপদ রবে না।
ডাকিনীর জন্ম কভু, হবে না হবে না ॥
কেমনে বিপক্ষগণ, হইবে প্রবল ?।
হতভাগাদের সেটা, দুরাশা কেবল ॥

রতি। **মোহিনীচ্ছন্দ।**

হা-ধিক্, হা-ধিক্, ধিক্, ধিক্ থাক্ তারে হে।
ধিক্ ধিক্ ধিক্, সে, বিবেক, দুরাচারে হে ॥
সে রাক্ষসী, জন্ম লবে, কিরূপ প্রকারে হে ?।
মেয়ে হোয়ে, কেমনেতে, সকুল সংহারে হে ?

ওমা, ওমা, কোথা যাব, কব আর কারে হে ?
এমন্ নিদয় কর্ম্ম, করিতে কি পারে হে ? ॥
আঙুল মট্‌কিয়া আমি, শাঁপ দিই তারে হে।
গর্ভপাত হোয়ে সেটা, যাক্ ছারেখারে হে ॥
যম এসে, ঘাড়-ভেঙে, থাক্ তার মারে হে।
প্রসব করিতে যেন, কখনো না পারে হে ॥

উন্মাদিনীচ্ছন্দ।

বুক্ ফেটে, রক্ত উঠে, মরুক্, মরুক্, মরুক।
মুখে, রক্ত উঠে মরুক ॥
এখনিই, ওলাউঠা, ধরুক্, ধরুক্, ধরুক্।
এসে, ওলাউঠা ধরুক্ ॥
মাগিদের, হাত্ থেকে, খাড়ু সরুক্, সরুক্।
শাঁকা, খাড়ু, সরুক্, সরুক্ ॥
আলোচাল্, খেয়ে তারা, ঠেঁটি পরুক্, পরুক্।
তারা, ঠেঁটি পরুক্, পরুক্ ॥

(১) বিদ্যা—সংসার বিমোচনকারিণী অখণ্ডাকারা-কারিত চিত্তবৃত্তি।

চিরকাল, দ্বেষজ্বরে, জরুক্, জরুক, জরুক্। প্রবৃত্তির, নিবৃত্তির, না রাখিবে প্রাণ।
জরে, জরুক্, জরুধ্, জরুক্ ॥ ভক্ষণ করিবে ঘোরে, দুয়ের সন্তান ॥
হাড়ে মাটি, বাড়ে ঘুঁৰো, ভিটে ঘুঘু চরুক্। পিশাচ, পিশাচী, দুটো সকলি খাইবে।
ভিটে, ঘুঘু চরুক্ চরুক্ ॥ আপনার পিতৃকুলে, কারে না রাখিবে ॥
না রহিবে, পিণ্ড দিতে, বংশে কোন জন।
আমাদের শোকে শেষ, মরিবেন মন ॥

কাম। পয়ার।

প্রজাপতি বলেছেন, এরূপ বচন।
অনর্থের মূল সেই, বিবেক রাজন ॥
উপনিষদের (১) সহ, করিবে বিহার।
জন্মিবে তাহার গর্ভে, কুমারী, কুমার ॥
কুলের নাশক তারা, শুনহ প্রেয়সি।
ভাই, বুন, দুটো হবে, রাক্ষস, রাক্ষসী ॥
প্রবোধ নামেতে ছেলে, বিদ্যা নামে মেয়ে।
ফেলিবে দুজন তারা, দুই কুল খেয়ে ॥

রতি। গীত।

রাগিণী সুহিনী। তাল কাওয়ালি।

মরি মরি, ওহে বঁধু, রাখো রাখো প্রাণ হে।
অভেদে আপন দেহে, দেহ দেহ স্থান হে ॥
কলেবর জরজর, ভয়ে কাঁপে থর থর
ওহে স্মর, ধর ধর, কর কর ত্রাণ হে। ১
বিষাদে মনের দুখে, অনল জ্বলিছে বুকে,
কথা নাহি স্বরে মুখে, গেল গেল প্রাণ হে ॥২
(আলিঙ্গন দানে অমনি মূর্চ্ছা।)

মীনকেতু। (ক্রোড়ে করিয়া গাঢ়রূপে মুখচুম্বন করিতে করিতে চেতন প্রদান।)

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল রূপক।

ভেব না ভেব না প্রিয়ে, ভেব না কো আর।
কখনো কি হতে পারে, প্রবোধ প্রচার ? ॥
আমাদের সিদ্ধ-বিদ্যা, বিদ্যমানে এ অবিদ্যা।(২)
প্রকাশ করিবে বিদ্যা, হেন বিদ্যা কার ? ॥ ১
কেবা আছে মম সম, কোথা সেই দম শম,
কোথা সে নিয়ম, যম, যম আমি যার ॥ ২
প্রাণধন তুমি ধনি, তুমি-ধনে আমি ধনি,
আমি ফণি তুমি মণি, ভূষণ আমার ॥ ৩

রতি। হে নাথ! আমায় ধর, আমায় ধর। আমার প্রাণ কেমন কেমন করিতেছে। আমার মনের (৩) ভিতর আর মন নাই, বুকের ভিতরটা ধুক্ পুক্ করিতেছে। সেই বিপক্ষ শম-দম প্রভৃতির কি কাণ্ডজ্ঞান মাত্রই নাই! আপনারদিগের হিতাহিত কি কিছুই বিবেচনা করে না? কি পাপ! কি পাপ! কি ভয়ানক! এত হিংসা? এত দ্বেষ? এত রাগ? আমাদিগের অনিষ্টের নিমিত্ত আপনারা জীবনান্ত-যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়াছে? হে প্রভো! ইহার কারণ কি? আমায় ধর, আমায় ধর।

মন্মথ। পঞ্চালছন্দ।

কি কহিব আর, প্রিয়ে, কি কহিব আর ?।
হীন দুরাচার, তারা, হীন দুরাচার ॥
যদ্যপি না নীচ হবে, নিজ নিজ নাশ সবে,
বল ধনি কেন তবে, করিবে স্বীকার ?।
স্বভাবে অভাব, সদা, স্বভাবে অভাব।
খলের স্বভাব, এই, খলের স্বভাব ॥
কিছুতেই নহে প্রীত, নাহি বুঝে হিতাহিত,
হিতে করি বিপরীত, প্রকাশে প্রভাব ॥
ধূমের ব্যাপার, দেখ, ধূমের ব্যাপার।
মলিন আকার, ধরি, মলিন আকার ॥

(১) ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বেদভাগ।
(২) অবিদ্যা—মূলাজ্ঞান অর্থাৎ যাহা হইতে জীবের সংসার হয়, তমোরজ প্রধানা শক্তি বিশেষ। (৩)মন—হৃদয়।

ঘন হোয়ে বৃষ্টি করে, জনকের প্রাণ হরে,
আপনারে পরে করে, আপনি সংহার ॥
বিষয়ে বিরাগ, সদা, বিষয়ে বিরাগ।
ভোগে পাপ-ভাগ, দুখে ভোগে পাপ-ভাগ ॥
সহায় সম্পদ-হীন, চিরদিন অতি দিন,
নাহি হয় এক দিন, সুখে অনুরাগ ॥

[এই কথা শ্রবণ মাত্রই নেপথ্য হইতে বিবেক প্রকোপবচনে]

অরে-ও মূঢ়-অধর্ম্মচূড়-পাপারূঢ়! গূঢ় মর্ম্ম না জানিয়া কেবল রূঢ় কথা কহিতেছিস্। অরে-ও ব্যলীক, এই অলীক ঐন্দ্রজালিক বিষয়াসবে আসক্ত হইয়া কেবল সকলকে ছলিতেছিস্। হাঁরে—কদাচারি অবিচারি অনর্থকারি ঘোর-বিকারি! আমরা পাপকারি? পাপাচারি? ও দুরাত্মা, হিত কথা শোন্, পূর্ব্বতন সনাতন শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতদিগের এই উক্তি। "গুরু যদি কার্য্যাকার্য্য ন্যার্য্যান্যার্য্য বিবেচনাবিহীন হন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে" আমারাদগের পিতা "মন" অতি মত্ত, তত্ত্বজ্ঞান-শূন্য, অহঙ্কারের অধীন হইয়া জগতের পতি আত্মাকে বদ্ধ করিয়াছেন, তোদের জ্যেষ্ঠ দুরাত্মা মহামোহ সেই বন্ধনকে পুনঃ পুনঃ দৃঢ় করিতেছে, আমরা তাহা ছেদন করিয়া তোদের সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করিব।

কামদেব। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া।) হে কান্তে।

পয়ার।

চেয়ে দেখ, চাঁদমুখি, বিনোদিনি রতি।
আমাদের দাদা ওই, বিবেক ভূপতি ॥
বামভাগে দেখ ওই, মলিনা যুবতী।
দাদার গৃহিণী উনি, বড়বউ মতি ॥
উভয়ের এক দশা, অতিশয় ক্ষীণ।
যেন অতি দীন হীন, এমন মলিন ॥
তুষারে তুষার কর, কান্ত যে প্রকার।
নিজকান্তা কান্তি সহ, করেন বিহার ॥
সেইরূপ শোভাহীন, বিপক্ষ দম্পতি।
ধন, মান, হারা হোয়ে, ফিরেছে সম্প্রতি ॥
এ প্রকার কদাকার, চেনা ভার দেখে।
ভুগিছে পাপের ভোগ, শিখিল না ঠেকে ॥
সব কর্ম্ম দেখে শেখে, বুদ্ধিমান যেই।
ঠেকে শেকে সেহ জন, বুদ্ধি যার নেই ॥
ঠেকে, দেখে কিছুতেই, নাহি শেখে যেই।
নিতান্ত জানিবে ধনি, হতভাগা সেই ॥
যাহোক্ তাহোক্ প্রিয়ে, কহিলাম সার।
এখানেতে থাকা নয়, থাকা নয় আর ॥
মোহিত হয়েছে মন, মহামোহ মোহে।
দুই অঙ্গে এক হোয়ে, যাই চল দোঁহে ॥

[তদনন্তর কাম এবং রতি রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

বিবেক এবং মতির রঙ্গভূমি আগমন।

বিবেক (১)। **পরমেশ্বরের প্রতি গীত।**

কি হবে, কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে?।
কত দিনে পাব আমি, প্রবোধ-কুমার হে?॥

ধুয়া।

এসে এই মায়াপুরে, অন্ধকারে মরি ঘুরে,
এখনো গেল না দূরে ত্রিতাপ আঁধার হে।
বৃথা-সুখ পরিহরি, গদগদ-ভাব ধরি,
রসনায় হরি হরি কবে কবে আর হে?॥
গুণতীত গুণধাম, তুমি নাথ দাতারাম,
দীন দয়াময় নাম, শুনেছি তোমার হে।
জ্ঞানারুণ অনুদিত, হৃদিপদ্ম অমুদিত
ভ্রান্তি মেঘে আচ্ছাদিত, নিখিল সংসার হে ॥
মনের বিষম রোগ, না হয় যোগের যোগ,
কেবল করিছে ভোগ, বিষয়-বিকার হে।
বিফলে বিগত কাল, নিকট হতেছে কাল,
না হইল ক্ষণকাল, সুখের সঞ্চার হে ॥
মায়ামদে হোয়ে প্রীত, ঘটাতেছে বিপরীত,
কেহ আর হিতাহিত, করে না বিচার হে ॥

(১) বিবেক—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য এইরূপ বিবেচন

যেজন যে ভাবে ভাবে, স্বভাব না পায় ভাবে,
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবনা অপার হে।
স্বরূপ স্বভাব-মতে, ভ্রমিলে ভাবনা-পথে,
দেখা যায় এ জগতে, সকলি অসার হে।
ভূতময় যত হয়, কিছু তার সার নয়,
সদানন্দ শিবময়, তুমি মাত্র সার হে॥
কেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মানস-মন্দিরে মম, করহ বিহার হে।
সবে ভাবে অপরূপ বিরূপ কি রূপ রূপ,
স্বরূপে স্বরূপে রূপ, ধর একবার হে॥
মনোময় রূপ দেখে, অন্তরে রাখিব লেখে,
নিরন্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে।
সকলে তোমায় কয়, নিরাকার নিরাময়,
আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে॥
কতরূপ কত রূপ, দেখিতেছি যত রূপ,
তাবতেই তব রূপ, রয়েছে প্রচার হে।
দেখে এই ভবরূপ, না দেখে যে তব রূপ,
হায় একি অপরূপ, বৃথা জন্ম তার হে॥
অচল সচল চয় রূপ-শোভা যত হয়,
সকলেরি দয়াময়, তুমি মূলাধার হে।
তোমার বিভাস তায়, যদি না প্রকাশ পায়,
একে একে সমুদায় হয় অন্ধকার হে॥
কেমন মনের ভুল, জাব সব বোঝে স্থূল,
ভবমূল তব মূল, বোধ আছে কার হে?।
না চিনিয়া আপনায়, তোমায় চিনিতে চায়,
সাঁতারে কি হওয়া যায়, পারাবার পার হে?॥
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ভার ধরিলাম,
কিছুই না করিলাম, নিজ উপকার হে।
ভয়ানক পরক্রোধ, অনুরোধ উপরোধ,
তাহে জনমের শোধ, হইল এবার হে॥
আমিদ্বিজ, আমি মুচি, আমি পাপী, আমি শুচি,
এ অরুচি, এই রুচি, দেশ-ব্যবহার হে।
মতে মতে দিয়া মত, সময় হইল গত,
এখন রাখিব কত, আর দেশাচার হে?॥
কেবা বিপ্র, কেবা মুচি,
কে অশুচি-কেবা শুচি,
দেখিতেছি মিছামিছি, এ সব ব্যাপার হে।

বৃথা করি পরিশ্রম, তোমার কৃপার ক্রম,
বিনা এই ঘোর ভ্রম, হবে না সংহার হে॥
অবিদ্যার ঘোর জোর, রজনী না হয় ভোর,
কেবল করিছে শোর, চোর অহঙ্কার হে।
যত দিন শত্রু সবে, প্রবল হইয়া রবে,
তত দিন এই ভবে, না দেখি নিস্তার হে॥
বপুবাসে রিপু-দল, প্রকাশ করিছে বল,
ক্রমে সেই দল বল, হতেছে বিস্তার হে।
থাকিতে সহজ সোঝা, না হইল সার বোঝা,
ক্রমেই ভ্রমের বোঝা, হইতেছে ভার হে॥
এ ভার বিষয় ভারি, আমি নিজে নই ভারি,
এ নহে তোমায় ভারি, হর এই ভার হে।
ভারি হোয়ে ভাব ধর, ভারি ভার হর হয়,
কৃপাকর কর কর, আশার সুসার হে॥
দয়া কর দয়ারাশি, অবিদ্যার বল নাশি,
করুক বৈরাগ্য আসি, দেহ অধিকার হে।
এরূপ হইলে তবে, আর কি হে ভয় রবে,
শম, দম, সবে হবে, অনুচর তার হে॥
প্রবোধের অবয়ব, হেরে হোয়ে পরাভব,
ছেড়ে যাবে শত্রু সব, মনের আগার হে
রাগ, দ্বেষ, নাহি রবে, আমার মানস তবে,
সহজে পবিত্র হবে, হবে পরিষ্কার হে॥
হইলে সত্যের জয়, সমুদয় শিবময়,
বিপক্ষের যত ভয়, হবে ছারখার হে।
আমায় দেখিয়া দীন, এমন সুদিন দিন,
তবে জানি ভক্তাধীন, করুণা অপার হে॥
গত যত হয় ভাবি, ততই ভাবেতে ভাবি,
তোমার ভাবের ভাবি, হব কবে আর হে?।
গুপ্ত কথা নাহি কোয়ে,
হাসিতেছ গুপ্ত রোয়ে,
আমি কেন গুপ্ত হোয়ে, ভুগি কারাগার হে?।
তুমি নাথ আত্মারাম, গুণাতীত গুণধাম,
সাধে কি তোমার নাম, করিয়াছি সার হে।
কি করিব নাম নিয়া, তুষিলে না ধাম দিয়া,
নামে ধামে এক করা, বিহিত বিচার হে।
বিবেচনা সুখালয়, ক্রিয়া সব শুভময়,
সকলেই যেন কয়, ঈশ্বর তোমার হে॥

গীত।

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল ধামাল।

কি কর অবোধ মন, লহ সুবিধান।
আত্মানদী, জ্ঞাননীরে, সুখে কর স্নান॥
কি কহিব শোভা তার, করুণা-তরঙ্গ-হার,
শীলতা হোয়েছে যার, সুচারু সোপান॥

অন্তরা।

বিষয় সলিলে মন, কেন কর নিমজ্জন,
ইথে-পাপ-হুতাশন, বাড়ব সমান।
স্পর্শমাত্রে জ্ঞান-জল, হবে তুমি সুশীতল,
যাবে তৃষ্ণা, ক্ষুধানল, পাবে পরিত্রাণ॥ ১

সভ্যগণের প্রতি।

হে মনুষ্য সকল! উপদেশ ধর, কুসঙ্গ পরিহার কর, সাধুসঙ্গে পরম সুখে কাল হর, সত্যের কাননে চর, বৈরাগ্যের বস্ত্র পর, পরমেশ্বরকে স্মর, মানব-জন্ম সফল কর। আর কেন ভ্রান্ত হও? ভ্রান্ত হও? শান্ত হও, শান্ত হও। বিষয়ালাপে ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। সত্যের অধীন হও, অধীন হও। সত্যের শরণ লও, শরণ লও। সত্যের ভার মাথায় বও, মাথায় বও। সদা সত্য কথা কও, সত্য কথা কও। সত্যসাগরে ডুবে রও, ডুবে রও। সদা সত্য কথা বল, সদা সত্য-পথে চল, মিথ্যা কথা কেন বল? মিথ্যা-পথে কেন চল? মিথ্যা-মতে কেন টল? মিথ্যা-রসে কেন গল? মিথ্যা-ছলে কেন ছল? মিথ্যা-মদে কেন টল?।

সুধাতরঙ্গিণীচ্ছন্দ।

কিছু, ভাবনা মনে মনে, দেখ না ক্ষণে ক্ষণে, হোয়ে, প্রমত্ত ভ্রমনদে, ভ্রমিয়াপদে পদে,
দিন দিন, হোতেছে দিনান্ত। চারিদিকে দেখিতেছ ধ্বান্ত।
গত, হোতেছে যত দিন, হোতেছ তত দীন, দেহ, পতন নাহি হবে, রতন সম রবে,
দিন পেয়ে, ধরিবে কৃতান্ত॥ মনে বুঝি, জেনেছ নিতান্ত॥
মিছে, প্রবৃত্তি পরিহর, নিবৃত্তি-কর ধর, এই, প্রবল রিপু দল, সবল হোয়ে দল,
প্রেমরসে, স্থির কর স্বান্ত। বল করি, নিজে হও শান্ত।
কেন, অনিত্য ভব-ঘুরে, হোতেছ ভবঘুরে, মিছে, আলস্য পরিহর, পবিত্র-ভাব ধর,
ভবঘোরে, কেন হও ভ্রান্ত?॥ ভাবভরে, ভাব ভবকান্ত॥

মতি (১)। পরমেশ্বরের প্রতি। গীত।

রাগিণী খাম্বাজ তাল। আড়া।

কেহ নাহি আর, ভবে কেহ নাহি আর।
সর্ব্বগত তুমি বিভু, তুমি সর্ব্ব সার॥
কোথা হে করুণাকর, কাতরে করুণা কর,
কৃপাময় নাম ধর, করুণা অপার।
দুখানলে সদা জ্বলি, কার বলে হব বলী,
তোমা বিনা কারে বলি, কে আছে আমার?॥১

ভবক্ষুধা করে কৃশ, করহে পরম ঈশ
বিষয়-বাসনা-বিষ, বারিনিধি পার।
হরহর তাপ হর, জগতের পাপ হর,
তবে বুঝি মহেশ্বর, মহিমা অপার॥ ২
কেমনেতে স্থির থাকি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
যে দিগে ফিরাই আঁখি, দেখি অন্ধকার।

---

(১) মতি—শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্তা বুদ্ধি। যাহার এরূপ বুদ্ধি তাহার মনে বিবেকের উদয় সহজেই হয়। একারণ বিবেক ও মতি পরস্পর স্ত্রী-পুরুষ-ভাব, সুতরাং একের অভাবে একের অবস্থান হইতে পারে না। বিবেক থাকিলেই মতি থাকিবে, মতি থাকিলেই বিবেক থাকিবে।

হৃদয়-আকাশে আসি, রবি ছবি ভাস ভাসি,
অজ্ঞান-তিমির রাশি, করহ সংহার ॥৩
এই দেখি এই সব, পরে এই সব শব,
বুঝিতে না পারি তব, এ ভব ব্যাপার।
ভ্রম যেন নাহি হয়, মোহ যেন নাহি রয়,
দূর কর সমুদয়, মায়ার-বিকার ॥ ৪
নিজ দেহ দেখে স্থূল, মনের হইল ভুল,
নাহি ভাবে সর্ব্বমূল, তুমি মূলাধার।
আত্মভাব রেখে দূরে, না গিয়ে সন্তোষপুরে,
কামনাকাননে ঘুরে, করে হাহাকার ॥ ৫
প্রকাশিয়া নিজ স্নেহ, অধিকার করি দেহ,
মনেরে প্রবোধ দেহ, এসে একবার।
পেলে তব শ্রীচরণ, মোহিত হইবে মন,
আশারোগ নিবারণ, তবে হবে তার ॥ ৬
মনেতে বিরাজ কর, মনের মালিন্য হর,
এই মন কলেবর, বিভব তোমার।
স্বরূপ স্বভাব ধরি, দরশন দেহ হরি,
জনম সফল করি, হেরে সে আকার ॥৭
তব রূপ ধ্যানে ধরি জ্ঞানেতে তোমার স্মরি,
আর যেন নাহি করি, আমার আমার,
অসার সংসার এই, সার ইথে কিছু নেই,
মন যেন ভাবে এই, তুমি মাত্র সার ॥ ৮

সভ্যগণের প্রতি। গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া

এই আছে, এই নাই, এই তো শরীর।
তবে কিসে এ জীবনে, জানিয়াছ স্থির ? ॥
দেহেতে লাবণ্য শোভা, ক্ষণমাত্র মনোলোভা,
যেমন কমলদলে, ঢলঢল নীর ॥ ১
জলে দেখ বিম্ব যত, দেহে প্রাণ সেই মত,
আকাশে প্রকাশে প্রভা, যেমন অচির ॥২
অনিত্য বিষয়াসবে, মত্ত হও কেন সবে,
সত্য-সুধা পান কর, হোয়ে অতি ধীর ॥ ৩

বক্তৃতা।

বিবেক। দুরাচার কন্দর্পের কি দর্প ? সর্পরূপে ফোঁসফাঁস পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, এই সর্প কিসের মূল ? বিষের মূল, মহান্ধ মহামোহ জানে না, যে, আমি ঈশের মূল টানিয়া তাহার প্রেরিত কুটিল ক্রূর কন্দর্প সর্পের সকল দর্প এখনি চূর্ণ করিব।

মালতীলতাচ্ছন্দ।

প্রিয়ে, শুনলে, তো, শুন্‌লে, তো শুন্‌লে।.
হাদে বটু, পাপে পটু কত কটু, বল্‌ছে।
কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে ॥
অনাচারে একেবারে অহঙ্কারে জ্বল্‌ছে ॥
ঐ জ্বল্‌ছে ঐ জ্বল্‌ছে ঐ জ্বলছে ॥
অনুভাবে, বুঝি ভাবে, নিজভাবে ঢল্‌ছে।
ঐ ঢল্‌ছে, ঐ ঢল্‌ছে, ঐ ঢল্‌ছে ॥
খেয়ে মদ, গদগদ, দুটি পদ, টল্‌ছে।
ঐ টল্‌ছে, ঐ টল্‌ছে ঐ টল্‌ছে।
মিথ্যা রথে মিথ্যা পথে
মিথ্যা মতে চল্‌ছে।
ঐ চল্‌ছে ঐ চল্‌ছে ঐ চল্‌ছে ॥
স্নেহ-ধন্ধে, দেহ-বন্ধে, চিদানন্দে, ছল্‌ছে।
ঐ ছল্‌ছে ঐ ছল্‌ছে ঐ ছল্‌ছে ॥
জায়া-বশে, এনে দশে, মায়ারসে, গল্‌ছে।
ঐ গল্‌ছে গল্‌ছে, ঐ গল্‌ছে ॥
জানে না যে সত্যতরু গোপনেতে ফল্‌ছে।
ঐ ফল্‌ছে ঐ ফলছে, ঐ ফল্‌ছে ॥
প্রিয়ে দেখলে, তো, দেখলে, তো, দেখলে।
হাদে বটু(১) পাপে পটু, কত কটু, বল্‌ছে ॥
কি বল্‌ছে, কি বল্‌ছে কি বল্‌ছে ॥
প্রিয়ে, শুন্‌লে, তো, শুনলে, তো, শুন্‌লে।

মতি। হে নাথ! কন্দর্পের দর্প! ও কিসের দর্প ? ও কীশের দর্প, ছি ছি, ও কথায় কর্ণপাত করা উচিত হয় না।

(১) বটু।—বিপ্রনন্দন। ব্রহ্মচারী এবং বালক, এই স্থলে বালক শব্দ হইবে।

বক্তৃতা। চপলামালাচ্ছন্দ।

সখা হে, পাপি বটু কথা কটু, বলে তো,
বলুক, বলুক, বলুক যত বলতে পারে।
বল্‌তে পারে।
যাবে হে, ছারেখারে, অহঙ্কারে, জ্বলে তো,
জ্বলুক্, জ্বলুক্, জ্বলুক্, যত জ্বল্‌তে পারে।
জ্বল্‌তে পারে॥
স্বভাবে, তত্ত্ব-ভুলে, মত্ত হোয়ে, ঢলে তো,
ঢলুক্ ঢলুক, ঢলুক যত, ঢল্‌তে পারে।
ঢলতে পারে।
সখা হে, অভিমানে, সুরাপানে, টলে তো,
টলুক্, টলুক্, টলুক্, যত, টলতে পারে।
টল্‌তে পারে॥

পাতকী, ইচ্ছামতে, ভ্রান্তিপথে, চলে তো,
চলুক, চলুক্, চলুক্, যত চল্‌তে পারে।
চল্‌তে পারে॥
এসে এ, ধরাতলে, মিছে ছলে, ছলে তো,
ছলুক্, ছলুক্, ছলুক্, যত, ছল্‌তে পারে।
ছল্‌তে পারে॥
নাগিনী, রতিবশে, মোহরসে, গলে তো,
গলুক্, গলুক্, গলুক, যত, গল্‌তে পারে।
গল্‌তে পারে॥
পাবে হে, প্রতিফল, কর্ম্মফল, ফলে তো,
ফলুক্, ফলুক্, ফলুক্, যত ফল্‌তে পারে।
ফলতে পারে॥

বিবেক। হে প্রেমময়ি, প্রাণাধিকে! কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! এমন আশ্চর্য্য কথাও কি কোথা কেউ শুনিয়াছে? দাম্ভিক দুরাত্মাদিগের কি ভয়ঙ্কর ভাবের ভঙ্গি? কি আস্পর্দ্ধা? কি বিপরীত উক্তি? আহা! দুরাচার অহঙ্কারাদি আপনারাই পাশ-রূপি হইয়া নির্ব্বিকার—নির্ব্বিহার—নিরাধার—নিরাকার — নিত্য-নিরঞ্জন-নিখিলরঞ্জন — নিরাময় বিশুদ্ধ—বিশ্বপতি—চিদানন্দময়—পরম—পরাৎপর—পরমাত্মাকে দৃঢ়-বন্ধন করত আপনাদিগের অধীন করিয়া দিন দিন দীনদশায় মলিন করিতেছে, ইহাতেও ঐ দুর্জ্জনেরা আপনাদিগে্য পুণ্যাত্মা বলিয়া শ্লাঘা করে? আমরা সেই গুণ ছেদন করিয়া নির্গুণকে নির্গুণ করণে উদ্যত হওয়াতেই পাপাত্মা হইলাম? কি চমৎকার! কি চমৎকার! নারায়ণ, নারায়ণ, হরিবোল হরি। হরে রাম, হরে রাম। হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর! হা ধর্ম্ম! হা ধর্ম্ম! গুরু হে নিস্তার কর! নিস্তার কর। হে প্রিয়ে! যদি ইহার উচিত প্রতীকার করিতে পারি, তবেই কর্ম্ম, তবেই ধর্ম্ম, তবেই জন্ম সফল হইবে।

মতি। হে কুলেশ্বর সুশান্ত! জীবনকান্ত! শান্ত হও, কটুভাষি কুকর্ম্মান্বিত, কদাশয় কুটিল কদম্বের কটুকথায় কি হয়? দাম্ভিকদিগের দম্ভই বল, মিথ্যাবাদির মিথ্যাই বল, এবং ধূর্ত্ত, শঠ, বাচালবর্গের বাক্‌জাল ভিন্ন অন্য বল আর কিছুই নাই।

পয়ার।

জ্ঞানহীন মূঢ় যেই, মৌন বল তার।
তস্করের বল শুধু, মিথ্যা-ব্যবহার॥
ভূপতি তাহার বল, অবল যে জন।
বালকের বল হয়, কেবল রোদন॥
ভিক্ষুকের ভিক্ষা বল, প্রাণের সম্বল।
অস্ত্র আর যুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়ের বল॥
ব্যাপার তাহার বল, বৈশ্য যেই জন।
শূদ্রের কেবল বল, ব্রাহ্মণ-সেবন॥

হিংসা বিনা হিংসকের, অন্য নাই বল।
নিন্দকের বল শুধু, নিন্দা আর ছল॥
মীন, শঙ্খ, সমুদ্রের, বল হয় জল।
তরুদের বল শুধু, ফুল আর ফল॥
শশী আর তপনের, বল হয় কর।
দেবতার বল শুধু, শাঁপ আর বর॥
গৃহস্থের ধর্ম্ম-বল, স্তাবকের স্তব।
শুচির অঋণ বল, ধনির বিভব॥

যিনি হন ব্রহ্মচারী, ব্রহ্ম-বল তাঁর।
যতিদের বল হয়, সদা সদাচার॥
তারা ধরে পুণ্যবল, পুণ্যশীল যত।
পাপ হয় বল তার, পাপে যেই রত॥
সুশীলতা বল তার, গুণি যেই জন।
খলির কুটিল কথা, এখন তখন॥
সত্য-বল, বল তার, সৎ যেই হয়।
অসত্যই তার বল, সৎ যেই নয়॥
সুকর্ম্মশালির বল, ধীরতা-সাহস।
মানির কেবল বল, মান আর যশ॥
সন্ন্যাসির ন্যাস বল, যোগিদের যোগ।
ভৃত্যের ভূপাল-সেবা, ভোগিদের ভোগ॥
সতী-বল পতিসেবা, প্রজা-বল ভূপ।
শিষ্য-বল গুরুসেবা, ভেক-বল কূপ॥
বিবেক তাহার বল, শান্ত সেই জন।
সঞ্চয় তাহার বল, অল্প যার ধন॥
শক্তি বল শাক্তের, শৈবের শিব-নাম।
বৈষ্ণবের বল হরি, রামাতের রাম॥
শান্তিবল বিপ্রের, ব্রাহ্মের উপাসনা।
সাধকের বল হয়, কেবল সাধনা॥
ভক্তি বল ভক্তের, অন্যথা নাই তায়।
ভক্তাধীন, ভগবান, ভক্তের সহায়॥
রাজার প্রতাপ বল বলের প্রধান।
যাহার অভাবে যায়, রাজ্য আর মান॥
সেই রাজা, শান্তিবলে, বলী যদি হয়।
তার চেয়ে কোন বল, বলবান নয়॥
বল বল, বণিকের, বাণিজ্যই বল।
বিদ্যাবলে বল ধরে, পণ্ডিত সকল॥
কেশ আর বেশ হয়, বেশ্যাদের বল।
বঞ্চনা তাদের বল, যারা হয় খল॥
যুবতী নারীর বল, যৌবন রতন।
বাচালের বল শুধু, মুখের বচন॥
দাম্ভিকের দম্ভ বিনা, বল কিবা আছে।
বাকজাল, বিনা শঠ, কেমনেতে বাঁচে?॥

বিবেক এবং মতির কথোপকথন। [এক চরণে প্রশ্ন, এক চরণে উত্তর]
প্রশ্নকারিণী মতি। উত্তরদাতা বিবেক।

পয়ার।

[ম] বল নাথ, এ জগতে, ধার্ম্মিক কে হয়?।
[বি] সর্ব্ব-জীবে দয়া যার, ধার্ম্মিক সে হয়॥
[ম] বল নাথ, এ জগতে, সুখী বলি কারে?।
[বি] মনরোগে রোগী নয়, সুখী বলি তারে॥
[ম] বল নাথ, এ জগতে, প্রেমী বলি কারে?।
[বি] সভাবে সদ্ভাব যার, প্রেমী বলি তারে॥
[ম] বল নাথ, এ জগতে, বিজ্ঞ বলি কারে?।
[বি] হিতাহিত বোধ যার, বিজ্ঞ বলি তারে॥
[ম] বল নাথ, এ জগতে, ধীর বলি কারে?।
[বি] বিপদে যে স্থির থাকে, ধীর বলি তারে॥
[ম] বল নাথ, এজগতে, মূর্খ বলি কারে।
[বি] নিজ কার্য্য নষ্ট করে, মূর্খ বলি তারে॥
[ম] বল নাথ, এ জগতে, খল বলি কারে?।
[বি] পরের যে মন্দ করে, খল বলি তারে॥
[ম] বল নাথ, এ জগতে, সাধু বলি কারে।
[বি] পরের যে ভাল করে, সাধু বলি তারে॥
[ম] বল নাথ, এ জগতে, বীর বলি কারে?।
[বি] জিতেন্দ্রিয় যেই জন, বীর বলি তারে॥
[ম] বল নাথ, এ জগতে, বদ্ধ বলি কারে?।
[বি] আশার অধীন যেই, বদ্ধ বলি তারে॥
[ম] বল নাথ, এ জগতে, মুক্ত বলি কারে?।
[বি] মায়ায় যে, মুগ্ধ নয়, মুক্ত বলি তারে॥
[ম] বল নাথ, এ জগতে, সার বলি কারে?।
[বি] ঈশ্বরের ভক্ত যেই, সার বলি তারে॥

বিবেক। **ললিত চৌপদীচ্ছন্দ।**

জান না কি হবে শেষ, হিত বাক্যে কর দ্বেষ,
নাহি লহ উপদেশ, একি ঘোর দায় রে।
কার ভাবে ভাব বঞ্চ, পঞ্চাধীন হোলে পঞ্চ,
তখন এ সব তঞ্চ, রহিবে কোথায় রে॥
প্রপঞ্চ ভূতের রাজ্য, কর তায় যত কার্য্য,
কিছু তার নহে ধার্য্য, সকলি বৃথায় রে।

তুমি ক্ষীণ, বোধহীন, স্বভাবেতে সদা দীন,
বিফলে সুখের দিন, যায় যায় যায় রে ॥
না করিলে নিজ কর্ম্ম, সম বোধ ধর্ম্মাধর্ম্ম,
না বুঝিলে সার মর্ম্ম, হায় হায় হায় রে।
কে আমার আমি কার
আমার কে আছে আর
যত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় রে ॥
আত্মার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্ম কই কায় রে।
ইন্দ্রিয় যাহার বশ, ছোটে যশ দিগ্‌ দশ,
পরম পীযূষ রস, সুখে সেই খায় রে ॥
নিজ নাভি পদ্ম গন্ধে, মৃগকুল ঘোর দ্বন্দ্বে,
যেমন মনের ধন্দে, নানাদিগে ধায় রে।
সেইরূপ অনুদ্দেশ, করে রত্ন তাহে দ্বেষ,
ভ্রমিতেছ দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে ॥
কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন ভ্রম,
করিছ যে পরিক্রম, ফল নাহি তায় রে।
আর কেন কর হেলা, ভাঙিল দেহের খেলা,
অতএব এই বেলা, ভাবহ উপায় রে ॥
সংসার বিস্তার হাট, দেখিতে সুন্দর ঠাট,
নাটুয়ার ঘোর নাট, সদাই নাচায় রে।
ঠাট নাট বুঝে যারা, নেচে নাহি হয় সারা,
পুঁতুল নাচায় তারা, পুঁতুল না চায় রে ॥
এ ব্রহ্মাণ্ড যার ভাণ্ড, কে বুঝে তাহার কাণ্ড,
হাটেতে ভাঙ্গিয়া ভাণ্ড,
কি খেলা খেলায় রে।
করিয়া কামনা কল্প, ফাঁদিলে লোভের গল্প,
সেই গল্প নহে অল্প, নাহি তার সায় রে ॥
বার বার ফিরে আসা, আসায় বাড়ায় আশা,
বাঁধিলে ভোগের বাসা, কর্ম্মভোগ তায় রে।
বিষ ভেবে মকরন্দ, বিষয়ে করিছ দ্বন্দ্ব,
দীপধারী নিজে অন্ধ দেখিতে না পায় রে।
না জানিয়া আপনারে, আপন ভাবিছ কারে,
জান না যে এ সংসারে, শত্রু পায় পায় রে।
অতি খল, অবিমল, মহাবল, রিপুদল,
দেবে শেষ রসাতল, ছল যদি পায় রে ॥
কার বলে তুমি চল কার বলে তুমি বল,
বিশ্বাস কি আছে বল মেঘের ছায়ায় রে।
না রহিলে নিজ পদে, ঢুলিলে অজ্ঞান মদে,
উলিলে পাপের হ্রদে, ভুলিলে মায়ায় রে।
আমি যাহা ভাল কই, তুমি তাহা কর কই,
মিছা মিছি হই হই, শেল লাগে গায় রে ॥
গায়ের জ্বালায় জ্বলি ডাক্ ছেড়ে তাই বলি,
ভাই ভেয়ে দলাদলি, তোমায় আমায় রে ॥
আমি বলি ঘরে, চল, বরে যাই তুমি বল,
শিখালে এমন ছল, বল কে তোমায় রে ?।
আমার বচন লও, আমার নিকটে রও,
নিরুপায় কেন হও, থাকিতে উপায় রে ॥
যত্ন করি প্রাণ পণে, সুখ ফল অন্বেষণে,
বিষয় বাসনা বনে, ভ্রমিছ বৃথায় রে।
ভয়ানক এই বন, সঙ্গে নাহি লোক জন,
ফিরে যাই ওরে মন, আয় আয় আয় রে ॥

মতি। হে নাথ! জিজ্ঞাসা করি, আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর, যদি সেই আত্মা স্বয়ং পরমেশ্বর, নিত্য সত্য, নির্লেপ, যাঁহার প্রভাব মাত্রেই এই অখিল সংসার বিস্তাররূপে প্রচার হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তবে পাপিষ্ঠ কামাদি কি প্রকারে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মহামোহ-সাগরে নিক্ষেপ করিতেছে ?।

বিবেক। ত্রিপদী।

পুরুষ যদ্যপি হয়, ধীর শান্ত অতিশয়,
ন্যায়শীল নীতিজ্ঞ পণ্ডিত।
সমুদয় গুণাধার, যার সম নাহি আর,
নিজ গুণে ভুবন-বিদিত ॥
তার মন কোন্ ছাঁদে, ললনা-ছলনা-ফাঁদে,
যদি গিয়া পড়ে একবার।
বুদ্ধি তার লোপ পায়, ধৈর্য্য যায় জ্ঞান যায়,
নাহি থাকে শান্তির সঞ্চার ॥
কামিনী কুহক জাল, কপট কটাক্ষ কাল,
হয় অতি অনর্থের মূল ।

ভিতরের সার যত, একেবারে করে হত,
স্থূলে মূলে কোরে দেয় ভুল ॥
আপনার মনোমত, বিড়ম্বনা করে কত,
কতরূপে প্রমাদ ঘটায়।
কখনো মধুর স্বরে, মন হরে মুগ্ধ করে,
কত ছলে, হাসায় কাঁদায় ॥
বারবধূ বঞ্চনায়, কামুকের ঘটে দায়,
যে প্রকার হয় ব্যতিক্রম।
মায়াবশে সেইরূপ, হেরিয়া অসৎ রূপ,
আত্মার হয়েছে আত্মভ্রম।
যেমন সহস্রকর, ধ্বান্তহর দিনকর,
আচ্ছাদিত হন অন্ধকারে।
এই আত্মা সেই মত, প্রকাশে প্রভাব হত,
জ্যোতিহীন মায়ার বিকারে ॥
যদি তিনি অবিনাশ, প্রভাব না হয় হ্রাস
তবু দেখ মায়ার কৌশল।
মন-রূপ রজ্জু ছাঁদে, ফেলিয়া শরীর ফাঁদে,
চিদানন্দে করেছে চঞ্চল ॥
যেমন কুসুম জবা, আপন লোহিত প্রভা,
স্ফটিকেরে করে বিতরণ।
সেরূপ আপন রসে, আনিয়া আপন বশে,
আত্মরূপ করিয়াছে মন ॥
মনের নির্ম্মিত ঘর, নবদ্বার কলেবর,
ভূতের ভবন এই বাস।
সর্ব্বসার বলি যাঁরে, রত তিনি অহঙ্কারে,
এই বাসে করিছেন বাস ॥
এক ব্রহ্ম সর্ব্বঘটে, সম্ভাবনা কিসে ঘটে,
যদি প্রিয়ে কহ এই কথা।
সেই এক সর্ব্বগত, সর্ব্বঘটে সেই মত,
জলে জলে সূর্য্যছায়া যথা ॥
এ ভব মায়ার মেলা এ সব মায়ার খেলা,
ভেলা ভেলা মায়ার কৌতুক।
মন-সুত-অহঙ্কার, পিতামহ আত্মা যার,
তার বশে পেতেছেন দুখ।
হোয়ে মূল এত ভুল, কল্পনায় যেন স্থূল,
অবিদ্যা-নিদ্রায় অচেতন।
হায় হায় কব কায়, অভিভূত হোয়ে তায়,
দেখিছেন কতই স্বপন ॥
এই আমি, এই দেহ, এই যে আমার গেহ,
এই এই সকলি আমার।
এই পিতা, এই মাতা, এই পুত্র, এই ভ্রাতা,
এই তো আমার পরিবার ॥
এই ভূমি, এই ধন, এই সেনা, এই জন,
আমার বান্ধব এই সব।
এ সবার কর্ত্তা আমি, কুলীন কুলের স্বামী,
ধনে মানে আমার গৌরব ॥
আপনি স্বভাব* তিনি, স্বভাবের কর্ত্তা যিনি,
তাঁর এই স্বভাবে অভাব।
প্রকৃতির† হেন ক্রম, প্রকৃতির‡ করে ভ্রম,
প্রকৃতির প্রবল স্বভাব ॥
যাঁর নাই অন্ত, আদি, জনম, মরণ আদি,
তাঁর হয় যাতনা সম্ভোগ।
দৃঢ়পাশ করি ছেদ, ঘুচাই এসব খেদ,
কিসে তার হইবে সুযোগ ? ॥

মতি। মোহিনীচ্ছন্দ।

মায়া-মাগী, বড় ঘাগী, বুঝিলাম প্রাণ হে।
কোরেছে কেমন্ দেখ, বিষম বন্ধান হে ॥
গোপনে পিশাচী করে এমন সন্ধান হে।
ভিতরের ভাব তার, না হয় সন্ধান হে ॥
মায়ার কি মায়া§ নাই, এমনি পাষাণ হে ?।
পতিরে বঞ্চনা করে বেশ্যার সমান হে ॥
কেমনে পাবেন আত্মা, পাশে পরিত্রাণ হে ?।
কে এসে করিবে তাঁরে, প্রবোধ প্রদান হে ? ॥

বিবেক। (লজ্জায় অমনি অধোবদন।)

মতি। হে নাথ! এ কি ? এ কি ? এ কি ? অকস্মাৎ কেন এমন হোলে, তোমার ভাব

---

* ব্রহ্মানন্দরূপ। † মায়া। ‡ স্বভাব। § কৃপা।

দেখে কেমন্ কেমন্ বোধ হচ্ছে। আহা! আহা! প্রসন্ন-বদন কেন বিষণ্ণ হোলো? কেন মুখখানি হেঁট কোরে রাখ্‌লে? কেন হাত দিয়া চক্ষু দুটি ঢাক্‌লে? এত লজ্জা কেন? লজ্জা কেন? বলি, এ কি? এ কি?

বিবেক। বলি এমন কিছু নয়-এমন কিছু নয়, হরিবোল হরি, হরিবোল হরি, আত্মার বন্ধন মোচন? তা হোতে পারে? এমন কিছু নয়, এমন কিছু নয়, হরে রাম হরে রাম, তা হোতে পারে, তা হোতে পারে। (আরো অধোমুখ।)

মতি। পদ্য।

আহা কেন হেঁট হোয়ে, চোখে দিলে হাত। অধীনী দাসীর কাছে, করিছ গোপন?॥
যেন কত অপরাধ, করিয়াছ নাথ॥ এ বড় হাসির কথা, ওহে গুণরাশি।
কাঁচুমাচু মুখখানি, আনা-পানে চেয়ে। অধরে বঞ্চনা করে, কোরে থাকে হাসি?॥
কথা যেন কহিতেছ, থতমত খেয়ে॥ সাগরে বঞ্চনা যদি, কোরে থাকে জল।
আচম্বিতে কেন হেন, ভাবের সঞ্চার?। স্বাদেরে বঞ্চনা যদি, করে সুধাজল॥
কি ভাব, কি ভাব, মনে, কি ভাব তোমার?॥ নাসারে বঞ্চনা যদি কোরে থাকে বাস।
বিশেষ নিগূঢ় ভাব কি আছে এমন?। কোরো না আমায় তবে, স্বভাব প্রকাশ॥

বিবেক। তবে বলি, তবে বলি। তুমি কিছু তেমন নও, তুমি কিছু তেমন নও। তা জানি, তা জানি, তবে বলি, কিন্তু বল্‌তে বড় ভয় ভয় করে। কি জানি, যদি কপাল-দোষে হিত বল্লে বিপরীত হয়, ফলে তুমি কিছু তেমন নও, প্রিয়ে বল্‌তে বড় ভয় করে, ভয় করে, কিন্তু না বল্লেও নয়, তবে বলি? তবে বলি, বলি সেই উপনিষদ্দেবী প্রিয়ে তুমি আমার হৃদয়ের রতন, তবু সেই উপনিষদ্দেবী উপনিষদ্দেবী॥

মতি। হে নাথ! হে শিরোভূষণ! বলি এমন কেন কর? এত লজ্জাই কেন? তোমার ভয়ের বিষয় কি আছে? তুমি আমার ভর্ত্তা, সকল বিষয়ের কর্ত্তা, সর্ব্বস্ব ধন, তোমা ভিন্ন এ অধীনীর আর কে আছে? আমি তোমার দাসীর দাসী, আমাকে যাহা মনে কর তাহাই করিতে পার। আমার দেহ, প্রাণ, ধন, মন, সকলি তোমার শ্রীচরণে। আর এ প্রকারে এ দুঃখিনীরে কেন ব্যাকুল কর, আমারে আর কাতর করা উচিত হয় না। তুমি নির্ভয়ে আমার নিকট মনের গুপ্ত কথা ব্যক্ত কর, কুলগুরু তোমার মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন। তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক্, পূর্ণ হোক্।

বিবেক। হে প্রিয়ে! তুমি যদি সদয় হৃদয়ে প্রসন্ন হইয়া আমাকে সাহস প্রদান করিলে, তবে আমি কৃতকার্য্য হইবই হইব, তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই, তবে শুন! প্রফুল্লচিত্তে নিগূঢ় কথা বলি, অভিমান* এবং ঈর্ষা† প্রভৃতি দোষ সকল পরিহার পূর্ব্বক যদিস্যাৎ কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যকে অন্তঃকরণের আসনে স্থান প্রদান কর, তবে এখনি চিরবিরহিণী মানিনী উপনিষদ্দেবীর সহিত আমার সঙ্গম হয়। সেই সাধ্বী এক্ষণে অসূয়াতে ব্যাজনা, অতি দুঃখিনী অনাথার ন্যায় মলিন দশায় কালযাপন করিতেছেন, তাঁহার অঙ্গ সঙ্গ মাত্রেই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অভাব হেতু প্রবোধচন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম লাভ হইবে, এ বিষয়ে তোমার স্বপত্নী

* অভিমান—প্রণয়কোপ † ঈর্ষা—অসহন।

শান্তি প্রভৃতির বিশেষ অভিমত আছে, হে প্রিয়ে পাছে তুমি অভিমান কর, মনে বেদনা পাও, এই আশঙ্কায় আমি এতক্ষণ ভীত ছিলাম, লজ্জিত ছিলাম, ঐ প্রবোধচন্দ্র স্বরূপ কুমারের কল্যাণে চির বিপক্ষ মহামোহ ও তাহার দল বল, অনুচর সহচর সকলকেই সংহার পূর্ব্বক জগতের আদিকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে বিষয়ানুরাগাদিরূপ দৃঢ়রজ্জু বন্ধনের যাতনা হইতে মুক্ত করিতে পারিবই পারিব।

মতি। বলি ঐ তো ? বলি ঐ তো ? বলি ঐ তো ? আমি তেমন মেয়ে নই তো। বলি ঐ তো ? হে প্রিয়, যে নারী স্বেচ্ছাচারিণী অনর্থকারিণী প্রমাদিনী হয়, সেই নারীই ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসাহী স্বামীর অভিমত ব্রতের বিরুদ্ধাচরণ করে। সৎকার্য্য সাধন বিষয়ে কেন অমন কর, অমন কর ?। যদি শত্রুকুল ক্ষয় হয়, তবে উপনিষদ্দেবীকে চিরকাল রমণ কর, রমণ কর। যদি কুলপ্রভুর উদ্ধার হয়, তবে তুমি অবিচ্ছেদে তাহাতে গমন কর, গমন কর। বঁধু হে যেরূপে হয় বিপক্ষদের দমন কর, দমন কর।

স্বামির মঙ্গলেই দাসীর মঙ্গল! স্বামীর সুখেই দাসীর সুখ, তুমি যাহা করিবে আমার হৃদয় তাহাতেই সন্তুষ্ট।

বিবেক। হে প্রিয়ে, যদি অনুকূলা হইয়া অনুমতি করিলে, তবে আমি উপনিষদ্দেবীর অঙ্গ সঙ্গ করণ কারণ ইন্দ্রিয়াদির বশীকরণার্থ প্রথমে শমদমাদিকে নিযুক্ত করি।

[এই রূপ কথোপকথোন করিয়া দুই জনে রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বিবেক মহারাজের এতদ্রূপ যুদ্ধের অনুষ্ঠান এবং সূচনা শ্রবণ পূর্ব্বক মহারাজ মহামোহ দেশ, কাল, পাত্র-বিচার করত স্বপক্ষরক্ষণ এবং বিপক্ষ বিনাশন নিমিত্ত দম্ভাদিকে কার্য্যে উদ্যুক্ত করিলেন।

দম্ভ। গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

আমার তুলনা কি হয়। আমি অতুল্য অজয় তুচ্ছ বিধি, হরি শর্ব্ব, আমি সর্ব্বময়॥
তমোগুণে তমোরূপী, মম সম নয়॥ আমার সহিত তুলে, তুলনা করিলে তুলে,
সর্ব্বোপরি করি গর্ব্ব, ইন্দ্র, চন্দ্র, অতি খর্ব্ব, লঘু হোয়ে রবি, শশী, গগনেতে রয়॥

অরে ও মূঢ় লোক সকল! তোরা সকলে আমার চরণতলে প্রণত হও। আমি ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছি, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার তুল্য মহাপুরুষ আর কেহই নাই. আমার পদধূলি যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র হইবে!

সাক্ষাৎ জগদীশ্বর মহারাজ মহামোহ এইমাত্র আমাকে আজ্ঞা করিলেন, 'হে প্রাণাধিক দম্ভ। বাপু, তোমার কুশল হোক, কুশল হোক। হিতাহিত বিবেচনা বিহীন দুর্ভাগ্য বিবেক আমারদিগের কুলনাশের নিমিত্ত অমাত্যের সহিত স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রবোধচন্দ্রের উদয়ের জন্য সমুদয় তীর্থধামে শম দম প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়াছে। অতএব তুমি এই দণ্ডেই কামাদি সেনাপতি এবং আর আর মহাবল যোদ্ধাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া বারাণসী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র হরিদ্বার, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ এবং সেতুবন্ধরামেশ্বর প্রভৃতি সকল তীর্থে গমন ও ভ্রমণ পূর্ব্বক শত্রুদিগ্যে সংহার কর। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থ এবং যতি, এই

চতুর্ব্বিধ আশ্রমিগণের আশ্রমে ধর্ম্মাকর্ম্মাদির বিঘ্ন কর। শীঘ্রই গিয়া ধর্ম্মের ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মের মর্ম্মে বিষমতর বেদনা প্রদান কর, তোমার গাত্রের চর্ম্মের ঘর্ম্মে যেন ধর্ম্মের দল তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। আমি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংপ্রতি কাশীবাসী হইয়া এখানকার সমস্ত লোককে অধীন করিয়াছি, তাবতেই আমার বশ হইয়াছে!

চপলাগতিচ্ছন্দ।

কাঁহা শম, কাঁহা দম,
পাখ্ড়া, পাখ্ড়া, পাখ্ড়া।
ওন্‌কো, পাখ্ড়া, পাখ্ড়া, পাখ্ড়া ॥
নৈ ছোড়েগা, হাড় তোড়েগা,
হাম্ বড়া হ্যায়, বাঁক্ড়া।
বাবা হাম্ বড়া হ্যায়, বাঁক্ড়া ॥

আবি যাকে, মারো তাকে,
ঢোঁড়্ ঢোঁড়্ কে, আখ্ড়া।
বাবা, ঢোঁড়্ ঢোঁড়্কে আখ্ড়া ॥
কাঁহা যাগা, কাঁহা ভাগা,
মারা যাগা, মাক্ড়া।
বাবা, মারা যাগা মাক্ড়া ॥

(অন্যদিগে মুখ করিয়া।) মালিনীচ্ছন্দ।

কোথা সে বিবেক বুড়ো, কোথা গেল বোক্ড়া,
কোথা গেল মতি রাঁড়ী, কাঁকেকোরে ধোক্ড়া,
আমারে দেখিলে তারা, ভয়ে হবে কোঁক্ড়া।
কারাগারে ভোরে শেষে, খেতে দেব ওক্ড়া ॥

বাপ, মার, আশীর্ব্বাদে, আমি কিরে হার্ব্ব?
স্বর্গ, মর্ত্য, নখে তুলে, ফেলে দিতে পার্ব্ব ॥
শত্রু দলে, ধর্ব্ব বলে, একে একে সার্ব্ব।
মার্ব্ব মার্ব্ব, মার্ব্ব প্রাণে, একেবারে মার্ব্ব ॥

(আর একদিগে চাহিয়া।)

কার হেন সাধ্য আছে, আমার কি কর্ব্বে?।
মাথার উপরে কেটা, দুটো মাথা ধর্ব্বে?
আমাদের অধিকার, শক্তি কার হর্ব্বে।
আপনার দোষে তারা, আপনারা মর্ব্বে ॥
চিরকাল সমভাবে দ্বেষ জ্বরে জর্ব্বে।

নিয়ত মনের দুখে, চোখের জল ঝর্ব্বে।
মায়াক্ষেত্র ছেড়ে তারা, কোথা গিয়ে চর্ব্বে।
চারিদিকে ছাঁকাজাল, কোন্ দিগে তর্ব্বে ॥
চোর সম বন্দি হোয়ে, পায়ে বেড়ী পর্ব্বে।
পড়েছে যমের হাতে, কেমনেতে সর্ব্বে? ॥

(আবার অপরদিগে চাহিয়া।) আয় রৌদ্র হেনে, ছাগ দেব মেনে, ছন্দ।

এই হাত ছাড়্য়ে। গোঁপ বুক্ চাড়্য়ে ॥
মৃত্যুবাড় বাড়্য়ে। খেয়ে কোঁক্ ভাঁড়্য়ে ॥
ফণি ফণা নাড়্য়ে। কোথা যাবে আড়্য়ে ॥
ধরাতলে পাড়্য়ে। কাটফাঁড়া ফাঁড়্য়ে ॥
কোসে কোসে কাঁড়্য়ে। এক গাড়ে গাড়্য়ে ॥
বুকে পিটে দাঁড়্য়ে। দুই পায়ে মাড়্য়ে ॥

দেশ থেকে তাড়্য়ে। দেব ভূত ঝাড়্য়ে ॥
কোপ তোপ ছুঁড়্বে। গুলি গোলা জুড়্বে ॥
ত্রিভুবন ফুঁড়বে। ধূমে দিক্ মুড়্বে ॥
ধর্ম্মকর্ম্ম পুড়্বে। ধূলো হোয়ে উড়্বে ॥
মাথা মুড় খুঁড়্বে। বিপক্ষেরে তুড়্বে ॥
ঝাড়ে ঝোড়ে ঝড়্বে। হাড়ে হাড়ে খড়বে

তিন্তাধিনা পাকালোমা ছন্দ।

নোড়্বনা তো, লোড়্বো সুখে।
পোড়্বো রুক্ষে, চোড়্বো বুকে ॥
শত্রু যদি, আসে ঝুঁকে।
থাকড়া কবে মার্ব্ব বুকে ॥
ধোম্‌কে আমি, বোস্‌বো যবে।
চোম্‌কে যাবে, দেব্তা সবে ॥

ধোম্‌কে দেব, উচ্চ রবে।
সূর্য্য, শশী, থোম্‌কে রবে ॥
তুচ্ছ লোকে উচ্চ ছলে।
পুচ্ছ ধরে, কুচ্ছ ছলে ॥
রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে।
দণ্ড দেব, ভণ্ড দলে ॥

মেল্‌বো আঁখি, ভঙ্গি ঠেরে। খেল্‌বো খেলা, শত্রু ঘেরে।
ঠেল্‌বো পায়ে, মেরে মেরে॥ হেল্‌বো না তো, ফেলবো সেরে॥

(পুনর্ব্বার আর একদিকে মুখ করিয়া।) চৌপদীছন্দ।

বিবেকের দল যারা, সুমুখে আসুক্ তারা, দেখিলে আমার ভূর, শুষ্ক হয় তিন পুর,
এখনি করিব সারা, বুকে মেরে সোড়্‌কে। যক্ষ, রক্ষ, সুরাসুর, ভয়ে যায় ভোড়্‌কে॥
কারে আমি লক্ষ্য করি, কার তরে অস্ত্র ধরি, কোথা মাগি, বিষ্ণুভক্তি, আমার স্বভাব শক্তি,
কেঁপে যাবে থরহরি, কোসে নিলে কোড়্‌কে। হেরে তার হরিভক্তি, উড়ে যাবে ফোড়্‌কে।
প্রকাশ করিলে বল, ধরা যায় রসাতল, আছে ধর্ম্ম কোন্ দেশে, মারা যাবে অবশেষে,
তখুনিই টলমল গিরি পড়ে হোড়্‌কে। এখনি দাঁড়াক্ এসে, দাঁতে কোরে খোড়্‌কে।

আহা কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ! আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, সকল প্রকার লোকেরাই আমার অভিমত ব্রতে ব্রতী হইয়াছে, কর্ম্মচারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ধর্ম্মচারী জনেরা ছলনা দ্বারা নিরন্তর কেবল ব্রহ্মাণ্ডকে বঞ্চনা করিতেছে, তাবতেরি "মুখে একখানা পেটে একখানা" কপটতা করিয়া লোকের নিকট কহে "আমি ব্রহ্মজ্ঞানী আমি অগ্নিহোত্রী আমি তপস্বী"। কিন্তু মনে মনে কিছুই করে না। 'আমিই ব্রহ্ম, আমার পাপ কোথা? আমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা স্বেচ্ছা তাহাই করিব এই বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানিরা রমণীদিগো সাক্ষাৎ ব্রহ্ম তৎ সুখ সম্ভোগকে পরম ব্রহ্মচর্য্য এবং বারবধূ মুখমধু পানের আনন্দকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান করিতেছে। অগ্নিহোত্রিদিগের হৃদয়ে প্রাতঃক্ষণেই কেবল মদনাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, এবং তপস্বিরা তপস্যা না করিতে করিতেই আগেভাগে এই বর মাগিতেছে, যে, আমি যেন শীঘ্রই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লইয়া শচী প্রভৃতি স্বর্গবিদ্যাধরীগণের রতিরস সম্ভোগ করিতে পারি, ইত্যাদি।

[দূর হইতে অহঙ্কারকে দৃষ্টি করিয়া বিতর্ক।]

গঙ্গার ওপার হোতে এপারে ঐ কে আস্‌ছে? গায়ে যেন রবি ছবি ভাস্ ভাস্‌ছে। সকলকে তুচ্ছজ্ঞানে উচ্চরবে ভাষ্ ভাষ্‌ছে? বাহু নেড়ে ধরা যেন শাস্‌ছে? ঐ-যে-দেখি ভণ্ডদলের ভণ্ডামি সব্ নাশ্‌ছে? নৈলে কেন নিজভাবে উপহাসে হাস্ হাস্‌ছে? হ্যাদে ঐ কে আস্‌ছে? কে আস্‌ছে? বোধ হয়, ইনি দক্ষিণরাঢ়দেশ হইতে আগমন করিতেছেন। ইঁহারি নিকট আমার পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদটা পাওয়া যাইতে পারে।

[পূজার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নাকে হাত।] অহঙ্কার। [সভা প্রবেশ পূর্ব্বক নিজ গরিমা।]

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া

আমি সহজ-ত নয়। জীবের সহজতনয়॥
সেই জীব একেবারে, মাটি হোয়ে রয়।
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, আমার প্রভাবেতে হয়।
কথা নাহি স্বরে মুখে, নিমগ্ন মনের দুখে,
সবার প্রধান আমি, কুলীন-কুলের স্বামী,
বঞ্চিত সঞ্চিত সুখে, থাকিতে বিষয়॥
কে আছে, কাহার কাছে, দিব পরিচয়?॥
বিধি, হরি, হর, কেবা, আর যত দেবী-দেবা,
আমার যে কত মান, নাহি তার পরিমাণ,
না কোরে আমার সেবা, স্থির কেবা রয়?।
অভিমানে অনুমান, ম্রিয়মাণ হয়।
জলচর, স্থলচর, ভূচর, পবনচর,
কে বুঝিবে কলিতার্থ, মম অর্থ পরমার্থ,
যত সব চরাচর, আমা ছাড়া নয়॥
অপদার্থ অযথার্থ, হেরি সমুদয়॥
আমার চেতনে ভাই, অচেতন কেহ নাই,
মায়াময় এ সংসারে, দয়া নাহি করি যারে,
সচেতন সব ঠাঁই, দেখ বিশ্বময়॥

প্রভাহীন হোলে আমি, কাম নাহি হয় কামী,
তবে আর, আমি আমি, মুখে কেবা কয় ?॥
না থাকিলে অহঙ্কার, তবে বল অহং কার,
সহজে, প্রবৃত্তি, পায়, নিবৃত্তিতে লয়।
প্রকৃত প্রধানা স্থূল, জগতের আমি মূল,
আমা হোতে যত কুল, হতেছে উদয়॥
করি ক্রম, পরিক্রম, ক্রমে আমি করি ক্রম,
এ ক্রমের ব্যতিক্রম, কথনো কি হয় ?।
করিয়া কারণ-বৃষ্টি, প্রত্যক্ষ করাই দৃষ্টি,
মূঢ়-জনে এই সৃষ্টি, মিছে তবু কয় ?॥

বক্তৃতা। [সভ্যগণের প্রতি]

লঘুত্রিপদী।

রূপে, গুণে, মানে, ধন-পরিমাণে,
আমার সমান কেবা ?।
দেখ শত শত, দাস দাসী কত,
সতত করিছে সেবা॥
দারা, সুত, ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা,
কুলীন কুটুম্ব কত॥
টাকা দিয়া পালি, কত দিই গালি,
কথনো করে না রাগ।
মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হোয়ে থাকে নাগ॥
জনক আমার, গুণের আধার,
ভূষিত-ভুবনধাম।
কেমন সুকৃতি, আমি হোয়ে কৃতী,
ঢেকেছি তার নাম॥
কুলের প্রতাপে, ছোট করি বাপে,
বড় হই অনুরাগে।
কুটুম্ব-ভোজনে, বসিলে দুজনে,
ভাত পাই আমি আগে
গৃহের গৃহিণী, আমার জননী,
হাঁড়ি নাহি ছুঁতে পারে।
দারা তার চেয়ে, কুলীনের মেয়ে,
ভাত বেড়ে দেয় তারে॥
কত বলে বলা, কত ছলে ছলি,
কত কলে আনি চাকি।
যথায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকি॥
দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমারে কেবা না জানে।
আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে॥
সকলেই বশ, ভয়ভরা-যশ,
দশদিকে আছে গাথা।
হুকুমে হাজির, উজির-নাজির,
বাদ্‌শার কাটি মাথা॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলপুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
পেলে পরে সাড়া, দূরে হয় খাড়া,
ভয়েতে আসে না কাছে॥
ঘুরালে নয়ন, কাঁপে ত্রিভুবন,
সকলি আমাতে সাজে।
আমি লোক গুরু, আমা হোতে গুরু,
কে আজ ভুবন মাঝে ?।
আমার সমান, পণ্ডিত প্রধান,
আর কি কথনো হবে ?।
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি,
একাকী রয়েছি ভবে॥
নিজ বল বল, নিজ দল দল,
আপনা আপনি জানি।
কেমন ঈশ্বর, আমি সর্ব্বেশ্বর,
মানি বোলে কারে মানি ?॥
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হোতে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সবদিকে দড়,
কিসে হব পরাভব ?॥
মনে যদি কার, স্বর্গবিদ্যাধরী,
এইখানে আনি বোসে।
যদ্যপি পাছাড়, গগনে আছাড়,
রবি, শশী পড়ে খোসে॥

কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ,
গোঁপে যদি দিই চাড়া ?।
সহিত অমর, করি জোড়-কর,
এখনি হইবে খাড়া ॥
অসাধ্য আমার, কিছু নাই আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধ্ পূরে,
ক্ষীরোদ সাগর-বারি ॥
দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি শরা।
দেখো দিয়ে কর, আমার উদর
চারি পোয়া, গুণে ভরা ॥
গুণ আছে জাই, প্রকাশিয়া তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।
সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয় ধ্বনি ॥
এই দেখ নাম এই দেখ থাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মখমলে ঢাকা,
কারিগুরি তায় নানা ॥

এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।
এই দেখ সাজ, এই দেখ কাজ
এই দেখ জামা জোড়া ॥
এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতা
এই দেখ সপ্ মোড়া।
এই দেখ জন, এই দেখ ধন,
সব আছে ঘরজোড়া ॥
কেমন্ পুকুর, কেমন্ কুকুর,
কেমন্ হাতের কোড়া।
কেমন্ এ ঘড়ি, কেমন্ এ ছড়ি
কেমন্ ফুলের তোড়া ॥
দেখ না কেমন্, চিকন-বসন,
পেয়েছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন,
আর কি কাহারো হবে ?॥
সবে আঁখি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা।
আলো দেখে ঝাড়ে, কটু যদি ঝাড়ে,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥

[তীর্থবাসি সর্ব্ব সাধারণের প্রতি।] আমোদিনীচ্ছন্দ।

আমায়্ ছুঁসসে, কেউ ছুঁস্নে, কেউ ছুঁস্নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্ ॥
যত সব দুরাচার, করিতেছে অনাচার,
অতিশয় কদাচার, কেহ নহে নর।
ভূত, প্রেত সমুদয়, মানুষ কাহারে কয়,
কাজেতে মানুষ নয়, মিছে কলেবর ॥
কারে করি সম্বোধন, অপবিত্র সর্ব্বজন।
ঘোরপাপি, অভাজন, নরকের চর।
ঘৃণা হয় গাত্র-বাসে, উকি উঠে, বমি আসে,
বাতাসে ছুটেছে গন্ধ, ভর্ ভর্ ভর্ ভর্ ॥
পচা, ভর্ ভর্ ভর্ ভর্ ॥
আমায়্ ছুঁস্নে, কেউ ছুঁস্নে, কেউ ছুঁস্নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্ ॥
[অপরদিগে মুখ করিয়া।]
জুটিয়াছে হট্ট যত, খট্ট মট্ট বকে কত,

নাহি জানে ভট্ট-মত, শাস্ত্র সুধাকর।
বৃহস্পতি কৃত আহা !, মধ্যম-আগম যাহা,
কেহ কি করেনি তাহা, চক্ষের গোচর ?॥
মীমাংসা শাস্ত্রের সার, অধিকার তাহে কার,
সামুদ্রিক, আর আর, মত-স্থিরতর।
প্রভাকর-মত যত, কেহ নোস্ অবগত,
দূর্ দূর্ দূর্ দূর্ পশু, মর্ মর্ মর্ মর্ ॥
তোরা, মর্ মর্ মর্ মর্ ॥
আমায়্ ছুঁস্নে, কেউ ছুঁস্নে কেউ ছুঁস্নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ ॥
[আবার অন্য দিগে মুখ করিয়া বিকট ভঙ্গিতে।]
যে দিগেতে ফিরে চাই, নরপশু দেখি ভাই,
কারো কিছু বিদ্যা নাই পেটের ভিতর।
কার্ কাছে করি খেদ ? নাহি ছেদ, নাহি ভেদ
খাটিয়া অলীক বেদ, ব্যস্ত পরস্পর ॥

যত ধূর্ত্ত পাপভাগি, উদরের অনুরাগি ,
কেবল ধনের লাগি, ব্যাকুল-অন্তর।
বিফল বেদান্ত পোড়ে মিছিমিছি মত গোড়ে
ঘুরিতেছে নোড়ে চোড়ে, ফর্ ফর্ ফর্ ফর্॥
মুখে, ফর্ ফর্ ফর্ ফর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্, তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্
[অন্য দিগে মুখ করিয়া পুনর্ব্বার হাস্য পূর্ব্বক]
হ্যাদে এটা, ব্রহ্মচারী, করেছে আসর জারি,
শঠতা শিখেছে ভারি, বিষম্‌বর্ব্বর
কেরে ষণ্ড, এ পাষণ্ড ? অতি গণ্ড অতি ভণ্ড,
শাস্ত্র করে লণ্ড ভণ্ড, হোয়ে দণ্ডধর॥
এটা কেটা, জ্ঞান চাসা, বিড়্ বিড় মুখে ভাষা,
আঙুলেতে যুক্ত-নাসা, হাঁসা-দিগম্বর।
ঊর্দ্ধদিগে বাহু নেড়ে, চেঁচাতেছে ডাক্‌ছেড়ে,
হ্যাদে ধেড়ে, কেরে দেড়ে, তেড়ে গিয়ে ধর॥
ওরে ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ ধর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্।
[অন্য দিগে মুখ করিয়া উপহাস পূর্ব্বক]
হ্যাদেপোড়া, কেরে গোঁড়া ?
তীলোককপাল জোড়া,
নিয়ে যত মুড়ীনোড়া, ভরিয়াছে ঘর।
ধর্ম্মশীল যেন বক, মালা করি ঠক্ ঠক্,
ঠকাতেছে যত ঠক্ বোলে হরি হর॥
কেন করি দরশন ?, এখানেতে যত-জন
নরকের নিকেতন, পাপের আকর।
কপট কুহকী খল, কেমন্ করিয়া ছল,
ফেলিছে নয়ন জল, দর্ দর্ দর্ দর্।
ফেলে, দর্ দর্ দর্ দর্॥
আমায় ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্, তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্

[ক্ষণকাল পরে অজ্ঞাত-দম্ভের আশ্রম দর্শন করিয়া বিতর্ক]

উত্তরবাহিনী-গঙ্গাতীরে ঐ কোন্ ব্যক্তির আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে ? সুদৃশ্য উচ্চ বংশদণ্ডের উপর সুচিকন নির্ম্মল ধবল বস্ত্র সকল উড়িতেছে। আহা! কি মনোহর উপবন! আশ্রমকে বেষ্টন করিয়া বিচিত্র শোভা বিস্তার করিতেছে। প্রফুল্ল-ফুলের সুসৌরভ মৃদু-মন্দ মলয়ানিলে সঞ্চালিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। ঐ, যে, দেখি, সুখের সামগ্রী সকলি রহিয়াছে। এ স্থান পবিত্র বটে। দুই তিন দিন এখানে বাস করিলেও করা যাইতে পারে।

[পরে আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক বকুল বৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া বাম কটিতে বাম-হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ-হস্তের দুটি অঙ্গুলিতে গোঁপ বিন্যাস করিতে করিতে চিন্তা।]

হাঁ ঐ যুবা-পুরুষটি, যে সাক্ষাৎ দম্ভের ন্যায় মূর্ত্তিমান, বিলক্ষণ সুলক্ষণ-যুক্ত বটে। শরীরে সুচিহ্ন সকলি দেখিতেছি, ব্রহ্মানুষ্ঠানেরো ত্রুটি নাই, পায়ে পায়ে আস্তে আস্তে নিকটে যাই। [পরে কিঞ্চিৎ নিকটে গিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা।] কেমন্ তোমার মঙ্গল্ তো ?

দম্ভ। নাসিকা হইতে অঙ্গুলি চালিয়া ভঙ্গিমা-দ্বারা হুঁঙ্কার শব্দে নিবারণ। হুঁ হুঁ হুঁ-ও দিগে।

দম্ভের ভৃত্য। ভিতরে কেন ? ভিতরে কেন ? বাহিরে যাও, বাহিরে যাও। তোমার সকল শরীরে ময়লা, ঐ ধূলো। স্নান করনি, পা ধোওনি, আমার প্রভুর এ পবিত্র আশ্রম। এখানে কি এমন্ কোরে আস্‌তে আছে ? তোমার গায়ের ঘাম যদি উড়ে প্রভুর গায়ে লাগে তবে তিনি কোপদৃষ্টে চাইলে পরেই তুমি এখনি পুড়ে ভস্ম হবে।

অহঙ্কার। কি, এত আস্পর্দ্ধা ? এত অভিমান ? এত সাহস ? আমি ভস্ম হব ? আমি অপবিত্র ? কি ? ওরে, এটা কি ম্লেচ্ছের দেশ ? এরা অতি ব্যলীক, অধার্ম্মিক, আমি বিশ্বপূজ্য, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, মহাকুলীন চূড়ামণি, আমার আগমন, আমার পদার্পণ যাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু,

ভাগ্য বোলে স্বীকার করে।—এরা কি নরাধম; কি মহাপাপি; নিতান্তই ভাগ্যের দোষ, আমার চরণ-পূজা না কোরে দম্ভ করে? অমান্য করে? আমাকে বলে বাহিরে যা।— আমাকে বলে অপবিত্র। কি? কি? যত দূর্ মুখ্, তত দূর্ কথা?

দম্ভ। শেফালিকাচ্ছন্দ।

বুড়া হোলে বুদ্ধি যায়, মিছে কিছু নয়।
কি সাহসে, কাছে আসে, নাহি করে ভয়?॥
নাহি জানে আমাদের, কুলপরিচয়।
এর্ কথা, কাণ্ পেতে, শোনা ভাল নয়॥
নিতান্ত অজ্ঞান এটা, জ্ঞান নাই ঘটে।
ঘোর অহঙ্কারে অন্ধ, তাই বটে বটে॥
স্বকীয়-স্বভাব-দোষ, অনলেতে জ্বলে।
আমার্ আশ্রমে এসে, ম্লেচ্ছদেশ বলে?॥
রাগেতে শরীর পোড়ে, মূর্ত্তিখানা হেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে?॥
কদাকার আগা, মুড়ো, এ কোন্ হরির্ খুড়ো,
কোথা থেকে এসে বুড়ো, কথা কয় ঠেরে?।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে?॥
নিজ মুখে বলা নয়, আপন মহিমা।
কত দূর বড় আমি, কে জানিবে সীমা॥
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা, ভাবে গদগদ।
স্বর্গ হোতে জল এনে, ধুয়ে দেয় পদ॥
মস্তকের চুল দিয়া, পুঁছায় চরণ।
বুকের উপরে করি গোময় লেপন॥
আপনার সুপবিত্র হৃদয় আসনে।
মাথা খাও, খাও বোলে, বসায় যতনে॥
বুড়োটার্ কাছে এই, পরিচয় দেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কে রে? এটা কে রে॥
কথাগুলো কড়া কড়া, স্বভাব বিষম্-চড়া,
গঙ্গার ঘাটের মড়া, ছুঁস্‌নে কো এরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে?॥

আমাদের কুলে যত, গুরুজন আছে।
সমভাবে প্রিয় আমি, সকলের কাছে॥
সকলের সার ধন, মন বলে যারে।
সে মন আমায় ছেড়ে, থাকিতে কি পারে?॥
যার মনে নাহি হয়, আমার উদয়।
বৃথায় শরীর তার, শব সম হয়॥
বৃষকাট কাঁকে ঝোলে, আজ্, কাল্ মরে।
আমার নিকটে এসে, আস্ফালন্ করে?॥
ফের্ যদি চেড়ে উঠে, দেব তবে সেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে?॥
নাহি জানে যোগ যাগ, নাহি কোন অনুরাগ,
নাকের আগায় রাগ, ফেরে কত ফেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কে রে?॥
আমার হুমের ধুমে, ধুমের ব্যাপার।
আকাশে হয়েছে তায়, মেঘের সঞ্চার॥
ভ্রমে লোক গগনেতে, বজ্রনাদ কয়।
আমার হুঙ্কার সেটা, বজ্রনাদ নয়।
লোকেতে রটনা করে, চপলা বলিয়া।
আমার নিশ্বাস ছোটে, অনল হইয়া॥
মুনি, ঋষি, তেজ ধরে, আমার প্রকাশে।
তুচ্ছ জনে, উচ্চ করি, গায়ের বাতাসে॥
বাহিরে দাঁড়াতে বল্, গিয়ে এক্ টেরে?।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কে রে? এটা, কে রে?॥
বুড়ো বোলে হয় দয়া, নতুবা দিতেম্ গয়া,
যদ্যপি যাচিঞা করে, ভিক্ষা কিছু দে রে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কে রে? এটা কে রে

অহঙ্কার। শাসকচ্ছন্দ। (ক্রোধ অথচ উপহাস পূর্ব্বক।)

কোথাকার্ কেটা তুই, কেটা তুই, কেটা?।
কি তোর্ বাপের্ নাম্, তুই কার্ বেটা?॥
বল্ বল্, বল্ ছোঁড়া, কেটা তুই কেটা?।
কটু কথা, যত থাকে, বোলে সাধু মেটা।
ঘেঁটিব না, পারিস্, ঘেঁটাতে, যত ঘেঁটা॥

অভিমানে ফেটে-মরে, বেঁধে এক ফেটা।
লক্ষ টাকা স্বপ্নে দেখে, পেতে ছেঁড়া চেটা॥
মরি কি মুখের্ ছাঁদ, দেহখর্ব্বন গেটা।
ব্যাভারে গাদার মত, হাঁদা নাদাপেটা॥
কেটা ব্রহ্মা, কেটা বিষ্ণু, মহেশ্বর কেটা?।

আমার স্বজিত সব, জানে না কো সেটা? বয়সেতে দেখি নাই, এর্ মত ঠেঁটা।
মুখ্ ফুটে বলা নয়, নিজ গুণ যেটা। কোথাকার্ কেটা তুই, কেটা তুই কেটা?॥
জেনেছি চালাক্ বটে, বস্তুহীন এটা॥ কি তোর্ বাপের নাম্, তুই কার বেটা?।
বাপ্ বাপ, একি পাপ্! কচিছেলে জ্যাটা। বল্ বল্ বল ছোঁড়া,
এঁচোড়ে পেকেছে ছোঁড়া, এ, যে, বড় ল্যাটা॥ কেটা তুই কেটা?॥

দম্ভ। (স্থিররূপে অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিয়া) ওরে—কি ভাগ্য, কি ভাগ্য কি ভাগ্য! সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত! ওরে—ইনি আমার পরম পূজ্য মাথারমণি। বাবার বাবা পিতামহ স্বয়ং কুলদেব অহঙ্কার ঠাকুর। ওরে—আসন্ দে, আসন্ দে, অর্ঘ্য দে, অর্ঘ্য দে। ফুল আন্, ফুল আন্। জল আন্, জল আন্। আমি চরণ-যুগল পূজা করি, পূজা করি।

(গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম।)

হে পিতামহ! আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি বালক, অজ্ঞান, দুর্ভাগ্য-বশতঃ এতক্ষণ আপনাকে চিনিতে পারি নাই, প্রণাম করি, প্রসন্ন হইয়া সদয়চিত্তে আমার মস্তকে চরণাঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করুন। আমি লোভের পুত্র দম্ভ, আপনার দাসানুদাস।

অহঙ্কার। (আহ্লাদে গদ গদ হইয়া।) ওরে তুই দম্ভ? তুই দম্ভ? আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবি হ, চিরজীবি হ। দ্বাপরযুগের শেষভাগে তোকে এতটুকু ছেলেমানুষ দেখেছিলাম, এখন্ তোর বয়স হয়েছে, গোঁপ উঠেছে, যুবা হয়েছিস্। আমি বুড়ো হয়েছি, চোখে:আর তেমন্ তেজ নাই, সর্ব্বদাই ঝাপসা ঝাপসা দেখে থাকি, বয়সের ধর্ম্মে জ্ঞানেরো কিছু বৈলক্ষণ্য হয়েছে। হাঁরে ভাই! "অসত্য" নামে তোর, যে, একটি দুধের্ ছেলে, সেটি তো ভাল আছে?

দম্ভ। হাঁ ঠাকুরদাদা! সে আমার এই বুকের উপরেই রয়েছে, আমি তারে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তকালো প্রাণ ধারণ করিতে পারিনে, এই ছেলেটি আমার বড় "নেয়োট্" কোনোমতেই কোল ছাড়া হয় না, আপনার পদার্পণে অদ্য সে বড় সন্তুষ্ট হয়েছে।

অহঙ্কার। ও নাতি, ও ভাই। হাঁরে তোর পিতা "লোভ" ও মাতা "তৃষ্ণা" তাহারাও কি এখানে আছে?

দম্ভ। হাঁ ঠাকুরদাদা! মহারাজ মহামোহের আজ্ঞাক্রমে তাঁহারা সকলেই এখানে অবস্থান করিতেছেন।

অহঙ্কার। হে ভাই! ব্যাপার-খানা কি? মহামোহের নাকি অতিশয় অমঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা হইতেছে? আমি তাহা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্ধান লইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। মহারাজ এখন কোথায়! কিরূপ অবস্থায় আছেন? কি কি অনুষ্ঠান করিতেছেন?

দম্ভ। দাদা মহাশয়! আমারদিগের কুলসংহারে-উদ্যত-বিবেক এই বারাণসীতেই বাস করিয়া বিদ্যা এবং প্রবোধের জন্ম-প্রদান করিবে, তাহার অনুষ্ঠান করিতেছে, সে এরূপ নিশ্চয় করিয়াছে, এই স্থান কাম-ক্রোধাধির প্রাদুর্ভাব-রহিত, ব্রহ্মপুরী, এইখানেই বাস করিয়া কৃতকার্য্য হইব।' এই সমাচার শ্রবণ করিয়া অস্মদাদির কুলস্বামি মহামোহ ইন্দ্রলোক পরিত্যাগ পুরঃসর কাশীধামে আসিয়া সর্ব্বারম্ভে বাস করিবেন। প্রভু এখানে রাজত্ব করিলে বিবেক কখনই প্রবল হইয়া তিষ্ঠিতে পারিবে না, আমরা যুদ্ধ করিয়া তাহার দল বলকে বিনাশ

করিব, তাহা হইলেই বিদ্যা ও প্রবোধের জন্ম হইতে পারিবে না। ফলে একটা ঘোরতর-ভয়ঙ্কর যুদ্ধদ্বারা অনেক কষ্ট-ভোগ করিতে হইবে।

অহঙ্কার। (আসনে বসিয়া গালে হাত দিয়া।)

পদ্য।

ওরে ভাই, ভাবি তাই, বিষম বিষয়।
এ, যে, বিষম বিষয়।
সহজ-তো নয়, বড়, সহজ-তো নয়॥
মনে হোলো ভয়, বড়, মন হোলো ভয়।
কি হয়, কি হয়, রণে, কি হয়, কি হয়॥

বিদ্যা, আর, প্রবোধের, জন্ম যদি হয়।
তবেই তো একেবারে আমাদের ক্ষয়॥
স্থানগুণে. মনে মনে, হোতেছে সংশয়।
বিপক্ষ বিনাশ করা, শক্ত অতিশয়॥
কেমনে বারণ করি, জ্ঞানের উদয়?।
এত দিনে বুঝি আর, কুল নাহি রয়॥
অতি পাপি, মহাপাপি, পাপি সমুদয়।
কাশীতে মরিলে কেহ, জন্ম নাহি লয়।।
ভবের বন্ধন তার, কাটিবে নিশ্চয়।
একেবারে মুক্ত হোয়ে, পায় জীব লয়॥
ভবভয়হর হর, ভব যারে কয়।
মনোভব যার নামে, ভয়ে পরাজয়॥
সেই ভব কাশীনাথ, সদানন্দময়।
পাপি তাপি মূঢ়জনে, সদাই সদয়॥
আপনি জীবের হোয়ে, হৃদয়ে উদয়।
"তত্ত্বমসী" মন্ত্র দেন, মরণ সময়॥
এখানে কেমনে তবে, শত্রু করি জয়?।
ওরে ভাই, ভাবি তাই, বিষম বিষয়॥
এ, যে, বিষম বিষয়।
সহজ-তো নয়, বড়, সহজ-তো নয়।
মনে হোলো ভয়, বড় মনে হোলো ভয়।
কি হয়, কি হয়, রণে, কি হয়, কি হয়॥

দম্ভ। পদ্য।

কি ভয়, কি ভয়, দাদা, কি ভয়, কি ভয়?।
কেটা পাবে তত্ত্বমসী, মত্ত সমুদয়?॥
সকলেই প্রতিগ্রহ, করেছে স্বীকার।
বেশ্যার ভবনে করে, দিবসে বিহার॥
কামের অধীন হোয়ে, মাতিয়াছে ভোগে।
যতি করে রতি-কেলি, সুরাপান যোগে॥
লোভের অধীনে সব, মিছে কথা কয়।
হবে না হবে না, কভু, জ্ঞানের উদয়॥

(এমত সময়ে সজ্জাসদনে কলকল কলরব) মহামোহের কোন সেনা।

ওহে পুরবাসিগণ। তোমরা সাবধান হও, সাবধান হও। রাজপথ সকল পবিত্র কর, মঙ্গলাচরণ কর, আনন্দধ্বনি কর। রত্নরাজী-রাজিত-রাজসিংহাসন সকল সুগন্ধি কুসুমে ও ঘৃষ্টচন্দনে সুবাসিত কর। সমস্ত নগর সুন্দর শোভায় সুশোভিত কর, জলপ্রণালী-পুঞ্জের দ্বার সমুদয় মুক্ত কর, ভাগীরথী, অসী এবং বরুণাদি নদী হইতে সুশীতল নির্ম্মল-জল সকল গৃহেই পতিত হউক, সিংহদ্বার মনোহর মণির-দ্বারা খচিত কর। অট্টালিকার উপরিভাগে অতি উচ্চ জয়পতাকা সকল উড্ডায়মান কর, পূজ্যপাদ ভুবনেশ্বর শ্রীমন্মহামোহ আগত প্রায়, ঐ আসিতেছেন।

দম্ভ। ঠাকুরদাদা মহাশয়। মহারাজ নিকটবর্ত্তী হইলেন, চলুন্ আমরা উভয়ে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক আহ্বান করি।

অহঙ্কার। চল ভাই শীঘ্রই চল।

[তদনন্তর অহঙ্কার এবং দম্ভ উভয়েই রঙ্গভূমি হইতে নির্গত হইলেন।]

(ইতিমধ্যে মহামোহের একজন অগ্রগামী প্রবেশক উপস্থিত।)

এই আমাদের মহারাজ আসিতেছেন।

(মহারাজ মহামোহের স্বকীয় সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সমুদয় রাজসম্পত্তি সহকারে সপরিবারে রঙ্গভূমিতে আগমন)

মহামোহ*। (সভা প্রবেশ পূর্ব্বক সভ্যগণের প্রতি।)

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা। (মৃদুমৃদু হাস্যবদনে)।

রাগিণী সুহিনীবাহার। তাল মধ্যমান।

এই অখিল সংসার, ভাবিয়া অসার,
বল কি ভেবেছ সার ?।
জান না যে জীব তুমি, সব নিরাকার ॥

ধুয়া।

একাকারে ব্যাপ্ত ভব, একাকারে লুপ্ত সব,
একাকারে আমি রব, হব একাকার।
না মানিয়া একাকার, যদি মানো একাকার,
একাকারে, সে আকারে, না রহে আকার ॥১
রূপ, রস, আদি পঞ্চ, তাহাতে করিয়া তঞ্চ,
মানিছ উপাস্য-পঞ্চ**, প্রভেদ-প্রকার।
এত নহে ভ্রম অল্প, শাস্ত্রে শুনি মিছে গল্প,
মনেতে করিয়া কল্প, পূজিছ সাকার ॥ ২
অজমুণ্ড, গজমুণ্ড, চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড,
না বুঝিয়া মাথামুণ্ড, গড়িছ আকার।
মাটি, জল, সহকারে, স্বহস্তে গড়েছি যারে,
কেমনে করিব তারে অনাদি স্বীকার ? ৩
ভ্রান্ত যত পাপি নরে, স্বভাবে অভাব ধরে,
মাটিতে নিক্ষেপ করে, নানা উপচার।
কেবলি হতেছে ভ্রষ্ট, দেখে পষ্ট যত নষ্ট,
নিজ দেহে দেয় কষ্ট, থেকে অনাহার ॥৪
বঞ্চনাবৃক্ষের বীজ, প্রতারক যত দ্বিজ,
কেবল শিখেছে নিজ, আহার বিহার।
নিজতত্ত্বে বোধশূন্য, স্বভাবত অতি ক্ষুণ্ণ,
উপবাসে কোথা পুণ্য, ওরে দুরাচার ? ॥ ৫
হোয়ে তুমি ভ্রমলব্ধ কখনো, বা, রহ স্তব্ধ
কখনো বা মানো শব্দ, কভু বর্ণাকার।
কোথা শব্দ+,কোথা কর্ণ,কোথা চক্ষু কোথা বর্ণ+,
সে বর্ণ বিবর্ণ শুধু, মনেরি বিকার ॥ ৬
যদি বল বিভু "বীজ," বল কোথা তার বীজ,
সে বীজে কি হয় নিজ, ফলের সঞ্চার ?।
বর্ণে যোগ মিছে ইন্দু, মিছে নাদ‡ মিছে বিন্দু§
সন্তরণে মহাসিন্ধু, কিসে হবে পার ? ॥ ৭
যদি বল সত্য "বেদ," তাহে কি ঘুচিবে খেদ,
করে বেদ, ব্রহ্ম-ভেদ, লিখিয়া ওঁকার ॥
অকার‡‡ বেদের উক্তি, সাধনে কি হয় মুক্তি,
কেমনে মানিব যুক্তি, উকার(১) মকার(২) ॥৮

---

* মহামোহ।—মনের অত্যন্ত ভ্রম।

** উপাস্যপঞ্চ গণেশ, দিনেশ, রমেশ, উমেশ, আদ্যাশক্তি ভগবতী।

ইহারদিগের উপাসক পঞ্চপ্রকার।—যাঁহারা গণেশের উপাসক, তাঁহারা "গাণপত্য" যাঁহারা সূর্য্যের উপাসক, তাঁহারা "সৌর" যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক, তাঁহারা "বৈষ্ণব" যাঁহারা শিবের উপাসক, তাঁহারা "শৈব" এবং যাঁহারা শক্তির উপাসক, তাঁহারা "শাক্ত-শব্দে" বাচ্য হয়েন।—ইহারদিগ্যেই পঞ্চপ্রকার সাকারবাদি উপাসক কহে।

+ "শব্দ।—ব্রহ্ম"। + "বর্ণ।—ব্রহ্ম"।

শব্দকে ও বর্ণ অর্থাৎ অক্ষরকে বেদে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥

‡ নাদ।—শক্তি। § বিন্দু।—ব্রহ্ম। ॥ ওঁ।—প্রণব। ব্রহ্ম।

ভগবান। শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যেতে বাহুল্যরূপ বর্ণনা করত পরিশেষ ব্রহ্মরূপে। প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ‡‡অ।—সত্বগুণি;বিষ্ণু। (১) উ।—তমগুণি রুদ্র। (২) ম।—রজগুণি ব্রহ্মা।

প্রকৃতি প্রকৃত জানি, সেই জ্ঞানে হই জ্ঞানি,
কিরূপে তাহারে মানি, দৃশ্য নাহি যার ?।
অদৃশ্য বলিব যারে, মনে কি মানিব তারে,
একাকারে নিরাকারে, হেরি নীরাকার ॥ ৯
মেনে শাস্ত্র অনুরোধ, হিতবাক্যে করে ক্রোধ,
কিছুমাত্র নাহি বোধ, আধেয় আধার।
স্বভাবের একি রিষ্টি, কার প্রতি কর দৃষ্টি,
সে কি করে এই সৃষ্টি, হোয়ে নিরাকার ?॥ ১০
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব, মূল তায় অনুভব,
নাহি এক ভবধব, বিফল বিচার।
সদা অন্ধ সহকারে, রহে অন্ধকারাগারে,
অন্ধ কি জানিতে পারে, কোথা অন্ধকার ?॥ ১১
স্নান কর গঙ্গানীরে, মর নানা দেশ ফিরে,
মিছে মিছি কেন শিরে, বহ ভ্রান্তি-ভার।
পতিতপাবনী যদি, হয় এই গঙ্গানদী,
তোমা চেয়ে কুম্ভীরাদি, বহুপুণ্যাধার ? ॥ ১২
কিসে তুমি কর ভয়, কিসে তুমি হবে লয়,
কিসে বা আচার রয়, কিসে অনাচার ?।
এই যে শরীর তব, অপবিত্র কিসে কব,
মনেতে সঞ্চিত সব মন মূলাধার ॥ ১৩
অতি চোঁসা পত্রচোসা,মণ্ডালোসা,যত ফোঁসা,
ধোবে পুষ্প, কুশী কোশা, করে কি আচার ?।
মনে মনে কি বাসনা পূজা করে শবাসনা,
বৃথা এই উপাসনা, নিজ অপকার ॥ ১৪
এই সব ভণ্ডগণ, কেবল পাবার মন,
করে শাস্ত্র বিরচন, অশেষ প্রকার।
এটা পুণ্য, এটা পাপ, বোলে দেয় নানা তাপ,
হায় ইকি মনস্তাপ, কব কারে আর ? ॥ ১৫
ইহকাল ভোগসূত্র, ভোগ ছাড়া নাহি কুত্র,
ভোগ-হেতু দারা পুত্র, যত পরিবার।
যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন নাহি ফাঁকি,
মুদিলে যুগল আঁখি, কেহ নহে কার ॥ ১৬
অতএব বাক্য ধর, দুখে কেন কাল হর,
সকলেই হবে পর, হোলে শবাকার।
যোগে দেহ অনুযোগ, সুখে কর সুখভোগ,
জীবনান্তে ভোগাভোগ, কিছু নাই আর ॥ ১৭

[অন্যদিগে মুখ করিয়া কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য পূর্ব্বক]

সঙ্গীতচ্ছলে বক্তৃতা

রাগিণী আলেয়া। তাল মধ্যমান

এই শরীর-রতন হইবে পতন।
নিজভাবে ভাবী হোয়ে, কররে যতন ॥
এই শরীর রতন, হইবে পতন।
না হইল সুখ লাভ, মনের মতন ॥

ধুয়া।

আপন আপন-রব, নিশির-স্বপন সব,
গোপন কি আছে তব, ভব-প্রকরণ।
পেয়েছ ভোগের দেহ, তার প্রতি কর স্নেহ,
পরে আর নাহি কেহ, মুদিলে নয়ন ॥
প্রকৃত প্রকৃতি-গুণ, বিকৃতি কি তাহে পুন,
আকৃতি দেখিয়া কর, সুকৃতি-সাধন।
দেহ ছাড়া আত্মা এক, নাই নাই, মিছে ভেক,
দৃষ্টিহীনে অভিষেক, কোরো না রে মন ॥
পেয়েছ উজ্জ্বল আঁখি, তার কাছে কোথা ফাঁকি
বুঝিতে কি আছে বাকী, সার বিবরণ ?।
স্বভাবে রাখিয়া দৃষ্টি, দেখ দেখি এই সৃষ্টি,
সৃষ্টিছাড়া অনাসৃষ্টি, সৃষ্টির কারণ ॥
গ্রহ, তারা, তিথি বাশি, কাল, দণ্ড,রাশি রাশি,
রীতিমত আসে যায়, করিয়া ভ্রমণ।
স্বভাবের এই ধারা, স্বভাবেতে বদ্ধ তারা,
স্বভাবে অভাব-ভাব, হয় কি কখন ?॥
এতো-নহে ভার বোঝা, সহজেই যায় বোঝা,
সোজাপথ ছেড়ে করে, কুপথে গমন।
পরলোকে স্বর্গভোগ, ভ্রমে ভোগে কর্ম্মভোগ,
করিতেছে মিছে যোগ, যত মূঢ়গণ ॥
শোন শোন নরলোক, কোথা তোর পরলোক,
অজ্ঞান-মদের ঝোঁক, প্রলাপ-বচন ?
পরকালে কর্ম্মফল, কেবল ধূর্ত্তের ছল,
আকাশ-তরুর ফল, অলীক যেমন ॥

গগনের নাহি মূল, তাতে নাহি ফোটে ফুল,
পুরাণের লেখা-ভুল, মিছে দরশন* ।
সাধে আমি বলি রূঢ়, বল্ বল্ ওরে মূঢ়,
কোথা পেলি মর্ম্ম গূঢ়, আত্মনিরূপণ ? ॥
যাহা নাই, তাই আছে, শুনেছিস্ কার কাছে,
মিছে কাচে, কাচ কাচে, মূর্খ যত জন ।
কোথা তোর দিব্যজ্ঞান,ধ্যান নয়, এ, যে, ধ্যান,
নয়নে না হয় কেন, আত্মা-দরশন ? ॥
ভ্রমে যত হবে কাল, আপনার করে কাল,
জীবনান্তে পরকাল, অলীক-কথন ।
পদ্মপাতে যথা জল, নাহি পায় বাসস্থল,
সেইরূপ ভাবি-ফল, কর্ম্মেতে ঘটন ॥
প্রকৃতির কিবে লীলে, দুগ্ধেতে অম্বল দিলে,
পরিণামে হয় যথা, দধির সৃজন !
বায়ু, বহ্নি, ধরা, জলে, পরস্পর যোগ-বলে,
স্বভাবে সেরূপ সদা, হতেছে চেতন ॥
অজ্ঞান মানব চয়, এই দেহ জড় কয়,
জড় নয়, জড় নয়, দেহ সচেতন ।
বৃহস্পতি করি যুক্তি, করেছেন এই উক্তি,
অন্ত আর নাই মুক্তি, মুক্তিই মরণ ॥
আকার প্রকার রব, সম সব, অবয়ব,
সমান জনম মৃত্যু, সমান গঠন ।
সম ছেদ, সম ভেদ, কিছু নাই, ভেদাভেদ,
সম সুখ, সম দুখ, রমণ গমন ॥
তবে কেন ভণ্ড নরে, মিছে ভেদাভেদ ধরে,
কল্পনা করিয়ে করে, বর্ণ নিরূপণ ? ।
এই বড়, এই ক্ষুদ্র, এই দ্বিজ, এই শূদ্র,
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে, ও হয় যবন ॥
সাধে আমি হই ক্রুদ্ধ, বোধরে করিয়া রুদ্ধ,
এ অশুদ্ধ, আমি শুদ্ধ, এ ভেদ কেমন ? ।

কত দূর অভিমান, অজ্ঞানের এই ভান,
কেমন পাষাণ প্রাণ, প্রেমহীন-মন ॥
অরসিক হোয়ে রসে, দ্বেষ-বশে বোলে বসে,
এ হয় পাপের অন্ন, কোরো না ভোজন ।
না খেলে তো নাহি ত্রাণ, খেলে পরে থাকেপ্রাণ,
দেহে করি বল দান, বাঁচায় জীবন ॥
নরাধম কর্ম্মচেটো, হেন "অন্ন" বলে এঁটো,
ব্রহ্মরূপে করে যেই, জীবের পালন ।
দুঃখে বহে চক্ষে ধারা হোয়ে সবে ভেদহারা,
বলে এই পরদারা, কোরো না হরণ ॥
পর-বোধ আছে যার, নেই ভাবে পরদার,
পর নহে কেহ কার, সকলি আপন ।
সকলেরি এক গতি, সকলেরি এক মতি,
সকলেরি মনে রতি, সহিত মদন ॥
পরস্পর নহে পর, স্বভাবের অনুচর,
স্বভাবে অভাব যার, সে করে বারণ ।
ভোগে ভেদ যদি রবে, পশু, পাখি, সবে ভবে,
স্বেচ্ছামত কেন তবে, করিবে গমন ? ॥
খাঁটি নহে কারো মন, প্রেম অন্ধ যত জন,
বলে এই পরধন, কোরো না গ্রহণ ।
পাগলেরা এই কথা, বলিতেছে যথা তথা,
বাচাল হইয়া করে, শাস্ত্র-আলাপন ॥
প্রাণে আর নাহি সয়, দিলে সত্য পরিচয়,
পাগলে পাগলে কয়, একি কুলক্ষণ ? ।
নাস্তিকে নাস্তিক ভাষে, শুনিয়া প্রকৃতি হাসে,
তাহারা আস্তিক যদি, নাস্তিক কেমন ? ॥
জয় জয় বৃহস্পতি, চার্ব্বাক-চরণে নতি,
বৌদ্ধমত সত্য অতি, শাস্ত্র-সনাতন ।
অদৃশ্য পদার্থবাদী, প্রতারক মিথ্যাবাদী,
হেরিব না, হেরিব না, তাদের বদন ॥

(আর একদিগে মুখ করিয়া খল্ খল্ শব্দে হাসিতে হাসিতে ভঙ্গিমা দ্বারা)

হাঃ—হাঃ—হাঃ—এরা কে গঙ্গার ধারে ? এতো বড় হাসির ব্যাপার ! হাঁরে ও আঙুল্ নেড়ে কি ভেঙাচ্চে ? বিড়ির বিড়ির কি ঘেঙাচ্ছে । আরে ঐ ফুলের বাড়ী কি ঠেঙাচ্ছে ? এই বিটুলে মাটি নিয়ে কি গোড়্চ্ছে ? ওখানে ও কি পোড়্চ্চে ? ভিড়িং ভিড়িং ধিড়িং ধিড়িং পিড়িং পিড়িং এরা কি সেতার বাজাচ্ছে ?

---

* দরশন ।—দর্শন ।—ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি ষড় দর্শন

রোহিণী। পয়ার।

হায় হায়, হায়, এরা ঘোর পাপযুক্ত।
ভ্রান্তিরূপ পাশ হোতে, কিসে হবে মুক্ত ?॥
হতবুদ্ধি যত জন্তু একদল ভুক্ত।
নাহি জানে সার শাস্ত্র, বৃহস্পতি উক্ত॥
হায় আমি বেণাবনে. কেন ফেলি মুক্ত ?।
থাকিতে পায়স, পিঠে, খেয়ে মরে সুক্ত॥

(আর একদিগে নিরীকণ করিয়া শ্লাঘাপূর্বক)। মোহিনীচ্ছন্দ।

অকাট্য আমার কথা, কার সাধ্য কাটে রে ?।
আমার নিকটে কার, জারিজুরি খাটে রে ?॥
সমুখ বিচার যুদ্ধে, কে আমারে আঁটে রে ?॥
প্রমাণের বাণ দেখে, সকলেই ঘাঁটে রে॥
মিছে ধর্ম্ম, মিছে মর্ম্ম, কর্ম্মফেন চাটে রে ?।
কখনো কি ফল হয় রসহীন কাটে রে ?॥
বঞ্চক বামুন-গুলা ফেরে কত ঠাটে রে।
দিয়েছে ভোগের ভাগা, ভোগারূপ হাটে রে.॥
বাচালতা কোরে শুধু ফেরে মালসাটে রে ?॥
সকলে সেজেছে শঙ, নাটুয়ার নাটে রে॥
সত্যপথে কেহ আর, ভ্রমে নাহি হাঁটে রে।
তৃষ্ণাদোষে নাবিয়াছে, মিথ্যানদী ঘাটে রে॥
মরুক্ চরুক্ গরু আশারূপ মাটে রে।
সুখে আমি রাজ্য করি বোসে রাজপাটে রে॥

(কলি এবং শিষ্যের সহিত চার্ব্বাকের রঙ্গভূমিতে আগমন)

চার্ব্বাক *। (সভামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সকলকে তুচ্ছ করিয়া অতি উচ্চরবে বক্তৃতা)

হিল্লোলচ্ছন্দ।

ধর্ম্মপথে হোয় চোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর,
নয়নের অগোচরে, নাই কিছু নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই যোগে দেহ যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ, নাই কিছু. নাই কিছু॥
শরীরের মাঝে শূন্য, ইথে কেন হও ক্ষুন্ন,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য নাই কিছু নাই কিছু।
ভ্রমে কর কার সেবা, তোমার উপাস্য কেবা,
শাস্ত্রমতে দেবী দেবা, নাই কিছু, নাই কিছু॥
ধর্ম্ম বল কিসে বল, কর্ম্মবীজে শর্ম্মফল,
পরে আর ফলাফল, নাই কিছু, নাই কিছু।
তন্ত্র নিজে পাপ-তন্ত্র মূল মাত্র নিজ-যন্ত্র,
জপ, হোম, পূজা মন্ত্র, নাই কিছু নাই কিছু॥
মনে কেন রাখ খেদ, ভণ্ড লোকে মানে বেদ,
আত্মমতে ভেদাভেদ, নাই কিছু, নাই কিছু॥

বীরবিলাসিনীচ্ছন্দ।

সমুদয় এই বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদয় হে,
বস্তু সমুদয়।
এই ভব ভোগ্য তব, ভোগে কেন পরাভব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে,
স্বভাবেই হয়॥
সকলি স্বভাব-অংশ, স্বভাবে সকলি ধ্বংস,
সমুদ্রের বিম্ব যথা,সমুদ্রেই লয় হে,
সমুদ্রেই লয়।
ঋতু, মাস, তিথি বার, আসে যায় বারবার,
স্বভাবের পরিবার, স্বভাবে উদয় হে,
স্বভাবে উদয়॥
রবি আর শশধর, স্বভাবত নিরন্তর,
স্বভাবের চক্ষু হোয়ে, করে আলোময় হে,
করে আলোময়।
বহ্নি, বারি, ধরা, জল, শস্য, বীজ, বৃক্ষ, ফল,
ভোগের কারণ সব, সুখের আলয় হে,
সুখের আলয়॥
নয়নের অগোচর, আছে এক সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য, ছাড়া বিশ্ব, বল কোথা রয় হে,
বল কোথা রয় ?।
কি কহিব আহা আহা, কেমনে মানিব তাহা,
আঁখির অদৃশ্য যাহা, কিছু কিছু নয় হে,
কিছু কিছু নয়॥

---

* চার্ব্বাক—নাস্তিকবিশেষঃ।

কলেবর মনোহর, কেবল ভোগের ঘর,
সেই কর্ম্ম সদা কর, যাহে সুখোদয় হে,
যাহে সুখোদয়।

পদে পদে পরিতাপ, প্রাণ যায় বাপ্‌বাপ,
আহার-বিহারে পাপ, পাপিলোকে কয় হে,
পাপিলোকে কয়॥

যত সব বুদ্ধিমোটা, কপাল জুড়িয়া ফোঁটা,
সুখপথে মেরে খোঁটা, দুঃখ বোঝা-বয় হে,
দুঃখ বোঝা বয়।

ইন্দ্রিয়ের রেখে মর্ম্ম, সাধন করিব কর্ম্ম,
দূর্ দূর্ দূর্ ধর্ম্ম, তারে কিসে ভয় হে, ?
তারে কিসে ভয় ?॥

শাস্ত্রকার ভাঁড় যত, লিখিয়াছে নানামত,
তাদের অলীক-মত, প্রাণে নাহি সয় হে,
প্রাণে নাহি সয়।

করি যোগ গাত্রে গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে,
যুগ্মভাবে পাত্রে পাত্রে, পূর্ণানন্দময় হে,
পূর্ণানন্দময়॥

সমভাব সব অঙ্গে, সমভাব সব সঙ্গে,
রসাভাস রস-রঙ্গে কর কালক্ষয় হে,
কর কালক্ষয়।

চুরি নয়, হত্যা নয়, অধিকন্তু, সুখ হয়,
ইথে যারা পাপ কয়, তারা দুরাশয় হে,
তারা দুরাশয়।

ভেদজ্ঞান মহারোগ, কেবলি পাপের ভোগ,
ইচ্ছামতে কর ভোগ, মনে যাহা লয় হে,
মনে যাহা লয়॥

বিবেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদি,
ছেড়ে রব, ক্রমে সব, কর পরাজয় হে,
কর পরাজয়।

ফুটিল মানসকলি, মোহিত আনন্দ-অলি,
কলিযুগে মহাবলী, মহামোহ জয় হে,
মহামোহ জয়॥

চার্ব্বাকের শিষ্য। (সংশয়চ্ছেদনার্থ গুরুর প্রতি প্রস্তাব)

হে গুরো! যথার্থ শাস্ত্র বলিয়া কাহাকে মান্য করিব? এবং কিরূপ আচার করিয়া জীবনযাত্রা যাপন করিব? যদি অভিলষিত-দ্রব্য ভোজন ও পান এবং স্বেচ্ছানুরূপ-কর্ম্ম-দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করাই পরমার্থ হয়, তবে এই সমস্ত তীর্থবাসি জনেরা কেন এতকাল সাংসারিক-সুখ পরিহার পুরঃসর শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুদিগের ঘোরতর যাতনা সহ্য করত পরাকাদি* ব্রত দ্বারা এত কষ্টে এত দুঃখে সময়, দেহ, এবং আয়ু-ক্ষয় করিতেছে? ইহারা তাবতেই কহিতেছে, এই সংসার কেবল অসার, দুঃখের আধার, ইহাতে সুখমাত্রই নাই।—এই সাংসারিক সুখ সর্ব্বতোভাবেই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সংসারাসক্ত জীব ইন্দ্রিয়ের অধীন, বিষয়-ভোগানুরাগ-বশতঃ পাপ সঞ্চয় করে, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারে না, মরণান্তে নারকী হইয়া পাপের দণ্ড ভোগ করে ইত্যাদি।

চার্ব্বাক। হে বাপু! তুমি কি জান না, অর্থশাস্ত্রই যথার্থ শাস্ত্র, অর্থকরী-বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা, ইতিহাসাদি যে শাস্ত্র, তাহার অনুরূপ অন্তর্গত মাত্র। বেদাদি শাস্ত্র সকল শাস্ত্রই নহে। শুদ্ধ প্রবঞ্চনা, ছলনা, চাতুর্য্য ও মিথ্যাবাক্যে পরিপূর্ণ, প্রলাপিদিগের প্রলাপ মাত্র। দুর্জ্জন বঞ্চকেরা আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপন ও প্রবঞ্চনা-পূর্ব্বক অর্থ-সংগ্রহ করণ কারণ কতকগুলীন অর্থহীন প্রমাণ-হীন আকাশভেদি বচন রচন করিয়া নিরন্তর অবোধ-লোকদিগ্যে বঞ্চনা করিতেছে, এবং আপনারা আত্মদোষ প্রত্যহই প্রত্যক্ষ-সুখে বঞ্চিত হইতেছে। হে বৎস! দেখ, ইহারদিগের একখানি দোষ নহে, ইহারা বঞ্চক, মিথ্যাবাদি, ভ্রান্ত এবং মূর্খ। মুক্তি কাহাকে বলে তাহা জানে না, মৃত্যুর নামি মুক্তি, মুক্তি আর একটা স্বতন্ত্র গাছের ফল নহে।

* পরাক—প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ, যাহাতে দ্বাদশ দিন উপবাস করিতে হয়।

কি ভ্রান্তি! কি চাতুরী! ইহারা মিথ্যারূপে মৃত-ব্যক্তির প্রেতত্ব কল্পনা করে। এক মুখে দুই কথা কয়, একবার বলে কাশীতে মরিলেই মুক্তি হয়, গঙ্গায় মরিলেই মুক্তি হয়, আবার চমৎকার দেখ, যাহারা এই বারাণসীধামে প্রাণত্যাগ করিতেছে, গঙ্গার-তীরে নীরে দেহ পরিহার করিতেছে, তাহারদিগেরি প্রেত বলিতেছে, শ্রাদ্ধ তর্পণ বিধান করিতেছে। ধূর্ত্তেরা এক বিষয়েই দুই প্রকার প্রমাদের কথা উল্লেখ করে, অতএব ইহারদের কথা কি শুনিতে আছে? এই মিথ্যা কথায় কি কাণ দিতে আছে?

পয়ার।

যাগ করে, ব্রত করে, ক্রিয়া করে যত।
মিছে ভ্রমে, মিছে শ্রমে, আয়ু করে গত॥
কর্ত্তা, ক্রিয়া, দ্রব্যের, হইলে পরে নাশ।
যাগকারকের যদি, হয় স্বর্গবাস॥
দাবানলে দগ্ধ হয়, তরু যে সকল।
সে সকল গাছে তবে, হোতে পারে ফল॥
পোড়া গাছে ফল যদি, সম্ভাবনা হয়।
এদের কথায় তবে, করিব প্রত্যয়॥
মৃতজনে জল দেয়, দেয় অন্ন গ্রাস।
মরা গরু কখনো কি, খেয়ে থাকে ঘাস?॥
মৃতনর তৃপ্ত হয়, তর্পণের জলে।
তেল পেলে নেবা দীপ, কেন নাহি জ্বলে?॥
কুহকী জনের মনে, কি কুহক আছে।
একেবারে জগতেরে, অন্ধ করিয়াছে॥
যে বিদ্যায় নাহি হয়, অর্থ উপার্জ্জন।
যে বিদ্যায় নাহি হয়, সুখের সাধন॥
যে শাস্ত্রের কথা নহে, বিশ্বাসের স্থল।
যুক্তি সহ যোগ করি, নাহি দেখি ফল॥
এলোমেলো লিখিয়াছে, যা এসেছে মনে।
সে লেখা, প্রমাণ আমি, করিব কেমনে?॥
ওরে বাপু প্রাণাধিক, স্থির জেনো এই।
শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র নয়, বিদ্যা নয় সেই॥
বঞ্চকেরা বাঁধিয়াছে, বঞ্চনার গুণে।
ভ্রান্ত লোকে ভুলিয়াছে, ফলশ্রুতি শুনে॥
ভুলিয়া মিষ্টের লোভে, শিশু যে প্রকার।
আশার অধীনে হয়, অধীন পিতার॥
ভাবি-স্বর্গভোগ রূপ,
সন্দেশের লোভে।
যত নব মূর্খ লোক, মরিতেছে ক্ষোভে॥
ক্রিয়াকাণ্ড-রত যত, সার বস্তুহীন।
আশায় হতেছে সবে, শঠের অধীন॥
সংসারেতে দুঃখ আছে, করিব স্বীকার।
বিনা দুখে সুখভোগ হোয়ে থাকে কার?॥
আপনার হিতবোধ, মনে আছে যার।
সে কি কভু ছেড়ে থাকে, সুখের সংসার?॥
জগতের গূঢ় ভাব, কে জানিবে স্থির।
সুখ ধনে ভরা আছে, ভিতর বাহির॥
সমুদ্রের জল দেখ, স্বভাবে লবণ।
মথন করিলে হয়, অমৃত সৃজন॥
"টক" বোলে দধি কেন, ফেলে দিতে যাবে?
এখনি মথন কর, ননী ঘৃত, পাবে॥
ধান নিয়ে দেখ বাবা, হাতের উপরে।
তণ্ডুল রয়েছে তার, তুষের ভিতরে॥
তুষ, বোলে কেন তারে, ফেলে দিতে যাবে?।
ধান-ভেনে, চাল লও, কত সুখ পাবে॥
চিরকাল প্রিয় যেই, প্রিয় সেই রয়।
ক্ষুদ্র-দোষে কখনো কি, অপ্রিয় সে হয়?॥
নানা দোষে দেহ হোলে দোষের আধার।
এই দেহ কবে বল, প্রিয় নয় কার?॥
রসনারে করে সদা, দশন আঘাত।
নোড়া দিয়ে কোন্‌কালে, কে ভেঙেছে দাঁত।
ছারখার করে অগ্নি, পোড়াইয়া ঘর।
সে আগুণে, কবে কেবা, করে অনাদর?॥
ভূমি নাশ করে জল, বিস্তারিয়া ঢেউ।
সে জলের অনাদর নাহি করে কেউ॥
কিছু দুঃখ আছে বোলে, শুন ওরে বাবা।
যেজন সংসার ছাড়ে, হাবা, সেই হাবা॥
ইচ্ছামত সুখভোগ, আহার বিহার।
তার চেয়ে পরমার্থ, কিছু নাই আর॥
বোধহীন মূঢ় যারা, বদ্ধ ভ্রমজালে।

এ সুখ কি ভোগ হয়, তাদের কপালে ? ॥
শরীর শোষণ করে, রবির কিরণে।
ঘরে ঘরে ভিক্ষ. করে, পেটের কারণে ॥
উপবাসে ভোগ করে, কঠোর যাতনা।
মোক্ষের সাধনা নয়, দুঃখের সাধনা ॥
তপস্যায় জোলে পুড়ে, পাপে ভোগে দুখ।
মোরে গেলে ফুরাইল, কবে পাবে সুখ ? ॥
বাপু রে প্রত্যক্ষ দেখ তপস্যার ফল।
আত্মঘাতি হোয়ে মরে, পাষণ্ডের দল ॥
স্বেচ্ছামত ভোগ করি, আমরা সকলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ, কারে আর বলে ? ॥

(সন্ন্যাসী দেখিয়া।)

বল-হে সন্ন্যাসি, তুমি, কি কাজ করেছ ?।
বগলে ভিক্ষার ঝুলি, কি হেতু ধরেছ ? ॥
ঘরে ঘরে ফেরো যদি, ঘর-ছাড়া হোয়ে।
ঘর ছেড়ে, কিবা ফল, থাকো ঘর লোয়ে ? ॥
পেট্ নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি গুণো হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর, কাজ্ কিরে বাপু ? ॥
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে, ফিরিতে না হয়।
অনাহারে, দেহ যদি, সমভাবে রয় ॥
তবে তো তপস্যা জানি, মানি তোর ক্রিয়া।
সকলেই ঘুরিতেছে, পোড়া পেট নিয়া ॥
সেই যদি খেতে হোলো, অন্ন আর জল।
বল্ বল্ বল্ তবে, সন্ন্যাসে কি ফল ? ॥
দেহ আছে খেটে খেয়ে, ভোগ কর ক্রিয়া।
কারো কাছে চেঁচায়ো না, পেটে হাত দিয়া ॥

(দণ্ডিদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।)

ওরে ভণ্ড, হাতে দণ্ড, এ কেমন রোগ ?।
দণ্ডে দণ্ডে, নিজ দণ্ডে, দণ্ড কর ভোগ ? ॥
নিজ হাতে, নিজ পিণ্ড, করিয়া গ্রহণ।
লণ্ডভণ্ড হোয়ে মরো, কাণ্ড এ কেমন ? ॥
মুক্তি মুক্তি, করিতেছ, যত নারী নরে।
কথায় বসায়ে হাট, বেচা, কেনা করে ॥
কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাই কাণ ॥
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি, কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই ॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ।
ভূতে ভূত মিশাইয়ে হয় অপ্রকাশ ॥
অবিনাশী, শূন্য এই, স্বভাবেই রয়।
বল তবে, এ জগতে, মুক্তি কার হয় ? ॥
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ, আর সব শূন্য।
বল্ বল্, কোথা পাপ, কোথা তবে পুণ্য ? ॥

মহামোহ। (আত্ম-মনোগত বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক।)

আহা, আহা! এখানে কোন্ সাধু ব্যক্তির আগমন হইয়াছে? সাধু সাধু, ধন্য ধন্য, এ মহাত্মা কে রে ? চিরকালের-পর অদ্য আমি যথার্থরূপে সুখী হইলাম। ওরে এমন্ সত্যবাদী, সুধাভাষী-পবিত্রচিত্ত সদানন্দময় সংশয়চ্ছেদক মহাপুরুষ কি আছে রে ? মরি মরি! আহা আহা! ওহে কে তুমি ? কে তুমি ? আমার মনের অন্ধকারকে হরণ করিলে। আহা, আমার কর্ণপথে কি সুমধুর অমৃত-বৃষ্টি হইতেছে! কি আনন্দ, কি আনন্দ! (আহ্লাদে গদগদ হইয়া দৃষ্টি পূর্ব্বক)

আরে, এই যে, দেখি।—ইনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম-পরম-সুহৃৎ চার্ব্বাক। না হবে কেন ? ওরে চার্ব্বাক-রে—চার্ব্বাক।

চার্ব্বাক। (অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে) হাঁ—ইনি বিশ্বপূজ্য মহারাজ মহামোহ। ভাল ভাল, বড় সুখের দিন, যাই তবে নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া।)

মহারাজের জয় হউক্, জয় হউক্, শত্রু সব ক্ষয় হউক্, ক্ষয় হউক্। তাদের মনে ভয় হউক্, ভয় হউক্, ভয় হউক্, কালের কোলে লয় হউক্, লয় হউক্। এই সমুদয়, একাকারময় হউক, একাকারময় হউক। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করণে উদ্যত।)

মহামোহ। এসো এসো, চার্ব্বাক এসো, প্রাণের ভাই এসো, এই আসনে বোসো বোসো, এত ব্যস্ত কেন? রোসো রোসো, আগে কোলাকুলিটি করি। (কোলাকুলি।)

মহামোহ। বোসো ভাই বোসো,—কেমন তোমার মঙ্গল্ তো!

চার্ব্বাক। শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল। মহারাজ আপনার শিষ্যানুশিষ্য, দাসানুদাস কালশ্রেষ্ঠ কালরাজ কলি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এবং আপনার ভুবনপূজ্য শ্রীপাদপদ্মে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পবিত্র হইবার জন্য এই আমার সঙ্গেই আসিয়াছেন।

মহামোহ। কই কলি কই? এসো এসো, এসো বাপু, এসো এসো, কল্যাণ্ হোক, কল্যাণ হোক্, দেখি বাপু, মুখ্ খানি দেখি,—এই, যে, বড় হয়েছ, তোমাকে আমি "হামাগুড়ি" দিতে দেখে ছিলাম, তখন এক একবার হাঁটি হাঁটি পা-পা করিতে। এখন তোমার গোঁপের রেখা দিয়েছে। ভাল ভাল, তবে এ দিগের কি পর্য্যন্ত হয়েছে, বল দেখি। তীর্থের সংবাদ কি? এখনো কি বেদ-বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মে লোকের বিশ্বাস আছে?

কলি। প্রভু। প্রণাম করি, অদ্য শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম! মহাশয় আমার কার্য্য ও পরাক্রম প্রত্যহই প্রতিক্ষণে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন। হে মহারাজ! আমরা কেবল উপলক্ষ মাত্র, সকলি আপনার কটাক্ষের প্রভাব। পদযুগের মহিমাতেই সকলি হইতেছে। আর কি নিবেদন করিব? (মহারাজের মঙ্গল প্রার্থনা)

যে স্বভাব পৃথিবী উজ্জ্বলকারি গগনবিহারি—ধ্বান্তহারি-সূর্য্যদেবকে দীপ্তমান করিতেছেন।—যে স্বভাব রজনীতে নক্ষত্র-মণ্ডলমণ্ডিত অতি চিত্র চিত্র মণ্ডলে চন্দ্রের উদয় করিয়া আমারদিগের হৃদয়-কুমুদ প্রফুল্ল করিতেছেন।—যে স্বভাব গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরদ, হিম, শিশির, বসন্ত, এই সুখময় ছয় ঋতুকে আমাদিগের ভোগের নিমিত্ত সৃজন করিতেছেন।—যে স্বভাব বহুবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য-পানীয় প্রদান পূর্ব্বক অস্মদাদিকে সমূহ সুখে সুখি করিতেছেন. আর যে স্বভাব পুরুষের কামকেলি-সুখসম্ভোগার্থে সর্ব্ব দুঃখসংহারিণী সাক্ষাৎ-মোক্ষবিধায়িনী —সর্ব্বমনোমোহিনী—রতিরসবিলাসিনী কোমলাঙ্গী কুটিলাক্ষী—কামিনী-কদম্বের সৃষ্টি করিয়া তাহারদিগের বিমল বদনে কেশাবলী প্রদান করেন নাই, সেই স্বভাব অনুকূল হইয়া সততই মহারাজের মঙ্গল বিধান করুন।

আমাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ বিবেচনা করিবেন না, আমি বয়সে বালক বটি, কিন্তু কার্য্যে অত্যন্তই প্রবীণ। (সভাস্থ সকলের প্রতি)

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

স্বেচ্ছাময়-মন তুমি, জগতের ভূপ!
আপন স্বরূপ তুমি, আপন স্বরূপ॥
লোক সব মিছে ভ্রমে, সংসার-কাননে ভ্রমে,
নাহি দেখে কোনোক্রমে, নিজ নিজ রূপ:
নানা-ভাবে ভাব হরে, অভাবের ভাব ধরে,
বিরূপ স্বভাবে করে, স্বভাবে বিরূপ॥
সুখে নাহি কাল বঞ্চে, পড়িয়া বিষম-তঞ্চে,
রূপ, রস, আদি পঞ্চে, ভাবে নানা রূপ।
আত্মহিতে যত কর্ম্ম, সেই মাত্র মূল-ধর্ম্ম,
কি কব তাহার মর্ম্ম, অতি অপরূপ॥
হোয়ে মন অনুকূল, ঘুচাও মনের ভুল,
দেখাও সহজ ভাব, স্বভাব অনুপ।
আর কত দিনে সবে, এক রবে এক কবে,
এক ভাবে এই ভবে, হবে এক-রূপ॥
আত্মহিতে হবে রত, সবে মাত্র এক মত,
না থাকিবে মতামত, ইচ্ছা-অনুরূপ।
ভিন্ন-ভাব যারা ধরে, নানা পথে ঘুরে মরে,
আপন নাশের তরে, নিজে খোঁড়ে কূপ।

না চিনিয়া ভাল মন্দ, যত অন্ধ করে দ্বন্দ্ব,
নাশিতে তাদের ধন্ধ, বুঝাব কিরূপ ?॥
কাশীবাসি ওরে জীব, শিবময় মনোশিব,
শিবরূপে না পূজিয়ে, পূজিস্ কিরূপ ?।
বঞ্চনা-মদের ঘোর, বাড়িয়াছে বড় জোর,
করিস্ কি মিছে শোর, চুপ চুপ চুপ ॥

ষষ্ঠপদীচ্ছন্দ।

প্রকাশ করিয়া মর্ম্ম, কারে বলি নিজ-কর্ম্ম,
কোথায় সে খোঁড়া ধর্ম্ম, শুকায়েছে অস্থিচর্ম্ম,
সকলেই পেয়ে শর্ম্ম, মম বশ হয়েছে।
কোথা বেদ, কোথা তন্ত্র, আমার স্বতন্ত্র তন্ত্র,
কুহক-কলের যন্ত্র, গূঢ়-বীজ মহামন্ত্র,
ছেড়ে সব গুরুমন্ত্র, মম মন্ত্র লয়েছে ॥
বাঁকি কিছু নাহি আর, করিয়াছি একাকার,
আমারি তো অধিকার, পলায়েছে দেশাচার,
পাপ-বোধ আছে কার, ক্রমে সব সয়েছে।
হইয়া বিষম ওজা, মারিয়া কালের গোঁজা,
বাঁকারে করেছি সোজা,নাহি আর ভার বোঝা
সকলেই হোয়ে সোজা, শিরে বোঝা বয়েছে॥
যে কিঞ্চিৎ আছে বাঁকি, আর কি অপেক্ষা রাখি
ঘরে ঘরে বাঁকাবাঁকী, কোথায় রহিবে ফাঁকি,
ওড়াবে সত্যের চাকি, ছোঁড়াগুলো কয়েছে।
অগতির আমি গতি, আজ্ঞাধীন কাম, রতি,
কেহ আর নাহি সতী, বিধবা পেয়েছে পতি,
মাচ মাংস খেতে আর, বাকি নাহি রয়েছে॥

ঈশ্বর তো আর নেই, কেটেছি ভ্রমের খেই,
নাস্তিকের রাজা যেই, কলির ঈশ্বর সেই,
আমার প্রভাবে সবে, নব-মত ধরেছে।
নাহি ভেদ পাত্রাপাত্র, জাতি, ধর্ম্ম, এক-মাত্র,
পবিত্র সবার গাত্র, একমতে শিষ্য-ছাত্র,
ছেড়ে গোত্র যত্নতন্ত্র, একছত্র করেছে॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কত, অধ্যাপক শত শত,
হোয়ে অতি অনুরত, এ মতে দিয়েছে মত,
জনমের মত তারা, পূর্ব্ববত হরেছে।
মিছে ধর্ম্মে নাহি খাটে, নাহি নাচে মিছেনাটে,
মিছেপথে নাহি হাঁটে, জল খায় এক-ঘাটে,
এক ঠাটে এক পাটে, এক মাঠে চরেছে॥
সবাই টাকার বশ, টাকাতেই যত রস;
টাকা যার তার যশ, ব্যাপ্ত হয় দিক্ দশ,
ধনরূপ-মদ-গন্ধে, ত্রিভুবন ভরেছে।
পদ গেলে বাঁচা ভার, টাকা কোথা পাবে আর
মারা যাবে পরিবার, হাহাকার হবে সার,
সাধে কি পণ্ডিত-গুলো লোভজ্বরে জ্বরেছে॥
গোটা কত মোটা শুঁড়ি, যেন কাঁঠালের শুঁড়ি
নাহি আর বলে থুড়ি, কেবল মারিছে তুড়ি,
কত বুড়ী, কত ছুঁড়ী, শাঁকা চূড়ী পরেছে।
জাতি, কুল পরিচ্ছেদ, কিঞ্চিৎ যা ছিল, ভেদ,
সে ভেদ করেছি ছেদ, কারো মনে নাহি খেদ,
নিজ নিজ ইচ্ছামত, মত সবে ধরেছে॥
শুঁড়ি, হাড়ি, ডোম মুচি, অশুচি হয়েছে শুচি,
পাইলে রূপার কুচি, অল্পেতে সবার রুচি,
পাতের প্রসাদ খেয়ে, কত লোক তরেছে।
কুল, শীল, জাতি মানে, যাদের সবাই মানে,
মত্ত ছিল অভিমানে, এখন ধনির স্থানে,
পদানত হোয়ে কত, চোখে জল ঝরেছে॥
দেখ দেখ, মহারাজ, আমার কেমন কাজ,
করিয়া সমর সাজ, মেরেছি এমন বাজ,
সকাম নিষ্কাম কর্ম্ম, সেই বাজে মরেছে।
তোমার বিপক্ষ যারা, আমার প্রতাপে তারা,
সকলেই বলহারা, ভয়েতে হতেছে সারা,
বিবেক, বৈরাগ্য, আদি, কোন্ দেশে সরেছে॥

এমন্ কি হবে কুত্র, কেমন তুলেছি সূত্র,
চাঁড়ালে ধরিয়ে সূত্র, হয়েছে ব্রাহ্মণপুত্র,
কিরূপ সাহস দেখ, কত বাড়্ বেড়েছে।
নিজ বল প্রকাশিয়া, করিছে অদ্ভুত ক্রিয়া,
বাজারের বেশ্যা নিয়া, দারা-পরিচয় দিয়া,
জারজাত ছেলে মেয়ে, ঘরকান্না কেড়েছে॥
সঙ্গ-দোষে পরস্পর, মজিতেছে কত ঘর,
যে সব আমার চর, তাহারাই সাধু নর,

জেতের বিপক্ষ সবে, কোসে বাড়্ ঝেড়েছে।
হাটে ভাঁড়্ ভেঙে ভাঁড়, হতেছে ধর্ম্মের ষাঁড়্,
গৃহিণী হয়েছে রাঁড়্, কার সাধ্য করে আড়্,
নিজ নিজ মতে এনে, অনেকেরে পড়েছে॥
আগে যারা ছিল খাঁটি, ক্রমে তারা হয় মাটি,
যত করে আঁটাআঁটি, তত হয় কাটাকাটি,
কাটাকাটি কোরে সবে, এক গাড়ে গেড়েছে।
হয়েছে সকল শেষ, নির্ম্মল করেছি দেশ,
প্রায় নাই দ্বেষাদ্বেষ, যাহা আছে অবশেষ,
পালাই পালাই ডাক; তারা সব ছেড়েছে॥

বিনোদিনীচ্ছন্দ।

দেখ-হে কেমন মজা, কেমন তুলেছি ধ্বজা,
যত সব কর্ত্তাভজা, একছত্রে খেতেছে।
সকলেরি মন-শাদা, পরস্পর, দিদী দাদা,
মেলায় ঢুকিয়া দেখি, মেয়ে, মদ্দে, মেতেছে॥
মেলা-মাঝে মেলামেলি, লুকাচুরি, খেলাখেলি
গায় গায় ঠেলাঠেলি, কলাপাত পেতেছে।
যবনান্ন যারা খায়, তাহারাই পুনরায়
শ্রাদ্ধ-বাড়ী খেয়ে লাড়ু, থালা গাড়ু পেতেছে॥
আমার স্বভক্ত যারা, প্রবল হইয়া তারা,
কার্য্য-বলে শত্রুদলে, ঘাঁতে ঘাঁতে ঘেঁতেছে।
আগে যারা ছিল বোড়া, এখন হয়েছে ঢোঁড়া,
পোড়ামুখ পুড়িয়াছে, সকলেই চেতেছে॥

অবোধ হিঁদুর নারী, ব্রত ধর্ম্মে ভক্তি ভারি,
কেমনে করিবে বশ, সেই ভয়ে টুটেছে।
শিখিছে বিলিতি ভাষা,
বালিকার বাড়ে আশা
বই হাতে উঠে প্রাতে, বিদ্যালয়ে ছুটেছে॥
তত আর নহে কুনো, সাহস বেড়েছে দুনো,
পুরুষের স্বাধীনতা, সুখ, তারা লুটেছে।
ভূগোল পড়েছে যারা, জেনেছে সৃষ্টির ধারা,
ভেঙেছে মনের ভ্রম, সূর্য্যঅর্ঘ্য উঠেছে॥
বিধবারা আগে যারা, ধরিয়া প্রাচীন ধারা,
শিব গোড়ে, পূজা কোরে, কত মাথা কুটেছে॥
এখন আমার ডরে, সিঁতেয় সিন্দুর পরে,
শাঁকা খাড়ু হাতে নিয়ে, এক দলে জুটেছে॥
প্রথমেতে কাণাকাণি, কিছু কিছু জানাজানি,
শেষে কোরে থানাথানি, দেশ ঘুঁটেছে।
এই তো কলির সন্ধ্যা, পুত্রবতী হবে বন্ধ্যা,
ফলাবো অশেষ ফল, ফুল সবে ফুটেছে॥

ছুঁড়ীগুলো ছেলে-বেলা, নাহি করে ছেলেখেলা
পাকা পাকা কথা কয়, মন সব খুলেছে।
দেখিলাম ঘরে ঘরে, পূর্ব্বভাব নাহি ধরে,
সাজ্ সেঁজোতির্ ব্রত, সকলেই ভুলেছে॥
বেঁকে বেঁকে পথ হাঁটে,
তেড়া কোরে সিঁতি কাটে,
গরবিনী হোয়ে সব, গরবেতে ফুলেছে।
কে আঁটে মুখের সাটে, পুরুষের কাণ কাটে,
সুখভোগ-আশা-হাটে, ইচ্ছাধ্বজা তুলেছে॥
যখন যেমন ধরে, তখনি তেমনি করে,
নাহি রাখে কোন ক্ষোভ, লোভ দোলে দুলেছে।
পতির কি সাধ্য হয়, মত ছাড়া কথা কয়,
অধীনতা দাড় ধোরে, কত নীচে ঝুলেছে॥
শ্বশুর, শাশুড়ী কেবা, কেবা তার করে সেবা,
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ-কূপে তারা উলেছে।
বাপ মায় কেবা মানে, নারীই সর্ব্বস্ব জানে,
বধূ-প্রেম মধুপানে, যুবকেরা ঢুলেছে॥

দেখিলাম অলি গলি, পরস্পর গলাগলি,
দিনে রেতে টলাটলি, ভাল খেলা খেলেছে।
নাহি আর ঢলাঢলি, কেবা করে দলাদলি,
কোরে কত বলাবলি, বুড়ো-গুলো এলেছে॥
সুপাদ্ সম্পর্ক যত, সকলি হয়েছে হত,
ঘরে ঘরে মনোমত, একা চাল্ চেলেছে।
বিপরীতে দিলে বোধ, তখনিই করে ক্রোধ,
উপরোধ অনুরোধ, একেবারে ঠেলেছে॥
রমণী হয়েছে হেন, এক ধ্যান এক জ্ঞান,
পুরুষ দেখিলে যেন, আগে আঁখি মেলেছে।
মুখে পেটে ভেদ নয়, ফুটে সব কথা কয়,
নর নারী সমুদয়, মম আজ্ঞা পেলেছে॥

ভাণ্ডে তবু নোবে না কো.
শাদা ভাত ছোঁবে না কো,
এরা কেউ শোবে না কো, মন খুব্ হেলেছে।
অধীন রয়েছে যারা, কি করিবে নাহি চারা,
সাতারে হাঁপায়ে তারা, সোঁতে অঙ্গ ঢেলেছে॥
একপোদে* কোথা খোঁড়া,
কোথা তার যত গোঁড়া,
মেরে তারে যত ছোঁড়া, দুই পায়ে ঠেলেছে।
যত সব তীর্থধাম, কেবল রয়েছে নাম,
বল করি রতি কাম, কোসে ঝাল্ ঝেলেছে॥
লাথালাথি হাতাহাতি, ধুমধাম মাতামাতি,
স্বাধীনতা দীপে বাতি, সকলেই জ্বেলেছে।
করিতে ধর্ম্মের লোপ, গাঁথিয়া কোপের টোপ,
বাসনার সরোবরে, ছিপ্ সুতো ফেলেছে॥

আমার নূতন চেলা, কি কব তাহার খেলা,
যত যুবা, তার কাছে, মূল-মন্ত্র পেয়েছে।
যেখানে সেখানে যাই, নিয়ত দেখিতে পাই,
ছেলে মেয়ে তাবতেই, তার মতে এয়েছে॥
গদগদ ভাবভরে, এক রাগে এক স্বরে,
প্রকাশ করিয়া সবে, তার গুণ গেয়েছে।
এই শুভ-সমাচার, করিবারে সুপ্রচার,
দেশে দেশে দেখ তার, কত দূত ধেয়েছে॥
ডাকে ডাকে হাঁকে হাঁকে, ফাঁকে ফাঁকে থাকে২,
ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখেলাখে, ধরাময় ছেয়েছে।
নেচে কুঁদে সবে বলে, মার দিয়া বাহুবলে,
প্রতিজ্ঞা-নদীর জলে, ডুব দিয়ে নেয়েছে॥
বড় যারা ধনে মানে, তারাই সে মত মানে,
সবাই সবার পানে, প্রেমনেত্রে চেয়েছে।
সকল তরণি নিয়ে, চালাতেছে ঝিঁকে দিয়ে,
কেহবা তুলেছে পাল, দেহ দাঁড় বেয়েছে॥
পানপাত্র হাতে ধরি, আগেতে শপথ করি,
ঢল ঢল হোয়ে শেষ, ঢুক্ ঢুক্ খেয়েছে।
যাতে হয় একাকার, করি তার, অঙ্গীকার,
সমুদয় বিধবার, বিয়ে দিতে চেয়েছে॥

মহারাজ জয় জয়, ত্রিভুবনে কারে ভয়,
মোহ-রসে প্রাণিগণ, সমুদয় গলেছে।
যাজক ব্রাহ্মণ যত, সকলেই অনুগত,
মুখে এক পেটে আর, যজমানে ছলেছে॥
ভক্তি পালায়েছে ছুটে, শুধু লয় ধন লুটে,
পাজী পুঁথি ঘেঁটেঘুটে, কেটেকুটে ডলেছে।
যজমান শিষ্য যারা, বিষম বেঁকেছে তারা,
গুরু, পুরোহিত ধোরে, দুটি কাণ মলেছে॥
বিদ্যালয়ে কত শিশু, মজেছে ভজেছে ঈশু,
মনেতে বিকার নাই, একদিকে ঢলেছে।
মশ মশ্ জুতা পায়, ঠাকুরের ঘরে যায়,
বিছানার ভাত খায়, রতি কত টলেছে॥
খেয়ে খানা, পড়ে খানা, কতখানা কারখানা,
বাড়িতে খানার খোলা, দিবে নিশি জ্বলেছে।
ফিরেছে সবার মতি, নাহি পূজে ভগবতী,
আহারের সময়েতে ভগবতী চলেছে॥
পায়ে দিয়ে বাঁকা বুট্, দাঁতে কাটে বিস্কুট্,
গোটু-হেল ড্যাম্ হুট্, মা, বাপেরে বলেছে।
এর্ চেয়ে সুখোদয়, কবে আর কার হয়,
দেখ দেখ মহাশয়, আশাতরু ফলেছে॥

আমার সেবক যত, তারা সব জেঁকেছে।
হাতে করি পরাশর, সরাসর ডেকেছে॥
স্মৃতি, মনু, বেদ আদি, দূরে ফেলে রেখেছে।
কেহ বা আদর করে, বড় দায় ঠেকেছে॥
প্রকাশিয়া নব-পথ, নব-মত লিখেছে।
সেই মত খাঁটি বটে, সাহেবেরা দেখেছে॥
ছিল স্মার্ত্ত, স্বার্থপর, তার অর্থ ঢেকেছে।
পুনর্ভবা সুত যত, সতীপুত্র, থেকেছে॥
অপ্রমাণ যত কথা, গার জোরে টেঁকেছে।
নানা যোগে জাগ পেয়ে,
কাঁচাতেই পেকেছে॥
এক রোকে এক ঝোঁকে,
ঝাঁকেঝাঁকে, বেঁকেছে।
এক জালে রুই আদি, চুনা পুঁটি ছেঁকেছে॥

*একপোদে—চতুষ্পদ ধর্ম্মের কলিতে কেবল এক পদ মাত্র রহিয়াছে

অতি বেগে একরোখা, জোর বায়ু হেঁকেছে। উপহাসে অনায়াসে, গায়ে সব মেখেছে॥
সে বায়ুর প্রভাবেতে, ভাবতেই বেঁকেছে॥ কেমনে প্রবল হবে, সেই তাক তেকেছে।
কলঙ্কের কটু-রস, সুধা সম, চেকেছে। শৃগালের মত সব, এক ডাক ডেকেছে॥

মহারাজ। দল-বল খুব জাঁক্‌ছে, ক্রমে সব পাক্‌ছে, সকলেই বাঁক্‌ছে, আপন্ মতে ডাক্‌ছে, সুখের বিষয় তাক্‌ছে, সোদা কি কেউ থাক্‌ছে? নিজে এসে বাঁক্‌ছে, কেউ পেটে যত দিতে পারে গায়ে শেষ মাখ্‌ছে, কেউ কুটোকাটা ছাঁক্‌ছে, কচি কচি ছেলে যারা তারা এখন্ চাক্‌ছে, কেউ কিছু কি আর ঢাক্‌ছে? স্পষ্ট হোয়েই হাঁক্‌ছে, পেটের ভিতর একটি কথা কেহ নাহি রাখ্‌ছে।

হে মহারাজ। আমি যাহা যাহা করিয়াছি তাহার শতাংশের একাংশ অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম। যদি অনুমতি করেন, তবে আমার প্রধান বন্ধু একাকার-আচার্য্যকে নিকটে আনিয়া বাবাজীচক্র, ভৈরবীচক্র, এবং কুমারীচক্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারব্যূহ বিস্তার করি।

মহামোহ। বাপু হে! আমি সীমাশূন্য-সন্তোষ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম, তোমার এত পরাক্রম, এতদিন তা তো জানিতে পারি নাই, ভাল ভাল, একা তোমা হইতেই আমার অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তুমি এখন সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা করিতে হয় তাহাই কর।

চার্ব্বাক। হে মহারাজ! আমরা তো প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি, সাধ্যের ত্রুটি কিছুই হইবে না, কিন্তু একটা বড় ভয়ঙ্কর বিষয় আছে, আমি তজ্জন্য সর্ব্বদাই অতিশয় শঙ্কা করিয়া থাকি, আহা মনে হইলে বাহজ্ঞানশূন্য হইতে হয়। হে প্রভো। "বিষ্ণুভক্তি" নাম্নী এক মহাপ্রভাবা-যোগিনী আছে, সে বিবেকের অত্যন্ত সহকারিণী, তাহাকে দর্শন করা দূরে থাক্, তাহার নাম ও ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তিখানা স্মরণ করিলেই মরণকে নিকট বোধ হয়, যদিও বলী কলির পরাক্রমে অধুনা তাহার সর্ব্বত্র তাদৃশ আবির্ভাব নাই, প্রকাশ হইয়া সকলের নয়নপথে ভ্রমণ করিতে পারে না, তথাচ তাহাকে প্রত্যয় নাই, কি জানি, গোপনে গোপনে কখন্ কি সর্ব্বনাশ করে।

মহামোহ। (ভীত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনার পর) হে প্রাণাধিক! বটে বটে, এখন আমার মনে পড়িল, সেই যোগিনীটে বড় ভয়ঙ্করী, ভাল চার্ব্বাক!– বল দেখি ভাই, জিজ্ঞাসা করি, আমারদিগের কাম ক্রোধাদি এই সকল বলবান সেনাপতি দেদীপ্যমান্ সত্ত্বে সে কি সাহসে, কি উপায়ে প্রকাশ হইয়া আপনার ক্ষমতা দেখাইতে পারিবে? তাহার কি এতই সাধ্য?

চার্ব্বাক। হাঁ মহারাজ! নিবেদন করি, যদিস্যাৎ কাম ক্রোধাদির বাতাস তাহার পক্ষে অতিশয় হুতাশজনক বটে, কিন্তু শক্ররা এখনো একেবারে হতাশ হয় নাই, তাহারা আশার দাস হইয়া প্রয়াসে আয়াসে উপনিষদের সহিত বিলাসে প্রবোধ-প্রকাশের জন্য প্রচুরতর প্রযত্ন করিতেছে, সুতরাং নীতিনিপুণ পণ্ডিত-পুঞ্জের উপদেশ ক্রমে জয়প্রত্যাশি অতি ক্ষুদ্র শক্রকেও সর্ব্বদাই ভয় করিতে হইবেক। কেননা তাহারা কোন এক সূত্রে পশ্চাতে প্রবল হইয়া পদলগ্ন তুচ্ছ এক কণ্টকের ন্যায় মর্ম্মান্তিক কষ্টকর হইলেও তো হইতে পারে, অতএব এখনিই তাহার বিনাশের জন্য বিশেষ একটা উপায় নির্ণয় করা অতি কর্ত্তব্যই হইয়াছে।

মহামোহ। আমি এখনি তাহার বিহিত উপায় করিব, এতো অতি সামান্য বিষয়। এইক্ষণে তোমরা সকলে বিদায় হইয়া অতি মনোযোগ পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য সমাধা কর, এবং সকল স্থানের কর্ম্মচারিদিগ্যে শীঘ্র শীঘ্র কুশলসংবাদ লিখিয়া পত্র পাঠাইতে অনুমতি কর

চার্ব্বাক-'শিষ্য' এবং কলি। মহারাজ প্রণাম করি, অনুমতি করুন্, তবে এখন আমরা বিদায় হইয়া আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করি।

[তদনন্তর চার্ব্বাক স্বীয়-শিষ্য এবং কলির সহিত রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

মহামোহ। চার্ব্বাক যাহা বলিয়া গেল তাহাতে নিতান্ত তাচ্ছিল্য করা উচিত হয় না, শ্রদ্ধা ও তাহার মেয়ে শান্তি, অগ্রে এই দুটোকে সংহার করি, পরে সেই সর্ব্বনাশী-কালামুখী বুড়ী রাঁড়ীর শ্রাদ্ধ করা যাইবে। (দ্বারের নিকটে আসিয়া।)

কো-হ্যায়, কো-হ্যায়, হিঁয়া কৈ হ্যায়্রে। বজ্জাৎ লোক্ সব্ হাজির্ হ্যায়্ নৈ। কাঁহাঁ গিয়া, কাঁহাঁ গিয়া ? দরয়ান্ দরয়ান্, হিঁয়া আও, হিঁয়া আও।

অসৎসঙ্গ দৌবারিক। (হাত যোড় করিয়া) খোদাবন্দ-গরিব-নোয়াজ্, গোলাম্ হাজির্ হ্যায়্।

মহামোহ। দরয়ান্, তোম্ যাকে ক্রোধ আয়োর্ লোভ্কো আবি হিঁয়া আনে কহো, বড়া-জরুর্, বড়া জরুর্—জল্দি, লে-আও, জল্দি লে আও, তোম্কো হাম্, খসি করেগা,—এলাম্ দেগা।—আল্বত্তা বক্সিস্ মেলেগা।

দৌবারিক। জো—হুকুম মহারাজ—বহুৎ খুব্।

দোঁহা।

তীরথ্, বরৎ ছোড়্ দেও,দেও-পাতর্ পূজ মৎ।
ধরম্ করম্ ভরম্ ছোড়ো, ছোড়ো শাস্ত্র মৎ॥
যেত্তা ব্রাহ্মণ্ দুনিয়ামে, সব্ বড়া বজ্জাৎ।
গল্মেডোরি, পেট্মে ছোরি,মুঁউমে ঝুটা-বাৎ॥
ব্রাহ্মণ্ সে, চামার্ ভালা, যিস্কে সাৎ ব্যাভার।
পুতুলা-সে, কুত্তা ভালা, ফুকে মাজ্ দুয়ার্॥
মুরৎ স্থরৎ কিয়া দেখেগ, রহ মেরা সাৎ।
খুসি-মে সব্ দারু পিয়ে খাও শুঁড়িকা ভাৎ॥

যাঁহা তাঁহা পরোয়া-নারী, যব্ মেলেগা শং।
বেপরোয়া মজা লুটো, অংমে দেকে অং॥
আও আও আও, মেরা পিছে,
হও মেরা ভকৎ
অসৎ সঙ্গ বড়া সোজা, কোন্ কহে শকৎ॥
এহি তো স্বরগ্, কাঁহা হরলোগ্,
ঝুটমুট্ সব্বাৎ
জয়্ মহারাজ্, মহামোহকি, নাম্সে সুপ্রভাত

(কিঞ্চিৎ কাল পরেই ক্রোধ এবং লোভকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত।)

(ক্রোধ এবং লোভের সস্ত্রীক হইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।)

ক্রোধ। (স্বকীয় স্বভাব প্রকাশ।)

গীত। অথচ বক্তৃতা।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

ওরে, এরা, কেরে দুরাচার ?।
অতি কদাকার, দেখি, অতি কদাকার॥
কি সাহসে, দাঁড়াইল সমুখে আমার ?।
ওরে, এরা কেরে দুরাচার ?॥

ধুয়া।

মর মর্, সর্ সর্, ওরে এরে ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কেটে ফ্যাল্, মার্ মার্ মার্।

হ্যাদে, এটা, ঘেঁসে ঘেঁসে,
বসেছে নিকটে এসে
গদি ঠেসে হেসে হেসে, করে কি ব্যাভার ?॥
কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড়্ নেড়ে খাড়া রয়,
বুক্ চেড়ে কথা কয়, এত অহঙ্কার ?॥
অতি নীচ দুরাশয়, আমার সমান হয়,
কত বড় লোক আমি, করে না বিচার ?।

সহিতে না পারি যাহা, সকলেই ক'রে তাহা,
কোনমতে ছাড়িব না, কিসে পাবে পার ?।
এ ব্যাটা, চড়েছে গাড়ী,
এ ব্যাটা রেখেছে দাড়ি
ঠিক্ যেন, তোলা-হাঁড়ি, মুখ ভার ভার।
দারা সহ যোগ করি, যদ্যপি স্বভাব ধরি,
এ জগতে বল ভবে, রক্ষা থাকে কার ?।
কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই ফোটে,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য কেঁপে ওঠে, ছাড়িলে হুঙ্কার।
মহাবীর আমি ক্রোধ, বোধের কি রাখি বোধ,
জনমের মত তারে, করেছি সংহার।
উপরোধ অনুরোধ, হিতাহিত বোধাবোধ
কোনোকালে আমি কারো, ধারিনে কো ধার
পিতা মাতা, বন্ধু ভাই, কিছুই বিচার নাই,
যখন যাহারে পাই, তখনি প্রহার।
যে আমারে হিত বলে, তাহা শুনে অঙ্গ জলে,
আগে যেন গালে গিয়ে, চড়্ মারি তার।
কত কত রাজকুল, কাহারো রাখনি মূল,
করিয়া জ্ঞানের ভুল, হয়েছি প্রচার।
পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে যারা,
শোক পেয়ে দারা-সুত, করে হাহাকার।
বিধি, হর, মুরহর হইলে আমার চর,
অন্ধ হোয়ে একেবারে, দেখে অন্ধকার।
কোথা, হিংসে, প্রাণপ্রিয়ে,
শীঘ্র আসি দেখসিয়ে
দেবলোকে করিয়াছে, স্বর্গ অধিকার।
পোড়াও পোড়াও কোপে,
ওড়াও ওড়াও তোপে
সমুদয় উড়ে পুড়ে, হোক্ ছারখার ॥
আমি তরু, তুমি ছায়া, আমি প্রাণি তুমি মায়া
মিলন করিয়ে কায়া, ধরি একাকার
ধরিলে যুগল-বেশ, অস্থির করিব দেশ,
অশেষ হইবে শেষ, শেষ থাকা ভার।
আকাশেরে চেলে নিয়া, পাতালে ফেলিব গিয়া
পবন, অনল, ক্ষিতি, কোথা রবে আর ?।
যার বাসে করি বাস, তার ঘটে সর্ব্বনাশ
সকলি অসার হয়, নাহি থাকে সার।
অনুকূলা দেবীভ্রান্তি, কোথা শ্রদ্ধা ?
কোথা শান্তি ?
কোথা দয়া, কোথা ক্ষান্তি, নষ্ট পরিবার ?
শত্রুগণে ফেলো মেরে, একেবারে দেও সেরে,
জগতে না হয় যেন, প্রবোধ-প্রচার।
অগ্নি জ্বালো মন ফুঁড়ে, সকলে মরুক্ পুড়ে,
আমরাই সৃষ্টি জুড়ে, করিব বিহার।

হিংসা।

গৌরবিণীচ্ছন্দ।

হ্যাদে, দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে, আজো এরা মরেনি ?।
কত সাজে সাজ-করে, গরবেতে ফেটে মরে,
এখনো এদের্ ঘরে, যম্ এসে ধরেনি ?॥
এই সব্ জামা জোড়া, এই সব্ গাড়ী ঘোড়া,
এ সব্ টাকার তোড়া, চোরে কেন হরেনি ?।
আরে, ওরা, ভাগ্যবান্, বাড়িয়াছে বড় মান,
গোলাভরা আছে ধান, লক্ষ্মী আজো সরেনি ॥
মর্, এটা যেন হাতী, দশ্ হাত্ বুকে ছাতি
করিতেছে মাতামাতি, জ্বরে কেন জ্বরেনি ?।
হ্যাদে, মাগী, কালামুখী, ঠিক্ যেন কচিখুকী,
পতিসুখে বড় সুখী, ঠেঁটি কেন পরেনি ?॥
মর্‌মর্ ওই ছুঁড়ী, পরেছে সোণার চূড়ী,
বেঁকে চলে' মেরে তুড়ি, ফুল্ তবু ঝরেনি।
দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি, পুলিপিটে
এখনো এদের্ ভিটে, ঘুঘু কেন চরেনি ?॥

বিষাদিনীচ্ছন্দ।

তাল খেমটা।

প্রাণে আর্ সয় না। প্রাণে আর্ সয় না।
সয় না-রে, প্রাণে আর্ সয় না, সয় না।
খোঁপা বেঁধে, পেটে পেড়ে,
চোপা করে নৎ নেড়ে,

ঠেকারে বাঁচে না আর, গায়ে দিয়ে গয়না।
গায়ে দিয়ে গয়না ॥
শুয়েছে ছাপোর্ খাটে, রয়েছে রাণীর ঠাটে,
রাগেতে গুমুরে মরি, গতোর্ তো বয় না।
গতোর্ তো বয় না ॥
প্রাণে আর্ সয় না, প্রাণে আর্ সয় না।
সয় না-রে, প্রাণে আর্ সয় না, সয় না ॥

ভাই, বুন, যত-গুলো সকলেই ধাক্‌চুলো,
নেড়া হোক্ মুলোখেৎ, কিছু যেন, রয় না।
কিছু যেন রয় না।
লাতি মেরে দেও তেড়ে, ওরা যাক্ দেশ্ ছেড়ে
থালা, ঘড়া, কড়া কেঁড়ে, কিছু যেন লয় না।
কিছু যেন লয় না ॥
প্রাণে আর্ সয় না প্রাণে আর্ সয় না।
সয় না-রে, প্রাণে আর্ সয় না, সয় না ॥

দেওর বিষম ছাই, ননদীরে রক্ষা নাই,
মরুক্ তাদের ভাই, তাতে কিছু বয় না।
তাতে কিছু বয় না ॥
বুকে করে পতি লোয়ে, আমি থাকি এয়োহয়ে,
জতিনী সতিনী মাগী, রাঁড়্ কেন হয় না।
রাঁড়্ কেন হয় না।
প্রাণে আর্ সয় না, প্রাণে আর্ সয় না।
সয় না-রে, প্রাণে আর্ সয় না, সয় না ॥

বাপ্ বুড়ো, বড় ঠক্, মুখে মিঠে হাড়ে টক্
বাসে আছে যেন বথ, তত্ত্ব কভু লয় না।
তত্ত্ব কভু লয় না ॥
উদরে ধরেছে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা,
দেখিলে শরীর জ্বলে, ঠিক যেন ময়না।
ঠিক যেন ময়না ॥
প্রাণে আর্ সয় না। প্রাণে আর্ সয় না
সয় না-রে, প্রাণে আর্ সয় না, সয় না ॥

ক্রোধ। (বাহু বিস্তার পূর্ব্বক হিংসাকে কোলে করিয়া)

হে প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি হিংসে! এসো এসো সদয়চিত্তে আমার হৃদয়ে হৃদয় সংলগ্ন কর। —তুমি একবার আপনার বিশ্ববিদ্বেষিণী বিষমমূর্তি প্রকাশ কর, তোমার গাত্রে নিরন্তর কেবল অনল শিখা প্রজ্বলিত হইতে থাকুক্। ক্ষণমাত্র যেন নির্ব্বাণ না হয়। তোমার প্রভাবে এই দেখ, আমি কেমন্ এক ব্যাপার করি,—গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, পুত্রহত্যা, স্ত্রীহত্যা, জ্ঞাতিহত্যা কুটুম্বহত্যা এবং ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি যতপ্রকার হত্যা আছে,—তাহার দ্বারা সমস্ত কুল একেবারে সমূলে নিপাত করিব।—কিছুই রাখিব না, আমারদিগের সম্পূর্ণ প্রভাব দূরে থাক্, আবির্ভাবের উদ্রেক্ মাত্রেই মানব ও মানবী সকলে এখনিই অত্যন্ত চঞ্চল হইবে, অধৈর্য্য হইয়া কার্য্যসাধনের পথ দেখিতে পাইবে না।

হিংসা। হে নাথ! লোকের এ, যে, বিষম ভ্রান্তি,—আমার নিকট কোথায় শান্তি,—বিপক্ষদিগের লক্ষ লক্ষ থাকিলেও কাক্-ক্রান্তি বলিয়া লক্ষ্য করিনে। আমি এই অরির-পথ রোধ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় শরীর বিস্তার করিলাম।

লোভ। (সভা মধ্যে স্বভাব প্রকাশ।) সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা।

বল বল, কিসে হবে, ক্ষুধা নিবারণ ?।
কঠোর জঠরজ্বালা, করে জ্বালাতন ॥

ধুয়া।

সাধ্ কোরে দিই গাল্, এক চাল্ এতডাল ?।
এক দিনে গেল কাল্, কি করি এখন ?
বাতুল, লুণ, নাই ঘরে, হাঁড়া ঠন্ ঠন্ করে,
ৎ করিতে হবে, সব আয়োজন ॥

সকলেরি মুখ-বাঁকা, কোথা গেলে পাব টাকা,
কার্ কাছে যেতে পারি, পেতে পারি ধন ?।
চুরি কোরে আনি কড়ি, পাছে শেষে ধরা পড়ি,
দিয়ে দড়ি হাতে খড়ি, করিবে শাসন ॥

যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা,
আজ বুঝি কপালেতে, হোলো না ভোজন।
চল দেখি হাটে যাই, চিঁড়ে মুড়ি যদি পাই,
ফাঁকা ফুকো খেয়ে তবে, বাঁচাব জীবন॥
এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনি যত,
আমারে করে না কেন, ধন বিতরণ ?।
গোয়ালার বাড়ী ওই, ভাঁড় ভরা ছানা দই,
চুপি চুপি কেন তাই, করিনে হরণ ?॥
ফলবান যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ,
পুকুরেতে কত মাচ, না হয় গণন।
গাছে উঠে, ফল পাড়ি, জড় করি কাঁড়ি কাঁড়ি,
যত পারি বাড়ি নিয়ে, করিব গমন॥
পুকুরের কর্ত্তা যারা, এখানে তো নাই তারা,
ছিপ্ ফেলে ধরি মাচ, কে করে বারণ ?॥
দেখে যদি ছিপ্ সুতো, না হয়, মারিবে জুতো,
ধূলো ঝেড়ে চোলে যাব, মুদিয়ে নয়ন।
যা হবার তাই হয়, মিছে কেন করি ভয়,
পেটে খেলে পিটে সয়, এই তো বচন।
চুরি কোরে নং, ঢেঁড়ি, সে দিনে খেটেছি বেড়া
না হয় আবার গিয়ে, খাটিব তখন॥
বেড়া নয়, মল পরি, মাটি কেটে, দিন হরি,
কারাগার, সে আমার, শ্বশুর-সদন।
হাতে ওই থালখানা, যদি ভাই যায় আনা,
দুদিন-তো হবে তায়, সুখেতে যাপন॥
ধোবারা কাপোড় কাছে, ভাল ভাল ধুতি আছে
শুকুতে দিয়েছে সব, চিকন-বসন।
সবুজ, সফেদ্, লাল, পাল্লাদার বেড়ে শাল,
আনিয়াছে পাল পাল, খোট্টা মহাজন॥
মোগোল, পাঠান কত কাবেলের মেয়া যত,
উঠে উঠে, আনিতেছে, করিয়া যতন।
এসব সুখের যোগ, যদি নাহি হয় ভোগ,
তবে কেন করি মিছে, শরীর-ধারণ ?॥
বেনের দোকান লোট্, রূপা সোনা, টাকা, নোট,
বেঁধে মোট, ছোট্ ছোট্—পালা ওরে, মন॥

(অন্যদিগে অবলোকন পূর্ব্বক।)

এই দেখি পেট ডোঙা, ঢেঁকুর্ উঠিছে চোঙা,
হাতী, ঘোড়া, কত কত, করেছি ভক্ষণ।
কোথায় গিয়েছে গোলে, আবার উঠেছে জ্বোলে
দেরে দেরে খেতে দেরে, বাঁচারে এখন॥
কটাক্ষেতে দিয়ে টান্, এখনিই আন্ আন্,
খান্ খান্ কোরে খাই, এতিন্ ভুবন।
প্রিয়তমা তৃষ্ণা সতী, আমি তার প্রাণপতি,
এই দেখ বুকে তারে, করেছি স্থাপন॥
আমাদের হোয়ে বশ, মনের বিষয়-রস,
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড কোটি, করিছে সৃজন।
আমার কারণে তাঁর, নিদ্রা নাই একবার,
বাসনার পথে শুধু, করেন ভ্রমণ॥
দেহ হোলে নিদ্রাকুল, তবু নাই তায় ভুল,
স্বপনে আপন ভাব, করেন জ্ঞাপন।
আমাদের ঘোর বেগ,, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ,
মন বিনা এই বেগ, কে করে ধারণ ?॥
হেন সাধ্য কার আছে, কে যায় মনের কাছে,
মনেরে প্রবোধ দিয়া, কে করে বারণ ?।
যদি কেউ খড়িপেতে, কোনরূপে গুণে গেঁথে,
আকাশের কত তারা, করে নিরূপণ॥
যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোনমতে,
প্রতাপে করিতে পারে, বাতাস বন্ধন।
কোনরূপে যদি কেউ, জলধির যত ঢেউ,
রোধ করি একেবারে, করে নিবারণ॥
প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অস্ত্রধারে,
যদ্যপি করতে পারে, আকাশ-খণ্ডন।
পূর্ব্বদিগে প্রাতে রবি, প্রভাবে প্রকাশে ছবি,
সে উদয় রোধ যদি, করে কোন জন॥
এসব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
হয় হয়, হোলো হোলো, কে করে বারণ।
মনেরে কে দেবে বোধ, লাঠি ধোরে আছে ক্রোধ
করিবে আমায় রোধ, কে আছে এমন্ ?॥

(তৃষ্ণার মুখচুম্বন পূর্ব্বক ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আর
দিগে মুখ করিয়া পেটে হাত দিয়া মুখভঙ্গিমা।)

ওরে, আর, যে, বাঁচিনে, পেট জ্বোলে যায়, ওরে কিছু দেরে, দেরে।

পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
সমুদয় অন্ধকার, করি দরশন।
ঢুকিয়াছে ভস্মকাট, না মরে ক্ষুধার ছিট্,
চুমুকেতে কত আর, করিব শোষণ ? ॥
উঠিয়াছে খাই খাই, না মেটে আশার খাই,
খাঁই খাঁই রবে সবে, ছাড়িছে বচন।
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই, যেন পর্ব্বতের চাঁই,
কোথা হতে এসে করে, কোথায় গমন ? ॥
এই দেখি, এই এই, ক্ষণপরে নেই নেই,
এ খেয়ের খেই কেটা, করে নিরূপণ ?।
কেবা বাছে পচা, সড়া, কেবা বাছে বাসিমড়া,
যত পারি তত করি, উদরে ধারণ॥
ওই যে, ঠাকুর ঘরে, বামুনেরা পূজা করে,
বহুবিধ খাদ্য নিয়া, করে নিবেদন।
ও তো কভু শুদ্ধ নয়, এঁটো করা সমুদয়,
কতক্ষণ আগে আমি, করেছি ভক্ষণ॥
ওদের কুলের-বধূ, প্রফুল্ল ফুলের-মধু,
কেহ নাহি পায় যার, দেখিতে বদন।
কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী,
ঘরে বোসে, মনে মনে, করেছি রমণ॥
ওরা পেয়ে খাট্ খানা, সুখে হোয়ে আট্খানা
ধোরে কত ঠাট্ খানা, করেছে শয়ন।
সকলের অগোচরে, সময়ের অবসরে,
কত দিন শুয়ে তায়, করেছি যাপন॥
দেবপতি তারাপাত, হোলো গুরুদারাপতি,
তাহে কিছু একা নয়, কামের সাধন।
সম্ভোগে হইল লোভ, না ভুগিলে পায় ক্ষোভ,
সেধে কেঁদে পূজে ছিল, আমার চরণ॥
আমি জাগি সর্ব্ব আগে, কাম, ক্রোধ, পরে জাগে,
না চাগালে কেবা চাগে, সবারি মরণ।
মানসের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা, লোয়েছে শরণ॥
বিধি, হরি, স্মরহর, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না দিয়ে কিছু, করে না গ্রহণ॥
ধর্ম্মের যে পুত্র হয়, যারে লোকে যম কয়,
সে যমের উচ্চপদ, আমার কারণ।
আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা,
চতুরতা কেবা জানে, তাদের মতন॥
ডুব্ দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের্ পায়,
নল-দিয়ে, দুধ করে, উদরে শোষণ।
রেখে বস্তু অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব,
জিলিপির ফের-ভেঙে, করিবে ভোজন॥
পিতা, মাতা, দেব, গুরু, সবার উপরে গুরু,
নিজ এঁটো, সকলেরে করে বিতরণ॥

(আবার আর এক দিগে চাহিয়া।) ওরে, এ, কার দোকান রে ? কার দোকান ?

বক্তৃতাচ্ছলে সংগীত। তাল একতালা।

হায় হায় মজিল নয়ন। কি করি এখন
বল কি করি এখন ?।
অপরূপ মনোলোভা,
আহা মরি কিবে শোভা,
জনমে করিনি কভু, হেন, দরশন॥
হায় হায় মজিল নয়ন।
আহা এই, নদীতটে, দোকান্ জাঁকালো বটে
একেবারে খুলে গেল, ভুলে গেল মন।
বিম্বাধর, পানতুয়া, বাসিত-চন্দন, চুয়া,
ভাসিছে হাসির রসে, কিবে সুগঠন॥
পাক্ রেখে কড়া কড়া, ভাজিতেছে ছানাবড়া,
পড়ে রস্, টস্ টস্, মুখের-বচন।
স্বরূপ, চিবুক-তাজা, যেন বর্দ্ধমেনে-খাজা,
অথবা, কি, সরভাজা, সুচারু-বদন ?॥
মরি মরি কিবে নাসা, নিখুঁতি-সন্দেশ-খাসা,
মনোহরা, মনোহরা, শোভিছে শ্রবণ।
পয়োধর তিলেগজা, সাজানো রয়েছে মজা,
আয় আয় বোলে মন, করে আকর্ষণ॥
দেহেতে লাবণ্য-নীর, যেন পাতা-সাজোক্ষীর,
ঢল ঢল সর তায়, সুখের যৌবন।
এই ক্ষীর, এই সর, সুমধুর বহুতর,
হায়, আমি কতক্ষণে, করিব ভোজন ?॥
দিবে নিশি জলে খোলা, সদাই রয়েছে খোলা,
এক মনে গড়িতেছে, কত শত মন।

নাহি দেখি, দান, ভোলা, মনেমনে মনভোলা, প্রতিগ্রাহী হোয়ে তবে, করিব গ্রহণ।
সে মন, ওজনে কত, কে জানে কেমন ?॥ না গেলে তো নয় নয়, যেতে এই করি ভয়,
যাই দেখি মন এঁচে, যদি কিছু দেয় যেচে, বোধ হয়, জিলিপি, জিলিপি, যেন মন॥

হে প্রিয়ে তৃষ্ণে! তুমি আপনার পরাক্রম এরূপে প্রকাশ কর, যেন কোনমতেই কাহারো মনে তৃপ্তি ও শান্তির উদয় না হয়।

তৃষ্ণা।

গীতচ্ছলে বক্তৃতা।

আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরে না।
কিছুতেই ভরে না॥
আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরে না।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চেলে, কাঁড়ি কোরে দেও ফেলে,
নিশ্বাসে করিব শেষ, এক্ কোণে ধরে না॥
আমার এই পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরে না।
কিছুতেই ভরে না॥৬

কোনমতে নাহি আলি, কিসেহবে আঁৎখালি,
দশন-ঘষণে সব, করি চূর্ মার্।
জঠর্ অনলে পুড়ে, ছাই হোয়ে যায় উড়ে,
কোথায় গিয়েছে তার্, চিহ্ন নাই আর॥
উদরেই সমুদয়, কোথায় উদরাময়,
পেট্ ফাঁপা দূরে থাক্, বায়ু কভু সরে না
আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরে না।
কিছুতেই ভরে না॥৩

ক্ষান্ত নই দিনে রেতে, বসেছি আঁচোল পেতে,
কখনই পূরিবে না, কোঁচড়্ আমার।
যত পাই পেটে ভরি, সমুদ্র শোষণ করি,
তথাচ রয়েছে খালি, উদর্ ভাণ্ডার॥
কিছুতে না হয় তৃপ্তি, সন্তোষের কোথা দীপ্তি,
আমার ভয়েতে তারা, নিকটেতে চরে না।
আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরে না।
কিছুতেই ভরে না॥২

বাসনার হোয়ে বশ, খেতেছি বিষয়-রস,
করেছি অখিলময়, রসনা-বিস্তার।
আমার্ বিক্রম যথা, শান্তির সঞ্চার তথা,
বিষম ভ্রান্তির কথা, বিশাল ব্যাপার॥
আমার কি আছে ঘুম, কেবল ভোগের ধূম,
যত পাই, তত খাই, আশা কভু মরে না।
আমার্ এ পোড়া পেট্ কিছুতেই ভরে না।
কিছুতেই ভরে না॥৪

(ক্রোধ, হিংসা, লোভ এবং তৃষ্ণার মহামোহের নিকট গমন।)

মহারাজ জয়জয়কার, জয়জয়কার। আমরা সকলেই প্রণাম করিতে আসিয়াছি, আজ্ঞা করুন্, কি করিতে হইবে ?

মহামোহ। ওহে, শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমারদিগের বিরুদ্ধে অতিশয় বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, অতএব যে প্রকারে হয়, তোমরা সকলে একত্র হইয়া এখনিই তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর, তাহার যেন আর গতিশক্তি না থাকে।

(ক্রোধ এবং লোভ, সস্ত্রীক হইয়া)

যে আজ্ঞা মহারাজ, তাহাকে সমূলেই নিপাত করিব।

[তদনন্তর ক্রোধ এবং লোভ স্ব স্ব স্ত্রী সহিত রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন]

মহারাজ মহামোহ। (মনে মনে বিতর্ক পূর্ব্বক।) ওহে, সভাসদ-গণ! ভাল তোমরা বিবেচনা কর দেখি, শ্রদ্ধা তো আমাদের দাসীর দাসী। শান্তি সেই শ্রদ্ধার কন্যা, তাহাকে তো বিনাশ করিবার বিলক্ষণ এক সহজ উপায় আছে, সেই শ্রদ্ধাকে উপনিষদ্দেবীর নিবাস

হইতে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া সংহার করিতে পারিলেই এই শাস্তি মাতৃবিচ্ছেদ-শোকানলে আপনি-দগ্ধা হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে।—আমার বিবেচনায় "মিথ্যাদৃষ্টি" নাম্নী-বেশ্যাই কেবল এই কর্ম্মের যোগ্যপাত্রী, অতএব তাহাকে নিয়োগ করাই কর্ত্তব্য, "বিভ্রমাবতী" দাসী গিয়া এখনিই তাহাকে ডেকে আনুক্। (পরে দ্বার সমীপে গিয়া।) "বিভ্রমাবতি"। তুই এই দণ্ডেই "মিথ্যাদৃষ্টিকে" ডেকে আন্।

বিভ্রমাবতী। (নিজ গুণগরিমা প্রকাশ।)

গীত।

রাগিণী বাহার।··তাল খেমটা।

দিন্ দুপুরে চাঁদ্ উঠেছে, রাৎ পোয়ানো ভার।
হোলো পুন্নিমতে আমাবস্যা,
তেরো-পহর্ অন্ধকার॥
এসে বেন্দাবনে বোলে গেল, বামী বষ্টমী।
একাদশীর দিনে হবে, জন্ম-অষ্টমী॥
আর্ ভাদ্দর্ মাসের্ সাতুই পোষে,
চড়ক্ পূজোর্ দিন্ এবার্। ১
সেই ময়্রা মাগী ঘোরে গেল, মেরে বুকে শুল
ব'মুন্গুলো ওষুদ্ নিয়ে মাথায়্ বোচ্চে চুল
কাল্ বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে,
পুড়ে হোলো ছারেখার॥ ২
ঐ সুজ্জিমামা পুব্বদিগে,
অস্তে চোলে যায়,
উত্তর দখিন্ কোন্ থেকে আজ,
বাতাস্ লাগ্‌চে গায়।
সেই রাজার্ বাড়ীর্ টাটু ঘোড়া,
শিং উঠেছে দুটো তার॥ ৩
ঐ কলুরামী, ধোপা শ্যামী,
হাস্‌তেছে কেমন্
এক্‌বাপের্ পেটেতে এরা, জর্ম্মেছে কজন্॥
কাল্ কামরূপেতে কাক্ মরেছে,
কাশীধামে হাহাকার॥ ৪

যে আজ্ঞা মহারাজ! তাকে ডেকে আনি।

(কিঞ্চিৎ পরেই "বিভ্রমাবতীর" সহিত মিথ্যাদৃষ্টির আগমন।)

মিথ্যা দৃষ্টি*। (আপনার গুণগৌরব প্রকাশ।)

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেমটা

কোর্ব্ব কত নিজ গুণ্ প্রকাশ?।
আমার্ বাতাসে হয় সর্ব্বনাশ॥
আমার্ ছায়ার্ আগে, সাধ্য কে দাঁড়ায়্।
ভয়ে উস্কু খুস্কু, ফল্না, তুস্কু, শুস্কু, হোয়ে যায়॥
আমায়্ দেখ্‌লে পরে অন্নপুন্ন,
আপ্‌নি করেন্ উপবাস॥ ১॥
আমার্ মিষ্টিকথা যষ্টি লাগে গায়।
আড়্‌নয়নে দিষ্টি করি, ছিষ্টি উড়ে যায়
আমার্ পদার্পণে ঘু-ঘু চরে,
হাড়ে গজায়্ দুব্বোঘাস॥ ২॥

(ঢল ঢল টল টল নাচিতে নাচিতে, খল খল বদনে হাসিতে হাসিতে।)

ওলো ও সখি বিভ্রমাবতি!—আমাকে কেমন্ দেখাচ্চে, দেখ্ দেখি? আমার কি আর সে কাল্ আছে গা? সে রস্ নাই, সে কষ্ নাই, সে কিছুই নাই, কেবল এক ঠাট্‌খানা আছে। হাঁলো বুন্, এই ঠাট্টা দেখে লোকে কি আমায় ঠাট্টা কোর্ব্বে? আমি বুড়ো হয়েছি,—হাঁগা! রাজা আমায় কেন ডাকৃচেন্?।

* মিথ্যা দৃষ্টি।—নাস্তিকতাবুদ্ধি।

বিভ্রমাবতী। ওলো দিদি!—তুই কি কখনো বুড়ো হবি-গা? সমস্ত মেয়েগুলো তোর্ কোথায় লাগে? এমন্ চোখের্ চাউনি,—এমন্ চুলের্ ছাউনি—এমন্ দেহের্ ঠমক্—এমন্ ধারা জমক্—আর কি কারো আছে লো? তোর্ বয়েস্ যত ঘুন্‌য়ে উঠ্‌ছে, শরীর্ তত উন্‌য়ে উঠ্‌ছে, রূপ্ যেন উল্‌সে উঠে চোক্কে, চোক্কে ঝোক্কে ঝোক্কে পড়্‌চে গা। তোর এই যৌবনের্ গাঙে কি কখনো ভাঁটা হবে বুন্।—চিরকাল কোটালের্ জোয়ার্ ভরা থাক্‌বেই। তবে বুন্ বল্‌তে কি।—দিদি, বোল্লে পর্ তুই আমার্ উপর তো বেজার্ হবিনে?—তোর্ গয়্‌নাগুলো ভাল বটে, কিন্তু তুই পছন্দসই পোত্তে জানিস্‌নে,—বলিস্ যদি আমি তোরে আচ্ছাকোরে মনের্ মত সাজ্‌য়ে দি।—ত্যাখ্ এই পায়ের্-মল্ দুগাছা খুলে নিয়ে তুই নাকেতে ঝুল্‌য়ে দে। আমি একটা গজাল দিয়ে নাক্ দুটো ছেঁদা কোরে দি। আর্ ত্যাখ্।—নাকের্ এই নৎ গাচ্‌টা খুল বাঁ-পার কোড়ে আঙুলে পোরে ফ্যাল্। চোকের্ কাজল্ মুছে নিয়ে তুই গালেতে মাখ্ দেখি। দিদি,—তুই হাজার্ নাগরের্ এক নাগরী। তাদের্ আয় পয়্ ও নিজের্ এয়োৎ রাখ্‌বার জন্যে এক্‌জোড়া সোনার শাঁকা পোত্তে তো হয়।—তা হোলে তোর্ আশ্চজ্জি শোভা হবে।

মিথ্যাদৃষ্টি। ওলো সই, বেশ্ বলেছিস্, এই বেশ্ বেশ্ বটে।

বিভ্রমাবতী। দিদি।—পুরুষেরা বলে "আপরুচি খানা, পর্‌রুচি পৈদ্‌না।"—আমি যখন্ পোষাক্ পোরে জাঁক্ জম্‌কে পাড়া করি,—তখন পথের্ সকল্ লোক্‌টা দেখে অম্‌নি ধন্নি ধন্নি ধন্নি করে।—আর্ আমার্ "তিনি" আল্লাদে আট্‌খানা হোয়ে গল্‌তে থাকেন্।—ভাল দিদি, জিজ্ঞাসা করি,—তোর চোক্ দুটো কেন ঢুল্ ঢুল্ কোচ্চে?।

মিথ্যাদৃষ্টি। (আহ্লাদে গদগদ হইয়া মুখের ঠাট করিয়া হাসিতে হাসিতে।) আর্ বুন্, ও কথা তোরে কি বোল্‌ব?-কি জিজ্ঞাসা করিস্? আমার্ কি আর্ দিন্ রাত্তির্ নিদ্রে আছে? এই রাজবাটীর ছেলে বুড়ো সকল গুলোই আস্‌ছেই আস্‌ছে।—চুল্ বাঁদ্দে একদণ্ড অব্‌সর পাইনে, আমি একা নারী, তাহারা সহস্র পুরুষ, এতে কি আর ঘুম্ আছে-লো?

বিভ্রমাবতী। ওলো দিদি! শুনে যে বড় আশ্চজ্জি বোধ হচ্চে, কামের রতি, লোভের তেষ্টা, ক্রোধের হিংসে—এই সকল ঘরের্ গিন্নী বান্নী আছে, তারা কি কেউ তোমার্ উপর বেজার্ হয় না গা?

মিথ্যাদৃষ্টি। কি বুন্? তারা আবার বেজার্ হবে? তারাই তো সব্ ধোরে বেঁধে এনে গোৎয়ে দেয়। আমি কখনো কাউকে যেচে ডাকিনে, হাঁলো একি বল্‌বার কথা?—আপ্ত মুখে বলা নয়, ত্যাদ্-দেখ্, রাজ্‌বাড়ীর ঐ বোউগুলো, মেয়ে-গুলো, আমায়্ ছেড়ে একরত্তি স্থির্ থাক্‌তে পারে না।—হাঁলো সই, আমাকে কি ভাল দেখাচ্চে? রাজা দেখ্‌লে পর্ তো খুসি হবেন্?।

বিভ্রমাবতী। দিদি!—দেখিস্, রাজা দেখ্‌লে পরেই অম্নি মুচ্ছ যাবেন্, এল্‌য়ে পোড়্‌বেন্।

রঙ্গিণী চৌপদী।

যৌবন গিয়েছে ঢোসে, শরীর পোড়েছে খোসে, ভাল ভাল ভাগ্য জোর, কটাক্ষেই কর ভোর.
তবু আছ ঠিক্ বোসে, ঠোঁটে দিয়ে কষ-লো, এখনো লাবণ্য তোর, করে টস্ টস্ লো,
ঠোঁটে দিয়ে কষ। করে টস্ টস্॥

তোয়েরি তোমার চেয়ে, এমন্ কে আছে মেয়ে স্থিরভাবে অষ্ট যাম, পদানত রতি কাম.
ঈষৎ ভঙ্গিতে চেয়ে, কর সব বশ লো, বায়ুবেগে তোর নাম, ছোটে দিগ দশ লো,
কর সব বশ। ছোটে দিগ্ দশ।
তুমি দিদি কল্পলতা, সমাদর যথা তথা, দলহীন হোলো কলি, তথাচ মোহিত অলি,
পড়িলে তোমার কথা, সবে গায় যশ লো, হাঁলো দিদি বুড়ো হলি, তবু এত রস লো, ?
সবে গায় যশ॥ তবু এত রস ?।

মিথ্যাদৃষ্টি। হ্যাঁলো সই।—তোরা কয়্ বুন্ ?

বিভ্রমাবতী। বুদী মাসী, ক্ষুদী পিসী, বিম্লী গোয়ালিনী, আর আমি, আম্রা এই চার্টি বুন্।

মিথ্যাদৃষ্টি। সই।—আজ্ শেষ বেলাটা রাজার্ সঙ্গে দেখা কোর্ব্ব কি ?

বিভ্রমাবতী। দিদি।—রাৎ পর্ তেরো, কি সতেরো। ঐ মাতার্ উপর্ সূজ্জি ঝিক্ মিক্ কচ্চে। এই সময়টাই ভাল সময়।

দিদি!—ঐ মহারাজ সিঙ্গেসনে বোসে আচেন্. তুমি তাঁহার নিকট শীগগির যাও শীগগির যাও।

মিথ্যাদৃষ্টি। মহারাজ! আজ্ঞা করুন্, আমি আপনার দাসী, "মিথ্যাদৃষ্টি" প্রণাম করি, আমাকে কেন ডেকেচেন্ ?

মহামোহ। গীত।

রাগিণী বারোয়া। তাল আড়া।

ছিছি ধনি ওখানে দাঁড়ায়ে কেন আর ?। তুমি-লো প্রাণের প্রাণ, বাহিরেতে কেন প্রাণ,
এসো এসো, কোলে এসো, বোসো একবার॥ তোমায় করেছি দান, হৃদয়-ভাণ্ডার॥
আজ্ একি শুভদিন, আমি তব প্রেমাধীন, শুন শুন প্রাণ-প্রিয়ে, দেহ নিয়ে মন নিয়ে,
দেখি নাই বহু দিন, বদন তোমার। প্রাণের আসন গিয়ে, কর অধিকার।
তোলো প্রিয়ে মুখ তোলো, মুখের আচল্ খোলো। নধর-পল্লব যেন, অধর শোভিছে হেন,
শোভায় হরণ কর, মনের আঁধার॥ নুপূরের ধ্বনি পায়, ভ্রমর-ঝঙ্কার।
করযুগে ছেঁদে ধর, হর হর তাপ হর, বচন কোকিল-স্বর, নয়নেতে পঞ্চশর,
মানস প্রফুল্ল কর, এখনি আমার। করেছে বসন্ত তব, দেহ অধিকার॥

হে প্রিয়ে! সেই দাসীর বেটী ভয়ঙ্করী, কুলাঙ্গারী শ্রদ্ধা বিবেকের সহিত উপনিষদ্দেবীর সংঘটন দ্বারা প্রবোধ উৎপাদনের জন্য কুটুনীর ন্যায় আঁটুনি করিয়া জুটুনি করিবার খুঁটুনি তুলিতেছে। তুমি সেই পাপিয়সী ভণ্ডা রণ্ডার চুলের গোছা ধরিয়া ষণ্ডাদিগের হস্তে সমর্পণ কর। পাষণ্ডেরা তাহাকে মুষ্টাঘাত ও পদাঘাত করিতে করিতে সংহারমুদ্রা দর্শন করাক্।

মিথ্যাদৃষ্টি। গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেম্টা।

জয় মহারাজ, ভয় কোরো না আর। এমন্ পতিব্রতা সতী আছে কে।
আমি কোর্ব্বো একা, একাকার॥ আমি সাত্-পুরুষ্কে রমণ্ করাই অতি পুলকে।

সেই স্বাধ্বীসতী সাবিত্রীকে,
সদা ঘটাই ব্যভিচার ॥
আমার্ একটুখানি, বাতাস্ লাগ্‌লে গায়।
যেচে কোশা কুশী, মুনি ঋষি, বেশ্যাবাড়ী যায়।
লোকের্ পাত্রাপাত্র, গোত্রাগোত্র,
এখন্ কিছু নাই বিচার ॥

হে মহারাজ! এই দাসী হোতেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হবে। তার একটা ভাব্‌না কি? আমি এক্ হুঙ্কারে টুঙ্কারে সকলকেই কাণা কোর্ব্ব, কেউ কি কিছু দেখ্‌তে পাবে? ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, শাস্ত্র নাই, বেদ নাই, গায়িত্রী নাই, মোক্ষ নাই, সকাল মিছে।—মহারাজ! উপনিষদ্, সে—কে? বেদের একটা ভাগ্ বই তো নয়। তারে তো একগাছা তৃণের চেয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করি, সে যে বড় অপদার্থ, রস নাই, কষ নাই, সুখ নাই, তাতে লোকের শ্রদ্ধা কেন হবে? মোক্ষ, সে আবার্ কি? মহারাজ মনের কোণেও ঠাঁই, দিবেন্ না, সে শ্রদ্ধার এত আস্পর্দ্ধা? অশ্রদ্ধা এখনি তারে দাঁতে চিব্‌য়ে, গুঁড়ো করুক্। আমি তার বুকে দাঁড়াবো, পায়ে মাড়াবো, দেশ-তাড়াবো, বেদ্ ছাড়াবো, ভেদ ঝাড়াবো।

আর কি তারে আস্ত রাখি—আস্ত রাখি?। এই দেখ না, ঘাড়্‌টী ভেঙে,
রক্ত চাকি-রক্ত চাকি ॥

মহামোহ। আর আনন্দের সীমা নাই! হে হৃদয়রঞ্জিনি! এত দিনে আমার মনের সকল উদ্বেগ্ দূর হইল, আর আমার কোন ভয় নাই, ভয় নাই। হে প্রিয়ে! যেমন মহাদেবের বামভাগে পার্ব্বতী বসিয়া শোভা করিতে থাকেন, তুমি সেইরূপে আমার বামাঙ্গে মিলিত হইয়া বিরাজ করিতে থাক।

(অতিশয় ব্যাকুল হইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করণে অগ্রসর।)

মিথ্যাদৃষ্টি। ও মহারাজ! ও কি? ও কি? আমি মেয়ে মানুষ।—সভার্ মাঝে।—দিনের্ বেলা।—দিনের্ বেলা।—এই সব্ নোক্ রয়েছে, নোক্ রয়েছে।—আই আই আই।—আমি নজ্জাপাই, নজ্জাপাই। ছি ছি ছি, সোরে যাও, সোরে যাও!

আদরিণীচ্ছন্দ।

ছি ছি ছি, দোড়্‌য়ে এসে, জোড়্‌য়ে ধোরে,
মনের্ আগুণ্ কেন জ্বালো?।
ওকথা, আর্ বোলো না, আর্ বোলো না,
আর্ বোলো না। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো।১

ছি ছি ছি, সময়্ আছে, সবাই কাছে,
কামের পাশা, কেন চালো?।
ওকথা, আর বোলো না, আর্ বোলো না,
আর্ বোলো না। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো ॥

ছি ছি ছি, সভার্ মাজে, মরি লাজে,
দিনের্ বেলা রবির্ আলো।
ওকথা, আর্ বোলো না, আর্ বোলো না,
আর বোলো না। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো ॥২

ছি ছি ছি, রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে,
ঠিক্ যেন ত্রিভঙ্গ কালো
ওকথা, আর্ বোলো না, আর্ বোলো না,
আর্ বোলো না। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো।

মহারাজ। চল এখন্ আমরা সাজঘরে গমন করি।

[তদনন্তর মহামোহ এবং মিথ্যাদৃষ্টি রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

ইতি বোধেন্দু বিকাস মহানাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

শান্তি এবং করুণার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।

শান্তি। (জগদীশ্বরকে প্রণাম।) হে জগদীশ্বর পরমাত্মন্। তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

(সভ্যগণের প্রতি উপদেশ পূর্ব্বক বক্তৃতা।) হে জীব সকল! এই সংসারকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া নিয়তই মরণকে স্মরণ কর,—মনের সকল অভিমান হরণ কর,—সন্তোষকে মনের মন্দিরে বরণ কর,—কেবল আনন্দদ্বীপে চরণ কর,—জীবন জীবনবিম্ব-বৎ, নিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস নাই, এখনি বিনাশ হইবে, অতএব যত পার ততই সৎকার্য্য সাধন কর,—ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া সৎকার্য্য করা উচিত হয় না; পরম-প্রেমের প্রেমিক হও, সকলের প্রিয় হইয়া প্রেমপাশে সকলকে বদ্ধ কর।—এই জগতীবাসে কে তোমার শত্রু আছে? তুমি কাহাকে শত্রু জ্ঞান কর? তুমি বিবেচনা-দোষে আপনিই আপনার শত্রু হইতেছ; কারণ, দেহের কারণ না জানিয়া দেহেতে আত্ম-বোধ করত ঘোরতর অভিমানবশত কেবল রিপুদিগে্য চরিতার্থ করিতেছ।—এই অভিমান, এই অহঙ্কার, এই দম্ভ, ইহারা তোমার যত শত্রু, তত শত্রু আর কেহই নাই।—যদি এই রিপুমণ্ডিত বপুরাজ্য পারিতোষিক স্বরূপ তোমার চিরপ্রাপ্য-ধন হইত, তবে অহঙ্কার একদিন শোভা পাইত।—মৃত্যু প্রতিক্ষণেই নিজ নিকটে আহ্বান করিতেছে, এখনিই মৃত্যুঞ্জয়ের চরণ-শরণ লও।

জগতের শোভা দর্শন কর,—কি বিনোদ-ব্যাপার-ব্যূহ বিলোকিত হইতেছে। কিন্তু এই অদ্ভুত ভূতের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে ভূতে অভিভূত হওয়া উচিত হয় না। যিনি সকল ভূতের কর্ত্তা, ভূতাতীত ভূতনাথ তাঁহারি ভাবে অভিভূত হও। রত্নাকর সমুদ্রে এবং এই রত্নময়ী বসুধা-গর্ত্তে যে সকল রত্নরাজি রাজিত আছে, তৎসমূহ একত্র করিয়া সম্ভোগ করিলেও ক্ষণমাত্র যথার্থ সুখের সঞ্চার হইতে পারে না। এই বিচিত্র গগনক্ষেত্র-বিরাজিত চন্দ্র, সূর্য্য এবং বায়ু, বারি প্রভৃতি কি কখনো তোমাকে চিরসুখে সুখী করিতে পারে? কেন না মানব-কৃত কার্য্যজনিত অথবা প্রাকৃতিক সুখকে প্রকৃত-সুখের মধ্যেই গণনা করা যায় না, যেহেতু এই সমস্ত সুখ অবিনাশি এবং অনন্ত নহে; ক্ষণেক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে, অথচ ইহাতে কেবল দুঃখের অংশই অধিক, ঐ সমুদয় অনিত্য-সুখের বিচ্ছেদকালীন যেরূপ দুঃখের উদয় হয় তাহা শরীর এবং মনের পক্ষে কত কষ্টদায়ক বিবেচনা কর।—হে মানব! বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক এই অসার সংসারে সংসার সম্বন্ধীয় সুখের আশা পরিহার কর। শুদ্ধ শুদ্ধচিত্তে এক অক্ষয়, অখণ্ড, অনন্ত, সুখ সম্ভোগ কর, যাহার সহিত দুঃখের কিছুমাত্র সংস্রব নাই।

এই মোহকরী মহী-মাতার মোহিনী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কেন মোহিত হও?—এই ভবরাজ্য, এই সব ভব-কার্য্য যাহার দ্বারা অবধার্য্য হইতেছে, তাহার অনিবার্য্য অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য তাৎপর্য্য গ্রহণ কর।—বনে এবং উপবনে পুষ্পপুঞ্জ মকরন্দ ভরে প্রফুল্লিত হইয়া সুবাস দ্বারা কি আমোদ বিতরণ করিতেছে।—হে জীব! তুমি এই ফুলের আমোদে আমোদিত হইয়া কেন অঙ্গরাগ ও ইন্দ্রিয়যাগ করিতেছ? এই বিকসিত কুসুমের মনোহর দ্যুতি দর্শন করিয়া এবং আঘ্রাণ লইয়া ভগবানের ভাবে গদ্‌গদ হও, এবং প্রেমরূপ-পদ্মে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা কর।

হে মনুষ্য! তুমি এই অলীক সুখময় বসন্তকালে ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ ঝঙ্কার, কোকিল-কুলের কুহুঃ কুহু মধুর ধ্বনি শ্রবণে এবং পূর্ণেন্দু প্রকটিত জ্যোৎস্নোজ্জ্বলিত সুবিমল রজনী দৃষ্টে

কেন প্রমত্ত হইয়া রিপুকে বিকল ও চঞ্চল করিতেছ?—আহা! স্থির হও, স্থির হও।—কোকিল এবং ভ্রমরের সুধাময় সংগীত শ্রবণ কর, ইহারা তোমাকে ব্যাকুল করিবার নিমিত্ত জন্ম-গ্রহণ করে নাই, তোমাকে প্রিয়ভাষের-উপদেশ দিবার নিমিত্তই গুরু হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ-গান করিতেছে। তুমি তাহারদিগের শিষ্য হইয়া প্রিয়বচনে অমৃত-বর্ষণ কর, এবং ব্রহ্মসংগীত গান-দ্বারা আপনি মুগ্ধ হইয়া সকলকে মুগ্ধ কর, আর এই সুনির্ম্মল রজনীতে স্থির হইয়া একাগ্রচিত্তে জ্ঞানযোগে জগদীশ্বরের ধ্যান কর।

শাস্ত্রকর্ত্তা-জ্ঞানি-লোকেরা এই বসন্তকালে ভ্রমণের বিধি বিধি করিয়াছেন। যদি ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হয় তবে ভ্রমণ কর, কিন্তু কোন্ পথে ভ্রমণ করিতে হয় তাহার কিছু স্থির করিয়াছ?—দেখ, জগদীশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া সর্ব্বজীবের সুখের জন্য "প্রবৃত্তি" এবং "নিবৃত্তি" এই দুটী পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহার কারণ যাহার যে পথে গমনে অভিরুচি হইবে, সে ব্যক্তি সেই পথেই গমন করিবে। হায়, কি আশ্চর্য্য! প্রাণিমাত্রেই প্রবৃত্তিপথ পরিভ্রমণে প্রীত হইয়া প্রকর প্রযত্ন প্রচার করিতেছে। প্রায় কাহাকেই নিবৃত্তিপথের পথিক হইতে দেখা যায় না, কেন না প্রবৃত্তিপথে পুনরাগমনের ব্যাঘাত নাই, নিবৃত্তিপথে ভ্রমণ করিলে আর কোনমতেই আসার আশা থাকে না, সুতরাং ইচ্ছাক্রমে কেহই তাহাতে অনুরত হয় না। যেমন কোন মনুষ্য বিদেশ-গমনের বিচার-কালে এরূপ বিবেচনা করে, যে "এ পথে যাত্রা করিলে আমি অতি সহজে অতি শীঘ্রই গৃহে আসিতে পারিব, ও পথটা অতি ভয়ঙ্কর; কি জানি, পাছে কোন বিড়ম্বনা হয়, দূর হউক্, আমার পক্ষে এই পথি ভাল" সেইরূপ আশু-সুখকর-ব্যাপার-বৃন্দ বিলোকিত না হওয়াতে তোমার মনে নিবৃত্তিপথের নিবৃত্তি জন্মিয়া কেবল প্রবৃত্তিপথের প্রবৃত্তিই উদয় হইতেছে।

আহা, কি অযোগ্য-দুর্ভাগ্য! এই উভয় পথের মধ্যে কোন্ পথ অতি উৎকৃষ্ট ও অত্যন্ত সুখকর, তাহার বিতর্ক কেহই করে না। ওহে জীব! তুমি আর কতদিন মায়ার কুহকে পতিত থাকিবে? এই দণ্ডেই আপনার সুপথ দেখ। অতি অলীক ক্ষণিক আমোদকর প্রবৃত্তিরূপ কণ্টকাবৃত কুপথ-ভ্রমণে আর কেন প্রবৃত্ত হও? এ পথের সুখ যাহা সে সকলি অনিত্য ও পরিণামে দারুণ দুঃখদায়ক। প্রবৃত্তিপথের পথিক হইলে কখনই নিত্যসুখের উৎপাদনকারক তারক-ব্রহ্মের নিকটস্থ হইতে পারিবে না, ভয়ানক বনচর প্রভৃতি দস্যু সকল পথিমধ্যে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। নিবৃত্তিপথে কাঁটা নাই, হিংস্রক জন্তু নাই, এবং দস্যু নাই। সে পথ অতি পবিত্র, কোন ভাবনার বিষয় নাই। ঐ সত্য সুখময়-সুন্দর সুপথে যাত্রা করিলে অবিলম্বেই পরমপ্রেমময় পরমপুরুষের সমীপস্থ হইবে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তুমি একেবারেই কৃতকৃতার্থ হইবে, ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সন্তোষ-সদনে অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবে।

তুমি প্রবৃত্তিপথে প্রবিষ্ট হইয়া সংসার-সুখের আস্বাদনে তৃপ্ত হইতেছ, কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র রস নাই, বিষম বিরস, এই পন্থা যে সংসার-কাননের চতুর্দ্দিক দিয়া গমন করিয়াছে, সেই বনে হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শরদ, এই ছয় ঋতু যথা-রীতিক্রমে নিয়মিত সময়ে স্ব স্ব স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে বটে, তন্মধ্যে পাঁচ ঋতু তোমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর, শুদ্ধ এক সুরভিকাল যৎকিঞ্চিৎ আহ্লাদজনক, কেন না তুমি এই কালে নব নব নয়ন-বল্লভ-পল্লবমঞ্জরীমণ্ডলমণ্ডিত-নবনব—সুচারু-সুন্দর-সুরভি-ফুল্লফুলদল-সুশোভিত-মৃদুমৃদু-মলয়ানিল—সেবিত মধুপানমত্ত মধুকর-নিকর-গুঞ্জিত-কোকিলকুল-কুলকুজিত-কমনীয়-

কুঞ্জকাননে কুটিল-কুন্তলা কুরঙ্গাক্ষী-কুল-কামিনীকুল-কর-সন্ধারণ-পুরঃসর বিহার-সুখে সুখী হইতেই ইচ্ছা কর, কিন্তু তুমি জান না, এ বসন্ত তোমার পক্ষে কৃতান্ত সম, শ্রীমন্ত নহে।—তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত, যাহা সুধাময় জ্ঞান করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে অতিশয় বিষময় নিরয়-নিলয়।

তুমি নিবৃত্তিপথ অবলম্বন কর, তাহাতে তোমার সমূহ-শিব সম্ভাবনা, এই বর্ত্মে কোন ঋতুর প্রাদুর্ভাব নাই, বর্ষাতেও হর্ষের অবধি নাই, শরদেও আমোদের হ্রাস নাই, হেমন্তেও সন্তোষের অন্ত নাই, এবং গ্রীষ্মও ভীষ্মবৎ ভীষ্ম নহে।—ইহারা কেহই প্রবল হইয়া পীড়া প্রদান করিতে পারে না, কারণ তথায় প্রতিনিয়তই কেবল "বিবেক" নামক বসন্ত ঋতুর প্রাদুর্ভাব।

পদ্য।

উঠ উঠ, উঠ জীব, চড় জ্ঞান রথে।
ভ্রমণ করিতে চল, নিবৃত্তির পথে॥
নিত্যসুখানন্দময়, বন আছে যথা।
"বিবেক" বসন্ত-ঋতু, বিরাজিত তথা॥
সে বনে অপর ঋতু, না, হয় উদয়।
সদাকাল সুখময়, সুরতি সদয়॥
ঈশ্বর-সাধন "কাম" করিছে বিহার।
শ্রীমতী "সুমতি রতি", সতী-প্রিয়া তার॥
এখনি দেখিতে পাবে, বিজ্ঞান-নয়নে।
ইন্দ্রিয়-শাখির শোভা, দেহ-উপবনে॥
অপরূপ, বৃত্তিরূপ, শাখা শতশত।
অনুরাগ-নবপত্র, শোভে তায় কত॥
মধুর মাধুরী কিবা, আহা মরি মরি।
মাঝে মাঝে, ঝুলিতেছে, ভক্তির মঞ্জরী॥
বিবেক-বসন্ত বলে, বাড়িছে বিলাস।
ফুটেছে কুসুম কত, ছুটেছে সুবাস॥
"সন্তোষ" মলয় বায়ু, প্রবাহিত হোয়ে।
করিতেছে পুলকিত গন্ধ তার লোয়ে॥
দয়া-যূতী, ক্ষমা-জাতি, শান্তির সেয়তী।
অহিংসা-অপরাজিত, করুণা-মালতী॥
মুকুলিত হইয়াছে, যত তরু-লতা।
লজ্জা "লজ্জাবতী" ফুল মাধবী-শীলতা॥
সত্যরূপ চম্পক, সৌরভ কত তাতে।
প্রমোদিত করিয়াছে, প্রেম-পরিজাতে॥
এ বনে বিহঙ্গ কত, করি বিচরণ।
শ্রবণবিবরে করে, 'সুধা-বরিষণ॥

মরি কিবা "শ্রুতি-শুক," শ্রুতিসুখকর।
"গীতা" শারিকার সহ, ডাকে নিরন্তর॥
মনোহর দ্বিজবর, নিজ-স্বর ধোরে।
"সুরাগ" সুরাগে লয়, প্রাণ মন হোরে॥
সুললিত সুমধুর, রবে ধরি তান।
"একমেবা দ্বিতীয়ম্" করে এই গান॥
তার গানে, যার কানে, রস ঢুকিয়াছে।
একেবারে সেই জীব, শিব হইয়াছে॥
"বেদান্ত" কোকিল-কুল, করিতেছে গান।
ধরিতেছে, নিজ রাগ, হরিতেছে প্রাণ॥
"কলঘোষ" *কলরবে, এই কথা কয়।
"জয় জয়, জয় বিভো" জগদীশ জয়॥
নির্ব্বিকার, নিরাকার নিত্য-নিরাময়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
সর্ব্বসার সর্ব্বাধার, সদানন্দময়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
তৎ, সৎ, ওঁকার, নির্গুণ-নিরালয়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
গুণাতীত গুণাকর, সর্ব্বগুণময়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
সৃজন পালন লয়, কটাক্ষেতে হয়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
কৃপালোকে ত্রিতাপ, তিমির কর ক্ষয়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥
দয়াকর, দয়া কর, দীন দয়াময়।
জয় জয়, জয় বিভো, জগদীশ জয়॥

* কলঘোষ—কোকিল।

কোকিলের মুখে এই, শুনিয়া সুরব।
"কাম্যকর্ম্ম" কাক-কুল, হয়েছে নীরব॥
আরে জীব পাবি শিব, দূরে যাবে জ্বালা।
হবে না কাকের ডাকে, কাণ ঝালাপালা॥
শুক, পিক. ছাড়া আর, পাখি আছে যত।
শাখাপরে, পাখা নেড়ে, দেখাতেছে কত॥
এক গাছে, এক ডালে, বসে না কো কটা।
কলরব কোরে সব, বাধায়েছে ঘটা॥
নানাদিগে উড়ে যায়, নানাপথে চলে।
ফলত সে ছয় পাখি, এক বুলি বলে॥
"ছয় দরশন" পাখি, হয়, ছ, প্রকার,
সকলেই করিতেছে, কুশল তোমার॥
"ন্যায়" নামে এক পাখি, ন্যায়পথে রয়।
না করে অন্যায় কিছু, ন্যায়কথা কয়॥
পাতঞ্জল, সাংখ্য আদি, আর আতে যত ?।
নানা কথা কোয়ে দেয়, এক মতে মত॥
একানন, কি কহিবে, এ কানন গুণ।
এ কানন গুণে পাবে, গুণেশ-নির্গুণ॥
"হৃদি-সরোবরে" ভাবপদ্মে, কত গুণ্।
মধুকর, মন,তায়, করে গুণ্ গুণ্॥
"মকরন্দ", আনন্দ, ক্ষরিছে প্রতিক্ষণ।
পান করি পরিতোষে, তৃপ্ত হয় মন॥
পরিহরি ভ্রম, ভ্রম, সুখে এই বনে।
পাইবে সমান সুখ, বনে আর বনে॥
এই বনে আছে এক, ভুবনভামিনী।
তার কাছে কোথা আছে, কামের-কামিনী॥
"বিদ্যা" নামে, সুরূপসী. সুপথগামিনী।
হাসে ভাষে, তমোনাশে, প্রকাশে দামিনী॥
স্বভাবে প্রসন্না বালা, দিবস-যামিনী।
পরিণয় করি তারে, করহ স্বামিনী॥
সাধুসঙ্গ, "ঘটক" বিরাগ, পুরোহিত।
তোমার বিবাহে দোঁহে, করিবেন হিত॥
বরসজ্জা করাইবে, "বিশ্বাস" আসিয়া।
"শ্রদ্ধানারী" ঘরে লবে, বরণ করিয়া॥
পতিব্রতা সতী বিদ্যা-অবিদ্যানাশিনী।
হইবে তোমার চির, হৃদয়বাসিনী॥
সে বিদ্যা, সুন্দর, তুমি, তার কত সুখ।
একেবারে দূর হবে, সমুদয় দুখ॥
এ বিদ্যা-সুন্দর-লীলা, পাঠ যেই করে।
সে কি. বিদ্যা-সুন্দর, করেতে আর ধরে ?॥
ওহে জীব! বৃথা কেন, আয়ু কর গত ?।
বিদ্যা-নায়িকার প্রেমে, হও অনুরত॥
তাহার অধরে খেলে, বোধরূপ সুধা।
আর না রহিবে এই, সংসারের ক্ষুধা॥
প্রগাঢ় প্রণয়ে তারে, করিলে বিহার।
প্রসূত হইবে সুত, "প্রবোধ" কুমার॥
হেরিলে পুত্রের মুখ, সুখ কত পাবে।
সংসারী হইয়া শেষ, সংসার ছাড়িবে॥
বপু-উপবনে, আর, না রহিবে ভয়।
পলাইবে "মহামোহ" লোয়ে শত্রু-চয়॥
প্রবোধ প্রাণের পুত্র, অতি হিতকর।
স্ববংশ-নির্ব্বংশকারী, প্রিয়-বংশধর॥
তোমার বিরহ জ্বালা, সকল নাশিবে।
কাটিয়া মাতার মাতা, বিমাতা* আনিবে॥
সে নারী আসিয়া যদি, করে আলিঙ্গন।
তখনি মোচন হবে. ভবের বন্ধন॥
করিবে স্বরূপ পেয়ে, স্বধামে বিহার।
আশা বাসা ভেঙে যাবে, আসা নাই আর॥
অতএব, শুন শুন, বলি সুবিহিত।
বসন্ত সময়ে হয়, ভ্রমণ উচিত॥
উঠ উঠ উঠ, জীব চড় জ্ঞান রথে।
ভ্রমণ করিতে চল, নিবৃত্তির-পথে॥

গীত

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া

তোমার ভোগেব নহে, এভব বিভব, ভাবের ভবন-ভব, স্বভাবে সম্ভব।

* প্রবোধের বিমাতা মুক্তি।

তুমি আমি নাহি রব, রবে মাত্র এক রব,
যত সব তত শব, এই সব, এই শব ॥ ১

ধরি হে চরণ তব, মন হে প্রসন্নভব,
কাম আদি মনোভব, কর পরাভব ॥ ২

করুণা। (পরমেশ্বরের স্তব।) হে জগদীশ্বর! তোমাকে প্রণাম করি, সদয়ঃ হও। করুণাময় করুণাকর! আমার প্রতি করুণা কর,—দুঃখহর, দুঃখ হর। আমাকে কৃপার আলোকে এই ভূলোকে পুলকে পূর্ণ কর। হে নাথ! নিরন্তর আমার অন্তরে রও, আমার মনের সঙ্গে কথা কও। তুমি অনাথবন্ধু,—করুণাসিন্ধু, বিমলেন্দু, সুধাসিন্ধু,—আমাকে বিন্দুসুধা দান কর, একেবারে ক্ষুধা হর,—আমার অপরাধ ক্ষমা কর,—প্রণিপাত রূপ উপহার ধর।

আহা! তোমার সৃজিত এই স্বভাব স্বভাবে কি শোভা প্রকাশ করিতেছে। মনের সকল সন্তাপ হরিতেছে,—জীব সকল মনের সুখে চরাচরে চরিতেছে,—বিচিত্র বিশ্ববাসে কতই অদ্ভুত ভাব ধরিতেছে,—সকলেই সানন্দে সরলচিত্তে তোমাকে স্মরিতেছে,—প্রকৃতির ক্রোড়ে ক্রীড়া করত উষা কি চমৎকার ভূষা পরিতেছে!—চারুতরু-বিরাজিত বিকসিত-কুসুম হইতে কি মধুর মধু ক্ষরিতেছে!—ক্ষুধাতুর বিহঙ্গ, পতঙ্গ কীটাদির উদর-সমুদ্র ভরিতেছে,—আহা! তোমার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দৃষ্টে সাধু সমূহের নয়ননীরদে নিরন্তর দরদর নীরধারা ঝরিতেছে,—ভাবকগণ তোমাকে ভাবনাপথে ভাবনা করত ভয়ঙ্কর-ভবপাশ হইতে অনায়াসেই তরিতেছে।

আহা! পূর্ব্বভাগে গগনের উপর ধ্বান্তহর গুণাকর দিনকর করনিকর বিস্তার করত কি এক নয়ন প্রফুল্লকর মনোহর ভাস ভাসিতেছে।—দারুণ দুঃখের আধার-স্বরূপ অন্ধকারকে নাশিতেছে,—বোধ হয় তিমিরারি তিমিরকে সহস্রকরে ধারণ করিয়া আপন উদরে গ্রাসিতেছে,—শাসক হইয়া তোমার এই সংসার-রাজ্য শাসিতেছে।—এই মহির মহির মনের মালিন্য মোচন-মানসে পূর্ব্ব হইতে অতি অপূর্ব্বভাবে ক্রমে ক্রমে পশ্চিম-দিগে আসিতেছে।—মিত্র মিত্রের মুখ দেখিয়া দিবা কিবা হাসিতেছে। আলোক দ্বারা তাপন আপন আগমন জ্ঞাপন করাতে সমল-কমল অমল হইয়া কমল-হৃদয়ে মধুভরে লপন প্রকাশ পূর্ব্বক প্রেমানুরাগে ভাসিতেছে,—গুণ্‌গুণ্‌রবকর-মধু করনিকর মধু পানানন্দে মুগ্ধ হইয়া গুণ্‌গুণ্‌স্বরে তোমার অনন্ত গুণ ভাষিতেছে।

হে দয়াময়! তোমার অব্যক্ত কৌশলে এই পৃথিবী-সতী নিয়তই স্থিরভাবে রহিতেছে,—সর্ব্বংসহা হইয়া সকল ভার সহিতেছে—জগৎ-প্রাণ-পবন স্বকীয় শীতল-স্বভাবে অনবরতই শ্বণ্‌ শ্বণ্‌ শব্দে বহিতেছে,—হুতাশন আপনার প্রখর প্রভাব ধারণ করত উত্তাপ-দ্বারা দিক্ সকল দহিতেছে,—ঐ অনলের উত্তাপ বারণ কারণ বিশ্বজীবন জীবন নদ-নদী নির্ঝর-রূপ বদন ব্যাদন করত কলকল কলরব-দ্বারা "ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই" এই কথা কহিতেছে,—আহা! জলে, স্থলে অনলে, অনিলে, আকাশমণ্ডলে কি অদ্ভুত কার্য্য কলাপ উদ্ভূত হইতেছে!—ভূত সকল কি অদ্ভুতভাবে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইতেছে।

হে নির্ব্বিকার-নিরাকার-নিরাধার-মূলাধার-সর্ব্বাধার-সর্ব্বসার!—তোমার প্রণীত এই অসার-সংসার যে প্রকার চমৎকার শোভার-ভাণ্ডার, তাহার উল্লেখ কি করিব আর? মরি, মরি! নমস্কার, নমস্কার,—তোমার অপার মহিমার সুসার কৃপার বিস্তার ব্যাপার বর্ণনা করিবার সাধ্যই বা কার?—আমি স্বভাবে জ্ঞানহীন—অতি দীন—সহজে মলিন—ভজনাবিহীন—উপাসনা-কল্পে অত্যন্ত ক্ষীণ,-রিপুর-অধীন।—এতদিন কি করিলাম?—মিথ্যা

কাল হরিলাম ?—স্থিরচিত্তে তোমাকে ভজিলাম না,—তোমার তত্ত্ব রসে মজিলাম না, দিন দিন দিন যতই নিকট হইতেছে, কাল ততই দেহের বল হরণ করিয়া লইতেছে।

হে অনাথনাথ—জগন্নাথ! তোমার এই ভাবময়-ভাবভাণ্ডারে যাহা দর্শন করি—যাহা সম্ভোগ করি—তাহাই কি আশ্চর্য্য আহা মরি মরি!—এই জগতের বিচিত্র শোভা, কি মনোলোভা! আহা! কি অদ্ভুত কালের সৃষ্টি!—শরদ, শিশির বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,—এই সকল কাল কি মনোহর! জীবনের পক্ষে কি শিবকর! এই গ্রীষ্ম ভীষ্ম হইয়া যদিও দেহির দেহ দহে,—তথাচ গ্রীষ্ম ভীষ্ম হইয়া ভীষ্মই নহে,—এই নিদাঘে ধরা কি মনোহর হইয়া আপন হৃদয়ে নানা রূপ শস্য, মূল, ফল, নির্ম্মল-জল ধারণ করিতেছেন,—আমাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা হরিতেছেন,—আহা! বর্ষা সময়—কি রসময়!—সুধার-সুধার বৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে।—অবনীর সকল সন্তাপ হরিতেছে। সুখময় শরদ—জীবের পক্ষে কি বরদ? —এই কালে ধরণী জননী শস্যশালিনী হইতেছেন,—আমারদিগের জীবিকার ভার লইতেছেন। —হিমঋতু—কি সুখের হেতু!—নিশির শিশির কৃষির পক্ষে কি কল্যাণ করে!—সমুদয় অভাব হরে।—ঋতুকান্ত—কান্ত—যাহার নাম বসন্ত।—সেই কান্ত—কি কান্ত! এই বসন্তে স্বভাব কি সুন্দর স্বভাব ধরে।—শোভায় মানস হরে, কানন পুষ্পরূপ—আনন প্রকাশ পূর্ব্বক গন্ধভরে —তোমার গুণ ব্যাখ্যা করে।

এই স্থিরকাল চিরকাল সমভাবে স্ব স্ব ভাবে ভাব ধরে। কত যুগ, কত বর্ষ, কত অয়ন, রাশিরাশি কত রাশি, লক্ষ লক্ষ কত পক্ষ, বারবার কত বার—দিন দিন কত দিন প্রকাশ করে। —কাল কাল কতই কাল।—ছয় ঋতুর ছয় কাল,—দিবাকাল,—নিশাকাল,—উষা-কাল,— উষসী-কাল।—এই এই—সেই সেই—সেই সেই,—এই এই,—এই কাল- সেই কাল— সেই কাল—এই কাল,—এইরূপে একাল ওকাল—সেকাল আর কত করিব? কাল-কাল করিয়া আর কত কাল কাল হরিব? যে কাল দিবস-কাল, সেই কাল রাত্রি-কাল, সেই কাল প্রাতঃকাল, সেই কাল সন্ধ্যাকাল, কাল কাল সেই কাল, সেই কাল মহাকাল।

হে কালপাল কালেশ্বর! এই কালের পরিবর্ত্তনীয় ভাতি কি রমণীয়! ইহার প্রত্যেক্ কালের কান্তি কি কমনীয়! আহা! বিভাকরের বিভাদ্বারা দিবা কিবা নিভা ধরিয়াছে! বোধ হয় সুচারু শ্বেতশতদল-সহিত বিমলরক্তোৎপল-মিলিত-হার পরিয়াছে।—উর্দ্ধভাগে তপ্তকাঞ্চন রেখা-বৎ কি এক অগ্নিচক্র জ্বলিতেছে,—খরতর-করভঙ্গিমা দ্বারা প্রাণি-পুঞ্জের নয়ন-নীরজকে ছলিতেছে—দিবাকরের করে পুষ্পপ্রকর প্রফুল্ল হইয়া পবন-হিল্লোলে মকরন্দ-ভরে টলিতেছে,—ঢলিতেছে,—তাহার বাস পাইয়া বাস ছাড়িয়া পতঙ্গগণ পতঙ্গপ্রেয়সীর অন্বেষণে চলিতেছে,—বনে বনে কত কলিকা দলিতেছে,—কুহু-কুহু-কলরবকারি-কলরব কদম্ব কি সুধাস্বরে কুহুকুহু কলিতেছে!—তচ্ছ্রবণে প্রেমিকপুঞ্জ প্রেমরসে গলিতেছে,—নিরন্তর বিশুদ্ধ-বদনে তোমাকে সাধু সাধু বলিতেছে।—তাহারদিগের চিত্তরূপ-বৃক্ষশাখায় বাঞ্ছাফল ফলিতেছে।

হে হরি!—মরি মরি! বিভাবরী কি সন্তোষকরী! এই যামিনী সমূহ সুখদায়িনী-সর্ব্বদুঃখ সংহারিণী-তৃপ্তিকারিণী-সুপ্তিপ্রসবিনী। জগতের তিমিরহর-শোভাকর-সুধাকর সুধাকর নিশাকর কি মনোহর! এই কুমুদবিকচকর শশধর কি বিনোদ-ভাতি প্রকটন করে! —মনের সকল অন্ধকার হরে! শ্রান্তির শান্তি করে,—কান্তির-দ্বারা নয়নের ভ্রান্তি হরে,— যখন আকাশে ঈক্ষণ করিয়া দেখি, সুচারুরূপে নক্ষত্র সকল উঠিয়াছে, তখন অনুমান হয়,

বিশ্ববৃক্ষের উচ্চ শাখায় ফুল সকল ফুটিয়াছে।—যখন দৃষ্টি করি, চক্রাকারে চন্দ্রমণ্ডল জলিয়াছে, তখন বোধ হয়, এই পরমদ্রুমের চরম-শাখায় একটি ফল ফলিয়াছে।

ত্রিপদী।

কোথা হে ভবের পতি, কি হবে আমার গতি,
পাপে পূর্ণ মানসের-পুর ?।
দৃষ্টি করি আমা পানে, দেখা দিয়া দয়া-দানে,
দুখিনীর দুঃখ কর দূর॥
ভাবের ভাবনা ভরে, যে তোমার ভাব ধরে,
সাধু সাধু, সাধু তারে কই।
তেমন্ যে সাধু হয়, তারে বলি সদাশয়,
আমি তার কেনা-দাসী হই॥
কি ভাবে ভাবিব ভাব,কি ভাবে তোমায় পাব,
ভাবিয়া না বুঝি হিতাহিত ?।
প্রভু হে প্রণাম লহ, অহরহ দেহে রহ,
কথা কহ, মনের সহিত॥
দেহ সার উপদেশ, উদ্দেশেতে হোক্ দ্বেষ,
দেশ দেশ ভ্রমিতে না হয়।
যেখানে সেখানে থাকি, কেবল তোমায় ডাকি,
তোমাতেই মন যেন রয়॥
চাতকের ভাব ধরি, পাতকের ভোগ করি,
পিপাসায় নাহি বাঁচে প্রাণ।

হৃদয়-আকাশে রোয়ে, করুণ-বরণ হোয়ে,
করুন করুণাবারি দান॥
এ ঘোর ভোগের তৃষা, একেবারে হোক্ কৃশা,
ডাকিতে না হয় যেন আর।
জলদে জলদে-রব, না করি নীরবে রব,
মনে বনে আনন্দ-অপার॥
এখন্, যে "আমি",কই, তখন, এ"আমি", কই,
যখন্ তোমাতে হব লীন।
চরণ স্মরণ ধরি, সময় হরণ করি,
মরণ না হয় যতদিন॥
সন্তোষের সরোবরে, প্রেম-মকরন্দ ভরে,
হৃদিপদ্ম ফুটুক্ আমার।
হোয়ে নাথ মধুকর, করিয়া মধুর স্বর,
তুমি তায় করহ বিহার॥
এ ভাবে আমার হোলে, তোমায় আমার বোলে
লয় করি দলরূপ দশে *।
সুখের হিল্লোলে টোলে, গদ গদ ভাবে ঢোলে,
একেবারে গোলে যাব রসে॥

হে-নাথ! তুমি করুণা বরুণালয়। তুমি সুবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া যেমন বাহ্য-গ্রীষ্ম বিনাশ করিতেছ, সেইরূপ আমার মনের গ্রীষ্ম হরণ কর। হে করুণাময়!—করুণ-বরুণরূপ ধরুন, অহঙ্কার অরুণের তাপ হরুন, আমাকে শান্তি সলিলে শীতল করুন, তুমি জগতৃপ্তকর জলধর হইয়া ক্ষুদ্র এক খগচঞ্চুর তৃষা কৃশা করিবে, এ কোন্ বিচিত্র।

পদ্য

ধর নাম, দাতারাম, ধরি হে চরণে।
দয়াকর, দয়া কর, দীন হীন-জনে॥
কালের নিদাঘে আমি, নাহি করি ভয়।
ভিতরের গ্রীষ্ম যত, সব কর ক্ষয়॥
তাপতে দহিছে দেহ, রহে না রহে না।
সহে না সহে না আর, যাতনা সহে না॥
"অহঙ্কার-দিবাকর" খর-কর ধরে।
করিবার "প্রান অনিল" অনল-বৃষ্টি করে॥

"আশারূপ ঘূর্ণাবাতে" ঘোর অন্ধকার।
দেখিতে না পাই কিছু, করি হাহাকার।
"কর্ম্মভোগ-ধূলা উড়ে" অন্ধ কোরে রাখে।
ক্ষণেকে প্রলয় করি, দিক্ সব ঢাকে॥
"ধনতৃষা" নহে কৃশা, সদাই প্রবল:
"মানস-চাতক" ডাকে, দে জল দে জল॥
"লোভ রূপ ঘন" ঘন, করিছে গর্জ্জন।
নিরন্তর চেয়ে থাকে, তাহার বদন॥

ভজনাবিহীন-

* দশ।—জ্ঞান-কর্ম্ম দশেন্দ্রিয়।

মাঝে মাঝে "ক্রোধ-রূপ" বজ্রনাদ হয়।
শুনে রব, হই শব, জীবন-সংশয়॥
"কামনার অনল" প্রবল হোয়ে জ্বলে।
সে অনল শীতল, না হয়, কোনো জলে॥
বল আর, কি প্রকার, রাখিব জীবন ?
পিপাসায় প্রাণ যায়, না পাই জীবন॥
"দয়া-নদী" শুখায়েছে, বেগ নাই আর।
"হিংসা-রূপ" পাঁকে ভরা, কলেবর তার॥
সাধ্য কার, তাহার, উপরে করে গতি।
পদার্পণ করিলে, অমনি অধোগতি॥
কোথা হে অনাথনাথ! করুণানিধান।
তোমা বিনে এ শঙ্কটে, কে করিবে ত্রাণ ?॥
অন্তর তো নও তুমি, অন্তরেই রও।
কি-দোষ দেখিয়া তবে, সদয় না হও ?॥
ভাবময় ভগবান, তুমি গুণাকর।
গুণের সাগর হোয়ে, গুণ তার ধর॥
হর হর পাপ তাপ, এ যাতনা হর।
কৃপাকর, কৃপা করি, কৃপাবৃষ্টি কর॥
অনুগত অকিঞ্চন, অনুতাপে মরে।
কিঞ্চিৎ করুণা কর, কাতর-কিঙ্করে॥
করুণা-বরুণালয়, তুমি দয়াময়।
এ বিপদ, বারি-দান, সুবিহিত হয়॥
হে নাথ! হৃদয়রূপ, গগনে আমার।
করহ "বিবেক রূপ" বরষা সঞ্চার॥
অবিরত "বোধ-বারি" করি বিতরণ।
অন্তরে করিয়ে দেহ, বরষা-শ্রাবণ॥
সুধার সুধার মত, পড়িবে হে নীর।
একেবারে জুড়াইবে, অন্তর, বাহির॥
পাপ তাপ নিদাঘের, দায় এড়াইয়া।
লইব তোমার নাম, শীতল হইয়া॥
আর না রহিবে দেহে, কোনোরূপ ভয়।
সুখেতে করিব, গান "জগদীশ জয়"॥

(সভ্যগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।)

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

ওহে জীব, হও শিব, কিবে অশিব তোমার ?।
সরল-স্বভাবে কর, সাধু ব্যবহার॥
সুযোগে করিয়ে যোগ, কর সবে সুখভোগ,
ভোগ, মোক্ষ ভরা এই, ভবের ভাণ্ডার।
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, পুরুষার্থ, যার নাম,
সুখে চতুর্ব্বর্গধাম, কর অধিকার।
"করুণা-তরুর" তলে, যে সব বসেছে কুতূহলে
চারি ফল এসে ফলে, করতলে তার।
বায়ুবৎ ব্যবহারে, গতি করি, এ সংসারে,
করুণা, কুসুম-বাস, কররে বিস্তার॥
দ্বেষহিংসা হর হর, দয়া-ধর্ম্ম ধর ধর,
যত পার, কর কর, পর উপকার।
সবে যেন পরে ঘরে, ভাল খায়, ভাল পরে,
কেহ যেন নাহি করে, দুখে হাহাকার॥
যেজন পামরমতি, হৃদয়-নিদয় অতি,
কেন গো-মা-বসুমতি, বহ তার ভার ?
আপনিই সুখে রয়, সে কি হয়, দয়াময় ?
পর দুখে দুখী নয়, বৃথা-জন্ম তার॥
বুঝিয়া দেহের মর্ম্ম, করিবে যে সব কর্ম্ম,
তার মাঝে দান-ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ সবাকার।
কার ধন, উপার্জ্জন, কর, কর, বিতরণ,
সঞ্চয়ের প্রয়োজন, কি আছে তোমার ?॥
যা, করিবে বিতরণ, সে ধন, তোমার ধন,
মোলে পরে, ধন জন, সঙ্গে যায় কার ?।
আপনি না খায় পরে, করেতে না, দান করে
বৃথায় শরীর ধরে সেই দুরাচার॥
যেজন কৃপণ হয়, বেঁচে থেকে মোরে রয়,
সে যদি সজীব, তবে, মরেছে কে আর ?।
কভু, সে, জীবিত নয়, ভ্রমেতে জীবিত কয়,
কামারের জাঁতা সম, শ্বাসের সঞ্চার॥
না পায় সুযশ রস, ধরাময় অপযশ,
কখনো না থাকে বশ, দারা পরিবার।
যত জন পরিজন, সবে, করে অযতন,
পিতা বোলে পুত্র নাহি, ডাকে একবার॥

মোলে বাপ্, যায় পাপ্, নাহি তায় পরিতাপ্,
দারা মনে ইচ্ছা করে, বিধবা-আধার।
কৃপণের পিতা যিনি, পুত্রহীন কাজে তিনি,
কখনো কি কন ইনি, তনয় আমার ? ॥
ধন-ভোগ নাহি করে, পাপ-ভোগ ভুগে মরে,
কৃপণ আপন নাহি, হয় আপনার।
অদাতা অধম জন, মাটি খুঁড়ে পোঁতে ধন,
তার মাঝে প্রয়োজন, কত আছে তার ॥
টাকা পোঁতে লোকে কয়,মাটি খোঁড়া সেতো নয়,
অধ-গমনের পথ, করে পরিষ্কার।
"কমলা" বচন ধর, সকলের দুঃখ হর,
অচলা হইয়া কর, জগতে বিহার ॥
প্রকাশিয়া নিজ-স্নেহ, ধন, ধান্য দেহ দেহ,
কভু যেন নাহি কেহ, থাকে অনাহার।
সমভাবে রবে সবে, কারো না বিপদ হবে,
উথুলে উঠুক্ ভবে, সুখ-পারাবার ॥
লক্ষ্মীহীন, যত দীন, কত কষ্টে কাটে দিন,
সংসারে তাদের হয়, সকলি অসার।
লক্ষ্মীছাড়া সবে কয়, সমাদর নাহি রয়,
পূজ্য সেই বিশ্বময়, লক্ষ্মী আছে যার ॥
ধন বলে বল ধরে, দরিদ্রের দুঃখ হরে,
হিতকরকর্ম্ম করে, অশেষ প্রকার।
ধনেতে ধর্ম্মের যোগ, ধনে হয়, স্বর্গ-ভোগ,
এই ধন সুবিমল, সুখের আধার।
তুমি কৃপা কর যারে, ভোগ,মোক্ষ,দেহ তারে,
কর তার একেবারে, ত্রিতাপ সংহার ॥
ওমা লক্ষ্মি! তাই কই, "লক্ষ্মীছাড়া" যদি হই,
"দয়াময়ী" নামে হবে, কলঙ্ক অপার।
কৃপণতা কর কেন ?, "কৃপা দৃষ্টি" রাখ হেন,
"লক্ষ্মীছাড়া" নাম যেন, না হয় প্রচার ॥

(চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া।) হে সজলা-নদি, নদ, সরোবরাদি জলাশয় সকল! আমি তোমাদিগকে প্রণাম করি,—আহা! ধন্য ধন্য, তোমারদিগের করুণার কথা কি কহিব ? তোমরা কত কত জল-চরকে বক্ষঃস্থলে স্থানপ্রদান পূর্ব্বক অকাতরে ধারণ, পালন, চালন করিতেছ, তোমরা জীবনবহন করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছ। মানবগণ তোমাদিগের কৃপায় ও সংপূর্ণ সাহায্যে নৌকাযোগে শত শত নিজ নিজ অভিলষিত এবং কত শত দেশ-হিতজনক-মাঙ্গলিক-কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া সুখ-সৌভাগ্য-সঞ্চয় করত সানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। হে জলনিধি রত্নাকর! তুমি স্বভাবে যেমন স্বয়ং অপার, সেইরূপ তোমার কৃপাও অপার হইয়াছে।

হে প্রভাকর! তোমাকে প্রণাম করি, তোমার তুল্য করুণাময় আর কাহাকেই দেখিতে পাই না, তুমি সর্ব্বসাক্ষী লোকলোচন-জ্যোতির্ম্ময় হইয়া এই চরাচর বিশ্ব-সংসার প্রচার করিতেছ, তুমি সহস্র করে লবণ-সমুদ্রের জলাকর্ষণ পূর্ব্বক বাষ্পরূপে মেঘ সঞ্চারদ্বারা পুনর্ব্বার সুধা-বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছ,—তুমি অচল সচল সকল পদার্থেই সমান দয়া প্রকাশ করিতেছ, তুমি আপনি অন্ন হইয়া অপর্য্যাপ্ত অন্ন জল প্রদান করিয়া প্রাণিপুঞ্জের প্রাণ রক্ষা করিতেছ।—নিশাকর সুধাকর কেবল তোমার কৃপাতেই সুধার আধার হইয়া রজনীর অন্ধকার সংহার এবং আর আর অশেষ প্রকার উপকার-সাধন করিতেছেন।

হে জননি-ধরণি! তোমার ধারণা-শক্তি, সহগুণ, ধৈর্য্যগুণ, দাতৃত্বগুণ, তুলনা-রহিত হইয়াছে। এত অত্যাচার সহ্য করিয়া কখনই বিরক্ত হও না, অনবরত কেবল দান করিতেছ। তুমি দাতব্যের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছ, যে যত পারিতেছে, ততই লইতেছে, কি আশ্চর্য্য! ইহাতে ক্ষণমাত্র কাতর হও না। মাগো! তুমিই সাক্ষাৎ করুণাময়ি ব্রহ্মরূপা।

হে ভাই তরু সকল! হে ভগিনি লতা-সকল! তোমরা এই পরমপ্রিয় প্রচুর-প্রেমকর করুণার কার্য্য কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছ ? মূলের ছালের, ডালের-পত্রের, ফুলের

ও ফলের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া সমস্ত জীবের অশেষবিধ উপকার করিতেছ। সাধু সাধু, তোমারদিগের এই কারুণ্যগুণে আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইতেছে। আহা! আহা! তোমারদিগের আশ্রয়ে বিশ্রাম করিয়া পথশ্রান্ত জনেরা অসহ্য ক্লেশ নিবারণ পূর্ব্বক সময় বিশেষে কি পরম-সন্তোষ লাভ করিতেছে? ইহার অপেক্ষা আর অধিক মহত্ত্ব কোথায় আছে? যাহারা অস্ত্রাঘাতে সংহার করিতেছে, তোমরা তাহারদিগেরো বিবিধ বিধায়ে কল্যাণ-বিধান করিতেছ।

পয়ার।

ভাবি বিনা, স্বভাবের, ভাব কেবা ধরে?। মাতা বিনা, সন্তানের, আদর কে করে?॥
জ্ঞানি বিনা, জ্ঞানপথে, কেবা আর চরে?॥ রবি বিনা, জগতের ধ্বান্ত কেবা হরে?।
বর্ষা বিনা, সাগরের, উদর কে ভরে?। দাতা বিনা, দরিদ্রের, দুঃখে কেবা মরে?॥

প্রভাতে উঠিয়া করি, হাস্য পরিহাস।
সে-দিন করিতে হয়, যদি উপবাস॥
যায় যায় উপবাসে, দিন যাবে যাবে।
সাধু সহ সদালাপে, কত সুধা খাবে॥
অমৃত-ভোজন করি, যদি যায় দাঁত।
হরিগুণ লিখিয়া, যদ্যপি যায় হাত॥
যায় দাঁত, যায় হাত, ক্ষতি কিছু নাই।
লেখ লেখ, হরিগুণ, সুধা খাও ভাই॥
লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দেও, সাধ্য-অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে।
"প্যাঁচা" নিয়ে যান্ মাতা, কৃপণের ঘরে॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঝাঁপতাল।

জানা গেল যত, করুণাময়,
করুণা তোমার হে
নামের মহিমা যদি না ধরিবে,
কাতরে করুণা যদি না করিবে,
জীবের যাতনা যদি না হরিবে,
অনাথ তবে হে কেমনে তরিবে,
তোমা বিনে আর কাহারে স্মরিবে,
বল না কে আছে আর হে?। ১
ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী,
বিষম-ব্যাপার বুঝিতে না পারি,
মূলধন কোথা মনে না বিচারি,
লাভের ব্যাপারে মানিলাম হারি,
অসার-সংসারে করেছ সংসারী,
কেমনে পাইব সার হে?। ২
মলেম্ মলেম্ হলেম্ মাটি,
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি,
নিয়ত মারিছে মাথায় লাটি,
কারাগারে পোড়ে কেবলি খাটি,
খাটাখাটি কোরে খেটে মরি শুধু,
খাঁটি কর একবার হে। ৩
গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহ ঘর,
সকলি আপন, সকলি-তো পর,
নিজ নিজ ভাবে কহে পরস্পর,
কারে বলি নিজ, কারে বলি পর,
জনক, জননী, সুত, সহোদর,
শত শত পরিবার হে। ৪
ভোগের সম্ভব থাকিতে ভবে,
বিষম-ব্যাকুল কেন হে তবে,
কি হোলো, কি হোলো, কি হবে, কি হবে
কারে দিব ভার, কে ভার লবে,
দেখ আহা সবে আহা, হাহা রবে,
কত করে হাহাকার হে। ৫
সকলেরি দেখি মলিনমুখ,
বিপুল-বিষাদে বিদরে বক,

ঐহিক-সম্পদ ভোগের সুখ,
তাহাতে দিতেছ দারুণ দুখ,
ভোগেতে বঞ্চনা, যোগেতে বঞ্চনা,
লাঞ্ছনা হইল সার হে। ৬
বিষয়ী করিয়া দিলে না বিষয়,
তায় কি আছে বিশেষ বিষয়,
এই বড় নাথ দুখের বিষয়,
বুঝিতে পারিনে তোমার বিষয়,
ভারী হোয়ে ভার না নিলে যদি,
কারে দিব তবে ভার হে ?। ৭
দিলে না, হোলো না, সুখের সুভোগ,
ভোগ করি শুধু, আপন কুভোগ,
এখনো রয়েছে যোগের সুযোগ,
সে যোগে কেন হে, না হয় সুযোগ,
ভোগে কর্ম্মভোগ, যোগে অনুযোগ,
এ যোগাযোগ কার হে ?। ৮
ভোগের সুভোগ আর্ তো ধরিনে,
যোগের সুযোগ আর্ তো করিনে,
আসার আশায় আর্ তো মরিনে,
চরাচরে আমি আর্ তো চরিনে,
আমি ছাড়ি আমি, তাই কর তুমি,
যা হয় সুবিচার হে। ৯
আর কি হে, আমি, এ, আমি রব,
আর্ কি করিব, এ, আমি, রব,
আর্ কি তোমারে, আমি হে কব,
একেবারে নাথ, শেষ কোরে সব,
মুখে আমি ভব, তব নাম লব,
সুখে হব ভব-পার হে। ১০

শান্তি। (কাঁদিতে কাঁদিতে।) মা জননি শ্রদ্ধে !—তুমি এখন্ কোথায় ? ওমা, মাগো, তুমি কোথায় ? তুমি কোথায় আছ গো ?—জননি একবার আমাকে দেখা দেও—স্নেহের বচনে আমাকে তৃপ্ত কর। গাভা চণ্ডালের হস্তে পতিত হইলে সে কি আর জীবিত থাকে ? তুমি এখনো কি বেঁচে আছ মা ? আমি তোমাকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতেছি, যে কাননে ব্যাধ নাই, হিংসা নাই, পাপের প্রসঙ্গ মাত্রই নাই।—হরিণাদি মৃগ সকল নির্ভয়ে নব নব শ্যামল দুর্ব্বাদল ও নির্ম্মলশীতল-জল আহার করিয়া মনের সুখে চরণ করে। মুনি ঋষিদিগের যাগ যজ্ঞের আশ্রম। সুপবিত্র গঙ্গাদ্বার। বারাণসী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ সকল। এই সমস্তই ভ্রমণ করিলাম। ওমা ! মাগো ! আমি বুঝি এতদিনে মাতৃহীন হইলাম। আমি তোমা ভিন্ন ক্ষণার্দ্ধ-কাল প্রাণ ধরিতে পারি না। এখন আর আমার এ জীবনে কি প্রয়োজন ? আমার কপালে কি এই ছিল ! মাগো ! তুমি আমাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে স্থির থাকিতে পার না। আমি না খেলে খাও না, না ঘুমালে ঘুমাও না, আমা ছাড়া তোমার স্নান ভোজনাদি কিছুই হয় না। হায় কি বিড়ম্বনা ! কি বিড়ম্বনা ! আমি জননীশোকে ত্রিভুবন শূন্য দেখিতেছি, সকলি অন্ধকারময়। আরে ও পাপ প্রাণ ! তুই এখন আর কেন আমার এই দেহে থাকিস্ ? এখনি বিদায় হ ! বিদায় হ। আমার জননী যে পথে গমন কোরেছেন, আমি সেই পথে গমন করি।

হে সখি করুণে ! তুমি শীঘ্রই চিতা সজ্জা কর। আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া এখনিই প্রাণ পরিত্যাগ করি। আর আমি এই দুঃসহ-মাতৃ-বিচ্ছেদ শোকানলে দগ্ধ হইতে পারিনে।

করুণা। (সজলনয়নে।) হে সখি !—তুমি আর কেন এই বিষমতর বিষবাক্যের যাতনায় আমাকে জর জর কর ? তোমার কথায় আমি অত্যন্ত কাতর হইতেছি। আর মন প্রবোধ মানে না, স্থির হইয়া ধৈর্য্য ধরিতে পারিনে। সই আমাতে আর আমি নাই, মৃতবৎ হইয়াছি। সখি শান্তি ! তুমি স্থির হও, স্থির হও। মনকে প্রবোধ দেও। তোমার কোন ভয় নাই।

তোমার জননীর কোন অমঙ্গল হয় নাই, বোধ করি তিনি প্রবল-শত্রু মহামোহের ভয়ে কোন বিশুদ্ধস্থান বিশেষে গোপনে অবস্থান করিতেছেন, তুমি ক্ষণকালমাত্র ধৈর্য্য ধরিয়া এইখানে বাস কর, আমি একবার সুন্দররূপে সর্ব্বত্র তাঁহার অনুসন্ধান করি।

শান্তি। ত্রিপদী।

বল সই কোথা যাবে,কোথা গেলে দেখা পাবে
কোথায় করিবে অন্বেষণ ?।
তীর্থ আদি সব ঠাঁই, কিছু আর বাঁকি নাই,
সমুদয় করেছি ভ্রমণ ॥
বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, যতি আর গৃহধারী,
ঘুরিলাম সবার আশ্রয়।
বনে বনে স্থলে জলে, শূন্য আর রসাতলে,
কতই করেছি পরিক্রম ॥
চোখে দেখা থাক্ দূরে, ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে,
কোনখানে সন্ধান না হয়।
সবারি নিদয়-দেহ একবার মুখে কেহ,
ভুলে তাঁর নাম নাহি লয় ॥
গঙ্গাতীর আগে যত, দেখিয়াছি শত শত,
মুনিগণে ছিল সুশোভিত।
কি কহিব আহা, আহা, এখন কেবল তাহা,
তৃণ আর কণ্টকে পূরিত ॥
কোথা যজ্ঞ, কোথা যাগ, কোথা সেই অনুরাগ
ভোগ-রাগে শুধু অভিলাষ।
কোথায় যজ্ঞের ধূম, রন্ধনে পড়েছে ধূম,
সেই ধূম ব্যাপেছে আকাশ ॥
মা জননী শ্রদ্ধা যিনি, আর কি আছেন তিনি,
আর কি দেখিব তাঁর মুখ ?।
মিছে কেন দেহ ধরি, সলিলে ডুবিয়া মরি,
সহে না সহে না আর দুখ ॥
জননী না থাকে যার, এ সংসার মিথ্যা তার,
দেখে সব অন্ধকারময়।
ক্ষুধায় সুধায় ডেকে, রক্ষা করে বুকে রেখে,
আর কি তেমন্ কেহ হয় ?॥
কত কষ্টে দশ-মাস, গর্ভবাসে দিয়ে বাঁস,
কত কষ্টে করেছে প্রসব !
কতরূপ কষ্ট নিয়া, স্তনের অমৃত দিয়া,
বাঁচায়েছে শরীর-বিভব ॥
কিছু পীড়া হোলে পরে, কত মাথা-খুঁড়ে মরে,
জলবিন্দু নাহি করে পান।
ভাল হোলে পূজা নিয়া, কালীর মন্দিরে গিয়া,
বুকচিরে রক্ত করে দান ॥
সন্তানের সুখে সুখী, সন্তানের দুখে দুখী,
সন্তান বাঁচিলে বাঁচে প্রাণ।
যার কাছে যথা যাই, যেদিগে ফিরিয়া চাই,
কেহ নাই মায়ের সমান ॥
দিবাকর, নিশাকর, তোমাদের ধরি কর
বল বল, যাই কার কাছে ?।
বল মাতা-বসুমতি, কোথায় করিব গতি,
আমার প্রসূতি কোথা আছে ?॥
লতা আর তরুবর, সহোদরা, সহোদর,
পরস্পর পর কেহ নও।
তোমরা আমার মার, জান যদি সমাচার,
মাতা খাও, সত্য তবে কও ॥
অচল, সচল যত, চরাচরে শত শত,
সকলে তো করিছ বিহার।
বল বল সবিশেষে, কোন্ বেশে, কোন্ দেশে,
রয়েছেন্ জননী আমার ?॥
ওগো ওগো, মাগো মাগো, জাগো জাগো,
মনে জাগো, আছ তুমি কোথায় এখন্ ?।
দেবতার একি দ্বেষ, এই কি হইল শেষ,
আর কি পাব না দরশন ?॥
একবার দেখা দিয়ে, শান্ত কর কোলে নিয়ে,
দুখিনীর জুড়াও জীবন।
জনমের মত মাতা, দিয়ে ফুল, বেলপাতা
পূজা করি তোমার চরণ ॥
তুমি মম, মা-জননী, গুরু ব্রহ্মসনাতনি,
ভোগ-মোক্ষ প্রদায়িনী মাতা।
মাতা সম কেবা আছে, কখনো মায়ের কাছে,
তুল্য নন, হরি হর, ধাতা ॥

যে করে মায়ের সেবা, তার চেয়ে সাধু কেবা,
কপালে হোলো না সেই সুখ।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত, নাহি হয় সুপ্রভাত,
নিদারুণ বিধাতা বিমুখ॥
চণ্ডাল পাষণ্ড যারা, তোমায় করেছে সারা,
আর কি রেখেছে তারা প্রাণ ?।
চরাচর ঘুরে মরি, যাহারে জিজ্ঞাসা করি,
কেহ কিছু বলে না সন্ধান॥
যদি নাহি দেহ দেখা, যেপথে গিয়েছ একা,
সেইপথে কর আকর্ষণ।
মহাবৈদ্যে, দেহ দিয়া, মহানিদ্রা, যাই গিয়া,
একেবারে মুদিয়া নয়ন॥
ওরে প্রাণ! মিছে স্নেহে, এখনো আছিস্ দেহে,
পাষাণ না দেখি তোর মত।
যেখানে জননী আছে, এখনি তাঁহার কাছে,
হও গিয়ে পদতলে নত॥
ওলো প্রাণ সহচরি! করুণা, করুণা করি,
শীঘ্র দেহ চিতে সাজাইয়া।
দেহে আর কাজ নাই, মায়ের নিকটে যাই,
অনলেতে প্রবেশ করিয়া॥

করুণা। গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়া।

ভেব না, ভেব না সখি, মিছে, ভেব না কো আর।
অজরা, অমরা, সেই, জননী তোমার॥
সাত্ত্বিকা-সে শ্রদ্ধা মাতা, বিশ্বমাতা বিশ্বত্রাতা,
কার্ সাধ্য তোলে মাতা, কাছে এসে তার ?।
বিধি-ধাতা, শিব-ত্রাতা চারিমাতা, পাঁচমাতা,
মাতা বোলে, মাতা-খুঁড়ে, করে নমস্কার॥
নাম শুনে ভয়ে হারে, নিকটে কি যেতে পারে,
কেমনে পাষণ্ড তারে, করিবে প্রহার ?।
কটাক্ষে করিলে দৃষ্টি, প্রলয় অনল-বৃষ্টি,
শত শত রিপু সৃষ্টি, তখনি সংহার॥
কোথা সেই মিথ্যাদৃষ্টি, করে মাগী মিথ্যা-দৃষ্টি,
ভোগ করে মহা রিষ্টি, শক্র-পরিবার।
তুই তো সে মার মেয়ে, প্রিয় সখি দেখ্ চেয়ে,
এখনো কি বেঁচে আছে, কাম দুরাচার ?॥
কোথা লোভ, কোথা ক্রোধ, হৃদয়ে উদয় বোধ,
ভোগ করে মহামোহ, মোহ-কারাগার।
সই কই, সার কথা, শ্রদ্ধার নিবাস যথা,
পাষণ্ড কি কভু তথা, পায় অধিকার ?।
কেঁদো না কেঁদো না দুখে, জননী মনের সুখে,
সাধক-হৃদয়-মাঝে, করিছে বিহার॥

শান্তি। পদ্য।

যা বলিলে প্রাণ সই, সত্য সমুদয়।
সময় বিগুণ হোলে, সকলি তো হয়॥
সময়ের দোষে সখি, সব হোতে পারে।
বিধাতা-বিমুখ যারে, কে বাঁচাবে তারে ?॥
দেখ না "পাতালকেতু" নামে দৈত্যরাজ।
সময়ে প্রবল হোয়ে, করিল কি কাজ ?॥
"মদালসা" নামে কন্যা, গন্ধর্ব রাজার।
হরণ করিল তারে, দুষ্ট দুরাচার॥
"বেদত্রয়রূপা" যিনি, মাতা ভগবতী।
দানবে হরিয়া তাঁর, করিল কি গতি॥
ব্রহ্মময়ী মহাদেবী, শঙ্করের সতী।
তদবধি হোলো মার, পাতালে বসতি॥
"দ্রৌপদী" প্রধানা সতী, কৃষ্ণা, বলে যারে।
নারায়ণী রূপা যিনি, বিখ্যাতা সংসারে॥
"দুঃশাসন" দুঃশাসন, বিষম বিশাল।
বসন হরিল তাঁর, ধরি কেশজাল॥
সভা-মাঝে এনে তাঁরে, কি দশা করিল॥
"কুরুপতি" উরুদেশে, বসায়ে রাখিল॥
বলিতে দুখের কথা, চোখে ঝরে জল।
যে সময়ে বনবাসে, যান রাজা নল॥
পতিব্রতা সাধ্বী নারী, "দময়ন্তী" সতী।
রাজকন্যা, রাজভার্য্যা, রূপগুণবতী॥
অসময়ে সুখফল, কভু নাহি ফলে।
দগ্ধ-করা মরা-মাচ, পলাইল জলে॥
স্বামি সহ এক বস্ত্রে, দুখে নিদ্রা যান।
অর্দ্ধবাস ছিঁড়ে নল, করিল প্রস্থান॥

নলের বিরহানল, হৃদয়েতে ঘোরে।
বনে বনে ফিরেছেন, হাহাকার কোরে॥
সময়-বিগুণে হয়, স্বজন বিরূপ।
বিপক্ষ বিরূপ হবে, নহে অপরূপ॥
ধানকী রামের প্রিয়া, কানকী জানকী।
জানকীর কথা তুমি জান কি? জান কি॥
পতিতপাবন পেয়ে, পিতার-আদেশ।
ধরিলেন জটাধারী, ব্রহ্মচারী-বেশ॥
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, হোলে পরে মনে।
কোথা রাম, রাজা হন, কোথা যান্ বনে॥
অনুজ লক্ষ্মণ সহ, আইলেন বন।
সীতা সতী সঙ্গে তাঁর, করিল গমন॥
পঞ্চবটী বনে রাম, কুটির করিয়া।
যত সব পশু, পাখি, প্রতিবাসী নিয়া॥
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম-বলে, বিভু-গুণ গেয়ে।
সুখেতে করেন বাস, ফল, মূল খেয়ে॥
সূর্পনখা, রাক্ষসী, আসিয়া সেই বনে।
বিবাহ করিতে চাহে, শ্রীরাম, লক্ষ্মণে॥
সীতা ধোরে খেতে যায়, দিতে যায় পেটে।
লক্ষ্মণ দিলেন তার, নাক, কাণ, কেটে॥
খোনারবে, খাঁদানাকী, নাকে হাত দিয়া।
কহিল সকল কথা, রাবণেরে গিয়া॥
হইল সম্ভোগে লোভ, রাবণের মনে।
মারিচিরে পাঠাইল সীতার হরণে॥
মারিচি ভাবিল মনে, এরূপ তখন।
গেলে পরে, বধে "রাম", না গেলে "রাবণ॥"
মায়া করি, স্বর্ণমৃগ, হোলো নিশাচর।
রাবণ হইল, মায়া-ব্রহ্মচারী নর॥
সীতার হইল লোভ, মৃগ পুষিবারে।
ধনু লোয়ে গেল রাম, ধরিবারে তারে॥
মৃত্যুকালে মায়ামৃগ, করিল চিৎকার।
"কোথায় প্রাণের ভাই, লক্ষ্মণ আমার?॥"
সে রবে ব্যাকুল হোয়ে, দেবী অবশেষে।
পাঠালেন, লক্ষ্মণেরে, রামের উদ্দেশে॥
সেই যোগে দশানন, দণ্ডী ছলে ছোলে।
দাঁড়ালো দেবীর কাছে, ভিক্ষা দেও বোলে॥
দণ্ডী দেখে, গণ্ডি ছেড়ে, ভিক্ষা দিতে যান।
অমনি হরিয়া তাঁরে, করিল প্রস্থান॥
রাজীবলোচন রাম শুনে সে বচন।
সজললোচনে বনে, করেন রোদন॥
হরিণ নাশিতে যান, হাসিতে হাসিতে।
আসিতে আসিতে পথে হা সীতে! হা সীতে॥
নারায়ণী সনাতনী, হোরে দশাননে।
কত শোক দিলে তাঁরে, অশোকের বনে॥
সময়ের ভোগ সই, কব আর কায়?।
অসিতা হোলেন সীতা, হায় হায় হায়॥
আমার পায়ের দশা, হয়েছে তেমন।
পাষণ্ডের ঘরে চল, করি অন্বেষণ॥

করুণা সই চল তবে, তাহাই কর্ত্তব্য বটে। [পরে উভয়ে রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

(পথে যেতে যেতে একটা ভয়ঙ্কর বিকটাকার মূর্ত্তি দেখিয়া।)

করুণা। (সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে।)

পদ্য।

ওদিগেতে যেতে আর, না হয় সাহস্।
রাক্ষস্ আসিছে ওই, রাক্ষস্, রাক্ষস্॥
এ দিগেতে চুপিচুপি, যাই চল সোরে।
যদ্যপি দেখিতে পায়, খাবে শেষ ধোরে॥

শান্তি।

একি একি, রাক্ষস্ রাক্ষস্ প্রাণ সই।
রাক্ষস্ দেখিলে কোথা, কই কই কই।॥

করুণা।

দেখ দেখ, রাক্ষস্ আসিছে প্রাণ সোই।
ওই ওই, ওই দেখ, ওই ওই ওই॥
বিষম বিকটাকার, বিষ্ঠা গায়-মাখা।
হাতে কোরে আনিতেছে, ময়ূরের পাখা॥
ভয়ঙ্কর দিগম্বর, চুল-গুলো এলো।
খেলে খেলে, খেলে বুঝি, এলো ওই এলো॥
ধর ধর, ভয়ে মরি, এ কোন্ বালাই।
ভালাই ভালাই চল, পালাই পালাই॥

শান্তি।
রাক্কস্ তো নয়, এটা, রাক্কস্ তো নয়।
রাক্কস্ হইলে কেন, বীর্য্যহীন হয়।॥

করুণা।
প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে, দগ্ধ হয় সবে।
পিচাশের গতি তবে, কিরূপে সম্ভবে ?॥

করুণা।
কি, এটা, তা কও, যদি, নয় নিশাচর।।
যতই নিকটে আসে, তত হয় ডর॥

শান্তি।
তবে বুঝি, নারকী, হইবে এই জন।
নরক হইতে কোথা, করিছে গমন॥

শান্তি।
রাক্ষসের মূর্ত্তি নয়, দেখ দোখ তবে।
বোধ হয়, প্রিয় সখি, পিচাশ এ হবে॥

(ক্ষণকাল বিলক্ষণরূপ দৃষ্টি করিয়া।)

সখি, আমি জেনেছি জেনেছি, চিনেছি চিনেছি, এটা সেই রাজা-মহামোহের প্রেরিত দিগম্বরসিদ্ধান্তই হইবে,—তাহাতে কোন সংশয় নাই। সই, এ অতি পাপাত্মা, ইহার মুখাবলোকন করা আমারদের উচিত হয় না। (উভয়ে বিমুখী হইয়া রহিলেন।)

করুণা। সই, এসো কিঞ্চিৎকাল এইখানে থাকিয়াই শ্রদ্ধা-মাতার অন্বেষণ করি।

(উভয়ে তথায় ঐরূপেই অবস্থান করিলেন।)

(অনন্তর দিগম্বরসিদ্ধান্ত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।)

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

হে গুরো। তোমায় প্রণাম করি।
নমো অর্হতে।
জয় অর্হৎ কি জয়। জয় অর্হৎ কি জয়।
অর্হৎ, অর্হৎ, অর্হৎ*।

ভজন।

অরহৎ অরহৎ, শির্‌কো জহরৎ,
মেরা গুরুজী অরহৎ।
তোম্ সব্ লোগ্ নিস্তার্ হোয়েগা,
লেহ এহীকা মৎ।
বাবা লেহ এহীকা মৎ॥ ১

কহি জাংকো নামানো বাবা,
নামানো দেবী, দেবা।
এক্ মন্‌সে, অর্হৎ জীঁকো,
পাওমে করো সেবা।
বাবা পাওমে করো সেবা॥ ২

যব হি যেসা, আয়ে মন্‌মে,
তেসসে করো ভোগ্।
ছোড়্ দেও সব্ ধূর্ত্তকো বাৎ,
ভুক্কা যাগ্ যোগ্॥
বাবা ভুক্কা যাগ্ যোগ্॥ ৩

আব্ কি নারী, পর্ কি নারী,
যেস্কি মেলে সঙ্গ।
নেহি ছোড়্ দেও, ক্যা খুসি হ্যায়্,
কাম্ দেও-কি রঙ্গ।
বাবা কাম্ দেওকি রঙ্গ॥ ৪

এসে পাপ্, এসে পুণ্য, এহো ধূর্ত্তকী বাৎ,
মরণসে যব্ মুক্ত হোয়্ তব্,
পাপ্ যায়্ কোন্ সাৎ।
বাবা পাপ্ যায়্ কোন্ সাৎ॥৫

দিন্ দিন দিন্ গাওমে ঢালো, সরহুঁ গঙ্গাজল
তবু তেরে কি, শোধন্ হোবে,
জঠরভরা সব্ মল্॥
বাবা জঠর্ ভরা সব্ মল্॥ ৬

---

* অর্হৎ—অর্থাৎ দিগম্বরসিদ্ধান্তের মতের আদি প্রবর্ত্তক গুরু, ইহার উদ্ভব স্থান দক্ষিণ-কর্ণাট দেশের কোঙ্ক বেঙ্কট নগরের কুটকচাল নামক পর্ব্বত।

কাম্ বাজার্ সে লুট করো সব্,
কাঁহে রহোতো ভাক্কা।
এহি লোগ্‌মে, ভোগ্ করো সব্,
কাঁহা 'পরলোগ্, ফাক্কা॥
বাবা কাঁহা পরলোগ্ ফাক্কা॥ ৭

অর্হৎ মেরা, প্রাণ্ পেয়ারো,
অর্হৎ মেরা জান্।
অর্হৎ পাওমে প্রণৎ করো সব্,
আয়োর্ নাজানো আন্।
বাবা আয়োর্ নাজানো আন্॥ ৮

হে স্বাভিমতদেব! আমি তোমাকে প্রণাম করি। (সভ্যগণের প্রতি বক্তৃতা)

আহা! এই সকল লোক অন্ধ হইয়াছে; চক্ষু থাকিতে কিছুই দেখিতে পায় না, হিতাহিত কিছুই জ্ঞাত হইল না, শরীরের সার্থকতা কিছুই করিল না, ভ্রান্তি-বশতঃ সকলে হস্তস্থিত-প্রত্যক্ষ-সঞ্চিত-সুখে বঞ্চিত হইয়া অনর্থক পাপরূপ-কষ্ট ভোগ করিতেছে।

এই নবদ্বার-গৃহ মধ্যে একমাত্র পরমাত্মা প্রজ্জ্বলিত দীপের ন্যায় রহিয়াছেন।—তিনিই এই সংসারে পরমার্থ-সুখ এবং অন্তে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন।—আমার গুরু আমাকে এইরূপ উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ রহিয়াছেন! (আর এক দিগে চাহিয়া।)

ও ভাই সাধু সকল! তোমরা ও কি করিতেছ? তোমারদিগের এই ভ্রম, সামান্য ভ্রম নহে। এই শরীর বিষ্ঠা-রাশিতে পরিপূর্ণ, ইহা জলের দ্বারা কি কখনো শুদ্ধ হইতে পারে? অতএব দেহের শুদ্ধি কদাচই হয় না। কিন্তু ভাই দেহের অশুদ্ধিতে আত্মা কখনই অশুদ্ধ হয়েন না, কারণ তিনি নির্ম্মল-স্বভাব,—হে ভাই! তোমরা নিশ্চয় জানিবা, মল-মূত্র গাত্র মধ্যে লেপন করিলে কেহই অশুচি হয় না, শুচি আর অশুচি, এটা কেবল তোমারদের মনের ভ্রম মাত্র।

অপিচ যে স্ত্রীতে যাহার অভিরুচি হইবে, সে স্বচ্ছন্দে তাহাতেই গমন করিবে, ইহাতে পুণ্যই হয়, পাপ হয় না, এ বিষয়ে ঈর্ষা করা কর্ত্তব্য হয় না, কারণ ঈর্ষাই অতিশয় পাপের কারণ। অভিলষিত-সুখ-সম্ভোগকেই পরমার্থ, পুণ্য, এবং স্বর্গভোগ কহিতে হইবে, ঈর্ষার নাম পাপ এবং কষ্টভোগের নাম নরক।

ও ভাই-কাশীবাসি মানবগণ! তোমরা আর কবে ভাবের ভাবিক হবে? স্বভাবে কেন অভাব করিতেছ? মনে কর, যখন তোমরা জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হও, তখন কিরূপ অবস্থায় আগমন করিয়াছ? তোমারদের এই শরীর কিছু তৎকালে বস্ত্রের দ্বারা আবৃত ছিল না, সকলেই উলঙ্গ ছিলে, অতএব বস্ত্রের কি প্রয়োজন? অনর্থক কেন একটা মিছে কাচ্ কাচিতেছ?

হে প্রিয়ে শ্রদ্ধে! তুমি আমার সম্মুখে এসো।

তামসী শ্রদ্ধা। (সভ্যগণের প্রতি গীতচ্ছলে বক্তৃতা।)
মনেরে পবিত্র সবে, কর কর ভাইরে।
মুখে এক্, মনে আর্, সে, বড় "বালাইরে।"

• ধুয়া।

"নিজ-অভিমত" যাহা, "পরব্রহ্ম" বস্তু তাহা,
অভিমত বিনা আর, "ব্রহ্ম" নাই, নাইরে।
সবারি অশুদ্ধ-মন, সাঁচা, নহে এক জন,
ভিতরে বাহিরে বাটা, খাঁটি কোথা পাইরে?॥
লোকাচারে হোয়ে রত, ভ্রান্তি-মদে মত্ত যত,
স্বেচ্ছাচার-শাস্ত্রমত, কারে বা বুঝাইবে?।

যত নারী, যত নরে, পরস্পরে দ্বেষ করে,
ভেদভাব কেন ধরে ? ভেবে মরি তাইরে ॥
কেন করে খোঁচাখুচি ? মূল মাত্র অভিরুচি,
স্বভাবে সবাই শুচি, দেখি সব ঠাঁইরে।
ভিতরে মলের ভার, বাহিরেতে পরিষ্কার,
সদাচার, কদাচার, মিছে শুচি-বাইরে ॥
সোজাপথে নাহি চলে, সোজা কথা নাহি বলে,
হায় এই ধরাতলে, খেপেছে সবাইরে।
ইচ্ছামত কর্ম্ম করে, ইচ্ছামত ধর্ম্ম ধরে,
ইচ্ছাপথে সুখে চরে, তার গুণ গাইরে ॥
অন্ধ সব অভিমানে, সত্য নাই কোনোখানে,
মুখ্ তুলে কার্ পানে, ফিরে আমি চাইরে ?।
মানুষ কোথায় আছে, মন্ খাঁটি করিয়াছে,
আহা আমি কার কাছে, জুড়াইতে যাইরে ? ॥
মানবের দেহ্ ধরে, মর্ম্ম ছেড়ে কর্ম্ম করে,
ইনি, তিনি, ঘরে ঘরে, ভস্ম মার ছাইরে।
এভব মেলার মাঝে, কত কাজে, কত সাজে,
কেহ-বা "গোঁসাই" সাজে, কেহ সাজে সাঁইরে ॥
বিষয়ে করিয়ে হেলা, সবাই করিছে খেলা,
কেহ কেহ হয় "চেলা" কেহ হয় "চাঁইরে"।
ওরে তোরা বল বল্, ঈর্ষা কোরে কিবা ফল ?
ঈর্ষাহীনপথে চল, সুখেতে বেড়াইরে ॥
কষ্ট-ভোগ মহারোগ, সে ভোগ, নরক-ভোগ,
সুখ-ভোগ, স্বর্গ-ভোগ, সেই ভোগ চাইরে।
ছিলে তুমি কার্ ছেলে মনে কর কোথা এলে
আসিয়া কেমনে খেলে, জননীর "মাইরে" ? ॥
যখন যাইবে সবে, শূন্য-দেহ পোড়ে রবে,
তখন কি দশা হবে, কারে বা সুধাইরে ?।
যত খল, কোরে ছল, মানাতেছে কর্ম্ম-ফল,
এ পাপশঠের হাৎ কেমনে এড়াইরে ?।
ভেদ ভাব নাহি যার, সমুদয় আপনার,
দাসা হোয়ে আমি তার, পদধূলি খাইরে ॥

হে প্রভো ! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে ?

শান্তি। (তামসী-শ্রদ্ধাকে দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতেই মূর্চ্ছা।)

দিগম্বরসিদ্ধান্ত। প্রেয়সি শ্রদ্ধে —নাস্তিকেরা তোমা-ভিন্ন এক-মুহূর্ত্তকাল প্রাণ ধরিতে পারে না, তুমি তাহারদিগের প্রেমবর্দ্ধিনী হও।

তামসীশ্রদ্ধা। যে আজ্ঞা প্রভু—তাহাই হইবে।

[এই বলিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

করুণা। (আঁচলের দ্বারা শান্তির গায়ে বাতাস এবং মুখে জল প্রদান)

হে সখি !—তুমি মূর্চ্ছা-ত্যাগ কর, উঠো উঠো, শ্রদ্ধার নাম শুনিয়াই কেন ভয় কর ? কেন এত কাতর হও ?—তুমি অহিংসাদেবীর মুখে কখনো কি শ্রবণ করনি, যে, পাষণ্ডদিগের "তামসী" নামে এক "শ্রদ্ধা" আছে ? এই শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা, এ তোমার মা নহে।

শান্তি। হাঁ সখি !—এখন বিবেচনা করিলাম তাহাই বটে,—আমার জননী সাত্ত্বিকী —অতি সদাচারা, পবিত্রা, এই তামসী,—অতি কদাকারা, কদাচারা।

এস আমরা বৌদ্ধদিগের মধ্যে মায়ের অনুসন্ধান করি।

(এই বলিয়া শান্তি এবং করুণা চতুর্দ্দিগ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।)

(তদনন্তর—পুস্তক হস্তে করিয়া মুণ্ডিতমুণ্ড-কাষায়বস্ত্র-পরিধারণ-ভিক্ষুক-বেশধারী-বুদ্ধাগম রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।)

ভিক্ষুক। জয় গুরুদেব-বুদ্ধ ! তোমাকে প্রণাম করি।

মন্ত্র। তোটকচ্ছন্দঃ।

সুবিনাশিত-হিংসিত-ধর্ম্মচয়ং। পরলোক-নিরাকৃতি-যুক্তিকরং।
বিনিবারিত-ভাবিত-ভক্তভয়ং ॥ প্রণমামি গুরুং মম-বুদ্ধবরং ॥

যাহাতে পশুহিংসা আছে, এমত ঘৃণিত-নির্দ্দয় যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম যিনি রহিত করিয়াছেন, আর ভক্ত সকলের ভয় যিনি নিবারণ করিয়াছেন, এবং পরলোক নাই, এবিষয়ে যিনি প্রচুর প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষবাদি শাস্ত্রবক্তাদিগকে পরাভব করিয়াছেন,—আমি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমগুরু বুদ্ধ-দেবের চরণে প্রণাম করি।

গীত।

রাগিণী আলেয়া। তাল রূপক।

হায় হায়, কি অধর্ম্ম, মুখে বলে ধর্ম্ম ধর্ম্ম,
ছেড়ে ধর্ম্ম, করে কর্ম্ম, মর্ম্ম বোঝা ভার।
"অহিংসা-পরমধর্ম্ম" করে না প্রচার!।
কাল্পনিক-আচরণে, হিংসা করে যত জনে,
কিছুমাত্র নাহি মনে, দয়ার সঞ্চার।
রচন করিয়ে বেদ, যাগ, যজ্ঞ, পরিচ্ছেদ,
করিতেছে পশুচ্ছেদ, বিবিধ-প্রকার।
হত্যা কোরে পুণ্য হয়, এই কিরে শাস্ত্রে কয়?
ওরে তোরা দুরাশয়, অতি দুরাচার। ১।
অধর্ম্মেতে ধর্ম্ম-লাভ, বিপরীত এই ভাব
নিষ্ঠুরতা আবির্ভাব, অন্তরে সবার।
পাপি যদি নর হয়, রাক্ষস কাহারে কয়?
সাপের্ অধিক এরা, পাপের্ আধার। ২।
এতদূর ভ্রান্ত সবে, যজ্ঞ করি পুণ্য হবে,
পুণ্যবলে স্বর্গে রবে, পেয়ে অধিকার।
কিসে পাবে স্বর্গফল? গোড়া কেটে ডালে জল,
পাপ কোরে পুণ্য বল্. কবে হয় কার?। ৩।
চিরস্থায়ী. "আত্মা" নয়, মোলেই তো মুক্তি হয়,
পরলোক কেন কয়? যুক্তি কোথা তার?।
মিছে করি যাগ যোগ, ভোগে কষ্টভোগ রোগ,
দেহ গেলে ভোগাভোগ কিসে হবে আর? ৪
অতি শঠ দুষ্ট যারা, ভোগায় ভোগায় তারা,
হোয়ে সবে আলো-হারা, দেখে অন্ধকার।
"আত্মা" না থাকিলে আর, ভোগ তবে
হবে কার?
আহা কেহ একবার, করে না বিচার। ৫।
কেন তোরা কষ্ট সোস্? দুখে কেন নষ্ট হোস্
বুদ্ধ-মত যদি লোস্, ভাবনা কি আর।
হিংসা পাপে তোরে যাবি, সুখ, মোক্ষ,
হাতে পাবি,
একেবারে দূর হবে, মনের বিকার। ৬।
যে, নারীতে, যে সময়, ভোগের বাসনা হয়,
সেই নারী, সে সময়, ভোগ্যা আপনার।
সে, যে, প্রিয়া, তুমি, প্রিয়, উভয়েই
"রমণীয়",
স্বীয় আর পরকীয়, কোরো না বিচার। ৭।
সুপাদ্,, সম্পর্ক, যেটা, কাল্পনিক মিছে সেটা,
এখনি হতেছে সৃষ্টি, এখনি সংহার।
গড়িয়া অলীক মত, বালাক বঞ্চক যত,
অন্ধ কোরে রাখিয়াছে, অখিল-সংসার। ৮।

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য!—আহা আহা! এই পুস্তকখানিকে সকলে প্রণাম কর,—এমন সংশয়চ্ছেদক সুখ-মোক্ষ-ভেদক প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-পরিপূরিত-সাধু-সন্দর্ভ সূচক জ্ঞানগর্ভ-গ্রন্থ আর কুত্রাপিই নাই,—আমারদিগের এই সৌগতধর্ম্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম.—অতি সুন্দর—কেন না ইহাতে সুখ এবং মোক্ষ উভয়ি:তুল্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, -- কারণ এই মতে মৃত্যুই মুক্তি, মুক্তি আর কিছু একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, এই মুক্তির জন্য কোনরূপ সাধনের আবশ্যক করে না, অতএব জীবদ্দশাতে যত্ত সুখভোগ করিতে পার তাহাই কর,—তাহাতে কোন নিরাকরণ নাই, যেহেতু আত্মা চিরস্থায়ী নহেন,—পরলোক নাই, স্বর্গ, নাই,—অহিংসা পরম ধর্ম্ম,—হিংসা করাই পাপের কর্ম্ম, দশদণ্ড সময়ের মধ্যে সুখসেব্য-সামিগ্রী সকল তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন কর, মুনিকন্যা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনা সকল স্বচ্ছন্দে সানন্দে সম্ভোগ কর। যাহা ইচ্ছা তাহাই কর,—এই ভাবময় ভব কেবল ভোগের ভবন,—ভোগ কর,—ভোগ কর।

আমরা ভিক্ষুক,—আমরা যদি পরাকান্তাধরামৃত—পানানন্দে প্রেম প্রাপ্ত হই তবে যেন কেহ তাহাতে ঈর্ষা করে না,—বিরক্ত হয় না,—কারণ সকল পদার্থের ক্ষণেক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণেক্ষণেই বিনাশ হইতেছে, সুতরাং যখন যে পুরুষ যে স্ত্রীতে গমন করে, তখন সেই স্ত্রী সেই পুরুষের স্বজাতীয় ভোগ্যা হয়, পরক্ষণে আর সে সম্বন্ধ গন্ধ থাকে না। অতএব অজ্ঞান-লোকেরা কেন স্বীয়া, পরকীয়া, ভেদ রাখিয়া ভ্রান্তিক্রমে ঈর্ষা করে,—এই ঈর্ষা কেবল চিত্তের মল।

(সাজঘরের-দিগে দৃষ্টি করিয়া।) প্রিয়তমা শ্রদ্ধা-তুমি একবার আমার নিকটে এসো।

শ্রদ্ধা। গীত।

রাগিণী বহার। তাল খেম্‌টা।

প্রাণে, জ্বোল্‌তে হোলেই, বোল্‌তে হয়।
পোড়া দেশের্ লোকের্, আচার্ দেখে,
চোল্‌তে পথে করি ভয়॥
ঢুকে কারাগারে, সাধু হ্যেলো চোর্,
বন্দি-গুলো ফন্দি কোরে পালায়্ ভেঙে দ্বোর
এক্ ফাঁকা-ঘরে, সোল্‌তে জ্বলে,
জোর বাতাসে সে, কি, রয়" ?। ১।
ওরে, "পাঁচঘরা" আর্ "দশরার্ মেলা"
সাৎগাঁয়ের্ লোক্ "এক্ গাঁয়েতে"
কোর্ত্তেছে খেলা।
কোরে ঢলাঢলি দশ্ দিগে",
ঢল্‌তে থাকে সমুদয়।২
এরা, অগ্রদ্বীপের্ মেলা কোরে সায়্
নেড়া হোয়ে নবদ্বীপে, চোলে যেতে চায়্,
কেটা জলের্ ঘরে আগুন্ জ্বালে ?
সহজ্ বড় সহজ্ নয়।৩॥
হয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাৎ সমুদ্র পার্,
কাছে থাক্‌তে পারে, রাখ্‌তে পারে,
শক্তি আছে কার্,
ওরে, মুখের বাহির্ হোলে পরে,
সাধ্য কি আর্ কথা কয় ?।৪।
সুখে, প্রেমানন্দ হাটে কর হাট,
আমার্ আমার্, তোমার্ তোমার্ ছাড়ো
মিছে্ ঠাট্, এই ভাঙাহাটে, ঢেঁড্‌রা পিটে,
দিচ্ছ কারে পরিচয় ?। ৫।
দেখি সমভাবে সব্-গুলো অসৎ,
কেউ বেঁচে থেকে সৎ হোলো না,
মোরে হবে সৎ
যার্ মাথা নাই তার্ মাথা ব্যথা,
খেপেছে সব্ জগৎময়। ৬।

হে নাথ !—আমি এই এসেছি, আজ্ঞা করুন, কি করিব ?।

ভিক্ষুক। প্রিয়ে ! তুমি এই সকল উপাসক ও ভিক্ষুককে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন কর॥

শ্রদ্ধা। যে আজ্ঞা-নাথ। তাহাই করি, (এই বলিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন)

শান্তি। করুণা, করুণা, ঐ দেখ,—ঐ দেখ, এই শ্রদ্ধাও তামসী—শ্রদ্ধা।

করুণা। সই - তাই—বটে, ঐ যে, দেখি অতিশয় কদাকারা কদাচারা।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত। (ভিক্ষুককে দেখিয়া হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে।) ওরে ভিক্ষুক ! এখানে আয়, আমার কাছে আয়, তোরে কিছু জিজ্ঞাসা করি।

ভিক্ষুক। (ক্রোধপূর্ব্বক !) আ ! পাপ-পিচাশ !-আমি তোর নিকটে যাব ? দূর্ দূর্ —এ, যে তোর্ ঘোর্ প্রলাপ।

ক্ষপণক, অর্থাৎ দিগম্বর। মর্ মর্ ভিখারি-আমি শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিব, তোর এত রাগ কেন ?।

ভিক্ষুক। (হাসিতে হাসিতে।) হাঃ হাঃ—ন্যাংটা তুই শাস্ত্রের কথা জানিস্, ভাল ভাল, এ, যে বড় সুখের কথা, আমি সকল শাস্ত্রেই মূর্ত্তিমন্ত।

(নিকটে গিয়া) বল্, বল্, তোর কি প্রশ্ন আছে শুনি ?।

ক্ষপণক। ওরে, ভিখারি। ক, দেখি ক, এই শরীর ক্ষণবিনাশী, এখনি নাশ হইবে, তুই কি জন্যে এরূপ কঠিন-ব্রত ধারণ করিতেছিস্।

ভিক্ষুক। শোন ন্যাংটা, শোন্। আমার দিগের এই ব্রতের ফল তোরা কি জানবি ? এই রূপ বেশ ধারণ পূর্ব্বক বিষয়-সুখ-সম্ভোগানন্তর দেহ নিপাত হইলেই মু'ক্ত হয়।

ক্ষপণক। ওরে মূর্খ, ওরে নেড়া।—তোর্ যে, ভেড়ার মত বুদ্ধি দেখি। যদিস্যাৎ মরিলেই মুক্তি হয়, তবে তোর্ এ প্রকার্ কঠিন ব্রত ধারণ করণের প্রয়োজন কি ? তোরে এই অসৎপথের উপদেশ কে দিয়াছে. ? বল্ দেখি ?।

ভিক্ষুক। কি মূঢ়। এই পথ অসৎ পথ ? সর্ব্বজ্ঞ-বুদ্ধদেব আমাকে এরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত। ওরে অজ্ঞান! বলি তবে শোন্। যদি কেবল এক নাম-মাত্রেই সর্ব্বজ্ঞ হয়, তবে এজগতে সকলেই তো সর্ব্বজ্ঞ। আমি দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি, তোরা পিতা পিতামহ প্রভৃতি সপ্ত-পুরুষের সহিত আমার ক্রীতদাস। আমি তোদের প্রভু।

ভিক্ষুক (ঘোরতর ক্রোধ পূর্ব্বক) কি পিচাশ! যত দুর মুখ, তত দুর কথা, আমি তোর্ দাস রে—, আমি তোর্ দাস ?।

আর তোর্ মুখ দেখ্ব না, তোর্ সঙ্গে আর্ কথা কব না

ক্ষপণক। (হাসিতে হাসিতে।) ওরে শাস্ত্রের বিচারে ক্রোধ করিলে কি হবে রে ? তুই এখনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া আমারদের অর্হৎ-মত গ্রহণ কর।

ভিক্ষুক। ওরে অধম!—তুই আপনি নষ্ট হোয়ে আবার পরকে নষ্ট করিতে চাস্। আমি এই সাম্রাজ্য-সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেন তোর ন্যায় পিচাশরূপ ধারণ করিব ? দুর পাপ্ দুর পাপ্

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়খেমটা।

ওরে, ন্যাংটা, ওরে, ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে।
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?।
ছিছি. এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম।।
এমন্ মানব জনম পেয়ে, করিলি কি কর্ম্ম!।
ছিছি, এই কিরে তোর্ ধর্ম্ম ?।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম!।

নিষ্ঠে, মেখেবিষ্ঠে-গায়, গন্ধেকাছে টেঁকা দায়,
কিলিবিলি করে "কৃ.ম", ফুঁড়ে পচা-চর্ম্ম ॥
ছিছি, এই কিরে-তোর্ ধর্ম্ম ?।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে তোর্ ধর্ম্ম ?॥ ১

মস্তকেতে মাথা মল্, করিতেছে ভল্ভল্,
রবিতাপে হোয়ে জল্, মুখে ঢোকে ঘর্ম্ম।
ছিছি এই কিরে,তোর্ ধর্ম্ম ?।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে তোর্ ধর্ম্ম ?॥ ২

মূর্ত্তিখানা কদাকার, তাহে অতি দুরাচার,
পিচাশের ব্যবহার, মরি কি অধর্ম্ম।
ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ॥ ৩

নরকেতে ডুবে রোস্, নিজে কভু নব্ নোস্,
শাস্ত্র ধোরে কথা কোস্, কোথা পেলি মর্ম্ম ?॥

ছিছি, এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ?
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ॥ ৪
গণ্ড-গবা মূর্খ ঘোর্, বৃথায়্ করিস্ শোর,
শাস্ত্রের বিচারে তোর্, কিসে হবে শর্ম্ম ? ॥
ছিছি. এই কিরে তোর্ ধর্ম্ম ?।
ওরে ন্যাংটা ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটারে,
এই কিরে, তোর্ ধর্ম্ম ? ॥ ৫

দিগম্বরসিদ্ধান্ত : (কিঞ্চিৎ ক্রোধ অথচ ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক ।)

গীত ।

রাগিণী পরজ । তাল পোস্তা ।

ওরে ভিখারি । এই কিরে তোর্ প্রসঙ্গ ? ।
তোর্ ধর্ম্ম-কথায়্, মর্ম্ম-ব্যথায়্,
কর্ম্মদোষের আসঙ্গ ॥
এই কিরে, তোর প্রসঙ্গ ? ।
দেখ্ যুক্তি মতে, এ জগতে,
স্বভাবে সব্ "উলঙ্গ" ॥
তুই যখন্ এলি, ন্যাংটা ছিলি,
খালি ছিল সর্ব্বাঙ্গ ॥ ১
শেষ্ যাবি যখন্, ন্যাংটা তখন্,
হবি পুন অসঙ্গ ।
কেন ভবের্ নাটে, কাপড়্ পোরে,
করিস্ মিছে কুরঙ্গ ॥ ২
রাখ জ্ঞানাঙ্কুশে, শাসন কোরে,
মানস মাতাল মাতঙ্গ ।
আমার স্বভাব সিদ্ধ-মূর্ত্তি দেখে,
কেন করিস আতঙ্ক ; ॥ ৩
তোর বুদ্ধধর্ম্ম শুদ্ধ নহে,
মিছে করিস কুসঙ্গ ? ।
ছিছি কষ্ট পেয়ে নষ্ট হোলি,
কবে হবে সুসঙ্গ ॥ ৪
তোর মনে ময়লা, কয়লা ভরা,
বাহিরেতে গৌরাঙ্গ ।
মিছে বাহির্ শাদা, ফটিক চাঁদা,
বিষ দন্ত-ভুজঙ্গ ॥ ৫
তুই ঘোর তুফানে, পোড়ে কেবল,
দেখিস তরল তরঙ্গ ।
ওরে স্থির পানিতে পাতর্ ভাসে,
জলে কলের সুড়ঙ্গ ॥ ৬
ডোব্ আমার্ সঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে,
দেখবি কত সুড়ঙ্গ ।
ডুবে থাকলে মাণিক, পাবি মাণিক,
নাচবি হোয়ে ত্রিভঙ্গ ॥ ৭
তোর কাঁচাবাঁধন্ খাঁচা ছেড়ে,
উড়ে যাবে বিহঙ্গ ।
নে আমার দীক্ষে, কেটে শীক্ষে,
ফেলে ভিক্ষে করঙ্গ ॥ ৮

ভিক্ষুক । ত্রিপদী ।

ভয়ঙ্কর কলেবর, লজ্জাহীন দিগম্বর,
কদাকার বিষম অধীর ।
গাত্র হোতে অনর্গল, পড়িছে বিষ্টার জল,
মল-ভরা সকল শরীর.
দারুণ-দুর্গন্ধ গায়, নিকটে দাঁড়ানো দায়,
ঘৃণা করি ডাকে না কো যম ।
নরকে নিবাস করে, ক্রমি খেয়ে প্রাণ-ধরে,
পামর পিচাশ, নরাধম ॥
ছাড়িয়া পবিত্র-মত, আমি তোর্ মত,
প্রেত সেজে করিব গমন ? ।
দূর্ দূর্ মর্ মর্, কাছে থেকে সর্ সর্,
কি বলিস্ দাম্ভিক দুর্জ্জন ! ॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত । খেদ পূর্ব্বক সংগীত ।

রাগিণী আড়ানা । তাল আড়া ।

মনরে আমার, কর ভ্রম পরিহার ।
না জেনে অহং, কেন, কর অহঙ্কার ! ॥
মিছে আঁচে তুলে আঁচ্, করিতেছ সাতপাঁচ্,
কাচিতেছ কত কাচ্, অশেষ প্রকার ।

পাঁচে করি পাঁচাপাঁচি,, আঁচে কর আঁচাআঁচি
এদিগে, যে কাছাকাছি, হয়েছে তোমার।
প্রকৃতি বিকৃতি কর, কি প্রকৃতি তুমি ধর!
আকৃতির ভেদে কর, স্বকৃতি স্বীকার॥
অভাবের ভাব ধরে, স্বভাবে অভাব করে,
স্বভাবের ভাবে নাহি, চরে একবার।
কল্পিত-ভাবেতে সবে, ভ্রমেতে ভ্রমিছে ভবে,
তবে আর কবে হবে, ভাবের সঞ্চার!।
তোমরা মানব যত, রয়েছ তো শত শত,
অবিরত কত মত, করিছ আচার।
'টলিতেছ ঢলিতেছ, কত ছলে ছলিতেছ,
চলিতেছ, বলিতেছ, নরের আকার।
টল টল, ঢল ঢল, ছল ছল, যত ছল,
কিন্তু ভাই বল বল, বল কর কার॥
একাকারে এলে দেশে, একাকারে যাবে শেষে,
একেতেই হবে শেষে, সব একাকার।
দেশ দেশ করে দ্বেষ, বেশ বেশ ধরে বেশ,
দেশেতে বেশের ভেদ, ভাল দেশাচার?।
একেতেই সব হয়, একেতেই সব লয়,
কিছু নয়, কিছু নয়, আকার প্রকার
যখন্ এসেছ ভবে, উলঙ্গ তো ছিলে সবে,
এখন্ বসন তবে, সাজে কি প্রকার!।
যখন্ মরণ হবে, বসন কোথায় রবে?
দিগম্বর হোয়ে সবে, যাবে ভব-পার।
মনে যার থাকে নিষ্ঠে, কি তার, চন্দন, বিষ্ঠে
এ শুচি, এ অশুচি, কি সে করে বিচার॥
ভিতরেতে ভরা মল, মন নহে নিরমল,
বাহিরে ঢালিয়ে জল, কর পরিষ্কার।
হায় একি ভ্রম ধরে, মিছে অভিমানে মরে,
বাহির পবিত্র করে, ভিতর অসার।
যারে বল নিরমল, আগে তাহা ছিল মল,
যত দেখ স্থল, জল, মলের ভাণ্ডার।
অমল কাহারে কয়, মল ছাড়া কিছু নয়,
মলময় সমুদয়, অখিল-সংসার।
খাও অন্ন, খাও জল, খাও মূল, খাও ফল,
পরিণামে হবে মল, সংশয় কি তার!॥
সেই মল পুনর্ব্বার স্থলরূপে হয় সার,
অসারের মাঝে সার, কে বুঝিবে সার?।
অসারে ভাবিলে সার, অসারেই হয় সার,
এ অসার, এই সার, বিষম-বিকার।
দেহ মাঝে "আত্মা" যিনি, অতি শুদ্ধ, সার তিনি
অসারে সারত্ব তাঁর, কে করে সংহার
ভুল-পথে সবে চলে, পুণ্য, পাপ, কারে বলে!
জলবিম্ব মিশে জলে, হয় জলাকার।
মরিলেই মুক্ত হয়, কিছু আর নাহি রয়,
পরলোক কারে কয়, কারে কই আর!॥
দেহে "আত্মা" যারে কয়, অবিনাশী সে তো নয়
শরীর হইলে লয়, লয় হয় তাঁর।
এই হয়, এই লয়, হোয়ে আর নাহি রয়,
স্বপ্নবৎ সমুদয়; কেবা হয় কার॥
সবাই খেয়েছে মদ, সবারি টলেছে পদ,
পরস্পর ভুলে কয়, আমার আমার।
কেন ভাবে নারী নর, এ, আমার, এ যে, পর
নয়ন মুদিলে পর, সব অন্ধকার।
কেবা কার হয় যোগ্য, কেবা কার চিরভোগ্য
যখন যে ভোগ করে, তখনি তাহার।
কারে দিব উপদেশ, ভোগের হইল শেষ
তখন সম্বন্ধ লেশ, নাহি থাকে আর।
আমি তো আমার নয়, নারী কি আমার হয়,
যাহে যার অভিরুচি, করুক্ বিহার।
দোষ যেন নাহি ধরে, দ্বেষ যেন নাহি করে,
এই দ্বেষ ঘোরতর, পাপের আগার।
পর-কারো নহে কেহ, সমভাবে কর স্নেহ,
রোগের আধার দেহ, ভোগের আধার!
দ্বেষহীন মহাধর্ম্ম, বুঝে তার সার মর্ম্ম
আত্মহিতে কর কর্ম্ম, ইচ্ছা যে প্রকার॥

শান্তি এবং করুণা। (পথে যাইতে যাইতে।)

শান্তি। সখি-করুণে! দেখ দেখ, ঐ সোমসিদ্ধান্ত আসিতেছেন, ইনি মহামোহের প্রেরিত অনুচর, ওদিকে দৃষ্টি করা নয়, চল আমরা যাই।

(তদনন্তর সোমসিদ্ধান্ত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।)

সোমসিদ্ধান্ত। (চারিদিগে ফিরিয়া) হর-হর-হর-হর।—শিব-কাশী,—শিব-কাশী।—জয়—কাশীনাথ! বম্—বম্—বম্—বমবম্—বম্।—বম্ ভোলা,-বম্ ভোলা।—ভোলানাথ। ভোলানাথ,-শিবগুরু-শিবগুরু।—কাশীশ্বর-বিশ্বেশ্বর,—জয় পার্ব্বতীনাথ। হরহর—হরহর,—তাপহর,—পাপহর, শোকহর—রোগহর,—হর হর, দুঃখ-হর—হর—পশুপাশ হর।—হে শঙ্কর পরমেশ্বর! তুমিই গতি, জয় মহাদেব, মহাদেব, তোমাকে প্রণাম করি।

(সংগীতচ্ছলে স্তব।) ভজন॥

তুষ্টিনিকেতন, রিষ্টিবিনাশক,
সৃষ্টি-পালন লয়কারি।
নিন্দিত রজত, শ্বেতকলেবর
ভস্মভূষণ,-জটাধারি॥১
সর্ব্বশিবময়, সম্পদসদন,
পঞ্চবদন-মদনারি।
রক্ষ নিজ-সুতে, মোক্ষপ্রদায়ক,
দক্ষদুহিতামনোহারি॥২

সর্ব্ব শুভঙ্কর, শঙ্কর-সুরেশ,
শুদ্ধ সতত,—সদাচারি।
নির্ম্মল-নির্গুণ, নিত্য-নিরাময়,
ত্বংহি-ত্রিগুণ-ত্রিপুরারি॥৩
শাশ্বত-চিন্ময়, বিশ্বপ্রকাশক,
আত্মা-অনাদি-অবিকারি।
সংহর ঈশ্বর-সংসারপিপাসা,
দেহি-চরণ-সুধাবারি॥৪

মা কালি-মা কালি, জয়কালি, জয়কালি। মা তোমাকে প্রণাম করি।

সুরতরঙ্গিণীচ্ছন্দ।

জয় জয় কালিকে। গ্রহ-তিথিচালিকে।
ত্রিভুবনপালিকে। মাগো মা।
শশিখণ্ডভালিকে। নরশিরমালিকে।
গিরিরাজবালিকে। মাগো মা॥১
অট্ট-অট্টহাসিকে। যক্ষ-রক্ষশাসিকে।
দৈত্যকুলনাশিকে। মাগো মা।
ভবভাষভাষিকে। ভবভাসভাসিকে।
ভববাসবাসিকে। মাগো মা॥২

স্বেচ্ছাচারচারিকে। স্বেচ্ছাচারবারিকে।
স্বেচ্ছাচারকারিকে। মাগো মা।
সর্ব্বদুঃখহারিকে। সর্ব্বতাপতারিকে।
সর্ব্বশক্তিধারিকে। মাগো মা॥৩
জয়জয় চণ্ডিকে। চণ্ডদণ্ডদণ্ডিকে।
কালদণ্ডখণ্ডিকে। মাগো মা।
রবিসুতগঞ্জিকে। ভবভয়ভঞ্জিকে।
হরমনোরঞ্জিকে। মাগো মা॥৪

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

নিদ্রাগত কত মন, রহিবেরে আর?।
চৈতন্য সহায় করি, ভাব সর্ব্বসার॥
বিষয়-বাসনাধীনে, জাগিলে না চিরদিনে,
জান না, যে, দিনেদিনে, যেতে হবে পার॥
নিজপুত্রে রেখে ঘাটে, তপন বসেছে পাটে,
নিশা-নিশাচরী ঠাটে, করিবে আহার।

জ্ঞানেরে জাগাও আগে, নিজে জাগো যোগেযাগে,
এই বেলা দিবাভাগে, কর আত্মসার॥
গুপ্ত-আজ্ঞা,আজ্ঞা:ছাড়ি, বায়ুভরে দিয়ে পাড়ি,
সিন্ধু পারে গুরু-বাড়ী চল "সহস্রার"।
তবে তো চরমকালে, মিশাবে পরমকালে,
নাহি আর সেই কালে, কাল অধিকার॥২

(শিবভক্ত এবং শক্তিভক্তিপরায়ণ সাধকদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।)

ওহে প্রাণাধিক-সাধক সকল!—শ্রবণ কর,—তোমরা "কুলার্ণব" নিরুত্তর, এবং আর আর তন্ত্র সকল শিরোধার্য্য করিয়া তন্মতানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ কর।

স্বয়ং ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান মহাদেব "কুলার্ণবে" কহিয়াছেন। যথা।

কুলাচার প্রসক্তানাং সাধুনাং সুকৃতাত্মনাং। মুচ্যন্তে পশুপাশেভ্যঃ কলিকল্মাষ দূষিতাঃ॥
সাক্ষাৎশিবস্বরূপাণাং প্রভাবং বেত্তিকোভুবি কৌলিকোহি গুরুঃসাক্ষাৎ কৌলিকঃশিব
দৃষ্টাতুভৈরবীচক্রং মমরূপাংশ্চ সাধকান্। এবসঃ। ইত্যাদি।

(১) হে ভাই কুলসাধকগণ! করুণাময় মহাদেব এরূপ কহিয়াছেন, যে তোমরা সকলে তাঁহার স্বরূপ, এই জগতের মধ্যে তোমাদিগের মাহাত্ম্য, মনুষ্য দূরে থাক্, দেবতারাও জ্ঞাত নহেন,—পশুপাশবদ্ধ-অজ্ঞান-জীব সকল তোমারদিগের দর্শন পাইবামাত্রই তখনি উদ্ধার হইয়া যায়।

(২) জীব সকলকে নিস্তার এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ-করণ কারণ পৃথিবীতে তোমারদিগের অবস্থান হইয়াছে।

(৩) তোমরা কুলাচার এবং মহামন্ত্র-প্রভাবে স্বেচ্ছাচারব্রত ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছ।

(৪) ম্লেচ্ছাদি মানব সকল তোমারদিগের সংসর্গ-কৃপায় পবিত্র হইতেছে।

(৫) কুলধর্ম্মের অপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম আর নাই, সদাশিবের এই যুক্তিযুক্ত উক্তি।

(৬) অপরাপর সাধনের দ্বারা যে ভোগ এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তোমরা কুলধর্ম্ম-সাধন-বলে অনায়াসে অতি সহজেই তাহা লাভ করিতেছ।

(৭) কি ম্লেচ্ছ, কি শ্বপচ, কি কিরাত,—যে সকল সর্ব্বত্যজ্য-নীচ-জাতি এই কুলচক্রে প্রবেশ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ হইতে পবিত্র হয়!

(৮) তোমরা যে স্থানে চক্রারম্ভ কর, তোমারদিগের তেজের প্রতাপে বিঘ্ন সকল ভয়াকুল হইয়া তথা হইতে কোথায় পলায়ন করে।

(৯) যে কোন জল হউক, যেমন গঙ্গাজলে পতিত হইবামাত্রই গঙ্গাজল হইয়া যায়, সেইরূপ তোমাদিগের এই কুলধর্ম্মে যে কোনো ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করে, সে তৎক্ষণাৎ কৌলপদ প্রাপ্ত হয়।

(১০) যে প্রকার সমুদ্রে নদী সকলের পৃথকভাব বোধ হয় না, সেইপ্রকার কুলধর্ম্ম-প্রাপ্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে পরস্পর পৃথক্‌ভাব থাকে না!

(১১) যে দেশে কুলযোগী পদার্পণ করেন, সেই দেশ পবিত্র হয়, তাঁহাকে দর্শন এবং স্পর্শন এবং স্পর্শন করিলে একবিংশতি কুলের উদ্ধার হয়।

(১২) যে কুলে একটী কৌলিক-পুত্রের জন্ম হয়, সেই পুত্রের মাতা ও পিতা সাধু, কেন না সেই কুলের পিতৃলোক সকল মহানন্দে দেবতাদিগের সহিত বাস করেন।

(১৩) চণ্ডাল ব্যক্তি কুলাচার করিলে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়,—যে ব্রাহ্মণ কুলাচার-রহিত তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম।

(১৪) যেদিগে সূর্য্যের উদয় হয়, সেই দিগ্‌কে লোক যেমন পূর্ব্বদিক্ কহে, সেইরূপ কুলযোগিগণ যে যে ব্যবহার করেন, সেই সেই ব্যবহারের পথকেই পরমপথ কহিতে হইবে।

(১৫) যেরূপ বক্র-নদীকে কেহ সরল করিতে পারে না,—যেমন নদীর স্রোত রোধ

করিতে কেহই সমর্থ হয় না,—সেইরূপ কুলযোগির স্বেচ্ছাচারকে নিবারণ করিতে কেহই শক্ত হয় না।

(১৬) সত্যযুগে বেদোক্ত কর্ম্ম, ত্রেতাতে স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম, দ্বাপরে সংহিতা-সম্মত-কর্ম্মদ্বারা মানুষ সকল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ-ফল পাইয়া নিস্তার হইয়াছে, কলিতে ব্রাহ্মণাদি বেদ, স্মৃতি, সংহিতা, ও পুরাণোক্ত শৌচাচার-বর্জ্জিত, সুতরাং শ্রুতি-সম্মত কর্ম্মের দ্বারা ইহারদিগের ক্রিয়াসিদ্ধ হয় না—একারণ পতিতপাবন করুণাসাগর শিব জীবের দৃঢ়-প্রত্যয় জন্য বারম্বার সত্য করিয়া কহিয়াছেন, যে, আগমোক্ত কর্ম্ম ভিন্ন কলিযুগে আর গতি নাই, এই কলিতে আমার মত ছাড়িয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে তাহার ফল সিদ্ধ হয় না,—এবং সেই ক্রিয়াকর্ত্তা নরকগামী হয়।—এই প্রবল কলিযুগে শৈবশাস্ত্র-মত অবলম্বন না করিয়া যে লোক অন্য-মত আশ্রয় করে, সে লোক ব্রহ্মহত্যাজনিত-পাপ-ভোগ করে।

(১৭) জপ, যজ্ঞাদি কর্ম্মে তান্ত্রিক-মতই প্রসিদ্ধ ও প্রশস্ত, যেহেতু এই সিদ্ধ-মন্ত্র আশু-ফলদ, যে দুর্ম্মতি কলিকালে আগমোক্ত কর্ম্ম না করে, সে কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া কৃমিজন্ম প্রাপ্ত হয়।

(১৮) শিব কহেন—কলিতে আমার মত ভিন্ন, যে, দীক্ষা, সে দীক্ষাই নহে,—সাধকের নাশের কারণ, দেবতা কুপিত হন। পূজা, হোম, ব্যর্থ হয়, সর্ব্বদাই বিঘ্ন ঘটে। আগম শাস্ত্র ছাড়িয়া যে কর্ম্ম করে, সে মহাপাতকী হয়।

(১৯) এই সকল শিবের আগমোক্ত বিধান স্মার্ত্ত পরমপূজ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন।

(২০) হে সাক্ষাৎ-শিবস্বরূপ কুলীনগণ! বলদেখি ভাই, জিজ্ঞাসা করি—এতাদৃশ স্পষ্ট-প্রমাণপুরিত-শিবআজ্ঞা প্রবল থাকাতেও তোমরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ-ঘৃণিত-পশুদিগের ভয়ে ভীত হইয়া কেন স্বধর্ম্মের সঙ্কোচ করিতেছ? প্রাণান্তেও যাহারদিগের সংসর্গ করিতে নাই, মুখ দেখিতে নাই, স্পর্শ করিতে নাই, এমত পশুর সহিত কেন ব্যবহার কর?।

(২১) আর পশুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেখিলে, আলাপ করিলে, স্পর্শ করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়,—পশু-সংসর্গে বীর সকল পশু হয়েন।—যে সাধক জ্ঞান-পূর্ব্বক পশুর অন্ন ভোজন করে,—সে নরাধম সহস্র মন্বন্তর অতীত হইলেও নরক হইতে নিষ্কৃতি পায় না, এবং লোভ, মোহ, ভয়-প্রযুক্ত কোন ভক্ত যদি কখনো পশুর অন্ন ভোজন করে, তবে লক্ষ পাদুকামন্ত্র জপ, পুনরায় অভিষেক,—শ্রীচক্র ও কৌল পূজা করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়,—নতুবা নিস্তার নাই,—অতএব তোমরা মহাদেবের বাক্য কেন লঙ্ঘন করিতেছ? কি জন্য পশু-সঙ্গে পাপগ্রস্ত হইতেছ? পশুদিগের কোন ধর্ম্ম নাই,—অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানো জানে না।—তবে গায়িত্রী-মন্ত্র-মাত্র আছে, তাহারো অর্থ জানে না, অর্থ না জানিলে ফলসিদ্ধ হয় না, কেন না মন্ত্রের অর্থ ও মন্ত্রের চৈতন্য যে ব্যক্তি না জানে শত শত লক্ষ জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।—বিশেষতঃ দেখ, কলিতে পশুধর্ম্ম কোনমতেই নির্ব্বাহ হইতে পারে না, কেন না "স্মার্ত্তাচার" ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া দেবতা স্মরণ, পৃথিবী নমস্কার, দক্ষিণপদ পুরঃসর গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এক শত ধনু-পরিমিত গ্রামের বাহিরে গিয়া গর্ত্ত খনন ও মুখ-নাসিকা বন্ধন-পূর্ব্বক কোন্ পশু মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে?—অপিচ সূর্য্যোদয়ের পরে দন্তধাবন করিলে পাপিষ্ঠ পশু বিষ্ণুপূজা করিতেও অধিকারী হয় না, আর আহারের ও সময়ের, এবং দ্রব্য-শুদ্ধি করণের যে যে নিয়ম আছে তাহাই-বা কোন্ পশুতে করিয়া থাকে? অতএব পশুরা এইরূপ [illegible]হিত-ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিয়া কেবল সর্ব্বধর্ম্ম হইতেই বহিষ্কৃত হইতেছে।—পত্র, পুষ্প, ফল, [illegible]তি সকল পশুরা স্বহস্তে সংগ্রহ করিবে, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের মুখ দেখিবে না, মনেতেও

পরস্ত্রীর স্মরণ করিবে না, এবং সিদ্ধি, চরস, তামাকু ইত্যাদি মাদকদ্রব্য ও মৎস্যাদি আমিষ, ব্যবহার করিবে না, দেখ ভাই,—দেখ দেখ। কোন্ পশু ইহার কি করে? কে না তামাক খায়? চরস খায়? গাঁজা খায়? মাচ খায়? মাংস খায়? এবং কে না শূদ্রসেবা করে? কে না পরস্ত্রী গমন করে? ধর্ম্মহীন এই সমস্ত পশু মহাকাল, ভৈরব বামন, নৃসিংহ, রাঁমচন্দ্র, গোপাল প্রভৃতি এবং কালী, তারা, ত্রিপুরাসুন্দরী, ইত্যাদি মহাবিদ্যা-মন্ত্রে উপাসক হইয়া কুলাচার অনুষ্ঠানের অভাবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পূর্ব্বাপরের সহিত নরকে বাস করিতেছে। সুতরাং সকলে পশুসঙ্গ পরিহার কর, ভয় পাইয়া কেন কুলাচারধর্ম্ম গোপন পূর্ব্বক সত্যের অপহ্নব করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেছ?।

কোন কোন পশু বলে "স্মৃত্যাদি শাস্ত্রমতে মদ্যের দান, পান, গ্রহণ নিষেধ। ইহাতে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য থাকে না" এ কথা তাহাদিগের প্রলাপ-মাত্র, মদ্য পানাদির, যে, নিষেধ, সে অসংস্কৃত-মদ্যের বিষয়ে, এবং অনভিষিক্ত সাধকের প্রতি জানিবে, অভিষিক্ত সাধকের সংস্কৃত-মদ্য পান-বিষয়ে আগম-শাস্ত্রের সহিত স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণের কিছুমাত্রই বিরোধ নাই।

প্রমাণ।

নিগম কল্পদ্রুমো অসংস্কৃতংত্তমদ্যাদি মহাপাপকরং হর ইত্যাদি॥
শ্রুতিঃ সৌত্রামন্যাং সুরাং গহ্নীয়াৎ সৌত্রামন্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণোমদিরাং পিবেৎ।
নবিধির্ননিষেধোবা নপুণ্যং নচপাতকং। নস্বর্গোনাপিনরকং কৌলিকানাং কুলেশ্বরি॥

হে ভাই, ইহার অপেক্ষা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ আর কি আছে!—উত্তম, মধ্যম, তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ, ব্যবহারভেদে মহাদেব এই চারি প্রকার সাধক নির্দ্দেশ করিয়াছেন!

যাঁহারা বিধি নিষেধ উপেক্ষা পূর্ব্বক শোধন, সংস্কার, নিবেদনের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল "ব্রহ্মাত্মভাবে" আহার বিহারাদি করেন, তাঁহাদিগ্যে উত্তম-কৌল কহিয়াছেন, বেদজ্ঞ-জনেরা ইহারদিগকেই ব্রাহ্ম কহেন। কারণ এই অবস্থাই লয়ের অবস্থা, ধ্যান ধারণাদি অবলম্বন থাকে না, কেবল ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থিতি হয়।

যিনি পূজা, ধ্যান, ন্যাসাদির প্রয়োজন না রাখিয়া দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণদ্বারা দ্রব্যশোধন-পূর্ব্বক "ব্রহ্মার্পণমস্তু" এই বাক্যে অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দে কালক্ষয় করেন তাঁকে মধ্যম-কৌল কহেন।

যিনি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া ধ্যান, পূজা, জপাদি পূর্ব্বক তত্ত্বসংস্কার করিয়া সর্ব্বদা আপনাকে দেবতারূপ ভাবিয়া নিবেদিত নৈবেদ্যের পান ভোজনদ্বারা কালক্ষয় করেন, তাঁহাকে তৃতীয় কহেন।

যিনি শাক্তাভিষিক্ত হইয়া আপনার ইষ্টদেবতা পূজা পূর্ব্বক দ্রব্যাদি-শোধন করত নিবেদিত-প্রসাদ যথাবিধিক্রমে মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর গ্রহণ করিয়া ভজন সাধন দ্বারা কাল-যাপন করেন, তিনি কনিষ্ঠ-কৌল।

ইহারা সাধু, সাক্ষাৎ শিব ও ব্রহ্ম, কেন না ব্রহ্মাত্মকমন্ত্রের দ্বারা তত্ত্বশোধনাদি কর্ম্ম করিয়া সকল দ্রব্যকেই ব্রহ্মময় ভাবনা করিয়া থাকেন।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত। ওরে ভিখারি! দেখ্‌তেছিস্,—ঐ যে পুরুষ, কাপালিকব্রত ধারণ করেছে, চল্ না কেন আমরা উভয়েই উহার নিকট যাই।

(দিগম্বর এবং ভিক্ষুক দুই জনেরি সোমসিদ্ধান্তের নিকট গমন।)

দিগম্বর। (হাস্য পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা।) ওরে কাপালিক! বল্ দেখি তোর্ মতে সুখ এবং মোক্ষ কিরূপে সাধন হয়?।

সোমসিদ্ধান্ত। ও উলঙ্গ! আমাদিগের মত শ্রবণ কর।

আমরা মহাবলি প্রদান পূর্ব্বক নরমাংস-শোণিত এবং ঘৃতের দ্বারা মহাভৈরবের পূজা করিয়া—প্রসাদ গ্রহণ করি।

ভিক্ষুক। (দুই কর্ণে হস্ত দিয়া।) হে বুদ্ধ! হে বুদ্ধ! আমাকে নিস্তার কর, এদের্ এই ধর্ম্ম কি ভয়ঙ্কর?।

দিগম্বর। হে স্বাভিমত-দেবতা! তোমাকে প্রণাম করি।

আরে! কোন্ পাপাত্মা তোরে এই জঘন্য নিষ্ঠুর ধর্ম্মের উপদেশ করেছে?।

সোমসিদ্ধান্ত। (ক্রোধ পূর্ব্বক।) ওরে পাষণ্ড! তোরা কি বলিস্, এক ব্যাটা ন্যাংটা প্রেত, এক ব্যাটা ধামাধরা-নেড়া,—এরা আবার আমার এই পরমধর্ম্মের নিন্দা করে।—ওরে দুরাচার দেবনিন্দক! শোন্, চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা ভগবান ভবানীপতি মহাদেব, যাঁহার মহিমা বেদান্তসিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত করণে অক্ষম, তাঁহার প্রভাব দর্শন করাই, আমি এখনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতাদিগ্যে এখানে আনিতে পারি; আকাশের নক্ষত্র সকলের গতি রোধ করিতে পারি, পৃথিবীকে জলপূর্ণা করিয়া পুনর্ব্বার সেই জল এক চুমুকেই পান করিতে পারি।

দিগম্বর। ও উন্মত্ত মাংসাসি রাক্ষস!—ওরে দাঁতাল্! ও মাতাল্! তুই অলীক ঐন্দ্রজালিক-বিদ্যা দ্বারা আকাশ পাতাল্ চালিবার কুহুক দেখাস্।

সোমসিদ্ধান্ত। ক্রোধে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক।

ত্রিপদী।

পুন পুন দুরাচার নিন্দা করি দেবতার,
ঈশ্বরকে ইন্দ্রজালী কয়।
উচিত যে প্রতীকার, এখনিই করি তার,
পাপাত্মার প্রাণ রাখা নয়॥
বলি বলি, তবে বলি, এখনিই দিয়ে বলি,
কোরে তোর রুধির গ্রহণ।
মুণ্ড দিয়ে পদ সেবি, মহাদেব, মহাদেবী,
উভয়ের করিব তর্পণ॥

দিয়েছিস্ হাতনাড়া, যাবি কোথা, দাঁড়া দাঁড়া,
খাঁড়া ধোরে দিই যমালয়।
তোর মাংসে দিগম্বর, পূজি দুর্গা, দিগম্বর,
দেখুক্ সাধক সমুদয়॥
নরাধম নরপশু, নিয়ে আজ্ তোর অসু,
বসুধারে করাই ভোজন।
হর হর বোলে মুখে, প্রসাদ খাইবে সুখে,
যত বীর কুলযোগিগণ॥

(খাঁড়া তুলিয়া কাটিতে উদ্যত।)

ক্ষপণক। (প্রাণভয়ে থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে।) অহিংসা-পরমধর্ম্ম। অহিংসা-পরমধর্ম্ম। হে ভিক্ষুক! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, আমি তোমার শরণ লইলাম, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও।

ভিক্ষুক। (উপহাস পূর্ব্বক।) ওহে ধার্ম্মিক সোমসিদ্ধান্ত!—তোমার এ কেমন্ ধর্ম্ম? কৌতুক পূর্ব্বক বাক্ কলহ, ইহাতে তপস্বিকে হত্যা করা কি তোমার কর্ত্তব্য হয়?

সোমসিদ্ধান্ত। পরমেশ্বর ইষ্টদেবতার নিন্দা, এ আবার কৌতুক কোথায়? আমি

এখনিই ইহার মুণ্ডপাত করিতাম্, কেবল তোমার কথায় এবার ক্ষমা করিলাম, এই আমি অসি ফেলিতেছি।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত। ও মহাশয়! এত ক্রোধ কেন? স্থির হউন, এখন্ অস্ত্র ফেলেছেন, অতএব বিরক্ত হবেন না, বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি। শান্ত হইয়া উত্তর করুন। আপনারদের পরম ধর্ম্ম তো শ্রবণ করিলাম, চক্ষেও কিছু দেখিলাম, এখন্ বলুন্ দেখি, এ ধর্ম্মে সুখ এবং মোক্ষ কি প্রকার?

সোমসিদ্ধান্ত। শোন্ নাস্তিক শোন্। বিষয় ভিন্ন কখনই সুখ হয় না, তবে কেন তোরা এরূপ মুক্তির প্রার্থনা করিতেছিস্।

আনন্দ ও জ্ঞানরহিত যে মুক্তি, তাহাতে সুখ কি আছে? যেহেতু পাষাণস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতে হয়। অতএব তোদের মতসিদ্ধ এইরূপ যে মুক্তি, সে মুক্তিই নয়।—যাহাতে দুঃখের লেশ মাত্র নাই, অথচ দিব্যাঙ্গনা-সম্ভোগজনিত যে সুখ, তাহারি নাম মুক্তি,—আগমশাস্ত্রে স্বয়ং মহাদেব এইরূপ মুক্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—এবং তিনি চিরকাল জীবন্মুক্ত হইয়া মহামায়া পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।—এই তো সাক্ষাৎ মুক্তি, বল্ দেখি, অমৃত হওয়া ভাল? না অমৃত ভোজন করা ভাল?

ভিক্ষুক। ও মহাশয়! তোমার এই মোক্ষ শ্রদ্ধার যোগ্য নহে, যেহেতুক ইহা রাগিদিগের-সম্মত-ধর্ম্ম।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত। ওরে কাপালিক!—যদি তুই বিরক্ত না হোস্, তবে কিছু বলি, ওরে! যে শরীরী, সে কিরূপে মুক্ত? যে ব্যক্তি বন্দী হইয়া কারাগার ভোগ করে, তাহাকে তুই কি প্রকারে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সাধুর ন্যায় কহিতেছিস্?

সোমসিদ্ধান্ত। (ক্ষণকাল নীরব হইয়া মনে মনে বিবেচনা) এই দুটো পশুর মন অতি অপবিত্র, ঘোরতর অশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, ভাল আমি শ্রদ্ধাকে আহ্বান করি, প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী শ্রদ্ধা এখন্ কোথায় আছেন্? তাঁহার কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ভ্রান্ত-দিগের ভ্রান্তি দূর হইবে না।

(কাপালিনী-বেশধারিণী রাজসী-শ্রদ্ধা)

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

কেরে, বামা,—বারিদবরণী,
তরুণী ভালে ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী,
করিছে দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ,
অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদননিধনকরণকারণ,
চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে, সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে বিপক্ষ নাশিছে
গ্রাসিছে বারণ, হয়।১
বামা, টলিছে ঢলিছে লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে দনুজ দলিছে,
ছলিছে ভুবনময়॥২
কেরে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হোয়ে শবাসনা বামাবিবসনা,
আসবে মগনা রয়।৩

হে নাথ আজ্ঞা করুন্,। আমি কি করিব!

সোমসিদ্ধান্ত। হে প্রিয়ে।—এই দুরহঙ্কৃত ভিক্ষুককে এখনি আলিঙ্গন কর।

রাজসীশ্রদ্ধা। (ভিক্ষুককে স্পর্শ করিয়া)

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

দনুজদলনী দুর্গা, জননী যাহার রে।
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, কি ভয় তাহার রে?॥
মুখে বল দুর্গে দুর্গে, তরিবে এ ভব দুর্গে,
নাহি দুর্গানাম দুর্গে, কাল অধিকার রে। ১
কালীনামে কাল হর, কালী-রূপ ধ্যানে ধর,
দেহ, মন, কালী কর, কালী সর্ব্বসার রে?। ২
কালীভক্ত যেই জীব, শিব তারে দেন শিব,
আপনি করেন তার, অশিব-সংহার রে। ৩
মুদিয়ে নয়নতারা, অন্তরে জাগাও তারা,
তারাকারা প্রেমধারা, ফেলো অনিবার রে। ৪
তারা-গুণ কর গান, তারা বিনে নাই ত্রাণ,
তারানামামৃত-পান কর একবার রে। ৫
তারানাম নাহি করে, ধিক্ ধিক্ সেই নরে,
বৃথা সে শরীর ধরে, বৃথা জন্ম তার রে। ৬
কালী-সহ ভাব কাল, কালেতে পলাবে কাল,
ইহকাল পরকাল, সফল তোমার রে। ৭

হে ভিক্ষুক,—কালী বল, কালী বল,—ভ্রান্তি হর, ভক্তি কর, শ্রদ্ধারসে দ্রব হও। জয় শিব, জয় শিব জয় কালী!

ভিক্ষুক। (কাপালিনী স্পর্শে লোমাঞ্চিত।)

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল ঐ।

হায় হায় হায়, একি, সুখের বিহার।
ধরি চরণে তোমার, ধরি চরণে তোমার।
ছেড় না ছেড় না ধনি, হৃদয় আমার॥
কারে আমি, আমি, কই,
আমাতে তো আমি নই,
আমারে তোমায় দিয়ে, হয়েছি তোমার।১
এ প্রকার সুখোদয়, হয়নি হবার নয়,
এমন্ সুখের ভোগ, কবে হবে কার। ২
ঘুচিল মনের খেদ এখন্ পেয়েছি ভেদ,
ক্ষণকাল বিচ্ছেদ, না-হয়, যেন আর। ৩
তোমারে হৃদয়ে-ধরি, সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি,
তৃণ সম জ্ঞান করি, নিখিল সংসার। ৪

কি আনন্দ! কি আনন্দ! অদ্য আমি ধন্য হইলাম এতদিনে আমার জন্ম সফল হইল, আমার কর্ম্ম সফল হইল।

আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! সোমসিদ্ধান্ত! তুমিই সাধু।—তোমার শ্রদ্ধার স্পর্শে আমি পবিত্র হইলাম, আমার মনের ভ্রান্তি দূর হইল, আমি একেবারে শপথ করিয়া বুদ্ধমত পরিত্যাগ করিলাম,—তুমি আমার গুরু হইলে, আমি তোমার শিষ্য হইলাম, এখনিই আমাকে পরমেশ্বর মহাভৈরবের মন্ত্র প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত। (ক্রোধ পূর্ব্বক হাত নাড়িয়া) ওরে ব্যলীক ভিক্ষুক। তুই কাপালিনীর স্পর্শে, ভ্রষ্ট হলি,—দূর হ,—তোর মুঁখ্ দেখ্তে নাই।

ভিক্ষুক। ওরে হতভাগ্য ন্যাংটা। তুই কেবল পশু রৈলি, তুই ঘোর-পাপাত্মা-পিশাচ,—তোর পাপের কপাল, কাপালিনীর আনন্দজনিত অধরামৃত লাভ কেন হইবে?

সোমসিদ্ধান্ত। হে প্রিয়ে কাপালিনি! এই দুর্দ্দর্পে দর্পিত দিগম্বরকে বশীভূত কর।

কাপালিনী। গীত।
রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

কে রে বামা—ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী, এ যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশি, করে শোভে অসি,
রূপমসী, চারু ভাস।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি,
চরণে কৃত্তিবাস ॥ ১
কে রে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহারে স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী,
দামিনীজড়িত-হাস। ২
কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে,
করিছে তিমির নাশ ॥ ৩
আহা, যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেল রে সর্ব্ব,
চরণসরোজে পড়িয়ে শর্ব্ব,
করিছে সর্ব্বনাশ। ৪
দেখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ,
মরণ হরণ, অভয় চরণ,
নিবিড়-নবীননীরদবরণ,
মানসে কর প্রকাশ ॥ ৫

(দিগম্বরকে ভুজলতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া)
রাগিণী বারোয়াঁ। তাল ঠুংরি

তারাতত্ত্বরসে মজ।
মজ মজ মজ, তারাতত্ত্বরসে মজ।
ভজ ভজ ভজ ভজ, শিবকালী ভজ ॥
হোয়ে মন মধুকর, আনন্দে ঝঙ্কার কর,
ধর ধর ধর দেহে, পাদপদ্মরজ।
দুর্গা যেই মুখে রটে, তার কি দুর্গতি ঘটে,
কারে শঙ্কা, মারো ডঙ্কা, চোড়ে ভক্তিগজ ॥
আর কি কালের ভয়,
সে কাল কোথায় রয়,
মহাকাল কালী-মন্ত্রে, তুলে দেও ধ্বজ।
ভাবে হও গদগদ, তুচ্ছ হবে ব্রহ্মপদ,
করহ সম্পদ পদ, কালীপদপঙ্কজ ॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত। সুখের আর পরিসীমা নাই।

গীত।
রাগিণী সুহিনীবাহার। তাল তেওট।

রমণীর শিরোমণি, রূপে মুনি মন হরে।
ত্রিভুবন-মনোলোভা, ধরাতে না শোভা ধরে।
শশধর ধরে শশ, কি তার রূপের যশ,
পরিপূর্ণ সুধারস, চারু মুখসুধাকরে। ১
অধরে মধুরহাসি, ক্ষরে সুধা রাশি রাশি,
চেতন হরিল আসি, কুটিলকটাক্ষ শরে। ২
এ, যে, অতি রূপবতী, গতি জিনি গজপতি,
রতি ছেড়ে রতিপতি, রতিলোভে পায়ে ধরে। ৩
কেশ-দ্বেষে জলধর, হইয়ে গগনচর,
বরষায় নিরন্তর, ডেকে ডেকে কেঁদে মরে। ৪
আর দেখ বিষধরী, কেশদ্বেষ-বিষ ধরি,
মাঝে মাঝে ফণা ধরি, রাগে ফোঁষ্ ফোঁষ্ করে। ৫
হেরি করপদ্মরাজে, নলিনী মলিনী লাজে,
কলঙ্ক-কণ্টক-সাজে, প্রবেশিল সরোবরে। ৬
খঞ্জন-গঞ্জনকর, রঞ্জন-নয়নবর,
অঞ্জন কি মনোহর, মন্ নিরঞ্জন করে। ৭
কটি মানে মানী মানী,* নহে আর অভিমানী,
এ কটিরে ক্ষীণ মানি, অপমানে বনে চরে। ৮
বদনে রদন রাজে, উপমা না তাহে সাজে
কনক মুকুর মাঝে, মুকুতা কি শোভা করে? ৯

* মানী—সিংহ।

সুরভি-বাসের বাসা, মরি কি সুন্দরনাসা, বিধি বুঝি হায় হায়, গড়েছে নবনী সরে।১৩
নিশ্বাসে চপলা খেলে, শীতল সমীর সরে। ১০ পরশ "পরশ" প্রায়, অথচ সরস হায়,
অধর-ললিত-রাগে, বিম্বফল কোথা লাগে, হইল সুবর্ণ কায়, ঢল ঢল রসভরে। ১৪
রাগদেখে রাগে রাগে, রেগে শেষে গোলে মরে।১১ স্বর্গ মিছে উপসর্গ, মানিনে স্বর্গের বর্গ,
কুচ-কলিকার কাছে, কদম্ব কোথায় আছে, কাপালিনী চতুর্ব্বর্গ, ধরিয়াছে নিজ করে। ১৫
নিহরি শিহরি শেষে, আপনি আপনি ঝরে। ১২ ছাড়িলাম স্বাভিমত, মনোমত এই মত,
ললিত লাবণ্য কায়, চোলে যেতে গোলে যায়, পেলেম পরম পথ, হায় হায়; হরে হরে। ১৬

হে মহাত্মন্!—হে শিবময়! হে সুখ-মোক্ষপ্রদায়ক—সোমসিদ্ধান্ত। আমি তোমার চরণ শরণ লইলাম, আমাকে শীঘ্রই মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক শিষ্য করিয়া পশুপাশ হইতে পরিত্রাণ কর, আর বিলম্ব বিধান হয় না। আমি আর সেই তামসী শ্রদ্ধার মুখাবলোকন করিব না। কাপালিনী স্পর্শে পবিত্র হইয়া অর্হংমত একেবারেই পরিত্যাগ করিলাম।

করুণা এবং শান্তি। করুণা। সখি শান্তি!—এই দেখ, ইনি রাজসীশ্রদ্ধা, আমাদিগের জননী নহেন। আহা! এই রাজসী কি সুন্দরী! সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় রূপবতী।

সোমসিদ্ধান্ত। হে প্রিয় ভিক্ষুক!—হে দিগম্বর! তোমরা আপনাপন অপবিত্র-বেশ পরিহার পুরঃসর সুপবিত্র সুদৃশ্য কুলীনের বেশ ধারণ কর। এবং উভয়ে এই আসনে উপবিষ্ট হও।

ভিক্ষুক এবং দিগম্বর। হাঁ প্রভু!—আমরা এই দুইজনে পবিত্র হইয়া আসনে বসিলাম।

সোমসিদ্ধান্ত। প্রথমে মহাদেবকে প্রণাম কর।

ভিক্ষুক এবং দিগম্বর। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।)

প্রণাম মন্ত্র। পঞ্চচামরচ্ছন্দ।

শ্মশানভস্মলেপনং ভুজঙ্গভোগভূষণং। শশাঙ্কখণ্ডশেখরং, হিমালয়াত্মজাবরং,
পিনাক-শূলধারিণং, স্বভক্তপাপহারিণং। সমস্তলোকশঙ্করং! নমামি দেবশঙ্করং ॥১

কালিকাকে প্রণাম কর। (প্রণাম মন্ত্র।) **প্রমাণিকাচ্ছন্দ।**

বিপক্ষপক্ষনাশিনীং, মহেশহৃদ্বিলাসিনীং। নৃমুণ্ডজালমালিকাং, নমামি ভদ্রকালিকাং ॥১

হে প্রিয়ে কাপালিনি! অদ্য বড় আনন্দের দিন, তোমার অনুকম্পায় ইহারা দুটি আমার শিষ্য হইল, তুমি পূজার আয়োজন কর, এবং নৈবেদ্য কর।

(হর-হর-হর জপিতে জপিতে! আঙ্গুল্ নাড়িয়া—হুঁ ঐ-যন্ত্র,—হুঁ—ঐ-জপের মালা।)

(পুনর্ব্বার ঘাড় নাড়িয়া চক্ষের ভঙ্গিমায়।) হাঁ—এখানে এখানে,—হুঁ—রাখো, রাখো। হর হর হর হর, বম বম বম।

কাপালিনী। হে হৃদয়েশ!—সমুদয় প্রস্তুত। পঞ্চমকার—পানপাত্র পরিপূর্ণ!

সোমসিদ্ধান্ত। (যথা ভঙ্গিতে পানপাত্র ধারণ পূর্ব্বক নয়ন মুদিয়া ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র-জপ।)—(এক চুমুক্ অগ্রে আপনি খাইয়া।)

লও বাপু লও, তোমরা এই প্রসাদ পাও—এই পাত্রপূরিত পরমামৃত সংসার স্বরূপ ব্যাধির মহৌষধ, এবং ভাব, রূপ, রসের সৃজন আর পশুপাশ ছেদনের কারণ এই কারণ। শিবের আনন্দকাননে আসিয়াছ, কেবল আনন্দ কর,—কালী গুণ গান কর—নামামৃত পান কর।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত এবং ভিক্ষুক। (বিমর্ষ হইয়া দুজনে চুপি চুপি, কাণাকাণি, ফুস্ ফুস্।)

দি।—(প্রথমে নাকে হাত দিয়া মুখ বাঁকাইয়া।) হুঁ বড় গন্ধ, ভর্ ভর কোরে গন্ধ ছুট্‌ছে।—হুঁ—কেমন্ কোরে খাব ?—আমাদের মতে সুরাপান বড় নিষেধ,—বড় নিন্দা, আগে কি জানি, যে, মদ খেতে হয় ? তা হোলে কি মন্ত্র নিই ?

ভি।—(ঘৃণা-পূর্ব্বক বিকট-ভঙ্গিমায় শিহুরে উঠিয়া।) একে তো মদ অপেয়, তাতে আবার কাপালিকের এঁটো করা, মুখের লাল-লাগা, দেখিই তো গা ঘিন্ ঘিন্ করে।—আমাকে মেরেই ফেলুক্, আর কেটেই ফেলুক্, আমি তো প্রাণ, গেলেও খেতে পার্ব্ব না।

সোমসিদ্ধান্ত। (আড়্‌চক্ষে চাহিয়া।) আঃ, তোমরা দুজনে চুপি চুপি কি বলিতেছ ? আমি বুঝেছি। হাহাঃ কাপালিনি ! এখনো এ দুজনের পশুত্ব দূর হয় নাই। তীর্থবাসিরা কহে, স্ত্রীমুখ সর্ব্বদাই শুচি, মনের বিকারে এঁটো বলিয়া অমৃতপানে ঘৃণা করে, তুমি প্রসাদ করিয়া স্বহস্তে প্রদান কর।

তামসীশ্রদ্ধা। বটে, এমন্ '—অমৃত খেতে অরুচি' এখনো বিকার যায়নি।

(যথা নিয়মে দক্ষিণহস্তে পাত্র লইয়া এক ঢোঁক্ খাইয়া।) আঃ কি ভ্রম ! কি ভ্রম ! হুঁ, এঁরা তো মন্দ নন, রামো বলেন, কাপড়ো তোলেন। হে ভক্তি তুমি অনুকূলা হও।

গীত।

কতদিনে জীব তুমি, শিব হবে আর ?।
এখনো রয়েছে মনে, বিষম-বিকার॥
এ কারণ, কি কারণ, সেই জানে সে কারণ,
কারণকারিণী-কালী, মনে জাগে যার।
হরে অভিমান-ক্ষুধা, এ সুধা কেমন্ সুধা,
যে খেয়েছে, তারে গিয়ে, সুধা একবার
বিষ্ খেয়ে বিষ্ করে, অমৃতে অরুচি ধরে,
কিসে সুখ, কিসে দুখ, করে না বিচার।
সুরপ্রিয়া এই সুরা, অতিশয় সুমধুরা,
এমন্ মধুর মধু, কোথা আছে আর ?॥
সামান্য তো অন্ধ নয়, আলো দেখে অন্ধ হয়,
অন্ধকারে অন্ধ চয়, করে হাহাকার।
ভোগি জনে দেয় ভোগ,
যোগি জনে দেয় যোগ,
ভোগের আধার, এ যে, যোগের আধার॥
ঢল ঢল পানপাত্রে, গ্রহণ করিবামাত্রে
পুলক প্রকাশে গাত্রে, আনন্দ অপার।
নিগমে নিগূঢ় উক্তি, সাক্ষাৎ জীবন-মুক্তি,
এখনি প্রমাণ পাবে, করি ব্যবহার॥

খায় যেই এই মদ*, নাহি টলে তার পদ,
পদে থেকে পায় পদ, নেসা কোথা তার ?।
এ মদ না খায় যারা, মদের মাতাল তারা,
তাদের নেসার ঝোঁক্, না হয় সংহার॥
কখনো না খায় মদ, খেয়ে মদ টলে পদ,
সে মদের মত্ততার, নাম অহঙ্কার।
যারা ভালবাসে মদ, তারা নাহি করে মদ,
সদাই মনেতে মদ, স্বভাবে সঞ্চার।
যারা নাহি খায় মদ, তারা কয় মদ মদ,
মদ নয় এই মদ, মদের ব্যাপার।
পূর্ণসুখ-ষোলকলা, পুণ্য, পাপ, দেখে কলা,
কুলযোগি খায় কলা,† রেখে কুলাচার॥
কুলীনের শুদ্ধ কুল, কুলহীন অনুকূল,
আপনার তিনকুল, সে করে উদ্ধার।
লোকের কেমন ভুল, কুলের না জেনে মূল,
কুল কুল কোরে দেখে, অকূল পাথার॥
যেনা আসে এই কূলে, দাঁড়াবে সে কোন্ কূলে
একূল, ওকূল তার, দুকূল আঁধার।
ভক্তিভাবে করি ভর, শিব কালী জপ কর,

* মদ।—মদ্য। দর্প। হর্ষ

† কলা।—বরাহমাংস কুলচক্রে এই মাংস প্রসিদ্ধ।

সকলের মূল শ্রদ্ধা, সর্ব্বমূলাধার ॥
এই শ্রদ্ধা যার মনে, আত্ম, পর, সে কি গণে,
এক ভাবে সমুদয়, করে একাকার।
স্নান করি শ্রদ্ধা-জলে, শুচি সদা কুতূহলে,
তার কাছে, কোথা আছে, আচার বিচার ॥
ব্রহ্মরূপ নিজে হয়, দেখে সব ব্রহ্মময়,
ব্রহ্মানন্দে মুগ্ধ রয়, জপিয়া ওঁকার।
অধোবায়ু করি ধ্বংস,
সোহং, সোহং, হংস হংস,
ওঁকারেতে, কুণ্ডলিনী, চালে সহস্রার ॥
যে করে "অজপা" রোধ, সে পেয়েছে তত্ত্ব বোধ,
সশরীরে মুক্ত সেই, মৃত্যু নাই তার।
ভ্রমসিন্ধুপার-হেতু, কুলাচার-শুদ্ধ-সেতু,
সে সেতুর ওপারেতে, তত্ত্ব-পারাবার ॥
তাহার মাঝেতে চর, জ্যোতির্ম্ময় তাহে ঘর,
সেই ঘরে পরাৎপর, করেন বিহার।

মূল মাত্র এক আঁক, সেই আঁকে দিলে ফাঁক,
এক আঁকে লাক লাক, হাজার হাজার ॥
টানো সেই এক আঁক, ফাঁকেই থাকিবে ফাঁক,
কোথা কোটি, কোথা লাক, সব ফক্কিকার।
না জানিয়া বস্তু এক, ভ্রমে ধরে নানা ভেক,
শ্রদ্ধাজলে অভিষেক, শুদ্ধ সদাচার ॥
চেঁচায়ো না ছেড়ে গলা, বাহিরে আচার কলা,
মনের ভিতরে মলা, কর পরিষ্কার।
এই জল, এই ফল, কারে তুমি এঁটো বল,
এঁটো-ছাড়া খাবে তুমি, কি আছে তোমার! ॥
বায়ু, বারি, বহ্নি, ধরা, সমুদয় এঁটো-করা,
কেবলি এঁটোর চেটো, এ তিন সংসার।
কত মদে মত্ত রয়, মাতালে মাতাল কয়,
এর, চেয়ে নাহি আর, হাসির ব্যাপার ॥
ছাড়িয়া সকল তত্ত্ব, তত্ত্ব রসে হও মত্ত,
খাও খাও নাচো, গাও, ইচ্ছে যত যার ॥

(সুরাপাত্রে চুমুক মারিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক।) হে ভিক্ষুক!—লও লও, প্রসাদ পাও।

ভিক্ষুক। (আহ্লাদে আট্‌খানা হইয়া দেও দেও বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক অমনি চুমুক।—লোমাঞ্চিত।)

আরে এ, কি রে! কি—রে!—হা বুদ্ধ! হা বুদ্ধ! তোমার দিব্য, তোমার দিব্য, আমি শরীর-ধারণে এমত সুমধুর পরমামৃত কখনই পান করি নাই, আহা, সমস্ত শরীর তৃপ্ত হইল, আঘ্রাণে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত হইল।

(আবার এক চুমুক।) আহা অহং ব্রহ্ম! অহং ব্রহ্ম!

সুরাদেবি, তোর নামে, ভাবে গদগদ রে। পানপাত্র করে করি, তুচ্ছ ব্রহ্মপদ রে।
শুঁড়ির আমানি দেখি, অমৃতের হ্রদ রে ॥ বলিহারি, তোর গুণে, হায় হায় মদ রে ॥

দিগম্বর। ওরে ভিক্ষুক!—ও পেটুক!—কাপালিনীর অধরামৃত তুই একাই সকল খাবি, দে দে, আমায় দে।

ভিক্ষুক। (হাত, বাড়াইয়া টলিতে টলিতে) নেম্বে—নেম্বে—নেম্বে—নেম্বে, শা—শ্বা লা নে, স্বে, ধ-ধ্ব্ ধ-ধ্ব ধ্বর্।

দিগম্বর। (প্রথম চুমুকে) আঃ। (দ্বিতীয় চুমুকে ষাঁড়ের ন্যায় প্রথমে নীচে, ঘাড় নাড়িয়া পরে উপরে,) "না" (এই শব্দে ঘাড় নাড়িয়া সর্ব্বশেষে আবার নীচু পানেই মুখ করিলেন।)

(প্রথম নীচু পানে মুখ।) এই কামিনী, এই কামিনী, অর্থাৎ এই কাপালিনী কামিনী এবং এই সুরা কামিনী, ইহাই কি স্বর্গ—উর্দ্ধে মুখ,—অর্থাৎ উপরেই বুঝি স্বর্গ। সর্ব্বশেষ ঘাড় নাড়িয়া অধোদেশে মুখ,-না, উপরে স্বর্গ নয়—নীচেই স্বর্গ,—এই কামিনী, এই কামিনী, এই স্বর্গ, এই স্বর্গ, আর সমুদয় উপসর্গ।

হায়,—দেবতারা কি খায়? ছাই খায়। তারা যে সুরা খায়, তাতে তো কাপালিনীর অধরামৃতের সংশ্রব নাই।—আহা—আহা! এতদিন ভণ্ড এক গুরুর মতে ভ্রান্ত হইয়া এই সুখ মোক্ষ-সাধন-স্বরূপা সুমধুর তত্ত্ব তত্ত্বে বঞ্চিত ছিলাম।

(পুনর্ব্বার পান করিয়া।) হে ভিক্ষুক! আমার গাটা, যে, টল্-মল কর্‌ছে। মুখে কথা এড়াচ্ছে। ভাই আমি খানিকক্ষণ শয়ন করি।

ভিক্ষুক। আমিও বড় অস্থির হয়েছি, পড়ি পড়ি, আমায় ধর-ধর,—এসো আমরা দুজনেই ঘুমুই! (পপাত ধরণীতলে।)

সোমসিদ্ধান্ত। হে প্রেয়সি,—হে হৃদয়রঞ্জিনি-কাপালিনি! অদ্য বিনামূল্যে এই দুটি দাস লাভ হইল, এসো আমরা নৃত্য করি গান গাই।

সোমসিদ্ধান্ত এবং কাপালিনীর নৃত্য।

ডুগুড়্, ডুগুড়্, ডুম্ ডুম্ ডুম্। ডুডুম্ ডুডুম্। ডুম্ ডুম্ ডুম্।
তিনাক্ ধাঁদা তিনাক্ ধাঁদা।—ধ্বাঁ ধ্বাঁ ধ্বাঁ—
তিতুড়্, তিতুড়্।—ধ্বাঁ ধ্বাঁ ধ্বাঁ—তিতুড়্, তিতুড়্।
ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা, ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা,
ঝিঝিড়্ ঘিসা, ঝিঝিড়্ ঘিসা!
ঝেড়াক্ ঝেড়াক্,—ঝাঁ ঝাঁঃ।
ধেই ধেই ধেই, তাধেই, তাধেই।
ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা! ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা।

(মুখামুখী ও হাত-ধরাধরি করিয়া।)

গীত।

আনন্দধামেতে সবে, আসিয়াছ ভাই রে। ক্ষুধাহরা সুধা দেবে, তৃপ্ত হোয়ে খাই রে।
কেবল আনন্দ কর, নিরানন্দ নাই রে॥ আহা আহা, মরি মরি, বলিহারি যাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই, তাধেই।
ধেই ধেই ধেই। তাধেই, তাধেই।
ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা।

(আর একদিগে মুখ করিয়া।)

গীত।

অন্নপূর্ণা অন্ন-রাঁধে, খেতে যেন পাই রে। নিজ-ধামে বোসে থাকি, কোথাও না যাই রে।
মায়ের প্রসাদ বিনে, কিছু নাহি চাই রে॥ নেচে কুঁদে, হেসে খেলে, কালীগুণ গাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই॥
ধিন্তাক্তা তিন্তাক্তা। ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা।

(আর একদিকে মুখ করিয়া)

গীত।

তারা নাম বড় মিঠে, পুলি পেটে ছাই রে। ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, মুখে তোলো হাই রে
গানে, পানে, মুক্ত হবি, বলি তোরে তাই রে॥ আর না হইবে খেতে, জননীর মাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধিস্তাক্তা, তিস্তাক্তা। ধিস্তাক্তা, তিস্তাক্তা।
(আর একদিকে মুখ করিয়া)।

গীত।

তারাতত্ত্ব-সাগরেতে, ভাল কোরে নাই রে। একেবারে ডুবে যাব, নাহি পাব থাই রে।
এ সাগরে, জলচরে, নাহি করে ঘাই রে। ডুবেছি তো ডুবে দেখি, পাতাল্ যদি পাই রে॥

নৃত্য।

ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধেই ধেই ধেই। তাধেই তাধেই।
ধিস্তাক্তা। তিস্তাক্তা।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত। ওরে ভিখারি। ওট্ ওট্, দেখ্ দেখ্। ঐ দেখ্। কর্ত্তা, গিন্নী নাচ্‌তেছে, গাইতেছে। এসো এই সঙ্গে আমরাও নাচি, আমরাও গাই। (উভয়ে উঠিয়া অস্থিরচরণে নৃত্য। ক্ষণে কান্না। ক্ষণে হাসি। একবার ওঠে, একবার পড়ে।)

(সোমসিদ্ধান্ত ও কাপালিনী পুনর্ব্বার পান পূর্ব্বক শিষ্যদিগ্যে প্রসাদ দিয়া চারিজনে হাত-ছেক্‌লা-ছিক্‌লি করিয়া তালে তালে নৃত্য।)

তিস্তাধিনা, তিস্তাধিনা। তিস্তাধিনা, তিস্তাধিনা।
তাঁকুড়্, তাকুড়্, তিনিতা তাকুড়্।
ধাঁকুড়্ ধাঁকুড়্ ধিঁনিতা ধাঁকুড়্।
ধিনিতা ধাকুড়। তিস্তাধিনা, তিস্তাধিনা।
পাকালোনা, মণ্ডা ছানা,
চিনির্ পানা, কোসে খানা।

পাকুড়্ পাকুড়্ উচ্ছে কাঁকুড়্।
ধিন্ ধিন্ ধিন্, বাজা খুড়ো।
রান্না আছে পাঁটার্ মুড়ো।
বম্ বম্ বম্, ববম্ ভোলা।
সিদ্ধিগোলা, ভাজা ছোলা
তিস্তাধিনা, তিস্তাধিনা।

(নাচিতে নাচিতে তালে তালে গান।) **গীত।**

দুর্গাবাবাড়ী, দুর্গাপূজা, ভাল দেখি জাঁক্ রে। রেখেছে ছাগল্ কেটে, রক্ত গায়ে মাখ্ রে।
মঙ্গলেতে মঙ্গলার, যাত্রি ঝাঁকে ঝাঁক্ রে॥ বাবা রক্ত গায়ে মাখ্ রে।
দামা বাজে, কাড়া বাজে, বাজে ঢোল্ ঢাক রে কালী কালী কালী কালী, কালী বোলে ডাক্‌ছে
তুরী বাজে, ভেরী বাজে, বাজে ঘণ্টা শাঁক্ রে॥ ডাক্‌রে, ডাক্‌রে, ডাক্‌রে, শ্যামামারে ডাক্‌রে॥১

এখনো, রয়েছে কেন, হোয়ে তীর্থকাক্ রে। সিজে তুমি সিদ্ধ হবে, সিদ্ধ হবে বাক্ রে।
যত পার, তত খাও, মধুভরা, চাক্ রে॥ বাবা সিদ্ধ হবে বাক্ রে॥
মুখে দিলে, বুদ্ধি বাড়ে, শুদ্ধি টুকু চাক্ রে। কালীকালী কালীকালী, কালী বোলে ডাক রে
কেন বাছা, থাকো কাঁচা, ভালকোরে পাক্ রে ডাকরে,ডাকরে,ডাকরে, শ্যামা মারে ডাক্‌রে॥২

মাচ আছে, মাংস আছে, আছে অন্ন শাক রে।
বিচার কোরো না কিছু, কে কোরেছে পাক রে॥
সুধাতে পড়েছে মাচি, বস্ত্র দিয়ে ছাঁক্ রে।
রয়েছে মজার ভাজা, টুকি টুকি টাক্‌রে॥
হুঁ হুঁহুঁ হুঁ কুটো পড়ে, থালা দিয়ে ঢাক্ রে।
বাবা থালা দিয়ে ঢাক্ রে।
কালীকালীকালীকালী, কালী বোলে ডাক্ রে।
ডাক্‌রে, ডাক্‌রে, ডাক্‌রে, শ্যামামারে ডাক্‌রে।৩

লাকে লাকে, থাকে থাকে,কেন বাঁধো থাক রে
চাতকের মত হোয়ে, উর্দ্ধেচেয়ে থাক্ রে॥
নবনীল কাদম্বিনী, শ্যামারূপ তাক্ রে।
দেজল, দেজল. বোলে, উচ্চস্বরে ডাক্ রে।
এখনি করিবে বৃষ্টি, শুনে তোর হাঁক্ রে।
বাবা শুনে তোর হাঁক্ রে॥
কালীকালীকালীকালী, কালীবোলে ডাক্ রে
ডাক্‌রে, ডাক্‌রে, ডাক্‌রে, শ্যামামামারে ডাকরে৫

নিন্দাগায়ে মেখ না কো, সে যে, পচা পাঁক রে।
নিন্দাকারি যারা তারা. পুড়ে হবে খাক্ রে॥
শিব সম শাদা মনে, শাদা হোয়ে থাক্ রে।
শাদার উপরে কালী, কিছু নাহি ফাঁক্ রে॥
ছেড় না কো কটু কথা, নেড়না কো নাক্ রে।
বাবা নেড় না কো নাক্ রে॥
কালীকালীকালীকালী, কালী বোলে ডাক্ রে।
ডাকরে ডাকরে ডাকরে, শ্যামামারে ডাক রে।৪

তারা-তত্ত্বে মত্ত হোয়ে, নেচে দেও পাক্ রে
যত ভক্ত, অনুরক্ত, তারাগুণ গাক্ রে॥
পবিত্র হৃদয় পটে, তারামূর্ত্তি আঁক্ রে॥
পড়িলে কুঁদের মুখে, কোথা রবে বাঁক্ রে॥
বাবা কোথা রবে বাঁক্ রে।
কালীকালীকালীকালী, কালীবোলে ডাক্ রে।
ডাকরে ডাকরে ডাকরে, শ্যামামারে ডাকরে।৬

দিগম্বরসিদ্ধান্ত। নৃত্য গীত।

ওমা—দিগম্বরি, নাচো গো, শ্যামা ; রণমাজে।
পতির বুকেতে পদ, যোগিনী যোগায় মদ,
মা গো মা, দেখে, মরি লাজে॥

মায়ের বসন নাই, বাপের ভূষণ ছাই,
কিবে ভঙ্গি মরি লরি, দিগম্বর দিগম্বরী,
এখন কাপোড়-পরা,আমারে, কি আর সাজে।
ওমা-দিগম্বরি, নাচো গো, শ্যামা, রণমাজে॥১
ভিতরেতে সার শর্ম্ম, কে বুঝে নিগূঢ় মর্ম্ম,
মা বাপের এই ধর্ম্ম, পাগলের মত কর্ম্ম,
দেখে শুনে পাগল হয়েছি, আমি কাজে কাজে।
ওমা-দিগম্বরি, নাচো গো, শ্যামা, রণমাজে॥২
এ দুখ কাহারে কব, মুখে মাত্র নাহি রব,
ভবধব ছলে শব, পদতলে পোড়ে তব,
হায় হায়, আমার বুকেতে যেন, লাঠি বাজে।
ওমা-দিগম্বরি, নাচো গো, শ্যামা, রণমাজে॥৩

কালীমূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া। সেচ্ছাচ্ছন্দ।

তোমার দুটি চরণ সবে।
মা বাঞ্ছা করে সবে॥
শুধু সন্তানে সম্ভবে। ছি ছি, ছেলেরে মা,
ভাঁড়য়ে সে পদ, দাঁড়্য়ে আছো শবে!॥
এসে এই ভবে। আমার কি হবে।
তৃপ্ত হব কবে!
যদি রাঙ্গাপদে, ঠাঁই দিলে না,
কার কাছে যাই তবে!॥১

কাণখেয়ে হয়েছ কালী, আমার যে, হাড়কালী
কালী কালী বোলে কারে, ডাকি উচ্চরবে।১
জনক হোলেন মড়া, তুমি হোলে মড়াচড়া,
আমার গলায় দড়া, কাজে কাজে তবে॥
ওগো পাষাণের মেয়ে, মা আমার মাথাখেয়ে,
একবার দেখ চেয়ে, মেলে তিন আঁকি।
সে তো নয় এ তনয়, ছাড়িবার এত নয়,
ভোগা দিয়ে ভগবতী, কারে দেবে ফাঁকি!॥

মাতৃধনে অংশ গেলে, কার কাছে মা যাবো।
পিতৃধনে অংশী হোলে,ছাই আছে তাই পাবো২

আর বের্য়ো,না মা, বের্য়ো না মা, বের্য়ো না মা
অন্তরে পুরেছি তোমায়, বের্য়ো না মা॥
মহামায়া কেন তুমি, এত মায়া ধর ?।
বাজীকরের মেয়ের মত, বাজ কেন কর ?॥
এই দেখি মা আছো তুমি, মনের্ ঘর জুড়ো।
আবার তুমি,শিক্‌লিকেটে, কোথা যাওমা উড়ে॥

ওমা, আর উড়ো না, আর উড়ো না॥
আর বেরয়োনা মা. বেরয়োনা মা, বেরয়োনা মা
অন্তরে পূরেছি তোমায়, বেরয়ো না মা॥৩

হর হর হর, ভোলামহেশ্বর, বধেছ ত্রিপুরাসুর
ভবানী ভবানী, ভাঁড়েমা ভবানী,
এই তো ভবানীপুর॥
আর বেরয়োনা মা,বেরয়োনা মা, বেরয়োনা মা
অন্তরে পুরেছি তোমায়, বেরয়ো না মা॥

ভিক্ষুক। (ঘোর নেসায়।)

মা গঙ্গে —তুমি যদি হও ভঙ্গে।
তা ডুব্‌কি ডুব্‌কি যাই—চুম্‌কি চুম্‌কি খাই॥

(পরে কিঞ্চিৎ চেতন পাইয়া।)

দুর্ দুর্ দুর শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দুর।
চিনির বলদ্ শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দুর্॥
মর ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া, মূর্খ নাই তোর বাড়া,
বেচে খাস্ সৃষ্টি ছাড়া, এমন মধুর।
দিস্ কিনা তত্ত্ব, মদ, যে মদে না থাকে মদ,
নিস্ কিনা ধন-মদ, হোয়ে অতিক্রুর॥
যে মদে বাড়ায় মদ, তারে লোকে বলে মদ,
অভিমান অহঙ্কার, মদ করে দূর॥
এর ক্রম কতক্ষণ, নেসা বলে কোন্ জন,
শোক, তাপ নিবারণ, স্বভাবে অক্রুর।
দুর্ দুর্ দুর্ শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দুর্।
চিনির বলদ্ শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দুর্॥ ১

হ্যাদে শুঁড়ি আমি সোম, তুই ব্যাটা বড় সোম
নেসা দিতে নেসা দিস, করিয়া ভাণ্ডুর॥
দিসশুধুজোলোজোলো,তবু-মুখ তোলো তোলো
মলো মলো, যন্ত্রে তোর, কেবল পুকুর॥
দানের না জান নাম, জোরে নেও দুনো দাম,
জান না এখনি হবে, যেতে যমপুর।
কেবল চিনেছে টাকা,"ফাউ"-দিতে মুখ বাঁকা,
একদিন মেরে দেবো হাড়্ কোরে চুর॥
দুর্ দুর্ দুর্ শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দুর্।
চিনির বলদ্ শুঁড়ি, দুর্ দুর্ দুর্॥২

সাধুর তো ঋণী নই, রাজার না প্রজা হই,
কেবল কিঙ্কর আমি, আমার প্রভুর।

বক্তৃতা ছলে গীত।

অমল আনন্দ হাট, গুরু-শিষ্য নাস্তি পাট,
সমভাব সমুদয়, ঠাকুর, কুকুর॥
অভিমান অহঙ্কার, কিছু মাত্র নাহি যার,
আমি তার, সে আমার, বাপের ঠাকুর।
নিজ বলে হই বলী, জোর কোরে ডেকে বলি
কোথা শূর, কোথা সুর, কোথায় অসুর॥
জয় জয় কালী জয়, কারে নাহি করি ভয়,
ত্রিভুবন করি জয়, একা বাহাদুর।
মনের আনন্দে খাই, যথা তথা নিদ্রা যাই,
না চাই, বালিস, গদি, না চাই মাদুর॥
কিছু নাই উপসর্গ, যেখানে সেখানে স্বর্গ,
করতলে চতুর্বর্গ, কোথা স্বর্গপুর।
বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ ধাম, কোথা সেই, মিছে নাম,
সেখানেতে পরিতোষ, কি আছে প্রচুর॥
এই ধুলি, এই ঝুলি, ইথে সব ঝুলোঝুলি,
হোলে পরে খোলাখুলি, নাহি থাকে ভুর।
দেবরাজে ডেকে সুধা, শচীতে কি আছে সুধা,
কাপালিনী সোমবধু, নিজে মধুপুর॥
চাঁদের সে, সুধা, ছাই, তাতে এত মিষ্ট নাই,
কোথাও পাবে না ভাই, খুঁজে তিন পুর।
ত্রিভুবন টলমল, মুখে হেসে খলখল,
হাতে কোরে দেয় জল, অতি সুমধুর॥
ওরে তোরা, কেরে কেরে, বল্ বল্, এরে এরে
দেরে দেরে. এনে দেরে, পায়ের নূপুর।
আমি খুব্ সুখে আছি, ধেই ধেই নাচি নাচি,

ধর্ ধর্ দিগম্বর, তুই ধর, সুর ॥
খেয়েছি অধিক সুধা, হয়েছে বিষম ক্ষুধা,
চাট্ করি, দেরে দেরে, দুটো চানাচুর।
নিলে আখ, এক পাপ, ভিখারির নাহি পাপ,
ভিক্ষে কোরে নিয়ে আয়, ডালিম, আঙ্গুর ॥

আস্বাদনে মন হরে, সৌরভে আমোদ করে,
জিনিয়া বকুল ফুল, গন্ধ ভুর্ ভুর্।
অতিশয় সুখময়, এমন কি আর হয়,
দক্ষিণে বাতাস বয়, ফুর্‌ফুর্‌ফুর্ ॥
পুষ্পকলি ছোটো ছোটো, মুখ যেন ওটোওটো
ফুল সব ফোটো ফোটো ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্।
যে খায়, সে হয় কবি, রূপ জিনি রবি ছবি,
কার্ত্তিক ছাড়িয়া দেয়, আপন ময়ূর ॥
ঈশ্বরের কিবে লীলে, প্রেমে দ্রব হয় শিলে,
একফোঁটা মুখে দিলে, মজা ভরপুর্।
দূর্ দূর্ দূর্ শুঁড়ি, দূর্ দূর্ দূর্ ॥
চিনির বলদ্ শুঁড়ি, দূর্ দূর্ দূর্ ॥

সোমসিদ্ধান্ত। হে বাপু তোমরা স্থির হও, এই কারণের কারণ জানো (মুখের পান উভয়কেই প্রদান।)

(দুইজনে প্রসাদ পাইয়া সুস্থচিত্তে) আঃ—কৃতার্থ হইলাম।

হে গুরো! হে আচার্য্য হে পরম-পূজ্য! আমারদিগের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে, এইক্ষণে অনায়াসেই অভিলষিত ফল ভোগ করিতে পারি।

সোমসিদ্ধান্ত। ইহার আশ্চর্য্য কি পর্য্যন্ত তাহা দেখ। অভিলাষ মাত্রেই কোন বিষয়ের অভাব থাকে না। সুখসেব্য, সুখাদ্য, দিব্যাঙ্গনা-ভোগ, এতো সামান্য কথা, অক্লেশেই অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি হয়; সিদ্ধিযোগ হইয়া বশীকরণ সম্মোহন, স্তম্ভন, প্রক্ষোভণ, এবং উচ্চাটন ইত্যাদি অতি সহজেই সিদ্ধ করা যায়। সুতরাং ত্রিভুবনে এমত বস্তু কিছুই নাই আমরা এই বিদ্যার দ্বারা যাহা আকর্ষণ করিতে না পারি।

ভিক্ষুক। এই সকল নিন্দক পাষণ্ডেরা নিন্দা করিতেছে, হাসিতেছে,—তুমি মদিরার যে যথার্থ গুণ তাহা প্রকাশ করিয়া দুরাত্মা দুর্জ্জনদিগের মনের ভ্রান্তি হরণ কর।

সোমসিদ্ধান্ত। ওরে লোক সকল! তোরা কি কৌতুক দেখিতেছিস্? ভগবান্ ভবানীপতির অতি প্রিয় এই মনোহরা, সুমধুরা সুরা। শাস্ত্রকর্ত্তারা ইহার গুণ ও মহিমা প্রত্যক্ষ দর্শনপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিধানে অভিধান প্রদান করিয়াছেন।

ওরে পশু শোন্-তোরা শোন্।
শোন্ শোন্। সুরার নাম।
মদিরা-সুরা। হলিপ্রিয়া। পরিশ্রুৎ।
বরুণাত্মজা। গন্ধোত্তমা। কাদম্বরী।
প্রসন্না। পরিশ্রুতা। কশ্যমদ্য। মানিকা।
কপিশী। গন্ধমাদনী। মাধুরী। কত্তোয়।
মদ। মত্তা। কাপিশায়ন। বারুণী। সীতা। গুণ্ডা।
চপলা। কামিনী। প্রিয়া। মদগন্ধা।
মাধ্বীক। মধু। সন্ধান। আসব। অমৃতা।
বীরা। মেধাবী। মদনী। সুপ্রতিভা।
মনোজ্ঞা। বিধাতা। মোদিনী। হলী। গুণারিষ্ট।
সরক। মধূলিকা। মদোৎকটা।
মহানন্দা। সীধু। মৈরেয়। বলবল্লভা।
কারণ। তত্ত্ব। কৈত। মদিষ্টা।
পরিপ্লুতা। কম্প। স্বাদুরসা।
হার-হূর মাধ্বীক। মদনা
দেবসৃষ্টা। কাপিশ। অবজিজ্ঞা।
অলি। মণ্ডা। মধূল।

কামিনী ভোগ।

গদগদ প্রেমভরে, লোয়ে প্রিয়া প্রিয়া।
মধুকালে, মধুমূলে করে ক্রিয়া ক্রিয়া* ॥
মত্ত হোয়ে মধুকোষ৭, বৃষ্টি করে মধু।
মধুর আলাপ করি, সৃষ্টি করে মধু ॥
দূর করে সব দুখ, সুখের সন্ধান।
অরসিক যারা তারা, কি জানে সন্ধান ॥
কত পুণ্য হয়, হোলে, বারুণীর‡ ভোগ।
তার কাছে, কোথা আছে, বারুণীর যোগ ॥
অক্ষয়-বারুণী প্রতি, প্রীতি নাই যার।
করুক্ সে মাঠে গিয়া, বারুণী আহার ॥
নানাগুণে গুণবতী, দেখিয়া চপলা।
গগনেতে অভিমানে, মরিছে চপলা ॥
যে সময়ে নিজ প্রভা, প্রকাশে কামিনী।
সে সময়ে কোথা থাকে, কামের কামিনী ॥
কামিনীর হার দিয়া, কামিনীর গলে।
কামিনী যদ্যপি দেও, তার করতলে ॥
এক ঠাঁই দৃষ্টি করি, কামিনী কামিনী।
দাস হয়, ছেড়ে কাম, আপন কামিনী ॥
কপাল প্রসন্ন যার, কোন কালে নয়।
প্রসন্না, প্রসন্না তারে, কখনো না হয় ॥
ভক্তিভাবে হয় যেই, কাদম্বরী দাস।
কাদম্বরী এসে তার, কণ্ঠে করে বাস ॥
কাদম্বরী কৃপা-বলে কথা যেই কয়।
শিক্ষা হেতু কাদম্বরী**, দাসী তার হয় ॥
জগৎ হোয়েছে শুধু, কারণ৭৭ কারণ।
কারণ কারণ শুধু, যানেন কারণ ॥
কারণ ধরিয়া যেই, না লয় কারণ।
বৃথায় কারণ তার, বৃথায় কারণ ॥
কারণ না জেনে যেই, দোষে অকারণ।
এখনি ধরিয়া তারে, করহ কারণ ॥
সাধু সাধু সাধু সেই, বিশ্বের কারণ।
যাহার প্রসাদী এই, সুখের কারণ ॥
কারণের গুণে কর, কারণ কারণ।
ছেড়ো না কারণ৭৭ কেউ, ছেড়ো না কারণ ॥
এই মহানন্দা যদি, মহানন্দা‡‡‡ হয়।
মহানন্দে ভাসে তবে, ত্রিভুবনময় ॥
সার-তত্ত্ব আছে যার, তত্ত্বজ্ঞানী যেই।
তত্ত্বী হোয়ে এ তত্ত্বেয়, তত্ত্ব করে সেই ॥
তত্ত্বের যে তত্ত্বী হয়, তত্ত্ব তার সার।
তত্ত্বের না লয় তত্ত্ব, সে হয় অসার ॥
কত রস, কত গুণ, ধরেন্ বিধাতা।
সে কেবল একমাত্র, জানেন বিধাতা ॥
এই কল্প***, কল্পতরু‖, আশ্রিত যে নয়।
কোন্ কল্পে, কোন্রূপে, সুখী নাহি হয় ॥
যে জন হোয়েছে নত, মদনার পায়।
মদনা তাহাকে নিয়া, মদনা পড়ায় ॥
স্বাদুরসা, স্বাদুরসা, মোহিনী মদনী *।
এর কাছে কোথা আছে, সুরভি মদনী ॥
কিবা রূপ, কি লাবণ্য, ধোরেছে মাধুরী।
প্রেমহীন কি জানিবে, তাহার মাধুরী ॥
সে জন মেধাবী নয়, যে হয় মেধাবী।
মেধাবী৭ যে নয়, সেই, না লয় মেধাবী ॥
বলের বল্লভা দেবী, শ্রীবলবল্লভা।
মানুষ কোথায় আছে, দেবের দুর্ল্লভা ॥

---

* ক্রিয়া—লীলা। পদার্থ। বিভূতি। বুধ। পণ্ডিত। গৌরবিত।

৭ মধুকোষ—কোকিল। ‡ বারুণী—সুরা। পশ্চিম দিক্। দূর্ব্বা।

** কাদম্বরী—মদিরা। কোকিলা। সরস্বতী।

৭৭ কারণ—হেতু। বীজ। নিমিত্ত। প্রত্যয়। করণ। বধ। ইন্দ্রিয়। দেহ সাধন কর্ম্ম। কায়স্থ। বাদ্যভেদ। গীতভেদ।

‡‡‡ মহানন্দা—মদ্য। মহানন্দানদী। মালদহের

***কল্প—বিধি। প্রলয়। বিকল্প। ন্যায়। * মদনী—মদ্য। কস্তুরী।

‖ কল্পতরু—শাস্ত্রবিশেষ। সুরা, ইত্যাদি। ৭ মেধাবী—সুরা। পণ্ডিত। শুকপক্ষী।

সুখময়ী সুরূপসী, অতি সুমধুরা।
শিবদাত্রী সুরপ্রিয়া, নাম তাই সুরা॥
সুরা (১) হোয়ে যে না করে, সুরার সেবন।
বৃথায় জীবন তার, বৃথায় জীবন॥
হৃদয়েতে বিকসিতা, সদা এই সীতা।
দাসরথী সীতা লন, পরিহরি সীতা॥
মথুরায়, দ্বারকায়, বৃন্দাবনে হলী।
পুলকে প্রমত্ত হোয়ে, পান করে হলী॥
হলিরে বলাই দাদা, ভালবেসে হলী।
কি জানে হলীর স্বাদ, নিজে যেই হলী (২)॥
মত্তার মহিমা কেবা, স্বরূপে প্রকাশে।
মত্তাপানে মত্তা দেবী, দৈত্যকুল নাশে॥
মণ্ডার মধুর রস, পেটে যার যায়।
শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়ে সে কি, মণ্ডা আর খায়॥
যে জানে অলির গুণ, সেই রাখে পেটে।
অলির কি গুণ গুণ, অলির নিকটে॥
করে করে মদ যেই, মদ(৩) যায় তার।
একেবারে করে মদ; মন অধিকার॥
সকলি বিপদযুক্ত, কেহ নাই পদে।
মদমত্ত যত লোক, নিন্দা করে মদে॥
সুনিয়মে শুদ্ধ মনে, মদ খায় যারা।
মদ নাহি খায় তারা, মদ খায় তারা॥
তোমার মাতাল মন, মাতিয়াছে মদে।
কেন বাপু মিছে তুমি, দ্বেষ কর মদে॥
এই মদে, স্থির পদে, নাহি রাখে যারে।
সে তো নাহি মদ খায়, মদ খায় তারে॥
অমৃত অমৃত হোয়ে, চারি যুগ আছে।
অমৃত যাহারে বল, মৃত এর কাছে॥
দেবস্পৃষ্টা, দেবস্পৃষ্টা, নাম হোলো তাই।
ত্রিজগতে তুল্য তার, কিছু আর নাই॥
বীর আর বীরভোগ্যা, হন এই বীরা (৪)।
দয়া, জ্ঞান-প্রসবিনী, নাম তাই বীরা॥
এ বীরা হইলে ভোগ, কেবা চায় বীরা।
তুচ্ছ করি বাসবের, বিদ্যাধরী বীরা॥
শুভকরী এ বীরার, দ্বেষ করে যেই।
অবীরার দাস হোয়ে, বীরা থাক্ সেই॥
মনোজ্ঞা (৫)মনোজ্ঞা, সাধে, অভিধানে কয়।
মনোজ্ঞা ইহার কাছে, দাসী সম নয়॥
অকারণে কারণের, মিছা পরিবাদ।
স্বার্থ হেতু, স্মার্ত্ত (৬) এত কোরেছে প্রমাদ॥
স্বরূপ সম্বন্ধে যার, স্থির আছে স্মৃতি।
শ্রুতি তার সুখে থাক্ মানিবে না স্মৃতি॥
বিধি বিধি (৭) কোরেছেন, বিধি অনুসারে।
সে বিধি অবিধি আর, কে করিতে পারে॥
ক্রম ক্রমে, চারু ক্রমে, করে যেই বিধি।
"প্রসন্না" প্রসন্না তারে, অনুকূল বিধি॥
দেবভোগ্য সুরানিধি, করি এই বিধি।
আপনি মোহিনী-রূপ ধরিলেন বিধি॥
অতিশয় হিতকর, জানিয়া বিধাতা।
আপনার নামে নাম, রাখিল "বিধাতা"॥
কেমন বিপাক (৮) হায়, না ভাবে বিপাক্।
এমন বিপাক বস্তু, না করে বিপাক॥
ভ্রমে কয় খেলে পরে যাইবে বিপাক।
ইথে কি বিপাক যায়, বাড়ায় বিপাক॥
সুখে সবে ভোগ কর, এই মহানিধি।
গুণ দেখে বিধি করি, জেতে আমি "বিধি"॥
অন্ধকারে আলো করে, রাত্রি করে দিবা।
এ জগতে এর চেয়ে, শুভকরী কিবা॥

---

(১) সুরা—বলবল্লভা। ধনবান। মদ্য। (২) হলী—মদ্য। বলদেব। ক্ষেত্রী। কৃষক।
(৩) মদ—দর্প। হর্ষ। মত্ততা। মানিকা। (৪) বীরা—সুরা। পতিপুত্রবতী। রম্ভা। মদিরা।
(৫) মনোজ্ঞা—মনঃশিলা। রাজপুত্রী। মদিরা।
(৬) স্মার্ত্ত—স্মৃতিসম্বন্ধীয়। স্মৃতিশাস্ত্র ব্যবসায়ী। স্মৃতি শাস্ত্রোক্তকর্ম্ম।
(৭) বিধি—ব্রহ্মা। ভাগ্য। ক্রম। বিধান। কাল। প্রকার। নিয়োগ। বিষ্ণু। কর্ম্ম। গজান্ন। বৈদ্য। যোগোপদেশক গ্রন্থ। ভরতকৃত-কোষ। ইত্যাদি।
(৮) বিপাক—পচন। স্বেদ। পরিণাম। দুর্গতি। স্বাদু। জাতি। আয়ু। ভোগ:

ছলগ্রাহি খল যত, ছাড়ে তারা ছল।
যোদ্ধা পায় বুদ্ধি, জ্ঞান, যোদ্ধা পায় বল॥
যোগী পায় যোগ-বল, ভোগী পায় ভোগ।
রোগির থাকে না ইথে, কোন রূপ রোগ॥
ছবির প্রভাস বাড়ে, রূপের নিলয়ে।
রবির প্রেয়সী ফুটে, কবির হৃদয়ে॥
কুরূপের কুরূপ, থাকে না কিছু আর।
বৃদ্ধের শরীরে হয়, যৌবন সঞ্চার॥
অতি মূক মূক যেই, ফুটে তার মুখ।
মুখপ্রিয়া দেবী বরে (১), হয় সেই সুখ॥
অরসিক যে জন, সে হয় রসময়।
অভাবির মনে কত, ভাবের উদয়॥
বধিরের কর্ণ ইনি, অন্ধের নয়ন।
অকরের কর ইনি, খঞ্জের চরণ॥
বাসব আসব পেলে, শচী দেন ছেড়ে।
কেশব ছাড়িয়া প্রিয়া, প্রিয়া লন কেড়ে॥
সদাশিব সদা শিব, পান নিশি দিবা।
শিবের অশিব নাই, নাহি চান শিবা॥
সমরূপে এক ভাব, স্বর্ণ আর ধূলি।
ভূপতির সিংহাসন, ভিখারির ঝুলি॥
কৃষির লাঙ্গল যন্ত্র, কুবেরের ধন।
ইন্দ্রের অমরাবতী, নিষাদের বন॥
বক্তা যদি হবে কেউ, ভোক্তা যদি হবে।
দোক্তার দোকানে আর, যেও না রে তবে॥
নিদয় লেঠেল্ নেসা, বেড়ায় ঘুরিয়া।
ভেঙায় দেখিতে পেলে, ঠেঙায় ধরিয়া॥
জনম সফল কর, ব্যয় কর বসু (২)।
ইচ্ছা করি ছুঁও না কো, তাপকর বসু॥
কেবল সেবন কর, সুশীতল বসু।
হইবে দেহের বর্ণ, ঠিক যেন বসু॥
বীর হও, বীর হও, হোও না কো পশু।
কিন্তু যেন দোষ ঘোটে, নাহি যায় অসু॥
এমধু মধুর অতি, রাখে পরিতোষে।
এ মধু, মধুর (৩) হয় ব্যবহার দোষে॥

অভিমান অহঙ্কার, দ্বেষবিনাশিনী।
স্বভাবেই শুচিরূপা, অশুচি হারিণী॥
ভোগ মোক্ষ-প্রদায়িনী, ভোগ মোক্ষ হরা।
একাকারময়ী দেবী, একাকারকরা॥
সুখের আধেয় ইনি, সুখের আধার।
নীরাকার হোয়ে যেন, নিত্য নিরাকার॥
নীরাকারে মূর্ত্তিময়ী, ভুবনভাবিনী।
মহানন্দা মহানন্দ, পদ প্রদায়িনী॥
পরমপদার্থপ্রদা, প্রণয়রূপিণী।
শুদ্ধ শুদ্ধময়ী বরা, বিকারবারিণী॥
রোগ, শোক, তাপ আদি,
সর্ব্ব-দুঃখনাশা।
নিজে কিন্তু বহুবিধ, বিপদের বাসা॥
আপনি বিপদ নন, দ্বিপদের স্থানে।
সে করে বিপদ, যেই, ব্যাভার না জানে॥
পরিমিত পরিমাণ, না থাকিলে পরে।
আপনার কার্য্য-দোষে, আপনিই মরে॥
ছাড়িয়া ঘরের কড়ি, ঢেলে দেও গলে।
দেখো দেখো, কেহ যেন, মাতাল না বলে॥
সাঁতার না জানে যেই, তার ঘটে দায়।
বাপের পুকুরে ডুবে, প্রাণে মোরে যায়॥
যদি না রাখিতে পার, স্থির পরিমাণ।
কেন তবে নষ্ট হও, করি বিষ-পান॥
ছাড় ছাড়, ছাড় মিছা, সুখ-অভিলাষ।
ধন, মান, বুদ্ধি, বল, কেন কর নাশ॥
কখনো না সহ্য হয়, পর-পরিবাদ।
প্রমোদের কর্ম্মে কেন, ঘটাও প্রমাদ॥
যে বিধি, এ নিধি, তোরে, দিয়াছেন ভবে।
তাঁরে কর নিবেদন, নিবেদন হবে॥
কমল জিনিয়া চারু, তোমার বদন।
শুনীর সন্তান যেন, না করে চুম্বন॥
পালঙ্কে হইবে স্থিত, যে দেহ তোমার।
সে দেহ না করে যেন, ধূলায় বিহার॥
যে মুখ প্রসব করে, অমিয় বচন।

---

(১) সুরার এই নাম নূতন স্থাপিত হইল। (২) বসু—ধন। বকবৃক্ষ। অনল। রশ্মি। অষ্টবসু। শ্যাম। হাটক। জল। (৩) মধুর—অমৃত। এবং বিষ।

সে মুখে না হয় যেন, বিষ-বরিষণ ॥
যে কর রচনা করে, করে উপহার।
সে করে কাহারে যেন, করে না প্রহার ॥
কোরো না অনিষ্ট কবে, হোরো না সম্পদ।
পদে রাখ পদ, যদি, পাইয়াছ পদ ॥
যে কাণে শুনিছ তুমি, জ্ঞান উপদেশ।
সে কাণে শুনো না কারো, নিন্দা আর দ্বেষ ॥
যে নয়নে হেরিতেছ, ভবের ব্যাপার।
সে নয়নে বিষদৃষ্টি, কোরো না হে আর ॥
লোচন পেয়েছ যদি, জ্বালো গৃহমণি(১)।
চিনে লও মহামণি, কোথা চিন্তামণি ॥
আছে নেত্র যত তত্র, নেত্র মেলে রও।
পাত্র হোয়ে পাত্র লোয়ে, স্বত্র (২) কেন হও ॥
পেয়েছ ইন্দ্রিয়রাজ, মহাশয় মন।
যে মন হইলে বশ, দেয় মহাধন ॥
সে মন যদ্যপি থাকে, কারণের বশে।
কারণের কর্ত্তা হোয়ে, আর নাহি বসে ॥
আপনিই আপনার, হইলে অবশ।
কারণ শাসিবে কিসে, হইয়া অবস ॥
এক মদ, দুই মদ, তিন মদ, পেয়ে।
অবস (৩) কিরূপ তাহা, দেখিলে না চেয়ে ॥
এই মন মহোদয়, কারণের প্রতি ॥
কারণের পথে যদি, স্থির রাখে গতি।
তবে আর নাহি ভয়, হয় জয়-লাভ।
অভাব না থাকে কিছু, ভাবে রয় ভাব ॥
মনঃকরী, বশ করি, কর রে কারণ।
কারণ কারণ কারে, করিনে বারণ ॥
কি কারণ, এ কারণ বুঝিনে কারণ।
কারণের দোষে কভু, ভুলো না কারণ।
স্থূল কথা বলি এই, থাকে যেন কুল।
কারণে হইলে ভুল, হারাইবে মূল ॥

কুলীন যদ্যপি হও রাখ তবে কুল।
একুল, ওকুল, যেন, না যায় দুকুল ॥
কুলে থাকো কুল রাখো, ডুবো না অকূলে।
কুলীন মলিন হয়, না থাকিলে কুলে ॥
রাখ রাখ যত্ন করি, কুলের আচার।
বেচো না ভুলের হাটে, কুলের আচার ॥
কুলীনের কর্ত্তা যাহে, হয় অনুকূল।
এরূপ করিয়া সদা, রক্ষা কর কুল ॥
কুলাচার ধর্ম্ম বলি, রাখিলে কৌলিক্।
কুলীন হইয়া যেন, হোও না মৌলিক ॥
কুলাচার রক্ষা করি, হও তুমি বীর।
রিপু যার বশে থাকে, সেই বীর বীর।
তুমি যদি বীর হোয়ে, ধীর নাহি হবে।
বীরের বীরত্ব কোথা, বল তবে রবে ? ॥
খানা খানা, খানা, খানা, সাধ্ সব ঘুচো।
খানায় পড়িয়ে যেন, ধোরো না কো ছুঁচো ॥
শশী, পক্ষ নেত্র, বেদ, বাণের বিধান।
পরিমিত পরিমাণ, উপায় প্রধান ॥
অনিয়মে পাঁচের অতীত করে যেই।
পাঁচের অতীত ধন, নাহি পায় সেই ॥
আঁচ ছাড়া পাঁচ ছাড়া সুবিহিত নয়।
পাঁচভূতে, পাঁচ ভূতে খায় সমুদয় ॥
এই পাঁচ পাঁচ পাঁচ, পঁচিশ(৪) হোয়েছে।
কত পাঁচ, এই পাঁচ, ধরিয়া রোয়েছে ॥
স্থূল(৫) জ্ঞান সূক্ষ্ম জ্ঞান, জানিয়া কারণ।
কারণের প্রেম হেতু, করহ কারণ।
পাঁচের ভবনে তিন তিন, ছাড়া নাই।
পাঁচ আর তিন বই, দেখিতে না পাই ॥
ফলত এ সব তিন পাঁচের অধীন।
দেহ(৬) তত্ত্ব(৭)গুণ(৮)তাপ(৯)হয় তিন তিন।
তত্ত্বে তত্ত্বে তত্ত্ব রেখে, তত্ত্বপথে চল।

---

(১) গৃহমণি—প্রদীপদীপ। দীপক। জ্যোৎস্না বৃক্ষ। শিখাতরু। স্নেহাশ। নয়নোৎসব
(২) স্বত্র—অন্ধ। (৩) অবস—সূর্য্য। রাজা। (৪) পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব।
(৫) শরীরত্রয়। স্থূল—সূক্ষ্ম। কারণ জাগ্রৎ। স্বপ্ন। সুষুপ্তি। ইত্যাদি।
(৬) শরীরত্রয় (৭) তত্ত্বত্রয় (৮) গুণত্রয় (৯) তাপত্রয়

তত্ত্ব রসে মত্ত হোয়ে, তত্ত্ব কথা বল ॥
কর আর কার তত্ত্ব, সার তত্ত্ব ধর।
তত্ত্বের অতীত যেই, তার তত্ত্ব কর ॥
এ তত্ত্বের তত্ত্বী হোতে, ইচ্ছা যদি হয়।
সেইরূপ কর্ম্ম কর, শাস্ত্রে যাহা কয় ॥
ভক্তিভাবে যদি লও, জ্ঞানির আদেশ।
যাবে কষ্ট, তবে নষ্ট, হবে না কো দেশ ॥
গত নিশি বাঁচিয়াছ, যাঁর কৃপাবলে।
তাঁর হেতু এক পাত্র, লহ কুতূহলে ॥
নিদ্রাদেবী নেত্রে আসি, করি অবস্থান।
দিবসের দুখ হোতে, করিবেন ত্রাণ ॥
পাইবে বিমল সুখ, বিরতির সহ।
তাঁর হেতু, প্রেমভরে এক পাত্র লহ ॥
অন্ধকার সব ক্লেশ, নাশের কারণ।
হৃষ্ট হোয়ে এক পাত্র, কর রে ধারণ ॥
এই নিশি প্রভাত, হইবে পুনর্ব্বার।
থাকিবে তোমার দেহে, প্রাণের সঞ্চার ॥
ভাবি ভাবি সুখলাভ, বিভু ধ্যান কর।
থাকিয়া জ্ঞানের বশে, এক পাত্র ধর ॥
ভাই, বন্ধু জ্ঞাতি আদি, নিজ পরিবার।
জ্ঞানদাতা, হিতকারি, যত আছে আর ॥
গরিমা গরল রাশি, রাখিয়া অন্তরে।
তাদের কল্যাণ চাও, সরল অন্তরে ॥
জন্মভূমি জননীর, শিব হয় যাতে।
সর্ব্বশেষ একবার, পাত্র ধর হাতে ॥
কিন্তু ভাই এই, বলি না হয় অধিক।
পরিমিত পরিমাণ, থাকে যেন ঠিক্ ॥
পাইবে অধিক দুখ, অধিক লইলে।
হবে রব ধিক্ ধিক্ অধিক হইলে ॥
কিছু নাই দোষ ইথে, কিছু নাই দোষ।
যে লয় নিয়ম মত, সেই আশুতোষ ॥
গুপ্তাদেবী গুপ্তভাবে হৃদে যেন রয়।
প্রকাশ না হয় যেন, প্রকাশ না হয় ॥
এই প্রিয়া, অতি প্রিয়া রাখিয়া গোপনে।
যথাকালে প্রেমালাপ, করিবে যতনে ॥
রসিক, প্রেমিক সাধু, সুজন যে জন।
কেবল সে জন পারে, করিতে গ্রহণ ॥

সহ-গুণ ধৈর্য্য-গুণ, কিছু নাই যার।
সে যেন কামিনী সহ, না করে বিহার ॥
চপল, চপলা পেলে, স্থির নহে মনে।
চাষায় মদের স্বাদ, জানিবে কেমনে ॥
পার হও, মিছে আশা, কর্ম্মনাশানদী।
তবে তুমি পাত্র লও, পাত্র হও যদি ॥
পাত্র নিতে বিধি দিই পাত্র যদি হও ॥
কদাচ নিও না পাত্র, পাত্র যদি নও ॥
সুচারু সোনার পাত্র, না লইলে করে।
সিংহীর স্তনের দুদ্, ধারণ কে করে ? ॥
সুবোধ সুশীল সদা, থাকে পরিতোষে।
বস্তুর কুনাম সুধু, ব্যবহার দোষে ॥
কিরাতের করতলে, যদি পড়ে হেম।
ধূলায় আছাড় মারে, নাহি জানে প্রেম ॥
বানর পাইলে মণি, দাঁতে ক্যালে কেটে।
ঘৃত নাহি পাক পায়, কুকুরের পেটে ॥
উত্তম আধেয় থাকে, উত্তম আধারে।
বিষ্ঠা-ভোজী শূকর কি, ক্ষীর খেতে পারে ? ॥
করির বলের ক্রম, জানে শুধু হরি।
হারর বলের ক্রম, জানে শুধু হরি ॥
মেঘের কি গুণ, তাহা জানে শুধু হরি।
হরির বিক্রম যত, জানে শুধু হরি ॥
যা কর তা কর কিন্তু, মনে রাখ হরি।
দেখিতেছে সমুদয়, ছাড়িবে না হরি ॥
মুচী, শুচী, শুচী, মুচী, দোষ আর গুণে।
মুচী নিজে শুচি হয়, হিত যদি শুনে ॥
মাত্র-গুণ, মাত্রা দোষ, ওজনের দাঁড়ী।
চাঁড়াল ব্রাহ্মণ হয়, দ্বিজ হয় হাড়ী ॥
স্বার্থ হেতু, স্মার্ত্ত, কিছু করেনি নিষেধ।
বুঝিলে তাহার অর্থ, দূর হবে খেদ ॥
অবোধ, অধীর দীন, শিশু যদি খায়।
না পাবে কুশল কিছু, ঘটাইবে দায় ॥
কালাকাল স্থানাস্থান, রবে না বিচার।
'অতিরেক পানেতে, হইবে অপকার ॥
কেবল বাড়িবে মনে, অধিক আবেশ।
অবিচারে, অত্যাচারে, পূর্ণ হবে দেশ ॥
কারণ 'অপেয়' বলে, এই সে কারণ।

এ বারণ বাধা নহে, ছলের বারণ ॥
অবোধ পামর যারা, তাদের বারণ।
একারণ জানি আর, ধনির কারণ ॥
পূর্ব্বকার মুনি, ঋষি,মহীপাল কত
জনিয়া নিগূঢ় তত্ত্ব, প্রফুল্ল অন্তর।
সকলেই কোরেছেন, তত্ত্বের আদর ॥
সন্ধানের সন্ধান, লইয়া তাঁরা কত।
সন্ধানের প্রেমে তবে হয়েছেন রত ॥
শরীরের রোগ নাশে, বৃদ্ধি করে শিব।
এই হেতু গুণ তার, লিখেছেন শিব ॥
নি গমে নিগূঢ় ভাব, নিদানে নির্দ্দেশ।
না জেনে স্বরূপ গুণ, দ্বেষি করে দ্বেষ ॥
ভারতের স্বাধীনতা, ছিল যে সময়।
হায়, ছিল, যে সময় কত সুখময় ॥
ভূপতি, বিনয়, মিত্র, সেনা, সেনাপতি।
আচার্য্য, পণ্ডিত, কবি, ঋষি, যোগি যতি ॥
করিতেন প্রিয়ালাপ, যথায় তথায়।
"মধুপর্ক", আদি ভোগ, কথায় কথায় ॥
বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, যশ ধন, আর মান।
সব অংশে হিন্দুগণ, ছিলেন প্রধান ॥
এক ধর্ম্ম এক বিদ্যা, ছিল সবাকার।
একরূপ রীতি নীতি, আচার বিচার ॥
ছিল না কো দ্বেষাদ্বেষ সবাই সমান।
সুখে ভারতের গুণ, করিতেন গান ॥
এখন্ স্বপনবৎ, হেরি সমুদয়।
কি ছিল, কি হলো আহা, আবার কি হয় ?॥
ভারতে ভারতী-মাতা, অতি প্রতিকূলা।
বিপুল বিলাপ ভোগ, করিছে বিপুলা ॥
খেয়ে, হেগে, আঁচাইতে, ছোঁচাইতে হয়।
অদ্যাপিও যে জাতির সুগোচর নয় ॥
তাহারা হইল সভ্য, একতার বলে।
আকাশে উড়িছে জীব, কৌশলের কলে ॥
জলে কলে তরি চলে, দেখ দেখ চেয়ে।
বাষ্পরথ অপরূপ, সকলের চেয়ে ॥
বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, আর বাহুবল।
তিন বলে করে জয়, সমুদয় স্থল ॥
তাহারা হইলে রত, কাদম্বরী দ্বেষে।
যেতেন্ কি কাদম্বরী, তাহাদের দেশে ॥
কাদম্বরী বলে পেয়ে, কাদম্বরী বর।
স্বাধীনতা ভোগ করে, যত শ্বেত নর ॥
এক মতে, এক রথে, এক পথে চলে।
এক মন এক পণ, এক কথা বলে ॥
এই এক যত দিন, দুই নাহি হবে।
একভাবে, একরূপে, এক সুখে রবে ॥
এ এক হইলে দুই, দূর হবে সব।
রহিবে হিঁদুর মত, শুধু এক রব ॥
"আমরা হোয়েছি" আর কহিতে কি হবে।
"আমরা ছিলাম" এই ঘোষণাই রবে ॥
অতএব অধিক কি, কব বল আর।
করিলাম সবিশেষে সকল প্রচার ॥
আপনার হিতাহিত, করিয়া বিচার।
বাধ্য হোয়ে সাধ্যমত, কর ব্যবহার ॥
প্রণিধান করি, যেন উপদেশ ধরে।
যাহার অসাধ্য যাহা, তা যেন না করে ॥
ভাঙিতে পর্ব্বত চূড়া, যদি থাকে বল।
বলেতে আনিতে পার, জলদের জল ॥
জলনিধি সন্তরণে শক্তি যদি হয়।
পাতাল প্রবেশে যদি, নাহি থাকে ভয় ॥
যদ্যপি অনলে নাহি, দেহ হয় ক্ষয়।
এখনি করিয়া তাহা, লাভ কর জয় ॥
যদ্যপি ভাঙিতে পার, ভুজঙ্গের দাঁত।
এখনি সাহসে দেও, তার মুখে হাত ॥
যদ্যপি না পার, তবে, নিকটে যেও না।
চেও না চেও না আর, ওদিকে চেও না ॥
খেও না, খেও না আর,
খেও না, খেও না।
মহানন্দা নীরে আর, নেও না নেও না ॥
কিন্তু তার অপযশ, গেও না গেও না।
নিজ-মতে ভ্রমপথে, ধেও না ধেও না ॥
অমৃত সেবন আর, আমিষ ভোজন।
এই দুই উপাদেয়, ভোগের কারণ ॥
উভয়ের সার গুণ, যেজন না বোঝে।
কর্জ্জ করি পরমত, দ্বেষী হোয়ে জোঝে।
আপনি পড়িয়া ভ্রমে, দোষ শুধু খোঁজে।

তার গলে দড়ি দিয়া, বেঁধে রাখো গোঁজে॥
তাহার সহিত আর, করো না বিচার।
করুক্ সে পশু হোয়ে, পশুর আচার॥
ফল, জল, অন্ন, মূল, কেন তারা খায়?।
তাহে কত জীব আছে, দেখিতে না পায়॥
বায়ুযোগে কত প্রাণি, উদরে পড়িছে।
এ সব জানিয়ে মিছে, কথায় লড়িছে॥
তরু, শাখা, লতা আদি, করিছে ছেদন।
নিদয় হইয়া বধে, তাদের জীবন॥
জলে জীব, স্থলে জীব, ফলে জীব খায়।
তৃণ-লতা যাহা খায়, জীব আছে তায়॥
নাশিতে সে সব জীব. দয়া নাহি হয়।
অহিংসা পরমধর্ম্ম, মুখে শুধু কয়॥
ভাতে, রসে, গুড়ে ফলে, ফুলে, আর গাছে।
পরীক্ষা করিয়া দেখ, কত মদ আছে॥
মনুজার মধ্যে জীব, অশেষ প্রকার।
মানব রূপেতে যারা, করিছে বিহার॥
কেহ আর অনশনে, কাল নাহি হরে।:
যেমন নিয়মে হোক্, জেমন * তো করে॥
শপথ করিয়ে কেউ বলুক আমায়।
"না করে আসব পান", আমিষ না খায়॥
নানা জীব, নানা ভাবে, তর্ক করে নানা।
কেহ না দেখিতে পায়, সকলেই কাণা॥
স্রষ্টার স্থজিত সব, অতি অপরূপ।
নয়নের দোষে দেখি, কুরূপ স্বরূপ॥
তার সার দোষ গুণ, বুঝিবার নয়।
স্বরূপ না জেনে লোক, ভাল মন্দ কয়॥
আমি কারে ভাল বলি. মন্দ বলি কারে।
আমি তাহা কি বুঝিব, কে বুঝিতে পারে?॥
বুঝিতে যদ্যপি পারি, বোঝাবার নয়।
বস্তু-গুণ না বুঝিলে, বোঝা বোঝা হয়॥
সোজা হোলে বোঝা ভার, বাঁকা বোঝে কেবা।
এই বুঝি সোজাসুজি, রুচিমত সেবা॥
যাহে যার রুচি হয়, সেই তাহা কর।
সবল স্বভাব ধর, দ্বেষ পরিহর॥
রুচি মত কার্য্য করি, সদা হও শুচি।
রুচির বিভুর প্রেমে থাকে যেন রুচি॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত। হে আচার্য্য! জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা-দ্বারা জ্ঞাত হইলাম—আমরা সকলেই মহামোহের দাস, প্রভুর কার্য্য-উদ্ধারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছি।

ভিক্ষুক এবং সোমসিদ্ধান্ত। তুমি যাহা জ্ঞাত হইয়াছ তাহাই যথার্থ বটে।

দিগম্বর। যাহাহউক, এইক্ষণে রাজকার্য্যের মন্ত্রণা কর।

সোমসিদ্ধান্ত। ওরে দিগম্বর—বাপু তুমি যে বড় গণক দেখিতে পাই, ভাল ভাল, আমি মনে মনে একটা প্রশ্ন করিলাম, তুমি গণনা করিয়া বল দেখি।

ক্ষপণক। হে মহাশয়। এ কোন্ বিচিত্র? আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনাপ্রভাবে এই স্থানে বসিয়া ত্রিলোকের সকল কথাই কহিতে পারি। বসুন্ বসুন্। এখনি বলিব।

(গণিতে বসিলেন—আকাশে মুখ করিয়া।)

নমঃ আদিত্যাদি নব গ্রহেভ্যোনমঃ।
কাকা-কাকা, কাকাভা। কাকা কাকা কা।
মড়া মুণ্ডে দিয়ে পা। ডেকে বলে, কেলে মা॥

কহত কালী, কহত শ্যামা। কহত কহত, রণরঙ্গী॥
কহত ভীমা, কহত বামা॥ সত্য সত্য কহত বেটী।
কহত কহত, মা মাতঙ্গী। পরাব তোরে রাঙা ঠেঁটি॥

* জেমন—আহার।

সত্য কহত জোটে-বুড়ী। কেলে বেটী ফাঁকে ফাঁকে।
খেতে দেব ভাজা মুড়ি ॥ মাভৈ মাভৈ মুখে হাঁকে ॥
কাকা-কাকা, কা কা, কা, খড়ি পাতি আঁকে আঁকে।
ঝড়ে মরে কাকের ছা। টিকটিকিটে কেন ডাকে ॥
শুণে করি আঁচাআঁচি। খড়ি পেতে পড়ে বাধা।
হেন কালে কেন হাঁচি ॥ তায় দেখিনে কোন ধাঁধা ॥

মহাশয় একটা ফুলের নাম করুন্ তো

সোমসিদ্ধান্ত। "করবীর।"

ক্ষপণক। করবীর, করবীর। বাঞ্ছাপূর্ণ কর বীর ॥
গ্রহগণ হও ধীর। গুণে গাঁথ কবি স্থির ॥
ছাড়া থেকে পৃথিবীর। স্বর্গ ফুঁড়ে যাও তীর ॥
ঠেলে নীর জলধির বাসুকীর কাটো শির ॥
কেলে বেটী চল চল। তলাতল রসাতল ॥
চরাচর ধর ধর। সব ঠাঁই তত্ত্ব কর ॥

(ঘাড় হেট করিয়া শির:কম্পন। খড়িতে আঁক, পাড়িতে পাড়িতে। মুখেতে বাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে।)

২	৭	১৫	০	০	০
৯		১২	॥৶০	৭	

তনু ধনু সহোদর। মেষ, বৃষে ডাকে মেঘ।
লগ্ন মগ্ন পরস্পর ॥ সূর্য্য, সোম, ছাড়ে বেগ ॥
সিংহ, কন্যা, বিছা, তুলো। বন্ধু, পুত্র, রিপু, জায়া।
বিনা বাতে উড়ে ধুলো ॥ সপ্তমের মাতা ছায়া ॥

এক, তিন, পাঁচ, ছয়। একাদশে সর্ব্বজয় ॥ ওমা কালী দেও কূল।
চারাক্ষরে প্রশ্ন হয়। এটা বড় শুভ নয় ॥ গণনায় হোলে ভুল ॥
মড়ার মাথায় দিয়ে হাত। তোর নামে কলঙ্ক রবে।
বল তো বাবা, বৈদ্যনাথ ॥ শঙ্কর শ্বাশুড়ে হবে ॥

দেখি দেখি। ক অক্ষরে প্রশ্ন এটা, মিথুন রাশি কয়। জীব, মূল, ধাতু, ধাতু। ধাতু, মূল, জীব।

ধাতু-ধাতু-ধাতু।—সোনা, রূপা, পিতল, কাঁশা, না-না।—ধাতু নয়, ধাতু নয়।

তবে কি? মূল, মূল-মূল। বিছানা, বালিস, কড়ী, দড়ী।—না না, তা নয় তা নয়।—তবে বুঝি জীব। জীব জীব-জীব। জীবের মধ্যে কি? কৃমি, কীট, কি পতঙ্গ। গো-অজ কি মাতঙ্গ। সিংহ, ব্যাঘ্র, কি কুরঙ্গ। উষ্ট্র, ঋক্ষ, কি তুরঙ্গ। তা নয় তা নয়। তবে কি মানুষ? মানুষের মধ্যে কি বিচারি? পুরুষ কিম্বা হবে নারী।

পুরুষ নয়, পুরুষ নয়।	কার সঙ্গে কোথা রয়।
বটে বটে, মেয়ে হয়॥	দিতে হবে পরিচয়॥
সে মেয়েটা কেমন্ ধারা।	মড়ার মাথায় দিয়ে হাত।
সদাচারা কি কদাচারা॥	বল তো বাবা বৈদ্যনাথ॥
মিথুন্ লগ্নে প্রশ্ন হয়।	হুঁ হুঁ হুঁ—স্থির করেছি।
সেটা কিছু একা নয়॥	ঠিক বটে ঠিক বটে।

তোমরা প্রশ্ন করেছ? সেই স্বাত্বিকী শ্রদ্ধা কোথায় এখন?

শান্তি। করুণা—বুন্ শুন শুন, এই দিগম্বরসিদ্ধান্তদিগের মুখে আমারদের মঙ্গল আলাপ শুনা যাইতেছে, অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

করুণা। হাঁ সই, এ বড় ভাল কথা।—এসো আমরা দুজনে অতি মনোযোগ পূর্ব্বক গোপনে সমুদয় শ্রবণ করি।

সোমসিদ্ধান্ত। হাঁ বাপু সাবাস, সাবাস, সাবাস। তুমি ভাল গণক, জানের ব্যাটা জান বটে। ওহে জান। বাবা জান, তুমি জান, সেই সর্ব্বনাশী রাঁড়ী এবং নিষ্কামধর্ম্ম এখন কোথায় আছে?

দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

২	৪	১৫	৯	৭২
২০	১৫	৭২	২৭	৩২

ভাল আবার একটা ফুলের নাম করুন্ তো।

ভিক্ষুক। "বকুল।"

ক্ষপণক। বকুল-বকুল-বকুল। বৃন্দাবন, গোকুল।
একে চন্দ্র, তিনে নেত্র,। কাশী আর কুরুক্ষেত্র।
চেরে আর তিনে সাত, জগন্নাথ, চন্দ্রনাথ॥
তারা, তিথি, রাশি, বার। জ্বলামুখী, হরিদ্বার।
এসব্ তীর্থে নাহিবার। কোথা তবে আছে আর

দেখি দেখি। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল, ইহার মধ্যে তো নাই।

ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সপ্তলোক, এখানেও তো নাই।

জলে নাই, স্থলে নাই, পাতালে নাই, গিরি গহ্বরে নাই। বটে বটে।

ও মহাশয় স্থির করিলাম সেই মাগী এখন বিষ্ণুভক্তির সহিত কোন কোন মহাত্মার নির্ম্মল-চিত্তে বাস করিতেছে—নিষ্কামধর্ম্মও তাহার সঙ্গেই রহিয়াছে।

যে লগ্নে প্রশ্ন করা। চিরজীবী হয় মরা॥
রন্ধ্রগত আছে শনি। কার্য্যসিদ্ধি প্রমাদ গণি॥

শান্তি। নাচিতে নাচিতে গীত।

মা আমার তো বেঁচে আছে।
সেই বিষ্ণু ভক্তি দেবীর কাছে ॥
নিষ্কাম যে মহাধর্ম্ম, তিনিও তাঁর পাছে পাছে।

করুণা। আহা। কি আহ্লাদ, কি আহ্লাদ, সখি, এরা আরো কি করে দেখা যাক্।

সোমসিদ্ধান্ত। (বিষণ্ণ ভাবে গালে হাত দিয়া।) কি সর্ব্বনাশ এতদূর পর্য্যন্ত করিয়াছে? মহাত্মার মনে? বিষ্ণুভক্তির সঙ্গে? মর্ মর্ মর্—কালামুখী কাণ্টী-মাগীর কাণ্ডখানা তো খাটো নয়। ওরে বাপু—আমাদের মহারাজা মহামোহের যে ঘোরতর বিপদ দেখিতে পাই, বুঝি এতদিনে বা বিবেকের বাঞ্ছিত ফল সিদ্ধ হয়, কারণ সাত্ত্বিকী-শ্রদ্ধা ও নিষ্কামধর্ম্ম-বিষ্ণুভক্তির অনুগত হইয়া একত্রে যোগিদিগের হৃদয়ে বাস করিতেছে, তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া আনা বড় কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। তবে মন্ত্রের সাধন, বা শরীর পাতন। যাহা হউক রাজাজ্ঞা পালন জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে।—কাপালিনী—আমাকে সুরা দেও—সুরা দেও। আমি পূজা এবং জপ আরম্ভ করি। ও দিগম্বর ও ভিক্ষুক। বাপু তোমরা পান করিয়া স্থিরচিত্তে মন্ত্র জপো, হে প্রেয়সি। তুমি মহাদেবের ধ্যান করিয়া মহাদেবীর স্তব পাঠ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্না কর। আমরা সাত্ত্বিকী-শ্রদ্ধার আকর্ষণের নিমিত্ত মহাভৈরবীকে প্রেরণ করি।

(তদনন্তর ভিক্ষুক এবং দিগম্বর আসনে বসিয়া সোমসিদ্ধান্তের দত্ত মহাদেব এবং মহাদেবীর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।)

(সোমসিদ্ধান্ত মহাভৈরবীর ধ্যান করিয়া আকর্ষণী-মন্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন।)

(রাজসীশ্রদ্ধা তন্ত্রশাস্ত্র-সম্মত মহাকালীর স্তব আরম্ভ করিলেন। স্তব করিতে করিতে দিব্যজ্ঞানের উদয়।

ত্রিপদী।

পরাপরক্ষরী পরা, পরামৃতপদাপরা,
পরমা-প্রকৃতি সর্ব্বসারা।
বিহরসি সহস্রারে হ-ল-ক্ষ মণ্ডলাকারে,
শরচ্চন্দ্রাদিত্যানলাকারা ॥
প্রণব পৃথক্ করা, বরা বরা ভয়করা,
অসিকরা অসিতবরণী।
মূলাধারে সর্পাকারে, স্বয়ম্ভু হৃদয়াগারে,
সুপ্তা শ্যামা-শঙ্করঘরণী ॥
সীধুপানে সদা সুখী, উচ্চপুচ্ছ অধোমুখী,
লোহিতাঙ্গী, মুদ্রিতলোচনী।
মেরুদণ্ডে চতুর্দ্দলে, বিষতন্তু তন্ত্রে বলে,
জ্ঞানগম্যা কুলকুণ্ডলিনী ॥
ইড়াদি পিঙ্গলান্বয়, সুষুম্না বিজ্ঞানালয়,
চিত্রিণী প্রভৃতি নাড়ী যাহে।

তার মধ্যে 'ব্রহ্মনাড়ী, বিশেষে বিশ্রাম বাড়ী
ছেড়ে ব্রীড়া কর ক্রীড়া তাহে ॥
ডাকিনী শক্তির সহ, গজ-পৃষ্ঠে পিতামহ,
আধারাখ্য সরোরুহরাজে।
পারিজাত শতশত, বেদ বিধি, নানা মত,
কত শোভা কর্ণিকার মাঝে ॥
বাদি,—শান্ত, কামবীজ, বেদবর্ণে সরসীজ,
আদিচক্র ত্রিকোণ-আকার।
তদূর্দ্ধে কমল, বল, ছয় বর্ণে ছয় দল,
স্বাধিষ্ঠান,—লিঙ্গ, নীরাধার ॥
তার উর্দ্ধে দশদল, ডাদি-ফান্তানল স্থল,
মণিপুর, নাভি, নিরূপণ।
তদূর্দ্ধে হৃদয়স্থল, কাদি-ঠান্ত বারোদল,
অনাহত পদ্ম-সমীরণ ॥

তথা কল্পতরুতলে, কমলকর্ণিকা দলে,
গুপ্তভাবে জীবাত্মার বাস।
তার ঊর্দ্ধে ষোলদল, ষোলস্বর, কণ্ঠস্থল,
বিশুদ্ধাখ্য, শব্দাধারাকাশ ॥
ভ্রূ মধ্যে মনের ধাম, চিন্তামণিপুর নাম,
হ-ক্ষ, বর্ণে তুই দল যথা।
কলেবর রত্নাকর, গুরুবাক্যে করি ভর,
চিন্তাময়ী ভাব-চিন্তা তথা ॥
প্রথমে গণনা ক্ষিতি, পৃথক পঙ্কজে স্থিতি,
ক্রমে দেবী সপ্তকুলাচলা।
অকারাদি-ক্ষকারান্ত ইন্দু-বিন্দু-নাদ-লান্ত,
শব্দরূপা-বৈখরী বগলা ॥
মূলাধারা সর্ব্বাধারা, আধেয় আধারাধারা,
নিরাধারা নিরাকারাকারা।
সূক্ষ্মসূত্রে গাঁথা ভাব, বিশ্বাসে বিশেষ লাভ,
গুপ্তভাব ব্যক্ত করাকারা ॥
আজ্ঞাচক্রে জ্ঞানব্রহ্ম, জ্ঞানি-জ্ঞাত গূঢ়মর্ম্ম,
অজ্ঞানে কি তত্ত্ব তার পায়।
তারাতত্ত্বহারা যারা, তারা কি জানিবে তারা,
ভ্রমে ভ্রমে কুরঙ্গের প্রায় ॥
গুণত্রয়ী তত্ত্বত্রয়ী, সর্ব্বদা সর্ব্বদাময়ী,
মনোময়ী মানস, বাসিনী।
গন্ধ-পদ্মময়ী বরা, ত্রিতাপ তিমির হরা,
শিবশক্তি শঙ্কট নাশিনী ॥
আদ্যাসিদ্ধা সিদ্ধবিদ্যা, অবিদ্যানাশিনী-বিদ্যা
বেদমাতা বীজপ্রসবিনী।
মহিমা না জানে ধাতা, মহেশ মহিলা মাতা,
মহামায়া মরালমোহিনী ॥
দুর্গা দুর্গহরা সদা, চিরজীবী পদপ্রদা,
পর্ব্বতেশপ্রিয়পুত্রীপরা।
নিখিল শরণ্যা ধন্যা, দেবারাধ্যা দক্ষ কন্যা,
দয়াময়ী দৈন্যদশাহরা ॥
ত্রিপুরা ত্র্যম্বকদারা, ত্রাণ-হেতু নাম তারা
ত্রিলোচনী ত্রিলোক তারিণী।
কার্য্য ধার্য্য যাহে হয়, কারণ তাহারে কয়,
কালী সেই কারণ কারিণী ॥
বিমলা কমলা মলা, করালাক্ষী কাম কলা,
কলুষ-কদম্ব বিমোচনী।
কালী কালাকালদাত্রী, কালকান্তা কাল রাত্রি,
কামরূপা করাল বদনী ॥
সোহংতত্ত্বে, তত্ত্বধরা, জপাজপাশেষকরা,
সমাধি সমিধ স্বরূপিণী।
ককারে আকার ভূতা, কলি কালীগুণযুতা,
গিরিসুতা গিরিশ গৃহিণী।
চতুর বিংশতি তত্ত্ব, তমঃ-আর রজঃ সত্ত্ব
ত্রিগুণে ত্রিবিন্দুরূপা তারা।
অনন্তা অনন্ত লীলা, ক্ষেমঙ্করী ক্ষমাশীলা,
বিশ্বময়ী বিষধরহারা ॥
নির্গমে লিখিত স্পষ্ট, অবন্ত্যাদি মূর্ত্তি অষ্ট,
তারা অষ্ট তারা ছাড়া নয়।
নবগ্রহ, দিক্‌দশ, বায়ু পঞ্চ ছয় রস,
তারা, তিথি, তীর্থের আলয় ॥
সর্ব্বসহা, সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বের সর্ব্বস্ব-ধন,
সর্ব্বশক্তিশর্ব্বতত্ত্বাদেশে।
বিধিরূপে সৃষ্টিপর্ব্ব, হরিরূপে পাল সর্ব্ব,
শর্ব্বরূপে সর্ব্বনাশ শেষে ॥
নানারূপে রূপধর, নানারূপে মায়া কর,
কালীরূপে মত্তা রণমদে।
লীলা সব অসম্ভব, কত কব হতরব,
ভবধর শব তব পদে ॥
জলদে দামিনী ঘটা, অপরূপ রূপচ্ছটা,
তিমিরে তিমির করে নাশ।
নীরধর হত দিশা, সূর্য্য শশী অমানিশা,
সমভাবে একত্র প্রকাশ ॥
গুণধরা ধরাধরা, শিশুশশধরধরা,
সুহাস মধুরাধরধারা ॥
ক্ষণে সূক্ষ্মা ক্ষণে স্থূলা, প্রতিকূলা অনুকূলা,
হীনামূলা জ্যেষ্ঠামূলা জরা ॥
বিশ্ববাসবিধায়িনী, বাণী-ব্রহ্মসনাতনী,
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মানন্দপ্রদা।
তবু-ভাবে মহাহ্লাদে, তত্ত্বজ্ঞান-সসাধ্বাদে,
পরমাত্মা পরিতুষ্ট সদা ॥
নীলাচল আদি স্থল, গঙ্গাজল স্নান ফল,
অবিকল শতদল পায়।

শ্রীনাথ পরম গুরু, ভাবদাতা কল্পতরু,
গুরু বিনা সন্ধান কে পায় ॥
সে মুখের উপদেশ, চর্ব্বিত চর্ব্বণ শেষ,
লেশ মাত্রে ক্লেশ উপশম।
তবে যে অবোধ নরে, অভিমানে তর্ক করে,
সে কেবল বুঝিবার ভ্রম ॥
শাস্ত্রে শাস্ত্রে তর্ক হয়, কত জনে কত কয়,
কিছু নয় সে সব বিচার।
জননী জনম ভূমি, ঈশের ঈশত্ব তুমি,
এক বস্তু সকলের সার ॥
তীর্থ-পর্য্যটন-শ্রম, কেবল মনের ভ্রম
ব্যতিক্রম আপন জীবনে।
প্রত্যয় পরম-ধন, সকলের মূল ধন,
সুখ, দুখ, পাপ, পুণ্য মনে ॥
এটা নয়, এটা নয়, কেহ কয় এই হয়,
এইরূপ দ্বন্দ্ব করে সব।
সুধীর সাধক সেই, সার মর্ম্ম পায় সেই
ভাবে তার বদন নীরব ॥
ব্রহ্মনিরূপণ কথা, কুবিচার যথা তথা,
নিরাকার সাকার বিবাদ।
প্রেমে পূর্ণ কেহ নয়, চক্ষু থেকে অন্ধ হয়,
পরম্পর ঘটায় প্রমাদ ॥
যে. যা,ভাবে তাহে কিবা,আমি ভাবি রাত্রিদিবা,
শিবা-শীতিকণ্ঠকুটুম্বিনী।
বিগত মনের ভ্রম, উদয় অন্তরে মম,
তারারূপ নব কাদম্বিনী ॥
উদ্ধারের পাঁচ মত, কলিতীর্থ এক পথ,
ভ্রান্তি শান্তি হলে যায় খেদ।
শিব, রাধা, তারা রাম, বীজ ঐক্য ভিন্ন নাম,
শ্যামা, শ্যাম, আকারের ভেদ ॥
তুমি শ্যাম, তুমি শ্যামা, আকার আকারে বামা
একাকারে একাকারে লয়।
যে পেয়েছে তত্ত্বমসি, সে কি দেখে বাঁশী অসি,
জীব নয় শিব সেই হয় ॥
কে বুঝে বিষম তঙ্ক, মন্ত্রময় তনু পঙ্ক,
গণপতি বিশ্বধ্বান্তহারী।
অংশে অংশী হংস হংসী, দুষ্ট দৈত্য-দর্পধ্বংসী,
খড়্গ, শৃঙ্গ, চূড়া-বংশীধারী ॥
উপাসনা ভেদাভেদ, বিশেষ বলেছে বেদ,
মণিদ্বীপে একচিত্তে ধ্যান।
যথার্থ মনের ভাবে, সাধকে সাকার ভাবে,
দ্বেষ করে পামর অজ্ঞান ॥
তবেচ্ছায় হতাদেশ, যত লোকে করে দ্বেষ,
তুমি তার কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া।
জীবেরে কাচাও কাচ, কুহকে নাচাও নাচ,
নানা জনে নানা ভাব দিয়া ॥
কুমতি সুমতি দ্বয়, তোমাহতে হয় লয়,
মানুষের বৃথা করি দ্বেষ।
তুমি কৃপা কর যারে, সংসারে তরাও তারে,
ভব-আসা আশা কর শেষ ॥
তোমার পরম তত্ত্ব, কে পারে করিতে তত্ত্ব,
তারাতত্ত্ব জ্ঞানচক্ষু তারা।
আমি মা বিষয়ে মত্ত, নাহি জানি তব তত্ত্ব,
তবদত্ত তত্ত্ববর্ত্মহারা ॥
নিশাগতাগত দিবা, সুপথ দেখাও শিবা,
বিজ্ঞান নির্ম্মল নেত্র দিয়া।
ক্ষম দোষ, ছাড় রোষ, কর গো মা পরিতোষ,
আশুতোষ, পাশুতোষপ্রিয়া ॥
দিয়েছ অস্থির চিত্ত, তার দায়ে মরি নিত্য,
উপদেশ কথা নাহি মানে।
পাপে-নত বোধ হত, অবিরত, সুখে রত,
পরকান্তাধরামৃত পানে ॥
এই হয় তত্ত্বজ্ঞান, একভাবে করি ধ্যান,
ক্ষণপরে বিপরীত ভাব।
সে ভাব কোথায় যায়, হৃদয়ে প্রকাশ পায়,
প্রেমিকের প্রেমের প্রভাব ॥
একাদশ নহে বশ, লোকে করে অপযশ,
দিক্‌দশ ডুবিল কলঙ্কে।
খরতর স্মরশর, থরথর কলেবর,
জরজর শত্রুর আতঙ্কে ॥
আসিয়াছি এক পথে, সুপাদ্ সম্পর্ক মতে,
মনে হয় সহোদর ভাই।
থাকি বটে এক ঘরে, এক্ দিবসের তরে,
তার সঙ্গে দেখা মাত্র নাই ॥

প্রবৃত্তি প্রেয়সী সহ, থাকে মন অহরহ,
মায়ারূপ অন্ধকার ঘরে।
তার পুত্র রিপু ছয়, দুরাশয় অতিশয়
সবে মেলে পুরী দগ্ধ করে॥
সাকার-প্রকৃতি ভাগে, অনুরাগে যোগেযাগে
যদি মন জাগে একবার।
তবে আর ভয় নাই, নিত্যানন্দ ধামে যাই,
বিষয়বারিধি হই পার॥
মিছামিছি করি রোষ, মনের কি দিব দোষ,
সে, যে, নিজে দুখী নিজ দুখে।
ইচ্ছা বায়ু অনুসারে, যেমন নাচাও তারে,
তেমনি সে নৃত্য করে সুখে॥
দেহ-যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, ক্রিয়া-তন্ত্র তুমি তন্ত্রী,
মন রাজা, তুমি মন্ত্রী তার।
যেমত, বলাও, বলে, যে পথে, চলাও, চলে
তারে বাধ্য করে সাধ্য কার॥
ক্ষণেক যদ্যপি জীব, চিন্তা করে নিজ শিব,
অশিব ঘটাও তায় এসে।
মোহ দিয়ে নানারূপে, বিষয় বিষের কূপে,
একেবারে ফেলে দেও শেষে॥
বিষম বিষয়ে ভাল, পাতিয়াছ মায়াজাল,
কার সাধ্য কাটিতে তা পারে।
মহাযোগী মহাকাল, পরাইয়া ব্যাঘ্র ছাল,
গৃহ ধর্ম্ম করাইলে তাঁরে॥
দেব দেব বিভু যেই, তাঁহার দুর্দ্দশা এই,
ইহাতে মানব কোন্ ছার।
জলজজস্মরহর, মোহন মুরলি ধর,
মায়া ছাড়া গতি আছে কার॥
কি মায়া ধরেছ মায়া, আত্মারাম, মুগ্ধ মায়া,
মায়ানদী অকূল পাথার।
তবে পার হই নদী, তুমি মা, শিখাও যদি,
স্বীয়জ্ঞান-সাহস-সাঁতার॥
পাশযুক্ত জন জীব, পাশমুক্ত সদাশিব,
শিববাক্য না হয় বিফল।
কর্ম্মপাশ করি ছেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ
ভেদ কর কমলদ্বিদল॥
কটাক্ষে করুণা করি, ক্ষিতি চক্র পরিহরি,
বায়ুভরে ক্রমে উঠোপরে।
আসি দশশত দলে, হংসীরূপে কুতূহলে,
মিলহ পরম হংস বরে॥
তাপিত তনয়ে ত্রাহি, পতিতপাবনী পাহি,
পরমেশী প্রপন্নপালিনী।
দুর্গে দুর্গে বলি দুর্গে, শুনিছি মা, তুমি দুর্গে,
পাষাণের কুলে কমলিনী॥
পদতলে পড়ে থাকি, কেবল তোমায় ডাকি,
যমে যেন নাহি লয় প্রাণ।
বোসে রব এ প্রকারে, চেলে নিয়া সহস্রারে,
পরম-অমৃত কর দান॥
দেহের না হবে নাশ, ভোগের না রবে আশ,
রব আমি, আমি, নাই জ্ঞান।
সে ভোগ ভোগের সার, সে যোগ না হয় যার,
মরা বাঁচা, উভয় সমান॥
মোরে জীব মুক্ত হয়, জল বিম্ব জলে লয়,
সুখোদয় কিছু নাহি তায়।
সশরীরে মুক্ত হব, দেহ রবে আমি রব,
কেন হব, পাষাণের প্রায়?॥
এই ভাব অবয়ব, স্বভাবেই রবে সব,
শব কভু হইবে না দেহ।
ধরি পায় মা জননি, বিধিলিপি বিমোচনী,
চিরজীবী সেই পদ দেহ॥
অমর কাহারে কয়, দেবতা অমর নয়,
অমর কেমনে হবে প্রাণী।
এক মাত্র তুমি পরা, মরণ হরণ করা,
মরণের মরণকারিণী॥
শক্তি বিনা শবময়, শক্তিযোগে শিব হয়,
মৃত্যুঞ্জয় পতি তব ভীমা।
শিবের কি আছে বল, জানি জানি সে কেবল,
মা তোমার শাঁখার মহিমা॥
গায়েতে মেখেছে ছাই, চরণে পড়েছে যাই,
অমর হয়েছে তাই হর।
মহাদেব মহাভোগী, জ্যোতির্ম্ময় মহাযোগী,
পরমাত্মা ব্রহ্ম-পরাৎপর॥
কুণ্ডলিনি জাগো২, জাগো২ জাগো, মাগো,
কত নিদ্রা যাবে তুমি আর?।

অধোবায়ু গতি হর, আছি জীব শিব কর
সিদ্ধ হোক্ সাধনা আমার ॥
ভবপ্রিয়া তুষ্টাভব, ভাবিলে চরণ তব
কাল-পরাভব ভববাণী।
নাহি ভাবি ভয় ভাবি, ভাবিদত্ত ভাবে ভাবি,
ভয়ভাঙা ভক্তের ভবানী ॥
জেনে ব্রহ্ম গুপ্ত মর্ম্ম, দুঃখ শর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম,
জন্ম কর্ম্ম ইহ জন্মে সায়।
পুরাও মনের আশা, দক্ষিণে দক্ষিণে আসা,
দক্ষিণান্ত করি তব পায় ॥
ভাব ময়ি প্রেমময়ি, দেহি দিন দিনময়ি,
দূরকর দাশের দুর্দ্দশা।
তুমি সর্ব্ব সিদ্ধকরি, পরমেশ প্রাণেশ্বরি,
ঈশ্বরের ঈশ্বরী ভরসা ॥

মাগো মা,—অনুকূলা হও, মনের বাসনা পূর্ণ কর।

[মহাভৈরবীকে প্রেরণ করিয়া সোমসিদ্ধান্ত, কাপালিনী, দিগম্বর-সিদ্ধান্ত এবং ভিক্ষুক রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

শান্তি। প্রিয় সখি করুণে।—চল আমরা উভয়ে বিষ্ণুভক্তি দেবীর নিকট গমন করিয়া এই দুশ্চেষ্ট দুর্জ্জনদিগের সমুদয় ব্যাপার নিবেদন করি।

[তদনন্তর শান্তি এবং করুণা উভয়ের রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

(মৈত্রী এবং শ্রদ্ধার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।)

মৈত্রী। হে জীব! তুমি যতদিন এই দেহগেহে অবস্থান পূর্ব্বক এই জগতীপুরে বিচরণ করিবে. ততদিন তুমি পরমারাধ্য পরমপূজ্য পরমপ্রিয় পরমেশ্বরকে নিরন্তর অন্তর মধ্যে স্মরণ করিবে, ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহাকে অন্তরের অন্তর করিও না। যদি জগতে আসিয়া জগতীয় যাবতীয় সরল-সুখ সম্ভোগ করণের অভিলাষ হয়, তবে জগতের প্রিয় হও। জগতের প্রিয় হইবার নিমিত্ত যে সকল প্রিয় কর্ম্মের প্রয়োজন হয়, প্রিয়জন হইয়া তাহাই কর। তুমি জগতের প্রিয় হইতে পারিলেই জগদীশ্বরের প্রিয় হইতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। করুণাময় জগন্নাথের প্রধান অভিপ্রায় এই যে, জীব মাত্রেই তাঁহার নিয়মানুসারে হিতকর কর্ম্মে নিরত নিযুক্ত থাকিবে, তাঁহার নিয়োজিত নির্ম্মল নিয়ম পালন পূর্ব্বক সমুদয় ইন্দ্রিয় সহিত শরীর সার্থক ও জন্ম সার্থক করিবে।

এইক্ষণে তুমি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা কর। কি কি কল্যাণের কার্য্য করিলে তোমার "প্রেম" এই সংসারীয় সমুদয় জনের মনের মন্দির অধিকার করিতে পারে তৎকল্পে অনুরাগী হও। সর্ব্বাগ্রে তোমার ঘরের দৃষ্টি করিয়া পরে পরের প্রতি কটাক্ষ করাই উচিৎ হয়। দেহকে বশীভূত কর। ইন্দ্রিয়গণকে যথাযোগ্য শুভময় বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া চরিতার্থ কর। নয়নকে জ্ঞান-পূরিত—গ্রন্থ দর্শনে এবং এই বিনোদ-বিশ্বের বিচিত্র ব্যাপার ব্যূহ বিলোচনে।—শ্রবণকে ভৌতিক ধ্বনি সকল ও সাধু সমূহের সদুপদেশ শ্রবণে।—নাসিকাকে সুখময় সুরভি সকলের সৌরভ গ্রহণে।—ত্বক্‌কে শীত উষ্ণাদি অনুভব করণে।—রসনাকে

শুভদ সুস্বাদু সামগ্রীর রসাস্বাদনে স্বাদিত করণে, প্রিয়-কথনে, পরম পুরুষের গুণ-সংকীর্ত্তনে। —চরণকে সজ্জন সমাজে গমনে, শিবকর বস্তু-বিশেষ আনয়ন জন্য গতি করণে—করকে পাত্র বিশেষে দান করণে, মহা-মাঙ্গলিক কার্য্য সাধনে ও মহামঙ্গলময় মহেশ্বরের গুণ লেখনে নিয়োজিত কর।—কামকে নানাবিধ বিষয়ভোগ বিরত করিয়া ঈশ্বর প্রেম কামনায় কামী কর। ক্রোধের বারণ কারণ বোধের আরাধনা কর।—লোভকে সামান্য ধনতৃষ্ণায় বিরত করিয়া পরম পুরুষার্থ পরমার্থ ধনাহরণে উৎসুক কর।—মোহকে পরম প্রেমে মোহযুক্ত কর, তাহা হইলে আর দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিবে না --অর্থাৎ আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার গৃহ, আমার বিষয়—আমার আমার আর করিবে না। মদকে ভক্তিমদে মত্ত করিয়া রাখ—মদ তত্ত্ববিষয়ে মত্ত হইয়া যত মদ প্রকাশ করিতে পারে করুক। মাৎসর্য্যকে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ রিপুর প্রতিকূলে মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে আদেশ কর—মনকে জ্ঞানের গৃহে স্থাপন করত আপন বশে আনয়ন কর, তাহা হইলেই তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, আর কোন অমঙ্গলের সীমা থাকিবেক না, মনের কল্যাণকরী বৃত্তি সকল স্ব স্ব ভাবে আবির্ভূতা হইয়া তোমাকে অশেষ সুখে সুখী করিবে।

তুমি যেমন আপনার সম্মান, আপনার সম্ভ্রম, আপনার সুখ, আপনার স্বাস্থ্য ও আপনার মঙ্গল আপনি প্রার্থনা কর। সেইরূপ এই সংসারে আপনার ন্যায় সমভাবে সকলের সুখ, সকলের স্বাস্থ্য ও সকলের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি কর। তুমি যেমন আপনার সুখে আপনি সুখী, আপনার দুঃখে আপনি দুঃখী ও আপনার ক্লেশে আপনি ক্লিষ্ট হও তদ্রূপ পরের দুঃখে দুঃখ ও পরের ক্লেশে ক্লেশ ভোগ কর।—তুমি যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, সে তোমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিবে।—তুমি যখন নয়নাগ্রে দর্পণ অর্পণ কর, তখন কিরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাও? তুমি আপনার মুখ-ভঙ্গিমা যদ্রূপ কর, প্রতিবিম্বের ভঙ্গিমা অবিকল তদ্রূপই দৃশ্য হইয়া থাকে। অতএব যখন তুমি আপনার দেহ ভঙ্গিমা দোষে আপনিই আপনার রূপের নিকট উপহাস প্রাপ্ত হও, তখন অপ্রিয় ব্যবহার-দ্বারা পরের নিকট প্রেম লাভ করিবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তুমি স্বয়ং যদি মহাশয় হইয়া মহাশয় পদে বাচ্য হওনের ও গৌরবযুক্ত সুখ সম্ভাষণের প্রার্থনা কর, তবে সমুদয় মনুষ্যকে সাধুভাবে সম্ভাষণ পূর্ব্বক মহাশয় শব্দে সম্বোধন কর।—প্রিয় হইবার উপায় কেবল "প্রিয় হওয়া" তুমি আপনি যদি সকলকে প্রিয় জ্ঞান কর, তবে ভাবতেই তোমাকে প্রিয় জ্ঞান করিবে। তুমি অভিমান ও অহঙ্কারের অধীন হইয়া যদিস্যাৎ সকলকে ঘৃণা পূর্ব্বক তাচ্ছিল্য করিয়া কুকথা উল্লেখ কর, তবে কে তোমার পদে ফুল-চন্দন দিয়া পূজা করিবে? কে তোমাকে মস্তকে তুলিয়া নৃত্য করিবে? কে তোমাকে সুজন বলিয়া সমাদর করিবে? তুমি যাহার উপর এক গুণ দুর্ব্ব্যবহার করিবে, সে শতগুণে তাহার পরিশোধ লইতে ক্রটি করিবে না, আপনার সুখ সম্মান কেবল আপনার ব্যবহারের প্রতিই নির্ভর করে।—তুমি যাহার শরীর প্রহার করিবে, সে কিছু স্বীয় কর দ্বারা তোমার শরীরের সেবা করিবে না। —তুমি যাহাকে পীড়া প্রদান করিবে, যাহাকে অপমান করিবে, যাহার ধন হরণ করিবে ও যাহার মনে বেদনা দিবে—জগতে সেই ব্যক্তিই তোমাকে পীড়িত করিবে, ব্যথিত করিবে, তোমার মান নাশ ও তোমার সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত করিবে। একটী প্রাচীন কথা আছে "আপ ভালা তো, জগৎ ভালা" তুমি আপনি ভাল হও, তো জগৎ তোমার পক্ষে ভালই হইবে, এবং ইহার বিপরীত হইলে সমুদয় বিপরীত হইবে।

তুমি এই ভূতময় সংসারকে কেন মনোময় কর। মমতা ছাড়িয়া সকল বিষয়ে

স্নেহের মমতা কর। তুমি অভেদ জ্ঞানে এই কলেবরে বাস করাতে ইহার প্রতি আমার বলিয়া তোমার মমতা হইয়াছে, এ কারণ ইহার কষ্ট জন্য রুষ্ট ও পুষ্ট জন্য তুষ্ট হইতেছ।—আমার দেহ, আমি দেহের কর্ত্তা, এইরূপ অভিমান-সুখে সুখী হইয়া বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক কতই কল্পিত শোভা ধারণ করিতেছ। এই দেহ চিরস্থায়ি ভাবিয়া কত কষ্ট স্বীকার করিতেছ, চিরকাল সুখে সম্ভোগ হইবে ভাবিয়া উপার্জ্জনার্থ না করিতেছ এমত কর্ম্মই নাই। আমায় গৃহ, আমার শয্যা, আমার পরিচ্ছদ, আমার ভাণ্ডার, আমার ভূমি, আমার শস্য, আমার সরোবর, আমার উদ্যান, আমার বৃক্ষ, আমার পরিবার, আমার দাস, আমার দাসী, আমার জ্ঞাতি, আমার কুটুম্ব, আমার গ্রাম, আমার পল্লী, আমার হট্ট, এবম্প্রকার প্রত্যেক প্রত্যেক যাহাতে যাহাতে তুমি আমার আমার উল্লেখ করিতেছ, তাহাতে তাহাতেই তোমার মমতার আধিক্য হইতেছে। তুমি আপনার দেহে বেদনা পাইলে যেমন কাতর হও, পরকে তদপেক্ষা সহস্রগুণে পীড়িত দেখিলে কখনই তাহার শতাংশের একাংশ কাতরতা প্রকাশ কর না। অনলে আপনার গৃহ দগ্ধ হইলে, দৈব-ঘটনায় আপনার স্থাবর বস্তুর ব্যাঘাত হইলে, আপনার অস্থাবর বস্তু অপহৃত হইলে, রাজদ্বারে বা জনসমাজে তিরস্কৃত হইলে, কোনরূপ বিপদ ঘটিলে এবং আপনার পুত্র পৌত্রাদি কেহ মরিলে দুঃখে কত খেদ ও কত বিলাপ করিতে থাক। শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, মৃতবৎ হইয়া ধূলি শয্যা সার কর। কিন্তু অপরের সেইরূপ শত শত বিপদ দেখিলে তোমার কিছুমাত্র দুঃখ বোধ হয় না, যেহেতু সেই সকল বিষয়ে তোমার স্বকীয় বলিয়া জ্ঞান নাই, পরকীয় বোধে আমার বলিয়া মমতা জন্মে নাই, সুতরাং তাহাতে তোমার স্নেহ হয় না, প্রেম হয় না, মায়া হয় না। এজন্য খেদও হয় না। ফলে স্থিররূপে প্রণিধান করিলে তোমার পক্ষে উভয় তুল্য। তুমি যাহাকে আমার বলিতেছ, বিচার মতে তাহা তো তোমার নহে। যদি তোমারি সাব্যস্ত হয়, হউক, হানি কি? এই স্থলে বিবেচনা কর, তুমি যেমন আপন বস্তুকে আমার বলিয়া মমতায় ব্যাকুল হইতেছ, সেইরূপ জগতীধামে ভাবতেই স্ব স্ব বিষয়ে আমার আমার করিয়া তোমার ন্যায় অধিক মোহে মুগ্ধ হইতেছে। অতএব তুমি যখন আপনার মিথ্যা গেহ, বিষয় ও পরিজনাদির মঙ্গলামঙ্গলে ও সুখ দুঃখে সুখী দুঃখী হইতেছ, তখন অন্যের শুভাশুভ ঘটনায় সেইরূপ সুখী ও সেইরূপ দুঃখী কেন না হও?—হে জীব! তুমি যত দিন এরূপ না করিবে, তত দিন যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

দিনকর যেমন স্বীয় করে সর্ব্বত্র আলো করে।—বিধু যেমন মৃদুকরে সকলকে তৃপ্ত করে।—মেঘ যেমন বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া সমভাবে সর্ব্বত্র বর্ষণ করে।—শিশির যেমন নীহার বৃষ্টি করিয়া সকল স্থান আর্দ্র করে। বায়ু যেমন প্রবাহিত হইয়া সকলের শরীর শীতল করে।—পুষ্প যেমন সকলকে সমান সুবাস প্রদান করে।—নদ নদী সকল যেমন জীবন-দানে তৃষাতুরদিগের জীবন রক্ষা করে। তুমি সেইরূপ স্বীয় সাধ্যক্রমে সর্ব্বজীবে সমান ভাব, সমান দয়া, সমান প্রেম ও সমান স্নেহ বিতরণ কর। তুমি একা একগুণ ব্যয় করিলে কোটি কোটি জীবের নিকট হইতে কোটি গুণে প্রাপ্ত হইবে।

হে মানব! তুমি বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হও, ব্রহ্মার ন্যায় কবি হও, জনকের ন্যায় জ্ঞানী হও। কামের ন্যায় সুন্দর হও, বলির ন্যায় দাতা হও, ভীমের ন্যায় বীর হও, কুবেরের ন্যায় ধনী হও এবং সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হও, কিন্তু মনে কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান ও অহঙ্কার থাকিলে সকলি বৃথা হইবে, তোমার সেই বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, সভ্যতা,

বল, বিক্রম, বিষয় বিভব, রাজত্ব, প্রভুত্ব কিছুতেই কিছু করিবে না। সমুদ্র রত্নাকর ও জল নিধি হইয়াও লবণ দোষে সকলের দোষে ত্যাজ্য হইয়াছে।—চন্দ্র জগতৃপ্তিকর সুধাকর হইয়াও মৃগ-চিহ্ন জন্ম কলঙ্কিতরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। ফণি মণিধর হইয়াও গরল দোষে তাবতের অবিশ্বাসী হইয়াছে।—দুর্ব্বাসা মুনি মহর্ষি হইয়াও উদর দোষে লোকের নিকট নিন্দিত হইয়াছেন।—নারদ-মুনি দেব ঋষি হইয়াও কোন্দল দোষে দেবমণ্ডলে অমান্ত হইয়াছেন।—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক হইয়াও অশ্বত্থামার বিষয়ে কৌশলে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করাতে নরক দর্শন করিয়াছেন। অতএব তুমি পর্ব্বত তুল্য উচ্চ হইলেও গর্ব্ব-দোষে খর্ব্ব হইবে ইহা বিচিত্র নহে। দাম্ভিকতা, ছলনা, চাতুরী, অভিমান প্রভৃতিকে শান্তি সলিলে বিসর্জ্জন কর।—হৃদয় মন্দিরে সত্যদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিষ্ঠা পূর্ব্বক দয়া, ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, করুণা প্রেম, বিবেক বৈরাগ্য ইত্যাদিকে মনের ক্রোড়ে সমর্পণ কর—মন যেন আর ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহাদিগের অঙ্গ সঙ্গ ভঙ্গ দিয়া অনঙ্গ রঙ্গের রঙ্গি ও সঙ্গের সঙ্গি না হয়। যিনি এক অদ্বিতীয় অনঙ্গ অসঙ্গ, কেবল তাঁহারি সঙ্গে সঙ্গ করুক ও তাঁহারই রঙ্গে রঙ্গ করুক।

তুমি যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হও, সিংহাসনে বসিয়া অনেকের উপর প্রভুত্ব কর, লোকে, তোমায় মহারাজ চক্রবর্তী বড়মানুষ বলিয়া মহা সম্ভ্রমে সম্বোধন করে, কিন্তু তুমি যদি আপনি মানুষ না হও, তবে মানুষে তোমায় কখনই মানুষ বলিবে না ; মানুষ বড়মানুষ সে বড়মানুষ কি ধনে হয় ? ধনের বড়মানুষ কখনই মনের বড়মানুষ নহে ; ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষ মানুষ। আমি ধন দেখিয়া তোমাকে সমাদর করিব না, জন দেখিয়া তোমার আদর করিব না, সিংহাসন দেখিয়া তোমায় সম্মান করিব না। বাহুবলে তোমার সম্ভ্রম করিব না, কেবল মন দেখিয়াই তোমাকে পূজা করিব। তুমি যদিস্যাৎ স্বয়ং অমানুষ হও, অথচ দণ্ডধর হইয়া দণ্ড ধরিয়া আমাকে দণ্ড করণে উদ্যত হও, তথাচ আমি দণ্ড ভয়ে কদাচ তোমাকে দণ্ডবৎ করিব না। কিন্তু তুমি যদি পবিত্রচিত্তে সাধুস্বভাবে ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিয়া আগমন কর, তবে তোমার দর্শন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ অমনি ধূলি ধুষরিতাঙ্গ হইয়া পদতলে প্রণত হইব। অতএব যদি মানুষ হইবার অভিলাষ থাকে, তবে মনকে বিমল কর ও সরল কর।—আপনি ছোট হইলেই বড় হইবে। বড় হইলে কখনই বড় হইতে পারিবে না।

তুমি এই পৃথিবীকে আমার আমার বলিয়া যতই অভিমান করিবে, পৃথিবী ততই হাস্ত করিবেন। কারণ তোমার ন্যায় এমন-ধারা কত "আমি" আমার আমার করিয়া গত হইয়াছে, গত হইতেছে ও গত হইবে তাহার সংখ্যাই নাই। "তুমি" বলিতে অথবা "আমি" বলিতে আমার বলিতে বা তোমার বলিতে, জগতে রহিবে না, কিন্তু বসুমাতা যেরূপ স্বভাবে শোভা করিয়া আছেন, চিরকাল সেইরূপ থাকিবেন। যদি এই অবনীকে তোমার নিতান্তই আমার বলিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে বল, কিন্তু আমার বলা উচিত হয় না, আমার পৈতৃকধন :বলিয়া সম্ভোগ কর, অভিমান কর, অহঙ্কার কর, তাহাতে কেহই তোমাকে পরিহাস করিতে পারিবে না এবং বসুধা-সতীও আর হাস্ত করিবেন না, কারণ জগদীশ্বরের এই জগৎ। জগদীশ্বর তোমার পিতা, তুমি তাঁহার পুত্র হইয়া পিতৃধন আমার ধন বলিয়া ভোগ করিলে কে তোমাকে হাস্তাস্পদ বলিয়া ঘৃণা করিবে ? পৈতৃক সম্পত্তির স্বত্বের প্রতি আপত্তি কেহ করিতে পারে না।—হে জীব! তোমরা তাবতেই পরম পিতা পরমেশ্বরের বংশ, সমভাবে অংশ করিয়া ভোগ কর, কেহ কাহাকে বঞ্চিত করিও না, বলপূর্ব্বক যিনি

পিতৃধনের অধিকাংশ অধিকার করিয়া অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি পিতার প্রিয় হইতে পারেন না, পিতা যে তাঁহাকে গোপনে গোপনে ত্যাজ্য পুত্র করেন, তিনি তাহা জানিতে পারেন না। তাঁহাকেই উত্তম সৎপুত্র বলি, যিনি পিতার অভিমতানুযায়ি কর্ম্ম করেন, তাঁহাকেই পিতার মধ্যম পুত্র বলি, যিনি পিতার আজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম করেন, এবং তাঁহাকেই পিতার অতি অধম অসৎ পুত্র বলি, যিনি পিতার আজ্ঞা অবহেলন পূর্ব্বক অভিমতের বিপরীত কর্ম্ম করেন। তুমি যদি অতি উত্তম সৎপুত্র হওনের অভিলাষ কর, তবে অভিপ্রেত-রূপ কার্য্যসাধন করিয়া তাঁহার কৃপা এবং প্রসাদ লাভ কর।—ভ্রাতৃগণের সহিত বিরোধ ত্যাগ করিলে সকলের প্রিয়তম, জগতের প্রিয়তম এবং সর্ব্ব-প্রিয়তম জগদীশ কৃপাময়ের কৃপাপাত্র হইবে।

বল দেখি ভাই শুনি আমি তাই,
কি তোমার আছে পুঁজি।
এসে এই ভবে, চির দিন র'বে,
মনেতে ভেবেছ বুঝি॥
আমার আমার, সুখে বার বার,
মিছে কেন আর কহ।
পেয়ে কলেবর, হলে তুমি নর,
কখন অমর নহ॥
ভাব নিজ ভাব, হবে সুখ লাভ,
সরল স্বভাব ধর।
সকলে সমান, প্রেম কর দান,
অভিমান পরিহর॥
আমার এ সব আমার বিভব,
সুতা সুত সহোদর।
তোমার তনয় তোমার ত, নয়,
মমতা সমতা কর॥
পথ ছেড়ে সোজা, ল'য়ে মিছে বোজা,
কুমতে কুপথে চর।
বল তুমি কার, কেবাই তোমার,
কার ভার বয়ে মর॥
অসত সহিত, বসত বিহিত,
এ ভাব কভু না ধর।
অহিত, রহিত, সুজন সহিত,
সতত বসত কর॥
পরবাসে র'য়ে, পরবশ হ'য়ে,
মিছে কেন কাল হর।

ভাব কি ভাবনা, কেন রে ভাবনা,
পরম পুরুষ পর।
ভ্রমে পরস্পর, দেখে নিজ পর,
নাহি জানে নিজ পর।
সকলেই পর, শুধু সেই পর,
পর নাহি তার পর॥
নিজ পরিবারে, নিজ ভাব যারে,
নিজ নহে সেই পর।
তোমার যে জন, হইবে আপন,
কেমনে সে হবে পর॥
ভবের ভিতরে, যে তোরে, বিতরে,
অশেষ সুখের নিধি।
তাহারে ভজনা, সে রসে মজ না,
এ কিরে, বিহিত বিধি॥
তাহার পীরিতে, গিরিতে ফিরিতে,
কিছুই না করি ভয়।
অনলে অনিলে, পাতালে সলিলে,
সব ঠাঁই পাব জয়॥
জয় গুণধাম, জয় দাতারাম,
রাম রাম নাম লহ।
রাম নাম নিয়া, হাসিয়া খেলিয়া,
বেড়াও সবার সহ॥
ভাই হে যখন, খুলিয়া নয়ন,
আইলে জনমভূমি
যে তা'রে দেখিল, সকলে হাসিল
কেবলি কাঁদিলে তুমি॥

শেষেতে যখন, মুদিয়া নয়ন,
যাইবে আপন বাসে।
তোমার গমনে, যেন কোন জনে,
সে সময়ে নাহি হাসে॥
সদ্ধ সদাচার, হইলে প্রচার,
দশদিকে যশ ছুটে।
দেহ হলে শব, কাঁদে যেন সব,
হাহারব যেন উঠে॥
যত দিন আছ, যত দিন বাঁচ,
যত দিন র'বে ভবে।
প্রেমেতে বাঁধাও, কাঁদিয়া কাঁদাও,
হাসিয়া হাসাও সবে॥
সাধু যদি হও, সাধু-পথে বও,
নাহিক সুখের লেখা।
খলের আচার, ছলের আগার,
যেমন জলের রেখা॥
জগতে সবাই, হয় ভাই ভাই,
আপনা দেখ'না একা।
দেখাবে যেরূপ, দেখিবে সেরূপ,
মুকুরে বদন দেখা॥
ভালবাস যাহা, যদি চাও তাহা,
ভালবাস তবে সবে।
পাবে সুখ সার, ভূলোকে সবার,
ভালবাসা তুমি হ'বে।
সময় পাইয়া সুখের লাগিয়া,
করিলে না, কিছু যত্ন।
আসিয়া মেলায়, মায়ার খেলায়,
হেলায় হা'রালে রত্ন॥
করিয়া যতন, পাইয়া রতন,
দেহ ঢাকো চারু-বাসে।
আঁচড়িয়া কেশ যত কর বেশ,
ততই শমন হাসে॥
জারজ কুমার, ভেবে আপনার,
যেজন আদর করে।
ভ্রম শুধু তা'র, তনয় আমার,
মনে কত সাধ ধরে॥
তাহার জননী, এদিকে অমনি,
আপনারি মান কানে।
বলে একি পাপ, তুমি কা'র বাপ,
যা'র বাপ্ সে না জানে॥
নাহি জেনে মুল, মূলে হয়ে ভুল,
বিষয় আসবে রত।
ভাবিয়া প্রধান, যত অভিমান,
অপমান হয় তত॥
এই যে আমার, ধরা অধিকার
আমি হই ক্ষিতিপতি।
শুনে তা'র ভাব, করি পরিহাস,
হাসেন ধরণী সতী॥
অবনী আমার, স্বামি আমি তা'র,
একথা শুনিবে যেই।
লাজ না বাসিবে, কুভাব ভাবিবে,
কুহাস হাসিবে সেই॥
পেয়েছ রসনা, পূরাও বাসনা,
ঘোষণা করহ মুখে।
আমার পিতার অখিল সংসার,
ভোগ করি আমি সুখে॥
পৈতৃক বিভব, স্বভাবে সম্ভব,
ভোগ কর ভবে থেকে।
কেহ না দুষিবে, সকলে তুষিবে,
পুষিবে হৃদয়ে রেখে॥
ভাই আছ যত, হয়ে এক মত,
একভাব সবে ধর।
করি এক মন, করি এক পণ,
সমানে সুভোগ কর॥
কেহ নহে পর, সব সহোদর,
পরস্পর কর স্নেহ।
এক মনে সব, কর এক রব,
একের দোহাই দেহ॥
একের বাজার, একেই হাজার
একে হয় কত শত।
এক টেনে নিলে, কিছু নাহি মেলে,
সমুদয় হয় হত॥

তাই বলি ভাই, এক বিনা নাই, সদা এক জ্ঞানে, থেকে এক ধ্যানে,
একের সাধনা ধর। জীবন সফল কর॥

গীত।

রাগিণী আলেয়া। তাল আড়া।

সর্ব জীবে সম ভাব, ভাব ওরে মন। আপন শরীর তব, নহে রে আপন॥
সমতা সমতা কর, ক্ষমতা যেমন॥ কেবা আত্ম, কেবা পর, প্রেম ভাবে পরস্পর,
এই আমি, এই মম, কেবলি মনেরি ভ্রম, পূজ্য প্রভু পরাৎপর, পতিতপাবন।
নিশির স্বপন সম, দেহ ধন, জন। কত দিন আর র'বে, এমনি তো যেতে হ'বে,
আপন আপন রব, কেন কর জীব সব, হেসে খেলে, নেচে গেয়ে, কররে গমন॥

শ্রদ্ধা। হে মহামঙ্গলময় অকিঞ্চন নাথ! এই অনাথের নাথ হইয়া অকিঞ্চনের অকিঞ্চন পথ পরিষ্কৃত কর। আমার হৃদয়পদ্মে উদয় হইয়া ভবগুণ বব কর। গুণাকর মধুকরের ন্যায় নিরন্তর প্রেমপূরিত আনন্দ-ধ্বনি ধ্বনিত কর। আমার মানসাকাশে চন্দ্ররূপে প্রকাশ পাইয়া ত্রিতাপ তিমির হরণ কর। আমাকে নিতান্ত পদাশ্রিত নিজ চিহ্নিত বলিয়া স্মরণ কর। সুখময় শুকপক্ষী হইয়া আমার বুদ্ধিবৃক্ষে চরণ কর। তোমার সাধনাস্বরূপ সত্যব্রতে ব্রতিরূপে আমাকে বরণ কর। তুমি জলধররূপে কৃপা-বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া এই তৃষিত-চাতকের উদর-সমুদ্র ভরণ কর। আমি ভব সিন্ধুর তটে বসিয়া আতর* অভাবে অতিশয় কাতর হইয়াছি, এ সময় আমার পক্ষে পাতর হওয়া উচিত হয় না। এই সমুদ্র ক্ষুদ্র নহে, সীমাশূন্য অকূল পাথার, ইহাতে সাঁতার দিয়া পার হইবার বিষয় কি? আমার খেলা সাঙ্গ হইতে হইতেই বেলা সাঙ্গ হইল,—এদিকে মেলাও ভঙ্গ হইল।—সম্মুখে ভেলা দেখিতে পাই না; এখন তুমি হেলা করিলে এই উপায়হীনের উপায় কি হইবে? আমি শুনিয়াছি, তুমি ভবজলধির ভাবিক নাবিক। ওহে হরি! যদি দয়া করি পদতরি প্রদান কর, তবেই তরি, নচেৎ উপায়-বিরহে শঙ্কটেই মরি। আমি এই ঘোর বিপদে কেমনে হরিব?—কাহাকে স্মরিব? চর নাই যে চরিব? কি করিব? কিরূপে তরিব? তরঙ্গ রঙ্গে আতঙ্কেই মরিব? তুমি, বিশ্বভাণ্ডারের ভাণ্ডারী, তুমিই বিশ্বসমুদ্রের কাণ্ডারী। এতদিন ভাণ্ডারী হইয়া দান করিয়াছ, এইক্ষণে কাণ্ডারী হইয়া ত্রাণ কর।

হে কর্ণধার! আমাকে পার কর, পার কর। আকূল দেখিয়া আর কেন অকূলের কূলে রাখিতেছ? আমি যে কূলে ছিলাম, সেই কূলেই লইয়া চল। তুমি মহা কুলীন কুলার্ণব হইয়া আমার এ কূল ও কূল দুকূল নষ্ট কেন কর? আমাকে বিদেশে রাখিয়া অভাবে পরিপূর্ণ করা কি উচিত হয়?—আমি স্বদেশে সমাগত হইলেই পুনর্ব্বার স্বভাব প্রাপ্ত হইব, তখন আর আমার কোনরূপ অভাব থাকিবে না।

হে অনাথবন্ধো—দয়াসিন্ধো! আমি যদি এই সমুদ্রে মায়ার স্রোতে পতিত হইয়া মোহগর্ভে প্রবেশ করি, তবে আর পরিত্রাণ পাইবার অবলম্বন মাত্র প্রাপ্ত হইব না! তখন তুমি কোথা, আমি কোথা, তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হইবার আর কোন উপায় থাকবে না। আমি। যখন তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি না, কেবল তোমারি উপর নির্ভর করিয়াছি, তখন আমার ভাগে যাহা হইবার তাহাই হইবে। সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র খেদ করি না, কিন্তু দেখো নাথ।—তোমার "দয়াময় নামের নৌকা" যেন কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন না হয়।

* আতর—পার হইবার অর্থ, খেয়ার কড়ি।

সঙ্গীত।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল আড়া।

এ ভব-ভীমজলধি, অকূল পাথার।
যদি না জানি সাঁতার। তবু কি ভয় আমার॥
অকূলে কি আমি রব, হরি হরি মুখে কব।
সুখে তব, নাম লব, হব ভব পার।
পদতরি দেহ তরি, হরি ভয়, হরি হরি,
ভাবিক নাবিক হরি, তুমি কর্ণধার॥
তরঙ্গে নাহিক ডর, গুণধর গুণ ধর,
নির্গুণের গুণে আছে, ত্রিগুণ সঞ্চার।

আছি প্রতিকূলে কূলে, লহ অনুকূল কূলে,
অকূল সাগরকূলে, কেন রাখ আর॥
কিছু নাহি দেখি আর, হেরি শুধু নীরাকার,
নীরাকারে হলে বিভু, তুমি নিরাকার।
কি কব দুখের লেখা, ডেকে নাহি পাই দেখা,
অকূলে পড়িয়া একা, হেরি অন্ধকার॥
বিষম ভীষণ ভব ভবধব তুমি ভব,
প্রপন্নে প্রসন্নভব, ভবমূলাধার।

ঘোরতর নাদ করি, ডাকিতেছে দেয়া।
হাটে থেকে, ঘাটে এসে, নাহি পাই খেয়া॥
এ কূল, ও কূল, বুঝি, হারাই দুকূল।
নাবিয়া ভবের-কূলে, ভাবিয়া ব্যাকূল॥
আগেতে না ভাবিলাম, নাবিলাম ঘাটে।
অকূল-পাথার ইথে সাঁতার কি খাটে॥
বাতাসের হুতাস, না মনে করে কেউ।
কোথা হতে আচম্বিতে, উঠিতেছে ঢেউ॥
খরতর স্রোত তায়, ঘোরতর পাক।
না দেখি উজান্ ভাঁটি, বিষম বিপাক॥
কত শত ভয়ঙ্কর, জলচর জলে।
শত শত দুরাচার, ভ্রমিতেছে স্থলে॥
কিরূপে নিস্তার পাই কিছু নাহি স্থির।
ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর॥
মিছে কেন ভ্রমিলেম, মেলায় মেলায়।
মিছে দিন হারালেম, বেলায় বেলায়॥
সদুপায় গেল সব, হেলায় হেলায়।
কেন না হলেম পার, বেলায় বেলায়॥
নিশা নিশাচারী প্রায়, হতেছে বিস্তার।
একে আমি ঘোর অন্ধ, তাহে অন্ধকার॥
নিরাকারে নীরাকার, সব নীরময়।
কোন খানে চর নাই, ডর তাই হয়॥
ডাগর সাগর, তার, তুমি মাত্র নেয়ে।
খেয়েছো চোখের মাথা, নাহি দেখ চেয়ে॥
বার বার ডাকিতেছি, দেখিয়া তুফান।
কর্ণহীন কর্ণধার, হারায়েছ কান॥

হায় হায়, একি দায়, কি হইল জ্বালা।
দেখে তুমি কাণা হ'লে, শুনে হ'লে কালা॥
দেখিতে না পাও যদি বলি শুন তবে।
দিনে দিনে দীনে দেখে, পার কর ভবে॥
বৃথায় কি হবে আর, এখানেতে রয়ে।
দিন হারা দীন আমি, দিন যায় বয়ে।
ক্রমেতে উথলে, জল ডুবে যায় ভূমি।
ওরে জেলে, পারে ফেলে কোথা গেলে তুমি?
অপার সাগরে এনে, অপারে রাখিলে।
ডুবিবে অপার গুণ, অপার সলিলে॥
চাতর করিয়া তুমি হয়েছ পাথর।
আতর প্রদানে আমি হব না কাতর॥
এই বেলা, চাল ভেলা, পারানির ভাটা।
পারানির পণ দিব, মুল যাহা আঁটা॥
করো না আঁটুনি আর, পাছে উঠে ঝড়ি।
রাখিব না পাটুনির খাটুনীর কড়ি॥
যদি না হইতে পার, পারি এই ভবে।
হাঁরে, ও ধীবর! ত'বে ধীবর কে কবে॥
যা বলিবে, তা করিব, তাতে আছি রাজি।
পার কর, পার কর, পার কর মাজি॥
পার হ'লে একেবারে, হ'য়ে যাই পার।
আর না করিব পুন, এ পার ও পার॥
যে পারের যত সুখ, সব জানিয়াছি।
কোনরূপে পারে পারে, পারে গেলে বাঁচি॥
কিছুতেই পার নাই, অপারে ভাসিয়া।
কে পারে পাইতে পার, এ পারে আসিয়া॥

সে পারে, সে পারে থাক্, যে পারে যে পারে।
আমি কিন্তু কোনমতে, র'ব না এ পারে॥
স্বদেশে বেড়াই গিয়ে, এড়াই এ দায়।
প্রাণ আছে পণ দিব, ভাবনা কি তায়॥
কি স্বভাব কি অভাব, তুমি কেন ভাবো।
যা'র ধন তা'রে দিয়ে, পার হয়ে যাবো॥
তোল তোল, ধ্বনি তোল, বাড়িতেছে জল।
যে পারের লোক আমি, সেই পারে চল॥
পারে চল, পারে চল, দুটি পায় ধরি।
দেখো মাজি, মাজামাঝি, ডুবাও না তরি॥
তুমি তরি ডুবাইলে, কে বাঁচাতে পারে।
কার সাধ্য, এ অসাধ্য, পারে যেতে পারে॥
"পূর্ব্বঝড়" মনে হ'লে, ভয় হয় মনে।
উত্তরে অনেক দুখ "উত্তর পবনে"॥
বাতাস দক্ষিণ বটে, চালাও দক্ষিণে।
যাইবে পশ্চিম পারে, পাইবে দক্ষিণে॥
ছাড়িয়াছি যা'র ঘর, যাব তা'র ঘরে।
তোমায়, আমায়, দিব, পাব হ'লে পরে॥
তুমি আমি, বলি শুধু, এপারেতে এলে।
তুমি, আমি, বলা নাই, ও পারেতে গেলে॥
আমায় একেলা ফেলে ক'থা তুমি যাবে।
আমায় না করে পার, কিসে পার পাবে॥
পার জাই, পার যাই, পার কর কই।
না পা'র, না পার-হব, পার আছে কই॥
বোঝাপাড়া হ'বে শেষ, ক্ষণকাল বই।
পেয়েছি ঘাটের ছাড়, ছাড়িবার নই॥
যায় হরি, হরিহরি, করে হরি হরি।
হরিসুত হরি ভয়, লহ হরি হরি॥
রব না একূলে আর, খুলে দেও তরি।
হরি হরি, হরি বোল, হরি বোল, হরি॥

মৈত্রী। (চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ পূর্ব্বক।) আমি মুদিতার মুখে শ্রবণ করিলাম, আমার সহচরী শ্রদ্ধা ভয়ঙ্করী মহাভৈরবীর করাল-গ্রাসে পতিতা হইয়া কত কষ্টে ভগবতী বিষ্ণু ভক্তির কৃপায় পরিত্রাণ পাইয়াছেন—এই শোক সূচক সমাচার শ্রবণে আমি বিষমতর ব্যাকুলা হইয়াছি,—দুঃখের অনলে আমার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, আহা!—আমি কতক্ষণে সেই প্রিয় সখীর মুখ দেখব? আহা!—কতক্ষণে সাক্ষাৎজনিত সুখের সলিলে এই দুঃখের অনল শীতল হইবে।—আমার রঙ্গিনী সখী এখন কোথায়? এখন কোথায়?—আমি কোথায় গমন করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইব?

শ্রদ্ধা। (চারিদিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে।) সেই মহাভৈরবীকে দেখিয়া আমার মন এ পর্য্যন্ত স্থির হইতে পারে নাই। আমার সমস্ত শরীর ভয়ে কদলী তরুর ন্যায় নিরন্তর কেবল কাঁপিতেছে।—সেই ডাকিনী ভৈরবী অতি ঘোররূপা, ভীষণাকারা,—মূলার মত দন্ত, কুলার মত নখ,—কর্ণে নরকপাল নির্ম্মিত কুণ্ডল, বিদ্যুল্লতার ন্যায় সুদৃশ্যা, অথচ বিকটবেশা, অনল শিখাবৎ পিঙ্গলবর্ণবেশা। লোলরসনা, বিবসনা—কি নাসা? প্রাণ নাসা। অনলবাসা খলমল-হাসা, গভীরভাবা, কি ভয়ঙ্করী,—কি ভয়ঙ্করী?

মৈত্রী। (শ্রদ্ধাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে বিতর্ক।) হাঁ,—ঐ যে, দেখি,—ইনিই আমার সেই প্রিয়সখী শ্রদ্ধা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মরি, মরি—আহা—ভয়েতে এখনও কদলির ন্যায় চঞ্চলা—বাহ্যজ্ঞান বিহীনা,—বুঝি মনে মনে কোনরূপ চিন্তা করিতেছেন, এই কারণ অন্যমনস্ক থাকাতে আমাকে দেখিতে পান নাই,—যাই অগ্রে আমিই নিকটে যাই। আমি নিজেই গিয়া কথা কই, মুখখানি দেখিয়া আমার প্রাণটা শীতল হ'ক্।

(সম্মুখে গিয়া গাত্রস্পর্শ পূর্ব্বক) হে সখি!—তুমি এত চিন্তিতা,—এত অন্যমনা, এই আমি তোমার নয়নাগ্রেই রহিয়াছি। তুমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে একটিবারও দেখিতে পাও না।

শ্রদ্ধা। (দীর্ঘনিশ্বাস নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিষণ্ণভাবে।)

এই জন্মে পুনর্ব্বার, তোমায় দেখিব আর,
এ প্রকার ছিল না ভরসা।
ভৈরবী ভীষণ বেশে, ধরিয়া আমার কেশে,
করিয়াছে দারুণ দুর্দ্দশা॥
ঘাড়ে এসে ধরেছিল, নখাঘাত ক'রেছিল,
হ'রেছিল জীবন আমার।
নিষ্কাম যে, মহাধর্ম্ম, ভেদ করি তা'র মর্ম্ম,
পদাঘাতে করেছে প্রহার॥
শোন-পাখি যে প্রকার, দুই করে আপনার,
ছোঁ, মারিয়া দুই পাখি লয়?
ভৈরবী সে ভাব ধরি, আমাদের নিলে হরি,
শূন্য করি সাধুর হৃদয়॥
কোপ-চক্ষে চেয়েছিল, অতি বেগে ধেয়েছিল,
খেয়েছিল শরীরের রস।
দাঁত করি কড়কড়, ক'য়েছে বাক্যের ঝড়,
কুবচনে কেবল কর্কশ॥
দেহে আগুনের জ্যোতি, বদন বিকট অতি,
ঘন ঘোর ছাড়ে হুহুঙ্কার।
নখ-কুলা, দন্ত-মূলা, এলোচুলা, গায় ধূলা,
ভয়ানক ভীষণ আমার॥
মন আর স্থির নয়, এখন, হতেছে ভয়,
খেলে খেলে আবারে আসিয়া
মূর্ত্তিখানা মনে হ'লে, তখনিই পড়ি টোলে,
ভয়ে যায় প্রাণ শুখাইয়া।
কাঁপিতেছি থরথর, প্রিয় সখি ধরধর,
আলিঙ্গন কর একবার।
পোড়ে কাল করতলে, মা বাপের পুণ্যফলে,
কত কষ্টে হয়েছি উদ্ধার॥

মৈত্রী। (আলিঙ্গন করিতে করিতে মূর্চ্ছা।)

শ্রদ্ধা। (মুখে জলের ছিটে দিয়া চেতন প্রদান।)

মৈত্রী। (শ্রদ্ধার মুখে হাত দিয়া।)

শুনিয়া তোমার কথা, ব্যাকুল হৃদয়।
কোনরূপে মন আর, স্থির নাহি হয়॥
সর্ব্বনাশী ধ'রে প্রায়, করেছে সংহার।
শরীরেতে রসকস, কিছু নাই আর॥
তোমার সুধীর প্রাণ, হয়েছে অধীর।
নখাঘাতে সব গায়, ক্ষরিছে রুধির॥
মরি মরি মুখখানি, গিয়াছে শুখায়ে।
চাঁচর চিকুর চারু, পড়েছে এলায়ে॥
দুকূল আকুল দেখি, কটির বসন।
কালিন্দীর জল যেন, আঁখির অঞ্জন॥
ঘটেছে দশমদশা, এরূপ আকার।
বল বল, কিরূপেতে, হইলে উদ্ধার॥

শ্রদ্ধা। (চক্ষের জল সম্বরণ পূর্ব্বক।) সখি, এই বিষমতর বিপদ-কালে আমাদিগের ঘোরতর রোদন ও চিৎকার শ্রবণে দয়াময়ী বিষ্ণুভক্তি ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি ভঙ্গিমা-ভূষিত আরক্ত নয়নে ক্রোধানল বাণ নিক্ষেপ করিলেন তখন সেই কালভৈরবী বজ্রাঘাতে ভগ্নপর্ব্বতশিলার ন্যায় গভীর-নাদ ছাড়িতে ভূমিতলে চূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ অমনি প্রাণত্যাগ করিল।—সখি,—যেমন দৈববলে ব্যাঘ্রীর মুখ হইতে মৃগী রক্ষা পায়, দেবী বিষ্ণুভক্তির কৃপায় অদ্য সেইরূপ রক্ষা পাইয়াছি।

মৈত্রী। সজনি,—তাহার পর কি হইল?

শ্রদ্ধা। মাতা বিষ্ণুভক্তি বিশেষরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, দুরাচার কামাদি আমাকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক মহামোহের বশ হইয়া বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে।—ন্যায়াতীত কার্য্যের দ্বারা সংসারে সকলকে অন্ধ করিয়াছে,—জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশ করিতে দেয় না, অতএব অদ্য আমি সমুচিত প্রতিফল প্রদান পূর্ব্বক দুরাত্মাদিগে সমূলে নিপাত করিব।—হে বৎসে শ্রদ্ধে? তুমি এখনই বিবেকের নিকট গমন করিয়া এই কথা কহ

"মহারাজ—কাম ক্রোধাদির পরাজয় নিমিত্ত-সংপূর্ণরূপ উদ্যোগ কর, এই অনুষ্ঠানেই বৈরাগ্য উদ্ভব হইবে তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই, কারণ আমি শম, দম, প্রাণায়াম প্রভৃতি সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারা এই দণ্ডেই সমর সজ্জায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। আর কহিবে আমি শ্রীমতী সত্যবাণী এবং শান্তি প্রভৃতির দ্বারা উপনিষদের সহিত মিলন করিয়া প্রবোধ উৎপাদনের জন্য বিলক্ষণরূপে যত্ন এবং চেষ্টা করিতেছি,—বিবেক যেন সে বিষয়ে ক্ষণকাল-মাত্র ব্যাকুল না হন, তাহার সকল সুযোগ হইতেছে, আমি দেবীর এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বিবেকের নিকট গমন করিতেছি, হে সখি!—তুমি এখন কি করিবে কহ।

মৈত্রী। শুন সহচরী। আমরাও চারি ভগিনী সেই বিষ্ণুভক্তি দেবীর আজ্ঞানুসারে মহারাজ বিবেকের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মহাত্মাগণের হৃদয়ধামে অবস্থান করিতেছি।

এ জগতে সুজন, সদাত্মা, যত আছে।
আমাদের অবস্থান, তাহাদের কাছে॥
সুখি জনে করে সদা, আসার সঞ্চার
দীন হীন জনে করে, করুণা প্রচার।
পুণ্যশীল জনে করে, মুদিতার যোগ॥
কুমতি কুজনে করে, ক্ষমার নিয়োগ॥
স্বভাবে হইলে ধ্যান, এরূপ প্রকার।
কিছুতেই নাই হয়, মনের বিকার॥
নানারূপে যদি হয়, মলিন বিরস।
তথাচ হইবে মন, বিবেকের বশ॥
অতএব আমরা, ভগিনী চতুষ্টয়।
রাজার মঙ্গল হেতু করি কালক্ষয়॥
বল দিদি, কোথা আমি, করিব গমন।
কোথা গেলে বিবেকের, পাব দরশন॥

শ্রদ্ধা॥ লঘুত্রিপদীচ্ছন্দ।

বারাণসী নাম, পুণ্যতীর্থ ধাম॥
ভাগীরথী তীর, শীতল সমীর॥
জল সন্নিধান, মনোহর স্থান॥
শিলাময় ঘাট, হয় বেদপাঠ॥
চক্রতীর্থ যথা, মহারাজ তথা॥
কর্ম্মকাণ্ড বেদ, ঘুচাতেছে খেদ॥
ল'য়ে তা'র মত। হ'য়ে অনুগত॥
ভাবে অনুরত। উপাসনা কত॥
উপনিষদের। সহ মিলনের॥
তপস্যা বিশেষ। অস্থি চর্ম্মশেষ॥
প্রবোধের গেহে। প্রাণ আছে দেহে॥
করহ গমন। পাবে দরশন॥

মৈত্রী। সখি তবে তুমি অগ্রে গমন কর আমি তোমার পশ্চাতেই যাইতেছি।

[তদনন্তর মৈত্রী এবং শ্রদ্ধা রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

প্রবেশক। (রঙ্গভূমিতে মহারাজ বিবেকের শুভাগমন ঘোষণা।) ওহে কাশীবাসি ধর্ম্মশীল সুজন সকল! তোমরা শীঘ্রই গাত্রোত্থান কর,—ধীর বীর শান্ত দান্ত শ্রীমন্ত মহারাজ বিবেকের শুভাগমন হইতেছে, সকলে জয় জয় শব্দে আনন্দধ্বনি কর, শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি কর, মঙ্গলাচরণার্থ দ্বারে দ্বারে সুশীতল জাহ্নবী সলিলে কলস সকল পূর্ণ করিয়া তাহাতে শ্যামল আম্রশাখা স্থাপিত কর।—মহারাজের কুশল কামনায় যথাবিধি জপ কর, তপ কর। যাগ কর, স্বস্ত্যয়ন কর। মহারাজ কি জয়! মহারাজ কি জয়!!

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

ভবে বৃথা জন্ম তা'র,
মিছে ধরে নরাকার,
ভবে বৃথা জন্ম তা'র।
যা'র মনে নাহি করে, বিবেক বিহার॥
যদি চাও চিরপদ, ভাবে হও গদগদ,
ছাড়-অভিমান মদ, দ্বেষ, অহঙ্কার॥
মোহ মদে হয়ে মত্ত, ভুলিয়া পরমতত্ত্ব
তত্ত্বের না জেনে তত্ত্ব, তত্ত্ব কর কার?

তত্ত্ব তত্ত্বে পড় টোলে, ভক্তি রসে যাও গোলে,
সে তত্ত্বের তত্ত্বী হ'লে তত্ত্ব নাই আর।
আপনার নহে কেহ, কার প্রতি কর স্নেহ,
তুমি কা'র, কা'র দেহ, কররে বিচার॥
মন বশীভূত করি, বিরাগের অস্ত্র ধরি,
কাম আদি যত অরি, করহ সংহার॥

(মীমাংসানুগতামতির সহিত মহারাজ বিবেকের রঙ্গভূমিতে আগমন।)

বিবেক। গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

কোথা হে অনাথনাথ, দীন দয়াময়।
কত দিনে হীন হীনে, হইবে সদয়॥
ঘোরতর মনোরোগ, কতই করিব ভোগ,
সুখের সুযোগ যোগ, কখন না হয়।
বিষয়-বাসনা-রস, পরিহরি একাদশ,
যদি এসে হয় বশ, তবে কারে ভয়॥
হ'য়ে মন আজ্ঞাচারী, প্রবৃত্তির আজ্ঞাধারী,
রিপুদের আজ্ঞাকারী, আজ্ঞাকারী নয়।
কল্পনার সিংহাসনে, মোহে মুগ্ধ প্রতিক্ষণে,
কেমনে হইবে মনে বৈরাগ্য উদয়॥
না জেনে আপন বিত্ত, অনিত্য ভাবিয়া নিত্য,
বিষম বিকল চিত্ত, সকল সময়।
করি এই অনুরোধ, দেহ নাথ নিজ বোধ,
লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, করি পরাজয়॥

হে পরমাত্মন!—তুমি আমার পিতার পিতা, পিতামহ, আমার পিতা মন তোমার পুত্র,—হে নাথ! অনুকম্পা পূর্ব্বক স্বীয় সুত সেই মনকে মোহপাশ হইতে মুক্ত কর,—মনের সকল ভ্রান্তি হর।—হে পিতামহ! যিনি পিতামহ, তিনি যে সকল বাক্যে তোমার বর্ণনা করিয়াছেন।—সেই সমুদয় শ্রুতিবাক্য প্রতি নিয়তই আমার শ্রুতিপথে ধাবিত হইতেছে, কিন্তু আমি তাহার যথার্থ মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারি না। তুমি অনুকূল হইয়া আমার মনোরথ পূর্ণ কর। বিমাতাসুতেরা পিতাকে বশীভূত করত অতিশয় ভ্রান্ত ও মলিন করিয়াছে, তিনি স্ব স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছেন। তোমার অনুকম্পা ব্যতিরেকে আমি কোনক্রমেই প্রবল শত্রু মহামোহকে পরাজয় পূর্ব্বক পিতৃবন্ধন মোচন করিতে পারিব না। —অতএব প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও! আমি কিরূপে কৃতকার্য্য হইয়া তোমার পরম প্রেম লাভ করিব আমাকে তাহার সদুপদেশ কর।

জয় জয় জগন্নাথ, জগতের সার।
একমাত্র তুমি বিভু, অন্য নাই আর॥
অপরূপ ভূতময়, অখিল সংসার।
তোমার প্রভাবে নাথ হয়েছে প্রচার॥
ভূতাতীত ভূতনাথ, তুমি নিরাকার।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূত, সর্ব্বমূলাধার॥
অনিত্য ভূতের দেহ, দিয়াছ আমার।
ভূত সেজে বেড়াতেছি, ভূতের মেলায়॥
বুঝিতে না পারি কিছু, ভূতের ব্যাপার।
ভূতে ভূতে অভিভূত, কত কব আর॥
এভূত অদ্ভুত অতি, স্বভাবে সম্ভব।
ভিতরে বাহিরে ভূত, ভূতময় সব॥
একভাবে নানা ভাব, ভাবে সমভাব।
কে:করিবে অনুভাব, স্বভাব স্বভাব॥
ভাবিতে ভাবিতে হয়, ভাবের অভাব।
অভাবে আবার কত, ভাবের প্রভাব॥
অভাব, স্বভাব, ভাব, ভাবিবার নয়।
যত ভাবি, তত ভাবে, ভাবের উদয়॥
ভেবে ভেবে, স্থির ভাব, না পাই বিশেষ।
ভাবের ভাবনা ভাবি আয়ু হলো শেষ॥
মিছে কেন ভাবি ভাবি, ভবের ব্যাপারে।
ভবভাবি, ভব ভাবি, কে হইতে পারে॥
ভাবের অতিত ভাবি, তুমি ভাবময়।
স্বভাবে স্বভাব হ'ক, তোমাতেই লয়॥
একভাবে এক ভাব, অন্তরেই রয়।
আর যেন কোন ভাব, ভাবিতে না হয়॥
ভাবহীনে কৃপা কর, করুণা নিধান।
ভাবের ভেদক হ'য়ে, ভাব কর দান॥

জানিতে না পারি কিছু, কি আছে কপালে।
মোহিত হ'য়েছে মন, জগদিন্দ্র ছালে॥
মোহিনী মায়ার খেলা, মহামোহকর।
কিছু তার নাহি হয় জ্ঞানের গোচর॥
কেমন কৌতুকে এঁটে, কুজন-কপাট।
ভব-হাটে, কত ঠাটে, করিতেছে নাট
বাহিরের নাট শুধু, দেখিয়া বেড়াই।
ভিতরে কি আছে তা'র, দেখিতে না পাই॥
বিনা খিলে, কি কৌশলে, রাখিয়াছে এঁটে।
সাধ্য নাই, ঘরে যাই, সে কপাট কেটে॥
অসারে ভাবিয়া সার, মিছে করি শোর।
দেখিতে দেখিতে বাজী, বাজী হ'ল ভোর॥
বপুবাসে, রিপুচোর, হইয়া প্রবল।
হরণ করিল সব, যে ছিল সম্বল॥
একে একে সমুদয়, হ'য়ে গেল ক্ষয়।
পরমার্থ পুরুষার্থ, আর নাহি রয়॥
দীন হীনে দয়া কর, দীন দয়াময়।
আর যেন পাপ তাপ, ভুগিতে না হয়॥
কৃপা-অস্ত্রে ভ্রমপাশ, করিয়া ছেদন।
মোচন করিয়া, দেহ, মায়ার বন্ধন॥
বিনা দণ্ডে দণ্ড পাই, বিনা সূত্রে বাঁধা।
দেখিতে না পাই কিছু, লাগিয়াছে ধাঁধা॥
বাঁধা পোড়ে, ধাঁধা ভোগ, কেন করি আর।
মোহন করিয়া দেহ, লোচনের দ্বার॥
আপনি আপন দেখে, করি নিজ-হিত।
রিপুভাব ঘুচে যাক্, রিপুর সহিত॥

দেহে যেন আত্মভাব, নাহি থাকে আর।
আর যেন নাহি করি, আমার আমার॥
এ দেহ, আমার নয়, আমি নই দেহ।
ভ্রম পাশে বদ্ধ হ'য়ে মিছে করি স্নেহ॥
আমি কা'র, কা'র দেহ, বিচার না করি।
মোহ মদ, পান ক'রে অভিমানে মরি॥
ভূতের ভবন দেহ, দেহ এই জ্ঞান।
মমতা শমতা করি, করি তব ধ্যান॥
দেহের গরবে করি, মিছে অহঙ্কার।
শরীর, আমার কই, আমি কই তা'র॥

আমি কই, আমি কই, নাহি হয় স্থির।
কিরূপে হইবে তবে, আমার শরীর॥
না চিনিয়া আপনারে, করি অভিমান।
আপনি আপন বোধে, হ'তেছে প্রধান॥
আমি শুচি, আমি জ্ঞানী, ধর্ম্মশীল আমি।
ধনে মানে বড় আমি, অনেকের স্বামী॥
এইরূপে তত্ত্বহীন, মত্ত হ'য়ে মদে।
টলেছে মনের পদ, কিসে রব পদে॥
জাতি, ধর্ম্ম বড়, ছোট, ভেদাভেদ নাই।
তোমার নিকটে নাথ, সমান সবাই॥
আত্মবোধ, না হইলে, কিছু নাহি হয়।
অজ্ঞানে কিরূপে পাব, আত্ম পরিচয়॥
একে আমি অন্ধ, তাহে, ঘোর অন্ধকার।
কেমনে নেত্রের জ্যোতি, হইবে প্রচার॥
হৃদাকাশে রবিরূপে, উদয় হইয়া।
বাসনা রজনী দেহ, প্রভাত করিয়া॥
অবিদ্যার অন্ধকার, দূর হ'বে তায়।
মনের মন্দিরে আমি, দেখিব তোমায়॥

তুমি আমি দুই পাখি, এক গাছে বাস।
তোমার গোপন ভাব, না হয় প্রকাশ॥
খিচিমিচি করি আমি, ডাকিয়া ডাকিয়া।
তুমি আছ সমভাবে, নীরব হইয়া॥
এ প্রকার চমৎকার, কব কা'র কাছে।
এমন আশ্চর্য্য নাকি, আর কোথা আছে॥
বলহীন হইতেছি, আমি খেয়ে ফল।
ফলভোগ না করিয়া, তুমি পাও বল॥
ফলাহার করি আমি, তথাচ অস্থির।
কিরূপেতে অনাহারে, আছ তুমি স্থির॥
প্রাণেশ্বর বিহঙ্গম, সবিশেষ বল।
বিফলের ফলভোগে, কি হইবে ফল॥
এই ভাবে কত কাল, হারাইব বল।
কতকাল ভোগ হবে, এ গাছের ফল॥
দীনের সকল দিন, যায় ক্ষণে ক্ষণে।
দিন, দিন, দীননাথ, দীন-হীন জনে॥
কতদিন রব আর, কতদিন রব।
কতদিন করি হে আমি আমি রব॥

চরণ করিয়া দেহ, হরণ আশায়।
মরণ বরণ করি, ডাকিছে আমায়॥
কখন্ নয়ন্ মুদে, করিব শয়ন।
এখন তখন নাই, কি হয় কখন॥
শরীরে যতন করি, রতন ভাবিয়া।
পতন হইলে যাব, কোথায় চলিয়া॥
তখন এভাবে তুমি, আমায় কি পাবে।
দেখিতে দেখিতে সব, শেষ হ'য়ে যাবে॥
পাইলে আপন কাল, কাল লবে হ'রে।
মিছে কেন মরি আর, হাহাকার ক'রে॥
এমনি মায়ার মোহে মোহিত হৃদয়।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না হয়॥
তোমায় না ভেবে করি, মিছে পরিক্রম।
অজর, অমর, আমি, মনে এই ভ্রম॥
সম্পদ সম্ভোগ সুখ, স্বপনের প্রায়।
না বুঝিয়া মিছামিছি, করি হায় হায়॥
বিকসিত ফুল সম, দেহের আকার।
ক্ষণমাত্র দৃশ্য শোভা, পরে নাই আর॥
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ি কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন কি হয়॥
আকাশে চপল-খেলা, যেরূপ প্রকার।
সেইরূপ, এই দেহে, আয়ুর সঞ্চার॥
এই দেহ, এই প্রাণ, তোমারি তো সব।
মরণ বারণ করা, সাধ্য নাই তব॥
সকলি সৃজন কর, নাশ কর তুমি।
সাগর শোষণ করি, জল কর ভূমি॥
গগন আচ্ছন্ন করে, যেই ধরাধর।
সে ভূধর কালে হয়, ধুলাতে ধূষর॥
ধরাধর নাম তা'র, আর নাহি রয়।
ধরাধরে, ধরা ধরে, পাতিয়া হৃদয়॥
কোথা বিধি কোথা বিষ্ণু, কোথা কৃত্তিবাস।
সমুদয় দেবাসুর, করিয়াছ নাশ॥
কে বুঝিবে তোমার এ, ভাঙ্গা গড়া ক্রিয়া।
গহন দহন কর, দাবানল দিয়া॥
এক ভাঙ্গ, আর গড়, কত যোগে যোগ।
গেল না তোমার এই, ভাঙ্গা গড়া রোগ॥
ভাঙ্গ' ভাঙ্গ', গড় গড়, ইচ্ছা যাহা হয়।
সকলি তোমার ইচ্ছা, তুমি ইচ্ছাময়॥
মোরে যদি বেঁচে আসি, থাকে জ্ঞানযোগ।
তবে তো জানিতে পারি ভাঙাগড়া রোগ॥
যাহা গড়, তাই ভাঙো পুন কর তাই।
ভাঙ্গা গড়া দেখে হ'ল, ভাঙ্গাগড়া বাই॥
একরূপে, একরূপ, কার' নয় স্থির।
কেহ বা তোমার গড়ে, প্রণব শরীর॥
যাহার মনের ভাব, যেরূপ প্রকার।
সেইরূপে গড়ে সেই, তোমার আকার॥
আকার তোমার নাই, তুমি নিরাকার।
কল্পনায় করে জীব, আকার স্বীকার॥
অভিরুচিমত কত, মন্ত্র তায় পড়ে।
পূজিয়া তোমায় সবে, ভাঙ্গে আর গড়ে॥
ধরাধামে এইরূপ, উপাসক যত।
কল্পনায় অপরূপ, রূপ করে কত॥
যেরূপে যে ভাবে যেই, করে উপাসনা।
সে ভাবেতে তুমি তা'র, পূরাও বাসনা॥
তোমাতে রাখিয়া মন, পূজুক পুঁতুল।
সাধনায় সিদ্ধ হ'বে কিছু নাই ভুল॥
কার' মনে সূক্ষ্ম ভাব, কার' মনে স্থূল।
ভক্তি আর শ্রদ্ধা হয়, সকলের মূল॥
নানাশাস্ত্রে উক্তি আছে, যুক্তি কথা এই।
তোমারে যে ভক্তি করে, মুক্তি পায় সেই॥
তুমি হে ভক্তের ধন, ভক্তাধীন নাম।
কেহ বলে হরি, হর, কেহ বলে রাম॥
স্বরূপ, কিরূপ, তুমি, নাহি যায় জানা।
দেশে দেশে মতে মতে, নাম তাই নানা॥
কেহ কহে, জগতের পিতা, তুমি ধাতা।
কেহ কহে, ব্রহ্মময়ী, জগতের মাতা॥
মাতা হও, পিতা হও, যে হও সে হও।
ফলে তুমি, একমাত্র, তুমি ছাড়া নও॥
তরু, ঘাট, শয্যা আদি, অশেষ প্রকার।
পৃথিবী একাকী হন, সবার আধার॥
কত কত নদী নদ, দেখি কত স্থলে।
সকলি মিশেছে গিয়া, জলধির জলে॥
সেইরূপ বাঁকা, সোজা, নানা পথ আছে।
সকলেই কাছে যাবে, আগে আর পাছে॥

নানারূপ মত বটে, তুমি এক, স্থির।
বহু বর্ণ ধেনু যথা শাদা হয় ক্ষীর॥
কিছু নাহি মানে সেই, তোমায় যে মানে।
কিছু নাহি জানে সেই, তোমায় সে জানে॥
রসনায় ঘৃতের, আস্বাদ যেই ধরে।
সে তো আর, ঘোল খেয়ে, গোল নাহি করে॥
কমলের মধু খেয়ে, মন যাঁ'র ভুলে।
সে কি আর, উড়ে যায়, শিমুলের ফুলে॥
আনন্দ-কাননে যা'র, মন পাখি চরে।
কানন ভ্রমণে সে কি, আশা আর করে?
পরম পীযূষ রস, সুখে যেই খায়।
বিষম বাসনা বিষ, সে কি আর চায়?॥
মন যা'র সুশোভিত, প্রেম-হেম-হারে।
কুবেরের ধনে নাহি, মুগ্ধ করে তা'রে॥
শান্তির সলিলে যা'র, শীতল শরীর।
সে কি আর খেতে চায়, নীরদের নীর॥
সন্তোষের সমীরণ, লাগে যদি গায়।
প্রয়োজন কিছু নাই, তালের পাখায়॥
সাধু সহ বাস যা'র, হয় একবার।
বসৎ অসৎপুরে, সে করে না আর॥
প্রত্যয় পরম ধন, সর্ব্ব মূলাধার।
মনের মন্দিরে যেন বাস হয় তা'র॥
কিরূপ আকারে আমি, গড়িব তোমায়।
কি বচনে মন্ত্র পড়ি, ফুল দিব পায়॥
গূঢ়ভাব নাহি পাই, আমি মূঢ় মতি।
প্রকাশ করহ নিজ, পূজার পদ্ধতি॥
মনোময় রূপ তুমি করহ ধারণ।
নয়ন মুদিয়া আমি করি দরশন॥
তাহাতে যেরূপ হবে, রূপের সঞ্চার।
স্বরূপ সেরূপ রূপ জানিব তোমার॥
তাহাতে যে ভাবে হবে, ভাবের সঞ্চার।
সেই ভাবে পূজা আমি করিব তোমার॥
কোথায় বসাব, নাহি, ভেবে পাই মনে।
বোস বোস বোস মম, হৃদয়-আসনে॥
বনফুলে বিধি নয় তোমার অর্চ্চন।
মন খুলে, মন-ফুলে পূজিব চরণ॥
কেমনে পূজিব আমি দিয়ে গঙ্গাজল।
ভক্তি জলে পূজা করি, চরণ কমল॥
শ্রদ্ধারূপ-চন্দনেতে, চর্চ্চিত করিয়া।
মানবে পড়িব মন্ত্র, নীরব হইয়া॥
শাঁক, ঘণ্টা, কাঁশর, প্রভৃতি দিয়া ফেলে।
আরতি তোমায় করি, জ্ঞানদীপ জেলে॥
ছয় রিপু বলি দিই, লহ লহ ভোগ
অভোগের ভোগ এই, দূর কর ভোগ॥
প্রেমের আগুণ তব দ্বিগুণ কি তায়।
জীবন আহুতি দিলে, পূজা হ'বে সায়॥
আজ মরি, কাল মরি, কিম্বা মরি যবে।
নিশ্চয় মরিতে হবে, থাকিব না ভবে॥
এ অবধি যদবধি, মরণ না হয়।
ততবধি, মন যেন, তোমাতেই রয়॥
যখন যে রূপে আমি, যেখানেই রই।
তিন অধো তোমা ছাড়া, যেন নাহি রই॥
যদ্যপি ঘুমায়ে রই, মুদিয়া নয়ন।
স্বপনে তোমায় যেন, করি দরশন॥
ঘুমায়ে ঘুমায়ে যেন, জপি তব নাম।
ক্ষণমাত্র নাহি হয় জপের বিশ্রাম॥
দিনে, রেতে, জাগরণে, কতক্ষণ যায়।
অন্তর বাহিরে শুধু, হেরিব তোমায়॥
অন্য আলাপন যেন, না করিতে হয়।
করিব তোমার ধ্যান সকল সময়॥
যে সময়ে, দেহে প্রাণে, হইবে বিচ্ছেদ
সে সময়ে মনে যেন নাহি থাকে খেদ॥
জ্ঞানেতে তেজিব প্রাণ, আনন্দিত হয়ে।
হাসিতে হাসিতে যাব, তব নাম ল'য়ে॥
আমার সরল মন, করিয়া অমল।
মরণ সময়ে দিয়ো, চরণ কমল॥

পতিত পাবন নাম, করেছ ধারণ।
পতিতে পবিত্র কর পতিত পাবন॥
অতীত হতেছে কাল, না পাই ভাবিয়া।
কত দিন রব আর পতিত হইয়া॥
পতিত বলিয়া যদি ঘৃণা করা হয়।
বল তবে কিসে এই, পাপ হবে ক্ষয়॥
রাখ রাখ, ঠেলে রাখ, তাহে নাহি খেদ।

কিসে পাপ, কিসে পুণ্য, কিসে পাব ভেদ ॥
ঠেলা যেন নাহি হই, মানব সভায়।
যদ্যপি ঠেলিতে হয়, তুমি ঠেলো পায় ॥
তুমি যদি পায়ে ক'রে ঠেলো একবার।
তবে সব পাপ তাপ, ঘুচিবে আমার ॥
পরিত্রাণ পতিতে, না, কর যদি তবে।
পতিত পাবন নাম, কেহ নাহি লবে ॥
রাখ রাখ রাখ নাথ, নামের গৌরব।
ফুটুক্ করুণাফুল, ছুটুক সৌরভ ॥
"অপরাধ তরু" যেন, নাহি ফলে আর।
কর কর কর তারে, সমূলে সংহার ॥
পাপ কাঁটাবন ভরা, কলেবর ভূমি।
ভিতরের যত কিছু, সব জান তুমি ॥
যেন আর পাপ পথে, নাই হই রত।
ক্ষমা কর ক্ষমা কর অপরাধ যত ॥
তব নাম অনল, উঠুক মুখ ফুঁড়ে।
পাপরূপ তৃণরাশি, ছাই হ'ক পুড়ে ॥

আধি-ব্যাধি বিমোচন, সত্য সনাতন।
মনের সকল পীড়া, কর নিবারণ ॥
লোভজ্বরে জর জর. মানস আমার।
সমভাবে সদা তা'র, ভোগের সঞ্চার ॥
আপনার, পূর্ব্বভাব বলিতে না পারে।
একেবারে অভিভূত, মায়ার বিকারে ॥
ঘোর অহঙ্কার দাহ, দহিছে হৃদয়।
ধনাগম আশাতৃষা, ক্ষুধা নাহি হয় ॥
কামনা কুপথ্যে আরো বাড়িছে বিলাপ।
ক্ষণমাত্র ছাড়া নয়, প্রবৃত্তি প্রলাপ ॥
মমতা মোহের ঘোরে, অচেতন হয়।
থেকে থেকে প্রলাপেতে, ভুল কথা কয় ॥
এই জ্বরে, লঙ্ঘনের, কথা শুনে হাসে।
গুরুবাক্য "লঙ্ঘন" সে, করে অনায়াসে ॥
সত্যের সুপথ্যে তার, রুচি নাহি যায়।
কেবল কুপথ্য করি যাতনা বাড়ায় ॥
পীড়ায় কাতর হ'য়ে জ্ঞানহীন মন।
বিষয়-বাসনা-বিষ, করিছে ভোজন ॥
ছট্‌ফট্ কার যত, বিষের জ্বালায়।
ততই পিপাসা বাড়ে, ঘটে ঘোর দায় ॥
প্রণিপাত করি নাথ, চরণে তোমার।
মনের এ রোগ, ভোগ কত সহে আর ॥
তুমি তো দেখিছ সব, অন্তরেতে র'য়ে।
মনোযোগে দূর কর বৈদ্যরাজ হয়ে ॥
শান্তিজল দেও তা'রে, তৃপ্ত হয়ে খাবে।
ধনাগম আশা তৃষা ক্ষুধা হ'য়ে যাবে ॥
শান্তি রসামৃত যদি, যায় একবার।
বাসনা বিষের জ্বালা, রহিবে না আর ॥
আত্মবোধ বটিকায়, জ্বর ত্যাগ হ'বে।
মমতা মোহের ঘোর, আর নাহি রবে ॥
এখনি কাটিয়া যাবে মায়ার বিকার।
অভিমান দাহ তবে, কোথা র'বে আর ॥
বিবেক-বটিকা-রস, করিলে সেবন।
কামনা কুপথ্য তা'র, হবে নিবারণ ॥
নিবৃত্তির রসে যাবে, প্রবৃত্তি প্রলাপ।
সত্যের সুপথ্যে যাবে, সকল বিলাপ ॥
মনের এ মহারোগ, নাশ যদি হয়।
তবেই করিব আমি ত্রিভুবন জয় ॥
এই মন যদি হয়, মনের মতন।
মনের মতন তবে, পাইবে রতন ॥
নিত্য পাব, নিত্য-সুখ, ভাবনা কি আর।
আনন্দে আনন্দপুরে করিব বিহার ॥
গদ-গদ ভাব-ভরে, পড়িব হে ঢ'লে।
তব নামামৃত রসে, মন যাবে গলে ॥
অন্তর অন্তর তুমি, হইবে না আর।
নিরন্তর রবে নাথ, অন্তরে আমার ॥
কিছুই না চাই, আর, কিছুই না চাই।
হৃদি-দোলমঞ্চে তুলে, তোমায় নাচাই ॥
ভাবময় হ'য়ে ধর, মনোময়-কায়।
নাচিতে নাচিতে তুমি, নাচাও আমায় ॥
জীবে করি শিব দান, বাঁচাও বাঁচাও।
না চাও নাচিতে যদি, আমায় নাচাও ॥
বাহ্যজ্ঞান গ্রাহ্য যেন, নাহি হয় মনে।
নৃত্য করি, নিত্য সুখে, নিত্য-নিকেতনে ॥

অভিলাষ নগরেতে নাহি তার আশ।
দ্বেষহীন দেশে গিয়া, সুখে করি বাস॥
রোগ, শোক, তাপতাপ, কিছু নাই তথা।
প্রকাশিত কিছু নাই, নাই কোন কথা॥
সত্যের সদন সেই, অহিত-রহিত।
সুখের সাক্ষাৎ হ'বে, তোমার সহিত॥
অসতের বসতের, নহে, সেই বাস।
কোনকালে নাহি বহে, দুখের বাতাস।
ভেদাভেদ নাই তথা, বিচার আচার।
সর্ব্বজীবে সমভাবে, সদা সদাচার॥
একাকার নাই তথা, সব একাকার।
একাকারে এক হ'য়ে, করিব বিহার॥
নাহি রবে, আমি আমি, আমার আমার।
তোমায়, তোমায়, দিয়া, হইব তোমার॥
বলিবার কথা আর নাহিক বিশেষ।
একেবারে সমুদয়, করিলাম শেষ॥
মন যেন আর নাহি, পাপ পথে ধায়।
থাকো থাকো হৃদয়েতে, রাখো রাখো পায়॥

মীমাংসানুগতামতি। গীত।
রাগিণী ললিত। তাল আড়া

একমেবা দ্বিতীয়ম্, এই সোনা সার
এক বিনা নিত্যমর, কিছু নাই আর॥
ভ্রমে কেন ভ্রম মন, কোথা কর অন্বেষণ,
রয়েছে পরম ধন ঘরেতে তোমার।
স্মৃতি, শ্রুতি যত বল, ন্যায় সাংখ্য, পাতঞ্জল,
বেদান্ত সিদ্ধান্ত—স্থল, হ'বে কি প্রকার॥
করি বাক্য প্রতিপন্ন, কর, শাস্ত্র তন্ন তন্ন,
তবু কভু সুসম্পন্ন বিচার।
কেহ বা প্রণব কয়, কেহ কয় শব্দময়,
ইথে ব্রহ্ম পরিচয়, ক'বে হয় কা'র॥
বাক্য মনোগম্য নয়, বর্ণে কি বর্ণনা হয়,
কিরূপ, কিরূপ রূপ, করিব স্বীকার।
ভূতময় সমুদয়, অকাট্য যাহারে কয়,
স্বভাবের শাস্ত্র হয় নিখিল সংসার॥
নয়ন র'য়েছে তব, দেখ দেখ এই ভব,
এখনি হইবে তবে, সংশয় সংহার।
তর্কপথে কেন রও, শাস্ত্র পোড়ে মর্ম্ম লও,
ভাবের ভাবিক হও, ভাব আছে যা'র॥
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
ভাবগ্রাহী ভগবান, ভাবের আধার॥
ভ্রমদোলে কেন দোলো, সার পথ কেন ভোলো,
মনের মন্দিরে খোল বিশ্বাসের দ্বার।
যাবে নিত্য নিকেতনে, পাবে সেই নিত্য ধনে,
এক ভাবে এক মনে, ভজ একবার॥

হে জগদীশ্বর! —এই সকল জীব তোমার যথার্থতা বোধে বঞ্চিত হইয়া মায়াঘোরে অতিশয় কষ্ট পাইতেছে। —শাস্ত্রালাপ পূর্ব্বক বিদ্যার অনুশীলনে শতকোটি বর্ষ পরমায়ু ক্ষয় করিলেও আমরা এই বন্ধনে পার পাইতে পারিব না। অতএব অনুকূল হও। নিজবোধ বিতরণ কর।

হে করুণাপূর্ণ পরম পরাৎপর পরমেশ্বর! আমার প্রতি সদয় হও, কৃপা বিতরণ কর, শরীরে স্বাস্থ্য দেও। —রোগ লোক নাশ কর, প্রতিক্ষণেই যেন তোমাকে স্মরণ করি। প্রচুর দান প্রাপ্ত হইয়া প্রদাতার হস্ত স্মরণ না করিলে অকৃতজ্ঞ পামর জনের মধ্যে গণ্য করিতে হয়। —অতএব আমি যেন তোমার নিকট অকৃতজ্ঞ না হই। তুমি সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের একমাত্র কারণ, তুমি এই অপরিচ্ছিন্ন কালকে যুগ, বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, তিথি, বারে বিভক্ত করিয়াছ। ইহাতেই অপরিচ্ছিন্ন কালপরিচ্ছিন্নরূপে পরিগণ্য হইতেছে। আহা! সাধু সাধু!— তুমি এক অভাবনীয় মহদুপায়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্যাদি রিপুগণের পরস্পর সংগ্রাম ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার সমূহের মধ্য দিয়া এই জগতের উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছ, হে নাথ! আমি অতি মূঢ়, জ্ঞানহীন, তোমার এই ভবকার্য্য অবধার্য্য করি, এমত শক্তি কিছুই নাই,

অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হউক। —আমি আর কিছুই জানিতে ইচ্ছা করি না, যেন তোমাকে জানিতে পারি।—আমি আর কোন অভিমানের প্রত্যাশা করি না, যেন তোমার অভিমানে অভিমানী হই। আমি আর কাহারও আশা করি না, কেবল তোমারি আশা করি। আমি আর কাহারও ভরসা করি না, কেবল তোমারি ভরসা করি। আমি আর কোন সঙ্গের প্রার্থনা করি না, কেবল তোমার সঙ্গে সঙ্গী হইতেই প্রার্থনা করি।

হে ভক্তবৎসল ভগবান্! যে ব্যক্তি সকল ধর্ম্ম সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে তোমার ভজনা করে, অন্য সকল উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমার উপাসনা করে, সকল আশ্রয় পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধ তোমারি শরণাগত হয়, তুমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিমলানন্দ প্রদান কর, তাহার সকল সন্তাপ হরণ কর, তাহাকে মোহপাশ হইতে মুক্ত করিয়া নিত্য সুখে সুখী কর। ধীরাজ হইয়া তাহার হৃদয়রাজ্যে বিরাজ করিয়া অমূল্য ধন চরণ রত্ন বিতরণ কর।—আমি ধর্ম্মকর্ম্মাদি সর্ব্বত্যাগী হইয়া তোমাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করণের অভিলাস করি, কিন্তু কি করি, মানস করি, মানস করিতে শাসন করি, ফলে সে করী প্রবোধপাশে বদ্ধ হয় না। জ্ঞানাঙ্কুশে বশ হয় না, আমি মনকে স্থির করণে অশক্ত হওয়াতে অভিমান মদে নষ্ট হইতেছি, কষ্ট পাইতেছি। হে নাথ! আমার প্রতি অনুকূল হইয়া প্রমত্ত মনের মত্ততারোগ নিবারণের উপযুক্ত ঔষধ প্রধান কর। তোমার করুণাভিন্ন আমি কোনমতেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারিব না। তত্ত্বসুধায় বঞ্চিত করিয়া আমাকে আর কেন বিষয়-বিষে জর জর কর? এই অসার সংসারকে সার ভাবিয়া আমি আর কতকাল অনর্থক কাল হরণ করিব? এদিকে যত দিনের শেষ হইতেছে।—আমাকে মহারত্ন প্রদান কর, আর যেন সামান্য ধনের তৃষ্ণায় কাতর হইতে না হয়।—হে পুরুষোত্তম! আমি গৃহাভাবে মহারাজ্যে তরুতলে, গিরিগহ্বরে বাস করি, বালুকাময় সমুদ্রতীরে ধূলি শয্যায় শয়ন করি, অন্নভাবে গলিত-পত্র ভোজন করি, বারিদ-বদন-বিনির্গত জীবন ধারণ করি, বিবশন হইয়া হিংস্র জন্তু সকলের প্রতিবাসী হই, ঐশ্বর্য্য পূরিত কোলাহলময় লোকালয়ের সুখ হইতে এককালেই বঞ্চিত হই। সে আমার পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর হইবে, তথাচ যেন অনর্থজনক অর্থমাদকে মত্ত হইয়া পরমার্থ পথ বিস্মৃত হই, তোমার পরম প্রসাদাধীন যে আনন্দ, সেই আনন্দই আনন্দ, অপর আনন্দ আনন্দই নহে। তোমার সাধনা করিয়া যদি সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও মহা মঙ্গলের আধার বলিয়া স্বীকার করিব, কিন্তু তোমার ভজনাভাজন না হইয়া যদি ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হই তাহাকে সৌভাগ্য না বলিয়া দুর্ভাগ্য রূপেই গণ্য করিব, কারণ তুমিই সর্ব্বস্য ধন, নিধনের ধন, সাধনের ধন পরমধন। যে মনুষ্য একান্তচিত্তে এই পরমধনের প্রার্থনা করে, সে এই ত্রৈলোক্যের সমস্ত ধনকে তৃণ অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছজ্ঞান করে। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে তোমার নামামৃত পান করে, তাহার কি আর সামান্য সুধার ক্ষুধা থাকে। যে ব্যক্তি মনকে সরল করিয়া সন্তোষসাগরে অবগাহন করে, তাহার কি আর ক্ষিরোদ সমুদ্রের ক্ষীর সেবনের বাসনা থাকে?—যে ব্যক্তি শান্তি সমীরণে মনকে শীতল করিয়াছে, তাহার কি আর মলয়ানিলের শীতলতা সম্ভোগের ইচ্ছা থাকে, যে ব্যক্তি করুণা কুসুমের সুগন্ধে আমোদিত হয়, তাহার কি আর বন-শোভাকর কুসুমবাসের আমোদের আশা থাকে? যে ব্যক্তি ব্রহ্মপুরে আনন্দ-মন্দিরে বসতি করে, তাহার মনে কি আর কখনও কনকাদি রত্নরাজী রাজিত-পুর মধ্যে প্রবেশ করণের প্রত্যাশা থাকে?—যাহার মনের শরীর বৈরাগ্য বসনে আচ্ছাদিত ও ভক্তি ভূষায় ভূষিত হইয়াছে,

তাহার কি আর কখন চারু বিচিত্র পট্টবস্ত্র এবং মাণিক্যাদি রত্ন ভূষার আশা থাকে।—সেই ব্যক্তিই সাধু ও সত্যসুখে সুখী, তাহার আর অন্য কোন বিষয়ের স্পৃহা থাকে না। সে বিবেকের বলে রিপু সকলকে শাসন করিয়া অন্তকরণের আসন পবিত্র করে।

হে আধিব্যাধিবিমোচন সনাতন! আমি তোমার নিকট কেবল শারীরিক পীড়ার সুস্থতার নিমিত্তেই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছি এখন নহে, মানসিক পীড়ার প্রতীকারার্থই অত্যন্ত কাতর হইতেছি। তুমি মহারাজাধিরাজ কবিরাজ বৈদ্যরাজ হইয়া অনুকম্প-রূপ ঔষধ দ্বারা দৈহিক পীড়া নাশ করতঃ মহাবৈদ্যের ভয়-ভঞ্জন করণের পূর্ব্বেই আমার মনের পীড়া দূর কর, আমি মানসিক পীড়াতেই অতিশয় ক্লেশ পাইতেছি, একখানা নয়, ছয়খানা রোগ, তাহার উপর আবার অশেষ প্রকার উপসর্গ ভোগ করিতে হয়, আমার নিকট মূল ঔষধ কিছুই নাই, দুই একটা মুষ্টি যোগ প্রয়োগ করিয়া কতই করিতে পারিব? কারণ খলের দোষে প্রতিক্ষণেই ফলের দোষ হইতেছে।—অধুনা অসারে জলসার এবং মহৌষধ "মৃত্যুঞ্জয়, ও চিন্তামণিরসামৃত" ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতে পাই না। হে পরম ভিষক। যদি অসারে জলসার করাই কর্ত্তব্য, তবে আমাকে শান্তি সলিলে স্নাত করিলেই ভ্রান্তি রোগের শান্তি হইবে।—হে মৃত্যুঞ্জয়! আমাকে "মৃত্যুঞ্জয় ও "চিন্তামণিরসামৃত" শীঘ্রই সেবন করাও তাহাতে আমার মন আরোগ্য স্নান করিলেই বৈদ্য বিদায় করা বিধেয় বটে, কিন্তু কি করি আমার সম্ভাবনা কিছু মাত্রই নাই, সকলি তোমার, তোমার ধন তুমিই লইবে, প্রাণের সহিত মনকে একত্র করিয়া প্রণামি বিদায় প্রদান করিব, হে চরম-ধন পরম ধন! তুমি কিছু বিদায়ের ধন নহ; আমি বিদায় সূত্রে তোমার ধন তোমাকে দিয়াই বিদায় হইব। আমার নিধন সময়ে তুমিই জান, আমি কিরূপে জানিতে পারিব? হে প্রাণেশ্বর প্রাণধন! আমি তোমার নিকট কেবল ত্রাণধনের প্রার্থনা করি। তুমি আমার প্রাণধন লইয়া ত্রাণধন বিতরণ কর, আমি অদ্যই মরি, কল্যই মরি, যখন মরি, মরণকালে যেন একবার মধুকর হইয়া চরণ কমলে মধুপান করি, তুমি ক্ষণমাত্র আমার মনের সঙ্গ ভঙ্গ দিতে পারিবে না। তুমি কিঙ্কর স্বরূপ, কিরূপ, তাহা বলিতে পারি না, যেরূপ হও, কিন্তু আমি যেন প্রত্যক্ষ তোমার অপরূপ রূপ দর্শন করিতে পারি, জ্ঞানযোগে তোমার ধ্যান করিতে করিতে এবং পরম পীযূষ পরিপূরিত নাম জপিতে জপিতে যেন দেহের সহিত প্রাণের বিচ্ছেদ হয়, আর যেন পুনর্ব্বার সংসার যাতনা জ্ঞাত না হই।

হে নাথ! সংসার যন্ত্রণা অপেক্ষা যন্ত্রণা আর কিছুই দেখিতে পাই না, এই অনিত্য সংসার-সুখে আসক্তি প্রযুক্তই জীব শিব সঙ্গমে বঞ্চিত হইতেছে। বিষয় বাসনা-বিষপান করিয়া মত্ত হইতেছে, আপনার কল্যাণের ব্যাপার জ্ঞাত নহে, আনন্দের পথ দেখিয়া পায় না, কি সত্য কি মিথ্যা তাহা বুঝিতে না পারিয়া শুদ্ধ ভ্রমের-পথেই ভ্রমণ করিতেছে। আপনার দেহরূপ রত্ন ভাণ্ডারে অমূল্য মহারত্ন রহিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র যত্ন করে না, শুদ্ধ সংসারকে সার ভাবিয়া অসার সম্ভোগ করিতেছে। সুরঞ্জন নিরঞ্জন ভুলিয়া পুরঞ্জন হইয়া অঞ্জন সার করিতেছে। হে অবিজ্ঞাত নিরঞ্জন! আমি এইক্ষণে পুরঞ্জন হইয়া সমুদয় বিস্মৃত হইয়াছি। মিথ্যাতে আমার সত্যভ্রম হইতেছে। আমি আমি, আমার আমার, করিয়াই মায়া ঘোরে অন্ধ হইতেছি, এই মমতার শমতা করিতে এমত ক্ষমতা আমার কিছুই নাই, অতএব কৃপাকর কৃপা করিয়া এই মায়ার বন্ধন মুক্ত করিয়া দেহ। তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন এই বন্ধন হইতে নিস্তার পাইবার অপর উপায় দেখিতে পাই না। আমি মায়াতে মোহিত হওয়াতেই অহিত-

রহিত-নগর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমার সহিত সাক্ষাৎ করণে অশক্ত হইয়াছি। অসৎপুরে বসৎ করিয়া কি প্রকারে সত্তের পথের পথিক হইব? কি প্রকারে সত্তের মতে মতি করিব? কি আশ্চর্য্য? তোমার মায়া ছায়ারূপে আমার মস্তকে পদাঘাত করিয়া প্রতিনিয়তই নয়নাগ্রে নৃত্য করিতেছে, তোমার স্পর্শ ব্যতীত তাহার এত হর্ষই বা কেন হইতেছে? আমি এতই কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমাকে ভবের মেলায় আনিয়া মায়ার খেলা খেলাইতেছ? আমাকে অদ্ভুত ভূতে অভিভূত করিয়া কেন এত রঙ্গ করিতেছ? তুমি দয়া করিয়া মায়ার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেহ, তবেই আমার দেহ পবিত্র হইবে। আমি স্বয়ং মায়াকে দমন করিয়া তোমার নিকট গমন করি এমন সাধ্য আমার নাই, অতএব যেরূপ বিহিত বিধান হয় তাহাই কর। আমার মনকে বিষয় বাসনা হইতে বিরত করিলেই সংসার-রূপ-বিষ-বৃক্ষের অঙ্কুর ছেদ হইবে, তাহা হইলেই আমি আর কোন বাহ্যবস্তু করিব না। ভোগরূপ মহারোগের উপসম হইলেই আর আমার ভাবনা কি? মনকে স্থির করিয়া শুদ্ধ তোমাতেই ভাবনা করিব, আর বিকলেন্দ্রিয় হইয়া কোন বিষয়েই ব্যাকুল হইব না। তুমি সর্ব্বগত-শান্ত-সর্ব্ব স্বরূপ, এইরূপ জ্ঞান করিয়া তোমাতেই সকল সমর্পণ করিব। সংশয়শূন্য হইয়া উদ্বেগকে জয় করিতে পারিলেই অনুদ্বেগে মনকে জয় করিতে পারিব, মনকে জয় করিতে পারিলেই মায়াকে জয় করিয়া তৃণের ন্যায় ত্রিভুবনকে জয় করিব। তখন এই আমি, আমারি এই, আমার ধন, আমার জন, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার গেহ, আমার দেহ, এইরূপ ইন্দ্রজাল-জড়িত-ভ্রম আর থাকিবে না, অনাত্ম মিথ্যা বস্তুতে আত্মভাব ভাবিয়া আর মূঢ়ের ন্যায় অনর্থক রোদন করিব না। এই ক্ষণধ্বংসি জড় দেহে আর আমার আত্মবোধ থাকিবে না, আমি ব্রাহ্মণ, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি কুলীন, আমি রাজা, আমি পবিত্র. আমি শুচি, এই অভিমান আর রহিবে না। আমি, তুমি, উনি, তিনি সকলি সমান হইবে, মাংস ও অস্থিময় দেহেতে "আত্মভ্রম" হওয়াতেই এতদ্রূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমার এই ভ্রম যেন আর না থাকে। হে দয়াময়! আমি শুনিয়াছি, তুমি ইচ্ছাময়, অতএব ইচ্ছাময় হইয়া আমার ইচ্ছাকে বিনাশ কর। এই ইচ্ছা চিরদুঃখদায়িনী অকল্যাণী, ইচ্ছার নাম অবিদ্যা এবং ইচ্ছানাশের নাম মোক্ষ। হে চিন্ময় চিরন্তন! তুমি সূর্য্যরূপে আমার মানসাকাশে প্রকাশ হইয়া "বাসনারজনী" প্রভাত কর। অবিদ্যারূপ অন্ধকার সংহার করিয়া বোধের আলোক বিকীর্ণ কর।

রোগ, শোক, ভয়, বন্ধন, দীনতা এবং ব্যসনাদি "আত্ম অপরাধ" রূপ-বৃক্ষের ফল স্বরূপ হইয়াছে। এই সকল ফল ফলকর নহে, ইহারদিগের আস্বাদনে আমার অরুচি হউক। আমি আর এই ফলভোগ করিতে ইচ্ছা করি না।

প্রভব সর্ব্ব দুঃখের আকর, আশ্রয় সকল আপদের আলয় এবং আশ্রয় সকল—পাপের আধার হইয়াছে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ও প্রচুর পরিজনে পরিবেষ্টিত যে সংসারী সে কখনই সুখী নহে, যে ব্যক্তি সংসার ত্যাগী সেই ব্যক্তিই সুখী, কারণ সংসারে দুঃখের বীজ এবং সংসারত্যাগ সুখের মূল হইয়াছে। কাঁচা কলসীর জল যেমন শীতল হইয়াও মলিন দোষে গুণকর হয় না, সেইরূপ সাংসারিক সুখ সুখনাম ধারণ করিয়া কোনমতেই সন্তোষদায়ক হয় না; যেহেতু সে বিষ মিশ্রিত অমৃতবৎ। আমি বিনা রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া বিনা দণ্ডে দণ্ড পাইতেছি, এ কি ভয়ঙ্কর!

হে ভক্তাধীন ভাবময়! আমার মনের ভাব তোমার অগোচর কিছুই নাই, যেহেতু

সর্ব্বজ্ঞ মনোময়, তুমি স্থিররূপে মনোময় হইয়া আমার মনকে তোমার ভাবের ভাবিক কর, তোমার প্রেমের প্রেমিক কর, এবং তোমার রসের রসিক কর, মনের চাঞ্চল্য হরণ করিলেই আমি শান্ত হইয়া সমুদয় ভয় হরিব, ত্রিতাপকে ক্ষয় করিব, শত্রুকে জয় করিব, মনকে তোমাতেই লয় করিব। হে নাথ! কি পরিতাপ, এই আমি তোমার স্মরণ পথে চরণ করিতেছি, হঠাৎ যেন কে আসিয়া আমার চিত্তকে হরণ করিয়া মায়িক কার্য্যে বরণ করিতেছে। রক্ষাকর, রক্ষা কর, তুমি অবিচ্ছেদ আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া স্মরণ-পথ পবিত্র কর। অন্তঃকরণের অকল্যাণী বৃত্তি বৃাহ বিনাশ কর। হে আনন্দময় কেবল আনন্দ প্রদান কর, এই আনন্দ-কাননে কখন বা অতি উচ্চৈঃস্বরে তোমার আনন্দময় নাম উচ্চারণ করিয়া আনন্দ সংকীর্ত্তন করিব, কখন বা নীরব হইয়া নয়ন মুদিয়া ধ্যান ধারণা দ্বারা তোমার আনন্দ-দায়িনী মোহহারিণী মনোময়ী মোহিনীমূর্ত্তি অবলোকন করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিব।—আমি ক্ষণার্দ্ধ কালের নিমিত্ত যেন তোমার আনন্দ সম্ভোগে অবস্থৃত না হই। তোমাকে অন্তরে দেখিয়া, বাহিরে দেখিয়া, সর্ব্বত্রই দেখিয়া, যেন নিত্যানন্দ লাভ করি।—আমি যখন যে অবস্থায় যে ভাবে তোমার অতুল্য অমূল্য প্রেমপূরিত নাম উচ্চারণ করিব, তখন যেন শব্দাধারে অমৃত নিঃসৃত হইতে থাকে। আপনার মুখনির্গত বচন মধুতে যেন আপনিই মোহিত হই। আমি যখন লেখনী ধারণ করিয়া তোমার গুণবর্ণনা করিব, তখন যেন অক্ষরে অক্ষরে সুধা ক্ষরে। আমার হস্ত লিখিত বর্ণ সুধায় আমি যেন আপনিই তৃপ্ত হই। হে শব্দাতীত! তুমি আমার শব্দ-রথের রথী হইয়া ভাবপথে আগমন কর। হে বর্ণানাতীত! তুমি আমার বর্ণ পথের পথিক হইয়া সাধন সদন বিশুদ্ধ কর। তুমি ভাবাকাশে রবি ছবি ধারণ করিয়া কবিকুলের হৃদয়পদ্ম প্রফুল্ল না করিলে মানস-মধুপ কখনই মধুপানে মুগ্ধ হইতে পারে না। হে নির্ব্বিশেষ হৃদয়েশ! তুমি সদয় হইয়া আমার হৃদয়রাজীব বিকসিত কর। আমি যেন আর মোহ-মদে-মত্ত হইয়া কুভাব ভাবিণী কুপথদর্শিনী, কুরূপিণী কুলটা কবিতা কামিনীর কামনা না করি। আমি যেন নিরন্তর তোমার তত্ত্বমদে মত্ত হইয়া সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব তত্ত্বাতীত তত্ত্বনিরূপিণী সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিণী সর্ব্বভভবিধায়িনী পুরঞ্জনী প্রগল্ভিনী সুরঞ্জনী পরমামৃতপ্রদায়িনী পরমা কবিতা সতীর দ্বারাই সেবিত হই।

হে করুণানিধান! আমি কিরূপে তোমার আরাধনা করিলে তোমাকে প্রাপ্ত হইব তাহার উপদেশ নির্দ্দেশ তুমিই কর? আমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তোমাকে প্রাপ্ত হইব এমত বিশ্বাস হয় না। কারণ আমি অতি অল্পবুদ্ধি অজ্ঞান, এজন্য শাস্ত্র পড়িয়া তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি না। শাস্ত্র বিশেষে যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ নিয়োগ হইয়াছে, কোটি বর্ষ জীবিত থাকিয়া নিয়ত অধ্যয়ন পূর্ব্বক প্রাণ-বিয়োগ করিলেও তাহার সুসংযোগ করা সুসাধ্য হয় না। নানা শাস্ত্রে নিপুণ কত কত পণ্ডিত এবং কত কত তাপসকে দর্শন করিয়া প্রস্তাব করিতেছি, তাঁহারা আপনারাই সম্পূর্ণ সংশয়ে সংযুক্ত হইয়া সন্তাপ সম্ভোগ করিতেছেন, ইহাতে কিরূপে আমার মনের মালিন্য-রূপ-অন্ধকার সংহার করণে সমর্থ হইবেন? আপনারা এ পর্য্যন্ত নৌকার সঙ্গতি করিতে পারেন নাই, অতএব কি প্রকারে ভাবিক নাবিক হইয়া আমাকে ভবসমুদ্র পার করিবেন। হে মৃত্যুঞ্জয়! মৃত্যু শত্রু আমার কেশাকর্ষণ করিয়াছে, ক্রমে ক্রমে শেষ উঠিতেছে। সবল শরীর অচল হইয়া ধবল গিরির ন্যায় আকার ধরিতেছে, প্রতিক্ষণেই ইন্দ্রিয়দিগের অবস্থার অন্যথা হইতেছে, আর দেহের প্রতি বিশ্বাস করিতে পারি না। যেমন জলে আঘাত পাইলে বিম্ব সকল উদ্ভূত হইয়া ফেনার সঞ্চার করে,

সেই প্রকার রোগ সকল পুনঃ পুনঃ শরীর সরোবরে আঘাত করিয়া অশেষ প্রকার যাতনা-ফেনা বিস্তার করিতেছে। তুমি কখন্ কি করিবে, তাহার স্থিরতা কিছুই নাই, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া যখন তাহাকে নাশ করিতেছ—তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়া যখন তাহাকে শুষ্ক করিতেছ, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়া যখনই তাহাকে জীর্ণ করিতেছ, তখন আমি এক ক্ষুদ্র এক যৎসামান্ত নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে চিরজীবনের প্রত্যাশা করিতে পারি? তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি সকলকেই সংহার করিয়াছ, আমাকে জন্মমাত্রেই বিনাশ না করিয়া অত্যাপি সজীব রাখিয়াছ, আমি এই দেহ ধারণ করিয়া এ পর্য্যন্ত এই বিশ্ববিপিনে বিচরণ করিতেছি, ইহাতে তোমার অপার কৃপার ব্যাপার স্বীকার করত কেবল কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতেছি। হে নাথ! হে নাথ! আমার কৌমার কাল স্বপ্নের ন্যায় শেষ হইয়াছে। যৌবন কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া অমনি লয় প্রাপ্ত হইল। এইক্ষণে জীবনকে বিদ্যুতের ন্যায় বোধ হইতেছে। প্রচণ্ড পবনাঘাতে প্রদীপ শিখা নির্ব্বাণ হওনের ন্যায় কালের বাতাসে এই প্রাণ-প্রদীপ এখনিই নির্ব্বাণ হইবেক। যেমন আকাশকে খণ্ডন করা সাধ্যের অধীন নহে, যেমন বায়ুকে বন্ধন করা কোনমতেই সম্ভব নহে,—যেমন সমুদ্র তরঙ্গের হার গ্রন্থন করা কখনই সাধ্যপর নহে,—এবং যেমন চপলাকে বেষ্টন করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে, সেইরূপ স্নেহাগারে আয়ুকে বদ্ধ রাখা কোন প্রকারেই সাধ্যসিদ্ধ হইতে পারে না। আমি এতদ্রূপ সংশয় সম্বলিত সঙ্কটাবস্থায় পতিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস পূর্ব্বক তোমাকে জ্ঞাত হইব সে কেবল ভ্রমমাত্র। তুমি কল্পতরু, আমি কৃপাছায়ায় আশ্রিত হইয়াছি আমাকে অভিলসিত ফল প্রদান কর। তুমি বিশ্বগুরু, অতএব দয়া করিয়া স্বয়ং আমার উপদেশক হও।

হে সর্ব্বসন্তাপ সংহারক সর্ব্বোগুরো! তাঁহারা "গুরু" উপাধি ধারণ করিয়া এই সংসারে সঞ্চরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের, তাঁহাদিগের মধ্যে সদগুরু অতি দুর্লভ। মায়ামুগ্ধ সকল নরলোক পরলোক চিন্তায় পরাঙ্মুখ, যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে রত। তাঁহারা নাম মাত্রেই সন্তুষ্ট। ক্রিয়া আয়াসেই অনুরক্ত প্রতারণা পূর্ব্বক নানারূপ বেশ ধারণ করিয়া কেবল দাম্ভিকতাই প্রকাশ করেন, নিয়তই ধনাহরণে বিষম ব্যাকুল। স্বদেহ ও স্ত্রী, পুত্রাদি কুটুম্ব চিন্তায় নিরন্তর কাতর। বাহিরে নানাপ্রকার প্রকাশ্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শুদ্ধ লোক সকলকে বঞ্চনা করিতেছেন, আপনাকে মহাবিজ্ঞ জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান পর্ব্বতের চূড়ার উপর আরোহণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখে আসক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া উল্লেখ করে ও অভিমান করে, সে ব্যক্তি কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম ভ্রষ্ট হইয়া অতি কষ্টদায়ক অপকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। আমি বেদ শাস্ত্ররূপ সমুদ্র সলিলের লহরী লীলা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ অনেকেই বেদ পড়িয়া ভেদ রহিত হইতেছেন। যিনি এই জলনিধি মন্থন করিয়া অমৃত ভোজন করিয়াছেন, তিনিই সার লইয়া তৃপ্তচিত্তে নীরব আছেন, নচেৎ প্রায় সকলেই অতি অসার ঘোল খাইয়া গোল করিতেছেন। ষড়্ দর্শন মহাকূপে পতিত হইয়া অনেকেই অন্ধের ন্যায় হইয়াছেন। কেহই সার তত্ত্বের তত্ত্বী হইয়া আত্ম নিরূপণ করেন না, শুদ্ধ অনর্থক বাগ্বিতণ্ডা দ্বারা মহারত্ন পরমায়ুকে বৃথা বিনষ্ট করিতেছেন। বেদ পড়ুন, দর্শন পড়ুন, পুরাণ পড়ুন, আগম পড়ুন, যাহা ইচ্ছা তাহাই পড়ুন। যিনি বিবাদ, বিতর্ক ও বিতণ্ডা-বিহীন হইয়া সার গ্রহণ পূর্ব্বক মনকে নির্ম্মল করিবেন, তিনিই চরিতার্থ হইবেন। তিনিই এই জগতে জীবন্মুক্ত হইবেন। যিনি অর্থ লোভে আকুল হইয়া শাস্ত্রার্থের ব্যতিক্রম করত সকল অর্থের সার অর্থ পরম পুরুষার্থ-পরমার্থের অন্যথা করেন, তিনি কখনই যথার্থ-পথে

পদক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহার আচার বিচার কাক ভক্ষণের ন্যায় হাস্যজনক হয়। যদি তোমাকেই না জানিল তবে শাস্ত্র জানিবার ফল কি হইল? লোচনহীনের দর্পণ যেমন বিফল হয়, প্রজ্ঞাহীনের পঠন সেইরূপ বিফল হইতেছে। হাতা যেমন অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া তাহার আস্বাদ পায় না, রসনা, তাহার রস লয়। মস্তক যেমন পুষ্প বহন করিয়া তাহার গন্ধ পায় না, নাসিকা আঘ্রাণ লয়। সেইরূপ শাস্ত্র ব্যবসায়ী জনেরা শাস্ত্র সকল পাঠ করিয়া বাক্যব্যূহ বন্ধন পূর্ব্বক পরস্পর বিরোধচ্ছলে শাস্ত্র সম্ভাবরূপ পরম ভাবের অভাব করিতেছেন। যিনি বুদ্ধিমান তিনি শুদ্ধভাব লইয়া চিত্তকে শুদ্ধ করিতেছেন। হংস যেমন নীর পরিহার পুরঃসর ক্ষীর গ্রহণ করে, এবং কৃষক যেমন পল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধান্য লয়, তেমনি সারজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রের অসার ছাড়িয়া সার ভোগ করেন। প্রত্যক্ষ গ্রহণ না করিয়া বাক্য গ্রহণে কি লাভ আছে? শব্দবোধের দ্বারা কখনই সংসার মোহ নাশ হয় না, জ্ঞানের দ্বারাই নাশ হয়, শাস্ত্রাদি আয়ুর্নাশক ও বহুবিধ বিঘ্নকারক। এই বিদ্যা মুক্তি ও জ্ঞানের বিড়ম্বিকা হইয়া কেবল বিড়ম্বনাই করে। অমৃত পানে তৃপ্ত যে পুরুষ, তাহার যেমন আহার করণের প্রয়োজন করে না, সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষের শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন করে না। মোক্ষের কারণ শাস্ত্র নহে, বিদ্যা নহে, ধন নহে, জন নহে, আলয় নহে, আশ্রয় নহে, জপ নহে, তপ নহে, যজ্ঞ নহে, পূজা নহে, স্নান নহে, গান নহে কেবল এক মন। এই মনই বন্ধের ও মোক্ষের কারণ হইতেছে। হে নাথ! তুমি অনুকূলা হইয়া জ্ঞানের দ্বারা আমার মনকে পবিত্র করিয়া দেহ, তাহা হইলেই আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইব।

হে জীব? মনে কর তুমি এই অনিত্য মানব-দেহ ধারণ করিয়া আর কতদিন এই মোহকরী-মোহিনী-মহীর হৃদয়মন্দিরে অবস্থান করিবে? মনে কর, তুমি মৃত্যুর গ্রাসেই পতিত রহিয়াছ। অতএব এতদ্রূপ অত্যল্প দিবসের নিমিত্ত জগতে আসিয়া যদি অনর্থক বিবাদ কলহ ও বিচার, বিতর্ক করিয়াই পরমরত্ন পরমায়ুকে বৃথা বিনষ্ট করিবে, তবে কোন্ সময়ে নিশ্চিন্ত চিত্ত হইয়া পরমপুরুষের চিন্তা করত পরমপুরুষার্থ পরমার্থ লাভ করিবে? তুমি যতদিন বিবাদ করিবে, কলহ করিবে, বিচার করিবে, বিতর্ক করিবে এবং অভিমান করিবে, ততদিন তোমার চিত্তের চাপল্য কিছুতেই নিবারণ হইবে না। এই চঞ্চলতার অন্যথা না হইলে কোনক্রমেই তোমার অন্তঃকরণে প্রেম, ভক্তি, ভাব, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের স্থিরতা হইতে পারিবে না। সিদ্ধান্ত পক্ষে ব্যাঘাত হইলে কি প্রকারে প্রবোধের উদয়, হইতে পারে? তুমি আর কেন চীৎকার কর? নীরব হও, মনকে স্থির কর।—সিদ্ধান্তস্বরূপ সূর্য্যদেবের উদয় করিয়া মানসের অন্ধকার সকল মোচন কর। ভাব, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম এবং বিশ্বাসকে মনের মন্দিরে স্থাপিত করত সর্ব্বাধ্যক্ষ শিবময়কে মনোময় করিয়া নিরন্তর তাঁহার ধ্যান কর। —মন যেন ক্ষণার্দ্ধকালের নিমিত্ত জগদীশ্বরের চিন্তা হইতে বিরত না হয়। মনকে বশ কর, মনকে বশ কর। এই মনকে বশ করিতে পারিলেই জগৎকে বশ করিতে পারিবে, এবং জগতের কর্ত্তাকে বশ করিতে পারিবে।

বিবেক। (ঊর্দ্ধমুখ হইয়া।) আ! পাপ দুরাচার মহামোহ! তুই আপনিই নষ্ট,—আবার আমাকেও সর্ব্বমতে নষ্ট করিতেছিস্। তোর দোষে আমি ক্ষণমাত্র স্থির হইয়া তত্ত্বসুধা পান পূর্ব্বক সংসার ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারিলাম না,—দূর নরাধম—দূর নরাধম!

মীমাংসানুগতামতি। হে মহারাজ! আমি নিশ্চয়রূপে শুনিয়াছি, তত্ত্বজ্ঞানি মহাত্মারা এইরূপ কহেন, পুণ্যশীল সুশীল মানবের কোন কর্ম্মেই ব্যাঘাত হয় না, যে হেতু দেবতারা অনুকূল

হইয়া স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক সেই সকল কর্ম্মের বিঘ্ন বিনাশ করেন। অতএব মনোভব কামকে পরাভব করণ বিষয়ে শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুভক্তিদেবী যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন, তুমি সেইরূপ কার্য্য সাধনে বিশেষ যত্ন কর। —আমি তোমার মঙ্গল মানসে উক্ত দেবীকে প্রসন্না করিয়াছি। তিনি সহায় হইয়া সর্ব্বতোভাবেই সাহায্য করিতেছেন, সেই বিপক্ষ মহামোহের প্রধান সেনাপতি রতিপতি কাম। —অধুনা আমাদিগের সুযোগ্য বীরবর বস্তুবিচারের দ্বারাই তাহাকে পরাজয় করা কর্ত্তব্য হইতেছে। বস্তু বিচার আপনার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করিলে কাম প্রাণভয়ে সসৈন্যে কোথায় প্রস্থান করিবে তাহার সন্ধান হইবে না।

বিবেক। বোধ হয় তোমার কৃপায় এতদিনে আমি কৃতকার্য্য হইব। বুঝি গুরুদেব আমাকে সদয় হইয়াছেন। —হে বেদবতি মীমাংসনুগতামতি। —তুমি শীঘ্রই গিয়া সেই বস্তুবিচারকে এমনি এখানে আনয়ন কর।

মীমাংসানুগতামতি। যে আজ্ঞা মহারাজ। আমি তাহাকে আনিতে চলিলাম।

(কিঞ্চিৎ পরে মীমাংসানুগতামতি বস্তুবিচারকে লইয়া রঙ্গভূমিতে আগমন করিলেন।)

বস্তু বিচার। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া।)

গীত

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

যুবতী-যৌবন-জলে, ডুব না রে আর।
জ্ঞানহীন, লোভ-হীন, মানস আমার॥
রমণীর রমণীয়, কলেবর কমনীয়,
ও তো নহে, গমনীয় পাপের আধার॥
মদন-ধীবর কাল, করি কত ষড়জাল,
তাহাতে বিশাল জাল, করেছে বিস্তার॥
রতি-রজ্জু করে করি ব'সে আছে তটোপরি,
এখনি তোমারে ধরি, করিবে সংহার।
শান্তি নদী সুবিমল, তাহাতে করুণা জল,
সমভাবে সুশীতল, কত গুণ তা'র॥
সে জলে ডুবিলে পর, ঘুচিবে জেলের ভয়,
স্থির হয়ে নিরন্তর, করিবে বিহার।
পরম প্রবাহ ভাল, একরূপ চিরকাল,
সে জলে কুহক জাল, ফেলে সাধ্য কা'র॥
খেলিবি আনন্দ করি, দেখে তোরে ক্ষেমঙ্করী*,
যদি লয় পায়ে করি, করিবে উদ্ধার।

যোগ সেধে, যোগী হ'তে, সাধ যদি আছে।
যেও না যেও না তবে, যুবতীর কাছে॥
রমণী মোহিনী প্রায়, কি কুহক জানে।
বস্তু শেষ করে তার, চায় যার পানে॥
নারীনেত্র কালসর্প, কটাক্ষ দর্শনে।
বিষে করে জর জর, কত শত জনে॥
কামিনীর প্রেমমদে, মাতাল সকলে।
ভ্রমরার ভ্রম দেখ, চিত্রের কমলে॥
প্রবল প্রমাণ তা'র দেখ এক চাঁদে।
কাটের কামিনী দেখে, তরী পড়ে ফাঁদে॥

হাদে হে, পথিক জীব, কোথা যাও একা।
ভ্রমের গহন মাঝে, পাবে কার দেখা॥
আত্মতত্ব জ্ঞানপথ, যত্ন করি ধর।
সারতত্ব পরিহরি, কার তত্ব কর॥
অনিত্য সংসার এই, অনিত্য এ দেহ।
নিত্য নয়, মিত্য নয়, নিত্য নয় কেহ॥
সৃজন-সংহার-হীন, নিরঞ্জন যেই।
তত্বের অতীত নিত্য, সত্যরূপ সেই॥
কুসুমে যেরূপ থাকে, গন্ধের সঞ্চার।
আত্মারূপে দেহে তিনি, সেরূপ প্রকার॥
গোরসে জন্মায় ঘৃত, কর্ম্মযোগ নানা।
আত্মারূপ ব্রহ্মদেহে, তত্বে যায় জানা॥
যদ্যপি বাসনা কর, আপনার হিত।
আত্মীয়তা কর তবে, আত্মার সহিত॥
ঘরের ভিতরে দীপ, তমো করে দূর।
সহজে দেখিতে পাবে, সদানন্দপুর॥

* ক্ষেমঙ্করী—পরমেশ্বরী ও শঙ্খচিল।

মেলে থাক' জ্ঞান রূপ, উজ্জ্বল নয়ন।
আত্মধামে পাবে তবে, আত্মা দরশন॥
ভাবের উদয় হয়, প্রণয়ের মুখে।
স্বভাবে সন্তোষ সদা, নৃত্য করে সুখে॥
কেবল আনন্দ করে, মন অধিকার।
আপনি আপন বোধ, নাহি থাকে আর॥
সেই মাত্র মনে জানে, লভ্য যা'র হয়।
সুখময় ব্রহ্মজ্ঞান, ফুটিবার নয়॥
পক্ষিগণ, দুই পক্ষ, করিয়া বিস্তার।
গগনে বিশ্রাম করে, যেরূপ প্রকার॥
বালকের যে প্রকার, নিদ্রার স্বভাব।
জ্ঞানির স্বভাবে হয়, সেইরূপ ভাব॥
বিচারেতে এই উক্তি, যুক্তিযুক্ত বটে।
সেই জানে সেই ভাব, যা'র ঘটে ঘটে॥
তোমার যেমন ভাব, ভাব' সেই ভাবে।
ভাবিলে ভাবেব বলে, ব্রহ্মপদ পাবে॥
যেমন, তেমন, হয়, তর্কে নাই ফল।
জ্ঞানেরে করিয়া সঙ্গী, তত্ত্বপথে চল॥

ইন্দ্রিয়ের বশ হ'লে, বিপদ বিশেষ।
ইন্দ্রিয় শাসন করা, সম্পদ অশেষ॥
ইন্দ্রিয় শাসন-পথ, হিতকর অতি।
অতএব কর জীব, সেই পথে গতি॥
ইন্দ্রিয়ের অশাসন, সেই পথ কুপথ।
সে পথে চেলো না কভু, নিজ মনোরথ॥
শম, দম, দুই পথ, সুবিমল হয়।
বন নাই, চোর নাই, নাই কোন ভয়॥
সুচারু সন্তোষপুর, সুশোভিত যথা।
দুই পথ এক হয়ে মিলিয়াছে তথা॥
দম পথ ভর করি, মহাসুখে যাবে।
যেতে যেতে দুই পথ, একরূপে পাবে॥
প্রবেশ করিবে শেষ সন্তোষের পুরে।
পাবে তথা নিত্যসুখ, দুখ যাবে দূরে॥

মনেরে না মুড়াইয়া, মস্তক চুড়ায়।
নাহি চিনে গুরু, কিন্তু নানাতীর্থে যায়॥
যোগ নাহি জানে, করে, নিশি জাগরণ।
মুক্তির বিধানে এরা গাদা তিনজন॥
সরাগ-সভাবে মন, না হ'লে নির্ম্মল।
ফেলিয়া মাথার কেশ, কি হইবে ফল॥
ঈশ্বর আছেন বসে, হৃদয় মন্দিরে।
তুমি কেন মরিতেছ, দেশ ফিরে ফিরে॥
না বুঝিয়া সারতত্ত্ব, মিছে তত্ত্ব ধর।
যোগ নাই, যাগ নাই, মিছে জেগে মর॥
ঈশ্বরের প্রেম রসে, মুগ্ধ নয় মন।
কি ফল, বিফল তার, কানন ভ্রমণ॥
সরল সাধক সেই, সারভাব ধরে।
সাধনায় সিদ্ধ হয়, ব'সে নিজ ঘরে॥

মন যা'র বশ নয়, কিসে তার যশ।
কেমনে সে পারে বল, শান্তি সুধারস॥
স্বভাবে ইন্দ্রিয় যার, বশে নাহি রয়।
যাগ আদি ক্রিয়া তা'র, মিছে সব হয়॥
দান করে, পূজা করে, ক্রিয়া করে কত।
করিতে করিতে ক্রিয়া, পাপে হয় রত॥
করী যথা স্নান করি, উঠিয়া উপর।
তখনি অমনি হয়, ধুলায় ধুসর॥
সেইরূপ অবনীতে, অবিবেকি যত।
অভিমান দোষে করে, সমুদয় হত॥
মনে নাই অনুরাগ, নাহি সার বোধ।
ক্ষমাগুণ প্রকাশিতে, ডেকে আনে ক্রোধ॥
কাল্পনিক তোষামোদে, প্রফুল্ল হৃদয়।
অভিমানে মত্ত, দানের সময়॥
ইষ্টদেব কল্পনায়, আড়ম্বর ভারি।
ধ্যানে দেখে, আঁখিপথে, সুরূপসী নারী॥
বাহিরেতে ভঙ্গী কত, মুখে হরি হরি।
মনে ভাবে কিসে কা'র সর্ব্বনাশ করি॥
পুরাইতে আপনার মনের কামনা।
মাথা খুঁড়ে করে কত, দেব আরাধনা॥
পরের করিতে মন্দ, পরব্রহ্মে ডাকে।
দেব দেবী গৃহে গিয়া, হত্যাপেড়ে থাকে॥
জাপক ব্রাহ্মণ ডেকে, করে ফুস্ ফুস্।
আগে ভাগে দেবতারে মেনে
করে "ঘুষ"॥

এইরূপে ভ্রান্ত যত, জগতের লোক।
হায় হায় কা'রে কাছে প্রকাশিব শোক॥

কদাচ মনের গতি, একরূপ নয়।
স্বভাবে অভাবে কত, ভাবের উদয়॥
এক ভাবে এক ভাবে, পরে আর ভাব।
কত ভাবে কত ভাবে, ভাবের প্রভাব॥
যেমন লহরী ধরে, জলধির নীর।
যেমন অচির প্রভা, প্রকাশে অচির॥
খরবেগে যে প্রকার, গতি করে তির।
মানসের গতি নয়, তা'র চেয়ে স্থির॥
কখন্ কিরূপ থাকে, নিরূপিত নয়।
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবের উদয়॥
নিয়ত উজান, ভাঁটি, খেলে এক ধারে।
ক্ষণকাল স্থির করি, কে রাখিতে পারে॥
না পাই ভাবের ভাব, ত্রিভুবন ঢুঁড়ে।
ধরিতে ধরিতে যায়, কোন্ খানে উড়ে॥
এই ভাবে, এই ভাব, হ'লো নিরূপণ।
ভাবিতে ভাবিতে পরে, কোথা যায় মন॥
যেমন বরষা-কালে, আকাশ মণ্ডল।
ক্ষণে ক্ষণে, নানারূপে, করে ঝলমল॥
সেইরূপ স্থির নয়, মানসের বেগ।
স্বভাবে উচিত তায়, ভাবরূপ মেঘ॥
শুন শুন প্রিয়গণ, মন রাখ বশে।
স্বভাবে সন্তোষ হও, স্বভাবের রসে॥
ভবে এসে কোরো না ক' ভাবনা অধিক।
হইয়া ভাবের ভাবি, ভাব রাখ ঠিক॥
মন হলে বশীভূত, স্থির হবে ভাব।
কিসের অভাব ভবে, কিসের অভাব॥
রিপুভাব থাকিবে না, রিপুর সহিত।
অহিত রহিত করি, সাধিবে স্বহিত॥

স্বভাবে ইন্দ্রিয়গণ, বশীভূত যা'র।
স্বভাবে যে জয় করে, অখিল সংসার॥
করিতে ইন্দ্রিয় জয়, সাধ্য নাহি যা'র।
সদাকাল সব ঠাঁই, পরাজয় তা'র॥
অতএব হিত কথা, শুন প্রিয়গণ।
সাধামত বাধ্য কর, আপনার মন॥
মন যদি বশে রয়, ভয় তবে কা'রে।
হ'বে সব, পরাভব, এ ভব সংসারে॥
মনের মতন মন, হ'লে একবার।
রিপুগণ বপুবাসে, থাকিবে না আর॥
পরাজয় হ'য়ে ছয়, ছেড়ে যাবে দেশ।
রিপু সহ রিপুভাব, একেবারে শেষ॥
দশের বশের পরে, যশের গৌরব।
ফুটিবে স্বরাগ ফুল, ছুটিবে সৌরভ॥

এই তুমি এই আমি, তুমি আমিই কই।
বলি বটে তুমি আমি, তুমি আমি কই॥
ততক্ষণ তুমি আমি, যতক্ষণ রই।
তুমি আমি থাকিব না, ক্ষণকাল বই॥
এই দেহ, এইরূপ, সকলি অসার।
'আমি' ব'লে অভিমান, কেন কর আর?॥
আমি, তুমি, রব করে, প্রতি জনে জনে।
তুমি কা'র কে তোমার, ভাব দেখি মনে॥
আমি বল, তুমি বল, তিনি আর উনি।
পরস্পর বলাবলি, শুন আর শুনি॥
বাহিরেতে আমি, তুমি, ইতর বিশেষ।
ঘরের ভিতরে কেহ করে না প্রবেশ॥
এই আমি কা'র 'আমি' কা'র তুমি, তুমি।
জান না ভাঙিলে খাট, সব হ'বে ভূমি॥
এখনি তোমায় লয়ে, করিবে হরণ।
জনমের সঙ্গে সঙ্গে, এসেছে মরণ॥
এখন' হল' না মনে, বোধের উদয়।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না হয়॥
বাহুবলে বেড়াতেছ, হাসিয়া হাসিয়া।
হেলায় হারালে কাল, মেলায় আসিয়া॥
মায়ায় মোহিত হ'য়ে, করিতেছ পাপ।
কে তোমার দারা সুত, তুমি কার বাপ॥
কা'র ধন, কা'র জন, কা'র পরিবার।
নয়ন-মুদিলে পরে, সব অন্ধকার॥
আমার আমার বল, সে কেবল রোগ।
তুমি গেলে, এই সব, কে করিবে ভোগ॥
এমন হাসিছ কত, ধন জন-বলে।

যত হাসি তত কান্না, 'রামসন্না' বলে ॥
এই সব, এই আছে। এই হ'লে শব।
এখনি উঠিয়া যাবে, হাহাকার রব ॥
কাল গেলে, কাল আর, ছাড়িবার নয়।
কিছুই নিশ্চয় নাই, কখন, কি হয় ॥
ভবের যে সব ভাব, কিছু না বুঝিলে।
অসার সংসারে এসে, সংসারি হইলে ॥
আছ জীব, হও শিব, মায়া মোহ হরি।
সরল অন্তরে সদা জপ হরি হরি ॥
সকলি অসার আর, সকলি অসার।
সদানন্দ চিদানন্দ, এক মাত্র সার ॥
ওহে মন মধুকর, উপদেশ ধর।
গুণ গুণ রবে তাঁর, গুণগান কর ॥
কামনা-কেতকী ফুলে, কেন কর গান।
চরণ কমলে বসে, কর মধু পান ॥
আর না উড়িতে হবে, রবে নিজ স্থানে।
ঘুচিবে সকল গন্ধ মকরন্দ পানে ॥

ভাব ভরে ভজে যেই জয় জগদীশ।
শত্রু তার মিত্র হয়, সুধা, হয় বিষ ॥
পরম বিযুষ রসে, পূর্ণ হয় মুখ।
বিপদে সম্পদ হয়, দুখে হয় সুখ ॥
কিছুতেই নাই তার, কোনরূপ ভয়।
যে ভাবে যেখানে যায়, সেখানেই জয় ॥
সদাকাল সুখে তা'র, ভজে সেই হরি।
অকুল-সাগরে ডুবে, প্রাপ্ত হয় তরি ॥
জয় জয় রব করি, ক্ষয় করে কাল।
ঘটনা না হয় কভু, যাতনা-জঞ্জাল ॥

সত্যের সাধনা পথে, যে জন বিমুখ।
কোনরূপে নাহি তা'র কিছুতেই সুখ ॥
তার প্রতি প্রতিকূল, প্রভু জগদীশ।
মিত্র তার শত্রু হয়, সুধা_হয় বিষ ॥
পদে পদে অপমান, নাহি থাকে পদ।
হিতে হয় বিপরীত, সম্পদে বিপদে ॥
মনে হয় অপমান, দানে ঘটে দায়।
সেখানেই অনাদর, যেখানেতে যায় ॥

ধন তা'র উড়ে যায়, বন হয় ঘর।
যে যা'রে স্বজন ভাবে, সেই ভাবে পর ॥
শীলতা শিলের সম, সুরবে কুরব।
প্রিয় কথা কটু হয়, গালি হয় স্তব ॥
মিছে তার ধন জন, মিছে তা'র দেহ।
দারা, সুত আদি করি, বাধা নহে কেহ ॥
নিকটে দাঁড়ায় কেবা, মাড়ায় কে গেহ।
আপনার ব'লে কেহ, নাহি করে স্নেহ ॥
সম্ভাবিত আছে যাহা, সকলি বিফল।
ঈশ্বর তাহার দেন, হাতে হাতে ফল ॥
ইহকালে এই দশা, নিন্দা দ্বারে দ্বারে।
পরকালে কি হইবে, কে কহিতে পারে ॥

বহু পুণ্যফলে ভাই, বহু পুণ্যফলে।
এসেছ মানবরূপে, এই ধরাতলে ॥
জীবের প্রধান নর, সকলেই কয়।
এমন জনম ভবে, আর নাকি হয় ॥
দেহ পেয়ে দেখা দেখি, তোমায় আমায়।
দেহ যাহে ভাল থাকে, যত্ন কর তায় ॥
ধন জন, দারা, সুত, গৃহ পরিবার।
সহায় সম্পদ আদি, যত আর আর ॥
এ সব বিভব ভাই, হ'লে পরে ক্ষয়।
পুন হয় সমুদয়, দেহ যদি রয় ॥
চাবে যাহা, তুমি তাহা, পাবে বারবার।
পতন হইলে দেহ, নাহি হয় আর ॥
পেয়েছ অমূল্য এই, শরীর রতন।
সুকার্য্য সাধনে কর, বিশেষ যতন ॥
ব্যাধির মন্দির বটে, শরীর তোমার।
জরা আসি করিয়াছে, দেহ অধিকার ॥
মহারোগ কর ভোগ, তাহে নাহি খেদ।
তনু হ'তে নাহি হ'ক, প্রাণের বিচ্ছেদ ॥
চোক্ যাক্, কান যাক্, খসে যাক্ নাসা।
তথাচ ক'র না মনে, মর-ণর আশা ॥
চরমে পরমপদ, দেহ থাকে যদি।
অনায়াসে পার হ'বে, ভীম ভব নদী ॥
স্থির কথা; যথাকালে, যাবে যোগ্যধাম।
মন খুলে কর তাই, ঈশ্বরের নাম ॥

কর কর কর, সাধ, বস্তুর বিচার।
দেখিছ জগতে যত, প্রভেদ প্রকার॥
এই, এই নারী, এরূপ আকার।
আকারের ভেদ শুধু মনের বিকার॥
পঞ্চের প্রপঞ্চ এই, মলময় দেহ।
নরনারী, আদি করি, তুমি নও কেহ॥
যে তুমি সে তুমি আছ, স্বভাব, স্বরূপ।
অজ্ঞান-মোহান্ধ যত দেখে নারী রূপ॥
নির্গুণের গুণ জেনে, হও গুণ গ্রাম।
মনেতে উদয় যেন, নাহি হয় কাম॥
যোগেতে ইন্দ্রিয় জয়, কর অবিশ্রাম।
কেহ যেন নাহি লয়, কামিনীর নাম॥
নিশ্চয় জানিবে নারী, নরকের ধাম।
ভিতরেতে মল মূত্র, বাহিরেতে চাম॥
দারুণ দুর্গন্ধ তায়, গায় ঝরে ঘাম।
নারীরে কি ছুঁতে আছে, রাম রাম রাম॥
রতিরস সোহাগেতে, করিয়া বিরাম।
আত্মার আত্মীয় হ'য়ে, ভজ আত্মারাম॥

(কতকগুলি লোকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আহা কামান্ধজনেরা পদার্থ নির্ণয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া এই সংসারকে বঞ্চনা করত আপনারাও সত্যসুখে বঞ্চিত হইতেছে। কি দুর্ভাগ্য। কি দুর্ভাগ্য।—মহামোহের কি আশ্চর্য্য প্রভাব। —কি বিচিত্র স্বভাব। অস্থি মাংস এবং ক্লেদময়ী রমণীকে পূর্ণেন্দুবদনা, ইন্দীবরনয়না, সুরূপা, কোমলাঙ্গী, সাক্ষাৎ সুখমোক্ষদায়িনী, এইরূপ ভ্রমে সকলকে ভ্রান্ত করিতেছে। —যাঁহারা জ্ঞানি, তাঁহারা জ্ঞাননেত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং বস্তু-বিচার দ্বারা সদাসৎ দৃষ্টি করিতেছেন। কখনই নারীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন না, অস্থি মাংস রক্ত ও চর্ম্মমণ্ডিত কামিনী-কলেবরকে কমনীয় অথবা রমণীয় বলেন না, সাক্ষাৎ নরক জ্ঞান করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা সমুদয় বস্তুর বাহ্য এবং অন্তর অবগত আছেন।

(পুনর্ব্বার আকাশেরপানে মুখ করিয়া) আ। পাপ চণ্ডাল কাম।—তুমি মনোবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর কেবল সাধক সকলকে ব্যাকুল করিতেছিস্, আপন পিতা মনের সর্ব্বস্ব হরিতেছিস্, তোর জ্বালায় মানব মাত্রেই অস্থির হইয়াছে। ভাবতেই জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য্য হারা হইয়াছে। দূর দূর, ওরে দুরাচার-পাপাধার-অসার-কুলাঙ্গার, তুই জানিস্ আমার নাম বস্তুবিচার, আমি এখনি তোরে সমূলে সংহার করিব। এই জগতে কামিনীর মুখ দর্শন দূরে থাকুক, কাম নাম কেহই আর মুখে উচ্চারণ করিবে না।

তোর প্রধান অস্ত্র কামিনী,—সে, কি? —দারুণতর দুর্গন্ধের আধার বিভৎস-বেশধারিণী রৌরবরূপিণী ডাকিনী। তাহার স্পর্শন দূরে যাক দর্শন মাত্রেই নরকভোগ করিতে হয়।

ওরে মূর্খ। তাই বল দেখি, তুই কারে রমণী বলিস? আর কে তোরেই বা রমণ করায়? ওরে হীন পশু, তুই অজ্ঞান ইহার নিগূঢ় কিছুই জানিসনে। তুই যারে রমণী বলিস, সে কদাচই রমণী নহে,—তিনি আত্মা পরাৎপর বস্তু, এই মাংসাস্থি পরিপূরিত দেহটা কি নারী? —এই দেহে যিনি চৈতন্যরূপ, তিনি নিরাকার।—তিনি তোরে কি কটাক্ষ কখন করেন? তিনি আনন্দময়,—তাঁহার সর্ব্বত্রই সমান দৃষ্টি, অতএব মাংসপিণ্ড নারীর আসঙ্গে তোর এত পরাক্রম কেন?

এই প্রাকৃতিক-বিশ্ব প্রকৃত নাটকের ন্যায় দৃশ্য হইতেছে, তথাচ ভ্রান্তি বশতঃ আমরা প্রকৃতির প্রকৃত ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারি না, কিছুই জানিতে পারি না, এবং চিত্তের অস্থিরতা জন্য স্থির হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না।—যেমন উভয় বধিরে কথোপকথন হইলে পরস্পর পরস্পরের বাক্যের ভাব গ্রহণ ও মর্ম্মানুধাবনে সমর্থ হয় না, অথচ পরস্পর নিজ

নিজ কল্পিত ভাবের অভিপ্রায়ানুযায়ি এক একরূপ অনির্ব্বচনীয় মর্ম্ম সংগ্রহ পূর্ব্বক আপনাপন অন্তঃকরণে এক প্রকার সংশয়শূন্য হইয়া অনিশ্চিত বিষয় নিশ্চিতবোধে গোলযোগে কার্য্যসাধন করে, সেই প্রকার পূর্ব্ব কালাবধি এ পর্য্যন্ত এই অবনীবাসি মানব মাত্রেই পরস্পর সকলে জগতীয় যাবতীয় ব্যাপারে কেবল নানারূপ উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পরস্পরের উক্তির সহিত পরস্পরের উক্তির প্রায় ব্যতিক্রম দেখিতেছি। ইহাতে কোন্ উক্তি যুক্তি মূলক তাহা কিরূপে স্থির হইতে পারে? যাঁহার বুদ্ধির যেরূপ তাৎপর্য্য ও যতদূর পর্য্যন্ত সীমা, তিনি সেই পর্য্যন্তই নির্ণয় করিতে পারেন, অনুভাবের অনুভূতি যত দূর তত দূর অবধিই বুদ্ধি-বৃত্তির স্ফূর্তি হইয়া থাকে, তাহার অতিরিক্ত কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতএব এতদ্রূপ সংশয় সংঘটিত সন্দেহশীল হইয়া সংসার সিন্ধুর তটে নিরন্তর সন্তরণ করা সাধারণ দুঃখের ব্যাপার নহে। এই সংশয়পাশ ছেদ করিয়া কি উপায়ে সন্দেহ শূন্য হইব। তাহার ভেদ পাওয়া অতিশয় দুষ্কর হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা ঐশিক বিষয়ের অধিকতর আলোচনা করণে অভিলাষ করি না, কারণ ভাবনার দ্বারা তাহার কিছুই নিশ্চয় করা যায় না, শমদমাদি গুণবিশিষ্ট পুরাতন তপস্বিগণ বৈষয়িক কোন বিষয়েই প্রবৃত্ত হয়েন নাই, নদীর জল, বৃক্ষের ফল, এবং গলিত পত্রাদি আহার করত যাবজ্জীবন শুদ্ধ শুদ্ধচিত্তে অচিন্ত্য, চিন্তাময়ের তত্ত্ব-চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন, তথাচ তত্ত্বমহাজ্ঞানি মহাগুরু মহাত্মা মহাশয়েরা সেই অনন্ত গুণান্বিত অনন্ত পুরুষের অনন্তলীলার অন্ত করিতে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে আমি ক্ষুদ্র এক ভাণ্ডস্থিত পিপীলিকাবৎ হইয়া বৃহৎব্রহ্মাণ্ড বিরচকের প্রকাণ্ড কাণ্ডের কথা কি উল্লেখ করিব? অদ্যাবধি কেহই প্রাকৃতিক কর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারেন নাই। ভৌতিক বিষয়ে যিনি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকলি ভৌতিকবৎ। যখন আমরা সামান্য নট নটীদিগের নাটক এবং ইন্দ্রজালিকগণের ইন্দ্রজাল বিদ্যায়ে আশ্চর্য্যজ্ঞানে তাহার সকলানুসন্ধানে অশক্ত হই, তখন যিনি এই জগৎকে নাটক-স্বরূপ করত আপনি অদৃশ্য হইয়া শূন্যে শূন্যে নানা প্রকার ক্রীড়া দেখাইতেছেন, আমরা সেই নিখিল নট নাটের বিষয় কি বুঝিতে পারিব? চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নাট্যশালার আলো হইয়াছে। স্বভাব সূত্রধার হইয়া যাত্রার সকল সূত্র সঞ্চার করিতেছে ছয় ঋতু কেলিকিল অর্থাৎ ভাঁড়ের স্বরূপ হইয়া কত প্রকার কৌতুক করিতেছে। জলধর তাঁহার বাদ্যকর হইয়া জলযন্ত্রে বাদ্য করিতেছে। পবন গায়ক হইয়া কখনও উচ্চ মৃদুস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। সামান্য নটেরা রাত্রি ভিন্ন কেলি করিতে পারে না, কিন্তু এই নাটকের বিশ্রাম দেখিতে পাই না, সামান্য যাত্রার অধিকারিগণ অনেকের আশ্রয় ও সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, এই বিশ্বযাত্রার অধিকারী কাহারও আনুকূল্যের অপেক্ষা করেন না। সমুদয় স্বয়ং সম্পন্ন করিতেছেন। সামান্য যাত্রার ভাব সকল ভাবনীয়, সংসার যাত্রার ভাব অত্যন্ত ভাবনীয়।—সামান্য যাত্রার বালকেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক সঙ্ সাজিয়া থাকে, বিশ্বযাত্রার বালকেরা সর্ব্বদা অনিচ্ছাতে সঙ্ সাজিতেছে, অর্থাৎ আমরা উক্ত যাত্রার অধিকারির অধীনস্থ বালক হইয়াছি, আমাদিগের কখনও সঙ্ সাজিতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু প্রকৃতি আমাদিগের অবস্থার বিকৃতি করিয়া পুনঃ পুনই সঙ্ সাজাইতেছেন, ইহা আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাই না, জানিয়াও জানিতে পারি না এবং তাহাতেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াই থাকি? আমাদিগের বাল্যকালের অবস্থা একরূপ, অতি কোমল, অতি সুদৃশ্য, এককালীন ভাবনাশূন্য, সাক্ষাৎ সদানন্দময়। পরে যৌবনকালের অবস্থা আর এক প্রকার, মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যের ন্যায় দিন দিন লাবণ্যের উজ্জলতা, দেহের প্রবলতা, ও বলের আধিক্যই হয়। ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগে সতত সংযুক্ত, কখন বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনায়

নিযুক্ত এবং কখনও পরিবার প্রতিপালনার্থ অর্থ ও অন্ন চিন্তায় চঞ্চলচিত্ত। পরিশেষ বার্দ্ধক্য-কাল যত নিকট হয়, ততই শরীরের ভাব নিকট হইতে থাকে, দিবসান্তে দিবসকান্তের দৈন্ত-দশার ন্যায় দিন দিন দেহ ক্ষীণ হইয়া যায়। হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে শক্তি-শূন্য হইতে থাকে, দন্তাবলি-রাজিত যে মুখমণ্ডল, মুক্ত-মণ্ডিত মরকত মুকুরের ন্যায় শোভা করিত, পরে সে শোভা আর কিছুই থাকে না, যে দন্ত আঘাত দ্বারা প্রস্তর লৌহাদি চূর্ণ করিত, পরে সেই দন্ত আবার কাটের দন্তে চূর্ণ হইয়া যায়। যে কলেবর কৃষ্ণাকৃতি তৃণ-পূরিত উদ্যানের ন্যায় শোভিত হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই কলেবর ধবলাচলের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে থাকে। হে মনুষ্য! তুমি বিশ্বনাটকের বহুরূপী, কৌতুকী হইয়া কেবল কৌতুক দেখাইতেছ, কিন্তু আপনি কিছুই কৌতুক দেখিতে পাও না, অতএব ইহার অপেক্ষা আর অধিক কৌতুক কি আছে? যাত্রাকরদিগের যাত্রা আরম্ভ হইয়া কিঞ্চিৎ পরেই শেষ হয়, কিন্তু গঙ্গা যাত্রা ভিন্ন এই সংসার যাত্রার শেষ-যাত্রা হয় না, সুতরাং যে যাত্রার যাত্রী হইয়া যাত্রা করিতে আসিয়াছ, যদবধি সে যাত্রা শেষ না হয় তত্তবধি অধিকারির মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার প্রিয় হইতে চেষ্টা কর।

তুমি মানব নামধারি ঐন্দ্রজালিকদিগের কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ। তাহারা গোটাকত পশু পক্ষি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, কিন্তু জগঐন্দ্রজালিক জগদীশ্বর পাঁচটা ভূত লইয়া যে সমস্ত ব্যাপার করিতেছেন তুমি তাহার কি দেখিতেছ? কি বুঝিতেছ? তুমি ঐ ভূতের কাণ্ড কিছু কি বুঝিতে পার? যেমন বাজীকরেরা যে সকল দ্রব্য লইয়া বাজী করে, সেই সকল ক্রীড়কগণের ক্রীড়ার বিষয় জানিতে পারে না, সেইরূপ আমরা বিশ্ব-ক্রীড়াকারকের চায়াবাজীর পুত্তল হইয়া তাঁহার মায়াবাজীর মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি না। একটা ভূতের নাম শুনিলেই আমরা সকলে ভয়ে তটস্থ হই। তিনি অহরহ পাঁচটা ভূত লইয়া ভূতের মেলা এবং ভূতের খেলা করিতেছেন, অতএব হে মনুষ্য! তুমি এই পঞ্চভূতের অধিপতি ভূতনাথের অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার কি বুঝিতে পারিবে? ভূতের কার্য্য দেখিতেছ দেখ, কিন্তু আপনার এই শরীরকে ভৌতিক জানিয়া অনিত্য জ্ঞান করত নিয়ত তদনুরূপ কার্য্য সাধনে অনুরাগী হও।

তুমি জগতের মেলায় আসিয়াছ, মেলা দেখ, কিন্তু মেলা দেখিও না।

বিশ্বরূপ নাট্যশালা, দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো, সূর্য্য শশধর॥
স্বভাব স্বভাবে ল'য়ে, সম্পাদন ভার।
করিছে সকল সূত্র হ'য়ে সূত্রধার॥
জলধর বাদ্যকর, বাদ্য ক'রে কত।
সমীরণ সঙ্গীত, করিছে অবিরত॥
ছয়কালে ছয় কাল, হয় ছয় রূপ।
রঙ্গ ভূমে রঙ্গ করে, ভাঁড়ের স্বরূপ॥
অধিকারী একমাত্র অখিল পালক।
আমরা সকলে তার যাত্রার বালক॥
প্রকৃতি প্রদত্ত সাজ, শরীরেতে লয়ে।

বহুরূপ সঙ্ সাজি, বহুরূপি হয়ে॥
শিশুকালে একরূপ, সহজে সরল।
অখল অপূর্ব্ব ভাব, অবল অচল॥
সুকোমল কলেবর, অতি সুললিত।
নব-নবনীত সম, লাবণ্য গলিত॥
ফণি, জল, অনলেতে, কিছু নাই ভয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময়॥
আইলে যৌবন কাল, আর একরূপ।
যুবক সূর্য্যের সম, দীপ্ত হয় রূপ॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয়, শারীরিক বল।
নানারূপ চিন্তা হেতু, মানস চঞ্চল॥

ইন্দ্রিয়ের সুখ হেতু, কত প্রকরণ।
বহুবিধ অনুষ্ঠান, অর্থের কারণ॥
পরিশেষ বৃদ্ধ কাল, কালের অধীন।
কৃষ্ণপক্ষে শশি প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ॥
আছে চক্ষু, কিন্তু তায়, দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ, কিন্তু তায়, শব্দ নাহি ধায়॥
আছে কর, কিন্তু তাহা, না হয় বিস্তার।
আছে পদ, কিন্তু নাই, গতি শক্তি তা'র॥
পলিত কুন্তল জাল, গলিত দশন।
শলিত গাত্রের মাংস, স্খলিত বচন॥
ছিল আগে, এই দেহ, সবল সচল।
এখন ধবল গিরি, স্বভাবে অচল॥
ওহে জীব ভাল তুমি, রঙ্ করিয়াছ।
তিন কালে তিনরূপ, সঙ্ সাজিয়াছ॥
কেবল কুহকে ভুলে, কৌতুক দেখাও।
আপনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও॥
ভাল করে যাত্রা কর, বুঝে অভিপ্রায়।
কর তাই অধিকারী, তুষ্ট হন যায়॥
যাত্রা ক'রে তুমি যাবে, আমি যাব চ'লে।
এ যাত্রার শেষ হবে, গঙ্গাযাত্রা হ'লে॥

স্থির ভাবে এক খেলা, খেলে চিরকাল।
ভাল ভাল ভাল বাজী, জগদিন্দ্রজাল॥
ছায়া বাজী, মায়া বাজী, কত বাজী জোর
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর॥
হায় একি অপরূপ, ঈশ্বরের মেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে মেলা॥
ভূতে ভূতে যোগাযোগ, ভূতে করে রব।
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অভিভূত সব॥
ভূতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ।
দেখিলাম এ ভূতের, মনোহর দেহ॥
কবে ভূত, ছিল ভূত, আবির্ভূত কবে।
পুনরায় এই ভূত, কবে ভূত হ'বে॥
ভূতের বাসায় থাক, দেখ না ক' চেয়ে।
দিবা নিশি তোমারে হে, ভূতে আছে পেয়ে॥
ভূতের সহিত সদা, করিছ বিহার।
অথচ জান না কিছু ভূতের ব্যাপার॥
কখন' নিগ্রহ করে, কভু করে দয়া।
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া॥
এই ভূত করিয়াছে, রামের গঠন।
এই ভূত করিয়াছে, গয়ার সৃজন॥
এই ভূতে রহিয়াছে, বিশ্ব জড়ীভূত।
হোলিগোষ্ট ছাড়া নন, এই পাঁচ ভূত॥
ভূতনাথ ভগবান, ভূতের আধার।
সর্ব্বভূতে সমভাবে, আবির্ভাব যাঁর॥
ভূত হ'বে কলেবর, ভূতের সদন।
অতএব ভূতনাথে, সদা ভাব মন॥

আসিয়াছ জগতের, মেলা দরশনে।
দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে॥
কিন্তু এক উপদেশ, কর অবধান।
ঠাটের হাটের মাঝে, হও সাবধান॥
দেখো যেন মনে কভু, নাহি হয় ভুল।
কোরো না কাঁচের সহ, কনকের তুল॥
তাঁরে দেখ একবার, যাঁর এই মেলা।
মেলার আমোদে মেতে, দেখ না ক' মেলা॥

মীমাংসানুগতা মতি। হে বস্তুবিচার,—ঐ দেখ, মহারাজ বিবেক, তুমি শীঘ্রই তাঁহার নিকট গমন কর।

বস্তুবিচার। (নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক, জয় হোক, প্রণাম করি, আমি আপনার দাসানুদাস, বস্তুবিচার,—আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?

বিবেক। ওহে বস্তুবিচার,—কেমন তোমার মঙ্গল তো।—এসো বাপু. বো'স ব'সো।—সংপ্রতি মহামোহের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত। এই ঘোরসময়ে আমরা তোমাকেই বিপক্ষের প্রধান বীর কামের প্রতিপক্ষ মহাযোদ্ধা স্থির করিয়াছি। শীঘ্রই সজ্জা কর, এই প্রসাদ ধর।

বস্তুবিচার। হে মহারাজ। অদ্য আমি ধন্য হইলাম, যেহেতু আপনি আমাকে মনোভাব কামকে পরাভব করণার্থ আহ্বান করিয়াছেন।

বিবেক। হে বাপু!—তুমি কোন্ অস্ত্রের দ্বারা পরাজয় করিবে?

বস্তুবিচার। আঃ—মহারাজ,—সেই মদন, তাহাকে আমি তৃণ অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করি, যাহার পাঁচটি মাত্র বাণ এবং ফুলের ধনু, তাহাকে জয় করিতে কি অস্ত্র বিদ্যার আবশ্যক করে? বিচারঅস্ত্রে এখনিই পরাজয় করিব।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঠেওট

এখনি করিব হেন প্রভাব বিচার।
করিবে জীবের মনে, বিবেক বিহার॥
করে ফুলময়-ধনু, পঞ্চস্বরে ধরে তনু,
অতনু হইবে তনু, ভাবনা কি তার।
করিয়ে ইন্দ্রিয় রোধ, প্রকাশিব হেন বোধ,
যুক্তি-বাণে কাম, ক্রোধ, করিব সংহার॥
হেরিয়ে কামিনী কান্তি, ঘুচিবে ভোগের ভ্রান্তি
সর্ব্বজীবে ক্ষমা, শান্তি, হইবে সঞ্চার।
যথার্থ পদার্থজ্ঞানে, যে হেরিবে এক ধ্যানে,
হইবে তাহার মনে বিকারে বিকার॥
পরাভব হ'লে কাম, কে ল'বে নারীর নাম
নারী নরকের ধাম, করিবে বিচার।
বিনাশিব শত্রু সবে, অদৃষ্ট কি আর রবে
তত্ত্বধনে পূর্ণ হবে মনের ভাণ্ডার॥
অবিদ্যা হইলে নাশ, কেটে যাবে ভব পাশ
তুমি প্রভু আমি দাস কে বলিবে আর।
কোথা প্রভাকরকর, কোথা র'বে প্রভাকর
একাকারে এক হবে আলো অন্ধকার॥

বিবেক। আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, তোমার শৌর্য্য, বীর্য্য ও কার্য্য প্রভাবে নিশ্চয় রূপেই জয়লাভ অবধার্য্য করিয়াছি, শীঘ্রই সজ্জা কর, আর বিলম্ব বিধান নহে।

বস্তুবিচার। মহারাজ আশীর্ব্বাদ করুন। যেমন গাণ্ডিব অস্ত্র ধারণ করিয়া অর্জ্জুন কুরুসৈন্য পরাভব পূর্ব্বক জয়দ্রথকে বধ করিয়াছিলেন,—আমি সেই প্রকার শত্রু পক্ষের সকল সৈন্য সংহার করিয়া কামকে পরাজয় করিব।

[তদনন্তর বস্তুবিচার রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

বিবেক। শ্রীমতি মীমাংসানুগতমতি! সংপ্রতি রতিরতির দুর্গতি করণের বিলক্ষণরূপ উপায় হইল,—এইক্ষণে তুমি শীঘ্রগতি ক্রোধের পরাজয় জন্য ক্ষমাকে আনয়ন কর,—বিলম্ব না হয়।

মীমাংসানুগতামতী। যে আজ্ঞা মহারাজ আমি এখনই ক্ষমাকে আনয়ন করি।

(কিঞ্চিৎ পরে মীমাংসানুগতামতী ক্ষমাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গভূমিতে আনয়ন করিলেন।)

ক্ষমা। সঙ্গীত।

আর কবে ভাই মানুষ হ'বে
মানুষ হ'বে, মানুষ হবে,
আর কবে ভাই মানুষ হ'বে।
দেখে তোর আকার প্রকার, আচার বিচার,
মানুষ ক'বে, মানুষ হ'বে॥
হতে চাও মানুষ যদি, ভ্রান্তি নদী।
এই বেলা পার হও রে তবে।
মনেরে ব'লে ক'রে শুদ্ধ হ'য়ে,
ডুব দিয়ে আয় শান্তি শবে* ॥
অমৃত খেয়ে সুখে, নীরব মুখে,

---

* শব—মৃতদেহ। শব জল।

মৃত হ'য়ে যেন রবে।
লোকেতে বলুক মন্দ, সদানন্দ,
শবেতে সব, সবেই সবে ॥
নয়নে ছোট বড়, দেখবে যারে,
তুষবে তাঁরে প্রিয় রবে।
জগতে হাড়ি মুচী,
সবাই শুচি,
সমভাবে ভাবো সবে ॥
রজনী পোহায়, পোহায়, হইয়াছে,
তিন ঘড়ি রাত আছে সবে।

এখনি প্রভাত হলে, কুতুহলে,
নিজ স্থলে যেতে হ'বে ॥
স্বভাবে হওরে সোজা, ভূতের বোঝা,
আর কত দিন মাথায় ব'বে।
ছাড়বে ভোগের আশা, পুন আসা,
হবে না এই ভ্রমের ভবে ॥
ভবে না তুমিই র'বে, আমিই র'ব,
রবে কেবল রবটি রবে।
চরমে হ'বে ভাল, গুপ্ত আল,
প্রভাকরে টেনে ল'বে।

প্রিয়জন মধ্যে থাক, প্রিয়ভাব ল'য়ে।
জগতের প্রিয় হও, প্রিয় কথা ক'য়ে ॥
প্রিয় কথা তবু ভাল, মিথ্যা যদি হয়।
অপ্রিয় যে সত্য কথা, সেও ভাল নয় ॥
কটু কথা কালকূট, বিষের আগার।
প্রিয় কথা সুমধুর, সুধার আধার ॥
কোকিলের প্রিয় রব, ত্যাক্ত করে কাকে।
কোকিলে প্রিয় রব, ত্যাক্ত করে কাকে ॥
কাক কালো, পিক কালো, উভয়ে কুরূপ
স্বরবের গুণ পিক, দেখিতে স্বরূপ ॥
কাণে হাত দেয় সব, কাকা রব শুনে।
অখিল ভরিয়া আছে, কোকিলের গুণে ॥
কোকিল অখিল প্রিয়, স্বভাবে সবার।
রবে তার ক্ষুধা হরে, সুধার সঞ্চার ॥
কমল কমলে থাকে, বিস্তারিয়া বাস।
তার সহ এক বাসে ভেক করে বাস ॥
নলিনী মলিনী সদা, ভেকনাদ শুনে।
পুলকিত ভ্রমরের গুণ গুণ গুণে ॥
প্রেমভরে মধু করে, হৃদয়ে তুলিয়া।

প্রাণ-ভোরে দেয় মধু, ভাণ্ডার খুলিয়া ॥
ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ তায়, কটুভাষ ভাষে।
ভেকের দেখিয়া ভেক, উভয়েই হাসে ॥
দুধের দুলাল শিশু, জ্ঞান নাই যার।
প্রিয়ভাবে, হাসি হাসি, মুখখানি তা'র ॥
সেই ভাবে যেই ডাকে, থাকে তার বশে।
হেসে হেসে নেচে নেচে, কোলে এসে বসে ॥
বাঁকা মুখে কুভাষ, যদ্যপি ভাষ তায়।
তখনি কাঁপিয়া শিশু, বদন ফিরায় ॥
ছাগ, মেষ, কুকুর, বিড়াল আদি কত।
জ্ঞানহীন পশু আর, পাখি আছে যত ॥
সহ করি পোষ যত, সুমধুর ভাষে।
ভত তারা বদ্ধ হয়, প্রণয়ের পাশে ॥
ধমকে চমকে সব, ভয় পেয়ে মনে।
আশ করে, পাশ কেটে, বাস করে বনে ॥
এ জগতে কেহ কা'রে কটু কথা কয়।
ঈশ্বরের এ প্রকার, অভিমত নয় ॥
সকল শরীরে হাড়, দিয়াছেন যিনি।
রসনারে, অস্থিহীন, করেছেন তিনি ॥

সমুদয় নাশ হয়, দেহের সহিত।
ম'লে পরে কেহ আর, নাহি করে হিত ॥
কেবল সঙ্গেতে যায়, এক মাত্র ধর্ম্ম।
সকল সময়ে করে, মিত্রতার কর্ম্ম ॥
অতএব কর সবে ধর্ম্মের সঞ্চয়।
পাপ যেন মনের, নিকটে নাহি রয় ॥

দ্বেষ হিংসা পরিহার, ক্ষমাগুণ কর।
সাধ্যমতে সকলের উপকার কর ॥
এ প্রকার ক্ষমাগুণে, বিভূষিত যেই।
ইহলোকে স্বর্গ সুখ, ভোগ করে সেই ॥
তার সহ থাকে যেই, ধার্ম্মিক সে হয়।
সাক্ষাৎ দেবতা তারে সকলেই কয় ॥

চৌপদী।

কোনরূপ অভিলাষে, শত্রু যদি বাসে আসে,
সুমধুর প্রিয়ভাষে, কর তার তোষণা।
প্রেমভাব মনে করি, পূর্ব্বভাব পরিহরি,
দ্বেষভাব দূর করি, স্বভাবেরে দোষ না॥
বাহিরের শত্রু যা'রা, কি করতে পারে তা'রা,
অন্তরের শত্রুগণে, একেবারে রোষ না।
ভেদ নাই, আত্মপরে, থাকো নিজ ভাবভরে,
অনুরাগ-রবি-করে, ভ্রান্তি নদী শোষণা,
আপনার কলেবরে, মানসের সরোবরে,
মোহন-মরাল চরে, সেই পাখি পোষণা॥
নিজবোধ হ'বে করে, নিজ-ভাব ভাব সবে,
এইভবে, বিধিরবে, রবে তব ঘোষণা॥

দূর কর অভিমান, রাগ দ্বেষ যত।
ব্যবহার পথে চল মানুষের মত॥
যে তোমার সখা, তা'রে, দেহ প্রেম-রস।
নীতি আর বাহুবলে, বৈরি কর বশ॥
শিষ্যগণে বশ কর, বিদ্যা-বিতরণে।
ধন দিয়া বশ কর, লোভহীন জনে॥
গুরুগণে বাধ্য কর, হইয়া প্রণত।
কথায় বাধিত কর, মূর্খ আছে যত॥
স্তুতি করি তুষ্ট কর, যত দ্বিজগণে।
যুবতীরে বশ কর, প্রণয় বচনে॥
ক্রোধিজনে বশ কর, প্রিয়কথা রসে।
নানা গুণে জ্ঞাতিগণে, রাখ নিজ বশে॥
পণ্ডিতে করহ বশ, শাস্ত্র আলাপনে।
রসালাপে বশ কর, সুরসিক জনে॥
যা'র প্রতি যথাযোগ্য, কর সে প্রকার।
শীলতায় বশ কর, সকল সংসার॥
জগতের অধিপতি, বিভু বল যাঁরে।
অভিমত-কার্য্য করি, বশ কর তাঁরে॥

বিশেষ কারণে যদি সাধু করে ক্রোধ।
তবু তার মন হতে নাহি যায় বোধ॥
সে রাগে ত নাহি ভাই, কিছু মাত্র ভয়।
বোধের উদয় থাকে, ক্রোধের উদয়॥
হিতকর ক্রোধ সেই, স্বভাবে সঞ্চার।
কদাচ না হয় তার, মনের বিকার॥
যদ্যপি জ্বলিয়া উঠে, তৃণের অনল।
তাহাতে কি তপ্ত হয়, সমুদ্রের জল॥
অতএব থাক সদা, সাধু সন্নিধান।
রাগ আর তুষ্টি যা'র উভয় সমান॥
সাধু সঙ্গে কোন কালে, নাই অপকার।
রোষে তোষে, উপদেশে, কত উপকার॥
সাধু সঙ্গ নাহি যার, মিছে সেই নর।
মিছে তার জন্ম লাভ, মিছে কলেবর॥
জীবন সফল তা'র, হ'বে আর কবে।
মিছে খায়, মিছে পরে, মিছে চরে ভবে॥

ফুলের স্তবক হয়, যেরূপ প্রকার।
অবিকল সেরূপ, সতের ব্যবহার॥
হয় গিয়া চড়ে ফুলে, মাথার উপর।
নতুবা বিলয় হয়, বনের ভিতর॥
হয় হয়, নরশ্রেষ্ঠ মহৎ যে হয়।
নতুবা বিরলে বনে, দেহ করে লয়॥

শত্রু হ'য়ে করে যেই, অহিত আচার।
তা'র প্রতি কর তুমি, প্রিয় ব্যবহার॥
রাগ দ্বেষ প্রতিহিংসা, সব পরিহর।
বিনয় বচনে তার স্তুতিবাদ কর॥
কোনমতে ক'র না ক' কুযশ প্রচার।
সাধ্যমতো যত পার, কর উপকার॥
দ্বেষভাব যদি ধর শত্রুর সহিত।
কিছুতেই তাহে তুমি, পাইবে না হিত॥
শতগুণে বেড়ে যাবে, বিপদ তোমার।
ক্রোধের অনলে সব হবে ছারখার॥
সে আগুন ভয়ানক, পাপের আধার।
একবার জ্বলে যদি, নিবিবে না আর॥
যে প্রকার দাবানল, হইয়া উদয়।
গহন দহন করি, তবে শেষ হয়॥
সে প্রকার, এ অনলে, অশেষ অহিত।
পোড়াবে তোমারে ভাই, স্বগণ সহিত॥

ধন, মান, যশ, ভাগ্য. আর নাহি পাবে।
একেবারে সমুদয়. উড়ে পুড়ে যাবে ॥
তোমা বলে শুধু নয়, শুন বলি সার।
যে তোমার মতে চলে, সর্ব্বনাশ তা'র ॥
বিধি বটে. বাহুবলে, বৈরি বশ করা।
তা'র পক্ষে বিধি এই. পালে যেই ধরা ॥
বাহুবল বিধি নয়, তোমায় আমায়।
মরুক্, করুক্, রণ, রাজায় রাজায় ॥
পরস্পর রাজা যদি, প্রেমভাবে রয়।
ছলে বলে, কেহ কার? রাজ্য নাহি লয় ॥
ভূপে ভূপে ভ্রাতৃবৎ, হ'লে ব্যবহার।
এ জগতে তার চেয়ে, সুখ নাহি আর ॥
পরস্পর দ্বেষ করি, ধরি রণবেশ।
ধন, প্রাণ, মান নাশ, সর্ব্বনাশ শেষ ॥
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, শাস্ত্রে এই কয়।
সে ভোগের ভোগ কত, পাপভোগ হয় ॥
ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির, পুণ্যশীল যিনি।
রাজ্যলোভে কত পাপ করিলেন তিনি ॥
দ্রোণ গুরু বিনাশের, হইয়া কারণ।
সেই পাপে নৃপতির, নরক দর্শন ॥
বিরাটের বাসে গিয়া, মিছা কথা ক'য়ে।
রহিলেন পাঁচ ভাই, দ্রৌপদীরে লয়ে ॥
বহুবিধ গুণধাম, রাম রঘুবর।
ধর্ম্মশীল জন্মে নাই, আর যার পর ॥
সেই রাম নিজ কার্য্য করিতে সাধন।
বিনা-দোষে বধিলেন, বালির জীবন ॥
বিভীষণ সহ কত, করিয়া মন্ত্রণা।
বধিলেন দশাননে, করি প্রতারণা ॥
যত ভূপ, এই রূপ, অপরূপ কথা।
তথা যথা পাপ আছে, রাজ্যলোভে যথা ॥

মীমাংসানুমতামতি। হে প্রিয়-সখি ক্ষমে!—যেমন পিপাসাতুর চাতকপক্ষী বারিধরের বদন-বিগলিত-বারিবিন্দু-পতন-প্রত্যাশায় প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতে থাকে, ঐ দেখ সই, আমাদের মহারাজ তোমার আগমনের প্রতি সেইরূপ প্রতীক্ষা করিতেছেন,—যাও; তুমি এখনই তাঁহার নিকটে গমন কর।

ক্ষমা। (মহারাজ বিবেকের নিকটে গিয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক। মহারাজ। এই আমি তোমার দাসীর দাসী, বহু দিনের পর অদ্য চরণ দর্শনে কৃতার্থ হইলাম, আমাকে কেন ডাকিয়াছেন আজ্ঞা করুন?

বিবেক। ক্ষমা! এসো এসো, এই আসনে ব'স। কেমন ভাল আছ তো?

আমি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম,—উপস্থিত সংগ্রামে দুরাচার মহামোহের সেনাপতি পাপাত্মা ক্রোধকে কেবল তুমিই পরাজয় করিতে পারিবে।

ক্ষমা। (আহ্লাদ পূর্ব্বক।) মহারাজ! যদি অনুমতি করেন তবে আমি এই দণ্ডেই মহামোহকে পরাজয় করি। ক্রোধ,—সেটা আবার কে? আমি তাহাকে লক্ষ্যও করি না, যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ, সূর্য্য সম্বন্ধে জোনাকী পোকা, হস্তির সংম্বন্ধে পিপীলিকা, পর্ব্বত সম্বন্ধে তৃণ, সেইরূপ আমার সম্বন্ধে ক্রোধ।

যেমন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দুরাত্মা মহিষাসুরকে নিপাত করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি এই অধর্ম্মচারি, পাপকারি, যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম সংহারি দুর্জ্জন ক্রোধকে নিপাত করিব।

বিবেক। (হাস্যবদনে।) ক্ষমা তুমি ক্রোধকে কি উপায়ে জয় করিবে বল শুনি।

ক্ষমা। আমি ধৈর্য্য, সহ্য, ক্ষমা, অহিংসা, প্রণয়, আহ্লাদ, সুসদ্ভাব, প্রিয়ভাব, ইত্যাদি প্রকার বানের দ্বারা ক্রোধকে সংহার করিব। যে ব্যক্তির যেরূপ স্বভাব তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলে আর কি প্রকারে ক্রোধের সঞ্চার হইতে পারে—আমি মানবের মনে এইরূপে বিহার করিব, সকলে যেন গুরুতর—

অনিষ্টকারি ব্যক্তিকে ইষ্টকারি ইষ্টদেবের স্থায় ভক্তি করে। —অপরাধিদিগের কোন অপরাধ না লইয়া তিরস্কারের বিনিময়ে প্রসন্নতা পূর্ব্বক যেন যথাসম্ভব পুরস্কার করে। প্রতিযোগি প্রতিপক্ষ জনের প্রতিপত্তি হইলে অকপটচিত্তে যেন আহ্লাদ প্রকাশ করে। কোন মন্তেই যেন মনে হিংসার উদয় না হয়। যাহারা খড়্গহস্ত হইয়া প্রহার করণে উদ্যত হইবে, হাস্য বদনে নত হইয়া তাহার নিকট কাতরতা ও বিনয় প্রকাশ করিবে, মূর্খজনকে মিষ্ট বচনে তুষ্ট করিবে,—অহঙ্কারের নিকট নিরন্তর নম্রতাই প্রকাশ করিবে, অকপট প্রণয়পাশে সকলকেই বদ্ধ করিবে, সমগ্রকে এই প্রকার সাধু ব্যবহার করিলে শুদ্ধ ক্রোধ বলিয়া নহে, হিংসা, কটুবাক্য, মত্ততা, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি তাবতেই পরাজিত হইবে।

গীত।

রাগিণী রামকেলী। তাল ঠুংরি

শুন হে, সুজন, মানস আমার।
ছাড় ছাড় দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ; অহঙ্কার॥
কৃপা জলে স্নান কর, বিরাগ-বসন পর।
ধর ধর অঙ্গে ধর, ক্ষমা অলঙ্কার।
ভয়ানক এই ক্রোধ, রাখে না পদার্থ বোধ,
উপরোধ অনুরোধ, করে পরিহার।
ক্রোধের অধীন যা'রা, আঁখি থেকে অন্ধ তারা।
ভ্রমে কভু হিতাহিত, করে না বিচার॥

মরি মরি আহা আহা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, গুণ যাহা,
পৃথিবীর কাছে তাহা, শেখো একবার।
তরুর স্বভাব ধর, ছেদকর দুঃখহর।
যত পার, তত কর, পর উপকার॥
প্রিয়হাস, প্রিয়ভাষ, সদালাপ সুসম্ভাষ।
সকলে সমান ভাবে, সদা সদাচার।
মুখেতে মধুর রস, পাইবে মধুর যশ,
শীলতায় কর বশ, অখিল সংসার॥

বিবেক। পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ। তুমি ধন্যা, তুমি ধন্যা। আমি অদ্য তোমাকে কেবল ক্রোধের পরাজয় নিমিত্তই নিযুক্ত করিলাম।

ক্ষমা। যে আজ্ঞা মহারাজ, আমি দুরাত্মা ক্রোধকে এমনিই গিয়া সংহার করি।

[তদন্তর ক্ষমা রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

বিবেক। হে মীমাংসানুগতামতি। লোভের পরাজয় জন্য তুমি শীঘ্রই সন্তোষকে আনয়ন কর।

মীমাংসানুগতামতি। যে আজ্ঞা মহারাজ আমি এখনিই গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনি।

(কিঞ্চিৎকাল পরে মীমাংসানুগতামতি সন্তোষকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গ ভূমিতে আগমন করিলেন।)

সন্তোষ। (বক্তৃতাচ্ছলে গীত।)

রাগিণী ললিত। তাল তেওট।

এই ভবে, এসে সবে, ওহে জীবগণ।
কা'র তরে, লোভ ভার, কর ধন ধন॥

ধুয়া।

ভ্রমেতে ভোগিছ দুখ, কা'রে বলে সত্য সুখ।
না পাইলে এতটুক, সার আস্বাদন।
সদা সেই উপাসনা, কিসে পাবে রূপা সোনা,
কত বেশে কত দেশে, করিছ ভ্রমণ॥

শীত, বৃষ্টি ভয়ঙ্কর, খরতর রবিকর।
শরীরেতে নিরন্তর করিছ ধারণ।
খনি কেটে অস্ত্র ধরি, পাতালে প্রবেশ করি,
সমুদ্রে চালায়ে তরি, অর্থ আহরণ॥

পর্ব্বতে মারিছ লাপ, অনলে দিতেছ ঝাঁপ,
বিষ-লোভে, মেরে সাপ, পাপ আচরণ।
হইয়া লোভের বশ, হারাইলে ভব্যরস,
সবে করি অপযশ, কহে কুবচন॥
জ্ঞাতি বন্ধু, সহোদর, সকলে বঞ্চনা কর,
ছলনাতে নিরন্তর, হর পরধন।
নাহি দয়া নাহি ধর্ম্ম, নাহি পাও সার শর্ম্ম,
ভুলে মর্ম্ম, অপকর্ম্ম, করিছ সাধন॥
কত ভাব ধরিতেছ, ধন প্রাণ হরিতেছ,
কত কষ্টে মরিতেছ, লাভের কারণ।
লোভের কিঙ্কর যেই, নরকের চর সেই,
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন॥
পাপে পেট পুরিতেছ, দুখে সদা ঝুরিতেছ,
দিবা নিশি ঘুরিতেছ, ধনির ভবন।
কলেবর জর জর, ভয়ে প্রাণ থর থর,
যাচকের সমাদর, হয় কি কখন॥
পরাধীন চিরদিন, তারে বলি চিরদীন,
অধীনের কবে হয় সুখ সংঘটন।
কেহ নাহি করে মান, ঘরে পরে অপমান,
অভিমানে ম্রিয়মান মলিন বদন॥
কোথাও না সুখ পাই, যার কাছে ধন চাই,
সেই বলে দূর ছাই, দূর অভাজন।
লোভমদে মত্ত হ'য়ে, ধনীর অধীনে র'য়ে,
প্রতিদিন করে যেই পরান্ন ভোজন॥
অধিক কি কব আর, বিড়ম্বনা বিধাতার,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার, ধিক রে জীবন।
পরভোজী যা'রা হয়, তারা যদি বেঁচে রয়,
কে তার গিয়েছে তবে শমন সদন।
স্বাধীনতা নাই যার, বেঁচে কিবা সুখ তার,
মরণ বাঁচন তার, বাঁচন মরণ॥
পরবাসে বাস করি, পর অন্নে পেট ভরি,
প্রতিদিন খায় যেই, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
তা'রে কি ভক্ষণ বলি, সে নয় ভক্ষণ বলি,
বলির ভক্ষণ বলি কাকের ভক্ষণ॥
সাধু সাধু বলি তারে, নাহি যা'র পর-দ্বারে,
শুনিতে না হয় যা'রে, পরের গঞ্জন।
স্বাধীনতা সুখ ল'য়ে, আপনার গৃহে রয়ে,
যথা কালে শাক অন্ন, যে করে ভোজন।
ননী, ক্ষীর, চিনি, পিটে, তার কাছে নহে মিটে,
মোটা ভাতে, লুন্ ছিটে, অমৃত-ভোজন।
সকল তাহার দেহ, তার সম নাহি কেহ,
পরাধীন কোন দিন, না হয় যে জন।
লোভ করি, পরাজয়, সভাবে সন্তোষে রয়,
মহাশয় সদাশয়, সাধক সুজন।
এমন স্বভাব যা'র, সে পেয়েছে বস্তু সার,
দাস হ'য়ে আমি তার, পূজিব চরণ॥
(আর এক দিকে দৃষ্টি করিয়া।)
এই ভবে এসে সবে, ওহে জীবগণ।
কা'র তরে, লোভ ভরে, কর ধন জন॥

ধুয়া।

ওরে লোভ মনোচর, মন থেকে সর সর,
দুরাচার মর মর, করবে গমন।
আশাপথ এঁচে এঁচে, দ্বারে দ্বারে যেচে যেচে,
কি সুখে করিস্ বেঁচে, শরীর ধারণ॥
হায় আমি কোথা যাব, কোথা গেলে ধন পাব
হা জন, জো ধন, মুখে, ভুলে নিত্যধন।
আশা জলে খেয়ে খাবি, বল দেখি কোথা যাবি
তখন কি ধন পাবি, হইলে নিধন॥
কুবেরের ধন লও, স্বর্গের ঈশ্বর হও,
সে ধনের ভোগ ভোর, হবেরে কখন।
বিষম বিকট বেশ, জরা করে আয়ু শেষ,
ধরিয়া মাথার কেশ রয়েছে শমন॥
ভূপতি, অনল চোরে, ধন যদি লয় হ'রে।
শোকে শেষ যাবি ম'রে, করিয়া রোদন।
ধনেতে না হয় সুখ, কেবল বাড়ায় দুখ,
কিছুতেই আশা নাহি, হয় নিবারণ॥
আশা ভঙ্গে মনস্তাপ, সেই তাপ ঘোর তাপ,
ভুগিতে পাপের ভোগ, নরকে গমন।
তাই বলি যতনর, পাপ লোভ পরিহর,
নিরাশায় সুখে কর, ভবে বিচরণ॥

নিরাশায় হ'লে দাস, থাকিবে না অভিলাষ,
সশরীরে স্বর্গবাস, গেলে পরে বন।
রহিবে না কোন দোষ, শিবময় আশুতোষ,
প্রতিক্ষণ পরিতোষ, প্রেম আলাপন॥
বাসবের স্বর্গবাস, রথ, বাজী, দাসী, দাস,
বিভব সম্ভোগে কিছু নাহি প্রয়োজন।
ধরাতে কি নাই স্থল, নদীতে কি নাই জল,
বনেতে কি নাই ফল, বল ওরে মন॥

ইন্দ্রধাম তরুতল, চারু শয্যা দূর্ব্বাদল
খেয়ে ফল, নদীজল, করিব ভোজন॥
বস্ত্র আছে বৃক্ষ ছাল, বাস্ত আছে নিজগাল।
নেচে গেয়ে সুখে কাল, করবে যাপন॥
সন্তোষ যাহার মনে, সে-কি মুগ্ধ হয়ে ধনে,
তৃণ সম জ্ঞান করে, এ তিন ভুবন।
গেলে এই পাপ আশা, আর নাই পুন আসা।
আশাবাসা ভেঙে চল, নিত্যনিকেতন॥

বড় হ'বে তো ছোট হও

মনে কর কি আশায়, আসিয়াছ ভবে।
এসেছ, বসেছ বটে, যেতে শেষে হবে॥
এখনো পড়নি পাঠ, হাতে খড়ি সবে।
একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, কবে আর ক'বে॥
ভেবেছ কি চিরদিন, এই ভাবে রবে।
তুমি আমি, তিনি উনি, একরূপ সবে॥
বড়বোলে পরিচয়, দিয়ে বড় র'বে।
অহঙ্কার ভার, আর, কত দিন-রবে॥
আমি কব, আমি 'বড়' পরে নাহি ক'বে।
বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে॥

যেজন সুজন সদা, স্বভাবে সন্তোষ।
সুখে পরিপূর্ণ সদা, হৃদয়ের কোষ॥
কিছুতেই রোষ নাই, নাই মুখশোষ।
দীন হ'য়ে দিন কাটে, দূর করি দোষ॥
অপার-আনন্দরসে, ভাসে চিরকাল।
বাহিরে দীনের ভাব, মনে মহীপাল॥
ধুলায় শয়ন করি, সুখে নিদ্রা যায়।
কিছুমাত্র দুঃখ বোধ, নাহি হয় তায়॥
নাহি চায় মনোহর, বাস আর বাস।
সরল অন্তরে করে তরুতলে বাস॥
মনেতে মালিন্য নাই, মলিন-বসনে।
যাহা পায় তাহা খায়, পুলকিত মনে॥
রাগ নাই দ্বেশ নাই, নাই অভিমান।
পরের সুখেতে সুখী, হরের সমান॥
জীব হয়ে শিব সেই, সদা শিবময়।
কিছুতেই তার কভু, অশিব না হয়॥

সন্তোষের সঞ্চার, যাহার মনে নাই।
তাহার নিকটে সুখ, নাহি পায় ঠাঁই॥
রত্নাকরে যত রত্ন করিয়া গ্রহণ।
তা'র সহ যোগ করি, কুবেরের ধন॥
স্বর্ণ আদি যেখানেতে, সম্পদ যা আছে।
সকল একত্র করি দেহ তা'র কাছে॥
আকাশের চাঁদ ধরে, হাতে দেও তার।
তথাচ হবে না মনে, সুখের সঞ্চার॥
ক্রমেতে ঘুরিবে মন, উপরে উড়িয়া।
বাসনা ছুটিবে তা'র, আকাশ ফুঁড়িয়া॥
অতএব প্রিয়গণ, স্থির রাখ ভাব।
কিসের অভাব বল, কিসের অভাব॥
সভাবে সন্তোষ ধন, স্বভাবে রাখিয়া।
পুলকে পূরিত হয়, ভূলোকে থাকিয়া॥
মেলে আঁখি, দেখদেখি, চারিদিক্ চেয়ে।
এ জগতে কিছু নাই, সন্তোষের চেয়ে॥
এ জগতে লোভশীল, যত জন আছে।
বল দেখি, কার কোথা, হিত ঘটিয়াছে॥
এই লোভে কত জন, করে কত পাপ॥
এই লোভে কত জন পায় কত তাপ॥
এই লোভে কত শত রাজ পরিবার।
ধনে জনে, একেবারে, হ'লো ছারখার॥
লোভি হ'লে, কা'র কাছে, থাকে নাকো মান।
ঘরে পরে সবে তা'র, করে অপমান॥
অতএব তাই সব, উপদেশ ধর।
মনের প্রবোধ দিয়া, লোভ পরিহর॥
আহারের লোভে পড়ে, হ'য়ে বোধহীন।

বঁড়শীর মুখে বিঁধে, মারা যায় মীন ॥
না যায় লোভের ক্ষোভ, যদি যায় প্রাণ।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, বিধির বিধান ॥

ওহে লোভ! প্রণিপাত, তোমার চরণে।
দিবা নিশি অন্ধ জীব, তোমার কারণে ॥
স্বভাবে প্রভাব ধরি, তুমি পাও যাকে।
হিতাহিত বোধ তা'র, কিছু নাহি থাকে ॥
কোথায় তোমার সীমা, ক্রমে বাড়ে আশা।
কিছুতে না শেষ হয়, তোমার পিপাসা ॥
জলধির জলে, পেতে পারি থাই।
ভাবিলে ভবের ভব, নিরূপণ পাই ॥
কতদূর উপরেতে, আছে প্রভাকর।
কতদূর বিস্তারিয়া, প্রকাশিছে কর ॥
রবি ছবি মাঝে শশী, কিরূপেতে রয়।
এ সকল বিচারেতে নিরূপণ হয় ॥
কতরূপে কত ভাবি, নাহি হয় স্থির।
কতদূর ব্যাপিয়াছে, লোভের শরীর ॥
এই লোভে রাবণের, হ'লো সর্ব্বনাশ।
এই লোভে কুরুকুল, হইল বিনাশ ॥
এই লোভে কত দেশ, গেল ছারখার।
এই লোভে চিরদুখি, কত পরিবার ॥
এই লোভে কত রাজা কারাভোগ করে।
এই লোভে কত বীর, আপনিই মরে ॥
এ লোভের অধীনে যে, হয় একবার।
চিরকাল শুধু তা'র, হাহাকার সার ॥
এ লোভে পণ্ডিত কত, স্বভাবে না রয়ে।
ভুগিলেন রাজদণ্ড, অপমান হ'য়ে ॥
কত কত বীরগণ, এই লোভ করে।
অবিহিত আচরণে, ক্ষোভে যান মরে ॥
ধরাতে লোভ অতি প্রবল এখন।
বাধিয়াছে ঘোরতর, ভয়ঙ্কর রণ ॥
জয়-লোভে বীর সব, ছাড়িয়াছে ভয়।
কি হয়, কি হয়, লোভে, কি হয় কি হয় ॥
এ লোভের ভাব দেখে, মনে হয় ত্রাস।
একেবারে করে বুঝি, সকলে বিনাশ ॥
ধর্ম্মা ধর্ম্ম পুণ্য পাপ, নাহি ভাবে কেউ।
লোভের সাগরে ডুবে গণিতেছে ঢেউ ॥
পুত্র শোকে কত পিতা, করে হাহাকার।
ছারখার হয়ে গেল, কত পরিবার ॥
কাঁদিছে দুধের শিশু, পিতার কারণ।
আহা তা'র, হাহাকার, কে করে বারণ ॥
জননী কাতরে কাঁদে, করি হায় হায়।
প্রাণের কুমার মোর গেলিরে কোথায় ॥
পতি-শোকে সতী কাঁদে, প্রাণে যায় মারা।
কে আর মুছিবে তার নয়নের ধারা ॥
ভাই কাঁদে, বন্ধু কাঁদে, কাঁদে আর সবে।
গগন ভরিয়া গেল, হাহাকার রবে ॥
শুন শুন বীরগণ, করি নিবেদন।
স্থির হও, স্থির হও, ছাড়' ছাড়' রণ ॥
জ্বেলেছে আগুন অতি, হয়ে বলবান।
শান্তি জল দিয়া তা'রে, করহ নির্ব্বাণ ॥
যা হবার হইয়াছে, আর কেন দ্বেষ।
প্রেমভাবে রক্ষা কর, নিজ নিজ দেশ ॥

ধন আর পদ, ভাব, ধুলার সমান।
পদে আর ধনে কেন, কর অভিমান ॥
চিরদিন সম সুখে, যাপন না হয়।
বিষয় বিভব কভু, আপনার নয় ॥
আপনি যখন তুমি, নহ আপনার।
তখন কিরূপে হবে সম্পদ তোমার ॥
নগ নিবাসিনী নদী-নীর যে প্রকার।
ক্ষণেকে প্রখর বেগ, পরে নাহি আর ॥
যৌবন সঞ্চার দেহে, হয় সেইরূপ।
কিছুকাল কমনীয়, পরেতে কুরূপ ॥
অতএব ছাড় ছাড়, ছাড় অহঙ্কার।
চিরকাল নাহি রবে, যৌবন তোমার ॥
জলবিম্ব যে প্রকার স্বভাবে চঞ্চল।
নিয়ত লহরী লীলা, করে ঢল ঢল ॥
শুণেতে চমলবৎ, অস্থির এ নীর।
কখন শুখায়ে যাবে, কিছু নাই স্থির ॥
সেইরূপ আয়ু বায়ু, এই দেহ বাসে।
এখনি উড়িয়া যাবে শেষের নিশ্বাসে ॥
জীবনের ফেনাসম জীবের জীবন।

কখন বিলয় হবে, নাহি নিরূপণ ॥
হায় হায় কারে কর মনের বচন।
চেতনের একবার না হয় চেতন ॥
প্রতিদিন দেখিতেছ, এরূপ প্রকার।
দেখিতে দেখিতে এই, পরে নেই আর ॥
এই, এই, এই, এই, এই হয় সেই।
সেই সেই সেই নেই, এই এই এই ॥
সকলি অসার ভবে, কি ভেবেছে সার।
স্বর্গের সোপান নাহি, করে পরিষ্কার।
এখন না হয় যদি ধর্ম্মে অধিকার।
চরমে করিতে হ'বে, শুধু হাহাকার ॥
তখন না পাবে আর, শান্তিরূপ জল।
পোড়াবে প্রবল হ'য়ে, শোকের অনল ॥
অতএব জীবগণ, উপদেশ লহ।
সত্যের সাধনা করি, ধর্ম্মপথে রহ ॥
তাহে আর নাহি রবে,
শেষের সে ভয়।
পাইবে পরম ধন, চরম সময় ॥

গীত

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

ওহে মানস আমার।
বারবার কেন আর,
কর মিছে হাহাকার।
পাপ-আশা, তৃষা-কৃশা, হ'ল না তোমার ॥
আশাতেই বাড়ে আশা আশাতেই হয় আসা।
আশা নাশা কর্ম্মনদী নদী হয় পার।
যত দিন রবে আশা, ততদিন ভবে আসা,
ভাঙিলে আসার বাসা, আসা নাই আর ॥
আশাতেই এত রোগ, আশাতেই এত ভোগ,
আশায় আসার যোগ হয় বার বার।
এ আশার হলে শেষ, চলে যাবে নিজদেশ,
স্বরূপে স্বভাব পেয়ে করিবে বিহার ॥

মীমাংসানুগতামতি। হে ভাই সন্তোষ!—ঐ দেখ, আমারদিগের ধীরাজ বিরাজ করিতেছেন। তুমি অবিলম্বে তাহার নিকট গমন কর।

সন্তোষ। (বিবেকের সম্মুখে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক।) মহারাজ। আমি সন্তোষ।—আপনার চরণসেবক, আজ্ঞা করুন, এই অধীনকে কেন ডাকিয়াছেন ?

বিবেক। তোমার পরাক্রম আমি বিশিষ্ট রূপেই জ্ঞাত আছি, বিলম্বে বিঘ্ন সম্ভাবনা, তুমি এখনই বারাণসীধামে গমন করিয়া দুর্নিবার দুরাচার লোভকে পরাজয় কর।

সন্তোষ। (হাস্যবদনে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া।) যে আজ্ঞা মহারাজ!—যেমন রঘুকুল-তিলক পতিতপাবন রঘুনাথ মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসপতি দশমুখ রাবণকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন, আমি সেইরূপেই অতি শীঘ্রই ধর্ম্মকর্ম্মের বিঘ্নকর ত্রিলোকবিজয়ী অবাধ্য লোককে প্রচুর পরাক্রমে পরাভবপূর্ব্বক চূর্ণ করিব।

[তদনন্তর সন্তোষ রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

শুভ লগ্ন নির্ণয় কারি গণক। মহারাজের জয় জয়কার। আপনি সর্ব্বজয়ী এবং দীর্ঘজীবী হউন। জগদীশ্বর সর্ব্বতোভাবেই আপনার মঙ্গল করুন।

আমি শুভলগ্ন নির্ণয় পূর্ব্বক আগমন করিলাম, বিজয় প্রস্থানে সমুদয় মাঙ্গলিক-দ্রব্য স্থাপিত হইয়াছে। বারবেলা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এই সময়েই ৺বারাণসীধামে শুভযাত্রা করুন। এই লগ্নে গমন করিলে আপনি নিশ্চয় রূপেই জয়ী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিবেক। ওহে গণক ঠাকুর!—তবে তুমি এই ক্ষণেই সেনাপতি সকলকে সুসজ্জীভূত হইয়া যাত্রা করিতে আজ্ঞা দেও।

গণক। যে আজ্ঞা মহারাজ। তাঁহার ভাবতেই শুভযাত্রা করিতেছেন।

[তদনন্তর গণক নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন।]

(এই সময়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে নেপথ্যে কোলাহল ধ্বনি উঠিতে লাগিল)

(আনন্দ কোলাহল সূচক বাদ্য গীত।)

জয় জয় রাজা, বিবেকের জয়।
বিবেকের জয়, রাজা বিবেকের জয় ॥
একেবারে শত্রু সবে, হবে পরাজয় ॥
জয় জয় জয় হর স্মরহর, জয় হয় হরি মুরহর
শ্রীদুর্গা বলিয়া যাত্রা কর,
আর কারে ভয় ॥
ধান্ধা ধান্ধা, ধ্বদ্ধড় ধ্বদ্ধড়, তিত্তা তিত্তা,

তত্তড় তত্তড়, দ্বদ্দ দ্বদ্দ, দ্বদ্দড় দ্বদ্দড়,
বাদ্য রণ জয়
ভঁঃভ ভঁ-ভঁভ ভঁ, ভম্ভম ভম্ভম, পঁপ্প পঁপ্প
পম্পম পম্পম, ধুদ্ধু ধুদ্ধু-ধদ্ধম ধদ্ধম,—
ভেরী নাদ হয় ॥
পর পর পর, বস্ত্র পর, ধর ধর ধর, অস্ত্র ধর,
কর কর কর সজ্জা কর, রথ, গজ, হয় ॥

রথ সকল প্রস্তুত হইয়াছে, সমুদয় সমর সামগ্রী সম্বলিত যোদ্ধা সকল সুসজ্জীভূত।

হে পদাতিক সেনাগণ! তোমরা অতি সাহস পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে গমন কর, তোমাদিগের বাহুবলে ও যুদ্ধকৌশলে মহারাজ জয়ী হইবেন।.

হে অশ্বারোহি সকল! তোমরা অসিধারণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সাহসে প্রসন্নচিত্তে পদাতিক-পুঞ্জের পশ্চাৎ যাত্রা কর। তোমরা গমন মাত্রেই প্রচুর পরাক্রম প্রচার পূর্ব্বক শত্রুকুলকে সংহার করিবে তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই।

যাত্রাকালে সৈন্যদিগের রণমত্ততা। অমানিক চ্ছন্দঃ।

বিবেক বিবেক রস। ছাড়ি যুদ্ধরসে বশ।
সাধিতে আপন কাজ। দিলে আজ্ঞা সাজসাজ ॥
আজ্ঞা পেয়ে সৈন্যসব। করে দর্পে ঘোর রব ॥
বীররসে হয়ে মত্ত। না দেখে আপন তত্ত্ব ॥
কেহ হাঁকে মার মার। ছাড়ে কেহ হুহুঙ্কার ॥
কেহ দন্তে দেয় লম্ফ। পদভারে ভূমিকম্প ॥
আস্ফোটন বাহু শব্দ। শুনে লোক হয় স্তব্ধ ॥
ধায় সবে হুড়াহুড়ি। পরস্পর হুড়াহুড়ি ॥
কেহ গজে, কেহ রথে। কেহ অশ্বে কেহ পথে ॥
কেহ অগ্রসরে ধায়। পিছুপানে নাহি চায় ॥
কোন বীর লোকে তীর। কেহ দেখে হয় স্থির ॥
কেহ ধরে তলবার। কেহ ধরে যম ধার ॥
কেহ ধনু-ছিলা টানে। কেহ কাটয়ার হানে ॥
কেহ ধায় ধরি চর্ম্ম। কেহ গাত্রে দেহ ধর্ম্ম ॥

জয় জয় জয় মহারাজ। মহামোহ মুণ্ডে-বাজ ॥
কোন্, ছার মহামোহ। এখনিই পাবে মোহ ॥
কিছু না, রাখিব আর। হবে সবে ছারখার ॥
এইরূপ সৈন্যে বোল। সুপ্রচণ্ড গণ্ডগোল ॥
ঘোটকের পদ ঘায়। ধুলা উড়ে সূর্য্য ছায় ॥
হ'লো ঘোর অন্ধকার। নাহি দৃষ্টি কেবা কার ॥
লাখে লাখ শত শত। বাজে রণ বাদ্য কত ॥
তাতিন্তা তাতিনিথতি। উঠিছে মৃদঙ্গ ধ্বনি ॥
ধুধু ধুধু ধুধু ধুরী। রণরঙ্গে বাজে তুরী ॥
ভোঁ।ভোঁ।ভোঁ। বাজে ভোঁরঙ্গ। শব্দে শত্রু দেয় ভঙ্গ ॥
রণঢক্কা জয় ঢাক। বাজে কত লাখে লাক ॥
বীর বশে হয়ে ভোল। সব সৈন্য উভরোল ॥
লক্ষ লক্ষ রণদক্ষ। বলে যার শত্রুপক্ষ ॥
এই রূপে সৈন্য গ্রাম। চলে বারাণসী ধাম ॥

বিবেক। হে মন্ত্রি!—এসো আমরা এই মঙ্গলময় কৃত মঙ্গল হইয়া বিঘ্নহর সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করিয়া যাত্রা করি,—তুমি গিয়া সারথিকে বল, যথাক্রমে রণরথ সাজাইয়া এখনি আসুক।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা প্রভু,—রণরথ আনয়ন করি।

[এই বলিয়া মন্ত্রী নাট্যশালা পরিত্যাগ করিলেন।]

সারথি। হে সর্ব্বজয়ি সর্ব্বপ্রিয় সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ চিরজীবি মহারাজ। সুইচ্ছাপূর্ব্বক রণরথ আনয়ন করিয়াছি, এই রথে আরোহণ করুন।

বিবেক। (মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক রথারোহণ।)

গীত।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল একতালা।

কোথা হে হর বিশ্বেশ্বর, যেন লজ্জা নাহি পাই,
রাঙ্গাপদ ধ্যান করি কাশীধামে যাই॥
হর হর হরি হরি, মুখে শুধু জপ করি,
দুর্গানাম বল বিনা, অন্য বল নাই।
ইচ্ছাময় বেদে কয়, নাম ধর ইচ্ছাময়,
মনে যাহা ইচ্ছা হয়, কর নাথ তাই।
হ'লে জয় ভাল হয়, না হয় তো নয় নয়,
পাঁচে পাঁচে হ'লে লয়, পদে দিয়ো ঠাঁই।
তোমা বিনা নাহি জানি,
তোমা বিনা নাহি মানি,
নিরন্তর মানে শুধু, তব গুণ গাই॥
কৃপাকর কৃপাময়, আর না যাতনা সয়,
ঘুচে যাক্ ভব ক্ষুধা,
তত্ত্বসুধা পাই॥
সারথি। সুমঙ্গল যাত্রা কিবা,
বামভাগে শব শিবা,
দক্ষিণেতে দ্বিজ, মৃগ,
গাভী যায় হে।
মহামতি সেনাপতি, সুন্দর সুগতি,
সমর অমর প্রায় হে॥

ধুয়া।

তুরগ খুরধ্বনি, খর খর খর খর,
চক্র-ঘোষিত ঘোর, ঘর ঘর ঘর ঘর,
নিশান রথোপরে, ফর ফর ফর ফর,
মনোহর কত শোভা তায় হে।
কলিত কলরব, কল কল কল কল,
সপক্ষ-মুখে হাস, খল খল খল খল,
বিপক্ষ দল বল, টল টল টল টল,
ধরাতল রসাতল যায় হে॥

হে মহারাজ। দর্শন করুন। ঐ সম্মুখে মোক্ষপুরী পামর পাবনী বারাণসী, ঐ উত্তর-বাহিনী সুরনদী গঙ্গা সুচারু-শৈল-নির্ম্মিত সোপান-মালায় কি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছেন। —মরি মরি। এই পুরী অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় কি চমৎকারা কারা। কি সকল সুন্দর মনোহর মন্দির। হর হর শব্দে সাধকেরা কৃতার্থ হইতেছে।—ঐ ভববন্ধনচ্ছেদক সুমধুর বেদধ্বনি শ্রবণ করুন। আহা, আনন্দকাননে কি আনন্দ! ব্রহ্মসংগীত-দ্বারা গায়কেরা ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করিতেছেন।

হে মহারাজ, কাশীরামের শোভা আর বর্ণনা করিতে পারি না, উত্তর-ভাগে বরুণা, দক্ষিণ-ভাগে অসী, উভয়ে গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়া কি বিচিত্র লহরীলীলা বিস্তার করিতেছে! বোধ হয় ইহারা যেন তরঙ্গ রূপ বেণী-শ্রেণী-লম্বিত পূর্ব্বক মহামঙ্গলময় মহাদেবের পদতলে প্রণত হইয়া কল্‌কল কলরবচ্ছলে স্তুতিপাঠ করিতেছে। আহা।—এই পুণ্যভূমি কি চিত্তহর নয়ন-প্রফুল্লকর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ভূষায় ভূষিত হইয়াছে।—মরি মরি, আহা! ঐ সকল অট্টালিকার উপরিভাগে বংশলগ্ন—পতাকা সকল বায়ুভরে দোদুল্যমান হইয়া শরৎকালের নির্ম্মল মেঘান্দোলিত-বিদ্যুৎ-শ্রেণীকে যেন লজ্জা প্রদান করিতেছে।

আহা!—চমৎকার! এখানকার জল, বায়ু, বৃক্ষ, লতা, কোকিল, ভ্রমরাদি তাবতেই যেন পাশুপতব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতেছে। স্তব পড়িতেছে। সাধু সাধু।

গীত।

রাগিণী রামকেলি। তাল আড়া।

মহারাজ কর দরশন, জুড়ালো নয়ন,
হেরে জুড়ালো নয়ন।
আহা আহা কি যে শোভা,
ত্রিভুবন মনোলোভা,
মুখে আর সরে না বচন॥
একেবারে মুগ্ধ হ'লো, প্রাণ আর মন॥
দেহে আর নাহি পাপ, ঘুচে গেল সব তাপ,
ভবভয় সমুদয়, হলো নিবারণ।
যে দিকেতে ফিরে চাই, মোহিত হইয়া যাই,
পুন আর পারিনে'ক ফিরাতে নয়ন॥
স্বর্গ আর কারে বলে, চতুর্ব্বর্গ করতলে?
সমভাবে জলে স্থলে মুক্তির সদন।
আশাপাশ হরিবারে, বররূপে বরিবারে?
ভক্তিভরে মুক্তি নারী, করে আকর্ষণ॥
কারে বলি হায় হায়, সুদুর্লভ নরকায়,
এতদিনে হলো তার সফল জীবন।
পাদপদ্মে সভাব্রত, হয়ে তার মধুব্রত,
পান করি মকরন্দ, করিব ভোজন॥

বিবেক। গীত।

রাগিণী ললিত। তাল ঠুংরি।

একি রে সেই বারাণসী। সেই বারাণসী,
একি সেই বারাণসী, একি রে, সেই বারাণসী
উত্তরে বরুণা যার, দক্ষিণেতে অসী॥
পতিত পাবনী-গঙ্গা, সম্মুখে আপনি ভঙ্গা,
মণিকর্ণিকার ঘাটে, লয়ে তত্ত্বমসি॥
দেবদেব স্মরহর, পরব্রহ্ম বিশ্বেশ্বর?
শক্তিরূপে মুক্তি যাঁ'র বাম ভাগে বসি॥
কীট আদি যত জীব, সকলে হতেছে শিব,
শিবময় সমুদয়, এই পঞ্চক্রোশী॥
স্বর্গের অমর যত, হাহাকার করে কত,
বিষয় বাসনা বিষ, বারিনিধি পশি।
গুপ্তভাবে শোভা ধরে,
অন্তরেতে আলো করে,
ত্রিতাপতিমির হরে, জ্ঞানরূপ শশী॥

হে সারথি! রথ রাখ। রথ রাখ। যেমন চুম্বুক-প্রস্তর লৌহকে আকর্ষণ করে। যেমন কাংস্যাদি ধাতু সকল বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে, যেমন তত্ত্বজ্ঞান মুক্তিকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ তমোগুণ বিনাসিনী আত্মজাত পরমানন্দ প্রদায়িনী এই পবিত্র পুণ্যভূমি বারাণসী আমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন।

সারথি।

জয় জয় জয় ভূপ, জয় জয় জয় হে।
হইলাম কাশীবাসী, আর কারে ভয় হে।
আপনার আগমনে শুভানন্দময় হে।
বিষাদে বিদীর্ণ হয়, বিপক্ষ হৃদয় হে॥
মহামোহ আদি কেহ, স্থির নাহি রয় হে।
ওই দেখ পলাতেছে শত্রু সমদয় হে॥
আর কিসে, কাম, ক্রোধ,
লোভ, মোহ রয় হে।
এখনি হইবে মনে, প্রবোধ উদয় হে॥

বিবেক। (রথের গতি রোধ করিয়া, রথ হইতে নামিয়া পূর্ণানন্দে সারথির সহিত অনাদি কেশব ও অন্যান্য দেব দর্শনে গমন।) হে প্রিয় সারথি! দেখ দেখ পূর্ব্বতন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা এই মুক্তি দাতা মহাদেবকে বারাণসীর অধিষ্ঠাতা বলিয়া গান করেন, কাশীবাসি পুণ্যশীল জনেরা শরীর পরিহার পূর্ব্বক এই মহাদেবেতে প্রবেশ করেন।

সারথি। হে প্রভো! এইক্ষণে কি কর্ত্তব্য। এই সকল সেনাপতি ও সেনারা কিরূপে কোথায় অবস্থান করিবেন।

বিবেক। হে পাত্র। হে সারথি।—এই গঙ্গার তীরে সৈন্যগণকে শিবির স্থাপনে অনুমতি কর।—বস্তুবিচার। ক্ষমা, মৈত্রী, মুদিতা, করুণা, সন্তোষ, শান্তি, শ্রদ্ধা—ইহারা বিশেষ বিশেষ মহাত্মাদিগের হৃদয় মন্দিরে বাসা করুন।—আমরা এক্ষণে ধুলিপায়ে শ্রীশ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিলাম। (ভগবান বিশ্বেশ্বর মন্দিরে গমন।—অষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক স্তব।) হে ভাবগ্রাহি ভক্তবৎসল ভগবান!—তোমার চরণে প্রণাম করি, তুমি জয়যুক্ত হও।—হে হর। পৃথিবীর পাপ হর। মহামোহপাশ হর। জীব সকলকে নিস্তার কর।

স্তব। পজ্ঝটিকা।

জয় নারায়ণ, জয় গুণসিন্ধো।
জয় মধুসূদন জয় সুরবন্ধো॥
নরক নিবারণ—কারণ বিন্দো।
স্বগুণ-গণার্ণব, দানবজিষ্ণো॥
মীনরূপ ধর, কূর্ম্মশরীর।
জয় শূকর নর সিংহ সুবীর॥
জয় জয় বামন বলিবঞ্চনকারী।
জয় রাক্ষসবর কুলসংহারী॥
ক্ষত্রিয়কুল রণ দহন জয়েশ।
জয় হলধরধর, সুন্দর বেশ॥
বেদ বিনিন্দক জয় জয় বুদ্ধ।
ম্লেচ্ছ নিরহ সুবিনাশন শুদ্ধ॥
জয় জয় সুন্দর নন্দ কুমার।
জয় বংশী বট বিপিন বিহার॥
জয় পিতাম্বরকৃত পরিধান।
জয় গোপীগণ মোহবিধান॥
জয় যমুনাতট কুঞ্জসুখেল।
গোপবধূগণ হৃতবর চেল॥
জয় কংসান্তক নরক বকারে।
পতিতং মামুদ্ধর সংসারে॥

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

হে নাথ। আমি জানিব মহিমা তোমার।
তুমি হে তারকব্রহ্ম, সর্ব্বমূলাধার॥

ধুয়া।

তুমি হে প্রণব মন্ত্র, তোমার নাহিক তন্ত্র,
ইচ্ছায় ধরিলে তনু, হরিলে ভূভার।
অবতার, অবতরী, ভব তার, ভবতরী,
নানারূপে রূপ-ধরি, হ'য়েছ সাকার॥
মায়াময় অবনীতে, কর্ম্মিজনে জ্ঞান দিতে,
নাস্তিকেরে উদ্ধারিতে, ধরেছে আকার।
না হইলে শ্যামা শ্যাম, তারা রাম বলরাম,
জগতে তোমার নাম, থাকিত না আর॥
ভক্তিহত জ্ঞানহত, নাস্তিকের দল যত,
ইচ্ছায় করিত কত বিষম ব্যাপার।
মহাজালে অন্ধ হ'য়ে, বাসনার বাসে র'য়ে,
কেবল মরিতো ঘুরে, হ'তো না উদ্ধার॥
তুমি হর, তুমি হরি, অপার কৃপার তরি,
কি কহিব মরি মরি, করুণা তোমার।
দান করি তত্ত্বমসি, হরিছ অজ্ঞান-মসী,
করিছ প্রবোধশশী, অন্তরে প্রচার॥
তত্ত্বজ্ঞানি জীব যারা, তত্ত্বসুধা খায় তা'রা,
তাদের নিকটে তুমি, নিজে নিরাকার।
পাইয়াছে দিব্যজ্ঞান, একভাবে করে ধ্যান,
জ্ঞানির কি হয় আর ইন্দ্রিয় বিকার॥
তব দত্ত-বোধ লয়ে, আত্মার আত্মীয় হয়ে,
আত্মবোধে নাহি করে, সাকার স্বীকার॥
ভিতরেতে বস্তু বোধ, যোগে হয় বাহ্যরোধ,
লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ থাকে নাক' তা'র॥
দেব দেব দয়াময়, দাতারাম বেদে কয়,
করিয়াছ মোক্ষময়, পুরীর সঞ্চার॥
কত মহাপাপ করে, তব নাম মুখে ধরে,
এখানে যদ্যপি মরে, তখনি উদ্ধার।

জন্ম, মৃত্যু জরা রোগ, আর নাহি হয় ভোগ, যা করিবে তাই হব, ইচ্ছা যে প্রকার।
যোরে জীব হয় শিব, তোমাতে বিহার॥ ধরেছি চরণ তব, জপ করি ভব ভব,
আমি হে কিঙ্কর তব, কি আর অধিক কব, ভবধব' কৃপাভব কর ভবপার॥

(সারথি সহিত অনাদি কেশরের মন্দির হইতে বাহির হইয়া সমস্ত বারাণসী ভ্রমণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে।) ওহে।—এই দেশ অতি সুন্দর আনন্দময়। এই স্থানেই বাস করা উপযুক্ত। অতএব শীঘ্রই এই স্থলে পতাকা স্থাপন কর।

[তদনন্তর মহারাজ বিবেক সারথিকে লইয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

ইতি চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

(শ্রদ্ধা ও মুদিতার নাট্যশালার আগমন।)

শ্রদ্ধা। হে জগদীশ্বর তোমাকে প্রণাম করি।

লঘুত্রিপদী।

জয় ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান,
জয় জয় ভবপতি।
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ
তোমাতেই থাকে মতি॥
অখিল সংসার, রচনা তোমার,
যে দিকে ফিরাই আঁখি।
অতি অপরূপ হেরে তবরূপ
বিমোহিত হয়ে থাকি॥
অম্বুদ অম্বর, গহন শিখর?
দৃষ্টি করি আমি যাহে।
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়
বিরাজিত তুমি তাহে।
পৃথিবী, সলিল, অনল অনিল,
রবি শশী আর তারা।
নিয়ম তোমার করিয়া প্রচার
পরিচয় দেয় তা'রা॥
কুসুম শেখরে, ভ্রমর বিহরে,
সুখে করে মধু পান।
নানা রাগ ভরে, গুণ গুণ স্বরে,
করে তব গুণ গান॥

কোকিল কলাপ, মধুর আলাপ
করিছে ধরিছে তান।
শুনে যায় ক্ষুধা, তাহাতে কি সুধা,
ক্ষরিছে হরিছে প্রাণ॥
যতেক খেচর, লয়ে সহচর,
সহচরী সহ চরি।
বসি তরুপরে, প্রেমালাপ করে,
মরি মরি আহা মরি॥
কভু বনে চরে, কভু চরে চরে,
চরাচরে করে মেলা।
নিজ নিজ ঝাঁকে, দ্বিজ থাকে থাকে,
করিতেছে যেন খেলা॥
উদর ভরিয়া, আহার করিয়া
প্রীত হ'য়ে গীত ধরে।
কি কহিব আর, সে গানে তোমার,
মহিমা প্রচার করে।
শাখি-শাখা যত, ফলভারে নত,
চরণে প্রণত তা'রা।
পল্লব নড়িছে, সলিল পড়িছে,
দর-দর প্রেমধারা॥

সকলেরি সার, তুমি মূলাধার,
আছ শিবরূপ ধরি।
কিছু নাই বল, না দেখি সম্বল,
কি দিয়ে অর্চ্চনা করি॥
তোমারি এ ভব, তোমারি এ সব,
আমার সম্ভব কিবা।
আমি অতি দীন, হ'য়ে জ্ঞানহীন,
ভ্রমে ভ্রমি নিশি দিবা॥
কর অসি দান, করি বলিদান
কাম আদি রিপু-মদে।
প্রেম-ফুল সহ, প্রাণ, মন লহ,
দান করি তব পদে॥
তৃষিত যে জন, নিদাঘে যেমন,
চাহে সুশীতল রস।
সেইরূপ মন, হয় প্রতিক্ষণ,
তব প্রেমে যেন বশ॥
বিধি, হরি, ভব, ভাবে পরাভব,
কি বুঝিবে মূঢ় নরে।
তোমায় লইয়া, পাগল হইয়া,
বৃথায় বিবাদ করে॥
কিছু নাহি জানে, কিছু নাহি মানে,
নাহি মানে ভ্রম ফাঁস।
মিছে তর্ক করে, মিছে বকে মরে,
মিছে করে আত্মনাশ॥
নূতন সূচনা, মতের রচনা,
ভাঙ্গে গড়ে কত মত।
মিছে কথা কয়, কিছুই সে নয়,
কিসে হ'বে মনোমত॥
কেহ কহে, ওই, কেহ কহে কই,
কেহ কহে তাই বটে।
কেহ কহে, এই, কেহ কহে নেই,
আছে, কেহ কেহ বটে!
কেহ কেহ, আহা! আমি কহি, যাহা,
"তাই কর দৃঢ়-জ্ঞান।"

"আমি কিরে, আমি? আমি কি রে স্বামী?"
কি জ্ঞানে করিব ধ্যান॥
যেমন গর্দ্দভ, বহুবিধ ধব,
পিঠে ব'য়ে হয় খুন।
সেই রূপ নরে, পুঁথি ব'য়ে মরে
বিচারে হারায় গুণ॥
অক্ষর জুড়িয়া, তোমারে মুড়িয়া,
বচন বচন করে।
কেহ কেহ "খোদা" কোরাণেতে খোদা,
যোদা আছে এই ঘরে॥
কি কব অদ্ভুত, পিতা*, পুত্র, ভূত,
তিন গাড† কেহ কয়।
বলে এই বলে, "বাইবেলে" বলে,
একথা অন্যথা নয়॥
কেহ কহে বেদ, ঘুচায়েছে খেদ,
প্রভেদ করিয়া পথ।
প্রণব-শরীর, এই করি স্থির,
পূরাইব মনোরথ॥
মোদক যেমন, করিয়া যতন,
দোকান সাজায় জাঁকে।
বাহিরেতে জাঁক, এক-রসে পাক,
নানাবিধ নাড়ু রাখে॥
ধর্ম্মের দোকান, কত শত খান,
সেইরূপ ভবহাটে।
এক বস্তু নিয়া নানা নাম দিয়া
বসেছে দোকানি ঠাটে॥
অবোধ বালক, জ্ঞানের আলোক,
পায় নাই কোন স্থানে।
মনে লয় যাহা, কিনে লয় তাহা,
কারণ কিছু না-জানে॥
দোকান ফাঁদিয়া, কাঁদুনি কাঁদিয়া,
রাখিয়াছে মিছে লেখে।
ঘৃত, ক্ষীর, চিনি, আমি ভাল চিনি,
ভুলিনে দোকান দেখে॥

* পিতা। পুত্র। ভূত :—অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর।
† God গাড—পরমেশ্বর। ইংরাজী শব্দ।

দোকানের মত, শাস্ত্র শত শত,
কি হইবে তাহা নিয়া।
ভব-রূপ বেদ, দূর করে খেদ,
তব পরিচয় দিয়া॥
সাজায়ে আসর, বাজায়ে কাঁশর,
চেঁচাচেঁচি করে কত।
না পেয়ে স্বরূপ, লয়ে ধুনা ধুপ,
মাথা খোঁড়ে অবিরত॥
বিফল জল্পনা, কতই কল্পনা,
তোমাতে করিছে জীব।
চির সুখে তা'র, নাহি অধিকার,
কভু নাহি পায় শিব॥
তোমারে স্মরিয়া, স্বভাব ধরিয়া
জ্ঞান পথে চলে যেই।
মতামত যত, শাস্ত্র শত শত,
তৃণ-জ্ঞান করে সেই॥
ফুল ব'য়ে মাথা, ফল পায় মাথা,
নাসা পায় তার সুখ।
সাধক যে জন, বুঝিয়া কারণ,
দেখে শুনে হয় মুক॥
যে পেয়েছে আঁখি, দেখিতে কি বাকি,
কিছু আর তার আছে।
তুমি কৃপাময়, হ'য়ে মনোময়,
সদা বাঁধা তা'র কাছে॥
স্থির করি মন, যখন যে জন,
যে ভাবে তোমারে ভাবে।
তুমি তার প্রভু, অন্যথা কি কভু,
সে জন তোমারে পাবে॥
ভক্তি সহকারে, রসনা আগারে,
তব নাম যেই ল'তে।
তাহাতে তোমার, করুণা অপার,
অবশ্যই হ'বে হ'বে।
ওহে ভবধব, কি করিব স্তব,
মানস তিমির হর।
অজ্ঞান নাশিয়া, নিজ জ্ঞান দিয়া,
আমারে কৃতার্থ কর॥

গীত।

রাগিণী বরোঁয়া। তাল তেওট।

যে যা বলে, বলে বলে, বলুক রে।
বলে বল আছে কার।
প্রত্যয় পরমনিধি, মনে জেনো সার॥
ভক্তি রাখ' শ্রদ্ধা রাখ', আপনার ভাবে থাক',
যে নামেতে ইচ্ছা হয় ডাক' একবার।
যেও না রে কা'র দ্বারে, আপন হৃদয়াগারে,
ভাবভরে ভাব তাঁরে, ভাবনা কি তা'র॥
না জেনে আচার ক্রম, বিছার কামড় সম,
কি ছার মনের ভ্রম, মিছার বিচার।
দেশ, কাল, পাত্র-ভেদ, ধর্ম্ম, বর্ম্ম পরিচ্ছেদ,
প্রভেদ অন্তরে খেদ, স্বভাবে সঞ্চার।
সার মতে রেখে মতি, সার-পথে কর গতি,
সিন্ধু জলে নদী, নদ সব একাকার।
যেখানে সেখানে রবে, কোন কথা নাহি কবে,
শুধু তাঁর নাম লবে বদনে তোমার।
ধরো নাক' কোন বেশ,
করো নাক' কিছু দ্বেষ
মূল মাত্র উপদেশ, আত্মা মূলাধার।
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
স্বভাবের ভাবে করে, সাকার স্বীকার।
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, সবারি অন্তরে রন,
স্বভাবে সদয় হন, ভাব লন তা'র।
ছিঁড়িলে ভারির শিকে, নষ্ট যথা দুই দিকে,
একেবারে ভেঙ্গে যায় দুদিকের ভার।
সেইরূপ দ্বেষি যত, দুই দিকে হয় হত,
সংসার সাগরে ডুবে, না পায় পাথার।
আকার প্রকার তার, হয় হক যে প্রকার,
বিচার করিয়ে তার ফল নাই আর॥
ভক্তি হ্রদে মগ্ন হও, একেবারে ডুবে রও,
পুনর্ব্বার ভেসে আর, দিও না সাঁতার॥

মুদিতা। গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়খেমটা।

এসে আনন্দধামে, সুখেতে আনন্দ কর।
ভুলে সদানন্দ চিদানন্দ, নিরানন্দ কেন ধর॥
ভোগ কর পার যত, যোগকর সাধ্য-মত,
ভোগে যোগে হ'য়ে রত, আনন্দ কাননে চর।
না হলে ইচ্ছার ভোগ. করো না রে অনুযোগ,
পাপরোগ কর্ম্মভোগ, একেবারে পরিহর॥
নাটে নাটে ঠাটে ঠাটে, ফিরনারে বাটে,বাটে,
এ ভব আনন্দ হাটে, নিরানন্দে কেন মর।
স্বভাব করিয়া বশ, স্বভাবের কর যশ,
তৃপ্ত হয়ে খাও রস, কাছে সুধারত্নাকর॥
যত দিন ভবে থাকি, এক ভাব মনে রাখ,
দুর্গা বলে সদা ডাক, নেচে গেয়ে কাল হর।

অপরূপ, কিবা রূপ, অরূপের দেখ রূপ,
ধরেছে মানব রূপ, পেয়েছে তো, কলেবর,
প্রকৃতির যত কার্য্য, কিরূপে হয়েছে ধার্য্য,
হের হের মহারাজ্য চারু বিশ্ব-চরাচর॥
দেখ নিশা, দেখ দিবা, মরি কি বিমল-বিভা,
কিরূপ ধরেছে নিভা, নিশাকর, দিবাকর।
যিনি এই ভবকর, অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর,
প্রজা হ'য়ে তাঁর করে, দান কর শ্রদ্ধা-কর॥
রাগ, দম্ভ, অহঙ্কার, কর কর পরিহার,
যিনি এই সর্ব্বসার, মনে মনে তাঁরে স্মর।
যে পেয়েছে সার মর্ম্ম, সে কি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম,
হৃদয়ে উদয় শর্ম্ম, পরব্রহ্ম পরাৎপর॥

ন্যায়পথে থাকে যেই, সদা তার জয়।
কিছুতেই নাহি তার, কোনরূপ ভয়॥
সুখের সাগরে তা'র মন ডুবে রয়।
কেহ তার শত্রু নয়, মিত্র সমুদয়॥
সাহস তাহার সত্য, ধর্ম্ম তার বল।
ঈশ্বর তাহার ধন, সুখের সম্বল॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, আদি সব থাকে বশে।
গদ গদ ভাবভরে, ভাসে প্রেম রসে॥
নিয়মে নিয়ত তার সুস্থ থাকে দেহ।
পৃথিবীর প্রিয় বলে, সবে করে স্নেহ॥
কোনকালে কিন্তু তার বিপদ না ঘটে।
অসুখ না আসে তার মনের নিকটে॥
শোকে, তাপে, মোহমদে, না হয় মোহিত।
সদাকাল সমভাব সবার সহিত॥
বলি ভাই ওহে ভাই, বিনয় আমার।
ন্যায়হীন পাপপথে, চলোনাক' আর॥
সুপথ থাকিতে কেন ভ্রম পথে চল।
সুপথের পথী হয়ে, সত্যকথা বল॥
অতি ধীর, ন্যায়শীল, সাধু যেই জন।
বিশেষ করিয়া দেখ তার আচরণ॥
স্বরূপ স্বভাবে তা'র হ'য়ো না বিরূপ।
যে যেমন কার্য্য করে, কর সেইরূপ॥

আপনারে নিজে জানো, মানো এক সার।
সকলের সহ কর প্রিয়-ব্যবহার॥
তোমারে ভাবিবে প্রিয়, প্রতি জনে জনে।
আনন্দের বিশ্রাম, হবে না আর মনে॥
সব ঠাঁই সুবিমল, সমাদর পাবে।
বুকে ক'রে সে রাখিবে, যা'র কাছে যা'বে॥
ন্যায় মত কার্য্য করি, সুনীতে যে রয়।
কুরবের ধ্বনি তা'রে, শুনিতে না হয়॥
সকলেই সুমধুর সম্ভাষণ করে।
সকলেই মুখে তার উপদেশ ধরে॥
কারো সহ, যে জন, না, শত্রুভাব রাখে।
চোর এসে তা'র কাছে, সাধু হয়ে থাকে॥
ন্যায়বান্ সাধুজনে, গৃহে আনে যেই।
সকল পবিত্র তার, সাধু হয় সেই॥
স্বভাবে সরল হয়ে, মর্ম্মে দেও মন।
সভাবে, সরাগে, কর, সত্যের সাধন॥
মনের ভূষণ কর, বিনয় প্রণয়।
দয়া যেন মন ছাড়া, কখন না হয়॥
পাপ-কর কার্য্য যত, তাহে কর ভয়।
সদাচারে সদালাপে আয়ু কর ক্ষয়॥
বচন পবিত্র কর, রসের সদনে।
যশের ঘোষণা হবে দশের সদনে॥

সত্যের সূচনা করে সাধু সদাশয়।
জগতের পতি তারে, সদাই সদয়॥
হৃৎ-সিংহাসন তা'র পবিত্র করিয়া।
বিরাজ করেন বিভু বিরাজ হইয়া॥
স্বভাবে যে শিবময়, কিছু নাই দুখ।
নরলোকে, পরলোকে, দ্যুলোকেই সুখ॥

ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।

অখিল সংসার রচনা যাহার
সে জন কি গুণ ধরে।
নিয়মে সৃজন, নিয়মে পালন,
নিয়মে নিধন করে॥
এ ভব বিষয় সব শিবময়,
শিবের সাগর ভব।
শুন ওহে জীব, ভোগ কর শিব,
অশিব কি আছে তব॥
অনাদি কারণ, সুখের কারণ,
বিধান করেন কত।
নীতিমত যোগে, রহ সুখ ভোগে,
মনের বাসনা যত॥
কুরীতি কলাপ, কুসহ আলাপ,
বিষম বিলাপ হর।
করি অবধান, হ'য়ে সাবধান,
বিধান পালন কর॥
ভোগের কারণ সদা চায় মন,
সকলি রয়েছে কাছে।
ধরিয়া স্বভাব, বিরাজে স্বভাব,
কিসের অভাব আছে॥
যে নিধি চাহিবে, তাহাই পাইবে,
ভবের ভাণ্ডার-ভরা।
নানা ফুল ফল, সুশীতল জল,
ধারণ ক'রেছে ধরা॥
আহার বিহার, অশেষ প্রকার,
সকলি বিধির বিধি।
অবিধি হরিয়া, সুবিধি ধরিয়া,
পাইবে পরমনিধি॥
রাখ সেই ক্রম, যেরূপ নিয়ম,
অনিয়ম হ'লে পরে।
শরীর-রতন, অকালে পতন,
যখন কেহ না করে॥
হইলে অতীত, তখনি পতিত,
কথিত নিগূঢ়-কথা।
নিয়ম যে রাখে, সাধু বলি তাকে,
সুখি সেই যথা তথা॥
অভিমত-মত, কাযে হ'য়ে রত;
অবিরত চাল দেহ।
অভাব রবে না, অশিব হ'বে না,
কুকথা কবে না কেহ॥
সাপের গরল, নাম হলাহল,
ব্যাভারে অমৃত হয়।
ব্যবহার দোষে, সকলেই দোষে,
সুধা হয় বিষময়॥
কর পরিহার, অহিত আচার,
বিহিত বিচার ধর।
করিতে স্বহিত, সুজন সহিত,
সতত সুপথে চর॥
যে কোন সময়, যে কোন বিষয়,
হয় তব দুখ-হেতু।
সাধ কথা এই, দুখ নহে সেই,
সমূহ সুখের সেতু॥
ভবে ভগবান, করুণানিধান
বিধান করেন যাহা।
সেই সমুদয়, অতি সুখময়,
কুশল পূরিত তাহা॥
শরীর ধারণে সুখের কারণে,
যদি ঘটে কিছু সুখ।
তাহা রবে সুখে, এক-গুণ দুখে,
কোটী গুণে পাবে সুখ॥
যদি কোনক্রমে, আপনার ভ্রমে,
অসুখ সাগরে পশি।
ওরে মূঢ়মতি, জগতের পতি,
তাহে কভু নন দোষী॥

এই ধরাতলে, নিজ কর্ম্মফলে,
সকলে করিছে ভোগ।
সকর্ম্ম ভুলিয়া ঈশ্বরে দুষিয়া,
মিছা করে অভিযোগ॥
আঁখিহীন নর, প্রভাকর-কর,
দেখিতে কভু না পায়।
নিজ পাপ ভরে, তাপ সোয়ে মরে
অথচ অযশ গায়॥
রূপের আভাসে, তিমির বিনাশে,
ভুবন প্রকাশে যেই।
সেই প্রভাকরে, দোষারোপ করে,
মনে বড় খেদ এই॥
এসে এই ভবে, জ্ঞান হীন সবে,
ভ্রম-পাথে সদা ভ্রমে।
দুখ পায় যত, দ্বেষ করে তত,
নাহি বুঝে কোনক্রমে॥
হায় হায় হায়, একি ঘোর দায়,
এ কথা বুঝাব কারে।
যিনি নিরঞ্জন, অখিল রঞ্জন,
গঞ্জন করিছে তাঁরে॥
সুখের সময়, মোহিত হৃদয়,
নাহি করে তাঁর নাম।
মনে যত ভুর, কহে ক'রে সুর,
"বড়া বাহাদুর হাম"॥
নাহি জেনে সার, এরূপ প্রকার,
কত অহঙ্কার করে।
নাহি পায় হিত, হিতে বিপরীত,
পাপানলে পুড়ে মরে॥
শুনরে পামর বোধহীন নর,
সকলি ভোজের বাজি।
মিছে তোর ধন, মিছে তোর জন,
মন যদি হয় "পাজী"॥
মিছে বাড়াবাড়ি, মিছে তোর বাড়ী
মিছে তোর গাড়ী ঘোড়া।
ক'রো না অমন, হইবে দমন,
শমন মারিবে কোড়া॥
তোর টাকাকড়ি, তোর ছড়ি ঘড়ি,
তোর গদি "আলবোলা"।
মাতিয়াছ মদে, উঠিয়াছ পদে,
বাড়িয়াছে "বোলবোলা"॥
কি বাজা বাজারে, কি বাজী সাজাবে,
দেখিয়া ভবের সজ্জা।
কি কব অধিক, ধিক্ ধিক্ ধিক্,
মনে কি হয় না লজ্জা॥
বাড়াইয়া ভুর, সাজাইয়া পুর,
কাহারে দেখাবে শোভা।
বিনোদ ভুবন, দেখেছে যে জন,
সে জন হয়েছে বোবা॥
মনের বসন, বাঁচাও এখন,
কর কর পরিষ্কার।
জগতের ভাব, হলে অনুভাব,
কথাটি করে না আর॥
এই তোর রূপ, হইবে বিরূপ,
ধুলায় পড়িবে দেহ।
মুদিয়া নয়ন, করিলে শয়ন,
সুধাবে না আর কেহ॥
তোমার যে ঘর, এই কলেবর,
যেতে হবে তাহা ছাড়ি।
আপন ভুলিয়া, বাড়ী ঘর নিয়া,
এত কেন বাড়াবাড়ি॥
এই মন, প্রাণ, যে করেছে দান,
ক'র দেখি তার ধ্যান।
যদি চাহ মান, রাখ পরিমাণ,
এত অভিমান কেন॥
মিছে বার বার, আমার আমার,
আমার আমার কহে।
সার হলে ভূমি, তুমি নও তুমি,
কিছুই তোমার নহে॥
ভবে যত দিন, রবে তত দিন,
দীন হয়ে দিন কাটো।
কুদিকে চেও না, কুপথে যেও না,
সুপথ দেখিয়া হাঁটো॥
কভু হয় সুখ, কভু হয় দুখ,
জগতের এই রীতি।

যখন যেমন, তখন তেমন,
প্রভু প্রতি রেখো প্রীতি ॥
তাঁরে মন, প্রাণ, যদি কর দান,
কভু না অশুভ ঘটে।
যাবে সব ভয়, সদা শিবময়,
বিরাজ করিবে ঘটে।
প্রকাশিতে খেদ, দেহ হয় ভেদ,
সার কথা কই কারে।
সুখ যতক্ষণ, কেহ কতক্ষণ,
মনেতে করে না তাঁরে ॥
একি পাপ-রোগ, হ'লে দুখ-ভোগ,
অনুযোগ করে কত।
বলে "হায় হায়", ঈশ্বর আমায়,
সারিলে জন্মের মত ॥
না জানে নাচিতে, পড়িয়া ভূমিতে,
উঠানের দেয় দোষ ॥
অস্ত্রে কাটি হাত, করি রক্তপাত,
কামারের প্রতি রোষ ॥
অবোধ যে জন, বিষম ভীষণ,
তাহার চরণে গড়।
অধিক খাইয়া, উদর ফাঁপিয়া,
জননীরে মারে চড় ॥
না জানে সাঁতার, না পায় পাথার,
হাঁপ লেগে প্রাণে মরে।
না করি বিচার, সরোবর যা'র,
তারে তিরস্কার করে ॥
শুন হে চেতন, হও হে চেতন,
অচেতন কত র'বে।
জয় দাতারাম, পরমেশ নাম,
আর কবে ভাই কবে ॥
পিতামাতা তব, দেখালেন ভব,
করহ তাঁদের সেবা।
বাপ মার পর আছে এক পর,
হিতকর আর কেবা ॥
আর আর কত, পরিবার যত,
বিচরে ভারত ভূমি।
যে জন যেমন, তাহাদের তেমন,
ব্যবহার কর তুমি ॥
সাধ্য যে প্রকার, পর উপকার,
যত পার তত কর।
অপরাধি জনে, ক্ষমা করি মনে,
তা'র অপরাধ হর ॥
পেয়েছ শ্রবণ, কররে শ্রবণ,
পীযূষ পূরিত কথা।
পেয়েছ চরণ, কররে চরণ,
সাধুজন আছে যথা ॥
পেয়েছ নয়ন, কর দরশন,
ভবের ব্যাপার সব।
পেয়েছ রসনা, পূরাও বাসনা,
কর হরি হরি রব ॥
পেয়েছ যে নাসা, সুবাসের বাসা,
করহ তাহার হিত।
পেয়েছ যে কর, বিরচনা কর,
পরম প্রভুর গীত ॥
পেয়েছ জীবন, নহে চির-ধন,
কমলের দলে নীর।
এখন তখন, কি হয় কখন,
কিছু নাই তা'র স্থির ॥
তাই বলি শেষ, লহ উপদেশ,
হৃষীকেশ বলে যা'রে।
হৃদয়-আসনে, বসায়ে যতনে,
পূজা কর তুমি তাঁরে ॥
এদিকে-তোমার, দিন নাই আর,
বৃথা কেন দিন হর।
অভয় চরণ, করিয়া স্মরণ,
জনম সফল কর ॥

শ্রদ্ধা। হে প্রিয়সখি মুদিতে! যেমন প্রদত্ত-পবনের আঘাতপ্রাপ্ত তরু সকল পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা অনল উৎপাদন পূর্ব্বক এককালে সমস্ত বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ বিষমতর বিবাদের বাতাসে ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিয়া আমাদিগের জাতিকুল সমূলে ছারখার হইল।

অতঃপর বৈরাগ্যের জন্ম হইবে, সকলি ভগবানের ইচ্ছা। (সজল নয়নে) আহা-কি পরিতাপ! কি পরিতাপ! কি আশ্চর্য্য! বৈরাগ্য-উদ্ভবের সময়েও আমার অন্তঃকরণ, নিদারুণ বন্ধু-বিচ্ছেদ-ক্লেশাগ্নিতে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইতেছে; চিত্তকে কিছুতেই স্থির করিতে পারি না। এই অনল কি অনিবার্য্য! বিবেক স্বরূপ শত শত জল ধারাতেও শীতল হয় না।

যখন পৃথিবী, পর্ব্বত, সমূদ্র এবং নদ নদী সকল নিশ্চয়রূপেই বিনাশ হইতেছে, তখন অতি যৎসামান্য জীর্ণ-তৃণের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণি-পুঞ্জের মৃত্যু কিছু আশ্চর্য্য নহে, যখন অতি ক্রুর নিষ্ঠুর অশেষ কষ্টকর মহামোহাদি ভ্রাতৃগণের মরণ-সূচক শোক আমার পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছে, আমাকে এতদ্রূপ কাতর করিয়াছে, তখন শান্ত শুদ্ধ সাধু বিবেকের বিনাশ জনিত শোকের শেল আমার হৃদয়কে যেরূপে বিদীর্ণ করিবে (হে জগদীশ্বর) তাহা তুমিই জানিতেছ, আহা—আহা! তাহা মনে করিতে হইলে দেহে আর চৈতন্যের সঞ্চার থাকে না। এই নির্দ্দয় চিন্তার কারণ প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইয়া নিরন্তর আমার মর্ম্মচ্ছেদ পূর্ব্বক শরীরের সমুদয় শোণিত শোষণ করিয়া অন্তরাত্মাকে আন্তরিক যাতনা প্রদান করিতেছে।

মুদিতা। সজনি! এইক্ষণে আমিও অতিশয় কাতরা হইয়াছি, আহা! লোক সকল স্বরূপানন্দে বঞ্চিত হইয়া কেন নিরানন্দে কালক্ষয় করে? কেন এত নির্দয় হয়! সন্তোষকে কেন মনের সিংহাসনে স্থাপিত না করে?

শ্রদ্ধা। (ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক) হে সখি! আমাকে ভগবতী বিষ্ণুভক্তিদেবী কহিয়াছেন "বারাণসীতে হিংসামুক্ত হইবে, আমি তাহা দেখিতে পারিব না, অতএব এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান নারায়ণের শালগ্রাম ক্ষেত্রে কিছুকাল অবস্থান করি; এই যুদ্ধে কি হয় তুমি তাহার অবগত হইয়া তথায় গিয়া আমাকে নিশ্চয় সংবাদ প্রদান করিয়া" সংপ্রতি আমি বিষ্ণুভক্তিদেবীর নিকট গমন করিয়া যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ নিবেদন করি।

(কিঞ্চিৎ পথ গমন করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক বিবেচনা।)

— এই যে, দেখি, চক্রতীর্থ, এখানে অপার-সংসার পারাপার পারের তরণির কর্ণধার ভগবান হরি স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। যাই, ত্রাণ কর্ত্তা হরিকে দর্শন করি, শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হই।

প্রণাম পূর্ব্বক স্তব

নরোত্তম নারায়ণ, নন্দসুত নিরঞ্জন,
জনার্দ্দন যদুকুলপতি।
সদানন্দ সর্ব্বময়, দীননাথ দয়াময়,
তুমি নাথ অগতির গতি ॥
নটবর বংশিধর, মনোহর কলেবর,
নবনীলনীরধর অণু।
গলে পীত ফুলহার, মরি কিবে শোভা তা'র,
জলদে রাজিত রামধনু ॥
ভুবন মোহন ভঙ্গী, নবনব নানা রঙ্গী,
নিধুবনলীলা নিকেতন।

রমণীরমণবর, রমণীর মন-হর,
রসরাজ রাধিকারমণ ॥
পীতধটি-কটি পরে, কালোরূপে আলো করে,
মানসের অন্ধকার হারি।
রাসরঙ্গ রস সিন্ধু, চন্দ্রাবলী চকোরেন্দু,
চিত্তহর চারু-চূড়া ধরি ॥
শ্রীদামাদি শিশু নিয়া গহন গোঠেতে গিয়া,
গোচারণ করিয়াছ সুখে।
বেণুরবে ধেনু ল'য়ে রাখালের রাজা হ'য়ে,
"হারে রেরে" বলিয়াছ মুখে ॥

গহনে গোপাল সঙ্গে, গোপাল চরালে ব্রজে,
করেছে পাঁচনবাড়ী ধোরে ॥
করিয়া প্রণয় ছল, রাখালের এঁটো ফল,
খেয়েছিলে কাড়াকাড়ি ক'রে ॥
যশোদার যাদুমণি, চুরি ক'রে খেলে ননী;
রাণী বেঁধেছিল উদুখলে।
অপরূপ ব্রহ্মাকারে, ব্রহ্মাণ্ড দেখালে মারে,
সুবিমল বদন মণ্ডলে ॥
স্তনেতে বিস্তারি গ্রাস, পুতনা করিলে নাশ,
কংসের জীবন নিলে হরি।
যে গিরিতে গো-বর্দ্ধন, ধরি সেই গোবর্দ্ধন,
বৃন্দাবন বাঁচাইলে হরি ॥
কালিন্দীর জলপানে, ব্রজশিশু মরে প্রাণে,
বাঁচাইলে তাদের জীবন।
সর্প শিরে পদ ধরি, কালিয়ের দর্প হরি,
নাম পেলে কালিয়দমন ॥
হরিতে ভবের ভার, কতরূপে কতবার,
অবতার হ'য়েছ জগতে।
যুগে যুগে এই মত, দেশে দেশে এই মত।
দেখিতেছি নানা মতে মতে ॥
তুমি 'পিতা' সবাকার, পিতা, মাতা, কে তোমার,
যত জীব তোমারি সন্তান।
ধরিয়া পুত্রের কায়, জননীর মনে তায়,
স্নেহ রস করিলে প্রদান ॥
নিরাকার নিত্যরূপ, ধরেছ বিচিত্ররূপ,
কে বুঝিবে তোমার এ লীলে।
দেহিরূপে দেশে দেশে, বাল, বৃদ্ধ, বহু বেশে,
সংসারের রস শিখাইলে ॥
যে হও, সে হও, হও, তুমি ছাড়া তুমি নও,
মনে আমি এই জানি সার।
গুণহীন গুণরাশি, আমি হে দাসীর দাসী,
প্রণিপাত চরণে তোমার ॥
অন্য কিছু আশা নাই, এই মাত্র ভিক্ষা চাই,
মহামোহ নাহি থাকে আর।
দয়া কর দাতারাম, সকলের চিত্তধাম,
বিবেক করুক অধিকার ॥

ভজন। গীত।

জয় মধুসূদন, মঙ্গল মন্দির, জয় জয় মুরহর হে।
অপরূপ রূপ, অরূপ-বিরূপ, স্বরূপ স্বরূপধর হে ॥

ধুয়া।

মরি মরি কি যে মাধুরী হায়,
মহেশ মানস-মোহিত তায়,
মহিমোহকর মদনমোহন, মূর্ত্তি মনোহর হে ॥
মরকতমণিমণ্ডল মণ্ডিত,
মোহনমুকুট-মুখসুশোভিত,
মথুরামহীপ মুকুন্দ-মাধব,
মধুরমুরলিধর হে।
ব্রজবল্লব* বালকব্রজবল্লভ†
ব্রজবল্লবী‡ বল্লভাবপুবল্লভ,
বাঁশরিবদন বিপিনবিহারি,
বিনোদ-বঙ্কিমবর হে ॥
বারিধিবালিকা-বিহারবিলাসি,
বামন বকারি বংশিবটবাসি,
বিরিঞ্চি-বাসব-বিশেষ-বাঞ্ছিত,
বিরাট-কলেবর হে।
নিবিড় নীলনলিনয়ন, নবীনলোলুপ-নন্দনন্দন,
নবীননীরদ-নিন্দিত রূপ, নিখিল-নটবর হে ॥
পরমানন্দ প্রেম-প্রসঙ্গ, প্রমোদপীযূষ-পূরিত-অঙ্গ
পতিতপাবন, প্রণতপালক, পরমপুরুষ পর হে।
তপনতনয়াতটবিহারক, তপনতনয়তাপতারক,
তাপিত-ত্রাসিত-তনয়ে-ত্রাহি,
হরি হরিভয় হর হে। ক্ষণকাল রে ॥

---

*বল্লব।—গোপ। আহির
†বল্লভ।—নায়ক, প্রিয়, অধ্যক্ষ। ‡ব্রজবল্লবী—গোপিনী।

মহামুনিগণ কর্ত্তৃক উপাস্যমানা, এই যে, দেবি, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি প্রাণাধিকা শান্তির সহিত গোপনে কোনরূপ মন্ত্রণা করিতেছেন, এই সময়ে আমি তাঁহার নিকটে গমন করি।

(বিষ্ণুভক্তি ও শান্তির রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।)

বিষ্ণুভক্তি। হে নারায়ণ, তোমাকে প্রণাম।

ভজন।

জয় নারায়ণ, জয় মধুসূদন,
জয়-বামন জয়-বিষ্ণো॥
জয়-যদুবালক, জয় জনপালক,
জয় দানবগণ জিষ্ণো॥
জয় করুণাময়, ভক্ত জনাশ্রয়,
ভক্তিরসিক রসসিন্ধো॥
ভবভয়নাশক, ভব-ভাসভাসক,
ভাবকজন প্রিয়বন্ধো॥
জয়-নিরঞ্জন, বিশ্ববিমোহন,
বেণু রমণকর-কৃষ্ণ।

গোপীজনগণ, মোহন-কারণ,
তর্জ্জিত জগদতি-তৃষ্ণ॥
জয়-বংশীবট যমুনাতটনট,
সুকপট-গোপকুমার।
জয় জনরঞ্জন কালিয়গঞ্জন,
ভয়ভঞ্জন-সুখসার॥
জয় সুরসুন্দর, গোপপুরন্দর,
কেশিমথন নরকারে।
জয়-গোবর্দ্ধন, ধৃতগোবর্দ্ধন,
কংসকৃতান্ত মুরারে॥

ওহে জীবসকল! শ্রবণ কর। তোমরা মিথ্যা কেন আপাততঃ মধুর ও পরিণামে বিষতুল্য এই বিষয়রসে উন্মত্ত হইয়া বৃথা আয়ু ক্ষয় করিতেছ? একবার সেই নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সর্ব্বজীবের কালভয়ভঞ্জন ভগবানের চরণারবিন্দে ভক্তি কর, তাহা হইলেই এই মানবদেহ ধারণের বিশেষ ফলরূপ সংসার-মোচন অবশ্যই হইবে। হে বৎস সকল! তোমরা ঐ সংসারে-বৈষয়িক-ক্ষণিক-সুখের আশায় যেরূপ উৎকট কষ্ট ভোগ করিতেছ, ভক্তি বিষয়ে তাহার শতাংশের একাংশও করিতে হইবে না, যেহেতু নির্জ্জন স্থানে বসিয়া একবার তাঁহাকে চিন্তা করিলেই কার্য্য-সাধন হইতে পারে। ভগবান কেবল ভক্তিপ্রিয়, পৃথিবীর আর কিছুতেই তিনি প্রীত হয়েন না, দেখ, ব্রাহ্মণ, দেব, ঋষি ও অনেক শাস্ত্রজ্ঞান, বহুবিধ ঐশ্বর্য্য, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্রত ইত্যাদি সকল তাঁহার প্রীতিকর হইতে পারে না ;—যদি বল, ভক্তি কাহাকে বলে? সেই বা কয় প্রকার? আমরা তাহার সাধন কিরূপে করিব? তাহা ক্রমশঃ কহিতেছি।

অনুকূলাচরণে ভগবানের যে সেবা করা, ইহার নাম "ভক্তি"। সেই ভক্তি নয় প্রকার, যথা—শ্রবণ করা।১। কীর্ত্তন করা।২। স্মরণ অর্থাৎ ঐ সকল এবং তাঁহার রূপ মনে চিন্তা করা।৩। পাদসেবন অর্থাৎ তাঁহার পাদপদ্মের সর্ব্বদা সেবা করা।৪। অর্চ্চন অর্থাৎ যথাশক্তি ফল, পুষ্প, জল আহরণ করিয়া তাঁহার পূজা করা।৫। বন্দন অর্থাৎ মহিমা প্রকাশক বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করা।৬। দাস্য অর্থাৎ তিনি প্রভু, আমি দাস এইভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করা।৭। সখ্য অর্থাৎ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস পূর্ব্বক মিত্রভাবে অবস্থান।৮। আত্মনিবেদন অর্থাৎ শরীরের সহিত সর্ব্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করা।৯। এই নয় প্রকার ভক্তির যাজন করিলেও জীব কৃতার্থ হয়। যথা শ্রবণে রাজা পরীক্ষিত সিদ্ধ হইয়াছেন। ১। কীর্ত্তনে শুকদেব। ২। স্মরণে প্রহ্লাদ। ৩। পাদসেবায় লক্ষ্মী। ৪। পূজায় পৃথুরাজা। ৫। বন্দনে অক্রূর। ৬। দাস্যে হনুমান। ৭। সখ্যে অর্জ্জুন। ৮। আত্ম নিবেদনে বলিরাজা। ৯। অতএব তোমাদের ভক্তি ভিন্ন এ

অপার-ভবসাগর পারের আর গতি নাই। এই নানাবিধ ভক্তির মধ্যে একরূপ ভক্তি সাধন কর, তাহাতে অনায়াসেই সংসার মোচন হইবে।

হে মনুষ্য তোমরা মনুষ্য হও। এবং কি জন্যে এই ভবারণ্যে ভ্রমণ করিতেছ তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত একবার যত্ন কর।

ঈশ্বরের প্রতি কিছুতেই যেন প্রেম, ভক্তি এবং শ্রদ্ধার ত্রুটি না হয়।

যিনি তোমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবদেহ প্রদান করিয়াছেন, সেই দেহদাতা বিশ্বপিতা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তুষ্টির সহিত মানবজন্মের উচিত কর্ম্ম সাধন কর। তুমি কি সামান্য অর্থের দ্বারা সেই অমূল্যরত্ন-পরিপূরিত-ভুবন-ভাণ্ডারের কর্ত্তার সন্তোষ জন্মাইতে পারিবা? তিনি কি কেবল তোমার গন্ধ পুষ্পের প্রত্যাশী। তুমি ভক্তিপথে জলাঞ্জলি দিয়া কি তাঁহাকে জলাঞ্জলির দ্বারাই প্রাপ্ত হইবে? তুমি জ্ঞানচক্ষু মুদ্রিত করিয়া চর্ম্মচক্ষে কি দর্শন করিতেছ? এখনি ভ্রান্তিনিদ্রা পরিহার পুরসর জাগ্রত হও, তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। যিনি স্বয়ং স্বরূপ অরূপ অখণ্ড, সমভাবে সর্ব্বত্রে, স্থিত, তুমি সেই অরূপের রূপ কল্পনা করত তাঁহাতে অজ্ঞানাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিতেছ;—তাহাতে হানি নাই, কিন্তু মূলে যেন ভক্তির ত্রুটি না হয়, মৃণ্ময়ী প্রতিমাকে মনোময়ী করিয়া তাহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, জগদীশ্বর তোমার নিকটেই রহিয়াছেন, তুমি ভ্রমবশতঃ তাঁহাতে দেখিতে না পাইয়া কোথায় ভ্রমণ করিতেছ, কোথায় তাঁহার অন্বেষণ করিতেছ; তোমার বক্ষস্থলে মহামণি বিরাজ করিতেছে, তুমি অযত্ন জন্য সেই রত্নে বঞ্চিত হইয়া তৃণের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছ? যদি ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে অভিরুচি হয় তবে পঞ্চের উপাসনায় অবস্থত হইয়া পঞ্চাতীত পরম-পদার্থের উপাসনা কর, কামনাকণ্ঠক ছেদন করিয়া নিষ্কামধর্ম্মকে অন্তঃকরণের অট্টালিকায় স্থাপিত কর, পরমার্থ-পঙ্কজ-পুষ্পের সুমিষ্ট মধুর মধু পান করিয়া চরিতার্থ হও।

ভগবান তোমার দেহে অবিচ্ছেদে বাস করিতেছেন, সর্ব্বদাই মনে এইরূপ বিশ্বাস কর, তাহা হইলেই তোমার কোন যন্ত্রণা নাই, অনায়াসেই মায়ামুক্ত হইয়া বিমলানন্দরসে নিমগ্ন হইবে।

মৃগতৃষ্ণা পরিহর, মন মধুকর।
পরমার্থ পদ্মফুলে, মধুপান কর॥
ছাড়িয়া পঙ্কজ-মধু, মিছা লোভক্রমে।
কামনা-কেতকীবনে, কেন ভ্রম ভ্রমে॥

মিছে কেন তর্ক ক'রে, গত কর দিন।
ভাবময় ভগবান, ভক্তের অধীন॥
মুক্তি এই যুক্তি হয়, ভক্তি সহকারে।
অতএব ভক্তিরসে, বশ কর তাঁরে॥

জয় জয় জগদীশ, মুখে যেই ডাকে।
আপদ, বিপদ তা'র, কিছু নাহি থাকে॥
কিবা জল, কিবা স্থল, পর্ব্বত কানন।
যথা তথা সদা তা'র, সুখের সদন॥

নিরানন্দ নাহি তা'র, নিকটেতে রয়।
স্বভাবে অভাব নাই, সদানন্দময়॥
তরণে দুঃখের নদী, চরণে সে রয়।
স্মরণে শ্রীহরি নাম, মরণে কি ভয়॥
যে জন বিপদে পোড়ে, যে ভাবেতে ডাকে।
সে ভাবে সদয় হ'য়ে, রক্ষা করে তাকে॥
কর্ণধার হ'য়ে পার, করেন শ্রীরাম।
শঙ্কটসাগরে, তরি, তরি হরিনাম॥
ভবসিন্ধু পার-হেতু, সেতু-হরিপদ।
কোন্, তুচ্ছ জলনিধি, আদি নদী নদ॥
রতি, গতি, মতি যা'র, প্রভুর শ্রীপদে।
তৃণ-জ্ঞান করে সেই, স্বর্গের সম্পদে॥
সেই জীব, হয় শিব, অশিব কোথায়।
শিবপদে লোয়ে শিব, তার পাছে ধায়॥

মানস-বিহঙ্গ মম, উপদেশ ধর।
সুখের আনন্দধনে, নিরন্তর চর॥
পড় "বাবা আত্মারাম", পড় পড় সুখে।
আত্মারাম, আত্মারাম, সদা বল মুখে॥
জ্ঞানের অনল জ্যোতি, প্রকটিত কর।
ভ্রমরূপ অন্ধকার, সমুদয় হর॥
ভাবের ভাবিক হ'য়ে, এক ধ্যান ধর।
মৃণময়ী প্রতিমারে, মনোময়ী কর॥

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

হরিহে তোমারি দোহাই।
তোমা-বিনে এ জগতে আর কেহ নাই॥
দেখ'নাথ দেখ' দেখ', নিয়ত অন্তরে থেক',
ভয়ভয়-ভাঙ্গা, রাঙা-পদে দেহ ঠাঁই।
আমি দাস, তুমি স্বামী, আমি হে,তোমারি আমি,
তুমি তুমি, আমি আমি, হ'তে নাহি চাই॥
সুধা-মিষ্ট অতিশয়, আস্বাদনে তৃপ্তি হয়;
সুধা আমি হবনাক', সুধা আমি খাই।
তোমাতে হইলে লয়, "তুমি-বোধ" যদি রয়,
আমার "আমিত্ব" হর, ক্ষতি তাহে নাই॥
ঘুচাও সকল আশা, না হয়, না হয় আশা,
মনে মাত্র এই আশা, শ্রীচরণ পাই॥

শান্তি। হে দেবি! অদ্য তোমাকে এত চিন্তিতা কেন দেখিতেছি!

বিষ্ণুভক্তি। হে বৎসে শান্তি! তোমার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হইতেছে, সংগ্রামে বীরবরদিগের সর্ব্বদাই জীবন সংশয়, অতএব প্রবল পরাক্রান্ত মহামোহের সহিত সমরে বিবেকের কি হইল তাহাই ভাবিতেছি, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন শুভ সমাচার প্রাপ্ত হইলাম না। তোমার মাতা শ্রদ্ধা আসিয়া কতক্ষণে আমাকে সেই সমাচার প্রদান করিবেন, আমি তাহারি প্রতীক্ষা করিতেছি।

শান্তি। ও মা তুমি যাহার সহায়, তাহার কি কোন বিপদ আছে? ভাবনার বিষয় কি? তোমার কৃপায় মহারাজ বিবেক ঐরূপ শত শত মহামোহকে পরাজয় করিবেন, তাহাতে সংশয় কি?

শ্রদ্ধা। (নিকটে গিয়া) হে দেবি-বিষ্ণু ভক্তি! আমি তোমাকে প্রণাম করি, তোমার আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল।

বিষ্ণুভক্তি। প্রিয়তমে, এসো-এসো, তোমার মঙ্গল তো, কেমন কল্যাণি, পথে তো কোনরূপ ক্লেশ হয় নাই?

শ্রদ্ধা। হে ভগবতি! তোমার কৃপায় অমঙ্গলের বিষয় কি?

শান্তি। জননী দর্শনে আর আনন্দের পরিসীমা নাই।

ওমা? তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? তোমাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ যে সর্ব্বদাই কেমন, করে, আমি বিষমতর ব্যাকুলা হই, ক্ষণকাল মাত্র স্থির থাকিতে পারি না।

(ক্ষণকাল পরে অভিমান বাক্য।)

পানকৌড়ী পানকৌড়ী ডেঙ্গায় উঠসে। ছন্দ।

দয়াময়ি মাগো তুমি, ভালবাস না।
মেয়ে ব'লে দুখিনীর, কাছে আস না॥
মা হ'য়ে রেখেছ প্রাণ, বেঁধে পাষাণে।
এত দিন কোথাছিলে, কেহ না জানে॥
কতকাল দেখিনিক', পড়ে না মনে।
তোমারে না হেরে আমি, বাঁচি কেমনে॥
কত দেশে খুজে খুঁজে, কত কেঁদেছি।
যা'র তা'র পায়ে ধোরে, কত সেধেছি॥

মনের আগুনে আমি, কত পুড়েছি। আমার মাতার মণি, তুমি জননি।
দেবীর চরণে কত, মাথা খুঁড়েছি॥ কুমারী তোমার আমি চিরদুখিনী॥
করুণার করে ধ'রে, কত কয়েছি॥ এখন তোমায় দেখে, স্থির হয়েছি।
মণিহারা ফণি যেন, হয়ে র'য়েছি॥ মৃতদেহে যেন আজ, প্রাণ পেয়েছি॥
করুণা প্রবোধ দিয়া, শুধু রেখেছে। প্রণিপাত করি মাগো, তব শ্রীপদে।
যেখানে সেখানে সদা, কাছে থেকেছে॥ আর যেন পড়ি, হেন বিপদে॥

শ্রদ্ধা। প্রাণাধিকে শান্তি, বাছা তুমি আমার কোলে এসো। আহা মরি, এসো মা, একবার তোমার চাঁদ মুখখানি দেখি।—বহুকালের পর আজ তোমার মুখচুম্বন করিয়া এত দিনের সকল দুঃখ দূর করি।

বিষ্ণুভক্তি। শ্রদ্ধা, তুমি আমার নিকটে এসো। যুদ্ধের শুভ সমাচার বিস্তার পূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়া আমার মনের সন্তাপ, সংহার কর, কাহার সহিত কাহার যুদ্ধ হইল এবং শত্রু সকলে কি প্রকারে পরাভব হইয়া কোন্ কোন্ দেশে পলায়ন করিল।

শ্রদ্ধা। হে মঙ্গলময়ি দেবি! সবিশেষ শ্রবণ করুন,—আমি সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করি।

মহারাজ বিবেক এবং মহামোহ স্বীয় স্বীয় সৈন্য সমূহ সহিত শ্রীশ্রী৺বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলে পরস্পর সংগ্রামের আর বড় বিলম্ব হইল না। এই উদ্যোগে প্রায় সমস্ত রজনী গত হইল, পরে প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিক অবস্থিত—মধ্যবর্ত্তি সরোবর হ'তে উত্থিত প্রফুল্ল-রক্ত-সরোজ সদৃশ-উদিত সূর্য্যমণ্ডল সন্দর্শন পূর্ব্বক উভয় পক্ষের বীরবৃন্দ সমরসজ্জা আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময়ে বিজ্ঞবর বিবেক বুদ্ধি বিচারে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে "প্রথমতঃ অবধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ না করিয়া অগ্রে একজন দূত প্রেরণ করা আমার পক্ষে অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে, যদি সেই প্রেরিত জনের প্রবোধ-বচন শ্রবণ করিয়া মূর্খ-মহামোহ সপরিবার দেশ-দেশান্তর পলায়ন করে তবে অনায়াসেই অস্মদাদি কার্য্য সফল হইতে পারে, কর্ম্মভোগ করিয়া আর কোন প্রকার ক্লেশ লইতে হয় না। পরন্তু ইহাও লোকব্যবহার এবং শাস্তিসিদ্ধও বটে, কারণ রঘুকুলতিলক রাবনারি পতিতপালক জানকীপতি শ্রীরামচন্দ্র সেতু দ্বারা অপার পারাবার বন্ধন করিয়া বানর কটকের সহিত স্বর্ণময় লঙ্কাপুরিতে প্রবেশ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ না করিয়া সর্ব্বাগ্রেই বালিপুত্র বীরবর অঙ্গদকে দূতরূপে রাবণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব এইক্ষণে বিপক্ষ মহামোহের নিকট তদনুরূপ একজন উপযুক্ত দক্ষ দূত প্রেরণ করা আমাদিগের কাজেকাজেই আবশ্যক দেখিতেছি, কিন্তু তথায় কোন্ ব্যক্তি গমন করিবে? কাহাকে প্রেরণ করিব? এমত সুযোগ্য ব্যক্তি কে আছে? উত্তর-প্রত্যুত্তর ভাল করিতে পারে, সাহসী ও সুবক্তা হয়, এতদ্রূপ সুচতুর বাকপটু-মুখর ব্যক্তিই এই কর্ম্মের যোগ্য।°

এই কথা শ্রবণ করিয়া, মীমাংসানুগতামতি কহিলেন, মহারাজ! "ন্যায়দর্শন" ভিন্ন অন্য কাহাকে আমি এ কর্ম্মের যথার্থরূপ উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পাই না। সেই ব্যক্তি গমন করিলে অতি সহজেই কৃতকার্য্য হইয়া আসিতে পারিবে" পরে এই বাক্যানুসারে রাজা বিবেক "ন্যায়দর্শনকে" দূত করিয়া মহামোহের সমীপে প্রেরণ করিলেন।

বিষ্ণুভক্তি। হে কল্যাণ!—"ন্যায় দর্শন" সেই পাপাত্মা মহামোহের নিকট গমন করিয়া কিরূপ ব্যবহার করিলেন?

শ্রদ্ধা। হে দেবি! সেই সুবুদ্ধি সুদর্শন নগর দর্শন তথায় গিয়া দর্শন করিলেন যে, হতভাগ্য মহামোহ রত্ন-সিংহাসনোপরি বিরাজমান।—উভয়পার্শ্বে শ্বেত চামর ব্যজন হইতেছে, চার্ব্বাক, দিগম্বর, বুদ্ধাগম সোমসিদ্ধান্ত, কাম, ক্রোধ, লোভ মদ, মান, দম্ভ, অহঙ্কার প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষ সকল চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।—মিথ্যাদৃষ্টি নাম্নী পট্টমহিষী বামভাগে। দক্ষিণেভাগে বিধর্ম্ম এবং কলি এই উভয় মন্ত্রী। এবম্প্রকার সুসজ্জাসূচক সভা করিয়া মহামোহ সংগ্রামক্ষেত্রে সৈন্য সমূহ সঞ্চালনের অনুষ্ঠান করিতেছে, এমতকালে আমাদিগের প্রেরিত ন্যায়দর্শনরূপ দূত দর্শনে তাহারা সকলেই এককালে তটস্থ হইয়া কহিল "হে পুরুষ তুমি কে? কে তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে! তুমি কোথা হইতে আগমন করিলে? তোমার এইভাবে এইস্থানে আসিবার প্রয়োজন কি?

বিপক্ষ ব্যূহের বদন হইতে এতদ্রূপ বচনাবলী বিনির্গত হইলে আমাদিগের রাজদূত ন্যায়দর্শন উত্তর করিলেন "আমি সর্ব্বজয়ি পরমধার্ম্মিক পরমপরাৎপর নারায়ণ-পরায়ণ মহারাজ বিবেকের প্রেরিত দূত, আমার নাম "ন্যায়দর্শন।" আমি তাহার আজ্ঞা বহন করিয়া আগমন করিয়াছি, সেই আজ্ঞা শ্রবণ কর।

"হে মহারাজ মহামোহ! ছি ছি, তুমি এমত বিবেচনা করিয়াছ, যে, কুহকের দ্বারা মহারাজ বিবেককে পরাজয় করিবে, কিন্তু তোমার এই দুর্ঘট মনোরথ কস্মিনকালে সুসিদ্ধ হইবে না। যুগ সহস্রেও তুমি মানস পূর্ণ করিতে পারিবে না, কেবল কার্য্য ও বুদ্ধি-দোষে আপনারি ধন-নাশ, প্রাণ-নাশ এবং সর্ব্বনাশ করিবা। অতএব তুমি এই দণ্ডেই বিষ্ণুমন্দির, পুণ্যতরঙ্গিণীতীর, সমুদয় তীর্থ এবং সাধু সকলের চিত্তধাম পরিহার পুরঃসর দারুণ দুর্গম ম্লেচ্ছ দেশে পলায়ন কর, ইহার অন্যথা করিলে অশেষবিধ অস্ত্রের আঘাতে তোমাকে সদলে খণ্ড খণ্ড করিয়া অরণ্য বিলাসি শৃগাল, কুক্কুর, এবং শূন্যচর কাক, গৃধ্রী প্রভৃতিকে ভূরি-ভোজ্য প্রদান করা যাইবে।

বিষ্ণুভক্তি। হে মঙ্গলে! দূতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া মহান্ধ মহামোহ কিরূপ উত্তর করিল।

শ্রদ্ধা। হে দেবি! এই প্রাগ্‌লভ পরিপূরিত প্রস্তাব শ্রবণ সম্বন্ধে মহান্ধ-মহামোহ রাগান্ধ হইয়া ভ্রূকুটি ভঙ্গিমাপূর্ব্বক বিমুখ হইল, একটি মাত্র বাক্যব্যয় করিল না। বিধর্ম্মমন্ত্রী বিকটবদনে:কহিল, "ও পাপ ভত দূত! তুই কি চিলের মৃত হইয়া এই অদ্ভুত কথা উত্থাগন করিতেছিস? তোদের রাজা সেই দুর্ভাগ্য-বিবেককে আমরা ভালরূপেই জানি, ক্ষণকাল পরে তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা যাইবেক। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তুই কি সাহসে এখানে আগমন করিলি?—তুই কে? এবং তোর ক্ষমতা ও সম্ভাবনাই বা কি?

এই কথা শ্রবণ করিয়া ন্যায়দর্শন শ্লাঘা পূর্ব্বক উত্তর করিলেন। যথা—

"যত আছে অবয়ব, জন্যশীল সেই সব,
আছে তা'র অবশ্য কারণ।
সে কারণ বলি এই, পরমাত্মা ব্রহ্ম যেই
অনুমানে "জ্ঞেয়" তিনি হন॥
তাঁর গুণ সদা গাই, আর কিছু মানি নাই,
সর্ব্বজয়ী প্রভাব আমার।

ন্যায় বলি সমুদয়, তাহে কোন কথা কয়,
এ প্রকার সাধ্য আছে কা'র।
অনুকূলে অনুকূল, প্রতিকূলে প্রতিকূল,
নিয়ত স্থাপন করি তর্ক।
খণ্ডিয়া বিতণ্ডাবাদ, নাশ করি বিষবাদ,
শক্তি কা'র, কে করে বিতর্ক॥

অদৃষ্টের সহকারে, ভ্রমে জীব এ সংসারে,
উচ্চ নীচ, কেহ বা অধম।
কেহ সূক্ষ্ম কেহ স্থূল, নানাজাতি নানাকুল,
কেহ সম কেহ বা বিষম॥
এইরূপ জীব যত, সংসারে ভ্রমিয়া কত,
দৈব-যোগে ঘটে সাধুসঙ্গ।
অনায়াসে পায় মুক্তি, এরূপ বেদের উক্তি,
যদি তায় নাহি দেয় ভঙ্গ॥
এসব শাস্ত্রের উক্তি, প্রমাণ পূরিত যুক্তি,
নাহি মেনে, যে করে খণ্ডন।
রক্ষা নাহি রাখি আর, কাটিয়া মস্তক তা'র,
করি আমি শৃগাল তর্পণ॥
যেখানেতে যত অরি, কা'রে নাহি ভয় করি,
নাম ধরি "ন্যায়-দরশন।"
বিবেক রাজার দূত, নাহি গণি অন্য ভূত,
জ্ঞানে সব করি দরশন॥
"গৌতম" তুলিল সূত্র, আমি তার প্রিয়পুত্র,
বুদ্ধ তমোনাশক ভাস্কর।
বিবাদে বিষম-বুদ্ধি, স্পর্শমাত্রে করি শুদ্ধি,
কিছু নাই আমার দুষ্কর॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ আগে, অনুমান পরে লাগে,
উপমান শব্দ চতুষ্টয়।
চিন্তা করি চিন্তামণি, অবিকল চিন্তামণি,
করিয়াছে আমার নির্ণয়॥
যিনি উদয়নাচার্য্য। করিতে ঈশ্বর ধার্য্য,
করিলেন, "কুসুম অঞ্জলি।"
আমারেই নিয়ে তায়, দিলেন প্রভুর পায়,
ভয়ে ভীত, নাস্তিক মণ্ডলি॥
আইলাম এই স্থানে, দেখি কেটা কি না মানে,
কে আছে আমার প্রতিকূল।
যথোচিত প্রতীকার, এখনি করিয়া তা'র,
বিনাশিব পাষণ্ডের মূল॥
যদ্যপি মঙ্গল চাও, এদেশ ছাড়িয়া যাও,
ম্লেচ্ছ দেশে কর গিয়া বাস।
নতুবা বিক্রম করি, বিচারের অস্ত্র ধরি,
সমুদয় করিব বিনাশ॥

ন্যায় শাস্ত্রের মুখে এই অহঙ্কার ঘটিত বচন শ্রবণে বিধর্ম্ম, এবং করি চার্ব্বাকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ইঙ্গিত করাতে চার্ব্বাক ন্যায়দর্শনের উপর কোপ-কটাক্ষ পূর্ব্বক বাচালতা দ্বারা এইরূপ কহিল।

"অরে দুর্দর্শন ন্যায়দর্শন! তুই কেবল প্রলাপ দর্শন করিতেছিস্, তোর এই দর্শনের নিদর্শন কোথায়? তোর মুখদর্শন করিতে নাই। কি বলিব তুই দূত, দূতকে বধ করিতে নাই, নচেৎ এখনই আমি প্রমাণ-রূপ সুদর্শন ধরিয়া তোদের ছয় দর্শনকেই যমালয় দর্শন করাইতাম।"

"তোর নাম 'ন্যায়'। কে বলে ন্যায়? সকলি, যে, অন্যায়—ওরে তর্ক! তুই যে বিষম বিতর্ক, কুতর্ক! সতর্ক হইয়া তর্ক কর,—তুই কখনই তর্ক নোস তুই তক্র। তোতে পদার্থ কিছুই নাই, কেবল ঘোল-খেয়ে ঢোল-মেরে ঝেড়ে গোল ক'রে লোক সকলকে কুহক দিতেছিস্। দূর প্রতারক বিশ্ববঞ্চক। ওরে অপ্রত্যক্ষবাদি-মিথ্যাবাদি অন্যায়বাদি-ন্যায়বাদি তুই বিবাদি হইয়া আমাদের কি করিবি? শুদ্ধ প্রমাদি হইয়া আপনাদিগেরই প্রমাদ ঘটাইবি। ও বঞ্চক-শঠতাসঞ্চক তঞ্চক করিয়া কেবল লোকের ধন হরণ করিতেছিস্, পশুভ্রমে মরিতেছিস, পাপক্ষেত্রে চরিতেছিস, আশাজ্বরে জ্বরিতেছিস. নিরন্তর কেবল কাপট্য করিয়া উদর ভরিতেছিস, নানা ভেক্ ধরিতেছিস্।"

"ওরে যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা কি প্রকারে প্রামাণ্য হইতে পারে? যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই গ্রাহ্য করিব। বঞ্চক ব্রাহ্মণবৃন্দের ঘরের গড়া পচা রচা বেদাদি শাস্ত্র সকল যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদিগের ন্যায় ভ্রমান্ধ আর কাহাকেই দেখিতে পাই না, আহা, ধূর্ত্তেরা চাতুর্য্য কৌশলে কি চমৎকাররূপে ব্রহ্মাণ্ডকে বঞ্চনা করিতেছে। আপনাদিগের গলদেশে

তিনথাই সূত্রে বাঁধিয়া সেই তিন সূত্রে ত্রিভুবনকে বন্ধন করিতেছে। পামর প্রতারকদিগের ইহার অপেক্ষা প্রচুর প্রবঞ্চনার ব্যাগার আর কি অধিক আছে? তাহারা শুদ্ধ স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্যই এরূপ ছলনা যড়জাল বিস্তার করিয়াছে। বলে "সর্ব্বস্ব দ্বিজবে দদ্যাৎ" কি রে, আশ্চর্য্য। ব্রাহ্মণটা কে? তাহাকেই বা কেন সর্ব্বস্ব প্রদান করিব? স্বভাবের এই সৃষ্টিতে সর্ব্বজীব সমান, ইতর বিশেষ কিছুই নাই, কি পাপ? চণ্ডাল ধূর্ত্ত? এই ব্রাহ্মণেরাই সমস্ত নষ্ট করিয়াছে। হাদে আবার ইদানীং কতকগুলো দেড়ে নেড়ে খেড়ে রোগে রুগ্ন হইয়া তেড়ে ফুঁড়ে মোল্লা সাজিয়া বসিয়াছে। কালের কি বিচিত্র গতি! দুরাত্মাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। যাহার যাহা মনে আসে সেই ব্যক্তই মিথ্যারূপে একটা শাস্ত্র গাড়িয়া গুরু হইয়া বসে, দেশের মানুষ সকল প্রকৃত গরু, তাহাদেরি আবার গুরু বলিয়া পূজা করে।" এ বিষয়ে একজন প্রাচীন জ্ঞানি একটি অতি সুন্দর দোঁহা রচনা করিয়াছেন।—যথা।

"মায়িকি গলমে সুৎ হ্যায় নেই,
পুৎ কহালয়ে পাড়ে।
বিবি ফতেমাকি সুন্নৎ হুয়া নেই,
কাজী ব্রাহ্মণ দোন ভাঁড়ে॥

জননীর গলদেশে, নাহি যজ্ঞসূত্র।
অনায়াসে ব্রাহ্মণ, হইল তার পুত্র।
বিবী ফতেমার ত্বকে, না পড়িল চাড়।
কাজী আর পাজী দ্বিজ, উভয়েই ভাঁড়॥"

আমি মুসলমান জাতির কথা এই স্থলে উল্লেখ করিতে চাই না, কারণ তাহারা লক্ষ্যের যোগ্যই নহে।

আহা, আহা! অহঙ্কারান্ধ স্বার্থপর বর্ব্বর বামুনেরা কি ভয়ানক দস্যু। শিষ্টাচারে কাপটিক-শুদ্ধাচারে লোকের সর্ব্বস্ব লইয়াই ক্ষান্ত হউক, তাহা নয়, বিশ্ববঞ্চক হইয়া আবার বিশ্বগুরু হইতেছে। সেতারের বাদ্যের ন্যায় গোটা দুই ধিড়িং ধিড়িং পিড়িং পিড়িং মিছে মন্ত্র কর্ণে দিয়া লোকের মাথার উপর পা দিতেছে। ধূলা মাখা কাদা-মাখা পায়ের জল এবং "নেকার-লাগা" অন্নগুলা প্রসাদ বলিয়া খেতে দেয়।

দুর্জ্জনেরা বলে "কর্ম্ম" সে মর্ম্ম কাহাকে বলে? কর্ম্মভোগ কর্ম্মভোগ করিয়া আপনারা অনর্থক কর্ম্মভোগ করিয়া মানব সকলকে আবার কর্ম্মভোগ করাইতেছে। ইহারা সুখ দুঃখ দেখিয়া কর্ম্মের ফল স্বীকার পূর্ব্বক "অদৃষ্ট" মানিতেছে, কহিতেছে সুখি লোকেরাই পুণ্যশীল, পূর্ব্বজন্মে পুণ্য করিয়াছিল ইহজন্মে তাহার ফল স্বরূপ সুখভোগ করিতেছে। পাপি জনেরাই দুঃখি, পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়াছিল, বর্ত্তমান জন্মে তজ্জন্য কষ্টভোগ করিতেছে।

আহা কি ভ্রান্তি; পাপ, পুণ্য কাহাকে বলে তাহা কেহই জ্ঞাত নহে, অথচ অপ্রামাণ্য অগ্রাহ্য এক "অদৃষ্ট" স্বীকার করিতেছে,—বস্তুতত্ত্ব কিছুই নহে, সুনীতি ও দুর্নীতি কেবল সুখ-দুঃখের প্রতি কারণ মাত্র হইতেছে। সুনীতিশালি লোকেরাই দুঃখি ও পাপাত্মা, ইহার সহিত পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের সম্বন্ধ কি? ইহ জন্মেই তাহার ফলভোগ হইতেছে। যাহারা অলস ও দীর্ঘসূত্রি তাহারাই কষ্ট পাইয়া পাপভোগ করে, যাহারা পরিশ্রমি তাহারা শ্রমার্জ্জিত ধনের দ্বারা সমূহ সুখ সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতেছে। পরন্ত যেমন সমুদ্রগর্ভে স্বভাবতই জোয়ার ভাঁটার সঞ্চার হয়, সেইরূপ মানবজাতির অবস্থারূপ সমুদ্রে সুখদুঃখের প্রবাহ স্বভাবতই প্রবাহিত হইয়া থাকে।

ইচ্ছাধীন আহার, বিহার, তাহাকেই স্বর্গ কহে—নির্দ্দয় নিষ্ঠুর চাতুরী-চতুর বিটেল বাচাল বামুনেরা সে বিষয়ে অন্য সকলকে বঞ্চনা পূর্ব্বক গোপনে গোপনে কেবল আপনারাই

তাহার ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিতেছে। যে বৃক্ষের ফল অতি সুমিষ্ট, তাহার কর্ত্তা যেমন সেই গোড়ায় কাঁটা দিয়া বদ্ধ রাখে, কেননা অপর কেহ ফল পাড়িয়া খাইতে পারিবে না, আপনি একাকিই সমুদয় ভোজন করিবে। ব্রাহ্মণ শঠেরা অবিকল তদনুরূপ করিয়াছে। ভাল আমি জিজ্ঞাসা করি, তোরা বল দেখি, ব্রাহ্মণ কি বর্ণ? না জাতি? না, দেহ? না, সূত্র? না ধর্ম্ম? না বংশ? না, কুল?

ভাল কাহাকে ব্রাহ্মণ বলে, তুই তাহা স্থাপন কর দেখি? দেখি'তোর কেমন সাধ্য? যদি ইহা খণ্ডন করিতে পারিস তবে বুঝিতে পারি, তোর অস্ত্রে ধার আছে।

আর তোরা যে বলিস্ শরীরের ভিতরে একটা আত্মা আছে, ভাল তোর শরীরটা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখাদেখি কোন্‌খানে সেই আত্মা আছে?—আঃ—পাগল উন্মত্ত, পাপাচার, হিংস্রক, হিংসা পূর্ব্বক পশুহত্যা করিয়া তোদের ধর্ম্ম হয়? তোদের পুণ্য হয়? তোদের মতে ইহাকেই ধর্ম্ম বলে? ইহাকেই পুণ্য বলে।

উলুকুটু ধুলুকুটু, পোড়ে গেল। কাশী-চন্দ্রস্দ।

বড় দেখি, কথা গুলো, কড়া কড়া মুখে।
সভা মাঝে, দাঁড়াইলি, চাড়া দিয়ে বুকে॥
রুকে রুকে, ঝুঁকে ঝুঁকে, করিতেছ জারি।
বাচালতা, ভাল বটে, চতুরালি ভারি॥
সেকেলে পুরোণো পাপি, সবে তোরে জানে।
একালেতে, জ্ঞানি যত, কেহ নাহি মানে॥
কতকেলে, পচা পচা, রচা কথা নিয়ে।
ভুলাতেছ, সকলেরে, চোখে ধূলা দিয়ে॥
ব'লে গেলি, যত কথা, তাহে নাহি যুক্তি।
সবিশেষে, বল দেখি, কারে বলে মুক্তি॥
মোরে গেলে ফুরাইল, একেবারে শূন্য।
ভূতে ভূত, মিশে গেলে, কে ভুগিবে পুণ্য॥
ধনলোভে মাতিয়াছে, নাহি জানে ধর্ম্ম।
মিছে মিছি, করিতেছে, সুখ-নাশা-কর্ম্ম।
স্বভাবে হ'তেছে সব, না জানিয়া মর্ম্ম।
স্বকীয় স্বভাব দোষে, হারাইল শর্ম্ম॥
জগতেরে, ছলিতেছ, হাদেরে দুরাত্মা।
দেহ কেটে, দেখা দেখি, কোথা আছে আত্মা॥
যত কিছু, শুনা গেল, সকলি অদৃষ্ট।
মানা দেখি, কেমনেতে, মানাবি "অদৃষ্ট"।
মানিব না, আমি কিছু, হয়ে তোর বাধ্য।
বিচারে হারালে পরে, তবে জানি সাধ্য॥
স্বভাবে আপনা হ'তে, হইতেছে সৃষ্টি।
কখন' করে না কেহ, এ প্রবাহ বৃষ্টি॥

"ন্যায়" ব'লে মানি তবে, ন্যায় কথা ব'লে।
ফুল ব'লে, মানি তবে, হাতে ফল কোলে॥
রেগে কেন, কথা কও হও হও শান্ত।
ভোগামেরে, ভুলাইবি, ওরে ভ্যাড়াকান্ত॥
হৃদয়ে উদয় কর, বোধ-দিনকান্ত।
আলোকে পুলক পেয়ে, দূর কর ধ্বান্ত॥
এখন তোদের মতে, কে হইবে ভ্রান্ত।
থাকিতে গরম ভাবত, কেন সাবে পান্ত॥
কা'র কথা, ব'য়ে মর, ওরে মূঢ় হস্তি।
কর্ত্তা এক, কোথা আছে, কিসে বল অস্তি॥
কোনখানে, কিছু নাই, সাধে বলি নাস্তি।
ফের যদি, আছে বল, ধোরে দিব শাস্তি॥
কোথাকার কেটা সেটা, "উদয়নাচার্য্য"।
কি বিচারে করিয়াছে, পরমেশ ধার্য্য॥
হেসে যায়, পেটফেটে, দেখে তার কার্য্য।
যত কথা, বলিয়াছে, সকলি নিধার্য্য॥
জ্ঞান-পথে, দিয়ে সেটা, বিষম অঞ্জলি।
তোরে নিয়ে করিয়াছে, কুসুম অঞ্জলি॥
কোথা সে গৌতম ঋষি, তুমি যার সূত্র।
পরিচয় দিলে এসে, হ'য়ে তা'র পুত্র॥
দূত হ'য়ে, আসিয়াছ, নাম ধর "তর্ক"।
মুখে জারি, করিতেছ, তু'লে মিছে তর্ক॥
বড় তুমি, সোজা নও, অতিশয় বক্র।
"সুধা" ব'লে, ক্ষুধাতুরে, খেতে দেও "তক্র"॥

কুপথে চালাতে সবে, করিয়াছ চক্র। জানি তোর, আগা গোড়া, জাতি তোর ভাণ্ড।
কোথা রবে, চতুরতা, যদি ধরি "চক্র"॥ যতগুলো. কথা আছে, সকলি তো "নাশু"॥
নরাধম, হ্যায়, তুই, নরকের নক্র। ভাল যদি, চাহ তবে, হইয়া প্রকাশ্য।
একেবারে, মারা যাবি, খেলে এক টক্র॥ মহামোহ পদে সবে, কর এসে দাস্য॥

বিষ্ণুভক্তি। হে কল্যাণি! চণ্ডাল চার্ব্বাকের এই সকল অসাধু উক্তি শ্রবণ করিয়া আমাদিগের সুদর্শন ন্যায়দর্শন কিরূপ উত্তর করিলেন ?

শ্রদ্ধা। হে দেবি! চার্ব্বাক চতুরের এই ঘৃণিত-বাক্য শ্রুতমাত্রেই ইষদাস্য পূর্ব্বক ন্যায়শাস্ত্র অমনি অস্ত্রধারণ করিলেন। নারায়ণী সত্যবাণী তখনি আপনি তাঁহার সহকারিণী হইলেন, সরস্বতীর সহিত দ্বিতীয় কাত্যায়নী স্বরূপা মীমাংসা আসিয়াছিলেন, তিনি ঋগ্ যজু সাম এই দেবত্রয়রূপ-ত্রিনেত্রধারিণী পুরাণ, ইতিহাস. ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শনাদি শাস্ত্রস্বরূপ অস্ত্র শস্ত্র বস্ত্র ভূষণে বিভূষিতা ও সুশোভিতা, সিদ্ধান্ত স্বরূপ পূর্ণেন্দুবদনী, ন্যায়শাস্ত্ররূপ সহস্র-ভুজধারিণী,—তৎকালে দেবীর প্রভাবে দর্শন ছটার রূপের ছটা কি কহিব ? ভটার ঘটা বর্ণনা করা যায় না.—পরে ন্যায় শাস্ত্রে মুক্তাদর্শনা ধবলাদশনা রসনা-আসনা কবিকুলের বাসনা ঘোষণাকারিণী সেই বাগ্বাণীর শ্রীচরণে প্রণত হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

ন্যায়শাস্ত্রের প্রস্তাব। ওরে ভণ্ড! ও. পাষণ্ড অবগণ্ড! অদ্য ব্রহ্মাণ্ডভেদী প্রকাণ্ড প্রচণ্ড প্রহারে তোর মত খণ্ড খণ্ড করিয়া লণ্ড ভণ্ড করিব।

তুই তো প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান জানিসনে,—ভাল জিজ্ঞাসা করি, ক দেখি—ক. তুই তো এখন বিদেশে রয়েছিস্, তোর স্ত্রী তো এখন তোরে দেখিতে পায় না, তবে কেন সে হাতের শাঁকা, খাড়ু ফেলিয়া বিধবার ন্যায় একাদশী না করে ?

নাস্তিকের উত্তর। ওরে! শোন্ শোন্, পত্রাদি সমাচার সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ-স্বরূপ হইয়াছে; তদ্দারাই আমাদিগের জীবিত বাকা প্রমাণ হইতেছে, তবে তাহারা কেন বৈধব্যাচরণ করিবে ?

ন্যায় দর্শনের প্রত্যুত্তর। হে জগদীশ্বর! হে জগদীশ্বর! এই দেখ, মূঢ়েরা আপন মুখেই পরাভব স্বীকার করিতেছে। ওরে ব্যলীক্ পত্রাদি পাঠে সংবাদ পাইয়া তুই জীবিত আছিস্, এরূপ অনুমানসিদ্ধি করিয়া তোর স্ত্রী যখন বিধবার আচরণ করে না তখন তোর অনুমান মানিবার আর কি অপেক্ষা রহিল ? যেমন তোর দারা তোর পত্রদ্বারা অনুমান করে, তুই বেঁচে আছিস্—সজীব না থাকিলে এই পত্র কখনই আসিত না, সেইরূপ এই নিখিল সৃষ্টি দৃষ্টি করিয়া অনুভূতিক্রমে নিশ্চয়রূপেই অনুমান হইতেছে. যে, এই সৃষ্টির অবশ্যই একজন কর্ত্তা আছেন, সেই কর্ত্তা না থাকিলে কোন মতেই এই সৃষ্টি সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না, কারণ—কারণ ব্যতীত কি কোন প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে ?—স্বর্ণকার না থাকিলে স্বর্ণভূষণ কে গড়িত ?—কুম্ভকার না থাকিলে ঘট কলসাদি কাহার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইত ? ওরে প্রত্যক্ষবাদি! আর একটা কথার উত্তর কর দেখি! তুই দুই বৎসর পর গৃহে গমন করিয়া দেখিলি তোর ভার্য্যা উপপতির উপভোগ সম্ভোগ-দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে, কিন্তু সেই উপভোগ সম্ভোগ-যোগ তোর নয়ন-প্রত্যক্ষ হয় নাই। কারণ তুই বিদেশে ছিলি, এইস্থলে সেই গর্ভ দৃষ্টে অনুমানে তোর প্রণয়িনীর ব্যভিচার-দোষ স্বীকার করিতে হইবে কি না ? আবার এক কথা প্রশ্ন করি।—তুই আপনার চক্ষুকে আপনি দেখিতে পাস্নে। কিন্তু ঐ চক্ষুর দ্বারা দর্শন পূর্ব্বক সমুদয় পদার্থ গ্রাহ্য করিস, কি না ? যদি তাহা গ্রাহ্য করিতে হইল, তবে অনুমানকেই

বলবৎ করিতে হইবেক, কেননা এই অনুমান প্রত্যক্ষেতেই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সংপূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইতেছে হইাতে সংশয়মাত্রই নাই,– ও নাস্তিক এখন তোর নাস্তিকতা কোথায় রহিল? আমার এই যুক্তি জড়িত অখণ্ড উক্তির উত্তর কর। তবে তোর বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইব—ও ভ্রান্ত! আমার এই কথার কি উত্তর আছে? দেখ, শাস্ত্রসিদ্ধ বিচারসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-প্রসিদ্ধ অনুমানসিদ্ধ, এই বিচারে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম পরাৎপর পরমাত্মা সত্য ও নিত্যরূপে প্রামাণ্য হইলেন, যদি তিনি নিত্য ও সত্য হইলেন, তবে আমাদিগের এই সমুদয় শাস্ত্র এবং মত অবশ্যই নিত্য ও সত্য হইবেক, যেহেতু এই শাস্ত্রের দ্বারা অনায়াসেই তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ, গ্রহণ, রাশি, লগ্ন, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি নির্ণয় হইতেছে।

হে মঙ্গলময়ি! এই অখণ্ডনীয় যুক্তিমূলক উক্তিবাণে নাস্তিকগণের বিতর্ক-বিঘটিত-পাপময়-তর্কশাস্ত্র সকল এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। চার্ব্বাক আর একটি কথার উত্তর করিতে পারিল না, অমনি নীরব থাকিয়া অতিশয় অপমান জ্ঞানে অধোবদনে মলিন হইয়া স্বশিষ্য দল বল সহিত হিন্দুদেশ ছাড়িয়া সিন্ধুপথে কতিপয় ম্লেচ্ছদেশে প্রস্থান করিল, এবং অর্ব্বাচীন দিগম্বরসিদ্ধান্ত, ভিক্ষুক, এবং সোমসিদ্ধান্ত আপনাপন মতমণ্ডিত-পুস্তকাদি লইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছে। অধুনা পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে পাষণ্ডপুঞ্জের মূলনাশ হইয়াছে।

বিষ্ণুভক্তি। হে শ্রদ্ধে! তুমি চিরজীবিনী হও, এই সুখের বচনে অদ্য আমাকে অমৃতাভিষিক্তা করিলে, তবে—তবে, বল দেখি, সেই পামর কামাদির কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে?

শ্রদ্ধা। বস্তু বিচারের বানে, মারা গেল কাম।
এখন করে না কেহ কামিনীর নাম॥
নরকের নিকেতন, নারীর শরীর।
সকলের মনে এই, হইয়াছে স্থির॥
ক্ষমার ক্ষমতাবাণে, মরিয়াছে ক্রোধ
উদয় সবার মনে, হিতাহিত-বোধ॥
শত শত অপরাধে, নাহি করে রাগ।
রাগে করি রাগ সবে, সাধিছে বিরাগ॥
সকলে সরল হ'য়ে, সাধু ভাব ধরে।
কা'রে প্রতি কেহ নাহি, দ্বেষ আর করে॥
লোভ হ'ল পরাভব, সন্তোষের রণে।
তৃষ্ণার বিতৃষ্ণা তাই, সকলেরি মনে॥
প্রতিগ্রহ, মিছে কথা, চৌর্য্য ব্যবহার।
লোভের সহিত সবে, হয়েছে সংহার॥

হে দেবি! আর কি অধিক নিবেদন করিব? এই জয় কেবল তোমারি পুণ্য-প্রতাপের ফল কহিতে হইবে, বিপক্ষবৃন্দের বলবান বীর "মাৎসর্য্য" অনসূয়া অনায়াসেই তাহাকে জয় করিয়াছেন, পরোৎকর্ষভাবনার কৃপায় আর ভাবনার বিষয় কিছুই নাই, কারণ তাঁহার প্রভাবে মদ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

শান্তি। ওপ! এ, যে বড় চমৎকার কথা, শক্তি, শৈব, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণবশাস্ত্র এবং শ্রুতি-স্মৃতি, পুরাণ, ন্যায়, সাংখ্য পাতঞ্জলাদি দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর দ্বেষাদ্বেষ ও মতে বিশেষ বিভিন্নতা আছে, অতএব এই যুদ্ধে তাহাদিগের একবাক্যতা কিরূপে সম্ভব হইল?

শ্রদ্ধা। ও বাছা! তা কি জান না, লোক কথায় কহে। "মহিষের শিং বাঁকা, জুজিবার সময় একা"।

ইহার প্রমাণ কুরু ও পাণ্ডবদিগের দ্বারাই প্রকাশ আছে। তাহারা যখন ঘরে ঘরে যুদ্ধ করিত তখন এক দিকে এক শত ভাই, আর এক দিকে পাঁচ ভাই, কিন্তু পরের সহিত

বিবাদ হইলে একশত পাঁচ ভাই একত্র হইয়া অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষ বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। ইহাও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে, কেননা নাস্তিকেরা ঘোরতর নারকি—লোকাধম। দেবতা মানে না, ব্রাহ্মণ মানে না, বেদাদি শাস্ত্র মানে না, যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া মানে না, স্বর্গ মানে না, পরলোক মানে না, এবং সর্ব্বগত কারণ পরমাত্মা পরমেশ্বরকেও মান্য করে না, কিছুই মানে না, যথেষ্টাচরণের উপদেশ দ্বারা লোক সকলের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতেছে। সুতরাং ঐ নাস্তিকমত খণ্ডনের নিমিত্ত সাকার-নিরাকার উভয়বাদি সকাম-নিষ্কাম-ধর্ম্মের উপদেশক বেদপ্রসূত পরস্পর বিরোধিশাস্ত্র সকলের একবাক্যতা হইয়াছিল, এই একতার ধর্ম্মে কি এক অনির্ব্বচনীয় সৎ কর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছে। নাস্তিকমত উচ্ছন্ন দিয়া আস্তিকমত প্রবল হইল, বেদের মহিমা বাড়িল, এবং ঈশ্বরের প্রতি সকলের ভক্তির আধিক্য হইল।

বিষ্ণুভক্তি। ভাল জিজ্ঞাসা করি. এইক্ষণে মহামোহের অবস্থা কি?

শ্রদ্ধা। এইক্ষণে সেই মহামোহ অত্যন্ত মলিন হইয়া যোগের ব্যাঘাতকারিদিগের সহিত কোন গোপনীয় স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে লীন হইয়া রহিয়াছে।

বিষ্ণুভক্তি। হে, স্বাত্ত্বিকি। তবে তো এখনও পর্য্যন্ত অনিষ্টের শেষ হয় নাই, অতএব এই দণ্ডেই তাহার বিহিত করা অতি কর্ত্তব্য হইতেছে, পণ্ডিতেরা কহেন অগ্নি, ঋণ এবং শত্রুর শেষ রাখা উচিত হয় না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, সম্প্রতি মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে?

শ্রদ্ধা। সেই মনের দশা আর কি কহিব। অতি মলিন, ক্ষীণ, দীন, বলহীন,—স্ত্রী, পুত্র, পৌত্রাদি শোকে অত্যন্ত কাতর,—আপনার প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত।

বিষ্ণুভক্তি। (হাসিতে হাসিতে।) কি মঙ্গল, কি মঙ্গল। তবে আমরা কৃতকার্য্য হইয়া কৃতার্থ হইলাম, আর কোন আশঙ্কা নাই। ভাল এমন মহাপাপি মহামোহের প্রাণ-বিনাশের জন্য কিরূপ উপায় স্থির করা যায়?

শ্রদ্ধা। (স্মেরবদনে।) তাহার জন্য এত ভাবনা কি? তোমার অনুগ্রহে বিবেকের সহিত উপনিষদ্দেবীর সংযোগ হইয়া প্রবোধচন্দ্র পুত্রের জন্ম হইলেই সেই পুত্রের দ্বারা মহামোহ নাশ হইবে।

বিষ্ণুভক্তি। তাহাই কর্ত্তব্য বটে. আর বিলম্ব করা উচিত নহে। সম্প্রতি মনের বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য চল আমরা বেদান্তদর্শনকে প্রেরণ করি।

[তদনন্তর, বিষ্ণুভক্তি, শ্রদ্ধা, মুদিতা এবং শান্তি প্রভৃতি-সকলে নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন।]

প্রবেশক। (মৃদুস্বরে হাত নাড়িয়া।) মহারাজ মন এবং সঙ্কল্প দ্বারে উপস্থিত। হে সভ্য সকল গাত্রোত্থান করিয়া সম্মান পূর্ব্বক রাজ্যেশ্বরের আহ্বানার্থ অগ্রসর হও।

গীত।

হায় হায় হায়, কব আর কায়,
কোথা বা এসেচি, কোথা বা যাইব,
কে বুঝিবে এই, ভব প্রকরণ,
বুঝিতে না পারি, নিগূঢ়-কারণ।

অন্তরা।

প্রকৃতি প্রভাবে, জানে না প্রকৃতি.
প্রকৃতি প্রণয়ে আকৃতি প্রকৃতি,
পাইয়ে প্রকৃতি, হইয়ে সুকৃতি
সকলে করিছে, সুকৃতি সাধন॥

পেয়েছি স্বভাব ধরেছি স্বভাব,
স্বভাবের তাঁ'র, কে করে অভাব,
সভাবে পাইব, কবে সে স্বভাব,
কেমনে কাটিব, বিষম-বন্ধন॥

সলিল পূরিত, প্রতি ঘটে ঘটে,
রবি-ছবি-প্রভা, সম বটে বটে,
অহঙ্কারে তথা, দেহ-পটে পটে,
কত কোটি কোটি, হয়েছে সৃজন॥
জাত না হইলে, যাতনা হ'ত না,
জাত হ'য়ে দেহে, পেতেছি যাতনা,
আমি যা'র জাত, সে হইলে জাত,
যখনি করিত, যাতনা বারণ,
একথা কহিলে, সকলে হাসিবে,
পাগল বলিয়া, কুভাব ভাবিবে,
ঘোর মায়া ছাঁদে, পোড়ে দেহ ফাঁদে,
নিজে হাসে কাঁদে, ব্রহ্ম সনাতন।
জানিতে না পারে, আপন অহিত,
বিষয়-আসবে, লোচন-লোহিত,
বিকল্প রহিত, সঙ্কল্প সহিত,
মোহেতে মোহিত, হ'য়ে আছে মন॥
অখিল-সংসার, কেবলি অসার,
ভুলে সর্ব্বসার, কারে বল সার,
কবে হ'বে আর, আশার সুসার,
কবে হ'তে মন, মনের মতন॥

(সঙ্কল্পের সহিত মনের রঙ্গভূমিতে আগমন।)

মন। (অতিশয় কাতর হইয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে।) হে সঙ্কল্প! আমাকে মর্ম্মান্তিক বেদনার আত্যন্তিক কাতর করিয়াছে, আমি আর ক্ষণকালমাত্র প্রাণ-ধারণ করিতে পারি না, এককালেই আমার বিবেচনা বিলোপ হইয়াছে,—ইন্দ্রিয় সকল ক্রমেই আসন্ন হইতেছে,—চোখে জল পড়িয়া আসিতেছে,—আর দেখিতে পাই না, কানে তালা লাগিয়াছে, আর শুনিতে পাই না, রসনা নিরস হইয়াছে,—মুখ শুষ্ক হইতেছে, আর কথা স্বরে না, হাতে পায়ে খিল ধরিতেছে—ভীষণতর ভয়ানক-ভঙ্গিধারী কে আসিয়া যেন হঠাৎ আমার জীবনকে গ্রাস করিতেছে! আহা! এই গতি-শক্তিহীন আতুর অনাথ বৃদ্ধকে এ সময়ে কেহ একবার জিজ্ঞাসা করে না।

কোথায় আমার সেই, প্রিয় পরিবার?
কোথা গেল সেই সব, কুমারী কুমার?
কোথা কাম, কোথা, কোথা মদ, মান।
তনয় ত-নয়, তা'রা পিতার সমান॥
অসূয়া নামেতে প্রাণের নন্দিনী।
কে বলে, কুমারী, সে যে, সাক্ষাৎ জননী॥
কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র আদি ল'য়ে।
করেছি সংসার সুখে, রাজেশ্বর হ'য়ে॥
বিষম বিমুখ বিধি, বিড়ম্বনা ভাবি।
বৃদ্ধকালে, শোকশেল, সহিতে কি পারি॥
সকলের কর্ত্তা আমি, সর্ব্ব অধিকারী।
এখন হয়েছি যেন, পথের ভিখারী॥
কোথা বাপু কাম, তুমি নাম ধর মার।
একবার কোলে এসো, বাছারে আমার॥
ওরে বাপু, মদ তুই, ত্রিলোকবিজয়।
অক্ষয়-শরীর তোর, কে করিল ক্ষয়॥
ওরে ক্রোধ, তোরে পেলে কিছু কিছু নয়।
আমাতে আমার আমি, বোধ নাহি রয়॥
ওরে মান, তোর মানে, এত মান ধরি।
সুরাসুর আদি সবে, ধুলা জ্ঞান করি॥
আমায় রাখিয়া সবে, মরিল অকালে।
হায় হায়, এই ছিল আমার কপালে॥
কত কষ্টে করিয়াছি, লালন পালন।
হ'য়ে ছিল সবে তা'রা, মানুষ এখন॥
আশা ছিল, সুখেতে, কাটিব শেষদশা।
একেবারে ঘুচে গেল সকল ভরসা॥
বিষম বেদনা আর, প্রাণে নাহি সয়।
যারে যারে যম তুই, যমের আলয়॥
পিতা নাই, মাতা নাই, নাই গোত্র গাঁই।
ভ্রমে তোরে "মৃত্যু" বলি, তোর নাম "নাই"॥
নাম শুনে কেঁদে মরি, দেখিতে না পাই।
বিনাপদে ঘুরিতেছ, সমুদয় ঠাঁই॥
ডুব্ মেরে পেতে পারি, জলধির থাই।
উদর সাগরে তোর, নাহি হয় থাই॥
কেমনেতে পাক পায়, মনে ভাবি তাই।
ত্রিভুবন তোর পেটে, বলিহারি যাই॥

কত ভোগি, কত যোগি, কত নাগা সাঁই।
সমভাবে খেয়ে ফেলো, কসাই গোঁসাই॥
হাতি খাস, ঘোড়া খাস, খাস ভস্ম ছাই।
তথাচ মানুষ খাস, একি তোর বাই॥
যত পাস, তত খাস, নাই পেটে খাঁই।

এই পেলি, এই খেলি, তবু খাই খাই॥
ত্রিভুবন কেঁপে উঠে, যদি তুলো হাই।
শিশু নাহি খেতে পায়, জননীর মাই॥
কার' খাও দারা পুত্র, কার খাও ভাই।
হাদেরে, মরণ তোর, মরণ কি নাই॥

(কাঁদিতে কাঁদিতে ধুলায় পড়িয়া অমনি মূর্চ্ছা।)

সঙ্কল্প। (অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কোলে করিয়া মূর্চ্ছা-ভঙ্গ।)

হে মহারাজ! ধৈর্য্য হউন; ধৈর্য্য হউন; এত ব্যাকুল কেন?

মন। (চেতন পাইয়া)। হে সঙ্কল্প! এই দারুণতর দুঃখের সময়ে আমার প্রিয়তমা প্রণয়িণী-প্রাণেশ্বরী প্রেয়সী প্রকৃতিদেবী কেন কাছে আসিয়া আমাকে সান্ত্বনা না করিতেছেন? তিনি এখন কোথায় আছেন? তাঁহাকে ডাকো?

সঙ্কল্প। (অশ্রুপাত করিতে করিতে)। হে মহারাজ! হে দেব! দুঃখের কথা কি আর নিবেদন করিব! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, অদ্যাপি কি প্রকৃতি দেবী জীবিতা আছেন? আমি শুনিলাম, তিনি পুত্রাদির মরণজনিত শোকানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মন। এমন সে প্রাণপ্রিয়ে কোথায় আমার রে।
না হেরে সে চাঁদমুখ, সব অন্ধকার রে॥

ধুয়া।

মনের মানুষ কই, মনের মানুস কই,
আহা আহা, কার কাছে, করি হাহাকার রে?
এ যাতনা বলি কাকে, বলা নয় যাকে তাকে,
আধেয় কেমনে থাকে, অভাবে আধার রে।
দুঃখ নাহি ফোটে মুখ, বিষাদে বিদরে বুক,
বাঁচিবারে একটুক, সাধ্য নাহি আর রে।
না জানি কি দোষ পেলে, পলাইল একা ফেলে,
হায় আমি কোথা গেলে, দেখা পাব তা'র রে।

সুমধুর মৃদুহাসে, সুমধুর প্রিয়ভাসে,
আমারে আমার "আমি", কে কহিবে আর রে,
আমি আমি তুমি তুমি, আমি জল সে যে ভূমি
রসনা স্বরূপ আমি, প্রিয়ে তার তার রে॥

আমি তার সে আমার, আমি অসি'সে যে ধার,
স্বপনে গোপন ভাব, ছিল না কো যা'র রে।
প্রবৃত্তি-প্রমোদা মম, প্রণয় অনলে মম,
মমভাবে সূত্ররূপে, বাতি আমি তার রে॥

সদা থাকি সুখে সুখে, সুখি দুখি, সুখে দুখে,
শয়নে শয়নে দোঁহে, আহারে আহার রে।

আমি দেহ, প্রিয়া-রূপ, আমি রাজ্য প্রিয়া ভূপ,
আমি কণ্ঠ, প্রিয়া তায়, শোভা রূপ হার রে॥
অভেদ উভয় অঙ্গ, সমভাবে সদা সঙ্গ,
সভাবে স্বভাব ধরে, স্বভাবের ভার রে।
স্বপনে জানিনে যাহা, ঘটনা হইল তাহা,
মরি মরি আহা আহা, ভাগ্য মূলাধার রে॥
বিরহেতে প্রেয়সীর, কেমনে হইব স্থির,
নিয়ত নয়নে নীর, শ্রাবণের ধার রে।
এখন যে প্রাণপ্রিয়ে, কোথায় আমার রে?
না হেরে সে, চাঁদ মুখ, সর্ব অন্ধকার রে।
এমন সে প্রাণপ্রিয়ে, কোথায় আমার রে॥
প্রাণেশ্বরী আছে যথা, সঙ্গে নিয়ে চল তথা,
হারেরে কৃতান্ত ধরি, চরণে তোমার রে।
প্রেয়সী যেখানে আছে, যাব আসি তার কাছে,
এখানে আমার তুমি, কেন রাখো আর রে॥
দুখের না হয় লেখা, হয়েছি বিষম ভেকা,
কোথায় সে আছে একা, দেখা একবার রে।
ওরেরে, সম্ভোগ-চোর, যে ধনে আমার জোর,
সে ধন হারিয়ে তোর, কিবে উপকার রে॥

রমণীর শিরোমণি, সে ধনী সুখের খণি।
আমার বুকের মণি, মুখের আধার রে
ধনী-ধনে আমি ধনী, আমার রতন মণি,
হ'য়ে ফণি, সেই মণি, করিলি সংহার রে।
ধর্ম্মরাজ নাম-ধর, অধর্ম্মের কর্ম্ম কর,
ধর্ম্ম মত কর্ম্ম কিছু, দেখিতে তোমার রে।
বল বল ওহে ধর্ম্ম, করিয়াছি কি অধর্ম্ম,
কি দোষে আমার মর্ম্ম, করিছ প্রহার রে॥
হাহাকার ঘরে ঘরে, শোকানলে সবে মরে,
কে দিলে তোমার করে, বিচারের ভার রে,
সমভাবে নিশি দিবে, যাতনা দিতেছ জীবে,
আহা মরি, তুমি কিবে, ধর্ম্ম-অবতার রে॥
এখন সে প্রাণ প্রিয়ে, কোথায় আমার রে,
না হেরে সে চাঁদ মুখ, সব অন্ধকার রে।
এখন সে প্রাণপ্রিয়ে, কোথায় আমার রে॥

হারে ও নিদয় বিধি! এই কি তোমার বিধি,
আপনিই দিয়ে নিধি, নিলে পুনর্ব্বার হে।
ভাল তুমি উপকারী, দাতা হয়ে দত্তহারী,
ভাল ভাল ভাল বটে, ভাল তো বিচার হে॥
তুমি তো "প্রবৃত্তি" দলে, যত জ্বালা ঘটাইলে
আমারে সংসারী ক'রে, দেখালে সংসার হে।
না রাখিয়া নিজবোধ, দিলে কাম দিলে ক্রোধ,
আপনি করিলে রোধ নিবৃত্তির-দ্বার হে॥
দিলে নাম, দিলে ধাম, দিলে রাজ্য দিলে গ্রাম,
দারা পুত্র আদি করি, দিলে পরিবার হে।
বিচারেতে শাস্ত্রে রটে, "রাগত" এ দেহ বটে,
বটে বটে আমি তাহা, করিব স্বীকার হে॥
সাধে আমি করি রাগ, বল যে কিসের "রাগ",
বিরাগ, কি, অনুরাগ, মর্ম্ম বোঝা ভার হে॥
বুঝিবার নাহি কেহ, কেন বা দিতেছ দেহ,
কেন বা তাহাতে স্নেহ, করেছ সঞ্চার হে॥
দেহবাসে পেয়ে বাস, সুখের সম্ভোগ আশ,
এখন এ, মায়াপাশ, কাটে সাধ্য কার হে,
ছলনা করেছ হেন, কিছু জান না যেন,
এভাবে আমায় কেন, কর ছারখার হে॥
কেমনেতে প্রাণ ধরি, শোকানলে পুড়ে মরি,

এবিপদে কিসে তরি, তরি নাই তার হে।
করে দিয়ে গৃহশূন্য, কেন কর ক্ষোভে ক্ষুণ্ণ,
ইথে কি এতই পুণ্য, হইবে প্রচার হে॥
করিতে এ সৃষ্টি লোপ কেনই বা, এত কোপ,
বিলাপে বিদীর্ণ বপু, বিষম ব্যাপার হে।
নয়নেতে দিয়ে দৃষ্টি, তুমি তো দেখালে সৃষ্টি,
করিতেছ ধারা বৃষ্টি, অশেষ প্রকার হে॥
সকলে কি বুঝে মর্ম্ম, সকলি তোমার কর্ম্ম,
শিখালে সংসার ধর্ম্ম, করিয়ে সংসার হে,
বাক্যমন, অগোচর তুমি ব্রহ্ম পরাৎপর,
করিতেছে পরস্পর, এরূপ প্রকার হে॥
শব্দময় কেহ কয়, কেহ কয় তাহা নয়,
কেহ দেয় পরিচয়, প্রণব আকার হে।
নিরঞ্জন নিরাময়. নিত্যরূপ নিরালয়,
বেদ আদি শাস্ত্রে কয়, তুমি নির্ব্বিকার হে॥
মূল মর্ম্ম নাহি জানি, কিসে আমি তাহা মানি,
নির্ব্বিকার নির্ব্বিহার, বলি কি প্রকার হে।
কেমনে বা কথা কব, কেমনে নারবে রব,
আমি তো হে দেখি তব, বিষম বিকার হে॥
বিহারী যদি না হ'বে সংসারী হইয়া ভবে,
জন্ম নিলে কেন তবে, শত শতবার হে।
"রাগত" শরীর ধরি, সুখ দুখ ভোগ করি,
হইয়াছ তুমি হরি, কত অবতার হে।
যখন রাক্ষস-পতি, হরেছিল সীতা সতী,
সে সময় হয়েছিল, কি দশা তোমার হে।
নিজ কার্য্য উদ্ধারিতে, চাঁড়ালে বলিয়া মিতে,
অনায়াসে তা'র গৃহে, করিলে আহার হে॥
হ'য়ে নাথ দারাহারা, কাঁদিয়া হ'য়েছ সারা,
দেখিয়াছ ত্রিভুবন, সকলি আঁধার হে।
কাতর হ'য়েছ যত. বনের বানর তত,
করিয়াছে সাধ্যমত, মিত্র সহকার হে॥
যখন বাঁধিলে সেতু, জানিয়া শোকের হেতু,
কাট বিড়ালেতে করে, সাহায্য তোমার হে,
গুণাতীত গুণশালী, বিনা দোষে বধে বালি,
করিলে সাগর বেঁধে, সীতার উদ্ধার হে,
গোলোকে করিয়া দ্বেষ, ধরি নটবর বেশ,
বৃন্দাবনে এলে শেষ, করিতে বিহার হে

গোকুলে করিতে ভোগ, শিখেছিলে চুরি রোগ,
বাঁশিতে হরিলে মন, ব্রজ গোপীকার হে ॥
মানেতে ধরিয়া পায়, কৃষ্ণনাম লেখে তায়,
কোটালি করিয়া ছিলে, শ্রীমতী রাধার হে।
লক্ষ্মীভোগে অভিলাষ, ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ-বাস,
ক্ষীরোদ বারিধিবারি, করিয়াছ সার হে ॥
ভগবতী ভোগে আশ, হ'য়ে তুমি দিকবাস,
ধরেছ সুচারু ভাস, রজত আকার হে।
হরগৌরী অপরূপ, অর্দ্ধনারীশ্বর-রূপ,
উভয় অভেদ নাই, প্রভেদ প্রকার হে ॥
দক্ষ যজ্ঞে পশুপতি, যখন মোলেন সতী,
তখন তোমাতে তুমি, ছিলে না তো আর হে।
শোকেতে পাগল হ'য়ে, মৃত দেহ গলে ল'য়ে,
কাঁপাইলে ত্রিভুবন, ছেড়ে হুহুঙ্কার হে।
প্রকাশিলে হেন রাগ, কোথা গেল যজ্ঞ, যাগ,
হইল শ্বশুর তব, ছাগ অবতার হে।
ছিলে আগে মহাযোগী, হলে শেষ মহা-যোগী,
যোগেতে ঘুচিল সব, ভোগের ব্যাপার হে ॥
বাসবাদি বিধি হরি, স্থির তর যুক্তি করি,
তোমার বিবাহ দিতে, বাসনা সবার হে।
দেবতার আজ্ঞা ব'য়ে, পঞ্চশর করে ল'য়ে
ভাঙ্গিতে তোমার ধ্যান, এসেছিল মার হে ॥
কটাক্ষে নাশিয়ে কাম, কামরিপু পেলে নাম,
সেই তুমি গুণধাম, শিব সর্ব্বাধাম হে।
যোগভাঙ্গা যোগেশ্বর, বিয়ে করে তার পর,
করিতেছ নিরন্তর, গৃহির আচার হে ॥
কৈলাস ভূধরবর, পরিহরি তুমি হর,
শিশির শিখরে আছ, শ্বশুর আগার হে।
শিবময় তুমি শিব, তোমা হ'তে পেলে জীব,
সুখময় সংসারের, যত ব্যবহার হে ॥
নাম ধর কামরিপু, তব দেহে কাম-রিপু,
তমোগুণে ধর্ম্মে যত, করিছে প্রচার হে।

সংসারের সব কার্য্য, সমুদয় অনিবার্য্য;
নিরত হতেছে ধার্য্য যত দেবতার হে ॥
মানবের কিসে ত্রাণ, ভোগ বিনা যায় প্রাণ,
ভোগভুক্ত ভগবান, ভোগের আধার হে।
আমি অতি দীন হীন, স্বভাবত ধৈর্য্য হীন,
আমার উপর কেন, অত্যাচার এত হে।
ক্ষমতার ক্ষম দোষ, কে করিবে পরিতোষ,
তুমি যদি আশুতোষ, মন কর তার হে।
আপনি করিছ খেলা, তাহে নাই অবহেলা,
কেবলি আমার বেলা, যত অবিচার হে ॥
কি করিব হায় হায়, বুক ফেটে প্রাণ যায়,
দারুণ-বিরহ দায়, কে করে নিস্তার হে।
দারা হারা গৃহী যেই, আঁখি থেকে অন্ধ সেই,
মিছে দেহ, মিছে প্রাণ, সকলি অসার হে ॥
আগে করি বাড়াবাড়ি, দিয়ে রাজ্য ঘর বাড়ী,
শেষেতে শোকের বাড়ী, করিছ প্রহার হে।
সমুদয় দান করি, একেবারে নিলে হরি,
কে বলে তোমায় হরি, দয়াপারাবার হে ॥
তোমা বিনে কা'রে কব, মনোভাব মনোভব,
কোথা গেলে সেই সব, কুমারী কুমার হে।
সংসার দোলায় দুলে, প্রবৃত্তির প্রতিকূলে,
কেমনে রহিব ভুলে, প্রিয় পরিবার হে।
হারায়ে প্রবৃত্তি নারী, নিবৃত্তি কি পেতে পারি,
এখন প্রবৃত্তি আর, নাহি বাঁচিবার হে ॥
দয়া করি তুমি পিতা, স্বহস্তে সাজাও চিতা,
কর কর কর তায়, অনল সঞ্চার হে ॥
শোকানল নিবাইতে, প্রবেশ করিয়া চিতে,
এখনি করিব আমি, দেহ পরিহার হে।
এখন সে প্রাণপ্রিয়ে, কোথায় আমার হে ॥
না হেরে সে চাঁদ মুখ, সব অন্ধকার হে।
এখন সে প্রাণপ্রিয়ে,
কোথায় আমার হে ॥

হে সজ্জন! আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারি না; তুমি চিতা সজ্জা কর।

আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে।
না হেরিলে যায় সুখ, বুক ফেটে যায় রে ॥
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে ॥

প্রাণের প্রেয়সি তুমি, কোথা চলে গেলে ?
গতিহীন প্রেমাধীন অনাথেরে ফেলে ॥
তোমা ছাড়া আমি কিছু নাহি জানি আর

আমাতেই তুমি সদা করিতে বিহার॥
আমি তুমি, তুমি আমি, ছিল না'ক ভেদ।
কেহ মাত্র জানিত না শরীর প্রভেদ॥
উভয়ের দেহ মন, উভয় অভেদ।
ক্ষণমাত্র প্রেমালাপে, ছিল না বিচ্ছেদ॥
খেতে খেতে, শুতে শুতে, ঘুমাতে ঘুমালে।
অভিমানে ফেটে যেতে, কোনখানে গেলে॥
সুখের সম্ভোগ কভু, ছিল না গোপনে।
ঘুমালে আলাপ হত, স্বপনে স্বপনে॥
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ মন।
আমার সর্ব্বস্ব তুমি হৃদয়ের ধন॥
যে ভাবে মনেতে আমি, ভেবেছি তোমায়।
তুমিও করিতে ধ্যান, যে ভাবে আমায়॥
স্বপনেতে জানি যদি, ঘটিবে এমন।
আমায় ছাড়িয়া তুমি, করিবে গমন॥
তবে কি আমারে আর এই শোক লাগে।
ব'লে ক'য়ে বিদায়, হ'তেম আমি আগে॥
তোমার বিরহে আমি, যেরূপ প্রকার।
পথে পথে কেঁদে কেঁদে, করি হাহাকার॥
এরূপ হইতে তুমি আমার মতন।
জানিতে বিরহ ব্যথা, বেদনা কেমন॥
কি করি এখন তা'র, না দেখি উপায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়, রহিল কোথায় রে॥
না হেরিলে যার মুখ, বুক ফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥

যে সুধা করেছি পান, তোমার অধরে।
সে সুধা, কি সুধাকর, সুধাধারে ধারে॥
যে শোভা হেরেছি আমি, তোমার বদনে।
সে শোভা, কি আর প্রাণ, আছে ত্রিভুবনে॥
যে রূপ দেখেছি আমি দেহেতে তোমার।
সেরূপ, কি এ জগতে, কেহ ধরে আর॥
যে মধু পেয়েছি আমি, তোমার বচনে।
সে, মধু, কি মধুকর, পায় পদ্মবনে॥
যেরূপেতে তুমি প্রিয়ে, করিতে গমন।
সেরূপ কি গতি জানে, মরাল বারণ॥
যে, নয়নে, তুমি প্রিয়ে, দেখিতে আমারে।
সে, নয়নে, বল কবে, কে দেখেছে কারে॥
যেরূপেতে ভাল তুমি, বাসিতে আমারে।
সেরূপেতে এত ভাল, কে বেসেছে কা'রে॥
যে, রূপ প্রণয়ভাব, তোমায় আমায়।
সেরূপ কি প্রেম আর, হ'য়েছে কোথায়॥
দম্পতি সুখের ভোগ, সেরূপ প্রকার।
হয়নি, হবার নয়, হইবে না আর॥
চোখে চোখে লক্ষ্য করি, হেরিতাম মুখ।
উভয়ের মনে তায়, কত হ'ত সুখ॥
কতই প্রমাদ হত, নিমিষ ফেলিতে।
পলকে প্রলয় বোধ নয়ন মেলিতে॥
এককালে উভয়ের হাসি, খলখল।
এককালে উভয়ের আঁখি ছল ছল॥
এখন সে সব কথা স্বপনের প্রায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥
না হেরিলে যার মুখ, বুক ফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥

হলুদে মিশালে চুণ, ধরে যেইরূপ।
তোমার আমার প্রেম ছিল সেইরূপ॥
পানেতে খয়ের মিশে, বর্ণ ধরে যথা।
কিছুতেই তার আর না হয় অন্যথা॥
কোটি ভাগে, কেটে কেটে, কুটি কর তা'রে।
তথাচ যোগের ভেদ, কে করিতে পারে॥
তোমাতে আমাতে প্রাণ, স্বভাবে সেরূপ।
কিরূপে সেরূপে তুমি, করিলে বিরূপ॥
সহে না সহে না আর, যাতনা সহে না।
পাপ দেহে প্রাণ আর রহে না রহে না॥
হৃদয় নিদয় অতি, বড়ই পাষাণ।
এখনো ফাটেনি তাই, দেহে আছে প্রাণ॥
দেখ না পাসার বল, যুগ যদি ধরে।
কিছুতেই তবে আর, প্রাণে নাহি মরে॥
যুগের হইলে ভেদ, কেহ নাহি রয়।
আসিয়া বিপক্ষ বল, করে পরাজয়॥
যুগ ছাড়া কাট যদি, বাঁচে না জীবনে।
তোমার বিচ্ছেদে আমি, বাঁচিব কেমনে॥
নারী হয় সহমৃতা, মলে পরে স্বামী।

তোমার মরণে আমি, হব সহগামী ॥
ধর ধর ধর ধনি, আমার বচন।
একবার এসে তুমি, কর আলিঙ্গন ॥
আসিতে না পার যদি, উপায় কি তার।
আমারে ডাকিয়া লহ, নিকটে তোমার ॥
দয়াহীন তুমি বিধি, কি কব তোমায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে ॥
না হেরিলে যার মুখ, বুক ফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে ?

উহু উহু, যে হ'তেছে, কব কারে আর।
জ্বোলে জ্বোলে, পুড়িতেছে, অন্তর আমার ॥
বেঁচে শুধু মোরে আছি, বেঁচে যাই ম'লে।
বুক চিরে দেখাতেম দেখাবার হ'লে ॥
এখন এ দশা আর, কারে বা দেখাই।
দেখিবার ছিল যেই সে তো, আর নাই ॥
আমার বলিয়ে কা'রে, আমি করি স্নেহ।
আমারে আমার বলে, নাহি আর কেহ ॥
কারে না দেখিতে পাই, ভবের ভিতরে।
এ সময়ে একবার, আহা, উহু, করে ॥
আমার মনের এই খেদ বড় আছে।
ঋণি হ'য়ে রহিলাম, প্রেয়সীর কাছে ॥
কেমনে শুধিব সেই প্রণয়ের ধার।
উপায় দেখিতে কিছু, নাহি পাই তার ॥
একা ধনী চলে গেল গোপনে গোপনে,
দেখা হলে এত জ্বালা, হইত না মনে ॥
সংসারের যত সুখ, নিবৃত্তি করিয়া।
পলালো প্রবৃত্তি প্রিয়া, প্রবৃত্তি হরিয়া ॥
সংসারের 'সার' যাহা, কালে নিল হরি।
'সার' গেল, তবে কেন, সঙ সেজে মরি ॥
পুত্র কন্যা, পৌত্র আদি মরিল সকল।
তাতেও আমায় এত করেনি বিকল ॥
এতদিন মহিষীর, মুখ পানে চেয়ে।
ছিলেম্ সে সব ভুলে, দয়া মায়া খেয়ে ॥
এমন কি ছার প্রাণ, রাখা আর যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে ॥
না হেরিলে যাঁর মুখ, বুক ফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে ॥

শরীরের অর্দ্ধভাগ, গিয়েছে আমার।
অর্দ্ধেক রয়েছে যাহা, কেবলি অসার ॥
বল বুদ্ধি যত কিছু, সঙ্গে গেল তা'র।
হয়েছি সিদ্ধর "রম্ভ" বস্তু নাই আর ॥
ঘর ভরা ছেলে মেয়ে, কত পরিবার।
বাড়ীতে চাঁদের হাট, সোনার সংসার ॥
এখন ভাঙিল খেলা, কে'বা আর কার।
রাবণের পুরী যেন হল ছারখার ॥
প্রসব করিল যেই, এ সব সন্তান।
সন্তানের শোকে, আহা! সে ত্যজিল প্রাণ ॥
কাজেই আমার দেখি মরণ মঙ্গল।
গৃহির গৃহিণী বিনা, গৃহে কিবা ফল ॥
মরি মরি, মুখে আর, কথা নাহি সরে।
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মনে হলে পরে ॥
সময়ে সময়ে যত, হ'য়েছে ব্যাভার।
'উপন্যাস' বোধ যেন, হ'তেছে আমার ॥
তেমন সুখের দিন, আর নাকি হ'বে।
সুখের দুখের ভাগ, সমভাবে ল'বে ॥
অকপটে করিয়াছে, প্রেম বিতরণ।
কিছুতে না দুষিয়াছে, তুষিয়াছে মন ॥
যে সময়ে বলিতাম, কোথা প্রাণ ধনি।
অমনি কৃতার্থ হ'ত, তখনি তখনি ॥
এমনি সে বুঝেছিল, মনের ব্যাপার।
ইঙ্গিত করিতে কিছু, হ'ত না আমার ॥
আমার এ সর্ব্বনাশ, কে করিল হায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে রহিল কোথায় রে ॥
না হেরিলে যার মুখ, বুক ফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে, রহিল কোথায় রে ॥

নিদয় নিদাঘ-কালে, রবি খরতর।
তাপেতে ঝরিত গায়, ঘাম ঝর ঝর ॥
আমার অসুখে তা'র, হইত অসুখ।
মুখের আঁচল খুলে, মুছাইত মুখ ॥
নিকটে চামর, পাখা, না পেলে তখন।
অঞ্চল চঞ্চল করি, করিত ব্যজন ॥

করিত শীতল শয্যা, তুলিয়া কমল।
কর্পূর-বাসিত বাসি, অমল কমল॥
শীতল সামগ্রী দিত, যেখানে যা পাবে।
শীতল করিত মন, শীতল স্বভাবে॥
আমার শরীর, মন শীতল করিয়া।
আপনি থাকিত ধনী, শীতল হইয়া॥
বরষায় সুধার, সুধার বরিষণ।
ঘন ঘন ঘননাদ, গভীর গর্জ্জন॥
দিনমান, নিশামান, নাহি অনুমান।
কেবা করে পরিমাণ, উভয় সমান॥
দিবা নিশা, দিবা নিশা, রেখা পরিমাণ।
ইচ্ছামত যত ভোগ, ক'রেছে বিধান॥
আনিয়া কদম ফুল, কত সুখ তায়।
শুঁকিতে শুঁকিতে দিত, শুকিতে আমায়॥
বদন করিত হেঁট, ঈষৎ হাসিয়া।
দিতেম সে ফুল তার খোঁপায় বাঁধিয়া॥
আমোদিনী কত তায়, আমোদ করিয়া।
রাখিত মনের সাধে মাথায় করিয়া॥
ব্যবহারে বিনা মূলে, কিনেছ আমায় রে।
আমার সে প্রাণ প্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥
না হেরিলে যার মুখ, বুক ফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণ প্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥

শরদের সমাগমে, স্বভাবে উল্লাস।
শুভ্রময় সমুদয়, ধবল আকাশ॥
উপবনে সেফালিকা, হয় প্রফুল্লিত।
নাসার সুসার করে, গন্ধে আমোদিত॥
চাঁদের সুচারু-ভাতি, হেরে মনোহর।
রজনীর মুখে হাসি, অতি শোভাকর॥
শরদের পূর্ণিমার রজনী দেখিয়া।
উভয়েতে বেড়াতেম, বাহিরে আসিয়া॥
এরূপে প্রিয়ার রূপে, হ'তো এক আলো।
চাঁদের কিরণ তায়, দেখিতেম কাল'॥
তুলনায় সেই চাঁদ, হারি মেনে মনে।
লঘু হ'য়ে একেবারে, উঠিল গগনে॥
নীহার বিহার সুখ, প্রকাশিব কত।
সাধিয়া করিতে পূর্ণ, মনোসাধ যত॥
গরমায়, পরমায়, পলায় প্রভৃতি।
প্রকৃতি যোগাতো সব, বুঝিয়া প্রকৃতি॥
এমন প্রণয় ভাবে, রাখিতে আমারে।
হ'তো না উমের ত্রুটি, ঘুমের ব্যাপারে॥
সুখের সুরভিকাল, অতি চমৎকার।
স্বভাব, স্বভাবে হয়, শোভার ভাণ্ডার॥
বিকশিত বন-ফুল, বিবিধ-প্রকার।
গুণ গুণ স্বরে করে, ভ্রমর ঝঙ্কার॥
কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ কুটিরে কামিনী।
করিত কৌতুকে কেলি, দিবস যামিনী॥
আপনি ভূষিতা হ'য়ে প্রেমহেম হা'রে।
মন খুলে, বন-ফুলে, সাজাতো আমারে॥
ললিত লাবণ্য ভাতি, নিন্দি নব- ননী।
ফুলের আঘাত পেলে, মূর্চ্ছা যেতো ধনী॥
মুখে দিলে জল ছিটে, চেতন পাইয়া।
অমনি আমার গায়ে পড়িত ঢলিয়া॥
এই বটে, সেই আমি, মুখে আমি কই।
আমার, সে, আমি কই, আমি তবে কই॥
ভেঙ্গেছে যখন এই, কপাল আমার।
কপালের দোষ বিনা, কারে দুষি আর॥
যা হবার হ'য়ে বয়ে, হলো সব শেষ।
এখন উচিত হয়, অনলে প্রবেশ॥
সে সুখ কি কভু আর, হবে পুনরায় রে।
আমার সে প্রাণ প্রিয়ে, রহিল কোথায় রে॥
না হেরিলে যার মুখ, বুক ফেটে যায় রে।
আমার সে প্রাণপ্রিয়ে,
রহিল কোথায় রে॥

(বৈয়াষিকী সরস্বতী অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের নাট্যশালায় আগমন।)

বেদান্তদর্শন। প্রিয়সখী বিষ্ণুভক্তিদেবী আমাকে কহিলেন, মন এইক্ষণে পুত্র পৌত্রাদি পরিজন শোকে অত্যন্ত ব্যাকুল, অসহ্য যাতনা সহ্য করণে অক্ষম হইয়া আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করণে উদ্যত,—তুমি শীঘ্রই সেই মনের নিকটে গমন করিয়া প্রবোধ উৎপাদনের

জন্য বিশেষরূপ যত্ন কর,—এবং যাহাতে মনের মনে আশু বৈরাগ্যের উদয় হয় তাহাই করিবে, অতএব আমি আর ক্ষণকাল মাত্র বিলম্ব করিব না। সজনী বিষ্ণুভক্তির আদেশানুসারে এখনই মনের নিকট গমন করি।

(আস্তে আস্তে গমন করিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ।)

হ্যাঁ। ঐ যে, মহারাজ মন—নয়ন নীরে ভাসিতে ভাসিতে হাহাকার শব্দে কপালে করাঘাত করিতেছেন। সিংহাসন পরিহার পুরঃসর ধুলিশয্যা সার করিয়াছেন, যাই আমি নিকটে যাই, প্রবোধ বাক্যে উপদেশ করি। (সম্মুখে গিয়া)

হে বৎস মন! তুমি কিঞ্চিৎকাল স্থির হইয়া বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবে, এই সংসার সমুদয় অনিত্য,—যাহা দেখিতেছ তাহার কিছু নিত্য নহে, কেবল জগদীশ্বর একমাত্র নিত্য—তিনিই সত্য, ইহা ত তুমি পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত আছ। অতএব এতবড় ভ্রান্ত কেন হইতেছ! নানাবিধ ইতিহাস পুরাণ উপান্যাস পাঠ করিয়াছ, তথাচ তোমার মোহ নাশ হইল না? অদ্যাপি জন্যভাব-পদার্থপুঞ্জের নিত্যতা স্বীকারপূর্ব্বক বিকারগ্রস্ত হইতেছ? ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। আহা! শ্রবণ কর! শ্রবণ কর! ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বস্তু বিচার করিলে এখনই তোমার স্বান্ত শান্ত হইবে; আর তুমি ভ্রান্ত হইয়া ধ্বান্ত দর্শন করিবে না। একাগ্রচিত্তে ভবকান্ত ভগবানকে ভক্তিভরে ভজনা করিতে করিতেই কৃতার্থ হইবে।

এই সংসারটা কি? ভৌতিক মাত্র। দেখ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই পঞ্চতত্ত্বে সৃষ্টি হইয়া আবার তত্ত্বে তত্ত্ব লয়প্রাপ্ত হইতেছে। যাহাতে যাহার উৎপত্তি তাহাতেই তাহার লয়। ক্ষিতি যে জলে জন্মগ্রহণ করে, সেই জলেই লয় পায়। জল যে অনলে উদ্ভূত হয়, সেই অনলেই সংলিপ্ত হয়।—অগ্নি যে বায়ু কর্ত্তৃক উৎপাদিত হয়, সেই বায়ুতেই বিলীন হয় এবং বায়ু যে আকাশ হইতে উদ্ভব হয়, সেই আকাশেই আবার লয়প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা যে প্রকারে বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ এই প্রকৃতি অর্থাৎ পঞ্চভূতের দ্বারাই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ-দেহ-গেহের সৃষ্টি হইয়াছে। বাহ্যভূতের সহিত দৈহিক-ভূতের সম্পূর্ণরূপে সদ্ভাব আছে। কি বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ড, কি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ভূত ছাড়া কিছুই নহে। —ভূত যেরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সেইরূপ এই দেহ যাত্রাও নির্ব্বাহ করিতেছে।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটিতেই সকল! যে পঞ্চভূতে এই শরীর-যাত্রা সম্পাদন করিতেছে, সেই পঞ্চতত্ত্বের পৃথক্ পৃথক্ গুণ সকল অতি বিচিত্রই বোধ হয়, কিন্তু জ্ঞানি জনেরা বিচিত্র বিবেচনা করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না, কারণ তাঁহারা ভূতের খেলা বলিয়াই হাস্য করেন।

দেখ অস্থি, মাংস, নাড়ী, নখ এবং ত্বক—পৃথিবীর এই পাঁচ গুণ।৫
মল, মূত্র, শুক্র শ্লেষ্মা ও শোণিত—জলের এই পাঁচ গুণ।৫
হাস্য, নিদ্রা, ক্ষুধা, ভ্রান্তি এবং আলস্য—তেজের এই পাঁচগুণ।৫
ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচ এবং প্রসার—বায়ুর এই পাঁচ গুণ।৫
কাম, ক্রোধ, লোভ, লজ্জা এবং মোহ—আকাশের এই পাঁচ গুণ।৫
কোন কোন মহাশয় তিন তত্ত্ব নির্ণয় করেন। যথা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। ৩।

কেহ কেহ চতুর্ব্বিধ বলেন। যথা—তেজঃ, অপ, পৃথ্বী, আত্মা। ৪।

কোন মহোদয় পঞ্চবিধ কহেন। যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। ৫।

কোন কোন মহাত্মা ষড়বিধ কহেন। যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু, আকাশ এবং আত্মা। ৬।

কোন কোন তত্ত্বী সপ্ত প্রকার কহেন। যথা—ধরা, জল, তেজঃ, সমীরণ, গগন, জীব, আত্মা। ৭।

কেহ কেহ নববিধ নির্দ্দেশ করেন। যথা—পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, শূন্য, সলিল, অনিল, জ্যোতিঃ, ধরা। ৯।

কেহ কেহ একাদশবিধ উল্লেখ করেন। যথা—শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ, জিহ্বা, বাক্, পাণি, উপস্থ, পায়ু, জঙ্ঘা, মন। ১১।

কেহ কেহ ত্রয়োদশবিধ কহেন। যথা—নভঃ, বায়ু, জ্যোতিঃ, অপ, মহী, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ, জিহ্বা, মন, জীবাত্মা, পরমাত্মা। ১৩।

কেহ কেহ ষোড়শবিধ ব্যাখ্যা করেন। যথা—নভঃ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, ক্ষিতি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ, কর্ণ, ত্বক, নেত্র, রসনা, নাসিকা, মন। ১৬।

কোন কোন মহাশয় সপ্তদশ প্রকার কহেন। যথা—গগন, সমীরণ, অনল, অপ, পৃথিবী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, মন, আত্মা। ১৭।

কোন কোন মহোদয় পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব উক্ত করেন। যথা—পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ (১৭) এবং পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মুখ, পাণি, উপস্থ, পায়ু। ২৫।

কোন কোন জ্ঞানি ষড়্বিংশতিবিধ কহেন। যথা—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিংশতি (২৫) এবং জীব। ২৬।

কেহ কেহ সপ্তবিংশতিবিধ কহেন। যথা—উল্লেখিত ষড়বিংশতি (২৬) এবং ঈশ্বর। ২৭।

ফলে অধিকাংশ মহাশয়ের মতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নেত্র, নাসিকা, রসনা, কর্ণ, ত্বক, হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু, লিঙ্গ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার। ২৪।

পয়ার।

ভালরে ভবের মায়া, ভাল্ ভাল্ ভাল্।
ভাল্ ভাল, ভাল্ বাজী, জগদীন্দ্র জাল্॥
সমভাবে এই ভূত, খেলে চিরকাল।
ভূতে নাচে, ভূতে গায়, ভূতে দেয় তাল॥
তালে মানে ঠিক রাখে না হয় বেতাল।
ভূতের নির্ম্মিত ঘর, নাহি খুঁটি চাল॥
অকলে ফলায় ফল, নাহি পাতা ডাল॥
হাসে ভূত, কাঁদে ভূত, নাড়ে ভূত গাল।
নাহি হয় অনুভূত, ভূত ষড়জাল॥

এই দেখি হ'ল ভূত, পুন দেখি ভূত।
সকলি অদ্ভুত হেরে, এ ভূত কিম্ভুত॥
এই ভূত, ভূত হয়ে, চেপে পড়ে ঘাড়ে।
এই ভূত, ওঝা হয়ে, পুন ভূত ঝাড়ে॥
নাহি আর দেখা যায়, এ ভূতের ভূত (১)।
এ ভূত কেবল মাত্র, এ ভূতের ভূত (২)॥
এই দেখি, এই ভূত (৩), এই হ'ল ভূত (৪)।
পুন দেখি, সেই ভূত, ভূতে হ'ল ভূত॥
অপরূপ কল গাঁথা, ভূতের আগারে।

(১) ভূত—সম। (২) ভূত—সদৃশ। (৩) ভূত—গত। (৪) ভূত—যুক্ত।

এ ভূতের বহির্ভূত, কে হইতে পারে॥
পাঁচ ভূতে, পাঁচ ভূত, আছে জড়ীভূত।
এই ভূত যাহা করে সমুদয় ভূত (৫)॥
যে ভূতে, যে ভূত হয়, সেই ভূতে লয়।
হয় লয়, লয় হয়, লয় আর হয়॥
ভূতের গঠিত ভূত, এই সমুদায়।
যে ভূতের অংশ যাহা, ভূত হয় তায়॥
নব দ্বার ঘরে ভূত, হাট বসায়েছে।
পাঁচে পাঁচ, পাঁচ পাঁচ, পঁচিশ হ'য়েছে॥
ভূতে দেখে ভূতে শুনে, ভূতে লয় ঘ্রাণ।
রস খায় ভূত, করে, বাহ্য অনুমান॥
কানে শব্দ, চোখে রূপ, গন্ধ নাসিকায়।
ত্বক ধরে স্পর্শ-গুণ, রস রসনায়॥
ভূতে চলে, ভূতে বলে, কথা কয় ভূতে।
ভূতে চালে মলভাণ্ড, ভূতে ফেলে মুতে॥
ভিতরে বাহিরে ভূত, ভূত সমুদয়।
ভূতের ভুবন এই, সব ভূতময়॥
পাঁচ ভূতে এক যন্ত্র, অতি মনোহর।
এককালে এক তালে, বাজে নিরন্তর॥
হায় হায়, এই কল, গড়েছে কি কলে।
বিকল না হয় কল, সমভাবে চলে॥
এক মাত্র সর্ব্বভূতে, আছে আবির্ভূত।
নিজে সেই ভূত(৬) নয়, কিন্তু নিজে ভূত(৭)॥
হয়নি তেমন্ ভূত (৮), আর নাহি হ'বে।
সে ভূতের কার্য্য দেখে, অভিভূত সবে॥
ওহে ভূত(৯) তোমারে, র'য়েছে ভূতে পেয়ে।
ভূত-রূপ ভূতনাথে, দেখিলে না চেয়ে॥
চলিতেছে ভূত-যন্ত্র, যা'র কলে বলে।
যে করিছে ইন্দ্রজাল, বিচিত্র কৌশলে॥
মায়া (১০) নেত্রে যদি তুমি, চিনে লও মায়া।
মায়া অস্ত্রে যদি কাটো, মায়া আর মায়া॥
এখনি হইবে বোধ, এই মায়া যা'র।
মায়া মুক্ত হ'য়ে তুমি, মায়া পাবে তা'র॥
অতএব বলি শুন, উপদেশ সার।
কুহকী-মায়ার ছায়া,
মাড়োয়ো না আর॥

এই তত্ত্বে তত্ত্বী হইয়া যিনি যেরূপ তত্ত্ব নির্দ্দেশ করুন, কিন্তু ইহার মূলযন্ত্র পাঁচখানি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।—সেই পাঁচ যন্ত্র হইতেই সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, যে কিছু, সকলি পঞ্চ, সকলি পঞ্চের তঞ্চ ও সকলি পঞ্চের প্রপঞ্চ। এই পাঁচ যন্ত্র হইতে কতই বাদ্য উঠিতেছে, এবং কতই মোহকর অনিত্য আশ্চর্য্য বীর্য্য ধার্য্য হইতেছে। আহা! সকলেই ভৌতিক ব্যাপার দেখিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়াছে। সকলেই বাহ্য বিষয় গ্রাহ্য করিয়া কার্য্য করে, কেহই আর বস্তু-বিচার করে না, পূর্ব্বে যে পাঁচকে মূলযন্ত্ররূপে উল্লেখ করিলাম, ফলে তাহা কিছু মূল নহে "স্থূল"।—ঐ স্থূলরূপ মূলের এক অব্যক্ত মূল আছে, যাহার অপেক্ষা প্রধান পদার্থ আর কিছুই নাই, সেই মূলের মূল নাই, সেই মূলের মূল্য নাই, ভুল নাই এবং তুল নাই।—ধন্য ধন্য! সাধু সাধু!—সেই অমূল্য-মূল বিনাবলম্বনে কোন্ অপ্রকটিত মহাস্থানে গোপনে অবস্থান পূর্ব্বক এই বিশ্বরূপ বৃহদ্ বৃক্ষকে শাখা, প্রশাখা, পল্লব, বল্কল, ফুল এবং ফলে পরিপূরিত ও সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন তদ্বিশেষ কহিতে কেহই সমর্থ নহেন। আহা! —যে বৃক্ষের ডাল, ছাল, পাতা ও ফুল প্রভৃতি এমন উৎকৃষ্ট, না জানি—সে বৃক্ষের বীজ কতদূর পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্ট কিরূপে, তাহার নির্দ্দেশ করিব? এই বিশ্ববীজ বিশ্বকরের সৃষ্টি-তরু দৃষ্টি করত সকলেই পরম তুষ্টি লাভ করিতেছে, কিন্তু কি পরিতাপ! এতদ্রূপ সুবিস্তৃত পরম-দ্রুমের ফলভোগী হইয়াও অদ্যাপি কেহ তাহার জীবস্বরূপ মূল দেখিতে পাইল না।

---

(৫) ভূত—ন্যায্য। (৬) ভূত—জীব, সত্য। (৭) ভূত—সম, সদৃশ, ভুক্ত, গত, ন্যায্য, প্রাণী, জীব, জন্তু, পিশাচাদি, পঞ্চভূত, বৃত্ত। (৮) ভূত জীব, প্রাণী। (৯) ভূত—সত্য স্বরূপ অর্থাৎ ঈশ্বর। (১০) মায়া—বুদ্ধি, শক্তি, ইন্দ্রজাল, শাম্বরী, দয়াদি, কৃপা, দম্ভ, শঠতা, দুর্গা।

সংসার স্বরূপ-বৃক্ষে, বিষম ব্যাপার।
সাররূপে স্থিত আছে, অথচ অসার॥
কত শাখা, কত পত্র, কত তায় দল।
মনোহর, শোভাকর, কত ফুল, ফল॥
এক ফলে, একরূপ, আস্বাদন নয়।
কটু, তিক্ত, নানা রসে, পরিপূর্ণ হয়॥
কার ভাগ্যে রসময়, মধুর রসাল।
কা'র ভাগ্যে বিষময়, বিষম বিশাল॥
এক বৃক্ষে বহুগুণ, এক মাত্র মূল।
স্থূলবোধে, ভ্রমে জীব, মূলে হয় ভুল॥
ছায়া মাঝে করে ভ্রম, মায়ামুগ্ধ যত।
মূলে নাই মূল দৃষ্টি, ফলভোগে রত॥
সবার কপালে নয়, সমরূপ ফল।
কর্ম্মফলে ফলে ফল, কুফল বিফল॥
ফলত জ্ঞানের যোগে, ভোগ নাই ফলে।
কমলের স্থিতি যথা, কমলের দলে॥
জয় জয় জগদীশ, প্রণাম তোমায়।
অনন্ত তোমার অন্ত. কেহ নাহি পায়॥
বিশ্বকর বলি, বিভু বেদের প্রমাণে।
কিরূপ, কিরূপ তব, কেহ নাহি জানে॥
নিত্যরূপ চিন্ময়, স্বরূপ সকল।
বিরূপ ভাবিলে হয়, বিরূপ কেবল॥
কি কাজ, বিরূপ, তব, রূপ নিরূপণে।
সৃষ্টি প্রতি দৃষ্টি করি, তুষ্টি হয় মনে॥
নয়নে যা দেখি কিছু, তোমা ছাড়া নয়।
তোমার প্রভাবে সব, হয় আর লয়॥
অন্তরেতে আছ সদা, অন্তরেতে র'য়ে।
বিশ্বমাঝে দৃশ্য নও। বিশ্ববীজ হ'য়ে॥
মনের নিকটে হ'য়ে সমূলে প্রকাশ।
ফলভোগ—রোগ তা'র করহ বিনাশ॥

হে মহারাজ মন! তুমি এই সংসার বৃক্ষের বিষফল ভক্ষণ করাতেই এত যন্ত্রণাভোগ করিতেছ, তোমার ঐ ভোগ-রোগের বেদনা বিনাশার্থ আমি এক মহৌষধ প্রদান করিতেছি তাহা সেবন করিলে সমুদয় দুঃখ নিবারণ হইবে। তুমি ফলভোগে বিরত হইয়া তরুতলে উপবেশন কর, দেখ—এই বৃক্ষের ডালে ডালে নানা প্রকার ফল ফলিতেছে, সে সকল এক প্রকার নহে, "কুফল, সুফল, ফল" ইহার পৃথক্ ফলের আস্বাদনও পৃথক পৃথক।—যে ফলে কোন ফল নাই, সে ফলের ফল কেবল বিফল, জীবমাত্রেই তাহারি স্বাদে স্বাদিত হইয়াছে। সেই বিষফলকে অমৃত-ফল বলিয়া ততই সাদরে ভক্ষণ করিতেছে। তাহারি আমোদে কাল হরিতেছে। ফললোভে কত ডাল ধরিতেছে, ফল ফল করিয়াই মরিতেছে। কিন্তু কি ফলে কি ফলে তাহা কেহই জ্ঞাত নহে—কুফলে কুফল ফলে, সুফলেই সুফল ফলে, এবং বিফলেই বিফল ফলে। ফলত—বিফল যে কি ফল, তাহা ব্যক্ত করাই "বিফল"। কেন না "বিফল" বি-ফলের ফল বিফল হয় না, নচেৎ অপর সকল ফলের ফলই বিফল।—ফলিতার্থ কোন্ ফলের কোন্ ফল তাহা ফলভোগি জনগণের জানিবার বিষয় কি? যে জীব ফলভোগবিরাগী, তিনি এ গাছের ফলভোগ করিয়া পরিণামে কিরূপ ফলভোগ করিবেন তাহা তাঁহারও জ্ঞাত সার নহে।—যাঁহারা এই ভবদ্রুমে "ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ" রূপ চতুর্বিধ-ফল কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারাও এই ফলের স্বরূপ গুণ জ্ঞাত আছেন কিনা তাহাতে সন্দেহ করি। বোধ করি কোন্ শাখায় কোন্ ফল ফলিয়াছে তাহাও বলিতে পারেন না।—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারি ফলের মধ্যেই চরম ফল অর্থাৎ মোক্ষই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কোন্ বীজে তরু সঞ্চারিত হইয়া সেই ফলকে প্রসব করে তাহা শ্রবণ কর। এই সংসার-পাখির সর্ব্বোপরি-উচ্চ অতি সূক্ষ্ম এক শাখার উপর একটি বোঁটায় অতিশয় কল্যাণকর বিমলানন্দময় সুনির্ম্মল সুপক্ব দুই ফল আছে, প্রকৃতি তাহার আকৃতির বিকৃতি করিতে পারে না, সেই ডালের উপরে উঠিতে পারে এমত সাধ্য কাহারও

নাই। তাহা চক্ষের দ্বারা লক্ষ্য হয় না। সেখানে আকষী চলে না, তত উচ্চে ঢেলা উঠে না—সে ফল আগুনে পোড়ে না, ঝড়ে পড়ে না, জলে পচে না, কিছুতেই নষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি ভাগ্যফলে বিশেষ যত্নে সেই ফল পাড়িয়া ভোজন করিতে পারে সেই ব্যক্তিই জীব হইয়া শিব হয়।—এই দারুণ দুঃখ আর তাহার নিকটস্থ হইতে পারে না। সাক্ষাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া পূর্ণানন্দ সম্ভোগ করে। আপনার স্বরূপ পাইয়া সত্যরূপ স্বধামে নিত্য-রূপে বিহার করে। যে মানব তা'র তার পাইয়াছে বাহ্য ব্যাপারের সহিত তার আর কোন সম্বন্ধই থাকে না। সে তারে তারে তারে। সে তার, গোচর ভিন্ন অন্য কাহারও "জ্ঞেয়" কদাচই হয় না। সে স্বয়ং তার জ্ঞাতা, সে তার জ্ঞেয়, এবং সেই তার তার জ্ঞান। ইহার একটি ফলের নাম "ভক্তি" এবং আর একটির নাম "প্রেম"। এই ফল যে ডালে ফলিয়াছে সেই ডালের নাম "বিশ্বাস"। ফলের বোঁটাটির নাম "ভাব"। তুমি পক্ষীরূপে পক্ষ ধরিয়া শূন্যে শূন্যে উড্ডীয়মান হইলে কখনই ঐ ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। স্থির হইয়া গাছের গোড়া ধরিয়া নাড়া দেও এবং আস্তে আস্তে মনের আকষী-দ্বারা আকর্ষণ কর।—ঐ দুই ফলের যেটা হয় একটা পাইলেই চরিতার্থ হইবে। ইহার বিচিত্র-গুণ কি বর্ণনা করিব? আস্বাদন গ্রহণ-মাত্রেই তৎক্ষণাৎ অমনি "বিষবৃক্ষের বিচিত্র বীজ" মুক্তনেত্রে দেখিতে পাইবে।

সনাতন ব্রহ্মরূপ বীজ এক সার।
যাহাতে সংসার তরু হয়েছে প্রচার॥
এ গাছের কত ফল না হয় গণন।
কত মত তা'র তার, নাহি নিরূপণ॥
"ফল" নাম ধরে বটে, ফল নাই তায়।
খাইলে সে সব ফল, বিফল ঘটায়॥
সার মাত্র দুই ফল উপরেতে আছে।
যা'র হেতু সমাদর, এত এই গাছে॥
অনেকেই অন্ধ সম, তরুতলে ধায়।
কোন্, ডালে কোথা আছে,
দেখিতে না পায়॥
যার প্রতি অনুকূল, করুণানিধান।
হয় তা'র সদুপায়, সে পায় সন্ধান॥
আদরে মনের গৃহে, অনুরাগ রাখি।
দেখ দেখ, দেখ জীব, স্থির করি আঁখি॥
বিশেষ বিশ্বাস রূপ, বিনোদ শাখায়।
ফলিতেছে দুটি ফল ভাবের বোঁটায়॥
উভয়ের একরূপ, একরূপ দুটী।
অবয়বে ভেদ নাই, ইটি, কিবা উটী॥

"ভক্তি" নাম একের, একের নাম "প্রেম"।
তার কাছ কোথা আছে মণি মুক্তা হেম॥
রত্নাকরে কত রত্ন, নাহি নিরূপণ।
স্বর্গের সম্পদ আর কুবেরের ধন॥
এ সকল তুলে তুলে, যদি কর তুল।
তথাপি হবে না কভু, এ ফলের মূল॥
যদ্যপি একত্র কর, এ তিন ভুবন।
তথাচ কদাচ তা'র, হইবে না পণ॥
মূল্য নাই, তুল্য নাই, স্বভাবে অতুল।
আপনি আপন মূলে, দান করে মূল (১)॥
আকাশের সুধাকর, ধরেছে কি সুধা।
কি ছার মিছার তা'র, নাহি ভাঙ্গে ক্ষুধা (২)॥
সুধা তারে, সুধা আর, কত তার ধরে।
চকোর অমৃত পানে, প্রাণে কেন মরে॥
কুমুদ, কমল আদি, পারিজাত-ফুল।
ফুলকুলে জগতে, যাদের নাই তুল॥
তাদের কেশরে মধু, কতই মধুর।
মধু নয়, মধু নয়, কেবল মধুর (৩)॥
ফুলের সে মধু যদি, মিষ্ট গুণ ধরে।

---

(১) মূল—আপনি আপন মূলে দান করে মূল, অর্থাৎ মূল্যহীন অমূল্য নিধি ভবমূল ভগবান ভক্তি ধনের ঋণে ভক্তের নিকট বদ্ধ হয়েন। (২) ক্ষুধা এস্থলে, ভবক্ষুধা, নাশা কর্ম্ম। (৩) মধুর বিষ।

গুণ গুণ করে অলি, কেন তবে মরে ॥
মধুলতা, মধুময়, নাম ধরে আখ।
তার তার কোথা আছে, কোথা তার আঁক ?
দণ্ড-বয়ে, দণ্ড পেয়ে, বাস করে ধরা।
সকল শরীরে তার পাপ আছে ভরা ॥
রসাল অমৃত ফল, কি তার সম্বল।
পাকায় পচিয়া মরে, কাঁচার অম্বল ॥
সে ফলে থাকিলে গুণ, করিত আদর।
উপুড়ে ফেলিবে কেন, বনের বানর ॥
সুধা বল, মধু বল, আর যত রস।
সকলি তো, এঁটো করা, কিসে করি যশ ॥
এঁটো নয়, এটো নয়, প্রেম ভক্তি ফল।
সুখকর, শুভকর, বিশেষ বিমল ॥
কিরূপ অমৃত আছে, জননীর স্তনে।
এখন হয়েছি "বুড়" নাহি পড়ে মনে ॥
পুন যদি শিশু হ'য়ে, করিলে আগার।
বুড় হ'লে মনে থাকে, তার সেই তার ॥
তবে তো বলিতে পারি, তার গুণ কত।
বৃথায় ভাবিয়া কেন, আয়ু করি গত ॥
ফলত অমূল্য বটে, প্রসূতীর ক্ষীর।
ভূতের প্রসাদে বাড়ে, সুতের শরীর ॥
আর আর সব ফল, আছে এই গাছে।
সে ফল, সুফল নয়, এ ফলের কাছে ॥
জগতে কজন জানে, ফল কারে বলে।
এ ফলের ফল এই, মুক্তি ফল ফলে ॥
কি ফলে, কি ফলে ফল, কে বুঝিতে পারে ?
মোহিত সকল জীব, কুফলের তা'রে ॥
একলে, এফল পাবে, ও ফলে ও ফল।
দিবা নিশি, করিতেছে, শুধু ফল ফল ॥
"বিফল" কি ফল তাহা, মনে নাহি ভাবে।
এই মাত্র মনে ভাবে, কি সে ফল পাবে ॥
"বিফল" বিফল নয়, বিফল "বিফল" (৪)।
যে জেনেছে সেই জানে, বিফল কি ফল ॥
যে চায় ফলের ভোগ, নাই তার ভোগ।
সফল না হয় আশা, ভোগ করে 'রোগ' ॥
ফলভোগে নাহি হয়, যোগের আলাপ।
ভোগের বাসনা শুধু, রোগের, প্রলাপ ॥
অভিমানে বল যেই, আমি ফলভোগী।
আমি বলি ভোগী নয়, সে, যে, ঘোর রোগী ॥
যে করে ফলের যোগ, হবে ফলভোগী।
যোগী নয়, যোগী নয়, নহে সেই যোগী ॥
ওহে জীব, পাবে শিব, কররে যতন।
বৃথায় করিছ কেন, শরীর পতন ॥
প্রেম, ভক্তি, দুই ফল, মনের মতন।
ত্রিভুবনে নহি হেন, অমূল্য রতন ॥
সহজে যে ফল কেহ না পারে ধরিতে।
প্রকৃতি পারে না তার, বিকৃতি করিতে ॥
অনলে না পোড়ে ফল, ঝড়ে নাহি পড়ে।
জলে নাহি পচে কভু, বাতাসে না পড়ে ॥
কোন্ কালে কাঁচা নয়, স্বভাবেই পাকা।
সে ফল না পায় কেহ, হ'লে "ফলচাকা" (৫) ॥
জনম সফল হবে, কথা রাখ লেখে।
আর তুমি বেড়াও না ফল চেকে চেকে ॥
সকলের উঁচু ডালে, ফলিয়াছে গাছে।
চোখে নাহি দেখা যায়, কোথায় সে আছে ॥
এ প্রকার, সাধ্য কার, উঠে সেই ডালে।
কদাচ না পাড়া যায়, আকষির জালে ॥
হেলায় হরিছ কাল, মূল ভেবে জড়ে।
হেলায় পাইবে কিসে, চেলায় না পড়ে ॥
পরম পদার্থ ধন, যেওনা রে ভুলে।
এসো এসো এসো মন, ব'সো তরুমূলে ॥
উপরেতে ফল বটে, নহে গাছ ছাড়া।
অতএব দেও তুমি, গোড়া ধরে নাড়া ॥
গোড়ায় পড়িলে টান, বীজ দেখা যাবে।
আপনি পড়িবে ফল, কুড়াইয়া খাবে ॥
গোড়া নেড়ে তদি ফল, না হয় পতন।
মনের আকষী দিয়া, কর আকর্ষণ ॥
মনোময় মূল যেই, বৃক্ষের আকর।

---

(৪) বিফল—বিশেষ ফল। যাহাতে ফলভোগে বিরাগ জন্মে।—নিষ্কাম।
(৫) ফলচাকা—কর্ম্মের দ্বারা পরজন্মে রাজ্যাদি, স্বর্গাদিভোগে বাসনা

অবশ্য দিবেন তিনি, ফল মনোহর ॥
তার ভাগ্যে এই ফল, যে হয় সুকৃতি।
সুকৃতি সাধনে পায়, সুখের সুকৃতি ॥
পরম পুলকে সেই, লয় তার তার।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা আদি, দূর হয় তার ॥
সে তার, সে তার পেয়ে, মুগ্ধ একেবারে।
সে তার কেমন তাহা, কহিতে না পারে ॥
তা'র তার জ্ঞেয় শুধু, জ্ঞাতা হয় তারে।
তার মাত্র তার জ্ঞান, তারে তারে তারে ॥
ছিল জীব, হয় শিব, সদাশিব ময়।
কিছুর অভাব তা'র, আর নাহি রয় ॥
সে ফল সুফল, তার, গাছে কাজ নাই।
এমনি কলাব ফল, ফল যদি পাই ॥
বৃথায় ভাবিতেছ কেন, ব'সে তরুতলে।
জান না কি না তুমি, ফলে ফল ফলে ॥
যে বীজের ফল এই, করেতে তোমার।
এ ফলে হইবে সেই, বীজের সঞ্চার ॥
সুচার-মানস-ক্ষেত্র, পবিত্র করিয়া।
অনুরাগে সিক্ত কর, শ্রদ্ধা জল দিয়া ॥
প্রেম-ভক্তি ফল, তথা কররে, বপন।
অঙ্কুরিত হ'বে তরু, নিত্য নিরঞ্জন ॥
সেই তরু, কল্পতরু, হইয়া সবল।
করিবে তোমারে দান, কৃপারূপ ফল ॥
ঈশ্বরের দয়া ফল, পাইবে যখন।
আর কি হে, তুমি, তুমি, থাকিবে তখন ॥
ফলেতে টানিবে ফল, ফলসিদ্ধ হ'বে।
"তুমি তুমি, আমি" আর, নাহি রবে ॥
যে তুমি, যে তুমি ছিলে, সেই তুমি হবে।
তুমি আমি, আমি তুমি,
কেবা আর কবে ॥

হে ভূপ।—প্রতিক্ষণেই তো সৃষ্টি প্রকরণ তোমার দৃষ্টির গোচর হইতেছে। যখন এরূপ নিশ্চিত হইল যে এক নিত্য সত্য চিররত্ন জগদীশ্বর ভিন্ন আর সমস্তই নশ্বর, অর্থাৎ অনিত্য ও অসত্য। তখন তুমি বৃথা কেন শোকাকুল হইতেছ? বৃথা কেন, মহামোহে মুগ্ধ হইয়া কষ্ট পাইতেছ! সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অচিরস্থায়ি এই দেহ পঞ্চভূতের একত্ব যোগে গঠিত হইয়াছে। আবার বিনাশ হইয়া পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতেই পঞ্চত্ব পাইবে। দেখ, যিনি পিতামহ পদ্মযোনি, সেই ব্রহ্মা পশকল্প মাত্র জীবিত থাকিয়া পঞ্চতত্ত্ব পাইলেন,—দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত অমরগণ, অসুরগণ, মন্বাদি মুনি সকল, ও পৃথিবী এবং সমুদ্র প্রভৃতি অন্যান্য কোটি কোটি জড়-পদার্থ নষ্ট হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। অতএব এই সংসারকে আসার জ্ঞান কর, বিকার পরিহার পূর্ব্বক নির্ব্বাকর নিরঞ্জনে চিন্তার্পণ কর, তাহা হইতেই তুমি এখনি সমুদয় দায় হইতে মুক্ত হইবে। যাহা নিত্যপদার্থ তাহার কখনই হ্রাস নাই, ধ্বংস নাই, যাহা অনিত্য, তাহাই ধ্বংস হইতেছে। যাঁহারা নিত্যানিত্য পদার্থদর্শিন, তাঁহাদিগের শরীরকে শোক কখনই স্পর্শ করিতে পারে না।

মন। হে ভগতি-সরস্বতি! আমি তোমার চরণে প্রণাম করি, আমার চিত্ত নিরন্তর কেবল শোকেতেই আচ্ছন্ন, তাহাতে কি-প্রকারে বিবেক প্রবেশ করিতে পারে? শোক এবং বিবেকের একত্র অবস্থান কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

দারুণ শোকের বাণে, দহিছে হৃদয় রে।
জেনেছি আমারে বিধি, নিতান্ত নিদয় রে ॥
বহে ধারা দু নয়নে, মোহে মুগ্ধ প্রতিক্ষণে,

কেমনে হইবে সবে, প্রবোধ উদয় রে।
যেখানে মমতা-স্নেহ, ব্যাপিয়া রয়েছে দেহ,
বিবেকাদি বৃত্তি কভু, সেখানে কি রয় রে॥

সরস্বতী। স্নেহই সকল অনর্থের মূল হইয়াছে, এই পাপ অনিষ্টকর স্নেহই তোমাকে পুত্র পৌত্রাদি বিয়োগজনিত বিরহ বেদনার এতদ্রূপ কাতর কারয়াছে। সেই পুত্র পৌত্রাদি পরিবার-পুঞ্জ কি প্রকার প্রচুর পীড়াকর পরমার্থ পুরুষার্থের প্রতিবন্ধক, অপদার্থ তাহা তুমি এ পর্য্যন্ত জানিতে পার নাই। এই প্রযুক্তই মোহমুক্ত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইতেছ॥ —পুরুষেরা প্রথমেই ভ্রান্ত হইয়া প্রকার প্রযত্ন পূর্ব্বক প্রিয়ানাম্নী প্রণয়িনী-স্বরূপ বিষম-বিশাল বিষময় বৃক্ষের বীজ আত্মারূপ ভূমিতে বপন করে, সেই সর্ব্ব দুঃখের আধর স্বরূপ স্ত্রীরূপ বিষবীজ হইতেই হঠাৎ গর্ভরূপ অনলাঙ্কুর উত্থিত হইয়া বজ্রাগ্নি সদৃশ প্রজ্জ্বলিত অনল-পূরিত স্নেহময়-পুত্র-কন্যারূপ তরুলতা সকল উৎপন্ন হয়।—সেই সমস্ত পুত্র কন্যারূপ তরুলতা হইতেই তৃষাগ্নি তুল্য সহস্র সহস্র শোকানলফল সঞ্চারিত হয়, তাহাতেই দেহকে অল্পে অল্পে দগ্ধ করিতে থাকে, অতএব এই অসার সংসার সর্ব্বতোভাবেই ত্যাজ্য।

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল তেওট

কর কর কর মন স্নেহ পরিহার।
বিষম-বিশাল-বিষ, অসার-সংসার॥
পঞ্চের প্রপঞ্চ দেহ, মুঞ্চ মন তঞ্চ-স্নেহ,
পঞ্চাতীত আত্মা বিনা, কেহ নাহি আর।
ভ্রমময় মায়া-সূত্র, ইন্দ্রির গলিত মূত্র,
মিছে কন্যা মিছে পুত্র, মিছে পরিবার॥
অন্ধ যত নরলোক, নাহি ভাবে পরলোক,
ভ্রান্ত হ'য়ে ধরে শোক, করে হাহাকার।
আপনি আপন জানো, আত্মধনে মনে মানো,
আর সব পর শুধু, আত্মা আপনার॥

মন। হে জননি! যদ্যপিও এই শোকাগার সংসার সর্ব্বতোভাবেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য—কিন্তু আমি অসহ্য-যাতনা সহ্য করিয়া আর ক্ষণকাল প্রাণধারণ করিতে পারি না, যাহা হউক অন্তকালে তোমার মরণ হরণ চরণ দর্শন পাইলাম, ইহা আমার পক্ষে মহামঙ্গলের বিষয় হইয়াছে, হে দেবি! তুমি প্রসন্না হইয়া অনুমতি কর তোমার সাক্ষাতেই আমি এমনি জীবন যাত্রা যাপন করি।

সরস্বতী। হে সুজনরাজ! আত্মহত্যা, এ কর্ম্ম অতি কুকর্ম্ম, ঘোর অধর্ম্ম, কখনই কর্ত্তব্য নহে।—অতএব তুমি ধৈর্য্য হও, পুত্র পৌত্রাদি, ইহারা কে? ইহাদিগের দ্বারা কস্মিন্‌কালে কাহারও কিছুমাত্র উপকার হয় না, কেবল অপর্য্যাপ্ত অপকারই ঘটিয়া থাকে। ইহারা পুরুষের ঐহিক সুখের নিমিত্তই হউক, তাহাও নহে, এই স্ত্রী-পুত্রাদির ব্যবহার-দোষে, পীড়ায় বিরহে ও লালন পালনে কত কষ্ট, কত চিন্তা, কত লাঞ্ছনা, এবং কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, না করিতে হয় এমন কর্ম্মই নাই।—বহুবিধ বিপরীত ব্যাপারে প্রাণান্ত করিয়াও নিস্তার নাই, ক্রমেই মহামোহের আধিক্য হইয়া থাকে। বিপদ-বিশিষ্ট বিষয়-বাসনার বাহুল্য বশত বিষয়ির চিত্ত কখনই সত্য সুখের আস্বাদন প্রাপ্ত হয় না, শুদ্ধ ইহজন্ম বলিয়াই নহে, এইরূপে শত শত জন্ম গত হইয়াছে, আবার কত শত জঠর জ্বালা ভোগ করিয়া মোহ পাশে বদ্ধ হইবে, তাহারই বা নিশ্চয় কি?

মন। গীত।

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

হায় হায় হায় হ'বে হেন দায়,
আগে কি আমি তা, জানি স্বপনে।
ঘোর মোহ-বৃত্তি, কে করে নিবৃত্তি,
প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি, কাটি কেমনে॥
না মানে প্রবোধ অবোধ হৃদয়,
দহিছে দারুণ দুখ দহনে।
যেন দাবানল, হইল প্রবল,
অবল-অচল-দেহ-গহনে॥

ভূতময় ছিল, প্রাণাধিক যত,
মনোময় তা'রা, হ'লো এক্ষণে।
ভুলি ভুলি করি, ভুলিতে পারিনে
থেকে থেকে সদা, জাগিছে মনে॥
সুখের সম্বল, ঘুচিল সকল,
কিফল বিফল, প্রাণ ধারণে,
কোথা মা ভবানি, রাখ ভববানি,
ভবভয়ভাঙ্গা, রাঙ্গা-চরণে॥

সরস্বতী। গীত

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

এই ধন, জন, মম পরিজন,
এ ভাব এখন হর রে।
স্থির কর মন, ওহে মম মন,
মমতা মোচন কর রে॥
যতই করিবে আমার আমার,
ততই প্রমাদ ঘটিবে তোমার,
বল বল মন, কে তব আপন,
কা'রে ভাব তুমি পর রে।
কপোত পুষেছ করিয়ে যতন,
বিড়ালে সে পাখি করিলে ভোজন,
পোষাপাখি ব'লে গোঁসা—ক'রে তারে,
বধিবারে গিয়ে ধর রে॥
চটক, মুষিক কত শত শত,
বিড়ালে ধরিয়া সদা করে হত,
সে সময়ে কোথা মমতা তোমার,
আহা, উহু, নাহি কর রে।
কত শত কীট দেহ হ'তে হয়,
সে কীট সমান তনুজ-তনয়,
কীটের মরণে মমতা থাকে না,
তনয় মরিলে মর রে॥

যে দেহে হ'তেছে সুত. সুতা যত.
সে দেহে হতেছে, কীট শত শত,
তাহে নিজে পর, ভেদাভেদ কর,
বড় যে বিষমতর রে
স্নেহ, মদ আদি যত অলঙ্কার,
অহঙ্কার-ভূষা কর পরিহার,
বৈরাগ্য-ভূষণ করিয়ে ধারণ,
বিবেক বসন পর রে।
প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি: করিয়া,
নিবৃত্তিরে রাখ হৃদয়ে ধরিয়া,
অসার সংসারে সংসারী হইয়া,
আনন্দ কাননে চর রে॥
ভ্রমের ভুলকে, ছাড়িয়া কুলোকে,
সতত সহায় করিয়ে সুলোকে,
জ্ঞানের আলোকে পরম পুলকে
ত্রিতাপ-তিমিরে তর রে।
রিপুগণ করি এখন শাসন,
পবিত্র করহ হৃদয়-আসন,
করিয়ে যতন পরম-রতন,
পরম পুরুষে স্মর রে॥

মন। হে দেবি!—এইক্ষণে আপনার বচনে আমার মনে বিশিষ্টরূপেই এমত'বোধ হইতেছে যে এই পুত্রাদি দেহ জন্ম জন্যই, অন্য কীটের তুল্য, তথাচ মমত্ব-বন্ধন ছেদন করা অতিশয় দুষ্কর হইয়াছে; ও মা!, নিবেদন করি, যে সকল জীব কুসংস্কার বশতঃ বারম্বার

বিষয়-বাসনার বিষম-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত-জনিত কষ্ট অষ্ট-প্রহর নিরন্তর ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের মমত্ব-শৃঙ্খল সংছেদনের সদুপদেশ আপনি কিরূপ নির্দ্দেশ করেন ?

বেদান্ত দর্শন। হে বৎস! তোমার এই পরম প্রস্তাবে অদ্য আমার মানস তামরস সরস হইল। মমত্ব পাশের নাশের এই মাত্র প্রধান উপায় যে ভঙ্গু ভাব-পদার্থ-পুঞ্জের অভিন্নত্ব ভাবন, তাহার সুফলসিদ্ধ অতি সহজেই হইবে। দেখ তুমি মমতার বশ হইয়া এই মায়া-মণ্ডিত মহাসংসারে কোটি কোটি বার জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে সেই কোটি কোটি বারে তোমার কোটি কোটি পিতামহ কোটি কোটি পিতা, কোটি কোটি মাতা, কোটি কোটি ভ্রাতা, এবং কোটি কোটি স্ত্রী এবং কোটি কোটি পুত্র কন্যা মৃত হইয়াছে। যেমন চঞ্চল চপল-প্রভা চকিত-মাত্রেই চক্ষুকে চঞ্চল করত অস্থিরভাবে পদার্থ প্রকাশ করে, তুমি এই সুযোগযুক্ত সুসময়ে তাহার ন্যায় আপনার পুত্র পৌত্রদিগকে ক্ষণিক জানিয়া অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিয়া সুস্থ হও, তাহা হইলেই কর্ম্মনাশের সদুপায় হইল।

মন। হে জননি!—তোমার প্রসাদে সম্প্রতি আমার পীড়ার প্রতীকার হইল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে, তোমার বিমল বিধু বদন বিগলিত বিশুদ্ধ বচন সুধা পান পূর্ব্বক আমার চিত্ত চকোর তৃপ্ত হইয়াও আবার পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতেছে। অতএব অনুকম্প পুরঃসর ইহার উপযুক্তরূপ ঔষধ বিধান করুন।

সরস্বতী। হে পুত্র! তত্ত্বজ্ঞানি ঋষিরাজ সকল এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, শোকের চিন্তা না করাই শোকরূপ নূতন নূতন রোগ নাশের মহৌষধ হইয়াছে। অতএব তুমি চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত চিত্তে চিন্তামণির চিন্তা কর, তাহা হইলেই তুমি আর অভিনব শোক-দণ্ডের প্রচণ্ড প্রহার প্রাপ্ত হইবে না।

মন। হে ভগবতি!—আপনার আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবেই শিরোধার্য্য বটে, কিন্তু চিত্ত অতি অবাধ্য, কিছুতেই বাধ্য হয় না, এই মাত্র জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া স্থির হইল, আবার পরক্ষণেই অদ্ভুত শোকে অভিভূত হইতেছে। যেমন মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমণ্ডল এক একবার সমীরণ সহকারে জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করত ক্ষণকাল প্রকাশ পাইয়া পুনর্ব্বার অবিলম্বেই সেই মেঘান্ধকারে প্রচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ আমার শোকাচ্ছন্ন মন একবার শোক হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় আবার সেই শোকেই আচ্ছন্ন হইতেছে।

সরস্বতী। এ সকল কেবল মনের বিকার মাত্র, অতএব তুমি বিকার পরিহার পূর্ব্বক মনকে শুদ্ধ শান্তিরসে আর্দ্র কর।

মন। জননি নারায়ণি! প্রসন্না হও, সেই শান্তিরস কোথায় আছে ?— আমি কি উপায়ে তাহার আস্বাদনে তৃপ্ত হইবে ?

সরস্বতী। হে! মহারাজ যদিও এই বস্তু অতি গোপনীয়, কিন্তু তোমার নিকট কোন মতেই গোপন করা উচিত হয় না। তুমি যদিস্যাৎ নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের উপাসনাতে অসক্ত হও। তবে প্রথমত সাকার সাধনা কর, নবঘন শ্যামসুন্দর বংশিধর মদনমোহন হরিকে অথবা দনুজ দলনী মোক্ষদায়িনী দক্ষনন্দিনী দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে স্মরণ করণানন্তর পরমব্রহ্মেতে চিত্তার্পণ কর; তদ্দ্বারা পরমা-নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে, যেমন মহা-ভীষ্ম গ্রীষ্মকালে প্রখরতর—প্রভাকর-খরতাপে তাপিত-তনু মনু সকল সলিল-পরিপূরিত সুবিমল, সুশীতল হ্রদে শরীর সমর্পণ

করিয়া সুখি হয় ;—তুমি সেই প্রকার ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা শান্তি সলিলে নিমগ্ন হইলে আর কখনই ভ্রান্তির অনলে উত্তপ্ত হইবে না।

মন (সরস্বতীর উপদেশে মোহনাশ এবং শান্তিরসের সঞ্চার।

(জগদীশ্বরের স্তব) হে বিশ্ববন্ত বিশ্বনাথ-পুরুষোত্তম! এই পুরুষাধম প্রণত প্রপন্নের প্রণিপাতি-রূপ উপহার গ্রহণ কর। আমার মনের মালিন্য দূর কর।—ভ্রান্তি হরি।—শান্তিসলিলে আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ কর, আমাকে সর্ব্বপ্রকার বিষময় বিষয় বেদনা হইতে মুক্ত কর। আমি আর তামসিক ও রাজসিক সুখের অভিলাষ করি না, আমাকে সত্য পথের পথিক করিয়া সত্ত্বগুণে ভূষিত কর। আর যেন অবাধ্য মত্ত হস্তির ন্যায় এবং তত্ত্বশূন্য হইয়া পরমার্থ পঙ্কজবন দলন করিতে না হয়। হে হরি! কি করি! মানস করি— মানস করিতে বশীভূত করি— কিন্তু কি করি? এই করী নিত্য সুখকরী ভক্তি-নলিনীর অরি হইয়া বারম্বার বিবিধ প্রকার বিড়ম্বনাই করিতেছে। এ বারণ কোন মতেই বারণ মানে না। আমি জ্ঞানাঙ্কুসহীন অতিক্ষীণ, ধৈর্য্যরূপ কীলকে (১) প্রেম আলান (২) যুক্ত করিয়া ইহাকে বদ্ধ করণে নিতান্তই অশক্ত হইয়াছি। হে করুণাকর হরি! তুমি কৃপা করিয়া এরূপ কর, আমি যেন তোমার অনুগ্রহ রূপ হরি (৩) প্রতাপে এই অবিরাজ করিকে শাসন করি।— হে অনাথ নাথ মুক্তেশ্বর আর বিলম্ব বিধি হয় না, হরি (৪) পুত্র হরি (৫) আয়ুর রজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে, এ সময়ে কেবল হরি হরি, হরিবোল হরি, ভিন্ন অন্য উপায় আর কিছুই নাই।

হে পরম পিতঃ পরমাত্মন্! বেদ শ্রুতি, সংহিতা, বেদান্তাদি ছয়-দর্শন আগম, নিগম, পুরাণ এবং ইতিহাসাদি শাস্ত্র তোমার বিষয়ে বাহুলরূপে অথবা সংক্ষেপে যে সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে পরস্পর মতের বিশেষ বিভিন্নতা এবং গুরুতর গোলযোগ দেখিতেছি—কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য দেখিতে পাই না, এক জনের এক রূপ মত নহে, নানা মুনির নানা মত, এবং কোন মহাত্মা কিরূপ কহেন, অল্প বুদ্ধি প্রযুক্ত আমি তাহার যথার্থ মর্ম্মার্থ কিছুই বুঝিতে পারি না। অতএব আমি কাহারও কথা শুনিয়া কোন্ মতে কোন পথে গমন করিব? যিনি যে পথের উপদেশ করেন সেই পথটিই আমার পক্ষে সরল অর্থাৎ সোজা বোধ হয় না, বিষম বাঁকা। —হে নাথ! তোমার অপার অনুকম্প ব্যতীত কিছুই হয় না, :আমি এতকাল মিথ্যা-পণ্ডশ্রম করিয়া পুস্তক ধরিয়া অনর্থক কাল-হরণ করিলাম। কি পরিতাপ! এতদিন তোমার বিরচিত এই বিনোদ বিচিত্র-ব্রহ্মাণ্ডরূপ বেদশাস্ত্রের প্রতি স্থির চিত্তে নেত্রনিক্ষেপ করি নাই, তুমি যে প্রত্যেক পদার্থে প্রত্যক্ষ হইয়া প্রচুর প্রতিভা প্রকাশ করিতেছ, আহা! তাহা কেহই দৃষ্ট করে না। যে ব্যক্তি অন্তঃকরণের সহিত বিশেষ দৃষ্টিতে তোমার বিশ্ববেদের রচনা দর্শন করিবেন, তিনিই পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া প্রেমাশ্রুপাত করিতে থাকিবেন। এই ব্রহ্মাণ্ড কি পদার্থ? ইহাতে যে-যে আশ্চর্য্য দৃশ্য হয়, তাহাই বা কি? হে বিশ্বেশ্বর! তুমি যদি প্রত্যেক পদার্থে বিরাজমান না থাকিতে তবে এই পদার্থই অপদার্থ হইত। তোমার প্রভা ও সত্তা ব্যতীত এই জগৎ এবং জগতীয় যাবতীয় বস্তু কখনই শোভনীয় এবং রমণীয় হইত না। নদী নদের লহরীলীলা ও মহাসমুদ্রের তরঙ্গরঙ্গ, তাহাতেই তোমার অঙ্গ

---

(১) কীলক—স্তম্ভ। খোঁটা। (২) আলান—হস্তী বন্ধনের রজ্জু। (৩) হরি—সিংহ। (৪) হরি—সূর্য্য। (৫) হরি—যম।

অবলোকিত হয়, তাহার সুচারু সৌন্দর্য্য ও আশ্চর্য্য যাহা তাহাই তোমার শোভা। তুমিই বায়ুর আয়ু হইয়া স্নিগ্ধ গুণ প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে সঞ্চালন করিতেছ। তুমিই "দাহিকারূপে" অগ্নিতে জ্যোতিঃ-শরীর ধারণ করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিতেছ। তুমিই কররূপে সূর্য্য এবং চন্দ্রে বিহার করত আকাশ-মণ্ডলকে সমূহ শোভায় শোভিত করিতেছ।—কেবল তোমারি বলে অবনী-জননী সর্ব্বংসহা হইয়া সমুদয় সহ্য ও ধারণ করিতেছেন। হে ভূতনাথ! ভূত সকলের এমত কি সাধ্য আছে, যে তোমার সংপূর্ণ প্রতিভা ভিন্ন তাহারা এমত অদ্ভুত শোভা এবং অনন্ত ক্ষমতা ধারণ করে। হে সর্ব্বময় সর্ব্বগত! জলে, স্থলে, অনিলে, অনলে, আকাশ-ক্ষেত্রে তোমাকে সর্ব্বত্র বিরাজমান দেখিয়াও জীব সকল ভ্রান্ত হইতেছে, যথার্থরূপ উপাসনায় বঞ্চিত হইয়া অনর্থক কাল হরিতেছে। আহা! কেহই কি দেখে না, যে, তুমিই ছয় ঋতুকে রাশিচক্রে চালনা করত সংসারের সমুদয় কার্য্য স্বয়ং ধার্য্য করিতেছ, হে অরূপ! কেহ কেহ তোমাকে "মন্ত্রময়" ও "কর্ম্ম-স্বরূপ" কহিতেছেন। কেহ কেহ তোমাকে নির্গুণ" "নির্ব্বিশেষে" কহিতেছেন। কেহ কেহ বা তোমাকে "সগুণ-সর্ব্বব্যাপক" কহিতেছেন। কেহ "পুরুষ" কেহ বা 'প্রকৃতি" বলিয়া বিবাদ করিতেছেন। কেহবা তোমাকে "স্বভাব" বলিয়া উক্ত করিতেছেন, কেহ বা বিকার গ্রস্ত হইয়া সাকার গড়িতেছেন, কেহ কেহবা তোমাকেই "নিত্য" বলিয়া এই জগৎকে "অনিত্য" বলিতেছেন, এবং কেহ কেহবা তোমাকেও "নিত্য" বলেন এবং এই সংসারকেও নিত্য বলেন। কেহই আর একরূপ বলেন না, যাহার যতদূর পর্য্যন্ত বুদ্ধি এবং জ্ঞানের সীমা ও অনুমান শক্তি তিনি সেই পর্য্যন্তই দেখিতেছেন, কহিতেছেন এবং অনুমান করিতেছেন। হে নাথ! অধুনা যদিও আমার অন্তঃকরণ ক্রমশই নির্ম্মল হইয়া আসিতেছে, তথাচ করুণাময় তোমার করুণা বিনা সকলি মিথ্যা হইবে। অতএব "তুমি কি পদার্থ" তাহা কিরূপে জানিতে পারিব? কিরূপেই বা তোমার ভজনা করিব? এবং কি উপায়েই বা তোমার দর্শন পাইব? এই কাতর কিঙ্করের প্রতি করুণা কটাক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক তুমি স্বয়ং তাহার উপদেশ কর।

দৈববাণী দেবী। হে বৎস মন! তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। তুমি আপনার বেগ রহিত, চাপল্যশূন্য হইয়া শুদ্ধ শুদ্ধভাবে ক্ষণকাল স্থির হও, তাহা হইলে তোমার কৃতার্থ হওয়া কোন্ তুচ্ছ, যিনি পরমাত্মা, তিনি আপনিই কৃতার্থ হইবেন। তুমি রিপুদিগের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং স্বাধীন হও। ভগবান তোমার দেহেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে জ্ঞাননেত্রে দর্শন কর, এখন তোমার আর শাস্ত্রীয় বচনে প্রয়োজন করে না। "আত্মতীর্থ" পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোন্ তীর্থে গমন করিবে? ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হয় ভ্রমণ কর কিন্তু আর ভ্রমকূপে পতিত হইও না। হইজন্মে ভব-ভবনে যতক্ষণ ভ্রমণ করিবে, ততক্ষণ কেবল ভাবভাবিকেই ভাবনা করিবা, কিন্তু সাবধান সাবধান, ভবঘুরের বাক্যে ভুলিয়া ভবঘুরে আর যেন ভবঘুরে না হও।

মন। হে পরমপূজ্য পরমেশ্বর! জীব সকল "মুক্তি" করিয়া বিষম ব্যাকুলতাই প্রকাশ করিতেছেন এবং মুক্তি-লাভের জন্য বেদান্তাদি তাবতেই আমাকে প্রতিনিয়ত উপদেশ দিতেছেন। আমি তাঁহাদিগের উক্তি ও যুক্তি শুনিয়া মুক্তিলাভে কি সুখ তাহা বুঝিতে পারি না। যদি তুমিই "তুমি" হইলে, তবে তোমার "তুমি আমি" এতদ্রূপ সুখের সম্বন্ধটি তো রহিল না ভেদাভেদ কিছুই থাকিল না। সমুদ্রের বিম্ব সমুদ্রেই মিশ্রিত হইবে, তখন

আমিই কোথা ? তুমিই কোথা ? এবং তুমি আমি, এই বোধটিই বা কোথা থাকিবে ? যদি মুক্তিলাভের অভিলাষে জীবগণমুক্ত হইয়া তোমাতেই লও প্রাপ্ত হয়, তবে হউক। কিন্তু আমি যেমন আমাকে "আমি" জানিয়া তোমাকে 'তুমি" বলিয়াই সুখী হই, তেমন সুখ কি আমার আর কিছুতেই হইবে ? হে প্রভো। মুক্তি আমার সকল সুখের সংহারিণী হইতেছে—ফলে তুমি যেমন আমাতে "আমি বুদ্ধি" অর্থাৎ "অহংজ্ঞান" প্রদান করিয়াছ, সেইরূপ তুমি স্বয়ং কি পদার্থ ? অর্থাৎ আপনাকে "আমি" বলিয়া তোমার "অহংজ্ঞান" আছে কি না ? যদিস্তাৎ তাহা না থাকে, তবে আমি কখনই মুক্তিপদের অভিলাষ করি না। কিন্তু যদি সেই জ্ঞানটি থাকে, তবে হানি কি ? কেন না "আমি বিম্ব, তুমি সমুদ্রে" লয় হইয়া তোমার "তুমিত্ব" প্রাপ্ত হইবে। —হে নাথ। যদিও তোমায় আমায় "চৈতন্যরূপ" অভেদ পদার্থ, তথাপি আমিই "তোমার" তুমি আমার কখনই নহ, যেমন সমুদ্রোত্থিত তরঙ্গকে সমুদ্রের তরঙ্গই কহে, তরঙ্গের সমুদ্র কেহই কহে না, সেইরূপ লোক আমাতে "তোমার আমিই" কহিবে, তোমাকে "আমার তুমি" কদাচই কহিবে না।

হে কালেশ্বর ? ইহজন্ম তো এই আমার পরজন্মটি" কি ? যদি ইহজন্মের কর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ করিতে হয়, তবে তো আর একটা পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পর পর ধরিয়া জন্ম-জন্মান্তর গ্রাহ্য করিতে হইল, তবে আমার কোন্ জন্মেই বা আদি এবং কোন্ জন্মই বা শেষ, ইহার নির্দ্দেশ কে করিবে ? হে সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টি-কর্ত্তা ! তুমি যৎকালে ভূতের সৃষ্টি করিয়া এই বিনোদ বিশ্ব বিরচন কর তৎকালে তোমার সৃষ্টি-কার্য্য কে দৃষ্টি করিয়াছে। এ বিষয়ের সাক্ষিই বা কে আছে ? তুমি কিছু সাক্ষী রাখিয়া সৃষ্টি কর নাই, এই অত্যাশ্চর্য্য অতি বৃহৎ মহৎকার্য্যে কেহই তোমার সাহায্য করে নাই, তুমি কাহার পরামর্শ লইয়া কর নাই।—তুমি ইচ্ছাময়, যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছে তাহাই করিয়াছ। আমরা ভ্রান্ত জীব, ইহার কিছুই জানিতে পারি না, অন্ধের হস্তী নিরূপণের ন্যায় পূর্ব্বজন্ম ইহজন্ম ও পরজন্ম বলিয়াঅনর্থক তর্ক বিতর্ক দ্বারা বৃথা সময় সংহার করিতেছি, এই ব্যাপারে যে ব্যক্তি বিবেচনার আলোচনা পূর্ব্বক যে প্রকার উক্তি করুন, কাহারও উক্তি যুক্তিপথে প্রবেশ করে না। হে প্রকৃতি (১) ! প্রকাশক প্রকৃতি (২) ! তুমি কাহারও দৃষ্টিগোচর নহ, তথাচ সকলেই প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ব্যাপার-ব্যূহ বিলোকনে তোমায় লইয়া কতই বাগ্বিতণ্ডা করিতেছেন, ভূত ভবিষ্যৎ কতই নির্ণয় করিতেছেন, কেহই আর বর্ত্তমানের প্রসঙ্গমাত্র করেন না, তাবতেই ভূত দেখিয়া ভূত সাজিয়া অভিভূত হইয়া অদ্ভুত ভূত উপলক্ষে ভবিষ্যতের আন্দোলন করিতেছেন।

হে দীনবন্ধো দয়া সিন্ধো। জীব সকল ইহজন্মের কর্ম্মের ফল পরজন্ম ভোগ করুক, না করুক, মুক্ত হউক না হউক, কিন্তু পরকালে সুখ-দুঃখ ভোগাভোগের আশা ও ভয় মনে জাগরূক থাকাই অত্যন্ত কল্যাণকর ব্যাপার হইয়াছে, কারণ পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার, এক দিকে দুঃখের ভয়, আর দিকে সুখের সাহস, এই উভয় হেতুতে জীব দুষ্কর্ম্মে বিরত হইয়া সৎকর্ম্মেই রত হইতেছে। এই আশঙ্কা না থাকিলে অপরাপর সৎকর্ম্মের সঞ্চার দূরে থাকুক, কেহই তোমাকে "ঈশ্বর" বলিয়া মান্য করিত না ভক্তি করিত না, তুমি আছ বলিয়াও বিশ্বাস করিত না। এই জগতের কার্য্য কিরূপ অনিয়মে নিষ্পাদিত হইত তাহাও বলিতে পারি না।

(১) প্রকৃতি :—স্বভাব। (২) প্রকৃতি —পরমাত্মা, ঈশ্বর।

চরাচর সংসার কেবল মহানিষ্ট ও মহা-পাপের ভাণ্ডার হইত, সকলেই যথাচারী হইয়া যথাচার করিত। সত্য-সাধনে ধর্ম্ম-পালনে কেহই অনুরত হইত না। দয়া ধর্ম্ম, করুণা, লজ্জা ক্ষমা, শান্তি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম ও স্নেহ, এবং অনুরাগ প্রভৃতি কোথায় থাকিত। দ্বেষ, হিংসা, দম্ভ, অভিমান, রাগ, লোভ, কলহ, বিবাদ প্রভৃতির আধিক্যই হইত। হে শিব স্বরূপ ভগবান্! এই স্থলে তোমাকে একবার প্রণাম করি। আহা, তোমার কি আশ্চর্য্য অনন্ত কৌশল! ধন্য ধন্য, তুমি মানবের মনে এরূপ কল্যাণকর প্রবৃত্তি প্রদান না করিলে তোমার এই পৃথ্বীর কীর্ত্তি কোথায় থাকিত? ঈশ্বর বলিয়া কেবা তোমায় ডাকিত? কেবা এই নির্ম্মল নিয়ম রাখিত!—যেমন পরকাল সম্বন্ধীয় স্বর্গ নরকাদির ভোগের আশা ও ভয় অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান্ সত্বেও পুমানেরা পুনঃ পুনঃ পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইতেছে তখন সেই বৃত্তিটি না থাকিলে যে আরো কত অপকর্ম্মের আধিক্য হইত তাহা অনির্ব্বচনীয়।

হে মৃত্যুঞ্জয়! এই পরকাল ঘটিত বৃত্তিটী দেহীর পক্ষে যদ্রূপ এক দিকে মহামঙ্গলময়ী, সেইরূপ আর দিকে আবার সর্ব্বনাশিনী হইতেছে। যাঁহারা তোমাকে জানিতে পারিয়া স্বরূপ উপাসনা করিতেছেন. তাঁহারাই কৃতার্থ হইতেছেন,কিন্তু যাঁহারা অজ্ঞানতা বশতঃ স্বরূপে বিরূপ করিয়া বিরূপের রূপ কীর্ত্তন করত নানারূপ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পশু-হত্যা ও নরহত্যাদি করিয়া অন্যরূপ অর্চ্চনা করিতেছেন, তাঁহারা কিরূপে কৃতার্থ হইবেন? তুমি ভূতাতীত ভূতেশ্বর, তাঁহারা ভৌতিক বলিয়া তোমার জন্মদাতা হইতেছেন। তোমার হাত পা গড়িতেছেন, চক্ষুদান ও প্রাণদান করিতেছেন, তোমাকে অতি লম্পট যথেচ্ছাচারী-বিকারী-বিবাহকারী-পরস্বহারী পরনারীবিহারী যন্ত্র অস্ত্রধারী জীবারি বলিয়া আহ্লাদ করত আপনারাও সেইরূপ কার্য্য করিতেছেন। কণ্ঠধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, অঙ্গুলি-ভঙ্গিমা প্রভৃতি কতই করিতেছেন, মাথা খুঁড়িয়া রক্তপাত পূর্ব্বক উপবাস করিয়া আত্মাকে ক্লেশ দিতেছেন। ইচ্ছাক্রমে আত্মসুখে বঞ্চিত হইয়া আত্মঘাতি হইতেছেন। মিথ্যা কল্পনা ও মিথ্যবাক্য রচনা পূর্ব্বক মিথ্যা বেশবিন্যাস দ্বারা বঞ্চনা করিয়া লোক সকলকে ভ্রান্তিপথে আকর্ষণ করিতেছেন, অভিমানে আপনি গুরু হইয়া পূজা লইতেছেন, আপনাকে আপনি ভবসমুদ্রের কর্ণধার বলিয়া বিখ্যাত হইতেছেন। মদগর্ব্বে গর্ব্ব করত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবার জন্য অহঙ্কারে পর্ব্বতের চূড়ার উপর আরোহণ কবিতেছেন। আপনি অন্ধ হইয়া অন্ধকে পথ দেখাইতেছেন। আপনি অসাধু ও ঘৃণিত হইয়া সাধুকে অসাধু বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন; যাহারা যথার্থরূপে একাগ্রচিত্তে কেবল প্রেম-পুষ্পে তোমাকে পূজা করেন, কোনরূপ বাহ্য ব্যাপার গ্রাহ্য করেন না, তাঁহাদিগকে অপবিত্র পাপাত্মা বলিয়া বাহুবলে ও বচন-বলে আপনারা পবিত্র ও পুণ্যাত্মা হইতেছেন, হে বিশ্বগুরো অন্তরাত্মন্! তুমি কি এই সমস্ত কপট অভিমানী জীবের জন্য শিবের পথ প্রস্তুত করিয়াছ? বিশ্ববঞ্চক বিষয়ী গুরু কি সদ্গুরু হইয়া শিষ্যের সন্তাপহারক সংসার তারক হইতে পারে? স্বভাবধূর্ত্ত জন্মান্ধ কি কর্ম্মান্ধের পথপ্রদর্শক হইবে।

দেববাণী। হে পুত্র মন! তুমি কি সকলি বিস্মৃত হইয়াছ? এখনও তোমার আত্মবোধ হইল না? ভাল, কিঞ্চিৎ পরেই জানিতে পারিবে। ও বাপু! লোকে কর্ম্মকাণ্ডে রত হউক, তাহাতে দ্বেষ করা কর্ত্তব্য হয় না; যাহারা প্রতিমাতে ঈশ্বরবোধ করিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, তাহারা ভক্তিবলে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কৃতকার্য্য হয়, যাহারা অভিমানে অন্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্ম করিতেছে, তাহারা কি প্রকারে নিস্তার পাইবে? সুতরাং বারম্বার যাতায়াত করিয়া সংসার-

যাতনা ভোগ করিবে ; বাস্তবিক যতক্ষণ পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র "অশ্বমেধ" যজ্ঞ করিলেও মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই ; বিনা জ্ঞানে কখনই মুক্তি হয় না।

মন। হে দয়াময়! তোমার নিগূঢ়াভিপ্রায় তাহা জীবের মঙ্গল জন্যই, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার মনে বিশেষরূপ প্রবোধ না জন্মিবে, সে পর্য্যন্ত আমি কখনই পরজন্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না ; মৃত্যুর পর যে কাল, তাহাই পরকাল, সেইকালে তুমি জীবকে কি কর, তাহা তুমিই জানিতেছ, আমি তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না।

আমি পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্ম বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়াছি, যদি পূর্ব্বজন্ম গ্রাহ্য করাই হয়, তবে সেটা কি? এই জগতে কোন্ প্রাণী সর্ব্বাগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? যদি তুমি এককালেই কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানবাদির সৃষ্টি করিয়া থাক, তবে ত সকলেরি সমকালেই জন্ম হইতেছে। অতএব জন্মের পূর্ব্বে কর্ম্ম না থাকিলে তাহার সম্ভোগ হওয়া কি প্রকারেই বা সম্ভব হইতে পারে? যদিস্যাৎ তোমার ইচ্ছায় সমস্ত প্রাণি এক সময়েই উদ্ভূত হইল, তবে তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মে ফলভোগ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? কারণ ঐ জন্মের পূর্ব্বে কিছু প্রারব্ধ অথবা কর্ম্মের জন্ম হয় নাই, পরন্তু তুমি যেমন একেবারে কীট, পতঙ্গ, পশু পক্ষী ও মানবাদি সৃজন করিয়া কাহাকে অতি ক্ষুদ্র, কাহাকে অতি বৃহৎ, কাহাকে অতি দুর্ব্বল ও কাহাকে অতি বলিষ্ঠ করিয়াছ, তখন প্রথম জন্মের কর্ম্মভোগ দ্বিতীয় জন্মে হইবে, এই কথাই বা কি প্রকারে প্রামাণ্য করিতে পারি? হাঁ—যদি এমত প্রমাণ হয় যে "তুমি সর্ব্বপ্রথমেই কেবল একটি ক্ষুদ্র মশকের সৃষ্টি করিয়াছ, সেই মশক আপনার সুকর্ম্মের ফল জন্য পরে মক্ষিকা, পরে ভ্রমর, তৎপরে বিড়াল, পরে ব্যাঘ্র, পরে সিংহ, এই রূপে ক্রমে ক্রমে মনুষ্য হইয়াছে, এই মানব আবার প্রথমে সামান্য এক প্রজা পরে মহারাজা হইয়া সর্ব্বশেষে তোমাতেই লীন লইবেক"। আমার বোধে এই কথাটী কখনই বিশ্বাস হইতে পারে না, কেননা ঐ মশক যদি প্রথম জন্মে সুকর্ম্ম না করিয়া কুকর্ম্মই করিত, তবে সে কি হইত? কি উপায়ে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে পারিত? হে সৃষ্টিনাথ! তোমার সৃষ্টির নিগূঢ় কৌশল ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য তাৎপর্য্য কেহই অবধার্য্য করিতে পারেন না. সকলেই আমার ন্যায় ভ্রান্ত হইয়া বৃথা বিতর্ক দ্বারা বিবাদ করিতেছেন

দৈববাণী। হে বৎস! পরমেশ্বর কখনই বৈষম্য-দোষে দোষী নহেন।

মন। হে ভাবগ্রাহি ভক্তবৎসল! আমি কখনই তোমাকে বৈষম্য-দোষে দোষী বলিতে পারি না, তাহাতে আমার অপরাধ হইবে। বৃহৎ, ক্ষুদ্র, সবল, দুর্ব্বল, উত্তম, অধম, সুখী, দুঃখী, দৃষ্টে অনেকেই কহেন "জীবগণ" অদৃষ্টজনিত ফলভোগ করিতেছে, আবার করিবে, যে ক্ষুদ্র, সে বৃহৎ, যে দুর্ব্বল সে সবল, যে দুঃখী সে সুখী, এবং যে অধম সে উত্তম হইবে, ইহা না হইলে নিরপেক্ষ নিরঞ্জন বৈষম্য-অঞ্জনে মলিন হইবেন।

হে নাথ! যদি তুমি সত্য এবং তোমার প্রণীত এই জগৎ মিথ্যা হয়, তবে তোমার প্রতি বৈষম্য অপবাদ কোনরূপেই আরোপিত হইতে পারে না, যে হেতু তুমি লীলার নিমিত্ত কৌতুকার্থ মিথ্যা-সৃষ্টি করিয়াছ, এই অনিত্য লীলার বিষয়ে কে তোমারে পক্ষপাতী বলিতে পারে? কারণ তোমার এই সংসার নাটকের ন্যায় হইয়াছে।—যেমন সামান্য যাত্রার অধিকারী অধ্যক্ষতা করত কাহাকে রাজা সাজাইতেছে, কাহাকে ভৃত্য সাজাইতেছে, কাহাকে বাসুদেব সাজাইতেছে, কাহাকে ঋষি সাজাইতেছে, এবং কাহাকে বা পশু সাজাইতেছে, সেই অধ্যক্ষের অধীন হইয়া সকলেই সানন্দে সজ্জা করিতেছে, তাহাতে কেহই লজ্জা দুঃখ কিম্বা অভিমান

করে না—সেই প্রকার তুমি এই বিশ্বযাত্রার অধিকারী হইয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহাকে যেরূপ সজ্জা করাইতেছ, সে সেইরূপ সজ্জা করিতেছে। কেলি রূপ (১) রঙ্গভূমিতে তাবতেই তোমার আদেশে মহাহর্ষে কেলি করিতেছে, অতএব হে লীলানাথ! তোমার এই লীলার মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া যে ব্যক্তি অন্যায়রূপে দোষার্পণ করে, তাহাকে প্রেমহীন রসহীন, জ্ঞানহীন ভ্রান্ত ভিন্ন অন্য কি শব্দ উল্লেখ করিব? যদি সংসার মিথ্যাই হইল তবে অদৃষ্ট কোথা হইতে উদ্ভব হইবে এবং তজ্জন্য জন্মজন্মান্তীয় ভোগভোগই বা কেন হইবে?

হে বিভো! আবার এক কথা বলিতে হইল। যদি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তোমার ন্যায় নিত্য ও সত্যই হয়, তবে ত আর কোন কথাই চলে না, কারণ সংসার সত্য ও নিত্য হইলে সকলে সর্ব্বকাল সমভাবেই রহিয়াছে। সকলেই স্বভাবে উৎপন্ন ও স্বভাবেই লয়-প্রাপ্ত হইতেছে। জগৎ নিত্য হইলে অচল-সচল, প্রাণী, অপ্রাণী সকলেই উদ্ভব হইয়াছে। এঁকথায় অন্যথা কেহই করিতে পারিবেন না। যদি এক অনির্ব্বচনীয় অনাদিকালে একেবারে সকলেরি সৃষ্টি হইয়াছে, অথবা এইরূপ সৃষ্টি অনাদিকাল পর্য্যন্তই আছে, তাহা হইলে ত "অদৃষ্ট" অর্থাৎ জন্মান্তরীয় সংস্কার কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। অনেকে এরূপ কহেন, "জননী যখন সদ্য-প্রসূত সন্তানকে ক্রোড়ে রাখিয়া তাহার অধরে স্তনার্পণ করেন, তখন কেহই তাহাকে এমত উপদেশ করেন না, যে এইরূপে দুগ্ধ পান করিতে হয়, যে শিশু তৎকালে জন্মান্তরীয় সংস্কার বশতই আপনি যথা উপায়ে স্তনপান করিয়া আত্মরক্ষা করে ইত্যাদি"।

হে সর্ব্বান্তযামি চিদানন্দ। আপনি সর্ব্বসাক্ষি, সকলি দেখিতেছেন ও সকলি জানিতেছেন এই দৃষ্টান্ত কি বিশিষ্টরূপ দৃষ্টই হইতে পারে? সদ্যপ্রসূত শিশু স্বভাবজাত, তোমার অনুগ্রহে তাহার অভাব কি? সে স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার দ্বারাই স্তনপান করিয়া প্রাণরক্ষা করিতেছে, অতএব অদৃষ্ট কদাপিই তাহার রক্ষার প্রতি-কারণ হইতে পারে না। ঐ বালকের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অগ্রেই তুমি তাহার প্রসূতীর রজস্রাব রোধ করত পয়োদ্বারা স্তনভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। —হে বিপ্র! তোমার এই করুণাপুরিত কৌশল কলাপ বুঝিতে না পারিয়া বেতন হীন চেতন (২) সকল অনর্থক আয়ুঃক্ষয় করিতেছে। কি বিড়ম্বনা! বুদ্ধি পাইয়াছে, জ্ঞান পাইয়াছে, চক্ষু পাইয়া অনন্ত দৃষ্টি করিতেছে। অথাচ ভাবতেই আমার ন্যায় হইয়াছে, কেহই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না।

হে নিরপেক্ষ নিরাময়! —কেহ কেহ এই বলিয়াই তোমার প্রতি বৈষম্য দোষ আরোপ করেন, যে যদি পরজন্ম না থাকিল তবে তুমি পিপীলিকাকে এত ক্ষুদ্র, হস্তিকে এত বৃহৎ, একজনকে সম্রাট এবং একজনকে শূকর পালক কেন করিলে? ইহা ও তোমার বিবেচনার কার্য্য হয় নাই; কারণ যাহারা দুঃখী দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র, তাহারাও তোমার উপর অভিমান ও আক্ষেপ করিতে পারে।

হে সর্ব্বজ্ঞ! যাঁহারা এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তাঁহারা কিরূপ বিবেচনা করিয়াছেন তাহার বিবেচনায় আমি অক্ষম হইলাম। তুমি কি এক অব্যক্ত মহৎ কারণে কাহাকে সবল, কাহাকে নর, কাহাকে বানর, কাহাক্যে দূর্ষ্য (৩) স্থিত কৃমি, কাহাকে স্বর্গের স্বামী করিয়ায়াছ দূরদর্শি (৪) জনেরা ভাষার তাৎপর্য্যাব ধারণ না করিয়া কেবল দূরবর্শীবৎ

১। কেলি—পৃথিবী, ক্রীড়া। ২। চেতন—মনুষ্য।
৩। দূর্ষ্য—বিষ্ঠা। ৪। দূরদর্শী—পণ্ডিত, গৃধ্র

চীৎকার ও লক্ষ্য করেন। তুমি সময়ে সময়ে সিন্ধুকে গোষ্পদ, গোষ্পদকে সিন্ধু, পর্ব্বতকে রেণু, রেণুকে পর্ব্বত, মহারণ্যকে লোকালয় এবং লোকালয়কে মহারণ্য করিতেছ, ইহাদিগের জন্মান্তরীয় পাপ পুণ্য কি ছিল? আহা! এতদৃষ্টেও লোকের মন হইতে ভ্রান্তি দূর হয় না; তুমি অভিমান এবং অহঙ্কারের লঘুতা করিয়া জীব সকলকে সৎকর্ম্মে অনুরাগী, উৎসাহী, যত্নশীল এবং পরিশ্রমী করিবার অভিপ্রায়েই এবম্ভুত রচনা করিয়াছ।

এই সংসারে কেহই অসুখী নহে, সকলেই সুখে বিচরণ করিতেছে। তোমার এই স্বভাবের সদাব্রত-সদনে অভাবের বিষয় কিছুই নাই, তাবতেই যথাযোগ্য ভোক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় প্রাপ্ত হইয়া প্রচুরানন্দ প্রকাশ করিতেছে। বিষ্ঠাভোজি শূকর, পীযুষপায়ী ইন্দ্রের সহিত সমান সুখে কালযাপন করিতেছে। হে নাথ! সুখ দুঃখের কারণ কিছু দেহ নহে, সম্পদ নহে, সিংহাসন নহে। কেবল একমাত্র মন সুখ দুঃখের কারণ হইয়াছে, যিনি সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি, তিনি যদি নানা চিন্তায় কাতর হয়েন, তবে তাঁহার সকলি বৃথা হইল, কেননা সুখী হইতে পারিলেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা দিনপাত করে, সে স্বচ্ছন্দে সুখভোগ করিতেছে। যদি মনে সুখের উদয় না হয়, তবে রাজার প্রাসাদ, স্বর্ণ পর্য্যঙ্ক, দুগ্ধ-ফেনবৎ বিচিত্র কোমল-শয্যাও কিছু নহে, প্রসন্নচিত্ত ভিখারীর ধূলিশয্যাকেই উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে, যেহেতু সন্তোষ প্রচুর পুণ্যের আকর, সন্তোষ এবং অভিমান সকল পাপের জনক হইয়াছে। অতএব এতদ্রূপ অলীক সুখ দুঃখের অভিমান জন্য যাঁহারা তোমাতে পক্ষপাতিতা দোষ আরোপ করেন, আমি তাঁহাদিগের বচন-বাণে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি।

হে করুণাময়! আমি যাঁহাদিগকে ভ্রান্ত, অন্ধ এবং পাগল বলিতেছি, সংপ্রতি তাঁহারাও আমাকে ভ্রান্ত, অন্ধ ও পাগল বলিয়া উপহাস করিতেছেন। কিন্তু আমি জ্ঞানহীন, আমি মূর্খ, আমি পাগল, কি তাঁহারা জ্ঞানহীন, তাঁহারা মূর্খ ও পাগল, আমি ত বিশেষ কিছুই জানিতে না পারিয়া ইহার বিচারের ভার আপনার উপরেই নির্ভর করিলাম। যদি বিচার মতে আমাকে অপরাধী জ্ঞান করেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া বোধ-রূপ-ঔষধ প্রদান-দ্বারা আমার ভ্রান্তি-রোগ হরণ করুন, আর যদি তাঁহাদিগের দোষ সাব্যস্ত হয়, তবে দয়াময় দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষমা করত নিজ-গুণে কৃতার্থ করুন।

দৈববাণী। হে পুত্র মন! এখনও তুমি আপনাকে আপনি জানিতে পারিলে না? বন্ধ ও মোক্ষের কারণ তুমিই ত; তুমিই ত মমতাসূত্রে বারম্বার অদৃষ্ট জনিত অনিত্য-সংসার ভোগ করিতেছ; এই অদৃষ্ট অর্থাৎ সংস্কার ত তোমা হইতেই সৃষ্ট। যদিও তোমার মনে এইক্ষণে ভক্তি ও শান্তিরসের উদ্রেক হইয়াছে, তথাচ সম্পূর্ণরূপে সন্দেহশূন্য হও নাই, এজন্য অতি নিগূঢ় কয়েকটি কথার উপদেশ করি, ইহাতে, অবশ্যই তোমার সংশয় ছেদন হইবে।

তুমি জন্মান্তর ও দেহান্তর অস্বীকার করিতেছ, কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; তুমি সাধারণ অনুভবের দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখ, এই জগতের কারণ যে ঈশ্বর, জল হইতে, দুগ্ধ হইতে, ধান্যাদি শস্য হইতে, বৃক্ষাদি হইতে আর আর নানা প্রকার পদার্থ হইতে বিবিধরূপ অবয়ব বিশিষ্ট শরীরের উৎপত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই জগতের আদি কারণ, এক ব্যক্তির এক দেহ ভঙ্গ হইলে তাহার সেই দেহের কোন অবয়ব অথবা সংস্কারের দ্বারা তাহাকে দেহান্তর প্রদানে কি অসমর্থ? ইহাই কি তুমি অসম্ভব বিবেচনা কর? সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির অতীত কি কোন কার্য্য আছে? তুমি কহিতেছ "মরণের পর আর জন্ম নাই, জন্ম না হইলে পুনর্ব্বার আর দেহ হইল না, দেহ না হইলে অদৃষ্টজনিত ভোগাভোগ

হইতে পারে না,—এই প্রস্তাবের উত্তর এই, যে, তুমি দেহ ভঙ্গ কাহাকে বল? -দেহের অবয়বের বিনাশ, যদিস্যাৎ ইহাই তোমার অভিপ্রায়-সিদ্ধ হয়, তবে প্রত্যক্ষ বিরোধের প্রয়োজনাভাব, কারণ শতবর্ষ দাহ এবং নানা-মত উপায় করিলেও শরীরের সমুদয়াংশ এককালীন ধ্বংস হয় না, অতি সামান্য কোন এক ক্ষুদ্র অংশ থাকেই থাকে। যদি বল "দেহের অবয়ব" সকল পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায়। সুতরাং দেহাভাবে পাপ পুণ্যের ভোগাভোগ হইতে পারে না, ইহার উত্তর, শরীর ভঙ্গ হইলে প্রারব্ধ বশত জীব আবার শরীরান্তর গ্রহণ করে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন কর, "কুম্ভরিকা" যাহাকে কুমুরে পোকা বলে, ঐ কুমুরে পোকা তেলাপোকাকে, মাকড়সাকে এবং উচ্চিংড়ে প্রভৃতিকে দংশন পূর্ব্বক মৃতকল্প অথবা মৃত করিয়া আপনার বাসার ক্ষুদ্র গর্ত্তে আনিয়া রাখে, ঐ গর্ত্ত তেলেপোকার দেহ হইতে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ স্থল, উক্ত তেলেপোকা ও মাকড়সা ইত্যাদির পরস্পর দেহের আকার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ইহাতেও দেখ, সেই কুমুরে পোকা তাহাদিগের শরীরের এক দেশ হইতে আকারে প্রকারে অতিশয় বিভিন্ন অন্য এক দেহধারী পোকা উৎপন্ন করে, সেই পোকা দেহ পাইয়া সুখ দুঃখের সম্ভোগী হয়। গুটিপোকার শরীর হইতে প্রজাপতি জন্ম লইয়া ঐরূপ ভোগের তৎক্ষণাৎ অধিকারী হয়, অতএব ইহা চাক্ষুষ দর্শন করিয়াও কি তুমি এমত অঙ্গীকার করিবে না যে, যিনি অদ্বিতীয় শিল্পকৌশলী জগতের কর্ত্তা, তিনি কি এই দেহের অবয়বের অন্যথা হইলে তাহার কোন ভাগ কিম্বা সংস্কার যোগে পুনরায় দ্বিতীয় এক দেহের সৃষ্টি করিয়া ভোগ প্রাপ্ত করাইতে পারেন না।

আর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত দর্শন কর। তুমি আপনার অট্টালিকার শয্যার উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছ, শরীর তোমার গৃহেই রহিয়াছে, অথচ তুমি স্বপ্ন সহকারে দশমাসের পথে গিয়া অন্য শরীরে পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে কখন সাহসী, কখন ভীত, কখন সুখী ও কখন দুঃখী হইতেছ তৎকালে শয্যাস্থিত শরীরকে এককালে বিস্মৃত লইয়া যাও। ইহাতে কি কেবল তোমার ঐ স্বপ্নজনিত শরীরেরই ভোগ হইল? এমত নহে। নিদ্রাভঙ্গ হইলেই সংস্কারধীনে তোমার হৃৎকম্প হইতে থাকে। অতএব,—এই আশ্চর্য্য-কার্য্য যাহা হইতে ধার্য্য হইতেছে। এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই তোমার পূর্ব্বকার কথিত সকল কথাই খণ্ডন করা হইল।—তথাচ এই স্বপ্নের বিষয়েই কহিতেছি, যখন শুদ্ধ পূর্ব্বসংস্কারের অবলম্বনেই এক মন অথবা দেহের মধ্যস্থিত অপর কোন বিশেষ শক্তি—অপর এক শরীর সৃজন করিয়া তাহাকে সুখ দুঃখের আধার করিবার ক্ষমতা ধারণ করিতেছে, যেন দেহের কোন অংশের কিম্বা সংস্কারের সহকারাধীন কোন অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তির আবির্ভাবে দ্বিতীয় দেহের সৃষ্টি হইয়া তাহাতে পূর্ব্বসংস্কারজনিত ভোগের সঞ্চার হইবে, ইহাই কি তুমি নিতান্ত অসম্ভব জ্ঞান কর? কখনই অসম্ভব নহে, এ কথা জ্ঞানিমাত্রেই গ্রাহ্য করিবেন।

আর তুমি "স্বরূপ" কহিতেছ। স্বভাব এবং স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার কহিতেছ। ইহাতেই ত তোমার সমুদয় স্বীকার করা হইল, করা হইল কারণ ইহা পূর্ব্ব সংস্কারজন্যই কহিতেছ। যত কিছু সৎকার্য্য আছে, মানবগণ তদ্দারাই সেই সমুদয় সম্পন্ন করিয়া থাকে।

মন। (কিঞ্চিৎকাল নয়ন মুদিয়া নীরব।) হে পিত! অদ্য তোমার সুমধুর সদুপদেশরূপ রসায়নরস-সেবনে আমার পূর্ব্বজন্ম ইহজন্ম এবং পরজন্ম-বিষয়ক-সন্দেহ স্বরূপ রোগসঙ্কট এককালেই উপসম হইল, আর সংশয় মাত্রই রহিল না।—হে নাথ! অধুনা প্রার্থনা এই যদি ইহজন্মে আমার কর্ম্মসূত্র খণ্ডন না হইয়া থাকে, তবে যেন আমি পুনরায়

আর মানবদেহ প্রাপ্ত না হই। ক্ষুদ্র এক কীট হইয়া শরীর লই, সামান্য এক তৃণ হইয়া গবাদির-দন্ত দ্বারা ভক্ষিত হই, তাহাও অতি কল্যাণকর, তথাচ মনুষ্যজন্মের অভিলাষ নাই, যেহেতু নরজাতি সকল প্রকার অভাবেই পরিপূরিত, শোক, তাপ যোগাদি নানা যাতনায় জড়িত, বিবাদ, কলহ, প্রবঞ্চনা, ছলনা, অভিমান, অহঙ্কার, পরপীড়ন, পরস্বহরণ, প্রভুত্ব স্থাপন, মত-সঞ্চালন, মিথ্যা-কথন, তোষামোদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জাতি বিরোধ, জাত্যভিমান, কৌলীন্যগৌরব, ধনমদোন্মত্ততা, জাতিভয়, ধর্ম্মভয়, চৌরভয়, জনাপবাদ এবং কাম-ক্রোধাদি দুর্জ্জয় রিপুচয়কে চরিতার্থকরণ, ইত্যাদি ব্যাপারেই ব্যাপৃত।—কিছুতেই সুখী ও সুস্থ এবং সন্তুষ্ট নহে, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, রাজপীড়ন, বিদ্রোহিতা, রাজ্যনাশ, ধর্ম্মনাশ, অর্থনাশ ও সর্ব্বনাশ প্রভৃতি চিন্তায় নিয়তই চিন্তিত। তোমার এই অক্ষয়-ভব-ভাণ্ডারে এত অমূল্যরত্ন কিছুই নাই যদ্দ্বারা আশা এবং লোভকে এককালে নিবারণ করিয়া মানবমনে সন্তোষ জন্মাইতে পারে।

আমি অদ্যই মরি বা কল্যই মরি, কিম্বা শতবর্ষের পরেই মরি, একদিনের এক সময়ে মরিবই মরিব।—হে বাঞ্ছাফলপ্রদ! আমি যত পাপ করিয়াছি তাহা তোমার অবিদিত কিছুই নাই, তুমি স্বয়ং তাহার সাক্ষী, বিচারকর্ত্তা এবং দণ্ডকর্ত্তা, আমি কাপট্যশূন্য হইয়া সকাতরে সরল মনে তোমার নিকট তৎসমুদয় স্বীকার করিতেছি, তোমার ইচ্ছায় যাহা করিতে হয় তাহাই কর। আমার মৃত্যুর দিবস অতি নিকট, কৃতান্ত বিকটদণ্ড বিস্তারপূর্ব্বক আগমন করিতেছে। তাহার হাতে কিছুতেই আর নিস্তার নাই, আমি জলে মরি বা স্থলে মরি বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করি, সর্পাঘাতে কিম্বা বজ্রপতনেই মরি, যেরূপেই মরি, কিন্তু সেই চরমকালে, হে ত্রৈলোক্যনাথ দীননাথ! এই অনাথের প্রতি যথাযোগ্য কৃপা-বিতরণে কৃপণতা করিবেন না।

সম্প্রতি অন্তঃকরণে এই এক বড় আক্ষেপ রহিল, যে, মরিলে পর কি হইব তাহা জানিতে পারিলাম না। হে নাথ! আমি কতবার দেহি হইয়া তোমার এই বিনোদ বিশ্বনাট্যশালায় কতপ্রকার সঙ সাজিলাম এবং ইহার পরেই বা আবার কত সঙ সাজিব, তাহারি বা স্থিরতা কি? হে যাত্রাকর অধিকারি মহাশয়।—কি দুঃখ! আমি তোমার আজ্ঞায় বারম্বার খেলা করিয়া একবারও একটি প্রসাদী মেলা পাইলাম না। কখনও মক্ষিকা হইয়া ভন ভন করিয়াছি। কখনও ছাগ হইয়া "ভ্যা ভ্যা" করিয়া খর্পরে পড়িয়াছি। কখনও ময়ূর হইয়া মেঘনাদে নৃত্য করিয়াছি।—কখনও বিড়াল হইয়া "মেও মেও" রবে মূষিক ধরিয়াছি।—কখন ব্যাঘ্র হইয়া মহারণ্যে জীব হিংসা করিয়াছি।—হস্তী সাজিয়াছি।—ঘোটক সাজিয়া শকট বহন করিয়াছি।—কখনও বা পিপীলিকা সাজিয়া পক্ষ ধরিয়া শূন্যে উড়িয়া কাকমুখে হত হইয়াছি। এখন তোমার আজ্ঞায় আমি মানুষ সাজিয়াছি, তুমি ইহার পর আমাকে "ভূত্য" সাজাবে? কি প্রেত সাজাবে। দৈত্য দানা, কি সাজাবে? যাহা সাজাবে তাহাই সাজিব। কিন্তু আর বড় সঙ সাজিয়া রঙ করিতে ইচ্ছা হয় না।

পাইয়া মানব দেহ, তোমার কৃপায়।
খেলিতেছি কত খেলা আসিয়া ধরায়॥
আশারূপ দোল রজ্জু, তাহাতে দুলিয়া।
মায়ারূপ ভ্রমকূপ, তাহাতে উলিয়া॥

রেখেছি লোভের দ্বার নিয়ত খুলিয়া।
দিয়াছি কামের ধ্বজা, উপরে তুলিয়া॥
পড়েছি আপন ফাঁসে, আপনি ঝুলিয়া।
হারালেম মিছে কাল তোমারে ভুলিয়া॥

যত পাপ করিয়াছি ক্ষমা কর দোষ।
দয়া দানে দীনে আশু, তোষ আশুতোষ॥
বিসর্জ্জন করি সব, মানসিক-ক্রিয়া।
কৃপা কর, কৃপা কর, জ্ঞান রত্ন দিয়া॥
আয়ুরূপ আয়ুনাশ, হয় ক্ষণে ক্ষণে।
নিকট হতেছে কাল, বিকটবদনে॥
মরণের ভয় আমি করিনে হে আর।
সংসার সাগরে নাথ, তুমি কর্ণধার॥
ভোগভাঙা-রাঙাপদে, যদি পাই ঠাঁই।
তখনি ঘুচিবে আশা,
আশা আর নাই॥

অধিকারি মহাশয়, নিবেদন করি।
ভেঙে দেও ভবযাত্রা, হরিবোল হরি॥
তুমি প্রভু ভাঁড়েশ্বর, বুঝিয়াছি আমি।
ভবহাটে ঠাটে নাটে, করিছ ভাঁড়ামি॥
এ ব্রহ্মাণ্ড, তব কাণ্ড, কর্ত্তা তুমি তার।
তুলিতেছ কত সূত্র, হ'য়ে সূত্রধার॥
এই ভাঙো, এই গড়, হাসি পায় শুনে।
গড়াগড়ি, দিই তব, গড়াগড়ি-গুণে॥
এবার তোমারে আর, নাই ছাড়াছাড়ি।
ভাঁড়ের বাজারে কেন, এত ভাঁড়াভাঁড়ি॥
একতালে কত আর, বাজানা বাজাবে।
ভাঁড়ামি করিয়া কত, ভাঁড় সাজাইবে॥

হাতী, ঘোড়া, ছাগ, মেষ, সাজিয়াছি, সাপা।
জুজু ভূত সাজিয়াছি, সাজিয়াছি কাপা॥
ভালুক সেজেছি আমি, লোম ধরে পায়।
নেচেছি ময়ূর সেজে, তোমার সভায়॥
আকাশেতে উড়িয়াছি, পিঁপীড়া হইয়া।
কমলে বসেছি আমি, ভ্রমর সাজিয়া॥
ছোট, বড়, যত আছে, সাজিয়াছি সঙ।
কতরূপে কতবার, দেখায়েছি রঙ॥
এখন বিপদ ধরি, মানুষের ঠাটে।
ধেই ধেই, নাচিতেছি, জগতের নাটে॥
মনে এই, খেদ বড়, এত করি খেলা।
তথাচ না পাই তব প্রসাদীয় পেলা॥
ওহে গুরু দেখা দেও আমি তব চেলা।
মেলায় আনিয়া কেন, করিতেছ হেলা॥
কেবল আঁটুনি সার খাটুনির ঠেলা।
নাহি হয় "রোজসই" মিছে মোট ফেলা॥
কত রঙ্গ জান গুরু, ভেলা ভেলা ভেলা।
"লগ্ন" তার নাহি হয়, ভূতে মারে ঢেলা॥
রবি প্রায় পাটে বসে, নাহি আর বেলা।
দিনে দিনে পার হই, দেও "জ্ঞান-ভেলা"॥
এ যাত্রার গঙ্গাযাত্রা, হ'ল পরে শেষ।
আর যেন, ধরিতে, না হয়, কোন বেশ॥
চিরানন্দ লাভ করি, আপনার বেশে।
সুখে যেন বাস করি, আপনার দেশে॥

হে সর্ব্বেশ্বর! যদিস্যাৎ অদৃষ্ট-ভোগজন্য আমাকে পুনর্ব্বার নিতান্তই মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় তবে আমি যেন মূক হই, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে না হয়, তোমার কৃপায় যথাকালে অন্নজল প্রাপ্ত হই, কাহারও উপাসনা করিব না, কাহারও দ্বারস্থ হইব না। লোকে যেন জানে আমার কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, আমার চলিবার শক্তি নাই, কিন্তু আমি মনে মনে অনবরতই শুদ্ধ "জয় জগদীশ্বর, জয় জগদীশ্বর দয়া কর" এই মহামন্ত্রে তোমার পূজা করিব। তোমারি সহিত কথা কহিব, এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া প্রেমানন্দে একান্তচিত্তে কেবল তোমারি ধ্যানে থাকিব।—

যে হও, সে হও তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্ত ছাড়া নও॥
ভাবময়, ভাবরূপে, অন্তরেই রও।
অন্তর অন্তর তুমি, কদাচ না হও॥
বাক্যরূপে রসনায়, তুমি কথা কও।
সর্ব্বসহারূপে তুমি সমুদয় সও॥

ভারি হ'য়ে ভব-ভার, মস্তকেতে বও।
আমি হে, কি দিব ভার, বুঝে ভার লও॥
যে হও, সে হও তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্ত ছাড়া নও॥
সকলি অসার, আর, সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ, একমাত্র সার॥

স্ব-স্বরূপ, বিশ্বরূপ, তুমি বিশ্বসার।
এ জগতে কেবা জানে, মহিমা তোমার॥
চিন্ময় চৈতন্যরূপ, সর্ব্ব মূলাধার।
আত্মারূপে বিরাজিত, দেহে সবাকার॥
স্বভাবে তিমিরময়, অখিল সংহার।
আলোরূপে স্বরূপ, হতেছে প্রচার॥
যদি না প্রকাশ পায়, প্রতিভা তোমার।
জগৎ কি হতে পারে, শোভার আধার॥
আমি যে হে, আমি বলি, সে আমি বা কার।
"আমির, আমিত্ব" তুমি, সে নহে আমার॥
তুমিই বলাও "আমি", বলি বারবার।
তুমি না বলালে "আমি", বলে সাধ্য কার॥
এ আমি, যাহার "আমি" পুন হলে তা'র।
বলিতে বলিতে "আমি আমি" নাই আর॥
আমি, যদি, আমি নই, কে হইবে কা'র।
অতএব এ সংসার, সব ফক্কিকার॥
সকলি অসার, আর, সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ, একমাত্র সার॥

বেদান্ত দর্শন। হে পুত্র মন। আহা সাধু সাধু। তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, তোমার মনে সম্পূর্ণরূপে শান্তি-রসের সঞ্চার হইয়াছে, ব্রহ্মসনাতনী দৈববাণী নারায়ণী আপনিই তোমার কণ্ঠবাসিনী হইয়াছেন। জ্ঞানারুণ কিরণে ভক্তিসলিলে তোমার হৃদয়রাজীব প্রফুল্ল হইয়াছে। আত্মা তোমাকে প্রসন্ন হইয়াছেন, এইক্ষণে তুমি তাঁহাকে স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ কর। বাসনা-রজনী প্রভাত হওয়াতে বৈরাগ্য আসিয়া তোমার মনের রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। আর তোমার কোন চিন্তা নাই।

মন। (প্রেমাশ্রুপাত।) ও মা সরস্বতি! আমি তোমার শ্রীচরণ প্রসাদে কৃতার্থ হইলাম, আমার মস্তকে পদধুলি প্রদান কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

বৈরাগ্য। গীত।

ওরে মন! কেন মিছে কাল হর রে।
কেন মিছে কাল হর, জপ হর হর,
কর কর, কর সুজন সঙ্গ।
প্রমাদ ঘটিবে দংশন করিলে,
কুটিল কুজন কালভুজঙ্গ॥

ধুয়া।

স্ববশে রাখিয়া ইন্দ্রিয় চালরে,
প্রবল কোরো না রিপুতরঙ্গ।
অহিত জানিয়া রহিত কররে,
রতিরাসরস রমণীরঙ্গ॥
প্রমাদপ্রমোদে পরশপাতকে,
পাশেতে-পতিত মূঢ়-মাতঙ্গ।
প্রকৃতি প্রভাবে প্রাপণ (১) প্রমাদে,
প্রবল-পাবকে পোড়ে পতঙ্গ॥
কৌশল করিয়া কিরাতকুমার,
কাননে কেমন করে কুরঙ্গ।
বেণুর বাদনে ব্যাধের বন্ধনে,
শ্রবণ দোষেতে মরে কুরঙ্গ।
কমলে কমল কাননে কুসুম,
তাহাতে না হ'য়ে পুলক অঙ্গ।
ঘ্রাণের আমোদে কেতকীকণ্ঠকে,
লোচন বিহীন হতেছে ভুঙ্গ॥
রসনা দোষেতে বড়শী, গিলিছে,
প্রাণে মরে মীন নাহি আতঙ্গ।
পোড়া-লোভে পুড়ে ফাঁদে পোড়ে কাঁদে,
গগনবিহারী বহু বিহঙ্গ॥

(১) প্রাপণ—নেত্র।

দিন হ'লো গত কত আর রবে,
হয়েছে বিকল সকল অঙ্গ,
এখন তোমার হৃদয়-আকাশে,
উদয় হ'লো না বোধ-পতঙ্গ (২)॥
ধন-পরিজন গহন-নগর,
সনভাবে সবে কর অপাঙ্গ।
বিবেক উদয় হইবে যখনি,
তখনি জানিবে মিছে আসঙ্গ॥
ভাবেতে ভাবরে ভবানীভাবক,
ভবের ভাবনা দেহরে অঙ্গ।
সাধক সহিত সাধনা সমাজে,
সুখেতে সাধরে সাধু প্রসঙ্গ॥
বিরল-বিপিনে বসিতে না পার',
একাকী আপনি হয়ে অসঙ্গ।
যেখানে সেখানে স্মর স্মরহর,
শশাঙ্কশেখর শিব-শ্বেতাঙ্গ
অরির করেতে, শরীর সোঁপো না,
হরির ধ্যানেতে হোয়ে কৃতাঙ্গ।
যোগেতে জপেতে জীবন যাপন,
জাগরণে যাগে যামিনী সাঙ্গ॥
যতদিন ভবে রবে তুমি মন,
নিকটে না আসে যেন অনঙ্গ।
অনঙ্গ-মথন চরণ সেবিলে,
অনঙ্গে মিশাবি হয়ে অনঙ্গ॥

যখন তোমার হবে যেরূপ সময়।
সমভাবে প্রভুপদে, প্রেম যেন রয়॥
তাহে পাবে সত্যসুখ, বনবাসে গেলে।
নতুবা সন্তোষ নাই, ইন্দ্রপদ পেলে॥

ঈশ্বর সাধনা করি, যদি হয় দুখ।
তার কাছে কিছু নয়, সম্পদের সুখ॥
ঈশ্বর সাধনা বিনা যদি হয় সুখ।
সেই সুখ, সুখ নহে, ঘোরতর দুখ॥

পরমাত্মা তব গৃহে, বিরাজিত একা।
সহজে সহজে তুমি, নাহি পাও দেখা॥
লেগেছে তোমার মনে, অতিশয় দিশে।
অন্ধ হ'য়ে অন্ধকারে, তত্ত্ব পাবে কিসে॥

জননীর উদর-অনলে দশমাস।
মনে কর কিরূপেতে, করেছিলে বাস॥
সে অনলে যে দিয়েছে, সুশীতল কায়।
ওহে মন, প্রাণপাত, কর তাঁর পায়॥

গীত

ওরে মন, ভয় কর কারে।
ভ্রমময় ভাবভরা, এ ভব সংসারে॥
যাহারে করিলে ভয়, ভবভয় নাহি রয়,
শুধুমাত্র মনে মনে, ভয় কর তারে।
শুদ্ধ হয়ে শান্তি রসে, মনেরে রাখিয়া বশে,
চালনা করিলে বশে, কে দুষিতে পারে।
ধর্ম্মে যদি মতি রয়, তবে আর কারে ভয়,
ভয়েতে পলাবে ভয়, দেখিয়া তোমারে।
বল বল সত্য বল, বল বল সত্য বল,
সত্য পথে সদা চল, ল'য়ে বাসনারে॥
ভ্রমকূপে উলনারে, আশাদোলে দুলনারে,
কার বাক্যে ভুলনারে, বলি বারে বারে।
দ্বেষাদ্বেষ লোক ভয়, মতামত যত হয়,
জ্ঞান অস্ত্রে সমুদয়, কাটো একেবারে॥

ঘোরতর অভিমানি, বুদ্ধিমানগণ।
অহঙ্কারে মত্ত তাঁরা, প্রভু যাঁরা হন॥
অজ্ঞানেতে অভিভূত, আর যত জন।
কার কাছে করি তবে, সুকথা শ্রবণ॥

সরল স্বভাবে যেই, পূজে সদা হর।
সে আমার প্রিয়তম, কভু নয় পর॥
জাতিকুল জিজ্ঞাসায়, নাহি প্রয়োজন।
যে ভজে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরের জন॥

(২) পতঙ্গ—সূর্য্য।

পরিণামে হরি নাম, বিফলে না যায়।
যে ভাবে সে ভাবে তাঁরে, সে ভাবে সে পায়॥
নাম আর ভাষার, প্রভেদে কিবা করে।
ভক্তি আর প্রেমধন, রাখহ অন্তরে॥
প্রভু-প্রেম-পীযূষ, যে পান করে সুখে।
নিরন্তর বিভু-গুণ, গান করে মুখে॥
গদগদ ভাবে করি, মাস মোহিত।
দাস হ'য়ে বাস কর, তাহার সহিত॥

রাগ নাই দ্বেষ নাই, নাই কোন দোষ।
সোনা আর ধুলি লাভে, সম পরিতোষ॥
কোনরূপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান।
সমভাবে দেখে সব, আপন সমান॥
অন্তরে ঈশ্বর চিন্তা, মুখে প্রেমরস।
সাধু সাধু, ব'লে তার সবে গায় যশ॥
সাধু সাধু, সাধুরব, অনেকেই কয়॥
ফলে সে সরল সাধু, অনেকেই নয়॥
যেমন পোস্তের ফল, শাদা সমুদায়।
কদাচিত দুই এক, কৃষ্ণবর্ণ হয়॥

আপনারে জ্ঞানি বোলে, দিত পরিচয়।
সে বড় সহজ নয় শক্তি অতিশয়॥
যথা, আমি মাত্র কভু, খরধার নয়।
একাঘাতে করে ছেদ তীক্ষ্ণ যদি হয়॥

লও তুমি যত পার, শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পৃথিবীতে, পণ্ডিত প্রধান॥
ঈশ্বরের প্রতি যদি, প্রেম নাহি রয়।
যত পড়, যত শুন, কিছু কিছু নয়॥

ন্যায় আর যুক্তিহীন; শাস্ত্র যত হয়।
শাস্ত্র নামে, সে সবার, মিছে পরিচয়॥
জ্ঞানরূপ কুসুমের, গন্ধ যাতে নাই।
শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র নয় ভাই॥
যাহাতে মনের ভ্রম, যায় একেবারে।
সকলের সার শাস্ত্র, শাস্ত্র বলি তারে॥
যা পড়িলে ভেঙ্গে যায়, সংসারের নাট।
পোড়ো হয়ে সকলেতে, পড় সেই পাঠ॥

জ্ঞান উপদেশ মাত্রে, পাপ নাহি যায়।
তবে যায়, য দ পার, সার অভিপ্রায়॥
করেছ যে সব দোষ, মনে যাহা আছে।
স্বীকার করহ সব, ঈশ্বরের কাছে॥
বিমল হইবে তায়, মানসের পুর।
পাপ তাপ যত আছে, সব হবে দূর॥
যে প্রকার বিলোকনে, বৈদ্যের বদন।
কখনই নাহি হয়, ব্যাধি বিমোচন॥
তবে হয় রোগির, রোগের নিবারণ।
যত্ন যোগে যদি করে, ঔষধ সেবন॥
অতএব ভাব জীব, কিসে হবে হিত।
ব্যাধির বিনাশ করা, বিশেষ বিহিত॥
জ্ঞানরূপ ঔষধ, করিলে ব্যবহার।
পাপ তাপ রোগ-ভোগ, থাকিবে না আর॥

শত শত শাস্ত্র পড়ে, মানি সার জ্ঞান।
হরি হরি মুখে বলে, নাহি করে ধ্যান॥
মিছে তার জপ তপ, শাস্ত্র সমুদয়।
বাহিরে সুন্দর শোভা, মলিন হৃদয়॥
বর্ণবোধ কিছু নাই, নাহি পড়ে পুথি।
সরল অন্তরে করে, ভগবানে স্তুতি॥
রাগ, দ্বেষ, অভিমান, করে পরিহার।
সে আমার গুরু, আমি শিষ্য হই তার॥

বহু বীর বধকারী, শূর সেই জন।
তৃণসম জ্ঞান করে আপন জীবন॥
যোগযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় যোগি ব্রহ্মচারী।
তৃণসম জ্ঞান করে, সুরূপসী নারী॥
জ্ঞানের বিভাস যার হৃদয়ে উদয়।
তৃণ সম জ্ঞান করে শাস্ত্র সমুদয়॥
অন্তরেতে কিছু মাত্র আশা নাই যার।
তৃণ সম জ্ঞান করে অখিল সংসার॥

নিরন্তর মরিতেছে, করি ধন ধন।
এতই ব্যাকুল কেন ধনের কারণ॥
স্বভাব সৃজিত সব, অভাব কি তার।
অতএব, হাহাকার, করো না ক আর॥

দয়াময় বিধাতার দয়া দেখ সবে।
অনাহারে কেহ নাহি, রহে এই, ভবে ॥
প্রসূত হইলে সুত, তখনি তাহার।
জননীর স্তনে হয়, দুধের সঞ্চার ॥
সেই ক্ষীর পান করি, মন করে স্থির।
ক্রমেই বাড়িতে থাকে, শিশুর শরীর ॥
অতিশয় যত্ন করি, ধন যাতে হয়।
মনেরে অস্থির করা, ভাল কিছু নয় ॥
ধন, ধন, উপার্জন, সে কেবল রোগ।
সহজে যা প্রাপ্ত হও, তাই কর ভোগ ॥
অজগর সাপ দেখ, অচল শরীর।
এক ঠাঁই পোড়ে থাকে, না হয় অস্থির ॥
উপবাসে কভু নাহি, যায় তার প্রাণ।
ঈশ্বর বাঁচান তারে, খাদ্য করি দান ॥
যে সকল পাখি করে আকাশে চরণ।
অনায়াসে করিতেছে আমিষ ভোজন ॥
জলে চরে জলচর, নাহি মরে দুঃখে।
সেখানেতে রীতিমত খাদ্য পায় সুখে ॥
কাননেতে যে সব পশু করিতেছে বাস।
সেখানে তাদের বিধি, দিতেছেন গ্রাস ॥
মশা, মাছি, পিঁপীড়া, প্রভৃতি কীট যত।
অনাহারে কারো প্রাণ, নাহি হয় হত ॥
স্বভাবের সদাব্রত, বিবিধ প্রকার।
নিরন্তর ভরা আছে ভবের ভাণ্ডার ॥
অপার কৃপার নিধি, করুণার সার।
অপার করুণা তাঁর, সবার উপর ॥
নিরপেক্ষ নিরামন, দয়ার নিধান।
যে যেমন পাত্র তারে, সেইরূপ দান ॥
তোমার এ দেহ যিনি, করেছেন দান।
করিবেন নিত্য তিনি, জীবিকা বিধান ॥
মন যদি থাকে সেই, বিধাতার পায়।
কখন' পাবনা দুখ, ভাবনা কি তায় ॥
তুমি কেন দুঃখ পাও, ধন আহরণে ॥
আপনি ব্যাকুল তিনি, তোমার কারণে ॥
ধন, তুমি ভাবিয়াছ, সুখের আধার।
একবার ভেবে দেখ, নরের ব্যাপার ॥
ধনে যদি সুখ হয়, ধনবান যারা।
দিবানিশি, ভেবে ভেবে, কেন হয় সারা ॥
ধনে যদি অবিচ্ছেদে, সুখ দিতে পারে ॥
কেন তারা দুঃখ পায়, অশেষ প্রকারে ॥
সুখ বল, দুখ বল, হেতু নয় ধন।
কেবল তাহার হেতু একমাত্র মন ॥
এই মন সুখি হয়, দুখি এই মন।
তখন সেরূপ ভাব, যখন যেমন ॥
মনে যদি দুখ হয়, বিশেষ কারণে।
কখন হবে না সুখ, কুবেরের ধনে ॥
যে সময়ে সুখি হবে আপনার ভাবে।
ধুলায় শয়ন করি, ইন্দ্রপদ পাবে ॥
মনোহর বাস আর, সুচিকন বাস।
গজ বাজী মণি মুক্তা, দাসী আর দাস ॥
এ সকল সুখের, কারণ কভু নয়।
অধিকন্তু কালভেদ, দুঃখ কর হয় ॥
মন হ'লে বশীভূত, সকলি কুশল।
ত্রিভুবন ক'রে সেই, নিজ করতল ॥
কাজ নাই, মণি, মুক্তা, দাসী আর দাসে।
কাজ নাই, হাতী, ঘোড়া, অট্টালিকা বাসে
কাজ নাই, কর্পূরবাসিত, বাসি নীর।
কাজ নাই সর, ননী, ছানা, আর ক্ষীর ॥
সম্ভোগের কিছুতেই, নাই প্রয়োজন।
বশে এসে, অনুকূল, যদি হয় মন ॥
তরুতলে বাস করি সুখ পাব কত।
শাক আর অন্ন খাব, অমৃতের মত ॥
বিভব করিব জ্ঞান, তৃণের সমান।
আপনি করিব রক্ষা আপনার মান ॥
ভবের যে শেষ খেলা সুখেতে খেলিব।
সুখ, দুখ, উভয়েরে, পায়েতে ঠেলিব ॥
মনের মতন মন, হলে একবার।
স্বভাব সভাবে রবে, ভাবনা কি আর ॥
ধনাগম-তৃষ্ণা যেই করে পরিহার।
দেবতা বলিয়া আমি, পূজা করি তার ॥
ধন-ভোগ পাপ তৃষ্ণা, ক্ষুধা যদি হয়।
ধনী আর দরিদ্রেতে, প্রভেদ কি রয় ॥
আশার অধীন হ'য়ে, ভ্রমে যেই নর।
দাস্য এসে চড়ে তার; মাথার উপর ॥

ধন-ভোগ, ঘোর রোগ, বিষম বিকার।
ইচ্ছামত অর্থ লাভ, কবে হয় কার॥
প্রবৃত্তির বশ হয়ে, বাক্যে শুধু আশা।
নিবৃত্তি না হয় কভু, ধনের পিপাসা॥
আশাতেই আশা বাড়ে,
না হয় সংহার।
এর চেয়ে দুখ ভাই, কিছু নাহি আর॥
মনে কর, কত দুখ, অর্থ উপার্জ্জনে।
সেই ধন নষ্ট হ'লে, কষ্ট কত মনে॥
ধনেতে জন্মায় মোহ, মোহে যায় মান।
এই ধন কিসে তবে। সুখের নিধান॥
ধন পেয়ে, ধনী হ'য়ে, সদা এই ভাবে।
ক্ষণমাত্র ঘুম নাই, "কিসে রক্ষা পাবে"॥
জল, থল, অনল, তস্কর, মহীপাল।
কখন হরিয়া ধন, ঘটায় জঞ্জাল॥
প্রতিক্ষণ, সেইরূপ, ভীত ধনিচয়।
প্রাণিমাত্র করে যথা, শমনের ভয়॥

ধন পেয়ে মন ভাল, কবে হয় কার।
জানে না বিষয় গেলে, সকলি বৃথায়।
অহঙ্কার, অভিমান, রহিবে কোথায়॥
মানুষের ভাগ্য তথা, ভাঙে আর গড়ে।
কর-যোগে ভাঁটা যথা উঠে আর পড়ে॥
সুখ দুঃখ যখন হইবে উপস্থিত।
আনন্দে সম্ভোগ করা, হয় সুবিহিত॥
কভু সুখ, কভু দুখ, হয় সংঘটন।
অবস্থা চক্রের ন্যায়, করিতে ভ্রমণ॥
ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে সদা, যার রত মন।
ধনের চেষ্টায় তার, নাহি প্রয়োজন॥
ধর্ম্ম কিছু, ধনের অধীন, কভু নয়।
সহজেতে হয় ভাল, না হয় না হয়॥
মন যদি মত্ত হয়, ধন উপার্জ্জনে।
ধর্ম্মের সঞ্চয় তবে; হইবে কেমনে॥
পাঁকেতে পতিত হলে, অঙ্গ হয় কালো।
কাদা মাখা ভাল নয়, শাদা থাকা ভাল॥

বেদান্ত দর্শন। হে বৎস মন! তোমার পুত্র 'বৈরাগ্য' আগমন করিয়াছেন। তুমি একবার স্বচক্ষে ইহার প্রতি দৃষ্টি কর।

বৈরাগ্য। (অতিশয় নম্রভাবে প্রণত হইয়া,) হে পিতঃ আমি আপনার চরণে প্রণিপাত করি।

মন। (আহ্লাদিত হইয়া আশীর্ব্বাদ)। হে পুত্র বৈরাগ্য! বাপু তুমি চিরজীবি হও, তোমার জন্মমাত্রে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আহা, কি কুকর্ম্ম করিয়াছি। অদ্য তোমার মুখ দেখিয়া আমার সেই সকল দুঃখ দূর হইল, এসো বাবা, আমার বুকের উপর বোসো।

বৈরাগ্য। হে পিতঃ! আমাকে প্রসন্ন হও। আমি আপনাকে আলিঙ্গন করিতেছি।

মন। বাপু তোমার আলিঙ্গনে এইক্ষণে আমার অন্তঃকরণে এক অজ্ঞাত অপরিচিত অনির্ব্বচনীয় সুখের সঞ্চার হইল।

বৈরাগ্য। পণ্ডিতদিগের শোকের সম্ভাবনা কি? বিষয় বিভব, পিতা, পুত্র, প্রিয়া প্রভৃতি পরিজন, বন্ধু, বান্ধব এবং শরীর, ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ তাহাও চিরকাল অচিরস্থায়িরূপেই প্রসিদ্ধ আছে। যেমন পথিপুঞ্জের পথের সহিত সম্বন্ধ, যেমন নদীনীরে ভ্রাম্যমান বৃক্ষব্যূহের নদীর সহিত সম্বন্ধ,—যেমন আকাশের সহিত মেঘের সম্বন্ধ, এবং যেমন নৌকাপথে সমুদ্রের সহিত বণিকবৃন্দের সম্বন্ধ। ইহাও অবিকল সেই প্রকার হইয়াছে।

রামপ্রসাদী সুর। (অর্থাৎ রামপ্রসাদ সেনের সুরে এই কয়েকটি গীত রচিত হইল)।

অহংকারে অন্ধ হয়ে, "অহং" গীতটী গেয়নারে।
ওরে, মোহ-মেঘের অন্ধকারে, মনে আকাশ ছেওনারে॥

অন্তরা।

যে ভূতে পেয়েছে তোমায়; সে ভূতে আর পেওনারে।
এই নিরানন্দ নদীর নীরে, আর তুমি মন নেওনারে॥
নরকভরা নারীর শরীর, সে দিকেতে চেওনারে।
ম'জে মিথ্যে প্রেমে, সুধাভ্রমে, স্বহস্তে বিষ খেওনারে॥
দেহি দেহি ব'লে গৃহের দ্বারে, হাত পেতে আর চেওনারে।
ওরে ধিক্ ধিক্ ধিক্, ধনের বাঁধায়।
বাসনা জলধিজলে, বিষয়তরি, বেওনারে।
সুখে আপন বাসে, থাক ব'সে, কারো বাড়ী যেওনারে॥

ঐ ঐ

মন ভাব তারে মনে
কেন মিছে মিছি, ঘুরে মরিস্
মন ভাব তারে মনে মনে॥
যারে না জান্তে পেয়ে মহাযোগী,
শিব বসেছেন, যোগাসনে॥

অন্তরা।

বাহিরের ধন, নয় সে রতন,
কোথা পাবি ত্রিভুবনে?
সে ভাবের ঘরে আপনি চরে,
যায় না দেখা পাপ্ নয়নে॥
বেদ বিহিত শাস্ত্র যত,
সদা রত অন্বেষণে।
সেই বাসব, কেশব, ভব,
পরাভব নিরূপণে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম আচার বিচার,
কাজ কিরে সে আলাপনে॥
ছেড়ে সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম,
মজরে তার শ্রীচরণে।
ব্যক্ত করে ডেকে, ডেকে,
পাবি কিরে, গুপ্তধনে॥
সদা গুপ্তগৃহে গুপ্ত থাকে,
ব্যক্ত হবে সে কেমনে।
কহিছে ঈশ্বর গুপ্ত,
ভক্তিহীন অন্ধগণে।
সে যে ভক্তি ধনে অনুরক্ত,
শক্ত নহে ভক্তজনে॥

ঐ ঐ

মহামোহের মোহ ছেড়ে,
মন যদি হও মনের মত,
তবে বিনা যত্ন, মহারত্ন,
সুখে করি হস্তগত॥

অন্তরা।

আশাত্যক্ত যোগেযুক্ত,
জীবন্মুক্ত যোগি যত।
তোর ভক্তি দেখে মুক্তি এসে,
আপনি হবে পদানত॥ ১

করে ধরি জ্ঞানে অস্ত্র,
কেটেফেলো শাস্ত্র যত।
আর মত্ত হয়ে মেনো না রে
নানা মুনির নানা মত॥ ২

সর্ব্বঘটে বিরাজ করে,
যারে বলে সর্ব্বগত।
মন শুদ্ধ মনে, শুদ্ধরে তার,
হয়ে থাকো অনুগত॥ ৩

কর্ম্মভোগের ভোগায় ভুলে,
হও নারে কর্ম্মে রত,
করে কর্ম্ম যারা, মর্ম্মহারা,
ধর্ম্মদোষে ধর্ম্মহত॥ ৪

ভবঘোরে ধাঁধা লেগে,
বাঁধা পড়ে রবে কত।
হ'লে ভবঘুরে, ভব ঘুরে,
বেড়াবিরে ক্রমাগত ॥৫

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী,
ঘুম পাড়াচ্ছে অবিরত।
সেই মায়া মাসীর কোলেতে আর,
হওনারে নিদ্রাগত ॥৬

"জাগরণে ভয়ংনাস্তি"
জেগে কর আয়ু গত।
ওরে ব্যক্ত হওয়া ভাল নয়রে,
গুপ্ত থাকাই অভিমত ॥৭

মন। হে দেবি সরস্বতি। প্রাণাধিক প্রিয়তম "বৈরাগ্য" অতি উত্তম কথা কহিতেছেন, সকলি সত্য বটে, এই বাক্যে সংপ্রতি আমার মনের তমোগুণরূপ ভ্রমান্ধকার বিবেকরূপ প্রভাকরের খরকর প্রহারেই একেবারে সংহার প্রাপ্ত হইল। সেই সমস্ত কুঞ্জরগামিনী-কুটিল-কটাক্ষ-কারিণী-কুরঙ্গনয়নী কামিনী,—মধুকর-ঝঙ্কারিত—বিচিত্র-বকুলবৃক্ষ বিরাজিত বিনোদ বন উপবন,—কলরব কুল-কুজিত-কমনীয় কুঞ্জকানন—ললিত-লবঙ্গ-লতাবলম্বিত বিহঙ্গব্রজের মধুর ধ্বনি, এবং সুশীতল সরোবরতট-রাজিত নবমল্লিকা,—কামিনী, চম্পক, কদম্বের সুবাসামোদি মৃদু মৃদু অনুকূল সমীরণ,—এই সমুদয় কামোদ্দীপক ব্যাপারকে অন্ত আমার চিত্ত "মৃগতৃষ্ণা" স্বরূপ জলধি-জলের ন্যায় কেবল ভ্রান্তিমাত্র দর্শন করিতেছে।

সরস্বতী। হে বৎস। অধুনা যদ্যপিও তোমার অন্তকরণ বিবেকের দ্বারা বিশিষ্টরূপেই বিশুদ্ধ হইয়াছে, কদাচ গৃহি ব্যক্তির গৃহিণী ভিন্ন গৃহাশ্রমে ক্ষণকাল মাত্র অবস্থান করা কর্ত্তব্য হয় না। অতএব অন্ত দিবসাবধি তুমি তোমার সহধর্ম্মিণী গৃহিণী নিবৃত্তিদেবীকে লইয়া সংসারী হও।

মন। (কিঞ্চিৎ লজ্জার উদয়। ঘাড় হেঁট করিয়া) যে আজ্ঞা দেবি।

সরস্বতী। এই শম, দম, সন্তোষ প্রভৃতি পুত্রেরা তোমার নিকটেই অবস্থান করুক। —যম, নিয়মাদি অমাত্যবর্গ তোমার সেবা করুক। ভগবতী বিষ্ণুভক্তিদেবীর প্রেরিতা ক্ষমা, করুণা, মুদিতা, মৈত্রী, এই চারি ভগিনীকে তুমি যথাসম্ভব সমাদর সহযোগে আপনার নিকটে রাখ, এবং তোমার অনুকম্পায় বিবেকও উপনিষদ্দেবীর সহিত "যৌবরাজ্যে" অভিষিক্ত হউক।

মন। হে দেবি। আমি তোমার এই সকল আজ্ঞাকে মস্তকের মুকুট করিলাম।

সরস্বতী (মনকে কোলে করিয়া।) হে পুত্র। এই যম, নিয়ম আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি সকলকে তুমি প্রসন্ন হইয়া শুভদৃষ্টি কর। এইক্ষণে তুমি সর্ব্বরাজেশ্বর হইলে, চিরজীবি হইয়া ইহাদিগের সহিত সুখে সাম্রাজ্য সম্ভোগ কর, তুমি সুস্থ-শরীরে স্থির হইলেই "আত্মা" স্বকীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইবেন।

পূর্ব্বে তোমাকে সকল কথারি উপদেশ করিয়াছি, বন্ধ এবং মোক্ষ, এই উভয়ের কারণ কেবল তুমিই হইয়াছ। তুমি যদি বিষয়-বাসনা হইতে একেবারে বিরত হও, তবে আত্মা আর কোনমতেই বন্ধ হয়েন না। নিত্যসুখ-সাগরে নিমগ্ন হয়েন। অহং সুখী, অহং দুঃখী, এরূপ অভিমান পরিহার পূর্ব্বক স্বরূপ ধারণ করেন।

মন। হে দেবি। আমি সর্ব্বতোভাবেই সুস্থ হইয়াছি, এককালীন স্থির হইলাম।

এইক্ষণে আত্মা নির্ব্বিঘ্নে নিত্যানন্দ সাগরে নিমগ্ন হউন। আজ্ঞা করুন, আমরা মহামোহ প্রভৃতির তর্পণ করণার্থ তরঙ্গিণীতটে গমন করি।

[তদনন্তর বেদান্তদর্শন এবং মন প্রভৃতি সকলে রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।]

[ইহার পর জীবমুক্তি হইবে।]

ইতি পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(অর্থাৎ প্রবোধ উৎপত্তি)

(শান্তির নাট্যশালায় আগমন।)

শান্তি। মহারাজ বিবেক বিপক্ষ বিনাশ পূর্ব্বক সংগ্রামে জয়ী হইয়া আমাকে গোপনে ডাকিয়া অনুমতি করিলেন, "হে বৎসে শান্তি! যদিও এই সমস্ত বিষয় তোমার অগোচর কিছুই নাই, তথাচ এক কৌতুকের কথা শ্রবণ কর, সংপ্রতি কাম ক্রোধাদি সন্তান সমূহের মরণ জন্য আমাদিগের পিতা রাজ্যেশ্বরের মন হীনমোহ হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। একারণ তিনি চাপল্য-শূন্য হইয়া স্থিরভাব ধারণ করাতে অবিদ্যা, মমতা, রাগ, দ্বেষ এবং বিষয়াভিনিবেশ এই পঞ্চ প্রকার ক্লেশপাশ হইতে মুক্ত হওয়াতে আত্মা শান্তি-সলিলে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের বিস্তারার্থ সাতিশয় যত্নশীল হইয়াছেন, অতএব অধুনা শ্রীমতী উপনিষদ্দেবী যেখানে থাকেন তুমি তথা হইতে তাঁহাকে যথাযোগ্য আহ্বান করিয়া আমার নিকট শীঘ্রই আনয়ন কর।"—

আমি রাজাজ্ঞা শিরোভূষণ করিয়া ভগবতী বিষ্ণুভক্তি জননীর আদেশ ক্রমে উপনিষদ্দেবীর নিকটে গমন করিতেছি। (চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক।) হাঁ ঐ, যে, দেখি—আমার মাতা শ্রদ্ধা অতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া মনে মনে কোনরূপ মন্ত্রণা করিতে করিতে একাকিনী এই দিকেই আগমন করিতেছেন, বড় আনন্দের বিষয়।

শ্রদ্ধা। (আনন্দচিত্তে মৃদু হাসিতে হাসিতে।) আহা কি আহ্লাদ!—কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ—যেমন নিদ্রা-কালে নবীননীল-নিবিড়-নীরদ নিরীক্ষণ করিয়া চাতক সকল সুখি হইতে থাকে,—যেমন শরৎকালে পূর্ণেন্দু সুধাকরের সুবিমল শ্বেতশরীরের শোভা সন্দর্শনে চকোর নিকর হর্ষে পরিপূর্ণ হইতে থাকে,—যেমন সুচারু সৌন্দর্য্য দর্শনে বিহঙ্গব্যূহ অত্যন্ত আনন্দিত হইতে থাকে,—সেইরূপ অদ্য চিরকালের পর রাজকুলের স্থির সৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া আমার চিত্ত এক অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখি হইতেছে,—যে স্থলে অসতের বসতের সম্ভাবনা না থাকে সেই স্থলই স্থল,—অসাধুর বিগ্রহ নিগ্রহকারি শম দম প্রভৃতি যে স্থলে পূজা প্রাপ্ত হয়েন, সেইস্থল ভিন্ন আত্মারাধনার উপযুক্ত পবিত্রস্থল আর দেখিতে পাই না।

শান্তি। (নিকটে গিয়া।) ওমা! তুমি মনে মনে কি ভাবিতেছ! কোথায় গমন করিতেছ?

শ্রদ্ধা। (আহ্লাদে গদগদ হইয়া শান্তির মুখচুম্বন পূর্ব্বক।) ও—বাছা!—অত আমার আর আনন্দের পরিসীমা নাই, রাজকুল দর্শনে চিরকালের দুঃখ এককালেই দূর হইল।

শান্তি। ও-মা! —বল বল, ভবপতি আত্মার সংপ্রতি মনের প্রতি কিরূপ প্রীতি।

শ্রদ্ধা। ও বাছা!—তুমি এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে,—মনের প্রতি আত্মার আর প্রীতি হওনের সম্ভাবনা কি!—মনের সহিত তিনি আর কোন প্রকার সম্বন্ধ-সম্বন্ধ রাখেন না, যেহেতু এইক্ষণে আত্মা, অবিদ্যা, মমতা, রাগ, দ্বেষাদি পঞ্চ প্রকার ক্লেশ রহিত হইয়া শান্তিরস-সাগর সলিলে নিমগ্ন হইয়াছেন।

শান্তি। মাগো! তবে কি জগতের স্বামী আত্মা এই সুখের রাজত্ব স্বয়ং সংহার করণে সচেষ্ট হইয়াছেন।

শ্রদ্ধা। ওমা!—লক্ষণ খানা সেইরূপ বটে, কিন্তু সেই মন যদিস্যাৎ এখন আত্মার সহিত আনুগত্য করিয়া আশ্রিত হইয়া থাকেন, তবেই আত্মা সর্ব্বরাজ্যের সম্রাট অথবা স্বারাট অর্থাৎ শুদ্ধ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ হইবেন।

শান্তি। তোমার কথায় মাগো, জুড়াল জীবন।
বল বল, বল শুনি সার বিবরণ॥
এখন করেন আত্মা, কিরূপ ব্যাভার।
মায়ার উপরে মায়া, কিরূপ প্রকার॥

শ্রদ্ধা। ওরে বাছা! সবিশেষ, শুন বলি তবে।
মায়ায় আত্মার মায়া, কিসে আর হবে॥
সত্যের সঞ্চারে কেবা, মিথ্যা আর রাখে।
প্রকাশের প্রকাশে কি, অন্ধকার থাকে॥
সকল পাপের বীজ, সর্ব্বনাশী মায়া।
ভুলাতেছে এই ভবে, প্রকাশিয়া মায়া।
ভ্রান্তি ছেড়ে শান্তি সুধা, খেয়েছেন যিনি।
আর কি মায়ার ছায়া, মাড়াবেন তিনি॥

শান্তি। যদি এমন ব্যাপার যদি এমন ব্যাপার।
রাজকুল কিরূপেতে, রক্ষা পায় আর॥
ইথে কিরূপ সম্ভবে ইথে কিরূপ সম্ভবে।
বল বল, বল মাগো, কি হবে, কি হবে॥

শ্রদ্ধা। হে প্রাণাধিকে, তবে শুন। নিত্যানিত্য বিবেচনা, বৈরাগ্য,—যম নিয়মাদি।—মৈত্রী, মুদিতা, ক্ষমা, করুণা এই চারি ভগিনী এবং মুক্তীচ্ছা, ইহারাই এইক্ষণে যথা প্রথাক্রমে সর্ব্বগত করিবেন। —যিনি "নিত্যানিত্য—বিবেচনা" তিনি আত্মার "সহধর্ম্মিণী"। "বৈরাগ্য" একমাত্র সুহৃৎ। "যম নিয়মাদি" সহায়,—"ক্ষমা করুণা" প্রভৃতি পরিচারিকা, আর "মুক্তীচ্ছা" সহচরী হইবেন। এবং মোহ, মমতা, সঙ্কল্প,—ও সঙ্গ প্রভৃতি শত্রু সকল বিনাশের গ্রাসে পতিত হইবে।

শান্তি। ভাল না,—আমি জিজ্ঞাসা করি, সংপ্রতি জগতের প্রতি আত্মার সহিত ধর্ম্মের কিরূপ সদ্ভাব।

শ্রদ্ধা। হে পুত্রি!—যখন বৈরাগ্য প্রভৃতি আত্মার সহকারিতা করিতেছেন তখন আর ধর্ম্মের (১) সহিত কি সম্বন্ধ আছে। কিছুই নাই,—তিনি ইহলোক, পরলোক উভয় লোকের সুখসম্ভোগ সংযোগ সংহার পূর্ব্বক কামনা-কণ্টক উচ্ছেদ করিয়া স্বয়ং নিষ্কাম হইয়াছেন, সুতরাং আর ধর্ম্মই কি এবং অধর্ম্মই কি!—যাহাকে তুমি ধর্ম্ম বল, সেই ধর্ম্মই আত্মার মোক্ষের ইচ্ছায় আপনাকে আপনি চরিতার্থ মানিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে দূরে প্রস্থান করিতেছেন।

শান্তি! অধুনা, মহামোহের অবস্থা কিরূপ! সে কোন্ ভাবে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে।

শ্রদ্ধা। ও বাছা!—এ বড় হাসির কথা। যে স্বভাবত খল সে সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল হইলেও কখন আপনার খলতা-রোগ পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেই পাপাত্মা মহামোহ যদিস্যাৎ সম্যক প্রকারেই সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাচ অদ্যাপি দুরাশা হইতে ক্ষান্ত হয় নাই, ইদানীং ঐ দুর্নিবার দুরাচার, নির্ব্বিকার আত্মার মনে পুনর্ব্বার মায়ার বিস্তার করণ কারণ মধুমতীর (২) সহিত উপসর্গ (৩) সকলকে চালনা করিতেছে, ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ ষড়যন্ত্রে যদি আত্মা মধুমতী প্রভৃতির ইন্দ্রজালে জড়িত হয়েন, তবে পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভ্রান্ত হইবেন, তাহা হইলেই আর "বিবেক" এবং উপনিষদ্দেবীকে স্মরণ করিবেন না, সেই স্মরণের অভাবেই প্রবোধ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকিবে না।

শান্তি। মধুমতীর সহিত মিলিত হইয়া উপসর্গেরা কি প্রকার ছলনা করিতেছে।

শ্রদ্ধা। মধুমতীর সংযোগে উপসর্গগণ আত্মার সমীপে আগমন পূর্ব্বক বঞ্চনা-দ্বারা এইরূপ ইন্দ্রজাল-বিদ্যা প্রকাশ করিতেছে। যথা।

এসো এসো, প্রিয়তম, এগো এই স্থান।
দ্রব্যরস-রসায়ন, সুখে কর পান॥
মিছামিছি, কেন আর দুখে কাল হর।
এ সব সুন্দরী তুমি, সুখে ভোগ কর॥

দূরে হ'তে শুনে এই, কথা সমুদয়।
আত্মার আশ্চর্য্য ভাব, অন্তরে উদয়॥
ভারত, পুরাণ আদি, কাব্য অনুরূপ।
রসভাবসমন্বিত, কাব্য নানারূপ॥

---

(১) ধর্ম্ম। এস্থলে সকাম ধর্ম্ম।

(২) মধুমতী। সিদ্ধি বিশেষ। যে সিদ্ধির অভিমানি দেবতা সকল এইরূপ বাক্য কহেন "এইস্থানে আগমন কর, এখানে আইলে পরম-সুখ ভোগ করিবে। এই স্থলে জরা নাই, মৃত্যু নাই। এই সমস্ত বিদ্যাধরীগণ সর্ব্বদাই তোমার সেবা করিবে, এবম্প্রকার বাক প্রয়োগ দ্বারা উল্লেখিত দেবতারা যোগিপুরুষকে নিরন্তর ছলনা করেন, যোগি যদি সেই বাক্য শুনিয়া তাহাতে রত হন তবে ভগ্নযোগ হইয়া পুনর্ব্বার সংসার যাতনা ভোগ করেন, তাঁহার আর মুক্তি হয় না।

(৩) উপসর্গ। অষ্টযোগসিদ্ধি। অর্থাৎ যোগেতে এইরূপ সিদ্ধি হয়। কখন সূক্ষ্মদেহ।১ কখন ক্ষুদ্রদেহ।২ কখন বৃহৎ। ৩ কাহারো অধীন না হইয়া স্বাধীন থাকা। ৪ আপনার অতিশয় মহত্ব হওয়া। সকলের শাসন করণ।৬ সকলকে বশীভূত করণ।৭ মনের মধ্যে যখন যেরূপ ইচ্ছার উদয় হইবে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্মুখে উপস্থিত হওয়া। ৮

রসনাগ্রে সরস্বতী করেন বিহার।
নবনব নানাপদ, হতেছে প্রচার॥
অভাব না হয় কিছু ভাবের ব্যাপারে।
রচনা করেন সব, ইচ্ছা অনুসারে॥
স্বর্গ, সত্য, রসাতল, করিয়া ভ্রমণ।
সুমেরুর চারু চূড়া, করেন দর্শন॥
মধুমতী মোহে মুগ্ধ, দেবগণ যত।
আত্মারে আরোপ কথা কহিতেছে কত॥
শঠতার সহযোগে, সুধার সম্ভাষ।
অপরূপ ইন্দ্রজাল, প্রলোভ প্রকাশ॥
"স্বাদে হে, পুরুষ, তুমি পুরুষ প্রধান।
তোমার বাসের হয় যোগ্য এই স্থান॥
আহার্য্য সৌন্দর্য্য বিনা স্বভাবে সুন্দর।
জন্ম জরা-মৃত্যুহীন পুরী মনোহর॥
দেখ দেখ দেখ সব, অতি রমণীয়।
এই সব বিদ্যাধরী, কান্তি কমনীয়॥
মঙ্গলের দ্রব্য করে, করিয়া ধারণ।
দেখ না তোমায় কত, করিছে যতন॥
হাব, ভাব, কেশ বেশ, বেশ সমুদয়।
প্রেমের আধার আর, এমন, কি হয়॥
স্বর্ণধূলীময় নদী, পুলিন সুন্দর।
নীরেতে নবীন নীল, নলিন নিকর॥
এরূপ সুখের স্থান, নাহি ত্রিভুবনে।
এখনি অমর হবে, অমৃত ভোজনে॥
সর্ব্বসুখময় ধাম, স্বর্গের এ বাস।
যাহে রুচি, তাহে কর, পূর্ণ অভিলাষ॥

শান্তি। ও-মা! এইরূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া অভিমানি দেবতারা কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রদ্ধা। হে প্রাণাধিকে! মধুমতী এবং উপসর্গ প্রভৃতির এই সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া "মায়া" কহিলেন "এই ঘটনা অত্যন্ত আহ্লাদের ঘটনা বটে" —ইহাতে শ্লাঘা করাই কর্ত্তব্য, আর মন তাহাতে আনন্দিত হইয়াছেন, এবং সঙ্কল্পের দ্বারা যত্ন ও উৎসাহ প্রাপ্ত আত্মাও বুঝি তাহাতে সম্মত হইয়া থাকিবেন।

শান্তি। (খেদপূর্ব্বক গালে হাত।) গীত।

এ কি গো এ কি গো, মাগো মাগো ও মা,
এতো নহে মাগো শুভ সমাচার।
বিষম-বিশাল বিষয় বাসনা,
বিবেতে বিভুর ঘটাল বিকার॥
কেমনে কে মনে প্রদান করিল ?
প্রবৃত্তি-প্রণয় পূর্ব্বসংস্কার।
জগতে-জনক যাতনা জালেতে,
যতনে জড়িত হবে পুনর্ব্বার॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্, কি কব অধিক।
কে আছে এমন, কারে বলি আর।
সর্ব্ব মূলাধার হ'য়ে সর্ব্বসার,
সারেতে কিরূপে হতেছে অসার॥

শ্রদ্ধা। ও-মা! স্থির হও,—স্থির হও,—ভাবনার বিষয় কি! আত্মা কখনই পুনর্ব্বার বিষয় বন্ধনে বদ্ধ হইবেন না। মধুমতী মিলিত উপসর্গ সকল সেই প্রকার শঠতা বড়জাল বিস্তার করিলে আত্মার পার্শ্ববর্ত্তী তর্ক তাহাদিগের প্রতি কুটিল-কোপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রভুকে নিবেদন করিলেন,—হে আত্মন্! আপনি কি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই? দেখুন—দেখুন এই তঞ্চকারি-পঞ্চপ্রিয় বঞ্চক-বৃন্দ আপনাকে পুনর্ব্বার বিষয়রূপ জলদজ্বালে দগ্ধ করিবার জন্য সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতেছে।—হে প্রভো!—আপনি সংসার পারাবার পার হইবার নিমিত্ত একাল পর্য্যন্ত বিশেষ যত্নে যে যোগরূপ নৌকার আশ্রয় লইয়াছিলেন।—অধুনা মদে মত্ত হইয়া তত্ত্ব ছাড়িয়া সেই তরি পরিহার পূর্ব্বক কি জন্য পুনরায় জলদজ্বাল-সাগর সলিলে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইতেছেন?—উক্ত পার্শ্বস্থিত তর্কের মুখ-নির্গত এতদ্রূপ সদুপদেশ-সূচক শব্দ শ্রবণে আত্মা সেই মধুমতী নায়িকার মুখাবলোকন

না করিয়া এই মধুর বাক্য ব্যক্ত করিলেন, "আমি এককালেই বিষময় বিষয় রসে বিরক্ত হইলাম"।

শান্তি। (হাস্যবদনে)। সাধু,—আত্মা,—তুমিই সাধু।—ওঁ-মা!—তুমি এখন কোথায় গমন করিতেছ?

শ্রদ্ধা। আমাদিগের স্বামী আত্মা বিবেককে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, একারণ আমি তাঁহাকে আনিবার জন্য গমন করিতেছি।

শান্তি। উপনিষদ্দেবীকে আনিবার নিমিত্ত মহারাজ বিবেক আমার প্রতি অনুমতি করিয়াছেন, দেবীকে এখনিই আনিতে হইবে। মা—তবে চল, আমরা মায়ে ঝিয়ে দুই জনেই রাজকার্য্য সাধন করি।

[তদনন্তর শ্রদ্ধা এবং শান্তি রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।]

প্রবেশক। গীত।

আত্মার হইবে আত্মবোধ।
আর নাহি রাগ, দ্বেষ, লোভ, কাম ক্রোধ।
নিজে পেয়ে নিজ-মর্ম্ম, স্বভাবে হতেছে শর্ম্ম,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, একেবারে শোধ।
মরেছে মনের রোগ, যোগের সুযোগ যোগ,
নাহি আর ভোগাভোগ, ভব-অনুরোধ।
বিবেকের সহকার, নাহি আর অন্ধকার,
হৃদয় আকাশে চাঁদ, উদয় প্রবোধ॥

সর্ব্বরাজ্যেশ্বর সর্ব্বময় আত্মা স্বয়ং আগমন করিতেছেন। অতএব সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণত হও।

আত্মা। (ক্ষণকাল চিন্তা পূর্ব্বক)।

ধন্য সেই বিষ্ণু ভক্তি, মরি তার কিবা শক্তি,
মঙ্গলার মহিমা অপার,
যাহার করুণাতরী, সুখে আরোহণ করি,
হলেম সংসারনদী পার॥
যে নদী আপন বলে, মমতার পাপ-জলে,
করিতেছে তরঙ্গ বিস্তার।
সে পাকে পড়িলে পরে, বিপাকে সবাই মরে,
কিছুতেই না পায় নিস্তার,
দারা পুত্র আদি যত, জলচর শত শত,
জলে চরে হিংস্রক সকল।
প্রবল প্রভাব তরে, সতত দহন করে,
ক্রোধরূপ বাড়ব অনল॥
বিফল বিষয়-বশে, অসার সংসার-রসে,
এতদিন ছিলাম বিষাদে।
পাইয়া পরম পোত, পাপ আশা খরস্রোত,
কাটিলাম দেবীর প্রসাদে॥

(শান্তির সহিত উপনিষদ্দেবীর রঙ্গভূমিতে আগমন)।

উপনিষদ্দেবী। গীত।

সখিরে—সাধে কি?—দুখের অনলে সদা দহিছে হৃদয়।
কখন হ'লো না স্বামি সভাবে সদয়॥
অধিনী দুখিনী জনে, রাখিয়া বিরল বনে,
ভ্রমে নাহি করে মনে, এমনি নিদয়।
একাকিনী প'ড়ে রই, কে আছে কাহারে কই।
কারে করি অভিমান, কেবা কথা কয়॥

স্বামি প্রতিকূল যারে, কেহ না জিজ্ঞাসে তারে।
মিছে তার, এ সংসার, কিছু কিছু নয়॥

শান্তি। হে কল্যাণি, হে দেবী! তুমি তো সমস্ত বিষয় জ্ঞাত আছ, তোমার অগোচর তো কিছুই নাই, তোমার স্বামী মহারাজ বিবেক তোমাতে নিতান্তই অনুরত। তোমার অপেক্ষায় তিনি এক দৃষ্টিতে পথ চাহিয়া আছেন, কি করেন, ঘোরতর বিপদের সময়ে কি প্রকারে তোমার সহিত আসঙ্গ করিতে প্যারেন।

উপনিষদ্দেবী।

কি কব গো শান্তি সখি, যত জ্বালা সয়েছি।
প্যাষাণে বেঁধেছি প্রাণ, বেঁচে তাই রহেছি॥
নীচের অধীন হয়ে অধীনতা ল'য়েছি।
যাতনায় জরজর, মরমর হয়েছি॥
বহিবার নহে ভার, সেই ভার বয়েছি।
কাতরেতে কত স্থানে, কত কথা কয়েছি॥
অভিমানে শাস্ত্রপথে, যত লোক চ'রেছে।
আমার দুর্দ্দশা তারা সকলেই করেছে॥
শরীরের সমুদয় অলঙ্কার হ'রেছে।
মাথার মুকুট নিয়া, চরণেতে পরেছে॥
হস্ত পদ ঠেলে ফেলে, কেশপাশ ধরেছে।
অনর্থে জানিয়া অর্থ, পোড়াপেট ভরেছে॥
জ্ঞান নাই, গুণ নাই, অহঙ্কারে মরেছে।
হরিয়া আমার ধন, নানাদেশে সরেছে॥
পাষণ্ডের অস্ত্রাঘাতে, কত রক্ত ক্ষরেছে।
নিরন্তর দরদর, দুটি আঁখি ঝরেছে॥

শান্তি। হে প্রিয় সখি!—এ বিষয়ে তোমার স্বামী মহারাজ বিবেকের কিছু মাত্র অপরাধ নাই, কেবল সেই পাপিষ্ঠ মহামোহ হইতেই এই সকল মহানিষ্ট ঘটনা হইয়াছে, দুর্জ্জনের দুরাচরণে মন এতকাল মোহমেঘে আচ্ছন্ন ছিলেন, সঙ্কল্পের অধীন হওয়াতে শুদ্ধ প্রবৃত্তির প্রমাদে প্রমাদী হইয়া কালক্ষয় করিয়াছেন, এ কারণ উক্ত পাষণ্ড পতি মহামোহ স্বাভিমত সিদ্ধি করিয়া এতদিন তোমাকে বিবেকের নিকট আগমন করিতে দেয় নাই।—হে মানিনি কুলেশ্বরি! তুমি অভিমান পরিহার কর, তুমি সাক্ষাৎ সাবিত্রী স্বরূপা সাধ্বী, যাঁহারা পতিব্রতা কুলাঙ্গনা তাঁহারা পতির বিপদে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন,—অধুনা তোমার সতীত্ব প্রভাবে মহারাজ সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, শত্রু সকলের সমূলে নিপাত হইয়াছে, এই সময় তোমার সুখ সম্ভোগের অতি সুসময়, অতএব এখন প্রচুরতর প্রেমপূরিত প্রিয়ালাপদ্বারা পরমপ্রিয়তম প্রাণেশ্বর পতিকে পরম পরিতোষ-পয়োধি নীরে নিমগ্ন কর।

উপনিষদ্দেবী। হে কল্যাণি-শান্তি!—আমি যাবৎকালে আগমন করি, তখন পথের মধ্যে আমার বালিকা দুহিতা গীতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে আমাকে বড় এক কৌতুকের কথা কহিয়াছে। গীতা কাহল, ও মা, আমি বুঝেছি, তুমি স্বীয় স্বামী এবং শ্বশুরের নিকট গমন করিতেছ, আমার পিতা বিবেক এবং পিতামহ আত্মা, এই উভয়কে তুমি বচনামৃত দ্বারা তৃপ্ত করিবে, তাঁহারা তোমার প্রশ্নোত্তর শ্রবণে সুখি হইবেন, ভাল, এ মঙ্গলের বিষয় বটে, তাঁহারা তোমাকে যেরূপ অনুমতি করিবেন তাহা তুমি আহ্লাদ-পূর্ব্বক অবশ্যই করিবা। তাহাতে তোমার প্রবোধচন্দ্র রূপ পুত্রের জন্মলাভ হইলে আমার একটি সহোদর হইবে।—হে সখি!—কন্যাটির কথা শুনিয়া গুরুজন শ্বশুর সমীপে গমন করিতে বড় লজ্জা হইতেছে।

শান্তি। হে দেবী!—তুমি এ-কি কথা কহিতেছ? তোমার লজ্জার বিষয় কি? তোমার এ কথা শুনিবার যোগ্যই নহে, কারণ ভগবান বিষ্ণু-ভক্তি-দেবী বহুদিন পূর্ব্বেই এই সমস্ত বিবরণ বিবেক এবং আত্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আর বিলম্ব করা

উচিত হয় না, সখি চল চল, শীঘ্রই চল, তোমাকে দেখিবার জন্য তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছেন।

উপনিষদ্দেবী। সর্জ্জনি-শান্তি!—আর কি করা যায়, তবে চল, তোমার কথাই রক্ষা করি—শ্রীমতী বিষ্ণু-ভক্তি-দেবীর আজ্ঞা কোনমতেই অবহেলন করিবার নহে।

(গদগদ ভাবভরে মুহুর্মুহু হাসিতে হাসিতে মরালের ন্যায় মন্দমন্দ গতি ভঙ্গিমায় শান্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।)

(শ্রদ্ধার সহিত মহারাজ বিবেকের রঙ্গভূমিতে আগমন।)

বিবেক। হে বৎসে শ্রদ্ধে! সংপ্রতি শান্তি আমার প্রণয়িনী—উপনিষদ্দেবীকে কোথায় অন্বেষণ করিতেছেন, তুমি সেই সমাচার কিছু অবগত আছ? শান্তি ত আমার প্রার্থীত বিষয়টি ভ্রান্তির পথে নিক্ষেপ করেন নাই। এত বিলম্ব কেন হইতেছে? বিলম্ব দেখিয়া ক্ষণেক্ষণেই আমার মনে ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইতেছে। উপনিষদ্দেবী কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন! শান্তি তাহার অনুসন্ধান কাহার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রদ্ধা। হে মহারাজ। ভাবনা কি, কেনই এত ব্যাকুল হইতেছেন! শান্তির মনে কি কখন ভ্রান্তির উদয় হইতে পারে। সে কি কদাচ রাজাজ্ঞা অবহেলন করিতে পারে। মন্দর পর্ব্বত এখান হইতে নিতান্ত নিকট নহে; এজন্য বিলম্ব হইতেছে, আগত-প্রায়, তাহাতে সন্দেহ নাই. ভগবতী বিষ্ণুভক্তি-দেবী শান্তিকে এই বলিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যে, "অধুনা তর্কবিদ্যার ভয়ে শ্রীমতী উপনিষদ্দেবী মন্দর নামক পর্ব্বতে বিষ্ণুমন্দিরে গীতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপনে বাস করিতেছেন।"

বিবেক। তর্কবিদ্যার ভয়ে উপনিষদ্দেবী কি জন্য এবম্প্রকার ভীতা হইয়াছেন। তাঁহার ভয়ের বিষয় কি।

শ্রদ্ধা। মহারাজ!—স্থির হউন, সেই সমস্ত বিষয় আপনি উপনিষদ্দেবীর মুখেই শুনিতে পাইবেন, তিনি যখন আপনার নিকট আগমন করিবেন, তখন সাক্ষাতে সমুদয় ব্যক্ত করিতে কখনই ত্রুটি করিবেন না। সংপ্রতি আপনি আর বিলম্ব করিবেন না। ঐ দেখুন, সর্ব্বস্বামী আত্মা, আপনার আগমনের প্রতি প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতেছেন।

বিবেক। (আত্মার নিকট গমন করিয়া।) হে সর্ব্বেশ্বর—আত্মন্!—আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া প্রণাম করি আমার প্রতি শুভদৃষ্টি করিতে আজ্ঞা হউক।

আত্মা। (অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সাদর বচনে।) হে বৎস বিবেক!—এসো এসো. তুমি শাস্ত্র এবং ব্যবহারের বিরোধী হইয়া অন্যায়রূপে কেন আমাকে অভিবাদন করিতেছ? যেহেতু তুমি পরমজ্ঞানী, অতএব জ্ঞানের দ্বারা বিচার মত তুমিই আমার পিতা হইতেছ, অজ্ঞানতা জন্য আমি তোমার পুত্রের যোগ্য হইতে পারি কি না তাহাতে সংশয় করিতেছি, হে পুত্র! যখন আমি বাসনা-বশে কামাদি শত্রু সকলের অধীন ছিলাম তখন যথার্থ বেদার্থ-বোধ-ব্যাপারে বঞ্চিত হইয়া তোমাকে বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে তুমি এ প্রকার উত্তর করিয়াছিলে "বেদের মর্ম্মার্থ এই, ব্রহ্ম এক মাত্র অদ্বিতীয়, নিত্য, সত্য, নিরঞ্জন, নিরাকার. সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ" বাপুরে, তৎকালে আমার ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীবাভিমান থাকাতে তোমার সেই সুধাপূরিত সাধু উপদেশ আমার বুদ্ধি-বর্ত্মে বিচরণ করিতে পারে নাই।

শান্তি। হে দেবি উপনিষৎ!—ঐ দেখ, সম্রাট আত্মা মহারাজ বিবেকের সহিত বিরলে বাস করিতেছেন, তুমি এখনই তাঁহার নিকট গমন কর।

উপনিষদ্দেবী। তবে চল, সজনি, তোমার পশ্চাতেই গমন করি।

শান্তি। (আত্মা বিবেকের নিকট গমন করিয়া)। হে আত্মন্! এই উপনিষদ্দেবী সম্মুখে আসিয়া আপনার মরণ-হরণ-চরণ-কমল অর্চনা করণ কারণ প্রার্থনা করিতেছেন।

আত্মা। তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ কল্পে উপনিষদ্দেবী সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠা, অতএব দেবীই আমার জননীর ন্যায় নমস্যা, তিনি আমাকে প্রণাম করিবেন, এ কেমন কথা কহিলে? আমি তাঁহাকে মায়ের অপেক্ষা বড় জ্ঞান করি, যেহেতু জননী স্বীয় সন্তানকে সংসারস্বরূপ জালের বন্ধনে দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ করেন, উপনিষদ্দেবী জ্ঞানরূপ শাণিতাস্ত্রে সেই বিষম-বন্ধন ছেদন করিয়াছেন।

উপনিষদ্দেবী। নিজ কাণ্ড বিবেককে নমস্কার পূর্ব্বক ঈষদ্দৃষ্টির ভঙ্গিমাক্রমে মাননীয় ন্যায় কিঞ্চিদ্দূরে দণ্ডায়মানা।

আত্মা। হে জননি উপনিষদ্দেবী!—আপনি এতকাল কোথায় অবস্থান করিতেছেন? তাহা শুনিতে অভিলাষ করি, বিস্তার পূর্ব্বক বিশেষ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করুন।

উপনিষদ্দেবী। হে প্রভো! আমার দুঃখের কথা কি নিবেদন করিব? আমাতে আর আমি ছিলাম না, এতকাল আমি মঠচত্বর এবং শূন্যদেবালয় প্রভৃতি স্থানে পাশাণ্ড, মূঢ়, বাচালবর্গের সহিত বাস করিয়াছি, সেই দুর্দ্দশার বিষয় ব্যক্ত করিবার নহে।

আত্মা। ও-মা তোমার কথা শুনিয়া আমি অতিশয় ব্যথা পাইলাম, ঐ ভক্তেরা কি তোমার গুণ মহিমা কিছুই জানিতে পারে নাই।

উপনিষদ্দেবী। হে আত্মন! যদিস্যাৎ তাহারা অপর গুণ জ্ঞাত হইবে, তবে এতদ্রূপ দুর্গতি ভোগ কেন করিব।

আত্মা। (অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া।) ও-মা! তাহারা কি এমন মূঢ়! এমন অজ্ঞান-

উপনিষদ্দেবী। হে আত্মন! দ্রাবিড়-দেশবাসিনী রমণীদের বদন বিগলিত বাক্যের যথার্থ ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া তদ্ভাষায় অনভিজ্ঞ জনেরা যেমন আপনাপন ইচ্ছানুরূপ অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপরীত করিয়া থাকে,—সেই প্রকার উল্লেখিত বাচাল অর্থবোধান্ধ লোকেরা আমার বচনের স্বরূপ মর্ম্ম না বুঝিয়া সদর্থে অসদর্থ সম্পন্ন করিয়া বিবিধ প্রকার ব্যতিক্রম ঘটনা করিতেছে, তাহাদিগের অভিপ্রায় আর কিছুই নহে, যেরূপে হউক কেবল প্রতারণা পূর্ব্বক পরধন হরণ করণের প্রার্থনা মাত্র।

আমি পথে আগমন কালীন "যজ্ঞবিদ্যা" অর্থাৎ "কর্ম্ম-মীমাংসাকে" দর্শন করিলাম। তিনি অশেষবিধ কর্ম্মের অশেষ প্রকার প্রণালী প্রচার পূর্ব্বক ক্রমশ কাণ্ডের বিস্তার করিতেছেন, অধুনা সর্ব্বত্রেই "কর্ম্ম-মীমাংসার বিশেষ বাহুল্যই দৃষ্ট হইতেছে। প্রায় কোনখানেই ব্রহ্ম-মীমাসার প্রস্তাব প্রসঙ্গ শুনিতে পাইলাম না। ঐ যজ্ঞবিদ্যা কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম, সংস্কৃতাগ্নি, সমিৎ, হোমঘৃত, কুশ আর শ্রুবাদি, এই সমস্ত সামগ্রী এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞেতে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

আত্মা। (শরীর-সঙ্কোচ পূর্ব্বক)। হে জননি! সেই "যজ্ঞবিদ্যা" তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল?

উপনিষদ্দেবী। হে বৎস! তৎকালে আমার মনে এরূপ বিবেচনা হইল, এই প্রচুর-পুস্তক ভারবাহিনী কর্ম্ম মীমাংসা বুঝি আমার সদর্থ সূচক মর্ম্ম গ্রাহিকা হইবেন। অতএব এই স্থান কিছু দিনের নিমিত্ত আমার অবস্থান করণের স্থান বটে, এতদ্রূপ চিন্তা করিয়া আমি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইলে তিনি প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রথমত প্রস্তাব করিলেন, হে কল্যাণি, তোমার মনের অভিপ্রায় কি? এস্থানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ?

আত্মা। (অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া।) মা-গো! এই কথায় তুমি কি উত্তর করিলে?

উপনিষদ্দেবী। হে আত্মন। আমি কহিলাম "হে শ্রেষ্ঠ! আমি কিছুকাল তোমার নিকটে বাস করণের অভিলাষ করি।" তাহাতে তিনি প্রস্তাব করিলেন, "তুমি কি অভিপ্রায়ে এখানে বাস করিতে ইচ্ছা কর? তোমার মনের কথা ব্যক্ত কর।'

(তচ্ছ্রবণে আমি এই উত্তর করিলাম।) যথা—

নিরুপম নিরাধার, নির্ব্বিশেষ নিরাকার,
নিরঞ্জন নিত্য নিকেতন।
অশেষ আনন্দময়, তেজোময় নিরাময়,
শুদ্ধ, শান্ত, সত্য সনাতন॥
পরমপুরুষ পর, সর্ব্বভূত অধীশ্বর,
ক্রিয়াহীন করুণানিধান।
সর্ব্বআদি, সর্ব্বগত, যোগযুক্ত যতি যত,
সদা করে যার গুণ গান॥

যাঁর তত্ত্বজ্ঞান-রবি, প্রকাশিয়া নিজ ছবি,
নাশ করে দ্বৈত অন্ধকার।
সার যুক্তি সার উক্তি, ম'লেই নির্ব্বাণ মুক্তি,
পুনর্ব্বার জন্ম নাই আর॥
সৃজন, পালন, লয়, যাহাতে হয়
যার ভাবে ভবের বিন্যাস।
অভিলাষ এই রাখি, তোমার নিকটে থাকি,
করি তাঁর মহিমা প্রকাশ॥

আমার এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া সেই "কর্ম্মমীমাংসা" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মনে মনে মন্ত্রণা পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখি! তুমি আমার এই স্থানে অবস্থান করণের যোগ্যা কখনই নহ, তোমার উক্তি সকল একান্তই অসঙ্গত, ইহাতে আমার মনে তোমার প্রতি নিতান্তই অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে, কারণ যে কখনই কৃতী নহে, তুমি তাহাকে কারণ কহিতেছ, যাহার ক্রিয়া-শক্তি নাই, ক্রিয়াহীন অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, সেই পুরুষ কি প্রকারে জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর হইবেন? যে স্বভাবত অকর্ত্তা তাহার কর্ত্তা হওয়া কখনই সম্ভবে না। অতএব তুমি আপন মুখে যাহাকে ক্রিয়ারহিত কহিতেছ তাহাকেই আবার জগতের কর্ত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ। এ বড় আশ্চর্য্য কথা, যাহাতে কর্ত্তৃত্বাভাব তাহাতেই তুমি কর্ত্তৃত্ব কল্পনা করিতেছ, তুমি আর চমৎকার কথা কহিয়াছ, অর্থাৎ "আত্মতত্ত্ব জ্ঞানকেই পুনর্জ্জন্ম ছেদনের অসি কহিতেছ" কিন্তু ইহাও অত্যন্ত অযৌক্তিক, কেননা অশ্বমেধ যাগাদিই পুনর্জ্জন্ম হরণের কারণ হইয়াছে, তোমার মতে যদিস্যাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান মাত্রই মোক্ষের কারণ হয়, তবে তাহাতে বিলক্ষণ ব্যভিচার দেখা যাইতেছে, যেহেতু বারাণস্যাদিতে মরণ মাত্রে মুক্তি হয়, শাস্ত্রে তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অতএব আমি তোমার কথা কিরূপে গ্রাহ্য করিব? কেন না তুমি কহিয়াছ, আত্মতত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তির উপায় নাই, যদি এরূপ কহ "যেমন অনলোদ্ভবের প্রতি তৃণ, কাষ্ঠ, মণি প্রভৃতি পরস্পর প্রত্যেকে পৃথক পৃথক নিরপেক্ষ হেতু হয়, সেইরূপ মোক্ষের পক্ষে আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং কাশ্যাদিমৃত্যু তদনুসারে কারণ হয়, অর্থাৎ কাশীমরণে যেরূপ মোক্ষ হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞানেতেও মুক্তি হয়, ইহাতে আমার কথিত পূর্ব্ব কথার প্রতি দোষার্পিত হইতে পারে না।" ফলে এ কথাও প্রামান্য নহে, কারণ আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানের

কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না, অশ্বমেধ যাগাদি ক্রিয়া দ্বারাই জীব মুক্ত হয়েন, আর পুনর্বার জন্ম হয় না, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি পাপ হইতে অব্যাহতি পাইয়া মুক্তিলাভ করেন। পরন্তু গঙ্গাস্নানের ফল বর্ণনা করা দূরে থাকুক, তাঁহার দর্শন মাত্রেই মুক্তি হইয়া থাকে, যখন সমুদয় শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এরূপ অকাট্য প্রমাণপুঞ্জ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তখন একা তোমার এই কথায় কি হইতে পারে? কে ইহাতেই বা বিশ্বাস করিবে? যেরূপ অশ্বডিম্ব, গগন পুষ্প, শশশৃঙ্গ ইত্যাদি সকল অলীক মাত্র, তদনুরূপ তোমার মতসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের প্রতি কারণ, তাহা নিতান্তই অমূলক। সুতরাং তোমার এ স্থানে থাকাতে আমার অপকার ভিন্ন উপকার মাত্রই নাই, কেন না স্বর্গ-নরকবোধিকা শ্রুতি সমূহের প্রামাণ্যার্থ শুদ্ধ জীবকেই মানা করিতে হইবেক, কারণ তিনি ভোগের কর্ত্তা, তদ্ভিন্ন যে অকর্ত্তা তাহাকে কিরূপে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিব! তবে তোমার এখানে বাস করণের ইচ্ছা হয়, কর, নিষেধ করি না, কিন্তু তোমাকে আমার মতে চলিতে হইবে। অর্থাৎ জীবকেই সর্ব্ব বিষয়ের কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া তাঁহারি স্তব করিতে হইবে। তুমি ঈশ্বর বলিয়া বিশেষ বিশেষণ প্রদান পূর্ব্বক যাঁহার স্তুতি পাঠ করিতেছ, তিনি তো কিছুই নহেন, যাঁহার সহিত ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই আর যিনি স্বয়ং কর্ত্তা নহেন, তিনি কি প্রকারে ফলদাতা হইবেন? অতএব এই সমস্ত বিশেষণাদি কেবল জীবেতেই সম্ভব হইতেছে।

বিবেক। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক)।

এ বড় হাসির কথা, কব আর কায়।
ক্ষেপিয়াছে "যজ্ঞবিদ্যা" হায় হায় হায়॥
স্বভাবত বোধহীনা, কি করিব তারে।
দেখিতে না পায় কিছু, ধূম অন্ধকারে॥

নিয়ত হুমের ধূমে, ব্যতিক্রম নানা।
একেবারে হয়ে গেল দুটি চক্ষু কাণা॥
জ্ঞানঅন্ধ নিজে সেই, অন্ধকারে বাস।
কিরূপে হইবে তার নয়ন প্রকাশ॥

নিষ্ক্রিয় জগদীশ্বর হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্রই সংশয় নাই।—যেহেতু জ্ঞাপক ও প্রেরক যে পরম পুরুষ তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব সম্ভাবনা হইতেছে, তদ্ভিন্ন অচেতন যে জড় পদার্থ তাহার ঈশ্বরত্ব এবং সৃষ্টি ক্রিয়ার শক্তি সম্ভাবনা কখনই হইতে পারে না।—এই চরাচর বিশ্বসংসার অর্থাৎ ভূচর, খেচর, জলচরাদি জীবগণ এবং এই ঘট পটাদি বস্তু সকলের সৃষ্টি, মায়ার ক্ষমতায় হয় নাই, সেই স্ব স্বরূপ চৈতন্যময় ঈশ্বরের ক্ষমতা দ্বারাই হইয়াছে।—মায়া কর্ত্তৃক এই সৃষ্টির সৃষ্টি তবেই স্বীকার করিতাম, যদি মায়ার কর্ত্তৃত্ব ও চেতনা-শক্তি থাকিত।—যেমন লৌহ খণ্ড অনল প্রভাবে দাহিকাশক্তি না পাইলে কোন বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে না।—এবং যেমন ঐ লৌহখণ্ড চুম্বক মণির শক্তি দ্বারা আকর্ষিত না হইলে স্বকীয় স্বভাবগুণে গমন শক্তি প্রাপ্ত হয় না। - আর যেমন দর্পণ দিবাকর দত্ত দীপ্তি প্রভা না পাইলে নিকটস্থ ব্যক্তির শরীরাদিতে তাপ প্রদান করিতে পারে না।—সেইরূপ ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা ভিন্ন অচেতন মায়া কিছুই করিতে সমর্থ হয় না।—প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে হস্ত দগ্ধ হয় বলিয়া কদাচই তাহার দাহিকাশক্তি স্বীকার করিব না, কেননা সে শক্তি অনলের শক্তি।—লৌহ গমন করে বলিয়া তাহার গতি-ক্ষমতা কখনই গ্রাহ্য করিব না, কারণ সেই ক্ষমতা চুম্বকের ক্ষমতা।—রবিকরপ্রাপ্ত-মুকুরের দাহনশক্তি কদাপি মান্য করিব না, যেহেতু সেই প্রভা সূর্য্যের প্রভা।—তদ্রূপ, সৃষ্টি-বিষয়ে মায়ার কার্য্য বলিয়া কখনই গ্রাহ্য করিব না, কারণ সেই কার্য্য জগদীশ্বরের কার্য্য—আহা! যজ্ঞ বিদ্যার কি অযোগ্য

কথা। কথা কর্ম্ম ক্রিয়া বিবেচনা নাই, স্বর্ণকার সত্ত্বে ভূষণ দেখিয়া স্বর্ণরে কারণ কহিতেছে। কুম্ভকার থাকিতে ঘট দৃষ্টে মৃত্তিকাকে কারণ কহিতেছে। কি পরিতাপ! কি পরিতাপ!—মায়া হইতে যদিও সৃষ্টি হইতেছে, তথাচ মায়াকে তাহার কর্ত্তা কহিব না—আদি পুরুষের সৃষ্টিই কহিতে হইবে। যেহেতু মায়াতে জ্ঞানের অভাব, সুতরাং জ্ঞানাভাব জন্য তাহার কর্ত্তৃত্বাভাব সহজেই বলিতে হইবে। যেমন একটি রাজবাটী "সেই রাজগৃহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেতন-ভোগি ভৃত্যদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। নিকেতন নির্ম্মাণ নিমিত্ত তহাদিগের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন করে, কিন্তু তজ্জন্য সেই ভৃত্যগণের ভবন কেহই কহিবে না। রাজার গৃহ এবং রাজাকে সেই গৃহের কর্ত্তা সকলেই বলিবে। পরন্তু দেখ যেমন অন্ধ আর খঞ্জ। ইহারা পরস্পর উভয়েই অকর্ম্মণ্য। দৃষ্টিহীনতা জন্য অন্ধ হইতে কোন কর্ম্মই হইতে পারে না, এবং গতি-শক্তির অভাব বশতঃ খঞ্জের দ্বারাও কোন কর্ম্মই প্রায় হয় না। কিন্তু এস্থলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর সংযোগ-সম্বন্ধ-সংযুক্ত হইলেই অনায়াসে কার্য্যের সাধন হইয়া থাকে, যথা, খঞ্জ ব্যক্তির চক্ষু থাকাতে সে সহজেই সমুদয় দর্শন করিতেছে, সেই-দৃষ্টি-গুণে পথ-প্রাজ্ঞ হইয়া গমন বিষয়ের উপদেশে বিলক্ষণ তৎপর হয়, সুতরাং উক্ত অন্ধের স্কন্ধে ঐ খঞ্জ ব্যক্তি আরোহণ পূর্ব্বক গমনের উপদেশ করিয়া তাহাকে চালনা করিলে অন্ধ খঞ্জের আদেশমতে চরণ চালনা করত গমন করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। অতএব এরূপ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য, যে, যদিও অন্ধের দ্বারা ঐ গমনক্রিয়া সম্পাদন হইল, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাকে সেই গমনের কর্ত্তা কদাচই কহিব না, যেহেতু খঞ্জ তাহার পরিচালক হইল, কেননা সে ব্যক্তি দৃষ্টিজ্ঞান-জনিত উপায় নির্দ্দেশ দ্বারা চালনা না করিলে অন্ধ কখনই আদেশিত স্থলে গমন করিয়া কার্য্য নিষ্পাদন করিতে পারে না। ইহাতেই নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইল মায়া ঐ অন্ধের ন্যায় সুতরাং কর্ত্তা নহে। ঈশ্বর খঞ্জের ন্যায় তাহার পরিচালক হইয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তা হইতেছেন।

অনীশ্বরবাদি তমোগুণান্ধ লোকেরা সিদ্ধান্ত পক্ষে ভ্রান্ত হইয়া নিতান্তই ধ্বান্ত দর্শন করিবে ইহা বিচিত্র নহে। বোধরূপ ঔষধ সেবন ব্যতীত তাহাদিগের এই ভ্রান্তি রোগের শান্তি ও সম্ভাবনা কিছুতেই দেখিতে পাই না, তাহারা কহে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম নাশ, এ বড় অদ্ভুত কথা, যেমন আহার ভিন্ন অনাহারে কখনই ক্ষুধা নিবারণ হয় না, যেমন কুপথ্য দ্বারা কখনই পীড়ার উপসম হয় না, যেমন বায়ু ব্যতীত অগ্নির দ্বারা কখনই শরীরের উত্তাপ নিবারণ হয় না, এবং যেমন আলো ভিন্ন অন্ধকারের দ্বারা কখনই কর্ম্মপাশ নাশ হয় না, ইহারা স্বর্গভোগকে মুক্তি কহে, তাহাও সামান্য ভ্রম নহে, ঐ স্বর্গাদি ভোগের কারণ অদৃষ্ট, সেই অদৃষ্ট কর্ম্মের অধীন হইয়াছে, সুতরাং যত দিন কর্ম্ম থাকিবে ততদিন স্বর্গ নরকাদি ভোগের অন্যথা কিছুতেই হইবে না। স্বর্গবাস তাহাতেই বা বিশেষ বিভেদ আছে? যেহেতু বিশিষ্টরূপেই সংসার যাতনা ভোগ করিতে হয়, যাহাতে পুনঃপুনঃ জন্ম, মরণরূপ কষ্টের সঞ্চার রহিল, তাহাকেই মুক্ত কহিতেছে, যে বদ্ধ, সে কিরূপে মুক্ত হইবে? চমৎকার, চমৎকার! যেমন সূর্য্যকিরণে জলের ভ্রম, রজ্জুতে সর্প ভ্রম, এবং প্রপঞ্চ স্বপ্নশরীরে মিথ্যারূপে সুখ দুঃখের ভোগাভোগ, এই সাংসারিক নানা প্রকার ভোগাদিও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে, কেননা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সূর্য্যকিরণকে যথার্থ সূর্য্যকিরণ, এরূপ বোধোদয় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনমতেই জলভ্রমের অন্যথা হইতে পারে না, কিন্তু যখন এরূপ বোধ হইবে "জল নহে" রবির কর, তখন আর ক্ষণকাল মাত্র সেই ভ্রম থাকিবে না। পরন্তু যখন এমন জ্ঞান হইবে,

'এই রজ্জু রজ্জুই' ইহা সর্প নহে, তখন আর ক্ষণার্দ্ধকাল ঐ রজ্জুতে সর্প ভ্রম থাকিবে না। অপিচ যখন সেই স্বপ্নশরীরের অন্যথা হইয়া জীব জাগ্রত্দেহে চেতন প্রাপ্ত হইবে, তখন আর স্বপ্নজনিত সুখ দুঃখের ভোগাভোগ মুহূর্ত্তমাত্র রহিবে না, এই সংসার স্বভাবতই ভ্রম মাত্র। জ্ঞান ব্যতীত সেই ভ্রমের বিনাশ কখনই হইবার নহে,—স্বকীয় শক্তি কৌশলে ভুরাদি সপ্ত সংসার প্রচার করিতেছেন, সেই পরমপূজ্য পরমপরাৎপর পরমপুরুষের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভের অপর কোনরূপ উপায়ান্তর মাত্রই নাই, কর্ম্মে মুক্তি হয় না, ধর্ম্মে মুক্তি হয় না, সন্তানে মুক্তি হয় না, ধনে বা দানে মুক্তি হয় না, অন্য কিছুতেই মুক্তি হয় না, কেবল তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি হয়, তবে পুরাণাদি শাস্ত্রে বারাণসাদি-মরণ মুক্তির কারণ শুনা যাইতেছে, তাহাও সাক্ষাৎ সাধন নহে, ফলত আত্ম তত্ত্বজ্ঞানই তৎপ্রতি সাক্ষাৎ কারণ হইয়াছে। এই নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিলাম।

আত্মা। (হর্ষপূর্ব্বক) ও মা? তাহার পর কি হইল।

উপনিষদ্দেবী। (হাসিতে হাসিতে।) হে আত্মন! তাহার পর "যজ্ঞবিদ্যা" ক্ষণকাল ভাবনা করিয়া কহিলেন! হে সখি মঙ্গলে! তুমি আমাকে অনুকূলা হইয়া শীঘ্রই আপনার ইচ্ছানুরূপ স্থানে প্রস্থান কর, এখানে তোমার থাকাতে আমার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনাই দেখিতেছি। যেহেতু তোমার সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে আমার এই অল্পবুদ্ধি শিষ্য সকল ক্রিয়াকাণ্ডে অনাদর করিবে, বুদ্ধিহত হইয়া স্বেচ্ছাচার পূর্ব্বক যাহা তাহাই করিবে। আপনাদিগের উচ্ছন্নের পথ আপনারাই প্রস্তুত করিবে, আমি এতকাল প্রাণপণে পরিশ্রম পূর্ব্বক পাঠার্থিগণকে যে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিয়াছি, সে সকলি পণ্ড হইবে। এতকালের ব্যাপার ব্যূহ ব্যর্থ হইলে আমার আর দুঃখের আর পরিসীমা থাকিবে না, এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার প্রচুরতর প্রযত্ন দ্বারা তাহাদিগের যে কিছু সম্ভাবিত সঙ্গতি হইয়াছে তাহাতে ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহারা কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়ভ্রষ্ট হইয়া কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইহাতে তোমার কিছুই উপকার নাই, বস্তুত আমার অপকারের সংখ্যা হইবে না, ইহারা তোমার যে উপদেশ তাহার মর্ম্মমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। লাভে হইতে আমাকেই অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহিতা-বৎ ব্যবহার দ্বারা কার্য্য-রাজ্য ছারকার করিবে। অতএব সখি! এইক্ষণে তোমার বিবেচনা তোমারি উপর নির্ভর করিতেছে।

আত্মা। মা-গো তাহার পর কি হইল।

উপনিষদ্দেবী। হে বপ্ত :—যজ্ঞবিদ্যার বিনয় বচন শ্রবণ করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ তৎস্থান পরিহার পুরঃসর পথে গমন করিতে কর্ম্মকাণ্ডের প্রমাণরূপা এক মীমাংসাকে দর্শন করিলাম। ঐ শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি-প্রমাণের অনুগতা "অনুগতা কর্ম্মকাণ্ড সহচরী মীমাংসা" ব্রাহ্মণাদি-বর্ণভেদে, স্বর্গকামাদি ব্যক্তিভেদে, এবং মুমুক্ষু প্রভৃতি অধিকারভেদে – অশ্বমেধাদিযাগ, আর বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া বিশেষের বিধি বিধানানন্তর স্নান আচমনাদি—রূপ অশেষ প্রকার অধিকারিতা সম্পাদক অঙ্গের দ্বারা সেই ক্রিয়া কলাপ যোজনা করিতেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেমন পাত্র তাহাকে সেই প্রকার কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন। যেমন 'অশ্বমেধযজ্ঞ' এই যাগ একজন সম্রাট ভিন্ন অন্য এক সামান্য দীনজনের দ্বারা কখনই সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই দীন হীনকে অশ্বমেধ যাগের ব্যবস্থা না দিয়া তাহার অবস্থার উপযুক্ত কোন ক্রিয়া [illegible] বিধান করিতেছেন। যাহার যেরূপ ক্রিয়ার অধিকার ও যেরূপ ক্ষমতা [illegible]ংসার নিকট তিনি তদনুরূপ ক্রিয়া করণের উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছেন। উল্লেখিত

কর্ম্মের অঙ্গ সকল "উপদেশ এবং অতিদেশ—প্রাপ্ত" সেই উপদেশ এইরূপ। যথা-"জনাতুর জন যেমন দিবসে স্নাত হইবেন, প্রাতেও সেইরূপ হইবেন। যিনি স্নান না করিবেন, তাঁহার কর্ম্ম সকল সফল হইবে না ইত্যাদি প্রকার।" অপিচ "অতিদেশ" এই প্রকার। যথা,—"পার্ব্বণশ্রাদ্ধের অতিদেশ, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে এবং দর্শপৌর্ণমাস যাগের অতিদেশ, অগ্নিষ্টোমাদি যাগে, ইত্যাদি প্রকার"—

আমি ঐ কর্ম্মকাণ্ড সহচরীর সদনে পূর্ব্ববৎ কিছুদিন বাস করণের বাসনা ব্যক্ত করাতে তিনি কহিলেন "হে কল্যাণি। তুমি কি আশে এ বাসের বাঞ্ছা কহিতেছ?" আমি কহিলাম, তোমার এই পবিত্র স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক কিছুদিন সেই আদিপুরুষ পরমব্রহ্মের স্তব পাঠ করিতে ইচ্ছা করি। যে পরব্রহ্ম জগতের সমবায়ি কারণ, নিষ্ক্রিয়, চৈতন্যময়, সর্ব্বগত, সর্ব্বভূতেশ্বর কর্ত্তা ইত্যাদি।

আত্মা। ও-মা!—তোমার এই কথা শুনিয়া "কর্ম্মমীমাংসা" কিরূপ উত্তর করিলেন?

উপনিষদ্দেবী। ঐ কর্ম্মকাণ্ড সহচরী তৎকালে আমার মর্ম্মার্থ অবধারণ করিতে পারেন নাই, তিনি মনে করিলেন, "আমি বুঝি ঈশ্বরের নাম মাত্র উপলক্ষ করিয়া জীবের স্তুতি পাঠ করিতেছি" ঈশ্বরের এবম্প্রকার জীবভ্রম হওয়াতে তেঁহ আপনার উভয় পার্শ্ব অবলোকন পূর্ব্বক ইঙ্গিতক্রমে ছাত্রদিগ্যে এরূপ কহিলেন "হু, ইহাঁকে যত্নযোগে সমাদরে সংগ্রহ কর। ইনি ত আপদের বিরোধিনী নহেন, ইহাঁর দ্বারা অবশ্যই কোন না কোন উপকার হইবে" যেহেতু পরলোকে কর্ম্মজনিত ফল ভোগের অধিকারী জীবাত্মার স্তব করিতেছেন। অতএব ইহাঁর ন্যায় অস্মদাদির কল্যাণকর্ত্রী প্রিয়প্রাত্রী আর কাহাকেই ত দেখিতে পাই না। তচ্ছ্রবনে কোন ছাত্র আনন্দিত হইলেন। পরে "ভূতাতিক নামক আচার্য্য কহিলেন", ইনি জীবাত্মাব স্তব করেন নাই, জীব হইতে অতিরিক্ত যে এক ঈশ্বর আছেন, তাঁহারই গুণ গান করিতেছেন। ইহাতে অপর এক ব্যক্তি কহিলেন। জীব হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর সে আবার কে?—পরে "ভূতাতিক" নামক আচার্য্য হাস্য করিতে করিতে কহিলেন "কর্ম্মের দর্শনকর্ত্তা কর্ম্মের ফলদাতা। এবং কর্ম্মের শাসনকর্ত্তা হইতে অতিরিক্ত একজন ঈশ্বর আছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে, তুমি বুদ্ধিদোষে বিকার প্রাপ্ত হইয়া যদি সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না কর তবে তোমার সমুদয় কম্মকাণ্ডই পণ্ড হইবে। কেননা যে জীব কর্ম্মের কর্ত্তা, সে স্বয়ং তাহাব ফলভোক্তা বটে, কিন্তু ফলদাতা কখনই হইতে পারে না। কারণ কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষ মহামোহে অন্ধ হইয়াই রহিয়াছে, আপন-কার্য্য আপনি কিছুই দেখিতে পার না, আপনি কি করিল তাহাও জানিতে পারে না। এবং যে যে কর্ম্ম কারয়াছে ও করিতেছে, তাহাও তাহার স্মরণ থাকিবার বিষয় নহে, ক্ষণেক্ষণেই ক্রিয়ার ধ্বংস ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতেছে, এমত স্থলে দ্বিতীয় এক দ্রষ্টা, দাতা এবং শাস্তা পুরুষের বিশেষ প্রয়োজন করিতেছে, সেই নির্লেপ সঙ্গশূন্য ঈশ্বর ব্যতীত দেহিদিগের কর্ম্ম সকলকে দর্শন করিবেন? এবং কে তাহা স্মরণ রাখিয়া যথাযোগ্য সুবিচার পূর্ব্বক সেই ফলার্থিগণকে কর্ম্মানুরূপ উচিত মত ফল বিতরণ করিবেন? অর্থাৎ সৎকর্ম্মের পুরস্কার এবং অসৎকর্ম্মের দণ্ড বিধান কে করিবেন! ঈশ্বর ভিন্ন দণ্ড পুরস্কারের কর্ত্তৃত্ব অপর কাহাতেই সম্ভবে না। যিনি ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা, ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। অতএব তুমি যদি জীব হইতে স্বতন্ত্র এক ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া জীবকেই ঈশ্বর বলিয়া সপ্রমাণ কর, তাহাতেও অশেষবিধ দোষ দৃষ্ট হইতেছে, কেননা যে ব্যক্তি স্বয়ং অন্ধ তাহার দর্শনশক্তির সঙ্গতি থাকে না,

যে জন নিজে যাচক, তাহার দান-শক্তির সম্ভাবনাই কোথা। এবং যে জীব স্বয়ং সংসর্গাধীন, তাহার নিঃসঙ্গ হওয়াও সঙ্গত হইতে পারে না, সুতরাং তুমি আপনিই আপনার উক্তির দ্বারা দোষের পাশে বদ্ধ হইতেছ, কেবল নিরীশ্বরবাদ উত্থাপন পূর্ব্বক প্রমাদ উৎপাদন করিতেছ। তোমার এই মীমাংসা মীমাংসার্ যোগাই নহে। ক্রিয়াকারি জীবগণ অপূর্ব্বজনিত ফলভোগ করিয়া থাকে এরূপ অঙ্গীকার করিতে হইলে তোমাকে প্রগাঢ়রূপে এমত প্রণিধান করিতে হইবে যে "ঐ ফলার্থ জীব কাহা কর্ত্তৃক ফল লাভ করিবে?" অর্থাৎ কে তাহাকে ফলদান করিবে! যদি এমত সিদ্ধান্ত কর যে "জীব আপনি ক্রিয়ার কর্ত্তা, আপনিই ক্রিয়ার ফলভোক্তা এবং আপনিই আপনার ক্রিয়াফলের দাতা ও গৃহীতা হয়েন" তোমার এ মত এমত বিরুদ্ধ, যাহাতে শুদ্ধচিত্ত জনেরাও ভ্রান্ত হইয়া শুধু ধ্বান্তকূপেই পতিত হইবেন। কারণ জীব সকলের ফল-গ্রহণে স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব থাকিলে তাবতেই উৎকৃষ্ট ফল লইতে অনুরত হইবে, অমৃতফল ভিন্ন বিষফল কেহই আর গ্রহণ করিবে না। সকলেই দেবরাজ ইন্দ্রের উপর ইন্দ্রত্ব করিতেই অভিলাষ করিবে, যেহেতু প্রকৃষ্ট ভিন্ন কেহই আর নিকৃষ্টভোগের প্রার্থনা করে না, তাহা হইলে এই জগতের সুগতির সুসঙ্গতি বা দুর্গতি কিম্বা দারুণতর দুর্নিবার্য্য দুর্গতির সুগতি সঙ্গতি; তাহা তুমি আপনিই বিবেচনা কর, যেমন অগ্নি ভিন্ন জলের দাহিকা-শক্তি নাই, যেমন জল ভিন্ন অনলের শৈত্যগুণ নাই, যেমন ধরণী ভিন্ন পবনের ধারণাশক্তি নাই এবং যেমন বায়ু ব্যতীত অবনীর চালনা শক্তি নাই, সেইরূপ জ্ঞানময় চেতনা পুরুষ ঈশ্বর ভিন্ন অজ্ঞানাভিভূত জীবের যোগ নিয়োগ, বিয়োগ, দান ও শাসনাদি করণের শক্তি কখনই সম্ভাব্য হইতে পারে না।

যদিস্যাৎ বল "জীবাঙ্কুরের ন্যায় সৃষ্টিপ্রণালী অর্থাৎ অঙ্কুর হইতে বীজ, বীজ হইতে অঙ্কুর।—ক্রিয়া হইতে অদৃষ্ট, অদৃষ্ট হইতে ক্রিয়া, এইরূপ প্রবাহ ক্রমশই হইয়া আসিতেছে। ইহাতে বীজের আদি অঙ্কুর কি অঙ্কুর হইতে আদি বীজ? সৃষ্টির আদি কর্ত্তা, কি কর্ত্তার আদি সৃষ্টি। ইহা নির্ণীত হইবার নহে। কারণ তাহার সাক্ষী কেহই নাই, কাজেই প্রমাণ হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর স্বীকারের আবশ্যক করে না। জীব আপনিই কর্ম্ম করে। আপনিই ফল ভোগ করে, তাহার কর্ত্তৃত্বশক্তি আছে বলিয়াই করিতে পারে, অপর কেহই তাহাকে কর্ম্ম করায় না।

হাঁ তোমার কর্ম্ম প্রবৃত্তি-প্রেরিকা বুদ্ধিবৃত্তির যে পর্য্যন্ত বিবেচনা-সম্পত্তি, তুমি তদনুসারেই এই আপত্তি উৎপত্তি করিতে পার বটে, কিন্তু তোমার এই প্রবৃত্তি-বৃত্তি ও আপত্তি নিবৃত্তি পূর্ব্বক নিষ্পত্তি করণের সম্পত্তি সঞ্চয় এ পর্য্যন্ত হয় নাই,—বটে বীজাঙ্কুরের সৃষ্টি প্রবাহ, একথা আমি স্বীকার করিলাম, আদি, অন্ত, মধ্য নিশ্চয় হয় না, কারণ চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান, ঘুরিতেছে, সুতরাং ঘোরা চাকার আদি অন্তের ঘোরভাঙ্গা সহজ নহে, সে ঘোরা নয়, ঘোরাই। ফলে জ্ঞানাভাবে ঘোরাই, কিন্তু যতক্ষণ তোমার নিজের ঘোর না ভাঙ্গিবে, ততক্ষণ চক্রঘোরের ঘোর কিছুতেই ভাঙ্গিবে না। সে যাহা হউক, তুমি ঐ চক্রের যে একটা বিশেষ স্থানকে লক্ষ্য করিবে, তাহাই আদি হইবে, তদ্ব্যতীত এদিক্ ওদিক মধ্য আর অন্ত্য, এরূপ বিবেচনা করিয়া আদি নির্ণয় কর, পরন্তু তুমি আর একটি কথা কহিতেছ, "জীব-পুরুষ যখন আপনিই কর্ত্তা আপনিই কর্ম্ম করে, তখন তাহার ফল আপনিই করিবে। অন্য এমন কে আছে যে তাহাকে হাতে করিয়া ফল তুলিয়া দেবে? আরো তুমি বলিতেছ জীব নিজেই কার্য্য করে, কেহই তাহাকে কার্য্যে করায় না, তোমার কথা কহিবার এই মাত্র তাৎপর্য্য,

"জীব স্বয়ং কর্ত্তা, স্বয়ংই কর্ম্ম করে, ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম করান এমন শক্তি তাঁহার নাই। কাজেই জীব স্বীয় শক্ত্যনুসারেই স্বকীয় কর্ম্মের ফলভোগী হইবে"। দ্বিতীয় কথা এই "কর্ম্মের চালনার প্রতি ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব থাকিলে ঈশ্বর মানসাসনে আরূঢ় হইয়া জীবকে যে সকল কর্ম্ম করাইবেন, জীব সেই সকল কর্ম্ম করিবে। ইহাতে ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ি কর্ম্ম করণ কারণ-জীব কখনই পুণ্য পাপের ভাগী হইতে পারে না। কেননা তিনি তাহাকে যেরূপ কর্ম্ম করাইছেন, সে তদাদেশেই সেইরূপ কর্ম্ম করিতেছে, অতএব ঐ সমুদয় শুভাশুভ কর্ম্মের তিরস্কার পুরস্কার, পুণ্যপাপ, ভোগাভোগাদি যে কিছু আছে তাহা ঐ ঈশ্বরের উপরেই অর্পিত হইবে, তাহা হইলে ত ঈশ্বর অসঙ্গ ও বিকারবিহীন হইতে পারিলেন না।

তোমার কথার সদুত্তর এই জীব স্বয়ং কর্ম্ম করে না এবং ঈশ্বরও তাহাকে কর্ম্ম করান না, এবং জীব নিজেও কর্ম্ম করে এবং ঈশ্বরও তাহাকে কর্ম্ম করান, ইহার তাৎপর্য্য প্রাণিপুঞ্জ প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট অর্থাৎ ভাল মন্দ যে সমস্ত কর্ম্ম করে, তাহার ফল ভোগ আছে, পরস্পর সকলে আপনার অদৃষ্ট আপনি ভোগ করে, যাহার যেরূপ কর্ম্ম, কি ইহলোকে কি পরলোকে ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ ফল দেনই দেন, চোর চুরি করিয়া নিজে কিছু নিজ দোষের দণ্ড লইতে ইচ্ছা করে না কিন্তু এখানে নির্লেপ ঈশ্বরের এক চমৎকার কার্য্য কৌশল দর্শন কর, সেই সেই তস্কর ইশ্বরের ইচ্ছায় আপনিই আবার আপন মুখে স্বাপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক দোষের দণ্ড গ্রহণ করিতেছে। উক্ত চোর পাপ করিল, সেই পাপের ফল ভোগ করিবে, এজন্য ঈশ্বর তাহাকে দোষ স্বীকার করাইয়া দণ্ড প্রদান করিলেন, সে আপনিও স্বদোষ ব্যক্ত করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপ দণ্ড লাভ করিল। পরন্তু, কুকর্ম্মকারি কুটিল ক্রুর কুজন কদর্য কুকর্ম্ম করিয়া ক্ষণমাত্র সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দ-মনে থাকিতে পারে না, কারণ ঈশ্বর শাসনের আসনে আরূঢ় হইয়া প্রতি নিয়তই তাহাদিগের পাপের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছেন। তাহারা অপরাধ ভঞ্জনের নিমিত্ত মনে মনে অপরাধভঞ্জন ঈশ্বরের নিকট সমুদয় ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, ঐ অপরাধিরা অপরাধ করিয়াছিল, এই জন্যই ঈশ্বরেচ্ছায় মানস-যাতনা ভোগ করিতে হইল। কিন্তু করুণা ভিক্ষা করাতেই আবার উক্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্কৃতি পাইল, এখানেও পূর্ব্বানুরূপ দৃষ্টান্ত সুসম্পন্ন হইল। অর্থাৎ ঈশ্বর দণ্ড দিয়া পাপ হইতে মুক্ত করিলেন এবং তারা আপনারাও যাতনা ভোগরূপ দণ্ড গ্রহণ করিল এবং করুণা ভিক্ষা ও অঙ্গীকার দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইল।

অপিচ সাধুজনেরা সুকর্ম্ম সাধন করাতে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অতিশয় সুখ্যাতি ও সুরাগ-সূচক সুখভোগ সম্ভোগ করেন, সেই সুখ সম্ভোগ জন্য বারম্বার আবার সৎকর্ম্ম সাধনেই প্রবৃত্ত হয়েন, এই স্থলে সেই করুণাময় ঈশ্বরের করুণার কার্য্য দৃষ্টি কর, যাঁহারা সৎকর্ম্ম করিতেছেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহারা তখনি সেই সুকর্ম্ম সূচক সুরাগ ফল ভোগ করিতেছেন, ঈশ্বর পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন, তাঁহারা আপনারাও প্রবৃত্তি পাইয়া প্রবৃত্ত হইতেছেন।

যখন ইহলোকের ব্যাপারটি এইরূপ হইল, তখন পরলোকের ব্যাপার কিছু ইহার অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সুকর্ম্ম করিয়াছে, পরলোকে তাহাকে স্বর্গসুখ ভোগ সম্ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু অজ্ঞানতা জন্য সে আপনি তাহার কিছুই জানে না, কেবা ভোগ করে, আর কেবা তারেই ভোগ করায়, তাহা জানিবার বিষয় কি? কিন্তু সুকৃতি জন্য সে ব্যক্তি ঈশ্বরানুগ্রহে আপনিই যথাযোগ্য শরীর ধারণ করে, এবং ঈশ্বরও তাহাকে সেই

শরীর সম্বলিত সমুদয় স্বর্গসুখ সম্ভোগ-সাধন সামগ্রী প্রদান করেন, কোন দুর্জ্জন অতিশয় দুষ্কর্ম্ম জনিত অপূর্ব্ব ভোগার্থ পরজন্মে সে আপনিই অন্ধ বা খঞ্জ হয়। ঈশ্বরও তাহাকে অন্ধ কিম্বা খঞ্জ করিয়া তাহার কর্ম্মোপযুক্ত ফল দান করেন। এই প্রমাণে বিবেচনা দেখ, তোমার নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ার বা ক্রিয়াজন্য অচেতন অদৃষ্টের অথবা ক্রিয়া কর্ত্তার স্বঃফল প্রদানের এবং ফল গ্রহণের ক্ষমতা কখনই প্রমাণ হইতে পারে না, অতএব তুমি জীব হইতে অতীত ক্রিয়াদর্শক ক্রিয়াফলপ্রদ এবং শাসক এক ঈশ্বর যদি অমান্য কর, তবে তোমার কথিত জীবের এই স্তুতিবাদ ঘটিত পাঁজি পুঁথির সহিত যাগাদি বিধায়ক সমুদয় গ্রন্থ লইয়া এখনিঃ গিয়া সমুদ্র সলিলে বিসর্জ্জন কর। যেহেতু তৎপাঠে তোমার শিষ্য সমূহের স্বর্গবাস দূরে থাকুক, ঘোরতর নরকেও নিবাস পাইবার উপায় পাই না।

বিষময় মতে তব, বিষম বিকার।
জীবেরই কর্ত্তা ব'লে করিছ স্বীকার॥
জীব হ'য়ে ভিন্ন যদি, ঈশ্বর না রয়।
ক্রিয়ার প্রবাহ রক্ষা, কিসে তবে হয়॥
স্বভাবতঃ জড় সেই, জীব অচেতন।
কেমনে করিবে এই, সৃষ্টির সাধন॥
কার বলে বলে জীব, কার বলে চলে।
কার বলে ভোগী হ'য়ে, ভোগ পায় ফলে॥
যথাযোগ্য কর্ম্ম তারে, কে করায় যোগ।
যথাযোগ্য ফল তারে, কে করায় ভোগ॥
না জেনে নিগূঢ় ভাব, কথা কহ কত।
বিফল সে বাক্যবাদ, বাচালের মত॥
মহামোহে অন্ধ জীব, দেখিতে না পায়।
কেমনে করিবে নিজ, গতির উপায়॥
নিজে যে যাচক হ'য়ে, হাত পেতে আছে।
সে কেমনে দান করে, সম্ভব কি আছে॥
যদ্যপি জীবের কর্ত্তা ঈশ্বর না হন।
কে করে শাসন ভবে, কে করে শাসন॥
ফলের বিধান বল, কিরূপেতে হবে।
যথা যথা ভাগা, ভোগ, কে করাবে তবে॥
ঈশ্বর না মেনে তুমি, কর্ম্মে কর বিধি।
অবিধি বিধান করি, কিসে পাবে নিধি॥
না বুঝে তোমার মতে, যে করিবে মতি।
বল বল বল তার, কি হইবে গতি॥
যেমত বলিব আমি, সে মতে না এলে।
পাঁজী পুঁথি যত আছে, জলে দেও ফেলে॥

বিবেক। (অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক হাত তুলিয়া আশির্ব্বাদ।) "ভূতাতিক" নামক মীমাংসক চিরজীবী হউক, চিরজীবী হউক, সে যথার্থ সুবোধ, সুযোগ্য ও সুপাত্র, আচার্য্যের যোগ্য বটে, আহা! পরমেশ্বর তাহার মঙ্গল করুন, সাধু সাধু, ধন্য ধন্য, সে সুসাধু বচন দ্বারা অদ্য আমাকে অমৃত সাগরে অভিসিক্ত করিল, উক্ত আচার্য্য প্রণীত বাক্য এইক্ষণে বিচার্য্য বটে—অতএব আমি নিগূঢ়ার্থ ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর।

পরস্পর সহায়ভাবৎপ্রাপ্ত দুই পক্ষি এক বৃক্ষে অবস্থান করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে একটী পক্ষী সেই বৃক্ষের পক্কফল ভক্ষণ করেন, আর এক পক্ষী ফল ভোজন করেন না, অথচ তিনি ফলভোগ না করিয়াও উক্ত ভোক্তার অপেক্ষা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও প্রকাশমান হয়েন, ইহার তাৎপর্য্য এই, জীবাত্মা বিহঙ্গম স্বরূপ ইহারা উভয়েই বৃক্ষরূপ দেহমধ্যে সততই বাস করেন, তন্মধ্যে জীবাত্মা সেই বৃক্ষবৎ দেহের স্বর্গ নরকাদিরূপ ফলভোগ করেন, পরমাত্মা কেবলমাত্র স্বাক্ষিস্বরূপ থাকিয়া কালান্তরে ঐ স্বর্গ নরকরূপঃফল প্রদান করিয়া থাকেন।

এই স্থল জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পক্ষিরূপ বর্ণনা করণের অভিপ্রায়, যে পাখি যেমন শাখির মধ্যে থাকিয়াও তাহার সহিত একভাবে লিপ্ত নহে, সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা দেহে বাস করিয়াও সেই দেহের সহিত লিপ্ত নহেন। সুতরাং পক্ষিরূপে বর্ণিত হইলেন।

পরন্তু দেহকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করণের তাৎপর্য্য এই, যে, বৃক্ষকে যেমন ছেদন করা যায়, দেহকেও সেইরূপ ছেদন করা যায়।

আত্মা। ও-মা তাহার পর কি হইল।

উপনিষদ্দেবী। হে আত্মন্! আমি সেই মীমাংসার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কিয়দ্দূরে গমন করত বহু পুস্তক কর্ত্তৃক-উপাস্যো "ন্যায়বিদ্যা" "বৈশেষিক বিদ্যা" "সাংখ্যবিদ্যা" এবং "পাতঞ্জল-বিদ্যাকে" দর্শন করিলাম। ইহাঁরা পরস্পর স্ব স্ব মতের উন্নতি সাধন ও বাহুল্যরূপ বিস্তার করণার্থ বিশেষতর ব্যাকুল হইয়া নিয়তই কেবল বক্তৃতা করিতেছেন।

আত্মা। ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর ভেদাভেদ কি ?

উপনিষদ্দেবী। ন্যায়দর্শন বলেন, "জগৎ সত্য" পরমাণু জগতের সমবায়ি কারণ, ঈশ্বর কেবলমাত্র "নিমিত্ত কারণ।" সেই ঈশ্বর সগুণ ও সক্রিয়, জীব সকলকেই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন এবং ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন।

শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য জগৎ নিরূপণ পূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিরূপণ,—তৎফল মুক্তি, সেই মুক্তি আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ সাংসারিক দুঃখ সকলের সমূলে নাশ, মুক্তি হইলেও জীব পরস্পর আপনারা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া এবং ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে।

ন্যায়বিদ্যার সহিত বৈশেষিক বিদ্যার সমুদয় অংশেই ঐক্য আছে প্রায় এক-মত। কেবল ন্যায় শাস্ত্রে ষোড়শ পদার্থ কল্পনা করিয়া তাহাতে সমুদয় জগৎ নিরূপিত হইয়াছে, বৈশেষিক দর্শনে ছয়টি মাত্র পদার্থ কল্পনা করিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু নিরূপিত হইতেছে।

সাংখ্যবিদ্যা বলেন, "জগৎ সত্য এবং নিত্য, জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র, প্রকাশিত ও সঙ্কুচিত কূর্ম্মশরীর কিংবা পটের ন্যায়, সংসারের কারণ এক মাত্র প্রকৃতি, তিনিই সত্ত্ব-রজ-স্তমো-গুণাত্মিকা নিত্যা ও অচেতনা, পুরুষ অর্থাৎ জীব পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, নিত্য ও চেতন। পদ্মপত্রস্থ জলবৎ-নির্লেপ অকর্ত্তা ও অভোক্তা, প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ হইতেই সংসারের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিচ্ছেদ হওনের নামই মুক্তি, এই জীব ভিন্ন দ্বিতীয় এক ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন করে না, ইহারা পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব কল্পনা করিয়া চেতন এবং অচেতন সমস্ত বিশ্বই নিরূপণ করিতেছেন।

পাতঞ্জলবিদ্যার প্রায় সমুদয় অংশই উক্ত সাংখ্যবিদ্যার সহিত তুল্য। ইহাঁরা কেবল পুরুষ অর্থাৎ জীব হইতে ভিন্ন পুরুষ বিশেষ অর্থাৎ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। এবং অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিলেই মুক্তি হয়, নচেৎ হয় না, ইহাই বলেন।

আমি সর্ব্বাগ্রে যে মীমাংসা-বিদ্যার আশে গমন করিয়াছিলাম, তাঁহার বিষয় যদিও পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি, তথাচ পুনরায় সংক্ষেপে মাত্র কহিতেছি, তাঁহার এইরূপ মত "জগৎ সত্য, জীবের অদৃষ্ট দ্বারাই জগৎ উৎপন্ন হয়।" জীব সকল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন সেই জীবগণ কর্ত্তা, ভোক্তা, অচেতন এবং পরলোকগামি, তৎফল, বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই স্বর্গ, অবৈধ কর্ম্ম করিলেই নরক হয়, স্বর্গ ভোগ মাত্রই মুক্তি, তদ্ভিন্ন আর মুক্তি নাই। জগৎ কারণ' ঈশ্বরো নাস্তি। এই মতের "ভূতাত্তিক" নামক আচার্য্য কর্ম্মফলের দ্রষ্টা। প্রদাতাও শাস্তারূপ এক ঈশ্বর স্বীকার করেন।

ও-মা! মীমাংসার কথা পুনর্ব্বার আর কহিবার প্রয়োজন করে না। এইক্ষণে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, এই চারি জনের মধ্যে পরস্পর কিরূপে বিবাদ বিসম্বাদ, প্রমাদ ও আলাপ আহ্লাদ প্রমোদ প্রবাদ সম্পন্ন হইতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ কর।

উপনিষদ্দেবী। বৈশেষিক বিদ্যা অভাব-পদার্থ মানেন না, ন্যায়বিদ্যা তাহা মানাইবার জন্ম বিস্তর বিতণ্ডা করিতেছেন, সাংখ্যবিদ্যা কহিতেছেন, তোমাদিগের এরূপ বিবাদ করণের প্রয়োজন কি? মূলপ্রকৃতির কার্য্যরূপ এই দেহ, এই দেহ হইতে পুরুষকে ভিন্নরূপ জ্ঞান কর, তাহা হইলেই তোমাদের পুরুষার্থ লাভ হইবে। পাতঞ্জলবিদ্যা কহিতেছেন, বটে বটে, তোমরা যেরূপ কহিতেছ, তাহা এক প্রকার বটে, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত অষ্টাঙ্গযোগ সাধন পুরুষকে কারতে হয়। তাহার অভাবে কখনই সংসারমোচন হংতে পারে না।

পরস্পর এবম্প্রকার বিবাদ হওনের কালে আমি নিকটেই উপস্থিত হইলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন।—হে কল্যাণি। তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? ইহাতে আমি কিছুকাল তথায় বসতির প্রার্থনা প্রকাশ পূর্ব্বক, পূর্ব্ববৎ শ্লোক পাঠ করিলাম।

যথা;—"আমি সেই পুরুষকে প্রতিপন্ন করিতেছি। যিনি এই জগতের উপাদান কারণ ইত্যাদি"।

এই বাক্য শ্রবণ মাত্রেই "বৈশেষিক বিদ্যা" ও "নীতিবিদ্যা" আমার প্রতি অতিশয় উপহাস পূর্ব্বক কহিলেন, আহা! তোমার কি ভ্রান্তি।—তুমি নিতান্তই বোধবিহীনা, কিছুই জান না, কাণ্ডজ্ঞান মাত্রই নাই।—পরমাণু হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, সেই পরমাণুই জগতের উপাদান। কারণ, ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ মাত্র।— যেমন ঘটরূপ কার্য্যের প্রতি দণ্ডচক্র প্রভৃতি, ইহাও সেইরূপ। অনন্তর "সাংখ্য এবং পাতঞ্জল শাস্ত্র কহিলেন "ওরে পাপিয়সি! তুই কি বলিলি? তোর বাক্য প্রমাণে যে নির্ব্বিকার ঈশ্বরের বিকার স্বীকার করা হইতেছে, আমরা কি প্রকারে ইহা গ্রাহ্য করিতে পারি? কারণ তোর কথা অত্যন্তই অসঙ্গত, যেমন ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা, সে বিকৃতি হওত ঘটরূপে উৎপন্ন হইয়া আপনি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ কি ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে আপনি বিনষ্ট হয়েন? এই উক্তিই বা কে গ্রাহ্য করিবে? কেননা তোর মতে ঈশ্বর বিকারী ও নশ্বর, অতএব শোন্ বলি, তোর চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছি, ত্রিগুণা প্রকৃতি হইতেই এই জগতের সৃষ্টি হয়। তিনিই তাহার উপাদান-কারণ, তুই বাচালের মত আগড় বাগড় মিছে কেন বকিতেছিস।"

কোথা হ'তে এলে বল, তুমি কার ললনা। সত্যেরে অসত্য বল, সোজাপথে চল'না॥
আলাত, পালাত, মিছে, কি বলিছ, বল না॥ প্রকৃতি প্রধানা পরা, পাদপদ্মে ঢলনা।
মিছে, কথা ক'য়ে কর, মিছেমিছি কলনা। ত্রিগুণার তত্ত্ব জেনে, তত্ত্বমদে টল' না।
জগতেরে মিথ্যা ব'লে, করিতেছ ছলনা। মিছার বিচার-বিষ, বিছার কি জ্বলনা।
ঈশ্বরে নশ্বর বোধে, নাস্তিকতা দলনা। পরম-পীযূষ-রসে, ভ্রমে কভু গলনা॥

বিচারের শাণে তুলে, বোধ অস্ত্র শাণ না। প্রমাণ প্রত্যক্ষ যাহা, তুমি তাহা মান না॥
ধরিয়া প্রমাদ পাশ, যুক্তি রথ টান না॥ প্রকৃতির প্রেমরস, অন্তরেতে আন না।
সত্যেরে অসত্য বল, মিছে ভান ভান না। ভ্রমেতে হরিছ কাল, কিছুমাত্র জান না॥

বিবেক। কি আশ্চর্য্য দুর্ম্মতি তর্কবিদ্যারা আবার বাচালতা পূর্ব্বক বেদান্ত সিদ্ধান্তের উপর বৃথা বিতণ্ডা উপস্থিত করে। তাহারা জানে না যে বস্তু মাত্রই কার্য্য। কখনই কারণ নহে, কেবল এক ঈশ্বরমাত্রই সকলের কারণ, তবে ঈশ্বরতত্ত্বের অজ্ঞানদশাতে পরমাণুকে কারণ বলি আমাদিগকে কোন কথা কহিবার আবশ্যক করে না। কেন না তাহাতে উভয় মতের

মধ্যে আর কোন বিরোধ থাকে না। বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে সকল বস্তুই অলীক, যেমন একটি শরীর, সেই শরীর শব্দে দেহকেই বুঝিতে হইবে। বস্তু বিচার পূর্ব্বক দর্শন কর, হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, কক্ষ, বক্ষ, অঙ্গুলি প্রভৃতি সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মিলিয়াই, একটি দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকেই অবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যায়, এই দেহকে কোটি কোটি ভাগে যত খণ্ড খণ্ড করিবে ততই আকৃতির বিকৃতি হইবে, এইরূপে ক্রমে ক্রমে অবয়বের অন্যথা হইলে তখন আর সেই শরীর "দেহ নামে" বাচ্য হইবে না। অতএব অবয়ব বিশিষ্ট এই জগৎ এবং এই জগতে অবয়বই যত কিছু আছে, সে সকলি অসত্য ও নশ্বর, কেননা ভিন্ন ভিন্ন করিলে আর অবয়ব থাকে না।

বেদান্তবিরোধি ভ্রান্ত সকল এরূপ সিদ্ধান্ত করে "এই সংসারকে কি প্রকারে মিথ্যা করিব ? যেহেতু প্রত্যক্ষরূপেই সত্য সন্দর্শন করিতেছি, ঘটাদি বস্তু সকলের দ্বারা অনায়াসেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি, যাহার দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় তাহাকে কখনই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না যাহা মিথ্যা তাহা মিথ্যাই আছে, যেমন ঘোটকঅণ্ড, আকাশকুসুম, কিন্তু পক্ষিডিম্ব, বৃক্ষের ফুল, ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, কেননা চক্ষের দ্বারা ডিম্বের, ঘ্রাণের দ্বারা পুষ্পের সত্যতার প্রতি প্রত্যয় জন্মিতেছে, এই শরীরের প্রত্যেক প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারাই গমন, গ্রহণ, ধারণ, দর্শন, শ্রবণ এবং কথনাদি সমস্ত প্রকার কর্ম্মই সিদ্ধ হইতেছে, জল, স্থল, পবন, অনলাদি প্রত্যক্ষীভূত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, অতএব এই সকল মিথ্যা হইলে ইহাদের কার্য্য সকল কখনই সত্য হইত না। একারণ আমরা বেদান্ত দর্শনের কথা বিশ্বাস করিতে পারি না।"

ইহার উত্তর, বেদান্ত যাহা বলেন, তাহাই সত্য, সত্য সত্য। সেই নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য, জগন্মিথ্যা, তিনি জগতের অভিন্ন নিমিত্ত "উপাদান কারণ, লুতাতন্তুর ন্যায়, যেমন মাকড়সার সূত্র মাকড়সার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, তদ্রূপ জগদীশ্বর জগতের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, "সমবায়ি কারণ", যেমন সূত্র বস্ত্রের প্রতি-মৃত্তিকাঘটের প্রতি, "অসমবায়ি কারণ" যেমন বস্ত্রের শুভ্রতার প্রতি সূত্রের শুক্লতা ইত্যাদি।

"নিমিত্ত কারণ" যেমন তন্তুবায় প্রভৃতি "বিবর্ত্ত উপদান" যেমন সর্পের প্রতি রজ্জু কারণ, সেইরূপ সত্য যে ব্রহ্ম তিনি মিথ্যা জগতের প্রতিকার প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য। ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করণের নাম "মুক্তি" সংসার-দশাতে জীব সকল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন এবং ঈশ্বর হইতেও ভিন্ন, সেই ভেদ "উপাধিক" অর্থাৎ যেমত "ঘটাকাশ" "পটাকাশ" এবং "মঠাকাশ" আর ঐ অবস্থাতেই ঈশ্বরের "স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ" রূপ উপাধিবশতঃ বিরাট, হিরণ্য-গর্ভ, ঈশ্বর আখ্যা, এবং জীবের "স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ" রূপ উপাধি বশতঃ "বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ আখ্যা, কল্পিত ও স্বীকৃত আছে, সুতরাং বেদান্তের কথায় কোন সংশয় দেখিতে পাই না।"

ইহারা কহে প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষটি কি ? কেবল ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ মাত্র এই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা সূর্য্যদেবকে অতিশয় ক্ষুদ্র দেখিতেছি, বাস্তবিক সে সূর্য্য কিছু ক্ষুদ্র নহেন, তিনি পৃথিবী হইতেও বৃহৎ জ্যোতিবের দ্বারা তাহা স্থিররূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ভ্রমাত্মক-প্রত্যক্ষ হইতে শব্দ প্রত্যক্ষকেই সত্য বলিয়া কাজে কাজেই মান্য করিতে হইল, যে ব্যক্তি চক্ষুরোগে রুগ্ন, সে শঙ্খকে পীতবর্ণরূপে দেখিতে পায়, এই স্থানে তাহার দর্শন প্রত্যক্ষ ভ্রমাত্মক হইতেছে, কেননা যাহার চক্ষে কোনরূপ পীড়া নাই সে শুভ্রবর্ণ শঙ্খকে শুভ্রই দেখিয়া থাকে।

ইহারা ঘটপটাদি যাহা সত্য কহিতেছে, সে সমস্তই অসত্য, ভ্রম মাত্র।

সত্যেতে অসত্য ভ্রম এই জগৎ, রজ্জু সর্প-বৎ।

সত্য তিন প্রকার।

১। পারমার্থিক সত্যতা, ইহা শুদ্ধ ব্রহ্মতেই আছে, কোনকালেই যাহার বিলোপ হয় না।

২। ব্যবহারিক সত্য, আকাশাদি এবং ঘটপটাদি। ইহা সংসার দশা পর্য্যন্তই সত্য।

৩। প্রাতিভাসিক সত্য।—শুক্তিতে রজত ভ্রম, রজ্জুতে সর্প ভ্রম, এই ভ্রম যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্তই সত্য বোধ থাকে, ভ্রম ভঙ্গ হইলেই যে মিথ্যা, সেই মিথ্যা—ঝিনুককে রূপা এবং রজ্জুকে সর্প এ৽ ভ্রান্তি দূর হয়, ব্রহ্মেতে যে সত্যত্ব আছে, জগতে তাহা তাই।

যে মনুষ্য মাল্যকে মাল্য দেখে, তাহার মালায় সর্প ভ্রম কেন হইবে। যে মানব ঝিনুককে ঝিনুক দেখে, তাহার ঝিনুককে রৌপ্য ভ্রম কেন হইবে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রজাল বিদ্যার কৌশল জ্ঞাত আছে, ভোজবাজীতে তাহার সত্যভ্রম কেন হইবে? সেইরূপ যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সত্য জানিয়া সংসারকে মিথ্যারূপে দেখিতে পায় তাহার সেই মিথ্যা সংসারে সত্যভ্রম কেন হইবে। যেমন জল মধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র এবং স্বপ্ন জন্য নানাবিধ দর্শনাদি আরোপিত বস্তুমাত্র।—অজ্ঞান দশাতেই সত্যের ন্যায় দেখায়, তাহার যথার্থ জানিতে পারিলে আর সেভাব থাকে না। সেইরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পরমেশ্বরের জ্ঞান না জন্মে, ততক্ষণ অবধি সকল বস্তুই সত্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, অতএব অলীক পদার্থ সমুদয় কিরূপে জগতের কারণ ও সত্য হইতে পারে। সাং৽্য ও পাতঞ্জল কহে "প্রকৃতিই" এই জগতের "সমবায়ি কারণ" কারণ যদি ব্রহ্ম এই অচেতন ক্ষণভঙ্গুর বিকারি জগতের সমবায়ি কারণ হইতেন তবে অবশ্যই তিনিও অচেতন, ক্ষণনাশ্য এবং বিকারী হইতেন।

এ কথার উত্তর করিতে হাসিই আসে, "সমবায়" অর্থাৎ "উপাদান কারণ" দুই প্রকার "পরিণামী উপাদান" এবং "বিবর্ত্ত উপাদান"।

পরিণামী উপাদান তাহাকেই বলা যায়, যে কারণটি স্বীয় কার্য্যের তুল্য স্বভাব হয়, যেমন ঘটের প্রতি মৃত্তিকা, কুণ্ডলের প্রতি স্বর্ণ, বস্ত্রের প্রতি সূত্র এবং ভস্মের প্রতি কাষ্ঠ।

"বিবর্ত্ত" উপাদান তাহাকেই বলা যায়, যাহার স্বভাব কার্য্যের স্বভাব হইতে বিলক্ষণ হয়, যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তিস্থলে, শুক্তিতে রজতভ্রান্তি স্থলে, মরীচিকাতে জল ভ্রান্তিস্থলে, সর্প, রজত ও জলের প্রতি রজ্জু, শুক্তি এবং মরীচিকার "উপাদান কারণ" দৃষ্ট হয়, সুতরাং বেদান্তমতে এই জগতের প্রতি ব্রহ্ম "বিবর্ত উপাদান" হওয়াতে তিনি কখনই বিকারি, ক্ষণ-ভঙ্গুর এবং অচেতন হইতে পারেন না, যেমন ঐ রজ্জু প্রভৃতি ঐ মিথ্যা সর্পাদির কারণ হইয়াও তাহাদিগের স্বভাব প্রাপ্ত হয় না. ঈশ্বরের বিকার কিরূপে হইবে? দেখ, বিশ্বব্যাপক আকাশের যৎকিঞ্চিৎ স্থান নবনিবিড় নীলনীরদ দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তাহাতে আকাশের কি বিকার হয়! ক্ষণমাত্র বায়ুর বেগে সেই মেঘ চালিত হইলেই পুনর্ব্বার সেই বিশুদ্ধ আকাশ পূর্ব্ববৎ বিমলরূপে অবস্থান করে,—তাহার রূপান্তর কখনই হয় না। সেই প্রকার সর্ব্বব্যাপক পরমব্রহ্মের যৎকিঞ্চিৎ ভাগ আবরণ করিয়া মায়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে সেই পরম পরাৎপর পুরুষ কি বিকারী হইবেন। তাহারা এ আশঙ্কা কেন করে!

প্রাচ্য দর্শনের মতে জীব সকল ভিন্ন ভিন্ন, বেদান্তমতে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নয়, ইহাতে দর্শন এরূপ আপত্তি করে "যদি জীবগণ অভিন্ন হইত" তবে এক জীবের সুখে দুঃখে, ক্রিয়াতে এবং ক্রিয়াজন্য ফল লাভে সকল জীবেরি সুখ দুঃখ, ক্রিয়া ও ক্রিয়াজন্য ফললাভ হইতে পারিত।

যখন তাহা কখনই হয় না, তখন জীব সমুদয় পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।”

উত্তর,—বেদান্তমতে যদিও জীবের আকাশের ন্যায় স্বরূপতঃ ভেদ না থাকুক, তথাপি সংসার-দশাতে ইহাদিগের ঘটাকাশ, পটাকাশ এবং মটাকাশের ন্যায় উপাধি ভেদ থাকাতে ইহারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রত্যেকের পৃথক পৃথক রূপে সুখ, দুঃখ, ক্রিয়া এবং ক্রিয়া-জন্ম ফলভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং একের সুখ দুঃখাদিতে অন্যের সুখ দুঃখাদি হওনের সম্ভাবনাই রহিল না।—যেমন ইহারা পরস্পর ঔপাধিক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, তদ্রূপ যে পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ না করে, সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়াই গণ্য আছে।

সত্য এক বস্তু বিনা, মিথ্যা সমুদয়।
জগতে যে কিছু দেখ, সব ভ্রমময়॥
ঘট, পট, আদি করি, দৃশ্য যাহা হয়।
মায়ার বিকার ছাড়া আর কিছু নয়॥
যত দেখ অবয়ব, শেষে নাহি রয়।
যত তারে ছেদ কর, তত পাবে লয়॥
অবোধের সেই বোধ, মায়ার বিক্রম।
যতক্ষণ সেই ভাব, ততক্ষণ ভ্রম॥
ভ্রম পাশ, হলে নাশ, থাকে না বিকার।
সহজেই করে সেই, সত্যের স্বীকার॥
স্বভাবেতে সত্য যেই, অমল অভ্রম।
কিছুতেই তার আর, নাহি ব্যতিক্রম॥
ভ্রম ঘুচে তত্ত্ব জ্ঞান, পেয়েছে যেজন।
এক বিনা করে সব, মিথ্যা দরশন॥
ভূতের সংসার মেলা, সত্য যদি হয়।
ইন্দ্রজাল, ভোজবাজী, সত্য কেন নয়॥
অবয়ব দেখে যদি, সত্য বল ভবে।
স্বপনের কার্য্য যত, সত্য হ'তো তবে॥
কতরূপ ভাব ধর, দেখিয়া স্বপন।
ভাঙ্গিলে ঘুমের ঘোর, সে ভাব কেমন॥
স্বপনে আপন ভাব, অগোচর কার।
মিথ্যার সত্যের ভাব, সেরূপ প্রকার॥
যতক্ষণ ঝিনুকের, বোধ নাহি হয়।
ঝিনুকে রজত ভ্রম, ততক্ষণ রয়॥
যতক্ষণ রবিকর, বোধ নাহি হয়।
রবিকরে জল ভ্রম, ততক্ষণ রয়॥
যতক্ষণ মালারে না, মালা বোধ হয়।
মালাতে সর্পের ভ্রম, ততক্ষণ রয়॥

এ জগৎ সত্য বোধ, ততক্ষণ রয়।
যতক্ষণ তত্ত্বজ্ঞান, না হয় উদয়॥
কারে বা অভ্রম করি, কে আছে অভ্রম।
যতদিন ভ্রম থাকে, ততদিন ভ্রম॥
ভাগ্য বোধ করিতেছে, ধরিতেছে বেশ।
ভ্রম গেলে ভ্রমণের, একেবারে শেষ॥

এই কথা “ন্যায় ন্যায়” কহিতেছে ন্যায়।
ন্যায় যদি, ন্যায় বলে, তবে বলি “ন্যায়”॥
এ জগৎ সত্য বোধ, হলে তার মতে।
তন্ন্যায় অন্যায় আর, কে আছে জগতে॥
পরমাণু “হেতু” বলি, করিতেছে জারি।
নির্গুণে সগুণ বলে, গুণ তার ভারি॥
ন্যায়, ন্যায় উপদেশ, না ন্যায়, না ন্যায়।
সে বলুক, ন্যায় ন্যায়, আমি বলি ন্যায়॥
বলে বলে ন্যায়, ন্যায়, ফলে ন্যায় নয়।
অন্যায় বলিবে কেন, ন্যায় যদি হয়॥
ন্যায়ের বিচাব নয়, ন্যায়ের বিচার।
দর্শন কেমনে বলি, দর্শন কি তার॥
সুদর্শন চক্রবৎ, চক্র করি রয়।
সে দর্শন, কুদর্শন, সুদর্শন নয়॥

“বৈশেষিক” নাহি মানে অভাব পদার্থ।
স্বভাবে অভাব তার, জানিবে যথার্থ॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ, বলি, প্রমাদ ঘটায়।
স্বভাব কি ভাব তাহা, দেখিতে না পায়॥
একে অন্ধ, দেখে ধন্ধ, দ্বন্দ্ব তাই মনে।
অসার ছাড়িয়া সার, দেখিবে কেমনে

গোটা কত কথা শিখে নিজ মতে চলে।
মোটামুটি বোধ যার মোটামুটি বলে॥
নয়নের জ্যোতি যার, নাহি থাকে ভালো।
কালোরে সে শাদা দেখে, শাদা দেখে কালো॥
ভ্রমের প্রত্যক্ষ যাহা, সে নহে প্রত্যক্ষ।
তাল বলি ভ্রমহীন, প্রমাণ পরোক্ষ॥
সূর্য্যের শরীর বড়, পৃথিবীর চেয়ে।
কত ছোটো দেখা যায়, দেখ দেখি চেয়ে॥
ক্ষুদ্র রূপে কর তুমি রবি দরশন।
এ ব'লে কি গ্রাহ্য হবে, তোমার বচন॥
তপনের তনু যদি, ক্ষুদ্র, বল, বলে।
জ্যোতিষের শাস্ত্র তবে, পোড়াও অনলে॥
আপন প্রমাণে করে, প্রমাণ প্রমাণ।
মনে ভাবে রবি ছবি, থালার সমান॥
স্থির জ্ঞানে নাহি করে, বস্তু নিরূপণ।
শুনিবার যোগ্য নহে, তাহার বচন॥
কত তার বোধ হবে, সেদিনের বালা।
ছেলে মুখে বড় কথা, এ যে বড় জ্বালা॥
চেতন হইয়া যার, চেতন না রয়।
অচেতনে সচেতন, ভ্রমে সেই কয়॥
সাংখ্য আর পাতঞ্জল, যত কিছু কয়।
শুনিবার যোগ্য তার, কোন কথা নয়॥
স্বভাবত দেখি যার, বিষম বিকৃতি।
কেমনে কারণ তবে, হইবে প্রকৃতি॥
কিরূপে সে মূল হবে, স্বভাবে যে স্থূল।
স্থূল নিয়ে, মূল বলে, এযে, বড় ভুল॥
চেতনের ধর্ম্ম যাহা, চেতনেই রয়।
অচেতনে কিসে তার, সম্ভাবনা হয়॥
অনলের ধর্ম্ম যাহা, থাকেই অনলে।
অনলের গুণ কভু, নাহি হয় জলে॥
জলের যে ধর্ম্ম তাহা, জলেতেই রয়।
জলের শীতল গুণ, অনলে না হয়॥
কুসুমেই বাস করে, কুসুমের বাস।
পাষাণে কি হয় তার, আমোদ প্রকাশ॥
ধরায় ধারণা ধর্ম্ম, ধরাই তা ধরে।
বায়ুর চালনা গুণ, বায়ুতে বিহরে॥
করের যে গুণ তাহা, নিজে ধরে কর।
কর নহে চরণের, গতি গুণধর॥
নাসার যে ঘ্রাণ গুণ, নাসাতেই রয়।
নয়নের জ্যোতি গুণ, নাসায় না হয়॥
রসনার রস গুণ, না পায় শ্রবণ।
রসনা করে না কভু, বচন শ্রবণ॥
স্বভাবের ধর্ম্ম যাহা, হয় এই রূপ।
কার সাধ্য করে সেই, স্বরূপ বিরূপ॥
চেতনের জ্ঞান ধর্ম্ম, চেতনেই আছে।
অজ্ঞানের শক্তি কোথা, যায় তার কাছে॥
ভ্রমেও এভাব মনে, এনো না এনো না।
প্রকৃতিরে মূল ব'লে, মেনো না মেনো না॥
গোলে মিশে কোলে তারে টেনো না টেনো না
এক মাত্র সত্য বিনা, জেনো না জেনো না॥

ক্রিয়ার চালনা শুধু, করিছে মীমাংসা।
নাহি বোঝে মাতা মুণ্ড, করে কি মীমাংসা॥
জগতের মূল সেটা, কিছুই জানে না।
জীবের সে "কর্ত্তা" কহে, ঈশ্বর মানে না॥
প্রদীপ নির্ব্বাণ করি, অন্ধকার চলে।
স্রষ্টা নাই, দাতা নাই, শাস্তা নাই বলে॥
আপনারে আপান, যে, দেখিতে না পায়।
সে জন অন্যেরে পথ, কেমনে দেখায়॥
বাচালতা বলে ব'লে, বচন সকল।
"নিজে জীব, ক্রিয়া করে, নিজে লয় ফল"॥
ক্রিয়ার বন্ধনে যায়, ক্রিয়াতে কাটিয়া।
রোগের বিনাশ হয়, কুপথ্য করিয়া॥
রাম বাম পেট ফাটে, হাসিতে হাসিতে।
অন্ধকারে অন্ধকার, সে চায় নাশিতে॥
ভোগেতে ভোগের শেষ, হবার যা নয়।
আলো বিনা অন্ধকার, নষ্ট নাহি হয়॥
যত দিন সুস্থ নয়, তত দিন রোগ।
যত দিন কর্ম্ম আছে, তত দিন ভোগ॥
ক্রিয়াপাশ, হ'লে নাশ, ভোগ নাহি রয়।
ফলের যে ফল, তার ফলে পরিচয়॥
ফল পেতে, হাত পেতে, রয়েছে যে জন।
না দিলে সে, নিজে করে, কেমনে গ্রহণ॥
ফল নিতে শক্তি যদি, না রহিল তার।

কাজেই করিতে হবে ঈশ্বর স্বীকার॥
সকল ক্রিয়ার সাক্ষী হ'য়ে ভগবান।
করেন উচিত মত, ভোগের বিধান॥
সেই নিত্য নিরঞ্জন, করি তাঁর ধ্যান।
সংসার নাসের অসি, যাঁর তত্ত্ব জ্ঞান॥
"ভূতাত্তিক" নামধারী, মীমাংসক যেই।
আশীর্ব্বাদ করি, হ'ক চিরজীবী সেই॥
এমতে সুবোধ কেহ, নাহি তার মত।
কিছু কিছু শুনিবার, যোগ্য তার মত॥
কথার মতন তার, গুটি দুই কথা।
"কাণামামা" ভাল তথা
"নেই মামা" যথা॥

পুরুষ অর্থাৎ আত্মা। (হর্ষপূর্ব্বক।) আহা;—তুমি কি সমধুর বচনসুধা দান করিয়া আমার সংশয় ক্ষুধা নিবারণ করিলে, ও বিবেক বাপু তোমার মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক। ও-মা উপনিষদ্দেবি তাহার পর কি হইল?

উপনিষদ্দেবী। (১) হে পুরুষ!—পরে সেই তর্কবিদ্যা প্রভৃতি সকলে অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া নির্দ্দয়রূপে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমার প্রতিকূলে ধাবমানা হইল। আমি তৎক্ষণাৎ অমনি প্রস্থান পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম, তৎপরে আমি যখন মন্দরপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি শ্রীনারায়ণের শ্রীমন্দির সমীপে আগমন করি, তৎকালে সেই পাষণ্ডেরা অত্যন্ত অত্যাচার পূর্ব্বক আমার করদ্বয়ের মণিময় অলঙ্কার (২) ভগ্ন করিল, গলদেশের মুক্তামালা (৩) টান মারিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। এবং কেশকর্ষণ পূর্ব্বক মস্তকের চূড়ামণি (৪) গ্রহণ করিল। দুঃখের কথা অধিক কি নিবেদন করিব?—অবশেষে আমার অঙ্গের পট্টবস্ত্রখানি (৫) পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অপহরণ করিল। পরন্তু এই দুর্ঘটনার সময়ে আমার পায়ের (৬) নূপুর দুগাছা পর্য্যন্ত রহিল না, ভূমিতলে খসিয়া পড়িল।

বিবেক। (অতিশয় কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা।) হে প্রিয়তমে প্রাণেশ্বরি!—মরি মরি আহা! আহা! সেই দুরাচারের', তোমার এতদ্রূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে? তুমি তাহার পর কি করিলে?

উপনিষদ্দেবী। হে হৃদয়বল্লভ-প্রাণেশ্বর!—তাহার পর গদাহস্ত কতকগুলীন পুরুষ সেই ভগবানের মন্দির হইতে বহির্গতি হইয়া ঐ নির্দ্দয় দুর্জ্জনদিগকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিল, ঐ প্রচণ্ড প্রহারে প্রচুর পীড়াপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত পাষণ্ডপুঞ্জ দিগ্‌দিগন্তর প্রস্থান করিল।

---

(১) উপনিষৎ—"এই শব্দের অর্থ" ব্রহ্মবিদ্যা। ইহাকে স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা কেবল রূপকমাত্র, সেই রূপক রচনার ধর্ম্মে ইহার হস্ত পাদাদ অঙ্গ ও আভরণাদি প্রত্যঙ্গ এই সমস্তকেও অবশ্যই রূপক কহিতে হইবে, এতজ্জন্য উপনিষদ্দেবীর বাহুদ্বয় শব্দে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা এবং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা, দুই প্রকার উপাসনা হস্তরূপে বর্ণিত হইল।

(২) "মণিময় অলঙ্কার"—এই শব্দে নানাবিধ ভাব প্রকাশ রূপ উক্ত কর যুগের আভরণ তাহাও ভগ্ন করিল, অর্থাৎ মীমাংসক এবং নৈয়ায়িকেরা বিবাদ করিয়া তাহা খণ্ডন করিল।

(৩) মুক্তাহার শব্দে—শম, দম, বৈরাগ্য প্রভৃতি সত্ত্বগুণের কার্য্য তাহাও ছিঁড়িয়া ফেলিল অর্থাৎ নিরাকরণ করিল।

(৪) মস্তকের মণি—এই শব্দে "নির্গুণ পরব্রহ্ম" তাহার আকর্ষণ অর্থাৎ তাহা না মানিয়া সগুণ ব্রহ্ম স্থাপন করিল।

(৫) গাত্রের আবরণ বস্ত্র ছিন্ন করিয়া হরণ করিল, অর্থাৎ আবরণ বিক্ষেপ শক্তিবিশিষ্ট মায়াবাদ খণ্ডন করিল

(৬) পায়ের নূপুর খসিয়া পড়িল, অর্থাৎ আমাতে যে সকল পদ আছে, তাহার উদাত্ত, অনুদাত্ত, আদি স্বরভেদে যে আলাপ তাহাও রহিত করিল।

আত্মা। (হাস্যবদনে।) সাধু সাধু, সেই গদাহস্ত পুরুষেরাই সাধু।

বিবেক। হে প্রণয়িণি।—যে জঘন্য জনেরা তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, ভগবান কখনই তাহার ভাল করেন না, অবশ্যই মন্দ করেন।—হে হৃদয়রঞ্জিনি! বল বল, তাহার পর তুমি কোথায় গমন করিলে?

উপনিষদ্দেবী। পরে আমি অতিশয় ভীতা হইয়া গীতা নাম্নী সুতার সদনে গমন করিলাম, আমার এতদ্রূপ দুর্দ্দশা দর্শনে সেই কন্যা অতিশয় কাতর হইয়া সজলনয়নে কহিল 'ও-মা ও-মা! এ-কি? এ-কি? তোমার এমন দুরবস্থা কেন?—অনন্তর আমি সেই কন্যাটিকে কোলে করিয়া তাহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিয়া অনেকক্ষণ পরে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলাম,—আমার সমুদয় অবস্থা শ্রবণ করিয়া কন্যা কহিলেন, "মা-গো তুমি স্থির হও, স্থির হও, আর অনর্থক খেদ করিলে কি হইবে? যে সকল অসুরজনেরা তোমাকে প্রণাম না করিয়া প্রকাশিত হইবে শ্রীশ্রীভগবান স্বয়ং তাহাদিগের শাসন করিবেন, তিনি আপনিই স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে সকল দুর্ব্বোধ কুটিল নরাধম জনেরা সর্ব্বদা দ্বেষ করে, আমি তাহাদিগকে অতি হেয় আসুরি যোনিতে নিরন্তর নিক্ষেপ করি।"

আত্মা। ও—মা-তোমার প্রসাদে আমি অনেক বিষয় অবগত হইলাম, এইক্ষণে "ঈশ্বর" কি বস্তু, তাহা বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব অনুগ্রহ পুর্ব্বক বিস্তারিত রূপে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর?

উপনিষদ্দেবী। (হাসিতে হাসিতে।) হে আত্মন।—যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি জ্ঞাত নহে, আমি কি প্রকারে তাহার "আত্মবোধ" করাইব। আপনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, আপনিই সেই আপনি।

আত্মা। (ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক।) তবে কি আমিই ঈশ্বর? ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে।

উপনিষদ্দেবী। হে পুরুষ, তুমিই ঈশ্বর, তাহাতে কোন সংশয় নাই, অতএব শ্রবণ কর।

সেই নিত্য পুরুষ পরমেশ্বর তোমা হইতে ভিন্ন নহেন? তুমিই তিনি—তিনিই তুমি। তুমিও সেই ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহ। তোমরা উভয়েই এক পদার্থ, কেবল অনাদি মায়া-দ্বারা সেই সেই পরমেশ্বর তোমা হইতে ভিন্ন হইয়াছেন, যেমন সূর্য্যোদেব জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া আপনাকে দুই প্রকার দেখাইতেছেন, সেইরূপ পরমেশ্বর মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এই কারণ এক বস্তু দুই রূপে দেখা যাইতেছে।

গীত।

হায় কারে কব, হ'য়ে ভবধব, তুমি তুমি তুমি, তুমিই তুমি,
আপনি পড়েছ ভববন্ধনে। তুমি বলি আমি; "তুমি বচনে"।
নিজে পোড়ে বাঁধা, দেখিতেছ ধাঁধাঁ, তোমারি তুমি ত, তুমি ত তোমারি,
আপনি আপনা পড়ে না মনে॥ এ তুমি, কে জানে, তুমি বিহনে॥
বিস্মৃত হ'য়েছ বিশ্বের ব্যাপারে, তোমারি "তুমিত্ব" তোমাতে রয়েছে
বিস্ময় হতেছে যেন স্বপনে॥ দেহীরূপে তুমি দেহভবনে।
তুমি যদি তুমি তোমারে না জান, আমি আমি আমি, আমি বলি আমি,
আমি তবে আমি জানি কেমনে॥ আমি হব তুমি তোমারি সনে॥

যে প্রকার জলে, রবি ছবি জলে,
তদ্রূপ দেখিছে, সকল জনে।
তেমনি তোমার সরূপ বিরূপ,
দ্বিরূপ হ'য়েছে মায়া দর্পণে ॥
যেমন নয়ন করে দরশন,
ঘট-পট যত আছে ভুবনে।
আপনারে নিজে দেখিতে না পায়,
নিজ রূপ তার থাকে গোপনে ॥
সেরূপ প্রকার অখিল সংসার,
দেখিতেছ তুমি বিনা নয়নে।
আপনারে তুমি না পাও দেখিতে,
দেখাব তোমারে আমি কেমনে ॥
আপনি আপন করিয়ে গোপন,
গোপনে রয়েছ স্বীয় সদনে।
দেখিতে পারিলে দেখাতে পারিব,
দেখিব দেখাব অতি যতনে ॥
নয়নে নয়ন, করে দরশন
দর্পণ অর্পণ, হ'লে লোচনে।
স্বরূপ, সেরূপ, স্ব স্বরূপ দেখ হে,
নিজ বোধরূপ চারু-দর্পণে ॥
যদিও বুঝেছি বুঝতে পারিনে,
মনের বিষয় রয়েছে মনে।
বলিবার কালে কে যেন আমার,
হাত চাপা দেয় বদনে ॥

"অহং অহং অহং"
"সোহং সোহং সোহং"

"অহং" মিশাও তুমি "সোহং" সনে।
ভেদ পেলে পরে ভেদ নাহি থাকে।
অভেদে অভেদ হবে মিলনে ॥
উপাধি-ভেদেতে, তুমি জীব, শিব,
উপাধি ধরেছ মায়া রচনে।
নহ তো নশ্বর, তুমি, সে ঈশ্বর,
নশ্বর হইয়া, ঈশ্বর ভণে।

আত্মা। ও-বাপু! বিবেক! ভগবতী উপনিষদ্দেবী—যে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। আমি তাহার নিগূঢ় সর্ম্মার্থ গ্রহণ করণে সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম হইলাম। অতএব তুমি আমার মনের সংশয় ছেদন কর, আমি কি প্রকারে সেই ঈশ্বর হইব।—যেহেতু আমি নশ্বর, ইহা প্রত্যেকেই দর্শন করিতেছি। ঈশ্বর কিছু নশ্বর নহেন।—আমি জন্ম-জরা-মরণ যুক্ত অবচ্ছিন্ন, ঈশ্বর জন্ম-জরা মরণ নিরবচ্ছিন্ন, আমি যাহা ইন্দ্রিয় সন্নিকট হয় কেবল তাহাই দেখিতেছি। তিনি ইন্দ্রিয়াদি রহিত হইয়া সর্ব্বত্র সকল বস্তুই দর্শন করিতেছেন, কিঞ্চিন্মাত্র দেশ লইয়া আমার অবস্থান, তিনি সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছেন, আমরা সকল জীবই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। তিনি একাকী অথচ অভিন্ন।—আমাদিগের শুদ্ধ এক একটি পুরী সম্ভাবনা মাত্র, তিনি সমস্ত পুরীরই কর্ত্তা, আমরা দুঃখ এবং অজ্ঞানে সর্ব্বদাই আক্রান্ত, তাঁহাতে দুঃখ এবং অজ্ঞান সম্বন্ধের গন্ধও নাই, যেহেতু তিনি নিত্যানন্দ জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদিগের অভেদের সম্ভবনা কি ?

বল বল বল বাপু, বিশেষ করিয়া।
কেমনে ঈশ্বর হব, নশ্বর হইয়া ॥
সদাই অধীন আমি সদাই অধীন।
ঈশ্বর অধীন নন, স্বভাবে স্বাধীন।
জন্ম, জরা, মৃত্যু, আমি সদা করি ভোগ।
ঈশ্বরের কিছু নাই সে সকল রোগ।
সর্ব্বব্যাপী নই, আমি, সর্ব্বব্যাপী নই।
সমভাবে অবচ্ছিন্ন, এক দেশে রই ॥
অবচ্ছিন্ন, নন, তিনি, অবচ্ছিন্ন নন।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময়, সব স্থানে রন ॥
শক্তি কি আমার, বল, শক্তি কি আমার।
সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি, প্রধান সবার ॥
চিরকাল দুখী আমি, চিরকাল দুখী।
সেই বিভু সদাকাল, সমভাবে সুখী ॥
অজ্ঞান চেতন আমি, অজ্ঞান চেতন।
নিত্যানন্দ জ্ঞানময়, সেই নিত্যধন ॥
আমাতে অশিব সব, নিজে আমি জীব।
ঈশ্বরে অশিব নাই, তিনি সদাশিব ॥

বিবেক। হে আত্মন! শ্রবণ করুন। বিশ্বেশ্বর, বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বপাতা, বিশ্বহর্ত্তা, পরাৎ-পর, পরমাত্মা, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী,—সর্ব্বজ্ঞ,—সর্ব্বশক্তি। নিষ্ক্রিয়, নিরূপ, নিরাকার, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন এবং নিত্যানন্দময় ইত্যাদি উপাধি বিশিষ্ট সেই ঈশ্বর, যিনি সময়ে সময়ে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বাচ্য হইয়া থাকেন, তিনি আমা হইতে কখনই স্বতন্ত্র নহেন, এবং তুমিও তাহা হইতে কখনই স্বতন্ত্র নহ। তাঁহাতে এবং তোমাতে বাস্তবিক কিছু মাত্রই ভেদ নাই, কেবল বস্তু-তত্ত্ব বিবেকের অভাবেই ভ্রমবশত তুমি ভেদ জ্ঞান করিতেছ, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ঈশ্বরের "তুমি" ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহ। "তুমিই তুমি, তুমিই তিনি" তুমি জন্ম, জরা, মৃত্যু দর্শন করিয়া আত্মাকে অনিত্য বলিয়া নিশ্চয় কেন করিতেছ? কেননা আত্মা অবিনাশী ও নিত্য, তাঁহার জন্ম নাই, জরা নাই, এবং মৃত্যুও নাই। এই জন্ম, জরা, মৃত্যু কেবল শরীরের ধর্ম্ম। উহারা কখনই আত্মার স্বরূপ স্পর্শ করে না, এই দেহের অন্তর্ব্বর্ত্তী সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর, যাহা যথার্থরূপেই অনিত্য, তাহার, জন্ম, জরা, মৃত্যু কিরূপ অদ্যাপি তোমার তাহাই অনুভূত হয় নাই, সুতরাং আপনাকে আপনি জ্ঞাত নহ, ইহাতে সংশয় কি?—তুমি কিরূপে অবিনাশি আত্মার বিনাশ প্রত্যক্ষ করিবে! কখনই কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অনুভূত হয় নাই এবং হইতেও পারে না।

জীব "অহং" এই শব্দের বাচ্য এই "অহং শব্দ" উচ্চারণ করিলেই স্থূলদেহ, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, নয়নাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গ শরীর, আর আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তি-বিশিষ্ট মায়ারূপ কারণশরীর, এবং "চিদাভাস ও সাক্ষী" চৈতন্ত ইহাদিগের সকলতেই বুঝাইবে, যেহেতু এই সকল একত্রিত হইয়াই সাংসারিক ব্যাপার ব্যূহে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বদর্শি জনেরা "অহং শব্দবাচ্য" ঐ সকল বস্তুকে পৃথক পৃথক বিভাগ করিয়া যাহাতে যে ক্রিয়া ও গুণ সম্ভাবিত হয়, তাহাতে সেই ক্রিয়া গুণের নিশ্চয় করিয়া থাকেন। কেননা, "আমি পরমেশ্বর" ইহা যখন কহিব, তখন সূক্ষ্ম, স্থূল কারণরূপ শরীর ত্রয় ও "চিদাভাস" ইহার কিছুতেই ঈশ্বরত্ব সম্ভাবনা রহিল না, সুতরাং যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত থাকিয়া প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক শরীরে চেতনা শক্তি প্রদান করিয়া "সাক্ষী চৈতন্য" অথবা "আত্মা" বলিয়া উক্ত হইতেছেন, কেবল তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব সম্ভাবিত হইল।

যেমন অং "অহং" শব্দের বাচ্য আত্মা অর্থাৎ তোমার স্বরূপ উপরোক্তরূপে বিবেক করিতে হইবে, সেইরূপ স-শব্দের বাচ্য পরমেশ্বরের স্বরূপ বিবেক করিলেন "সোহং" এই শব্দদ্বয়ের বাচ্য একই হইয়া উঠিবে।

অর্থাৎ "ঈশ্বর" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তি-বিশিষ্ট সত্ত্ব-রজ-তমো-গুণাত্মিকা "মায়া" ও "চিদাভাস" এবং "সাক্ষী চৈতন্ত" ইহাদিগের সকলেরি বোধ হইয়া থাকে যেহেতু ঐ সকল মিলিত না হইলে নিরূপ নিষ্ক্রিয় আত্মা অথবা অচেতন মায়া হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি কিছুই হইতে পারে না। জগদীশ্বরের যত উপাধি দিতে ইচ্ছা কর, ততই দিতে পার, সেই বিশেষণ-বিশিষ্ট উপাধির শেষ হয় না, কিন্তু শেষ করিলে এখনিই শেষ হইয়া যায়, কারণ উপাধি কেবল সগুণ সম্বন্ধেই সম্ভবে, নির্গুণ সম্বন্ধে নহে, অতএব আপনি অহং শব্দবাচ্য অহঙ্কারের পরিহার করিলেই সেই নির্গুণের আর কোনরূপ গুণ দেখিতে পাইবেন না বরং এই সগুণ সম্বন্ধ সংহার হইলেই তুমি সেই নির্গুণের স্বভাব

পাইয়া আপনিও নির্গুণ হইবে, তোমাতে আর কোন গুণ থাকিবে না, তুমি স্বয়ং অগ্রে গুণী হও, ও গুণ ভেদ করিয়া গুণের অভিমান পরিত্যাগ কর, তবে আর তোমাতে গুণ মাত্রই থাকিবে না, তখন যে নির্গুণ, সেই নির্গুণ।

এই অপূর্ব বিশ্বটিই মায়িক, মায়া হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, মায়াতেই স্থিতি করিতেছে ও মায়াতেই বিলীন হইবে, এই মায়ার উদরের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদি সমুদয় প্রবেশ করিয়া দেহ, তাহাতে সমুদয় মায়ার কার্য্য দেখিতে পাইবে, কারণ মায়ার পেটের ভিতরেই বিশ্ব রহিয়াছে। কাজেই বলিতে হয় মায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বর, কেননা এ অবস্থায় তিনি মায়ার সহিত জড়িত,—ফলত তিনি মায়াতীত মায়াতে চেতনাশক্তি নাই, ঈশ্বর চেতন, মায়া সেই চেতনাশক্তি পাইয়া সৃষ্টি-সঞ্চারের সামর্থ পাইয়াছে।

এই স্থলে সূক্ষ্ম রূপে প্রণিধান কর, বিবেক করিয়া দেখিলেই বিশেষ্য বিবেষণের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবে, অবিকের দ্বারা কিছুই দেখিতে পাইবে না, যখন কহিবে আমি "গমন করিতেছি" তখন আমি গমন করিতেছি, ইহাতে আমার গমনে সমস্ত শরীরের গমনই বুঝাইবে। এই আমি শব্দটি থাকাতেই আমার গমনে ঐ স্থূল দেহ, বায়ু, ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি রূপ সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর, চিদাভাস, ও সাক্ষীচৈতন্য, এই সকলেরি গমন হইল, কিন্তু সেই কার্য্য পদ ভিন্ন অপর কাহারও কার্য্য নহে, যখন কহিব "আমি দর্শন করিতেছি" তখন ঐ দর্শনে ঐ রূপে সকলেরি দর্শন করা হইবে, কিন্তু সেই দর্শনের কার্য্য চক্ষু ব্যতীত অপর কাহারো কার্য্য নহে। যখন কহিব "আমি শ্রবণ করিতেছি" তখন ঐ শ্রবণে ঐ প্রকারে সকলেরি শ্রবণ করা হইবে, কিন্তু কর্ণ বিনা সেই শ্রবণের ক্রিয়া অপর কাহারো ক্রিয়া নহে, যখন আমি কহিব "আমি রসাস্বাদন গ্রহণে ঐ রূপে সেই সকলেরি রসাস্বাদন গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু আস্বাদ গ্রহণের কর্ম্ম রসনা ব্যতিরেকে অপর কাহারও কর্ম্ম নহে। তুমি এই সকল ক্রিয়াগুলীন বিবেক করিলে আর কোন কথাই রহিল না, কে বলে? কে চলে? কে করে? কে দেখে? কে শুনে? কেহই চলে না, কেহই বলে না, কেহই দেখে না, কেহই শুনে না, অথচ তোমার প্রত্যক্ষ হইতেছে, সকলেই বলে, সকলেই চলে, সকলেই করে, সকলেই দেখে এবং সকলেই শুনে।—অসনা, পিপাসা, যাহা পঞ্চবায়ুর ধর্ম্ম তাহাও তুমি ভোগ করিতেছ।

জন্ম, জরা, মৃত্যু, স্থূল, কৃশ, ব্যঙ্গ, বিরূপ ও সুরূপতা প্রভৃতি কেবল স্থূল শরীরে ধর্ম্ম, ইহারা স্থূল-দেহেতেই আছে, তুমি "অহং" শব্দের বাচ্য—এক দেশ অর্থাৎ স্থূল দেহের অভিমান পরিত্যাগ করিলেই ঐ সমস্ত ভোগ থাকিবে না।

যদি এই "জড়ময় দেহে" সেই সাক্ষী চৈতন্যের অধিষ্ঠান না হইত, তবে ইহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঐ সমস্ত শক্তির মধ্যে কোন শক্তিরই চালনা করিতে পারিত না, চরণের চলা, বদনের বলা, চক্ষের দেখা, শ্রবণের শ্রবণ করা, বায়ুর আহার, পিপাসা প্রভৃতি ক্রিয়া সাধনের সঙ্গতি থাকিত না, সুতরাং আত্মা দেহের মধ্যে আছেন বলিয়াই তাঁহাকে এতৎ সকলের প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখ করা যাইতেছে, বস্তুতঃ তাঁহাতে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় শক্তি না থাকুক কিন্তু তাহারা তাঁহাতেই রহিয়াছে এমত বোধ হইতে পারে, এই প্রযুক্ত তাঁহাকে যাহা বল তাহাই সম্ভবে তাঁহার ক্রিয়া শক্তি আছে,—আছেই, নাই নাই, তিনি দেখেন দেখেনই না, শুনেন না, শুনেনই না, চলেন না, চলেনই না, এবং চলেন চলেনই, বলেন বলেনই, করেন করেনই, দেখেন দেখেনই এবং শুনেন শুনেনই, যাহা বল তাহাই, তিনি করেন, বা আমরা করি, তিনি করান, তিনি দেখেন, কিম্বা আমরা দেখি, তিনি দেখান ইত্যাদি।

এইরূপে তোমাকে এইমাত্র বুঝিতে হইবে, যে "ফলিতার্থ" কি? অর্থাৎ তুমিই বা কে এবং সেই পরমেশ্বরই বা কে?

এই তিন শরীর যেন এক দর্পণ, পরমাত্মা বিম্ব, সূর্য্য স্বরূপ, জীবাত্মা প্রতিবিম্ব দর্পণস্থ সূর্য্য প্রতিবিম্ব স্বরূপ। সেই সাক্ষী চৈতন্য বিরূপ হয়েন না, চিদাভাসই বিরূপ হয়েন।—আহা আহা! জয় জগদীশ্বর! জয় জগদীশ্বর! হে পুরুষ তুমি শান্ত হইয়া অবধান কর। নয়নাগ্রে শত শত দর্পণ অর্পণ পূর্ব্বক দর্শন কর, তাহাতে সেই পৃথক পৃথক দর্পণে পৃথক রবি প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে, ঐ সমস্ত মুকুরের অবস্থা যদ্রূপ হইবে, সেই সেই প্রতিবিম্বের অবস্থাও তদ্রূপ হইবে, কিন্তু প্রভাকর যে প্রভাকর, সেই প্রভাকরই আছেন, তাঁহার বিরূপ কিছুতেই হয় না, সেইরূপ তুমি পরমাত্মার প্রতিবিম্ব স্বরূপ হইয়াছ, সুতরাং তোমাতেই বিকার সম্ভাবনা, কিন্তু তাঁহাতে কিছু মাত্রই বিকার নাই, তুমি যখন জল সমীপে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমার ছায়া সেই সলিল মধ্যে পতিত হয়, কিন্তু সেই জলের অবস্থাটি তোমার সেই ছায়াই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কারণ সে তাহার সহিত সংশ্রব রাখিতেছে, তুমি তাহা হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছ, এজন্য তুমি কখনই ঐ ছায়ার ন্যায় বিকৃত হইবে না।

যেমন দর্পণ সকল ভঙ্গ করিলে তাহাতে আর সূর্য্য প্রতিবিম্ব বদ্ধ থাকে না, সেই সূর্য্যের ভাস সূর্য্যতেই গিয়া মিশ্রিত হয়, যেমন তুমি জলের নিকট হইতে প্রস্থান করিলে তোমার প্রতিবিম্ব আর জলের সহিত ক্ষণমাত্র কোনরূপ সম্বন্ধ রাখে না, তোমাতেই মিলিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি মায়ার-মুকুর ভঙ্গ কর, তাহা হইলে তুমি আর "চিরাভাস" রূপে প্রতিবিম্ব থাকিবে না। সেই নিত্যানন্দ জ্ঞান-রূপ মহা-জ্যোতিতেই মিশ্রিত হইবে।

বদ্ধ আছ, মুক্ত হও, "অহং বোধে" মায়া পাশে দেহ-পিঞ্জরে বদ্ধ আছ, অধুনা "সোহং বোধে" পাশছেদন কর, অবিবেক দশায় বদ্ধ আছ, বিবেক দশায় মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি কর, তাহা হইলে ব্যষ্টি "সমষ্টি"র নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া পরম-তুষ্টরূপ শুভগ্রহের সুদৃষ্টিরূপ সুফল সম্ভোগ করিবে।

নিবেদন করি প্রভু, সে সব বচন।
ভাবী হয়ে ভাব লও, স্থির করি মন॥
অদ্যাবধি পাও নাই, আত্ম পরিচয়।
বিষয় বাসনা-বশে, হয়েছে বিস্ময়॥
মায়াপাশে বদ্ধ আছ, শরীর-পিঞ্জরে।
কেবল করিছ বাস, ঘরের ভিতরে॥
মশারিতে মুখ ঢাকা, নিদ্রায় আকুল।
কাজেই স্বপন দেখে, ঘটিতেছে ভুল॥
বাহিরে দেখিতে যদি, নয়ন মেলিয়া।
নিজে তবে নিজরূপ, যেতে না ভুলিয়া॥
জলনিধি ছাড়া হ'য়ে বদ্ধ আছ বটে।
এই হেতু এ প্রকার বিড়ম্বনা ঘটে॥
মোহে ভুলে, তুমি বল, আমি, এই, এই।
আমি বলি এই নও, তুমি সেই, সেই॥
তুমি বল, "আমি জীব" সহজে নশ্বর।
তুমি ত নশ্বর নও, তুমিই ঈশ্বর॥
তুমি বল, "আমি হই" স্বভাবে অধীন।
অধীন ত নও তুমি, স্বভাবে স্বাধীন॥
তুমি বল, আমি ত, সে সর্ব্বব্যাপী নই।
তোমারেই আমি, সেই, সর্ব্বব্যাপী কই॥
তুমি বল, ক্ষুদ্র আমি, স্বভাবত জড়।
আমি বলি জ্ঞানরূপ, অতিশয় বড়॥
তুমি বল "ক্ষীণ আমি" বলে অপ্রধান।
আমি বলি, তুমি সেই, সর্ব্ব-শক্তিমান॥
তুমি বল "জরা মৃত্যু," আমি করি ভোগ।
আমি বলি, নাই তব, জরা, মৃত্যু, রোগ॥
জরা, মৃত্যু, স্থূল, কৃশ, যত কিছু হয়।
শরীরের ধর্ম্ম, তারা শরীরেই রয়॥
তুমি জীব আর, তুমি, যার চিদাভাস।
তোমাদের উভয়ের, নাহি জন্ম নাশ॥

মৃত্যুর অধীন তুমি, কে বলে তোমারে।
অবিনাশী আত্মার কি নাশ হতে পারে॥
জন্মে যেই, মরে সেই, অনিত্য সে হয়।
নিত্য হয়ে তুমি কেন, করিছ সংশয়॥
বিকারের বাসা হয়, শরীর আগারে।
তোমার বিকার কিসে, দেহের বিকারে॥
বিবেক করিয়া দেখ, দেহের ব্যাপার।
এখনই হবে সব, ভ্রমের সংহার॥
ক্রিয়া নিয়া ফেলে দেও, মায়ার আগারে।
আর যেন তোমারে সে ছুঁতে নাহি পারে॥
অমায়িক হয়ে কর, বস্তুর বিচার।
দেহে আর আত্মবোধ, রবে না তোমার॥
কহিবে না, আমি, আমি, আমার এ দেহ।
একেবারে দূর হবে, দেহের সে স্নেহ॥
আপনি আপন জেনে, নিজে ভাব ধর।
সদানন্দে, সদানন্দ-সদনেতে চর॥
তুমি সেই সেই জ্যোতির্ম্ময়, সাক্ষাৎ তপন॥
মেঘেতে মলিন করে, তোমার কিরণ॥
তুমি সে উজ্জ্বল মণি, জ্যোতির আধার।
ধূলায় রেখেছে, ঢেকে প্রতিভা তোমার॥
মেঘ ফুটে দীপ্ত কর, আপন কিরণ।
ধলা ঝেড়ে কর নিজ, প্রভা প্রকটন॥
যখন দাঁড়াও তুমি, জলযুক্ত স্থলে।
তোমার দেহের ছায়া, পড়ে সেই জলে॥
জলের যখন হবে, যেমন প্রকার।
ধরিবে তোমার ছায়া, যেরূপ আকার॥
ছায়াতেই সেই দোষ, করিব স্বীকার।
ফলে তায় হবে না ত, দেহের বিকার॥
কাজেই ছায়ার দোষ, দেহের আভাস।
প্রতিবিম্ব রূপে, সে, যে পেতেছে প্রকাশ॥
যখন সে জল ছেড়ে, দূরেতে আসিবে।
তখন তোমার ছায়া, তোমাতে মিশিবে॥
যাহা ছিল, তাই হলো, গেল বিপরীত।
ঘুচিল সম্বন্ধ তার, জলের সহিত॥

সেইরূপ মায়াময়, সংসার সাগর।
জীব তায় ছায়ারূপ, আত্মা কলেবর॥
যত দিন রবে এই, জলের আগার।
ততদিন, ছায়া দেহ, প্রভেদ প্রকার॥
ঘুচিলে, জলের সঙ্গ, নাহি এই, এই।
তখনই হবে তুমি, যে সেই, সে সেই॥
এখনি দর্পণ তুমি, আনো শত শত।
নিগূঢ় পদার্থ গুণ, হও অবগত॥
প্রবেশ করিয়া তায়, ভাস্করের ভাস।
অনুরূপ প্রতিবিম্ব, করিবে প্রকাশ॥
দর্পণের দশা হবে, যেরূপ যেরূপ।
অনুরূপ, পাবে রূপ, সেরূপ সেরূপ॥
রবির ছবির তায়, বিরূপ না হবে।
তপন আপন ভাবে, আপনিই রবে॥
বিকারের ধর্ম্ম সেটা, প্রতিবিম্বে রয়।
বিম্বের বিকার কোথা, বিকারী সে নয়॥
যে সব "মুকুর" তুমি, ভেঙ্গে কর চূর।
তখনিই দীপ্তি তার, হ'য়ে যাবে দূর॥
আগেতে, সে ছিল যাহা, তাহাই হইবে।
যার কর, তার করে, কর মিশাইবে॥
পরমাত্মা বিম্ববৎ, সূর্য্যের স্বরূপ।
তুমি তাঁর প্রতিবিম্ব, দর্পণে বিরূপ॥
চিদাভাসরূপে এই, তোমার প্রকাশ।
মুকুরে মলিন-দশা, বিকৃত বিভাস॥
"ঈশ্বর চৈতন্য সাক্ষী" বিকার বিহীন।
স্বরূপ, স্ব রূপে তাই, না হন মলিন॥
হতেছে এরূপ ভাব, বদ্ধ আছ ব'লে।
যে তুমি, সে তুমি, হবে, পাশ মুক্ত হ'লে॥
মায়ার মুকুর ভেঙ্গে কর চুরমার।
এ প্রকার বদ্ধ-দশা, থাকিবে না আর॥
পাইলে অভেদ ভাব, ভেদ কোথা রবে।
যে তুমি, যাহার তুমি, তাই তুমি হবে॥
"নিজবোধ" অস্ত্র করে, এখনিই লও।
দড়ি কেটে, জীবঘুচে, শিব হ'য়ে রও॥

(আত্মজ্ঞান লাভার্থ একাগ্রচিত্তে পরমব্রহ্মের চিন্তা।)

নিধিধ্যাসন। (১) ভগবতী বিষ্ণুভক্তিদেবী আমাকে এরূপ আদেশ করিয়াছেন, হে পুত্র! 'আমার নিগূঢ়াভিপ্রায় এই যে যাহাতে বিবেকের সহিত উপনিষদ্দেবীর সংযোগ হইয়া বিস্তা

এবং প্রবোধের উৎপত্তি হয়, শীঘ্রই তাহা করিয়া সেই পুরুষের হৃদয়ে বাস করিবে।" এই কর্ম্ম আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য হইয়াছে. অতএব শীঘ্রই গিয়া তাহা সুসম্পন্ন করি। (নাট্যশালায় প্রবেশ। চতুর্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক।) এই যে, দেখি শ্রীমতী উপনিষদ্দেবী আমার সম্মুখেই বিবেক এবং পুরুষের সহিত অবস্থান করিতেছেন, এখনই নিকটে যাওয়া উচিত হইতেছে। (নিকটে গিয়া অতি গোপনে কাণে কাণে।)

হে দেবি। আমাকে "বিষ্ণুভক্তিদেবী"এরূপ অনুমতি করিয়াছেন, দেবতারা ভাবতেই সঙ্কল্পযোনি, সঙ্কল্প মাত্রেই তাঁহারা উদ্ভূত হয়েন, আমিও তদ্রূপ প্রণিধান অর্থাৎ প্রযত্ন সমাধি দ্বারা জানিতে পারিলাম, তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, তোমার এই গর্ভ গহ্বরে 'বিদ্যা ২) নাম্নী কন্যা এবং প্রবোধচন্দ্র '৩ নামক পুত্র" আছে। অতএব তুমি প্রসব করিয়া সেই বিদ্যা কন্যাকে কর্ষণ ি দ্যাতে আকর্ষণ পূর্ব্বক মনেতে সংক্রমণ করাও এবং প্রবোধচন্দ্রকে আত্মাতে সমর্পণ করিয় বিবেকের সহিত আমার নিকট আগমন কর।

উপনিষদ্দেবী। ভগবতী বিষ্ণুভক্তিদেবী আমাকে যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন তাহা এখনই করি। (তদনন্তর উপনিষদেবী বিবেকের সহিত রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।) (নিধিধ্যাসন আত্মাতে প্রবেশ করিলে, আত্মা ধ্যানপরায়ণ হইলেন।) (এই সময়ে নিদ্ধিধ্যাসন এবং পুরুষের প্রতি আকাশবাণী।) (নেপথ্যে কোলাহলধ্বনি।)

কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এই বিদ্যানাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ মাত্রেই যোগোপসর্গ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মধুমতী প্রভৃতি সহিত মহামোহকে গ্রাস পূর্ব্বক নখররূপ প্রখর-ধার-অস্ত্র দ্বারা মনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করত বিদ্যুল্লতার ন্যায় দশদিক প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার অন্তর্দ্ধান হইলেন।

(অনন্তর "প্রবোধচন্দ্র" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইয়াই আত্মাকে অবলম্বন করিলেন।)

প্রবোধচন্দ্র। গীত।

নিত্য নিত্য বোধরূপ, চাঁদের উদয় রে। ধাধার আঁধার আর, কতক্ষণ রয় রে॥

পদ।

এতদিনে সকলের, ঘুচিল সংশয় রে। আমি আমি, কেহ আর, এখন না কয় রে।
সুখেতে করুক সবে, নিত্যের নির্ণয় রে॥ সকলেই প্রাপ্ত হ'লো, আত্ম পরিচয় রে॥
হইল অনিত্য বোধ, মায়িক বিষয় রে। সত্য সত্য, সেই সত্য, সব সত্যময় রে।
একেতে মিলিয়া গেল বিশ্ব সমুদয় রে॥ সেই এক সত্য বিনা, কিছু কিছু নয় রে॥

আমি সেই প্রবোধচন্দ্র, অদ্য উদিত হইয়া স্বকীয় নিত্যসিদ্ধ কিরণ দ্বারা ত্রিলোক উদ্দীপ্ত করিলাম. অধুনা-কুত্রাপিই কাহারও কোনরূপ বিতর্ক নাই,—যেমন উজ্জ্বল দীপের দীপ্তি দ্বারা অন্ধকার দূর হইলে লোকের আর দৃষ্টির কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক থাকে না, অর্থাৎ ঘট পটাদি পদার্থ সকল নিশ্চয়রূপে প্রতীয়মান হয়। অজ্ঞানময় অন্ধকারাবৃত জনসমূহ সত্য-স্বরূপ সেই পরমাত্মাকে না জানিয়া আমি আমি, আমার আমার, ইত্যাদি মিথ্যা-পদার্থকে সত্যরূপে দৃষ্টি করিত. অদ্য আমি সেই অজ্ঞান-অন্ধকার সংহার পূর্ব্বক উক্ত সনাতন পরমার্থ পদার্থ প্রকাশ করিয়া দিলাম, ইহাতে আর মায়িকবস্তু প্রকাশ পাইবে না।

(ভ্রমণ করিতে করিতে আত্মার সমুখে আসিয়া।) হে প্রভো। আমি প্রবোধচন্দ্র, আপনাকে প্রণাম করি।

---

(১) এই নিদিধ্যাসন।—ধারাবাহিকরূপে পরমাত্মাতে চিত্তবৃত্তির সমর্পণ।
(২) বিদ্যা।—অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তি। (৩' প্রবোধ—ঐ বৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য।

আত্মা। হে বৎস। আহা অদ্য আমার কি সৌভাগ্য। তুমি শীঘ্রই আসিয়া আমার ক্রোড়ে উপবেশন কর। আমি তোমার স্পর্শে কৃতার্থ হই।

প্রবোধচন্দ্র। হে বপ্ত। এই আমি, আমাকে আলিঙ্গন কর।

আত্মা। (প্রবোধের স্পর্শে এককালেই পূর্ণানন্দ লাভ।) আহা, আহা। কি চমৎকার। কি চমৎকার। তোমার স্পর্শ মাত্রেই আমি অখণ্ড আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম, আমি একাল পর্য্যন্ত ঘোরতর অন্ধকারাবৃতা-মায়াময়ী রজনীতে কেবল নিদ্রাভোগ করিতেছিলাম, সম্প্রতি প্রভাত হইল। আমি এতদিন যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এইক্ষণে সেই রাত্রি নাই, সেই অন্ধকার নাই, সেই স্বপ্নও নাই। আমি স্বয়ং সেই ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া সকল পদার্থকেই ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিতেছি। ভগবতী বিষ্ণুভক্তিদেবীর কৃপায় সর্ব্বপ্রকারেই চরিতার্থ হইলাম। এখন আর কাহারও সহিত কিছুতেই মিলিত হইব না, এবং কাহাকেও কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিব না; কোনরূপ ফলের উদ্দেশ না করিয়াও সকল দিকে গমন করিব। আর আমার কোন ভয় নাই, শোক, মোহ প্রভৃতি সকল দূর হইয়াছে, ভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইবে, সেই স্থানেই আমার গৃহ।

প্রকাশিকা নিজ ছবি, উদিত হইল রবি(১),
প্রভাতেই প্রভাত প্রকাশ।
রজনী(২ হয়েছে শেষ, আলোকে ব্যাপিল দেশ,
অন্ধকার হইল(৩) বিনাশ॥
"আমি আমি" এ প্রকার, স্বপন দেখিতে আর,
পাইলাম "আত্মপরিচয়"।
ভ্রমনিদ্রা পরিহরি, সুখে জাগরণ করি,
দেখিতেছি সত্য সুখময়॥
ভুলে সেই সর্ব্বগত, যাতনা পেয়েছি কত,
চিরদিন হয়ে পরাধীন।
কাটিয়া মায়ার পাশ, মনেরে করিয়া নাশ,
এতদিনে হলেম স্বাধীন॥
দেশাচার, দ্বেষাচার, কিছুই রাখিনে আর,
অভিমান হয়ে গেল নাশ।
দেশ কাল ভেদ নাই, যখন যেখানে যাই,
সেখানেই আমার নিবাস॥
পেয়েছি পরম নিধি, না মানি নিষেধ, বিধি,
উপরোধ অনুরোধ নাই।
আমি, তুমি, তিনি, উনি, আর নাহি, ভেদ গুণি,
এ জগতে সমান সবাই॥
এই আমি, আমি, নই, এই আমি, আমি হই,
হইলাম আমিই আমার।

ব্রহ্মরূপ সমুদয়, ব্রহ্মছাড়া কিছু নয়,
ব্রহ্মময় অখিল সংসার॥
কি কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, নাহি করি সে ধর্ত্তব্য,
ত্রিভুবন তৃণের সমান।
আপন আপন বশ, ব্রহ্মানন্দ-সুধারস,
প্রতিক্ষণ সুখে করি পান॥
চেয়ে নাহি চক্ষুমেলি, নিজভাবে হাসি খেলি,
নাচি গাই আপনার ভাবে।
নাহি শোক, নাহি রোগ, অবিচ্ছেদ সুখভোগ,
ভাব পেয়ে রয়েছি স্বভাবে॥
উদয় হতেছে হেন, কোন কুলবধূ যেন,
মধুদান করিছে আমায়।
নাহি যায় কার কাছে, হৃদয়ে উদয় আছে,
কেহ তারে দেখিতে না পায়॥
কিবা সে মধুর তার, তায় মাত্র তার তার,
সে মধু ত এঁটো করা নয়।
যে খেয়েছে আছে সুখে, ফুটিতে না পারে মুখে,
কিছুতেই প্রকাশ না হয়॥
ম'লেন ঈশ্বর গুপ্ত, হলেন ঈশ্বর গুপ্ত,
ব্যপ্ত হ'লে গুপ্ত, কোথা রয়।
গুপ্ত যদি নাহি রবে, গুপ্তভাবে দেখি তবে,
ঈশ্বরের খেলা সমুদয়॥

---

(১) রবি।—তত্ত্বজ্ঞান। (২) রজনী।—মায়া। (৩) অন্ধকার—অজ্ঞান।

বিষ্ণুভক্তিদেবী। হে আত্মন!—আহা! কত কালের পর অদ্য আমাদিগের মনোরথ সুসিদ্ধ হইল, যেহেতু আপনাকে শত্রুহীন দেখিলাম।

আত্মা। (বিষ্ণুভক্তিদেবীর চরণে প্রণত হইয়া।) হে করুনাময়ী দেবী। কেবল তোমারই চরণ-প্রসাদে আমি আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলাম।

বিষ্ণুভক্তিদেবী। হে বৎস! বল বল,—তোমার প্রীতার্থে আব কি কি করিতে হইবে।

আত্মা। হে দেবি। আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, তোমার কৃপায় যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, আমার প্রাণাধিক বিবেক প্রশান্ত শত্রু হইয়া কৃতকার্য্য হইলেন এবং আমাকে সুনির্ম্মল সদানন্দ স্বরূপ স্বভাব প্রাপ্ত করাইলেন, ইহার অধিক আর কি সুখের বিষয় আছে, যে, তাহার প্রার্থনা করিব?—হে দেবি!—আশীর্ব্বাদ কর, তোমার অনুগ্রহে আমার যে মহারত্ন সঞ্চিত হইয়াছে, আমি যেন কখনই তাহা হইতে বঞ্চিত না হই।

গীত। রামপ্রসাদী সুর।

এ জগতে কি আর আছে।
বল কি আছে, কার কাছে চাবো?
এ জগতে কি আর আছে।
আর, কোথাও নাইরে, কোথাও নাইরে,
যা আছে তা, আমার আছে॥

পদ।

আর চাইনে চোখে, চাইনে কিছু,
নাচিনে আর নাটের নাচে।
ওরে, সবাই এসে, নৃত্য করে,
আমার কাছে পেলা যাচে॥
যতন করে রতন পেলেম্
মতন মতন বাছের বাছে।
আমি কাঁচা-সোনার মুখ দেখেছি,
আর কি ভুলি ঝুটো কাঁচে॥
তুমি আমি ভেদ রাখনি, দেখাচ্ছ,
সব আঁচে আঁচে।
আমি যা পাব তা পাব শেষে,
পাঁচ মিশালে পাঁচে পাঁচে॥
একটি মাত্র ভিক্ষা করি।
বিড়ম্বনা ঘটে পাছে।
ওহে, দোহাই ঈশ্বর, দোহাই দোহাই,
মই কেড় না তুলে গাছে।

বিষ্ণুভক্তিদেবী। হে পুরুষ! তুমি কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছ আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব আমার প্রশ্নের উত্তর করিয়া সন্তুষ্ট কর।

আত্মা। হে দেবি! তবে প্রশ্ন করুন।

বিষ্ণুভক্তিদেবী প্রশ্ন।
কোন্ ধর্ম্ম অনুসারে, লহ উপদেশ।
কিবা জাতি কিবা ধর্ম্ম, কহ সবিশেষ॥

আত্মা। উত্তর।
আপন স্বরূপ আমি, আপন স্বরূপ।
জাতি, ধর্ম্ম, কিছু নাই, নিজবোধ রূপ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
কি তোমার নাম কহ, কি তোমার নাম।
কোথায় বিশ্রাম কর, কোন্ দেশে ধাম॥

আত্মা। উত্তর।
স্বভাবে বিশ্রাম করি, দেহগেহে ধাম।
আত্মার আত্মীয় আমি, আত্মারাম নাম॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
কার ভাবে ভাব লয়ে, ভাব প্রতিক্ষণ।
কার সঙ্গে কোন্, রঙ্গে করিছ ভ্রমণ॥

আত্মা। উত্তর।
স্বভাবে ভাবিয়া ভাব, ভাব রাখি দূরে।
সন্তোষের সহ ফিরি, সদানন্দ-পুরে॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন
কেমনে স্বভাবে তুমি, রেখেছ স্ব-ভাব।
কি ভাবে, স্বভাবে রাখ, স্বভাবের ভাব॥

আত্মা। উত্তর
স্বভাবেই ভাবে হয়, ভাবের সঞ্চার।
স্বভাব, স্বভাবে রাখি, অভাব কি আর॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন
কার ভাবে ভাবি বল, কার ভাবে ভাবী।
গত হ'ল কত ভাব, কত আছে ভাবি ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন
কত গত, কত ভাবি, কত আর ভাবি।
যার ভাবে ভাবি ভাব, তার ভাবে ভাবী ॥

আত্মা। উত্তর।
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবের উদয়।
কিসে ভাব আবির্ভাব, কিসে হয় লয় ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
ভাবের সাগরে সদা, উঠিতেছে ঢেউ।
লয়, হয়, কিসে, দিশে, নাহি পায় কেউ ॥

আত্মা। উত্তর।
বল শুনি, কি কারণ, এখানেতে আসা ॥
বুঝিতে না পারি কিছু, কার কর আশা ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
কি কহিব, কি কারণে, এখানেতে আসা।
যে আমায় আনিয়াছে, তার করি আশা ॥

আত্মা। উত্তর।
আসার সুসার কিসে, আশার সুসার।
আসা নাশা-বাস-কোথা, কি ভেবেছ সার ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
আসা নাশা-বাসা-বাসা, কে করেছে সার ॥
আশা নাই, আশা নাই, আশা নাই তার।

আত্মা। উত্তর।
যে ঘরে তোমার বাস, দ্বার তার কয়।
কোথায় স্থাপিত আছে, শুনি সমুদয় ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
দেহ-গেহ-নবদ্বার, শোভে নয় ঠাঁই।
যথা আত্মা, তথা গৃহ, নিরূপিত নাই ॥

আত্মা। উত্তর।
কহ বিবরণ সব, কহ বিবরণ।
দারা, সুত, ভ্রাতা, সুতা কত পরিজন ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
দয়া দারা সত্য সুত, সহোদর মন।
শান্তি ভগ্নী বিবেকাদি নিজ পরিজন ॥

আত্মা। উত্তর।
পরিজন মধ্যে করে, কে তোমার হিত।
কুটুম্বিতা কর তুমি, কাহার সহিত ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
নিজতত্ত্বে নিজ-হিত, এই মাত্র ধারা।
কুটুম্ব ইন্দ্রিয় পঞ্চ, হিতকারী তারা ॥

আত্মা। উত্তর।
নিগূঢ় বচন এক, কাণে কাণে বলি।
কার বলে বাল আমি, কার বলে বলি ॥

আত্মা। উত্তর।
কার বলি বল আমি কার বলে বলি।
বল্ বল্ আত্মা-বল্, আত্ম বলে বলী ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
সবিশেষ দিলে তুমি, নিজ পরিচয়।
এখন তোমার বল, কিসে হবে লয় ॥

আত্মা। উত্তর।
জীবনের বিম্ব যথা, জীবনেই লয়।
আত্মাতে সেরূপ আমি, জানিবা নিশ্চয় ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
কুটীরের মধ্যে বল, আলো কেবা করে।
কিরূপেতে থাক তুমি, অন্ধকার ঘরে ॥

আত্মা। উত্তর।
অন্ধকার নহে তথা, থাকি সেই স্থলে।
দ্বীপের উপরে দ্বীপ, তাহে দ্বীপ জ্বলে ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
ঘরের ভিতরে সদা, কর তুমি বাস।
বাহিরে কিরূপে, হয়, নয়ন প্রকাশ ॥

আত্মা। উত্তর।
পরম প্রণয়-পথ সত্য সুখময়।
ভাব, চিন্তা, দুই নেত্রে, দেখি সমুদয় ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
সবিশেষ, উপদেশ, আমায় বুঝাও।
কখন্ বা জেগে থাক, কখন্ ঘুমাও ॥

আত্মা। উত্তর।
যোগে যাগে জেগে থাকি, এক ভেবে সার।
একবার ঘুমাইলে জাগিব না আর ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
এরূপ জাগিয়া আর, রবে কত দিন।
আর কত দিনে হবে, ঘুমের অধীন॥

আত্মা। উত্তর।
নিরূপণ কিছু নাই, এখন তখন।
তখনি ঘুমার, ঘুম, আসিবে যখন॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
নিয়তই আছ তুমি করি জাগরণ।
দিনে রেতে, যোগেতে কখন দেও মন॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
দিনে নয়, রেতে নয়, দিবা নিশি ছেড়ে।
সর্ব্বদাই যোগে যাগে, মন রাখি বেড়ে॥

আত্মা। উত্তর।
দিবা, নিশা, সর্ব্বদায়, কি আছে প্রভেদ।
বিশেষ করিয়া কহ, দূর হ'ক খেদ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
রবি, দিবা, শশী, নিশি, ইড়া ও পিঙ্গলা।
সুষুম্না, সর্ব্বদা সদা, জ্ঞানেতে উজ্জলা॥

আত্মা। উত্তর।
বল বল, বল-ভাই, কারে বলে ধ্যান।
বল বল, বল শুনি, কারে বলে জ্ঞান॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
জ্ঞানের সংযোগে ধ্যান, সেই ধ্যান ধ্যান।
অন্য জ্ঞান জ্ঞান নহে, নিজ জ্ঞান জ্ঞান॥

আত্মা। উত্তর।
তুমি ত কহিলে সব নিজ পরিচয়।
আমি কেন আমি বলি, কহ মহাশয়॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
প্রলয় সমুদ্র এক, সদা শোভা পায়।
তুমি আমি. আমি তুমি, জলবিম্ব তায়॥

আত্মা। উত্তর।
আমি তুমি, তুমি আমি, এই যদি হবে।
তুমি আমি, তিনি উনি, ভেদ কেন তবে॥

আত্মা। উত্তর।
এক আত্মা ভিন্ন ঘট, ভেদ মাত্র কায়।
রবি ছবি, জলে জ'লে যথা শোভা পায়॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
কিরূপে সমান হবে তোমায় আমায়।
প্রভেদ, অভেদ করা, সহজে কি যায়॥

আত্মা। উত্তর।
এখনি দর্পণ আনি, আঁখি অগ্রে ধর।
মুকুরে হেরিয়ে মুখ, দুঃখ দূর কর॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
সকলেই করে কেন, জীব আর শিব।
কারে তুমি জীব বল. কারে বল শিব॥

আত্মা। উত্তর।
কারে বলি শিব আমি, কারে বলি জীব।
এই আমি জীব হই, এই আমি শিব॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
আমি জীব, আমি শিব, এই যদি হবে
জীবে শিবে অভেদ হয়েছে কেন তবে

আত্মা। উত্তর
পাশযুক্ত যখন, তখন জীব জীব।
পাশমুক্ত হলে পর, জীব হয় শিব॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
কারে কহে পাশ-মুক্ত, কারে কহে পাশ।
বল, বল, এই পাশ, কিসে হয় নাশ॥

আত্মা। উত্তর।
বন্ধের কারণ মায়া, তারে বলি পাশ।
জ্ঞানি করে জ্ঞান অস্ত্রে, মায়াপাশ নাশ॥

বিষ্ণুভক্তিদেবী। প্রশ্ন।
ঘুচিল অজ্ঞান-ধন্ধ, সদানন্দ স্মরি।
বল বল, তবে কারে প্রণিপাত করি॥

আত্মা। উত্তর।
নমো নমঃ পরমাত্মা, চিদানন্দ-ধাম।
আমায় আমার আমি, প্রণাম প্রণাম॥

জীবন্মুক্ত হইল। ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

পরিশিষ্ট

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

॥ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ॥

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে ; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য ? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি, সব রাখে তার তলে ?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব

॥ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

উপক্রমণিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই—বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্য-রাশি ভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন সামগ্রীটা কি এ? বহুকষ্টে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ "কেলা কা ফুল।" রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি, সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

"সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেইরূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন

আর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না, আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙালীর মনে পৌষপার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠা পুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশশুদ্ধ জোনস্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিসগুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ; মার প্রসাদে পেট না ভরে বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।

এই সংগ্রহের জন্য বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার উদ্যোগ, পরিশ্রম ও যত্নেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়া উঠিতাম না

এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার দিতেছি. তাহার জন্যও ধন্যবাদ গোপাল বাবুরই প্রাপ্য। তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া গোপাল বাবু আমাকে কতকগুলি নোট দিয়াছিলেন। আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। গোপাল বাবু নিজে সুলেখক এবং বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তাঁহার নোটগুলি এরূপ পরিপাটী যে, আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত। দ্বিতায় পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবুর নোটগুলি প্রায় বজায় রাখিয়াছি—আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই। তৃতীয় পরিচ্ছেদের জন্য আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

এই কথাগুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনীর জন্য আমার ও সাধারণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্য ও শিক্ষা।

প্রয়াগে যুক্তবেণী—বাঙ্গালার ধান্যক্ষেত্রমধ্যে মুক্তবেণী—কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন। যেখানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিম-পারস্থ গ্রামের নমে "ত্রিবেণী"—পূর্ব্বপারস্থিত গ্রামের নাম কাঞ্চনপল্লী" বা কাঁচরাপাড়া।

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমারহট্টের দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। গরিফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কুমারহট্টের গৌরব, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।*

---

* এই প্রদেশের বৈদ্যগণ রাজকার্য্যেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাম করিলে অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

কাঁচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈদ্যবংশের আদি পুরুষ। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দ দুই পুত্র ;—(১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটি টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

কনিষ্ঠ নিধিরাম, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবিভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন। নিধিরামের তিনটি পুত্র জন্মে ;—(১) বৈদ্যনাথ, (২) ভোলানাথ এবং (৩) গোপীনাথ।

গোপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ দাসের ঔরসে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে (১) গিরিশচন্দ্র, (২) ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র, (৪) শিবচন্দ্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৭৩৩ শকের (বাঙ্গালা ১২১৮ সালে) ২৫এ ফাল্গুন শুক্রবারে কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

গুপ্তেরা তাদৃশ ধনী ছিল না ; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পৈতৃক ধান্যক্ষেত্র, পুষ্করিণী, উদ্যান এবং রাইয়তি জমির আয়ে এই একান্নভুক্ত পবিবারের কোন অভাব ঘটিত না। সমাজ মধ্যে এই গৃহস্থেরা মান্যগণ্য ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, স্বগ্রামের নিকট সেয়ালডাঙ্গার কুঠীতে মাসিক ৮ টাকা বেতনে কাজ করিতেন।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহাশ্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননীর সহিত কাঁচরাপাড়া এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, কানপুরে বিষয় কর্ম্ম করিতেন মাতামহের অবস্থা বড় ভাল ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের যে দুই একটা কথা জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুরন্ত ছেলে ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে কালীপূজার দিন, অমাবস্যার রাত্রে একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, এক জন কেহ পথে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সে ঘোর অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে রে? —কে যায়?"

"আমি ঈশ্বর।"

"একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে কোথায় যাইতেছিস?"

"ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী লুচি আনিতে।"

দেশকালগুণে এ সাহসের পরিণাম—হোগল-কুঁড়িয়ায় বসিয়া কবিতা লেখা।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

স্ত্রীবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী না আসিয়া কার্য্যস্থলে গমন করেন। নববধূ একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিলে, হরিনারায়ণের বিমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের উপযোগী বটে। ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল, যে তিনি খাঁটি জিনিব বড়

ভালবাসিতেন, মেকির বড় শত্রু। এই সংগ্রহস্থিত কবিতাগুলি পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে কবি মেকির বড় শত্রু—সকল রকম মেকির উপর তিনি গালিবর্ষণ করিতেছেন—গবর্ণর জেনেরল হইতে কলিকাতার মুটে পর্য্যন্ত কাহারও মাফ নাই। এই বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সম্মুখসাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, একগাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করেন। কবিপ্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যক্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলাগাছে বিঁধিয়া গেল।

অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কিরাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাকহস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেঠা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠামহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই—মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জ্বালাবিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন। ইংরেজ-সমাজ বায়রণকে প্রপীড়িত করিয়াছিল—বায়রণ, ডন জুয়ানে তাহার শোধ লইলেন।

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলেন, "তোদের মা নাই, মা হইল, তোদেরই ভাল। তোদেরি দেখিবে শুনিবে।"

আবার মেকি! জ্যেঠামহাশয় যা হোক—খাঁটি রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের নিকট এ স্নেহের মেকি ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহের মুখের উপর বলিলেন,—

"হাঁ! তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখেছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখবেন।"

দুরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা পড়ায় বড় মন দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত আছে, ঈশ্বরচন্দ্রের যখন তিন বৎসর বয়স, তখন তিনি একবার কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিয়া পীড়িত হয়েন। সেই পীড়ায় তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। কলিকাতা তৎকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা মাছির বড়ই উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে, ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাগত থাকিয়া সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবৃত্তি করিতে থাকেন—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়্য়ে কল্‌কাতায় আছি।"

I lisped in numbers, for the numbers came!

তাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস করিতে পারেন—আমরা বিশ্বাস করিব কি না জানি না। তবে যখন জন ষ্টুয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহিত্য-জগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক।

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালী, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্য-দিগের সংগীত-রচনা-শক্তি ছিল। বীজ গুণে নাকি অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে।

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন না। কখনও পাঠশালায় যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এ সময়ে মুখে মুখে কবিতা-রচনায় তৎপর ছিলেন। পাঠশালায় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পারস্য ভাষার যে সকল পুস্তক অর্থ করিয়া পাঠ করিত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখা পড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ এবং অপরের গলগ্রহ হইবে। চিরজীবন অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইবে।

সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথানুসারে লেখা পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল, স্থির করা যায়। কিন্তু ক্লাইব বালককালে কেবল পরের ফলকরা চুরি করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফ্রেড্রিক বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে ছিলেন এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, স্বয়ং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মূর্খ ছিলেন।

মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন। কলিকাতায় আসিয়া সামান্য প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ কবিতা রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজকাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে দেখি। লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি পড়া শুনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনায় মন। রাতারাতি যশস্বী হইবার বাসনা। এই সকল ছেলেদের দুই দিক্ নষ্ট হয়—রচনাশক্তি যে টুকু থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে পড়া-শুনায় অমনোযোগী হউন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য রচনায় তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য্য এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস যে, তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্ত্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়—মার্জ্জিত রুচির অভাব এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেক-টাই ইয়ারকির। আধুনিক সামাজিক বানরদিগের ইয়ারকির মত ইয়ারকি নয়—প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে। জগদীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি—

"কহিতে না পার কথা,—কি রাখিব নাম।
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম ॥"

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই এই

ইয়ারকি বিশুদ্ধ এবং ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা বা পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। রত্নটি পাইয়া হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে—এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।

একজন দেউলেপড়া শুঁড়ী, মতি শীলের গল্প শুনিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, "কত লোকে খালি বোতল বেচিয়া বড়মানুষ হইল,—আমি ভরা বোতল বেচিয়া কিছু করিতে পারিলাম না?" সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি—ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড় পাড়িও না। মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের সমালোচনায় অনেক গুরুতর নীতি আমরা শিখিয়া থাকি। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি—সুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন পূর্ণ ফলপ্রদ হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। কঠিন সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্বোধ শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার এক জন বাল্যসখা, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভাকরের নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"ঈশ্বর বাবু দুগ্ধপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যৎকালীন পাঠশালার প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকেরা পারস্য-শাস্ত্র পাঠ করিত। তাহাতেই যে দুই একটি পারস্য-শব্দ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতিমাত্রেই বিশেষ বিদিত হইয়া, বঙ্গ শব্দের সহিত সংযোজনা করিয়া, উভয় ভাষায় মিলিত অথচ অর্থবিশিষ্ট কবিতা অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন। ১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত করিতে পারগ হইয়াছিলেন যে, সখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চনপল্লীতে বারোয়ারী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদী দল আগমন করিত, তাহাদের সমভিব্যাহারী ওস্তাদলোক উত্তর গান ত্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে, ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই অতি সুশ্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটী প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।"

লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, "ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাতেই ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস এবং জীবিকান্বেষণ জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। আমার সহিত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ যখন তাঁহার সহিত প্রণয়-সঞ্চার হয়, তখন আমারও পঠদ্দশা। তিনি যদিও আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক, কেবল বিদ্যাভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে সময় সর্ব্বদা তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই এক একটি অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করিয়া সহচর সুহৃৎসমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পূরণ করিতেন, তদ্রূপ পূর্ব্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।"

উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, "ঈশ্বর বাবু যৎকালীন ১৭।১৮ বর্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবারাত্রি একত্র সহবাস থাকাতে, আমার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান হয়, একমাস কি দেড়মাস মধ্যেই মিশ্র পর্য্যন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিগের প্রশংসা অনেক শ্রুতিগোচর

আছে ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শ্রুতিধরতা সর্ব্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা তাঁহার স্বপ্রণীতই হউক বা অনুকৃতই হউক, একবার বচনা এবং সমক্ষে পাঠমাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, একেবারে চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় চিত্রস্থ হইয়া চিরদিন সমান স্মরণ থাকিত।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ বংশের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুরবাটীতে পরিচিত হয়েন। পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ সখ্য জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট নিয়ত অবস্থান পূর্ব্বক কবিতা রচনা করিয়া সখ্যবৃদ্ধি করিতেন। যোগেন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। লেখা পড়া শিক্ষা এবং ভাষানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ ও যত্ন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশঃকীর্ত্তির সোপান স্বরূপ।

ঠাকুরবাটীতে মহেশচন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মীয়ের গতিবিধি ছিল। মহেশচন্দ্রও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মহেশের কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট্ থাকায় লোকে তাঁহাকে "মহেশ পাগলা" বলিত। এই মহেশের সহিত ঠাকুরবাটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা-যুদ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গুপ্তীপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

দুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, আবার যোক! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা! হাবা! বোবার মত! এ ত স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্দ্ধাঙ্গ নহে—কবির সহধর্ম্মিণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না।

ইহার ভিতর একটু Romanceও আছে। শুনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাঁচরাপাড়ার এক জন ধনবানের একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়েন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, গুপ্তীপাড়ার উক্ত গৌরহরি মল্লিকের উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। গৌরহরি বৈদ্যদিগের মধ্যে এক জন প্রধান কুলীন ছিলেন, সেই কুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দান করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাত্রীর সহিতই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পুত্রের বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের পরই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি আর সংসার ধর্ম্ম করিব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয়-মিত্রগণ তাঁহাকে আর একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতীনের ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি। ভরসা করি, আধুনিক বর-কন্যাদিগের ধনলোলুপ পিতৃমাতৃগণ এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

ঈশ্বর গুপ্ত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন, চিরকাল তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণ পোষণ করিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার ভরণ পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুর্গামণিও সচ্চরিত্রা ছিলেন। কয়েকবৎসর হইল, দুর্গামণি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এখন আমরা দুর্গামণির জন্য বেশী দুঃখ করিব, না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী দুঃখ করিব? দুর্গামণির দুঃখ ছিল কি না, তাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুন তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না, জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল—কবিতায় দেখিতে পাই।

অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহ-ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর, তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক একবার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়। তাঁহার প্রণীত "মানভঞ্জন" নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা ঐরূপ। উক্ত কবিতা আমরা এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করি নাই। স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় কথা বড় অল্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেক সময় ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় মুক্তকণ্ঠ—অতি কদর্য্য ভাষায় ব্যবহার না করিলে গালি পূরা হইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।

এখন দুর্গামণির জন্য দুঃখ করিব, না ঈশ্বর গুপ্তের জন্য ? ভরসা করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য।

১২৩৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর-বাটীতেই প্রতিপালিত হইতেন। পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই অর্পিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ম্ম।

প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী সরস্বতীকে চিরকাল বিবাদ। সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষ্মীছাড়া ; লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর বিষনয়নে পতিত। কথাটা কতক সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ নাই। বিক্রমাদিত্য হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহায়। লক্ষ্মী, চিরকাল সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া খাড়া করিয়া রাখিতেন, নহিলে বোধহয়, সরস্বতী অনেক দিন, বিষ্ণুপার্শ্বে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন—তাঁহার পালিত গর্দ্দভগুলি সহস্র চীৎকার করিলেও উঠিতেন না। এখন হয় ত সে ভাবটা তেমন নাই। এখন সরস্বতী কতকটা আপনার বলে বলবতী ; অনেক সময়েই আপনার বলেই পদ্মবনে দাঁড়াইয়া বীণায় ঝঙ্কার দিতেছেন দেখিতে পাই, হয় ত দেখিতে পাই, দুই জনে একাসনে বসিয়াই সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন—সতীনের মত কোন্দল ঝগড়া নাক কাটাকাটী কিছু নাই। অনেক সময় দেখি, সরস্বতী আসিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু যখন ঈশ্বর গুপ্ত সরস্বতীর আরাধনায় প্রথম প্রবৃত্ত, তখন সে দিন উপস্থিত হয় নাই। লক্ষ্মীর এক জন বরপুত্র তাঁহার সহায় হইলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি এবং রচনাশক্তি দর্শনে এই সময়, অর্থাৎ

১২৩৭ সালে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে অভিলাষী হয়েন। ইহার পূর্ব্বে ৬ খানি মাত্র বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল।

(১) "বাঙ্গালা গেজেট" ১২২২ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র। (২) 'সমাচার দর্পণ' ১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারিদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে 'সংবাদ-কৌমুদী' প্রকাশ হয়। (৪) ১২২৮ সালে 'সমাচার চন্দ্রিকা'। (৫) "সংবাদ তিমিরনাশক" এবং (৬) বাবু নীলরত্ন হালদার কর্ত্তৃক "বঙ্গদূত" প্রকাশ হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে, উৎসাহে এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়া, সন ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে "সংবাদ প্রভাকর প্রচারারম্ভ করেন। তৎকালে প্রভাকর সপ্তাহে একবার মাত্র প্রকাশ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন "৺বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না, চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হয়। ৩৮ সালের শ্রাবণমাসে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।"

কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকবি-সম্পাদিত নব প্রভাকর অল্পদিনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কলিকাতার যে সকল সম্ভ্রান্ত ধনবান্ এবং কৃতবিদ্য লেখক, সাপ্তাহিক প্রভাকরের সহায়তা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের নামের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ৺বাবু নন্দলাল ঠাকুর, ৺বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺বাবু নন্দকুমার ঠাকুর, ৺বাবু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকন, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, বাবু ব্রজমোহন সিংহ, ৺কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বাবু রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু শ্যামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল ও অন্যান্য। শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয় * অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য-পদ্য লিখিয়া প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

---

* সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ
সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ
সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ॥
নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু
কচিদ্‌ভ্রমংভ্রামমতান্দ্রমীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাঃ স্বান্তদ্বিরেফা রসং॥

এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার পুনরুদিত হইয়া অদ্যাপি কর বিতরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য-নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বণ, আজ মিশনারী, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবীশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবীশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর এক জন। ইহার জন্যই বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ করায় সংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "এই সময়ে (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর আমাদিগের কর্ম্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দন্তে পতিত হইলেন। সুতরাং ঐ মহাত্মার লোকান্তরগমনে আমরা অপর্য্যাপ্ত শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস এবং অনুরাগশূন্য হইলাম। তাহাতে প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।"

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনা শক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে "সংবাদ-রত্নাবলী" প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।

১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে এই রত্নাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে 'সংবাদরত্নাবলী' আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ-সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্ম বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।"

ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "ফলতঃ গুণাকর প্রভাকর-কর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না।

তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণপ্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া, কটকে পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিন অবস্থান করিয়া একজন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডীর নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।"

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্য চেষ্টিত হয়েন। তাঁহার সে বাসনাও সফল হয়। ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রভাকরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশ সূত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৪৩ সালের ২৭এ শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি, আমাদিগের এমত সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরের চিন্তা করিয়া এতৎ অসমসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর এবং তদনুজ বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে বয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটি করেন না। এ কারণ আমরা উল্লিখিত ভ্রাতাদ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের ঋণের নিমিত্ত জীবনের স্থায়িত্বকাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম।"

অল্পকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমুজ্জল হইয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্য প্রদেশের সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কৃতবিদ্যগণ এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন। কয়েক বর্ষের মধ্যেই প্রভাকর এতদূর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকরকে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত করেন। ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক।

প্রভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি-সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম,—

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।"

"সীতানাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ইঁহারা কেহ তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণীমধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।"

"শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাদিগের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু, শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, অতএব ইঁহাদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেকমাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ম্মসমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।"

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইঁহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব? এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেলস্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু, ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইঁহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্যতালে ইঁহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।"

"ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু, প্রভাকরের উন্নতি, সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু, তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাললাল ঠাকুর, ৺চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু মথুরানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন এবং ইঁহাদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন।"

"এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের পত্রে সমাদর করিয়া উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্নশীল আছেন।"

প্রভাকরের বর্ষ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্যকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কলিকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান্ এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন। মূল্যদানে অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৩।৪ শত হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালীগণও গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন, প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদপত্র সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লয়।

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ড পীড়ন" নামে একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ড-পীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃতঘ্ন ব্যক্তি, যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া

পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।"

সংবাদ ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন। এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পারেন না।"

১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, "ভাস্কর সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইক্ষণে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারে লিপি দ্বারা অস্মৎপত্রের আনুকূল্য করিতে পারেন? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি প্রশংসিতরূপে নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাতেই আছে।"

এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ড পীড়ন" এবং তর্কবাগীশ "রসরাজ" পত্র অবলম্বনে কবিতা-যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণেই সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়।

কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি। সেই কবিতা যুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাত্র রসরাজ এক দিন দেখিয়াছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্যভাষা যে এত কদর্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্লীলতায় জ্বালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান্ ও কৃতকার্য্য হয়েন। সেই দিন হইতে অশ্লীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।

অনেকের ধারণা যে, এই বিবাদসূত্রে উভয়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সেটি ভ্রম। তর্কবাগীশও গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হন, তর্কবাগীশ সে সময়ে রুগ্ন শয্যায় পতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই রুগ্ন শয্যায় শয়ন করিয়া ভাস্করে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল।

"প্রশ্ন। প্রভাকর-সম্পাদক 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' কোথায়?

উত্তর। স্বর্গে।

প্র। কবে গেলেন

উ। গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়াছেন।

প্র। তাঁহার গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যু শোকের বিষয়, শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন?

উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কত দিন ?

উ। এক মাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটি নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয়ে ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃত্যু-শোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।"

তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৫ সালের ২৪এ মাঘ প্রাণত্যাগ করেন।

পাষণ্ডপীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত। "সাধুরঞ্জন" ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।

অল্পবয়স্ক হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিণী সভা, দর্জ্জিপাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায় তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই; কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরঙ্গিণী সভা, হাটে হাটভঞ্জিনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী, জলে জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানায় নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে বিলবাসিনী এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।

সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানের ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্কুল কমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন— আবার ও দিকে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন। নগর এবং উপনগরের সখের কবি এবং হাফ আখড়াই দল সমূহের সঙ্গীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত হইয়া সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাঁহারই জয় হইত। সখের দলসমূহ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহাকে পাইলে আর অন্য কবির আশ্রয় লইত না।

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটি নূতন অনুষ্ঠান করেন; নববর্ষে অর্থাৎ প্রতিবর্ষে ১লা বৈশাখে তিনি স্বীয় যন্ত্রালয়ে একটি মহতী সভা সমাহূত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভায় নগর, উপনগর এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান্ ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিকবংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা

তাহা পাঠ করিতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা নগদ অর্থ পুরস্কারস্বরূপ পাইতেন। নগর ও মফস্বলের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ছাত্রদিগকে সেই পুরস্কার দান করিতেন। সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে মহাভোজ দিতেন।

প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতে হইত, এ জন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাধে কবিতা লিখিতে পাইতেন না। সেই জন্যই তিনি ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে এক একখানি স্থূলকায় প্রভাকর প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরের নানাবিধ খণ্ডকবিতা ব্যতীত গদ্যপদ্যপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে থাকেন।

প্রভাকরের দ্বিতীয়বার অভ্যুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাকর সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা হইলে তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহকারী সম্পাদক বাবু শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতেন। শেষ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশপর্য্যটনের বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সেই জন্যই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদনভার দান করিয়া, পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন।

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ দর্শনে কবিতা প্রণয়নপূর্ব্বক প্রভাকরের প্রকাশ করেন। আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড় দর্শন করিয়া তাহার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাহারাও তাঁহার মিষ্ট-ভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণসূত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সম্ভ্রান্ত লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ-পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মফস্বলের ধনবান্ জমীদারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং অযাচিত হইয়া পাথেয়স্বরূপ পর্য্যাপ্ত অর্থ এবং নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার দিতেন। যাঁহার সহিত একবার আলাপ হইত, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের মিত্রতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন। মিষ্টভাষিতা এবং সরলতা দ্বারা তিনি সকলেরই হৃদয় হরণ করিতেন। ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত স্থানে নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন। তাহাদিগের বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন ফল মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন। ইহাতে কোন হীনতা বোধ করিতেন না। বালকদিগের অভিভাবকগণ শেষে ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, যথাসাধ্য সমাদর করিতে ত্রুটী করিতেন না। ভ্রমণকালে বালকদিগের দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিতেন।

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষ কাল নানা স্থান পর্য্যটন এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালী-জাতির মধ্যে

ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী। সর্ব্বাদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত "কালীকীর্ত্তন" ও "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন (নিধু বাবু), হরুঠাকুর, রাম বসু, নিতাই দাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েকজন প্রাচীন খ্যাতনামা কবির জীবন চরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহু-পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরের প্রকাশ করেন। সেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বর-চন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে "প্রবোধ প্রভাকর" নামে গ্রন্থ প্রকাশারম্ভ হইয়া, সেই সনের ১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হয়। পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন সেই পুস্তক প্রণয়নকালে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। উক্ত সনের ১লা চৈত্রে "প্রবোধ প্রভাকর" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়।

তৎপরে প্রতি মাসের মাসিক প্রভাকরে ক্রমান্বয়ে "হিত প্রভাকর" এবং "বোধেন্দু-বিকাস" প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অনুজ বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে পুস্তকাকারে "হিত প্রভাকর" ও "বোধেন্দু বিকাসের" প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তিনখানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে।

কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস এবং নীতিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা নীতিহার নামে প্রভাকরে প্রকাশ করেন।

১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন।

অবিশ্রান্ত মস্তিষ্কচালনাসূত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রমবৃদ্ধি হয়। মাসিকপত্র সম্পাদন এবং উপর্য্যুপরি কয়খানি গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন। কিন্তু এই সময়টি তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নকালস্বরূপ সমুজ্জ্বল।

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ তাহা বিকারে পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে নিম্নলিখিত কথা প্রকাশ হয়।

"অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমাদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষ কবিকুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। শারীরিক গ্লানি যথেষ্ট হইয়াছিল, সদুপযুক্ত গুণযুক্ত এতদ্দেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন। তদ্দ্বারা শারীরিক গ্লানি অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয় নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র দেশের সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং মিত্রমণ্ডলী দুঃখিতান্তঃকরণে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে যান। অনেকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকটে অবস্থান, তত্ত্বাবধান এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পীড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পরদিনে অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাঁহার অবস্থা ও চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

তৎপরদিন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার পর বৃত্তান্ত লিখিত হয়। পীড়ায় সকল মনুষ্যেরই দুঃখ সমান—সকল চিকিৎসকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক। অতএব সে সকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

১০ই মাঘ শনিবার ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিলে, হিন্দুপ্রথামত তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকবে ঈশ্বরচন্দ্রেব অনুজ বামচন্দ্র লেখেন,—

"সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপূজ্যবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনী অনুমান দুই প্রহর এক ঘটিকাকালে ৺ভাগীরথীতীরে নীরে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয়াভীষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।"

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য তাঁহার স্বহস্তগঠিত।

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া অনুজ রামচন্দ্রের সহিত পরান্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। একদা সেই সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "ভাই, আমাদিগের মাসিক ৪০ টাকা আয় হইলে উত্তমরূপ চলিবে।" শেষ প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈন্যদশা বিদূরিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় হইতে থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা আসিত। তদ্ব্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা অনুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক দিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে?" বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না। পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া সাহায্য প্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহাদিগকে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য করিতেন। পরিচিত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি ঋণ প্রার্থনা করিলে, তদ্দণ্ডেই তাহা প্রদান করিতেন। কেহ সে ঋণ পরিশোধ না করিলে, তাহা আদায় জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করিতেন না। এই সূত্রে তাঁহার অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকিলেও তাহার রীতিমত কোন হিসাবপত্র ছিল না। ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতায় কোন না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লইতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (!!) সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎসমস্ত আদায় করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর দ্বার অবারিত ছিল। দুই বেলাই ক্রমাগত উনুন জলিত, যে আসিত, সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মীয়, মিত্র এবং ধনী লোকদিগকে আহার করাইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বৎসর বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান্ শাল উপহার পাইতেন। তৎসমস্ত গাঁটরী বাঁধা থাকিত। একদা এক জন পরিচিত লোক বলিলেন, "শালগুলা ব্যবহার করেন না পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন, বিক্রয় করিলে অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। আমাকে দিউন বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব।" ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকার মূল্যের এক গাঁটরী শাল তাহাকে দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরাইয়া দেয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ত্বও লয়েন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যদিও উদ্ধত, অবাধ্য এবং স্বেচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি সহকারে সে সকল দোষ যায়। তিনি সদাই হাস্যবদন। মিষ্ট কথা, রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতায় হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। শত্রুরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত।

চরিত্রটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল না। পানদোষ ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসব করিত। যে কোন শ্রেণীর যে কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাঁহাকে যে কোন প্রকার কবিতা, গীত বা ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান করিতেন।

(১) এক (২) দুই (৩) চারি (৪) ছেড়ে দেহ ছয় (৬)।
পাঁচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটী।
বাবু সেজে পাটীর উপরে রাখি পাটি॥
পাত্র হয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মারি কাটি।
ঝোলমাখা মাছ নিয়া চাটি দিয়া চাটি॥

তিনি সুরাপান করিতেন, এজন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়িতেন। ঋতু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন।

যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্জল। তিনি সুপুরুষ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন।

(১) কাম (২) ক্রোধ (৩) লোভ (৪) মোহ (৬) মাৎসর্য্য (৫) মদ। "রিপু রিপু নয়" অর্থাৎ "মদ" শব্দ এখানে রিপু অর্থে বুঝিবে না।

কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন—তাঁহার কতকগুলি নন্দীভৃঙ্গী থাকিত, রসাভাসের ভার তাহাদের উপর পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালবাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকেও শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তিশক্তি পরিমার্জ্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনা-প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সরল স্বচ্ছ—দেশী কথায়, দেশীয় ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্পবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয়, তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই গিয়াছেন—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।

সুরাপান করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্য বেশে সামান্য ভাবে অবস্থান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজ-সজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠকখানায় একখানি সামান্য গালিচা বা মাদুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আস্‌বাব থাকিত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া তাহাতে বসিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কবিত্ব।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তারা সকলেই "কবি।" ধর্ম্মশাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষশাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ।" এখানে অর্থটা ইংরেজী Poet শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে "কবির লড়াই" হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি।"

আবার আজকাল কবি অর্থে Poet; তাহাকে পারা যায় কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজীতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না, আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয়, আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্যহৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া, তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না; সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না কাশীরামের মত সুভদ্রা-হরণ কি

শ্রীবৎসচিন্তা, কৃত্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না; বৈষ্ণবকবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কাবর সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা করিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না?

রহিল বৈ কি! যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈ কি। ঈশ্বর গুপ্ত, সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে ঈশ্বরগুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ব্বণে পিঠাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকে উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমার মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও, তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান,

"মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাকো।"

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন গোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারে এক রকম খাঁটী কাব্যরস বাহির করেন;—

'বধুর মধুর খনি, মুখ-শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছলছল॥"

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপসে মাছে, মৎসাভাব ছাড়া তপস্বিভাব দেখেন। পাঁটার বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, তোমাদের এ সমাজ বড় রঙ্গভরা। "তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি

চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী—প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার,—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি, উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আমি বলি, পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে—উভয়কে মুখ ভেঙ্গানতেই সুখ।" স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন, মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য যুবতিগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কম্পিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, "দেখ—দেখি, কেমন তামাসা। যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাহাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর।" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া বলিবে, "ধন্য স্বামিপুত্রসেবাব্রত। ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য।" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী-ননদের মুণ্ড ভোজন হইল এবং কুটুম্বভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল। স্থুল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirst ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের রচনা অনেক সময় হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ এবং পরশ্রীকাতরতা-পরিপূর্ণ; পড়িয়া বোধ হয়, ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। হুতোম পেঁচার নক্‌সা বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না, কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটাই আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়ে রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে, এই জিদ। কবির লড়াই, ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগাল। ঈশ্বর গুপ্ত "কবির লড়াইয়ে" শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল।

অন্যত্র তাও না—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহারই গালে এক চড়, নহে একটা কানমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, কৌন্সিলের মেম্বর হইতে মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক একটি চড়-চাপড় এক একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই; কিন্তু যে খায়, তাহা হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র-বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন—

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে"

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে ঢেরা সই রহিল—

"সিন্দূকের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী যশী ক্ষেমী বামী রামী শ্যামী গুল্কী॥"

মহারাণীকে স্তুতি করিতে ক'রতে দেশী Agitator-দের কান ধরিয়া টানাটানি—

"তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু;
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেমন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গাম্‌লা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব,
ঘুঁসি খেলে বাঁচ্‌ব না।"

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কানমলা খাইয়াছেন—একটা নমুনা—

"যখন আস্‌বে শমন করবে দমন
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট বোলে, বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে?"

এক কথায় সাহেবদের নৃত্যগীত—

"গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥"

সখের বাবু বিনা সম্বলে—

"ভেড়া হয়ে তুড়ি মেরে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে॥"

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ। তপসে মাছ লইয়া আনন্দে—

"কষিত কনক-কান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপদাড়ি তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥"

অথবা আনারসে—

"লুণ মেখে লেবুরস রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি॥"

অথবা পাঁটা—

"সাধ্য কার একমুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥
হাড়কাঠে ফেলে দিই ধ'রে দুটি ঠ্যাঙ্গ।
সে সময় বাদ্য করে ছ্যাডাঙ্গ ছ্যাডাঙ্গ॥

এমন পাঁঠার নাম, যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়ে বংশে বোকা॥"

তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবরা গালি খাইতেন মেকি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা "নস্ত-লোসা দধিচোষার" দল, গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরিদিগের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ। যথাস্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, এ জন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না।

অনেক সময় ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। উহা বাদ দিতে গিয়া, ঈশ্বর গুপ্তকে Bowdlerize করিতে গিয়া, আমরা তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি কাব্যরসে যথার্থ রসিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন। কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোনরূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারি না। ইহাও জানি যে, ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তির জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সকল লোকও কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই "বদ্‌জোবান" আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ-প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে সময় ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল, তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটী সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্যরত্ন—শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ় বয়সের, বার্দ্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর, সর, পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বল্লমে জুড়ী জুতিয়া, তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্দেবী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বল মনুষ্য হইলে এ

অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়া, দুঃখের গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান্।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে, সমাজকে স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ, তাহা মিটিল না। জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালীর ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয়, ইহাদিগের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র, তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য—যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, তাহা ছাড়া অন্য বিষয়ে অশ্লীলতাও তাঁহার কবিতায় আছে। কেবল রঙ্গদারীর জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীলতা নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কবি, চোরপঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যা-পক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা পার্ব্বণ অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী, হাফ-আখড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বাতাসে জীবনপ্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটুখানি মার্জ্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্যসমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাব। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরাজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরাজেরা করেন না। ইংরাজের কাছে প্যান্টালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরাজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না; মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে, স্ত্রীপুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার, কিন্তু ইংরাজের চক্ষে উহা পবিত্র কার্য্য—মাতৃপিতৃসমক্ষে উহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য ব· দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতী জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী কুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ। আলতাপরা মলপরা পা। দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা কেবলই যে জিতিয়াছি, এমত নহে, একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচিবিরুদ্ধ; স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্যবাবু হয় ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রী-মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু

আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া "মাতা বসুমতী" বলি ; আমরা তাঁহার সন্তান : সন্তানের চক্ষে মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরাজি রুচি বিশুদ্ধ নহে, দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল। এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প, শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্তের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি ; কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, আর অনেক স্থানেই অত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জ্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়ামুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলতা দোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে, এই দোষ তাঁহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিস পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে ? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বলিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি। যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে ? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভা গুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই, প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল ? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী—প্রতিভার অনুগামী সুরুচি।

ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন ? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম এবং পাত্রের রুচিও বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে, পাত্রের রুচির অভাবের কারণ (১) পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব (৪) সমাজের অত্যাচার এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল, এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থুল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল, তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সত্ত্বাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা, দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নহে। মনে করিলে, নমঃ নমঃ বলিয়াই দুই কথায় সারিয়া যাইতে পারিতাম। অভিপ্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

মানুষটা'ক, আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক—কবিতা না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক-পাটক কিছু নাই। অশ্লীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা—পাটার স্তোত্র লেখেন, তপসে মাছের মজা বুঝেন, লেবু দিয়া আনারসের পরমভক্ত, সুরাপান* সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ —আবার বিলাসী কারে বলে ? কথাটা বুঝিয়া'দেখা যাউক।

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে ঐগুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সেগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। দেখিবেন সেগুলি ফরমায়েসি কবিতা নহে। কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে, অনেকগুলির মধ্যে ঐ কয়েকটি বাছিয়া দিয়াছি—আর বেশী দিলে রসিক বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরমার্থবিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া আমরা তাঁহার সে গদ্য কিছুই উদ্ধৃত করি নাই, কিন্তু সে গদ্য পড়িয়া বোধ হয় যে, পদ্য অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তাঁহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট। এই সকল গদ্য ও পদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম্ম, একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ হউন, বিলাসী হউন, কোন হবিষ্যাশী নামাবলীধারীতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরের ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন। যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর পাইবার জন্য কোলে

* সুরাপানের মার্জ্জনা নাই। মার্জ্জনার আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটি স্মরণ করিতে বলি—
'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন, উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া কাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নির্গুণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত।*

"কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে তুমি হ'লে কালা।
মনে সাধ কথা কই নিকটে আনিয়া।
অধীর হলেম ভেবে, বধির জানিয়া॥"

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনুভূত করিতে চান, ভরসা করি, তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবেন না। এই সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার জন্য ইহা নানাদিকে সঙ্কীর্ণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি বুঝিতে পারিবেন। সেগুলি যাহাতে পুনর্মুদ্রিত হয়, সে যত্ন পাইব।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমানাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দ-যশোদা পুত্রভাবে এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার সকল আমাদিগের হইতে এত দূর সংস্থিত যে, তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান্, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্গালার দুইজন সাধক আমাদের বড় নিকট। দুই জনই বৈদ্য, দুইজনেই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহাঁরা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

"তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥

---

* কবিতা সংগ্রহের ৫১ পৃষ্ঠার কবিতাটি পাঠ করুন।

পিতৃ নামে নাম পেয়ে উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয় ?”

পুনশ্চ—আরও নিকটে—

“তোমার বদনে যদি না সরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন॥
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥”

যার এই ঈশ্বর-ভক্তি, যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্ব্বদা নিকটে অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ—সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমরা এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাশী বা অভোক্তা ছিলেন না, পাঁটা, তপ্‌সে মাছ বা আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে, উভয়েই সমর্থ ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

“লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে॥”

শাকান্নমাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসি মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতায় ভগবদুক্তি এই—

“আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
স্নিগ্ধারস্যাস্থিরাহৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥”

স্থূলকথা এই যাহা আগে বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু। লোভী, পরদ্বেষী অথচ হবিষ্যাশী ভণ্ডের ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে, আহারত্যাগে নহে। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহারত্যাগকে ধর্ম্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত—তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পাঁটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানে এবং তপসের মহিমা বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম, নিজে ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম খাঁটি, মেকির উপর খড়্গহস্ত। ধার্ম্মিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয়, তাহা বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি, বোধ হয়, তাহা এখন বুঝিলাম।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায় তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস-যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই-ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া, অনেক সময় রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ, দেশ, কাল, পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই—কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমত নহে। কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে নাই। এখানেও মার্জ্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপ্রাস-যমক যে সর্ব্বত্রই দূষ্য, এমত কথা আমি বলি না। ইংরাজীতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস-যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া পরিমিতভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে, বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন দুই এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন, রস উছলিয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্তের এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে

"বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে ॥"

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সহরদ্দ নাই—একবার অনুপ্রাস-যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিগে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি। এই দোষ গুণের উদাহরণস্বরূপ দুইটি গীত বোধেন্দু বিকাস হইতে উদ্ধৃত করিলাম,—

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

কে রে, বামা, বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে, ধ'রেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয় ॥
বামা, হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কাররবে বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ হয় ।১
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,

কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময় ॥২
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয় ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

কে রে বামা, ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী, এ, যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশু শশী, করে শোভে অসি, রূপমসী চারু ভাস,
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হ'তেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি, চরণে কৃত্তিবাস ॥
কে রে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী
রূপেতে প্রভাত, করিছে যামিনী, দামিনীজড়িত হাস।
কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ।৩
আহা, যে দেখি পূর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেল রে সর্ব্ব,
চরণসরোজে পড়িয়ে শর্ব্ব, করিছে সর্ব্বনাশ।
দেখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ,
মহণহরণ, অভয়চরণ,
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ ॥৫

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যখন অনুপ্রাস-যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায় এমন বাঙ্গালীর এমন প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরাজীনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলাকা ফুল নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী— তাহার বিশেষ কারণ, তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি, পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন

উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণমাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয়, তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একদিকে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত 'ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাড়্‌বিপাক্ মলিম্লুচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিকে ইংরেজীর ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ পিনেস বজরা ক্ষুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত, মাঝে স্বচ্ছ-সলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোত বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্ত্তে পড়িয়া লেখক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি-নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব-বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে, তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। "বর্ষাকালের নদী" "প্রভাতের পদ্ম" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন।

স্থূল কথা, তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী। ঈশ্বর গুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। আমরা দুই একটা উদাহরণ দিই।

প্রথম দেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরমধর্ম্ম; কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কি না, বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশ-বাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি, সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন,—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন। মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। "মাতৃসম

মাতৃভাষা” সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে? “বাঙ্গালা বুঝিতে পারি” এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরাজীনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এ মহাত্মারা সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, ধর্ম্ম। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দু-ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গ্রহণ করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ পরমমঙ্গলময় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য হেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যপদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়। এক সময় ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। আদিসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন। এ জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন।

তৃতীয়, ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম।

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই। গোপাল বাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার ক্ষুদ্রাংশ। যদি তাঁহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের অনুরাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মাত্র। বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, এমন নহে। যদি সকল ভাল কবিতাগুলি প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অন্যান্য খণ্ডে কি থাকিবে?

নির্ব্বাচনকালে আমার এই লক্ষ্য ছিল যে, ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব। এ জন্য কেবল আমার পছন্দমত কবিতাগুলি না তুলিয়া সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তুলিয়াছি। অর্থাৎ কবির যত রকম রচনা প্রথা ছিল, সকল রকমের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য, তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর “হিত-প্রভাকর”, “বোধেন্দু বিকাস”, “প্রবোধপ্রভাকর” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। কেন না, সেই গ্রন্থগুলি অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভরসা করি, তাহার স্বতন্ত্র এক খণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিবে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, অনবকাশ—বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যের কোন তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, তবে পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও তাঁহার কাব্য

॥ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বড় কবি নহেন। ক্ষুদ্র বাঙ্গালি জাতির মধ্যেও উচ্চতর কবিও নহেন, কিন্তু হয়ত তিনি শেষ কবি। দরিদ্রের ক্ষুদ্র মুদ্রাটি হয়ত চিরদিনের তরে হারাইয়াছে, আর ফিরিয়া পাইব না, সেইজন্য আমরা ঈশ্বর গুপ্তকে বড় ভালবাসি।

গুপ্ত কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে. আর একটি কথা বুঝা আবশ্যক। অনেকের মনে একটি ধারণা হইয়াছে যে, রচনার ভাবই সর্ব্বস্ব ভাষাটা কিছু নয়। কিসে ভাব পরিস্ফুট হইল, তাহাই দেখিবে, ভাষার পারিপাট্য বিষয়ে দৃষ্টিই দিবে না। এটি বড় ভুল। মহাকবি কালিদাসের মহাকাব্যের প্রথম শ্লোক দেখুন।

বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥

আমি বন্দনা করিতেছি, কিসের জন্য? না—বাক্য এবং অর্থ উভয়েতেই যাহাতে আমার প্রতিপত্তি হয়, সেই জন্য কাহার বন্দনা করিতেছি। না—বাক্য এবং অর্থের মত যাঁহার নিয়ত সম্বন্ধ, সেই পার্ব্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিতেছি।

মহাকবি বুঝিতেন, যে বাক্য অবহেলার পদার্থ নহে। ভাবটিকে যেমন প্রতিপত্তি চাই, ভাষাতেও তেমনই চাই। দুয়েতে সমান দখল চাই; কেন-না ভাব এবং ভাষা, পুরুষ-প্রকৃতির মত জড়িত। যাঁহার কাব্য হইতে দলটি নিরর্থক, শুদ্ধ-মাত্র পাদ-পূরক বিশেষণ খুঁজিয়া পাওয়া ভার, তিনি যদি বাক্যের গৌরব না বুঝিবেন। তবে কে বুঝিবে বল? আমাদের সাধারণ কথায় বলে যে, সরস কথায় গালি দেয়, তাও সহা যায়। তবু কর্কষ কথায় প্রশংসা করিলে সহা যায় না। বাস্তবিক সরস কথার মাহাত্ম্য এইরূপই বটে। ইটগুলি সুপোড় হইবে, পাড়ন বেশ সোজা হইবে; তাহার পর জলে ভিজাইতে হইবে, পাটা ধরিয়া বসাইতে হইবে; তবে ত গাঁথনি ভাল হইবে। কেবল আমাঝামা-টেরাবাঁকা ইট হইলে, গাঁথনিতে হয় খগাবগা। উপাদানের গুণেই ত গঠন। সুতরাং পচা বা শুখা মাছের ঝোল আর নীরস বাক্য-সংযোগে রচনা—পরিপাটী সুন্দর সুন্দর হইবে, প্রত্যাশা করাই ভুল।

গুপ্ত কবির রচনাতে খুব গূঢ়ভাব বা কল্পনার বিশেষ লাবণ্যময়ী লীলাখেলা না থাকিলেও ভাবকে কখনও ভাষার বিরাগ জন্য ম্রিয়মান হইতে হয় নাই। অনেক সময় হয়ত গরীয়সী ভাষার রূপচ্ছটায়, অলঙ্কার-ছটায় কিশোরভাব বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রৌঢ়ভাব কখন রুগ্‌ণা, ভগ্না, রোগিণী ভাষাকে সঙ্গিনী পাইয়াছে বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা চিরদিনই চিরযৌবনা। ভাষা কোথাও তুবড়ির মত ফুটিতেছে,—আর চারিদিকে কেবল ফুল কাটিতেছে। কোথাও এই ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মত ছুটিতেছে, পাল-ভরে কত তরীই না তাহাতে চলিয়াছে। কোথাও বসন্ত লতার মত ধীরে ধীরে দুলিতেছে, ফুলের গন্ধে ভোর করে। কোথাও ঝড়-বৃষ্টি-বাদলের মত তড়্‌বড় করিয়া শিল পড়িতেছে। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা,—দুরন্ত বালকের মত ধরি ধরি করিতে করিতে, কুঁদিয়া চলিয়া যায়, ঠাকুর দাদাকে একটি চড় মারিয়া, ঠাকরুণ দিদির দিকে একবার সহসা মুখভঙ্গি করিয়া তবে নাচিতে নাচিতে ফিরিয়া আসে। ভাষা বড় দুরন্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যঙ্গ-বিশারদ ; রহস্তে রসরাজ—সেই জীবন্ত দুরন্ত ভাষা, আর সেই রঙ-বিরঙের ব্যঙ্গ ; বাসর ঘরের বুড়ী ঠাকরুণদিদির মত সে এক ঢঙই স্বতন্ত্র। তাহার মধ্যে অশীল আছে, অশ্লীল আছে ; রঙ্গ আছে, বাঙ্গ আছে ; হাসি আছে, খুশি আছে ; উপদেশ আছে, নির্দ্দেশ আছে ; কুন্দন আছে, ক্রন্দন আছে। কিন্তু তাহাতে হিংসা নাই, ঈর্ষা নাই, নাকশিটানি নাই, চোখটাটানি নাই, অন্তর প্রবাহে অন্তর্দাহ নাই। ঈশ্বর গুপ্তের রাগ—ভোলানাথের খোলা কথা। তুষের আগুনের মত সে রাগ, কখন গুমরে গুমরে থাকে না। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ, ইয়ারের রঙ্গ, তাহাতে দ্বেষের লেশ নাই। ঈশ্বর গুপ্তের দুঃখ, বিশ্বেশ্বর-সমীপে হৃদয়ের ব্যাকুলতা, তাহাতে দুরাকাঙ্ক্ষার নিরাশা নাই। আর ঈশ্বর গুপ্তের আনন্দ-লহরী—বাঁধা সুরের সাদা রাগিণী—তাহাতে অহঙ্কারের গীট্‌কারি বা ঘৃণার টিটকারি নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যঙ্গবিশারদ হইয়াও নিঃসম্প্রদায়ী লোক ; তাঁহার কাছে দল-বিদল ছিল না। হিন্দু-মুসমান, একেলে-সেকেলে, ব্রাহ্ম-খৃষ্টান, মেয়ে-পুরুষ, রেড়ো-বাঙ্গাল, শহুরে-পাঁড়াগেঁয়ে—সকলেরই উপর গুপ্ত কবির সমান দৃষ্টি আছে। যেখানে কোন ব্যতিক্রম-বিড়ম্বনা দেখিয়াছেন, সেইখানেই গুপ্ত কবি প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে দুই দশ কথা বলিয়া আসিয়াছেন। আর সেই কথায় তাঁহার লক্ষ্য-অলক্ষ্য-নিরপেক্ষ সকলেই হাসিয়াছে। রসের কথায় গালি দিলেও হাসি পায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুপ্ত কবির গরীয়সী ভাষার রূপচ্ছটায় এবং অলঙ্কার ঘটায়, অনেক সময় তাঁহার কিশোর ভাব বিলীন হইয়া যায়। বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যের এটিই প্রধান দোষ। এমন সময় সময় হয় যে মজলিসে ধ্রুপদ শুনিতে গিয়া কেবল মৃদঙ্গীর হস্তের করতপের কেরামত দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম ; সেইরূপ অনেক সময় হয় যে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পড়িলাম, ভাষাতে ছন্দেতে মেশামিশি করিয়া কানের ভিতর হিয়ার মাঝারে ঝড় বহিয়া গেল, অথচ কবিতায় যে একটা স্থায়িভাব তাহার কিছুই পাইলাম না। কিন্তু যেখানে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কথার করতপের লোভ সংবরণ করিতে পারেন, সেখানে তাঁহার কবিতা প্রকৃতই রসময়ী। নিম্নোদ্ধৃত এই কয় পঙ্‌ক্তিতে কেমন একটি মনোহর চিত্র আছে দেখুন—

রজনীতে ভাগীরথী

আহা মরি তরঙ্গিনী কিবা শোভা ধরেছে।
রজত-রঞ্জিত শাটী অঙ্গ বেড়ি পরেছে॥
শূন্য পরে শশধরে হেমছটা ক্ষরিছে।
সুশীতল নিরমল করদান করিছে॥
তটিনী তরঙ্গে তারা কত রঙ্গে খেলিছে।
পবন-হিল্লোল-যোগে ঘন ঘন হেলিছে॥
যেন কোন বিয়োগিনী নিদ্রাভরে রোয়েছে।
স্বপ্নযোগে পতিলাভে প্রমোদিনী হোয়েছে।
হাস্ত-বশে সুবদন ঝলমল করিছে।
থরথর কলেবর নিথর শিহরিছে॥

চাঁদনী রজনীতে তটিনীর ঢুলুঢুলু কুলুকুলু ভাবের সহিত, তরতর লাবণ্যের ভাব মিশ্রিত থাকে ; প্রবাসগত স্বামীর সুখস্মৃতিতে উৎফুল্লা বিয়োগিনীর স্বপ্নাবস্থার উপমায়, সেই আবেগ-উল্লাস মিশ্রিত ভাব কেমন উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে। তটিনী আপনার বশে আপনি নাই ; দূরে শশধর সুশীতল নিরমল কিরণ বিকিরণ করিতেছেন, সুমন্দ সমীরণ মৃদু মৃদু বহিতেছে, আর সেই সকল কিরণমালা ঝিকিঝিকি ধীকিধীকি চলিতেছে। বিয়োগিনী মহিলাও আপন বশে নাই ; স্বামি-সমাগম-স্মৃতি, দূরস্থিত শশধর-কর মত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভাসিত করিতেছে, বদনে মৃদু হাস্য ঝলমল করিতেছে। আর 'থরথর কলেবর নিথর শিহরিছে।' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ঐ কয় পঙ্‌ক্তি পড়া থাকিলে জ্যোৎস্না রাত্রিতে তটিনী-তটে দণ্ডায়মান হইয়া সেই আবেগের প্রশান্তির সঙ্গে মৃদু উল্লাসের চাকচিক্য দেখিলে এই 'নিথর শিহরিছে' কথাটি আপনা আপনি মনে পড়ে—

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব-বর্ণন প্রসিদ্ধ ; এবারকার এই ঘোরতর বর্ষার দুর্দ্দিনে, তাঁহার বর্ষা বর্ণনের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভয়ঙ্কর জলধর, কলেবর গরগর,
নিরন্তর গরজে সঘনে।
দীপ্তিহীন দিবাকর; শোভাশূন্য শশধর,
তারা-হারা হইল গগনে।
গগনের উচ্চদেশ রৌদ্রের উজ্জ্বল বেশ
পরিধান নাহি করে আর।
বুঝে তার দস্ত রীতি, সম্প্রতি বাড়ায় প্রীতি,
বরষার প্রীতি চমৎকার॥
ভয়ঙ্কর মেঘাম্বর পরিলেক অতঃপর,
ত্যজি উগ্র গ্রীষ্মের কিরণ।
সোণার দামিনীহার, গলায় দুলিছে তার,
পরিহার তারার ভূষণ॥
বরষার কিবা ভাব, ক্ষেত্রের নির্ম্মল ভাব,
নাহি আর কর্দ্দম দর্শনে।
স্থলে জল, জলে স্থল, কেবল জলের দল,
টলাটল প্রবল বর্ষণে॥
হেরিয়া জলের বল আনন্দে মীনের দল,
কলকল রবে করে খেলা।
সমূহ শাবক সঙ্গে, ইতস্তত মহারঙ্গে
ভ্রমে, ভ্রমক্রমে নাহি হেলা॥
প্রচণ্ড মারুত বীর, নহে স্থির যেন তীর,
বৃক্ষের শরীর করে চূর্ণ।
পর্ব্বতের অঙ্গ নড়ে, অট্টালিকা ভেঙ্গে পড়ে,

সিন্ধুজলে শূন্য হয় পূর্ণ ॥
গলাগলি তরুগণ গাঁথিয়া গহন-বন,
পবনের পথ ঢেকে আছে।
ঘন ঘন শির 'পরে, মত্ত বায়ু নৃত্য করে,
তরুর তরঙ্গ তায় নাচে ॥
সাজিয়া ভীষণ সাজে, বরষা গগন-মাঝে,
বিরাজ করেন অতঃপর।
মাঝে মাঝে শুভ কাজে, বজ্রের বাজনা বাজে,
বিরহীর বুকে বাজে শর ॥
গ্রীষ্মের প্রতাপ-বলে, পূর্ব্বে ছিল ধরাতলে
কৃশা নদী বালিকার প্রায়।
না ছিল রসের রঙ্গ, ধূলায় ধূসর অঙ্গ,
তরঙ্গের রসহীন তায় ॥
রাজা হলো ববষার, জীবন যৌবন তার,
পয়োধর প্রভাবে সঞ্চার।
হেলে হেলে চলে যায়, বিপুল সংগ্রাম তায়,
সলিলে সুখের নাহি পার ॥
বরষার আবির্ভাবে, দিবানিশি সমভাবে,
হরিষে বরিষে বৃষ্টিধার।
আনন্দে অবনী ভাসে, স্বভাবে সন্তোষে হাসে,
জ্যোতি রাশি নাশে অন্ধকার ॥
সতত শঙ্কার সঙ্গে, অন্ধকার মহারঙ্গে,
সমূহ প্রতিভা করে গ্রাস।
দিক্ দশ অপ্রকাশ, পরিয়া কালির বাস,
করে কাল দৃষ্টির বিনাশ ॥
তমোমাখা নিশি প্রায়, দৃষ্টি পথে দীপ্তি পায়,
অর্দ্ধরূপী শরীর সকল।
নির্ণয় করিয়া রূপ, উথলে সংশয়-কূপ,
সময়ের এমনি কৌশল ॥

সমগ্র বর্ণনে বর্ষার ললিত ভৈরব দুই মূর্ত্তিই চিত্রিত আছে, আমরা কেবল ভৈরব চিত্রই উদ্ধৃত করিলাম। ময়ূর, ময়ূরী, কদম্ব, ডাহুক,—ছাঁটিয়া ফেলিয়া কেবল ভয়ঙ্কর জলধরের ঘনঘটা, প্রচণ্ড মারুতের লীলাখেলা এবং অন্ধকারের মহারঙ্গ দেখাইতেছি। দেখিবেন উৎকট বর্ণনে গুপ্তকবি কেমন প্রতিভাশালী।

গলাগলি তরুগণ গাঁথিয়া গহন বন,
পবনের পথ ঢেকে আছে।
ঘন ঘন শির ' পরে, মত্ত বায়ু নৃত্য করে,
তরুর-তরঙ্গ তায় নাচে ॥

এই একটি শ্লোকে বর্ষাবাত্যার কেমন অপূর্ব্ব উৎকট দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছে।

আর— তমোসামা নিশিপ্রায়, দৃষ্টিপথে দীপ্তিপ্রায়,
অর্দ্ধরূপী শরীর সকল।

এই অর্দ্ধশ্লোকে বর্ষার অন্ধকার রাত্রির কেমন একরূপ ভীষণ বিভীষিকা যেন মাখানো রহিয়াছে।

বর্ষা-বর্ণনের কথায় গুপ্তকবির আনারস ও তপসে মাছ বর্ণনার কথা মনে আসে। খাদ্যসামগ্রী আদি ভোগ্য বস্তুর ঈশ্বর গুপ্ত যখন বর্ণন করিতেন, তখন মনে হইত, তিনি বুঝি এতকাল কেবল সেই সকল জিনিস খাইয়াই বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার বর্ণনীয় বস্তুর সহিত তিনি যেন অভেদ আত্মা।—তাঁহার তপসে মাছ,—

কষিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়।
গাল ভরা গোঁফ-দাড়ি, তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও বস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥

আর তাঁহার আনারস—

লুন মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা তিনি তায় ভরি॥
টুকি টুকি খেলে পরে রসে ভরে গাল।
নেচে উঠে নন্দলাল, মুখে পড়ে লাল॥

—এ সকল অতুল্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্বদেশপ্রীতি এবং মাতৃভাষায় ভক্তি তাঁহার সহজ ধর্ম্ম ছিল। টেনেবুনে বা পেটের দায়ে পেট্রিয়টি তাঁহাকে করিতে হয় নাই তাঁহার সময়ে স্বদেশভক্তির এত মুখ ভরতি ছিল না, এত আস্ফালন ছিল না। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, তখন তন্ত্র বা কোমৎ পড়িয়া শিখিতে হইত না; স্বজাতির প্রতি বা স্বভাষার প্রতি ভক্তি তখনকার একরূপ সহজ-ধর্ম্ম, স্বভাবধর্ম্ম ছিল। সে ভক্তি রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল নহে। হিন্দু-মুসলমান, জৈন-বৌদ্ধ—সমগ্র ভারতবাসী একজাতি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া একরূপ জাতি-ভক্তি উঠিতেছে, পূর্ব্বকার লোকে সে জিনিসটা যে কি, তাহা বুঝিতেন না। অথচ স্বদেশভক্তি একরূপ ছিল। গুপ্ত কবির কাব্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা একস্থান হইতে উদ্ধৃত করিলাম।—

স্বদেশ

জান না কি জীব তুমি, জননী জনম-ভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ভূমেতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা-বিভাবরী।

কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি ॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ ॥
প্রসূতি তোমার যেই, তাঁহার প্রসূতি এই
বসুমাতা মাতা সবাকার ॥
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি
জনকের জননী তোমার ॥
কত শস্য ফল মূল, না হয় তাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু বক্ষেতে বিপুল বসু
বসুমতী করেন ধারণ ॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষত নিজ দেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে
মুগ্ধ জীব যার মোহম্পদে ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ যার।
শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥
মিছা মণি-মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
ক্ষুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া

বিদেশের ঠাকুর অপেক্ষা স্বদেশের কুকুরও ভাল ;—জিজ্ঞাসা করি এখনকার ম্যাটসিনিগণ এই কথা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন কি? হৃদয়ে হাত দিয়াই উত্তর দিবেন।

ঈশ্বর গুপ্তের মাতৃভাষায় ভক্তিও তাঁহার সহজ ধর্ম ; রাজনীতির দায়-নহে। মাতৃভাষার সেবাতেই ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি হরু ঠাকুরের [রামনিধি গুপ্ত মত সহজ বিশ্বাসেই বুঝিতেন কেন—

নানান দেশে নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশীয় ভাষা,
পূরে কি আশা ?

মাতৃভাষার সেবা ও মাতৃসেবা তিনি সমান জ্ঞান করিতেন। মাতৃভাষা সেবার পক্ষে তাঁহার যুক্তি এক, লক্ষ্যও এক। তিনি বলেন, তুমি শৈশবে অসহায় অবস্থায় যে ভাষার সাহায্যে আত্মকষ্ট বেদন করিয়াছিলে, আবার বার্দ্ধক্যে অসহায় অবস্থায়, যে ভাষায় অসহায়ের সহায় ভগবানকে ডাকিবে, তুমি সেই মাতৃভাষার সেবা করিবে না ত আর কাহার সেবা করিবে ?

মাতৃভাষা

মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে,
ঘন ঘন সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদু স্বরে
আধো আধো বচন-রচন ॥
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি ফুটে ভাষা,
ব্যাকুল হোয়েছ কত তায়।
মা-ম্মা-মা, বা-ব্বা-বা-বা আধো, আধো, আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায় ॥
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেশো পিশে, খুড়া বাপ , জুজু ভূত, ছুঁচো সাপ
স্থল জল আকাশ অনল ॥
ভালমন্দ জানিতে না, মলমূত্র মানিতে না,
উপদেশে শিক্ষা হোলো যত।
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত ॥
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তুবোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার ॥
যে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে ॥

'খাও, দাও—খাওয়াও, দেওয়াও' ঈশ্বর গুপ্তের সামাজিক ধর্ম্ম। হাসি খুসি প্রফুল্লতা, তাঁহার নিত্যধর্ম্ম। অতি সহজ ভাষায় তাঁহার ফিলসপি তিনি পরিস্ফুট করিয়াছেন।—

প্রভাতে উঠিয়া করি, হাস্য পরিহাস।
সেদিন করিতে হয়, যদি উপবাস॥
যায় যায় উপবাসে, দিন যায় যাবে।
সাধুসহ সদালাপে, কত সুধা খাবে॥
অমৃত ভোজন করি, যদি যায় দাঁত।
হরিগুণ লিখিয়া যদ্যপি যায় হাত॥
যায় দাঁত, যায় হাত, কিছু ক্ষতি নাই।
লেখ লেখ হরিগুণ, সুধা খাও ভাই॥
লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে॥

বাস্তবিক কথা,—যদি খেতে আর খাওয়াতে গিয়া লক্ষ্মীছাড়া হইতে হয়, ওতে যদি লক্ষ্মী ছাড়েন, তাহা হইলে তিনি আলোয় আলোয় দিন থাকিতে তাঁহার সখের প্যাঁচা লইয়া সরে পড়ুন—সেই ভাল।

ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরবাদ,—যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এ বিষয়ে তিনি রামপ্রসাদের নিকৃষ্ট হইলেও এখনকার ভূমানন্দ বাগীশগণ অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গুপ্ত কবি এক স্থলে বলিতেছেন। তিনি জগদীশ্বরের জনক। কল্পনা অতি বিষম, সন্দেহ নাই, কিন্তু কথা কয়টি শুনুন—

নাস্তিঃকরা 'নাস্তি' বোলে করিছে নিধন।
'অস্তি' বোলে আমি করি তোমায় স্থাপন॥
তোমার 'অস্তিত্ববাদ' করেছি যখন।
পাকাপাকি একখানা করিব তখন॥
জন্ম দিয়া 'বাপ' তুমি হয়েছ আমার।
জন্ম দিয়া আমি তবে কে হব তোমার?
যদ্যপি আদর কর মনেতে বিচারি।
এ সুবাদে তোমার ত 'বাবা' হতে পারি॥
বার বার 'বাবা' বলে ডেকেছি তোমায়।
একবার 'বাবা বলে' ডাক না আমায়॥
ছেলের এ আবদারে আদর ত চাই।
'বাপ' বলে ডাকিলে তো লজ্জা কিছু নাই॥
অধমে বলিতে 'বাপ' লজ্জা যদি হয়।
যা বলিবে তাই বল, বিলম্ব না সয়॥
ছেলে বল, দাস বল, বলা কিছু চাই।

না বলিলে কোন মতে ছাড়াছাড়ি নাই॥
ফুটে না বলিতে পার, ভঙ্গি করে কও।
'ওরে বাবা আত্মারাম' হাবা কেন হও॥
যেরূপে জানাতে হয়, সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয় সেরূপে মানাও॥

নানা বিষয়ে গুপ্ত কবির রচনা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু স্থান সঙ্কুলান হয় না। এবার যুগমাহাত্ম্যের নানারূপ বিড়ম্বনা বর্ণন উদ্ধৃত করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

আচার-ভ্রংশ

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব॥
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লা ভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বসে মুর্গি মাস নিয়া॥
এক দিকে কোষাকুষী, আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেভিলে খায় খানা॥
ভূতের সংসারে, এই হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ, ছোঁড়া পূজে ভূত॥
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, ব্যাটা দেয় পেটে॥
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব, জন্তুভাব শিশু।
বুড়া বলে রামকৃষ্ণ, ছোঁড়া বলে ঈশু॥
হাসি পায় কান্না আসে, কব আর কাকে।
যায় যায় হিন্দুয়ানি, আর নাহি থাকে॥

বোধেন্দু বিকাস হইতে ঐ মর্ম্মের একটি গানও এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

রাগিণী বাহার। তাল খেমটা

প্রাণে জ্বোল্‌তে হোলেই বোল্‌তে হয়।
পোড়া দেশের লোকের আচার দেখে
চোল্‌তে পথে করি ভয়॥
ঢুকে কারাগারে, সাধু হোলো চোর
বন্দীগুলো ফন্দি কোরে, পালায় ভেঙ্গে দোর,
এক ফাঁকা-ঘরে, শোল্‌তে জ্বলে,
জোর বাতাসে, সে কি রয়?॥১।
ওরে 'পাঁচ্‌ঘরা' আর্ 'দশঘরার' মেলা,
সাৎগাঁয়ের কাছে, 'এক্‌ গাঁয়েতে',
কোর্ত্তেছে খেলা।

কোরে ঢলাঢলি দশ দিকেতে,
ঢোলতে থাকে সমুদয়। ২।
এরা অগ্রদ্বীপের মেলা কোরে সায়
নেড়া হোয়ে নবদ্বীপে, চোলে যেতে চায়
কেটা জলের ঘরে আগুন জ্বালে ?
সহজ বড় সহজ নয়। ৩।
হয়, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাৎসমুদ্র পার
কাছে থাকতে পারে, রাখতে পারে,
শক্তি আছে কার ?
ওরে, মুখের বাহির হোলে পরে
সাধ্য কি আর কথা কয় ?। ৪।
সুখে, প্রেমানন্দ-হাটে কর হাট, আমার
আমার, তোমার তোমার ছাড়ো মিছে ঠাট
এই ভাঙা হাটে, ঢেঁটরা পিটে,
দিচ্ছ কারে পরিচয় ?। ৫।
দেখি সমভাবে, সবগুলো অসৎ,
কেউ বেঁচে থেকে সৎ হোলো না, মোরে হবে সৎ,
যার মাথা নেই তার মাথা ব্যথা,
ক্ষেপেছে সব জগৎময় ॥ ৬।

গুপ্তকবির পুরাণোপঞ্জী হইতে লুপ্ত উদ্ধার করিয়া আমরা আমাদের পাঠিকাগণকে উপহার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম ; তাঁহারা যেন না বলেন যে কই, আমাদের কথা গুপ্ত কবি কিছুই বলেন নাই। বলেছেন বৈ কি। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী শুনুন,—

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো
ব্রত কর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
এক বেথুন এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে ?
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ বি শিখে, বিবি সেজে,
বিলিতি বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।
সব কাঁটা চামচে ধোর্ব্বে শেষে,
পিঁড়ে পেতে আর কি খাবে ?
ও ভাই, আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে।

এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী।
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
আছে গোটা কতক বুড়ো য দিন
ত দিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই, তারা হলেই দফা রফা,
এককালে সব ফুরিয়ে যাবে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

॥ রাজনারায়ণ বসু ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রহস্যজনক ক বিতাতে অদ্বিতীয় ছিলেন তিনি পাঁটার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাতে পাঁটার সাদা ও কাল ছানাগুলিকে কানাই বলায়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। কানাই বলাই যেমন গোষ্ঠে খেলা করিয়াছিলেন, ইহারাও মাঠে খেলা করে। তিনি ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই বাক্য আছে—

"মুরগির আণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা
খেয়ে কর প্রাণ ঠাণ্ডা।"

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সম্বন্ধে তিনি এক কবিতা লেখেন, তাহাতে এই বাক্য আছে—

"মাথামুণ্ড ঘুরে গেল মায়ামুণ্ড লিখে॥"

গরীব যে আমি, আমার সম্বন্ধেও লিখিয়াছিলেন,—

"বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।"

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক মার্শম্যান সাহেবের সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহা অতীব রহস্যজনক। তাহাতে মার্শমান সাহেবকে শিবরূপে এবং তাঁহার সহকারী সম্পাদক টাউনসেণ্ড ও রবিনসন সাহেবদিগকে নন্দী ও ভৃঙ্গীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।